

Peace বিষয়ভিত্তিক ②



লা-তাহুয়ান

হতাশ হবেন না

Don't Be Sad



ড. আয়িদ আল হুন্নী

লা-তাহযান
হতাশ হবেন না

Peace বিষয়ভিত্তিক ২

না-তাহুযান হতাশ হবেন না Don't Be Sad



মূল

ড. আহ্মিদ আল কুরনী

অনুবাদ

ডা. হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ নূর হোছাইন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মো: নূরুল ইসলাম মণি



পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

বিষয়ভিত্তিক ২

লা-তাহুয়ান হতাশ হবেন না Don't Be Sad

প্রকাশক

নারী প্রকাশনী

৩৮/৬, কমিউনিস্ট মার্কেট

বালাবাজার, ঢাকা।

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯

প্রকাশকাল : ২৬ মার্চ, ২০১২ইং

মুদ্রণ : ডিজিটাল প্রিন্টিং

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা।

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacecraft@yahoo.com

ISBN 978-984-8885-34-6



9 779848 885001

অনুবাদের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ
الْذِئْبِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ وَآلِهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ
وَعَشَرَتِهِ وَأَقْلِبْ بَيْتَهُ وَأَمْنِهِ أَجْمَعِينَ .

বিচার দিবসের মালিক, পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু, সমস্ত বিশ্বজগতের
প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলারই সকল প্রশংসা প্রাপ্য। সালাত (নজদ) ও
সালাম বর্ষিত হোক সকল নবী-রাসুলের সর্দার, আদ্রাহর নবী ও রাসূল
মুহাম্মদের উপর এবং তাঁর বংশধর, সঙ্গী-সাথী, স্ত্রী-পরিবার-পরিজন, অহেলে
বাইত ও তাঁর সকল উষতের উপর।

অশান্ত পৃথিবী! কোথাও শান্তি নেই! চরিদিকে শুধু মারা-মারি, কাটা-কাটি,
হানাহানি, হিংসা-বিষেধ, অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্বাসন, (কলিত!)
অভাব-অনটন, নাই নাই রব আর হাহাকার। চরিদিকে শুধু অশান্তির দাবানল
মাউমাউ করে জ্বলছে।

মানুষের মনে আর শান্তি নেই। ব্যর্থতা ও হতাশার প্রাণি তাদেরকে
উন্মাদপ্রায় করে তুলেছে।

না! না! আর মির্জুম হাত কাটাতে হবে না। আর বিভিন্ন রক্তনী যাপন করতে
হবে না। হতাশা ও বিষমুতায় আর শাপলশারা হয়ে থাকতে হবে না।

শান্তিরবার্তা এসে গেছে। অশান্ত, বিভ্রান্ত, হতাশ, বিষমু, ভগ্নমনোবৎ,
ভগ্নহৃদয়, বোঝামলে দগ্ধ, মানসিক যাতনায় উন্মাদ ও কাতর, পরশ্রী কাতর,
হিসেক, বিধেয়ী, অভাবী, ধনবল ও জনবলের পর্বে পর্বিত, অহংকারী এবং

বাড়ি-গাড়ি-নারী, জনবল ও কর্মতার মোহে মোহান্বিত ইত্যাদি সকল একার মানসিক রোগীর সমাধান নিয়ে শান্তির ধর্ম ইসলাম আজ মানবতার দুরারে হাজির।

সমগ্র বিশ্ব অগভীর প্রতিপালক মহান রাসুল আলমীন যিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা তিনিই ভাল জানেন যে, তাঁর সৃষ্টির সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে। তাইতো তিনি শান্তির বাণী দিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আল্প মহামানব মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ ﷺ কে এ নতুন ধরাধামে পাঠালেন।

ভয় নাই। ওরে ভয় নাই! সেই কোন ভয়! সব ভয় হবে জয়। শান্তির বার্তাবাহক, বিশ্বস্রষ্টার শেরিক পুঙ্খ মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন—

تَرَكْنُ فِئَكُمْ أُمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا نَمَسَكْنُمْ بِهِمَا كِتَابُ
اللّٰهِ رِسْنَةٌ رَّسُوْلُهُ -

“আমি তোমাদের মাঝে আত্মাহর কিতাব (কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ (হাদীস) এ দু’টি বিষয় রেখে গেলাম— যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটিকে আকড়িয়ে ধরে থাকবে (এ দুটি বিষয় অনুসারে চলবে) ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা লখড়াই হবে না।”

ইয়া! অবশ্যই! শান্তির ধর্ম ইসলামের পথ-নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-যাপন করলে আপনার সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এমনকি সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর শত্রুও আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এ জন্যই তো ইমাম আজরী (রহ) বলেছেন—

أَلَا قَوْلًا لِشَخْصٍ قَدْ تَقَرَّى * عَلَى ضَعْفَيْنِ وَلَمْ يَخْشَ رَقِيبَتَهُ .
خَبِنْتُ لَهُ سِهَامًا فِي اللَّبَالِي * وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ لَهُ مُصِيبَتُهُ .

“আমার দুর্বলতার সুযোগে যে নাকি শক্তি সম্বল করেছে অথচ তার প্রতি সতর্ক গ্রহণীকে (আত্মাহকে) ভয় করল না— আকে বলছি— সাবধান!

আমি যত জোরে জোরে বহু তাঁর তৈরী করে তার জন্য মুকিয়ে রেখেছি। আশা করি এসব শীর তার বিপদের কারণ হবে।”

বলা বাহুল্য যে, এসব তাঁর হল সেসব সোয়া (প্রার্থনা বা আকুল আবেগ) যেগুলোকে বিশ্বনিরুত্তর তাঁর প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে শিখিয়ে দিয়েছেন ও তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুসারীরা প্রেম-সাপরে হাবুতুবু খেতে খেতে বা বিপদাপদের ঘনকালো অমানিশাতে রচনা করেছেন।

হ্যাঁ! এমনই একজন প্রেমিক যিনি তাঁর প্রভুর প্রেমে পাগল, তাঁর প্রিয় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রেমে পাগল, যার নাম আব্দুল্লাহ আল-আব্বাস আল-কুসনী। তিনি ইসলামের এই শক্তির বাণীর কিয়দংশকে ব্যাখ্যা করে অশান্ত মানুষের নয়নের মণি স্বরূপ ও তাদের আশ্রয় (ব্যাবধান) করে প্রশান্তি স্বরূপ এবং মানসিক (হাতনায় কাতর) রোগীদের সমস্যা সমাধান (চিকিৎসা) স্বরূপ 'লা তাহযান' নামে আরবী ভাষায় একখানি কিতাব লিখেছেন। বার বৎপরোনাস্তি উপকারিতা দেখে এর ইংরেজী অনুবাদ করা হয় 'Don't Be Sad' নামে। এই 'লা তাহযান' নামক কিতাবের উপকারিতা বর্ণনা করে শেষ করা অসম্ভব প্রায়। বহুং গ্রন্থায় এ পুস্তকের প্রথম সংস্করণে এ পুস্তক সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন তাই যথেষ্ট হওয়া উচিত।

লিঙ্গ পাবলিকেশনের স্বত্বাধিকারী জনাব মাওলানা রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশের এই অশান্ত পরিবেশের প্রেক্ষাপটে জাতির মানসিক শক্তির উপাদান স্বরূপ এই পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তাকে অন্তরেব অন্ততল থেকে অনুভব করেন এবং সেমতে তিনি এর অনুবাদ পুস্তক 'Don't Be Sad' কে বাংলায় অনুবাদ করার জন্য আমাকে এক প্রকার জোর অববদলিমূলক তাগিদ দিতে থাকেন। তাঁর ক্রমবর্ধমান আগিলের কারণেই আমি অধম আমার সর্বপ্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও এর অনুবাদের কাজে হাত দিই। আব্দুল্লাহ আল-আব্বাস আল-কুসনী তাঁর 'লা-তাহযান' কিতাবের উপকারিতা সম্বন্ধে এর প্রথম সংস্করণে যা বলেছেন তা 'Don't Be Sad'-এর মধ্যে অনুবাদ করা হয়েছে এবং আমিও তা বাংলায় অনুবাদ করে নিয়েছি। 'লা তাহযান' কিতাবের বৎপরোনাস্তি উপকারিতার কারণে এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপেক্ষিতে কিতাবটির ২২ (বাইশ)তম সংস্করণ

বর্তমানে চলছে। এই { ২২ (বাইশ)তম } সংস্করণে গ্রন্থকার আল্লামা আয়িদ আল-কুরনী এই কিতাবের চমৎকারিত্ব বর্ণনা করতে বেয়ে বলেছেন—

رَوَّعَتْ لِيهِ الدَّرُّ حَتَّى تَرَكْتُهُ * يُضَيِّقُ بِلَاثَمْسٍ وَيَسْرِي بِلَاثَمَرٍ -
فَعَيْتَاءَ سِحْرٍ وَالْجَبِينُ مَهْنَدٌ * وَلِلَّهِ دَرُّ الرُّمَسِ وَالْجِيدِ وَالْحَوَرِ -

বাংলা কবিতায় অনুবাদ—

“বড়িয়া দিনু তাহে হুতায়,
যেন, সে যেন দিনমনি বিনে প্রজা ছড়ায়,
যেন, রজনীকান্ত ব্যতিরেকে ধায়।

তার নয়নস্থল ভাই, যেন বাধুময়,
আর কাপুরুষ ধারালো অসিবাং নির্ভিক হয়।
কতইনা মনোহর আখিপত্র হায়।

কী চমৎকার গ্রীন্যদেশ আর রং তার পায়।”

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! গোটা বইখানি পাঠ করার পূর্বেই বইটি সম্বন্ধে স্বয়ং গ্রন্থকারের পরিচিতি হতেই আপনারা খাবণা করতে পারবেন যে, এ পুস্তকখানি পাঠে আপনার দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, হতাশা, বিষণ্ণতা, অস্থিরতা, কাতরতা, হয়রানি, পেরেশানি ও অশান্তি দূর হয়ে যাবে এবং কলে আপনি স্বস্তি ও শান্তি পাবেন আর একারণেই এ পুস্তকের বাংলা নাম রাখা হল— “হতাশা হবেন না।”

মহান আল্লাহ তা‘আলার নিকট আমার আকুল আবেদন এই যে, তিনি যেন আমাদের সকলকে এ কিতাবের দ্বারা উপকৃত করেন এবং এ কিতাবখানিকে ও আমাদেরকে (লিখক, অনুবাদক, প্রকাশক, কম্পজিটর, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে) কবুল করে নেন। আমীন!

বিনীত অনুবাদক
মুহাম্মাদ নূর হুসাইন

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্ তা'আনাই প্রাণ্য। বাসুহুতাই ^{الرحمن الرحيم} তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের উপর অবিরত সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

আমার একান্ত কামনা এই যে, পাঠকবৃন্দ এ পুস্তক হতে উপকৃত হবেন। সম্পূর্ণ পুস্তক পাঠ করার পূর্বেই শুধুমাত্র জুসা জুসা নতর বুলিয়েই পাঠক বইটি কী ধরনের তা বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারবেন। কিন্তু ওহী হতে সঠিক দৃষ্টি ও নীতি দ্বারা যেন সে বিচার করা হয়। এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, কোনো বিষয়ে না জেনে না শুনেই মন্তব্য করা অমার্জনীয় পাপ। তাই নিজে আমি এ পুস্তকের একটি রূপরেখা উপস্থাপন করছি। (যাতে করে এ পুস্তকটি সম্পর্কে আপনাদের একটি প্রাথমিক ধারণা জন্মে। -অনুবাদক)।

যিনি সৃষ্টি-বেদনার মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন করছেন বা যিনি সঞ্চাপন্ন, যার ফলে দুর্যধিত ও বিগ্ধ এবং এমন অবস্থার কারণে বিন্দ্র রক্তনী যাপন করছেন এ পুস্তকটি আমি তার জন্য লিখেছি। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য কুরআন, সুন্নাহ, হর্মতেন্দী বাস্তব ঘটনা, কাব্য, শিক্ষাগ্রন্থ-কল্পকাহিনী ও সভ্যগল্প ইত্যাদি থেকে গুরুত্বের মাত্রা সংগ্রহ করে এ পুস্তকের পাতাগুলো অলংকৃত করেছি।

এ পুস্তক বলে : আনন্দ কর ও সুখী হও; আশাবাদী হও এবং সুখে থাকো। প্রকৃতপক্ষে এ বইটি এ কথাও বলে- যেভাবে জীবন যাপন করা উচিত সেভাবে জীবন যাপন কর-অর্থাতঃ সঙ্গীভাবে, সুখে ও কলহসূতাবে। এ পুস্তক এমনসব ভুলসমূহ নির্ণয় করে যেগুলো সঠিক নির্দেশনা অনুসরণ না করাতে আমরা ভুলে যেতে বাধ্য হয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও কাজ-কর্মে করে ফেলি। যে ভুলগুলো সেনব সহজ-সরল ও সাধারণ নীতির বিপরীত যে নীতিগুলো দ্বারা আমরা মানবজাতি পরিচালিত।

সর্বশক্তিমান মহান আত্মাহ যে ব্যক্তির জীবন পূর্বের নির্ধারণ করে রেখেছেন সে জীবনের বিপরীত বা বিরোধী পথে অটল থাকতে এ পুস্তক আপনাকে প্রতিরোধ করে এবং আপনাকে সুরক্ষিত দুর্গের বাহির থেকে বা বাহিরে আসতে আহ্বান করে না, বরং ভিতর থেকে বা ভিতরে আসতে আহ্বান করে, এটা আপনাকে এমন স্থান থেকে আহ্বান করে যা আপনার জানাই আছে। এটা আপনাকে বলে যে, আপনার প্রতিভাকে আপনার বিশ্বাস করা উচিত। আপনার প্রতিভাকে উদ্ভূত করা আপনার কর্তব্য; আপনার উচিত একটি ইতিবাচক মনোভাবের দিকে মনোনিবেশ করে জীবনের সমস্যা ও উদ্ভাম-পতনের কথা ভুলে থাকা। কেননা, ইতিবাচক মনোভাব আপ্যগ্রন্থ ও সৌভাগ্যের দিকে নিয়ে যায়।

এখন আমি এ বইটি সম্পর্কে কতিপয় বিচার্য বিষয়ের পরিচয় বর্ণনা দিতে চাই—

১. এ পুস্তকের অধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এটা আত্মাহর দয়া ও ক্রমার কথা, আত্মাহর উপর অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপনের কথা, তরুণীর বিশ্বাস, বর্তমানকালের জীবন-যাপনের স্বরূপ এবং আত্মাহর অগণিত করুণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।
২. এ পুস্তকের মতামত ও চিকিৎসা পদ্ধতি চুক্তিতা, বিশ্বস্ততা, দুঃখ-বেদনা, ব্যর্থ মনোভাব এবং হতাশা দূরীকরণার্থে আপ্যগ্রন্থ চেষ্টা করে।
৩. কুরআনের আয়াত, রাসূলের বাণী (তঁার উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক), পল্ল, শিক্ষামূলক রূপক কাহিনী, কবিতা এবং বিজ্ঞানদের প্রবাদ-প্রবচনাদি থেকে যা কিছু আমি এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত মনে করেছি আমি তাই সংগ্রহ করেছি। এ পুস্তক শুধুমাত্র হিতোপদেশ, কষ্ট-কল্পনা বা রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আমন্ত্রণ নয়; বরং এ বইটি আপনার সুখের দিকে এগিয়ে নেয়ার এক আন্তরিক আহ্বান।
৪. এ গ্রন্থ শুধুমাত্র মূলসিঁড়ির জন্যই নয়; অধিকন্তু, এটা ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে সকল পাঠকের জন্যই উপযোগী। এ পুস্তকটি শিখার

সময় আমি প্রত্যেকের সাধারণ আবেগ ও অনুভূতির কথা বিবেচনা করেছি। তা সত্ত্বেও আমি এ পুস্তকটি সকলের সহজাত সত্য ধর্মের উপর ভিত্তি করেই লিখেছি (হয়তোনা আমরা জনসাধারণ এই স্বভাবজাত সত্যধর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে গেছি অথবা হয়নি)।

৫. আপনি এ পুস্তকে প্রাচ্য ও পাক্ষাত্যের লেখক ও দার্শনিকদের প্রবাদ-প্রবচন পাবেন। এ কারণে আমি নিজেকে অপরাধী মনে করি না; কেননা, প্রাজ্ঞ প্রতিটি বিশ্বাসীরই কাম্য বস্তু; যেখানেই সে তা পাক না কেন সে এর খুবই যোগ্য।
৬. কোনোজন বাধা-বিশস্তি ছাড়াই গভীর মনোবেগের সাথে পাঠ করার জন্য বইটিতে আমি কোন পালটিকা সংযোজন করিনি; এতে করে বইটি পাঠকের জন্য অধিকতর সহজ ও সাবলীল হয়েছে। উদ্ধৃতির উৎস পুস্তকের মূল পাঠের ভিতরেই উল্লেখ করা হয়েছে।
৭. এই বিশেষ পুস্তকের জন্য অধিকতর ভালো মনে করে আমার পূর্বসূরীদের তথা কয়েক শতাব্দী পূর্বের ইসলামী লিখকদের অনুকরণ করে উৎসের আলোচ্য অংশের উদ্ধৃতি দিয়েছি এবং অন্যান্য সময়ে উদ্ধৃতাংশের মূল কথাকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি।
৮. এ গ্রন্থটিকে আমি অধ্যায় অনুসারে বিন্যাস করিনি; বরঞ্চ পূর্বাণর বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নাও হতে পারে এমন আলোচনার অনুগ্রহেণ ঘটিয়ে পুস্তকের আলোচনাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্কেলপটে বর্ণনা করেছি। এ গ্রন্থটির পঠনকে অধিকতর উপযোগ্য করে তোলার জন্য মাঝে মাঝে আমি পূর্ববর্তী কোনো এক আলোচ্য বিষয়ে ফিরে গিয়েছি। এভাবে আমি এক বিষয় হতে অন্য বিষয়ে দ্রুত প্রবেশ করেছি।
৯. আমি অস্বস্ত নবর উল্লেখ করেছি, তবে হাদীসের উৎস উল্লেখ করিনি। কোনো হাদীস দুর্বল হলে আমি তা নির্দেশ করে দিয়েছি। হাদীসটি নির্ভরযোগ্য বা হাসান হলে হয়তো তা আমি উল্লেখ করেছি নয়তো লিখব থেকেছি। এ সবকিছু আমি সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যেই করেছি।

১০. প্রিয় পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করবেন যে, এ গ্রন্থের সর্বত্রই বিভিন্নভাবে কতিপয় উদ্দেশ্য ও আলোচনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তা আমি ইচ্ছা করেই করেছি, যাতে করে কোনো গ্রন্থ উদ্দেশ্য পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পাঠকের মনে আগল-আগলিই দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায়। যে-ই ভেবে দেখে যে, কুরআনে কতই না পুনরাবৃত্তিমূলক বিষয়বস্তু পাওয়া যায়, তারই এ পদ্ধতি অনুসরণের উপকারিতা অনুধাবন করার কথা।

এ গ্রন্থটি পড়ার সময়ে আপনাকে এ মশটি কথা স্মরণ রাখতে হবে।

যা হোক, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, পাঠক ঐতিকামণ্য সঠিক বিচার করবেন এবং এটাও আশা করি যে, সত্য ও সঠিক জ্ঞানের দিকে পাঠকের চিন্তা-চেষ্টনা ব্যক্তি হাবে।

পত্রিশেষে বলতে চাই যে, এ পুস্তকটি বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের জন্য রচিত হয়নি; বরং এটা তার জন্য যে সুখী-সমৃদ্ধি জীবনযাপন করতে আগ্রহী।

আমিদুবনু অসিদ্দাহিলু কুরনি

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	হে আল্লাহ!	২৯
০২.	একটি ভেবে দেখুন এবং কৃতজ্ঞ হোন	৩১
০৩.	অতীত চিরদিনের মতো চলে গেছে	৩৩
০৪.	মনে করুন আজই শেষ দিন	৩৫
০৫.	জবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা পরিহার করুন	৩৭
০৬.	ভীত নিন্দা ও অস্বীকৃতির সমালোচনা যেভাবে নিবেন	৩৯
০৭.	কারো ধন্যবাদ পাবার আশা করবেন না	৪১
০৮.	পরোপকারেই পরম আত্মতৃপ্তি	৪৩
০৯.	কাজের মাধ্যমে একেইয়েমিত্তনিত্ত বিরক্তি দূর করুন	৪৪
১০.	অনুকরণ পটু, নকলকারী, ভানকারী, ছলনাকারী শু কপট হবেন না	৪৬
১১.	তব্দীর বা ভাণ্য	৪৮
১২.	দুঃখের সাথেই রয়েছে সুখ	৪৯
১৩.	টক লেখুকে মিটি শরবত বানান	৫১
১৪.	কে উত্তম?	৫২
১৫.	আপনার গৃহই আপনার ঈদা যথেষ্ট	৫৪
১৬.	আল্লাহর কাছে আপনার আশক্তি রয়েছে	৫৫
১৭.	বিশ্বাসই প্রীবন	৫৭
১৮.	মধু আহরণ কর কিছু বৌচাক ভেজ না	৫৮
১৯.	জেনে রাখুন! আল্লাহর জিকিরেই আশা শান্তি পায়	৬০
২০.	হিসো হিসুককে ধ্বংস করে	৬২
২১.	জীবনকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করুন	৬৩
২২.	দুর্দশাশ্রিতদের কথা ভেবে সাদ্ব্যনা লাভ করুন	৬৪

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৩.	সালাত ... সালাত	৬৭
২৪.	মহান আল্লাহ্ কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক!	৬৮
২৫.	আবদুল গুহ ছেড়ে পৃথিবীতে ভ্রমণ করুন	৭০
২৬.	ধৈর্যের কঠিন পথকে অবলম্বন করুন	৭১
২৭.	গোটা পৃথিবীর বোঝা নিজের ঘাড়ে নিবেন না	৭২
২৮.	ভুল জিনিসের চাপে ভেসে পড়বেন না	৭৪
২৯.	আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকুন	৭৬
৩০.	জান্নাতের কথা শ্রবণ করুন	৭৮
৩১.	এভাবে আমি জেযাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি	৮০
৩২.	আমাদের জীবন ব্যবস্থায় বিষন্ন হওয়া অবাস্তব	৮২
৩৩.	এক মুহূর্ত ভাবুন	৮৬
৩৪.	হুদু হানুন	৮৮
৩৫.	বা কাম্বিকত তাই মিতচার	৮৯
৩৬.	জান্নাতের আনন্দসমূহের মধ্যে হাসিও থাকবে	৮৯
৩৭.	হানুন-একটু ভাবুন	৯৫
৩৮.	বাখার মান	৯৬
৩৯.	জ্ঞানের কল্যাণ	৯৯
৪০.	সুখের শিক্ষণীয়তা	১০২
৪১.	সুখ-বিজ্ঞের মূলকথা	১০৩
৪২.	সুখ-কলা : একটু ভাবুন	১০৬
৪৩.	আবেগ নিয়ন্ত্রণ	১০৭
৪৪.	নবীর সঙ্গী-সঙ্গীদের সৌজাখা	১০৯
৪৫.	আপনার জীবন থেকে হতাশা ও বিরক্তি দূর করুন	১১২
৪৬.	দুশ্চিন্তা পরিহার করুন	১১৪
৪৭.	দুশ্চিন্তা করবেন না	১১৬
৪৮.	উদ্বিগ্নতা দূর করুন-একটু ভাবুন	১১৮

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪৯.	দুঃখিত হবেন না সব- কিছুই ভাগ্যানুসারে ঘটবে	১২৩
৫০.	দুঃখিত হবেন না- একটি সুখদায়ক পরিণতির জন্য দৈর্ঘ্য সহকারে অপেক্ষা করুন	১২৫
৫১.	সুখলের জন্য দৈর্ঘ্যসহ অপেক্ষা করুন	১২৭
৫২.	দুঃখিতা করবেন না : আশ্রাহর নিকট বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কেননা, আপনায় প্রভু অতি ক্ষমাশীল	১২৮
৫৩.	দুঃখিতা করবেন না-সর্বদা আশ্রাহকে অবগণ করুন	১২৯
৫৪.	বিদ্যাময় হবেন না- করনও আশ্রাহর রহস্য হতে নিরাশ হবেন না	১৩১
৫৫.	ভুলে জিনিস নিয়ে দুঃখ করবেন না	১৩৪
৫৬.	বিষণ্ণ হবেন না- দুঃখিতা দূর করুন	১৩৬
৫৭.	অন্যদের মোচারোণ ও অবজায় দুঃখ করবেন না	১৩৭
৫৮.	গরীব হওয়াতে দুঃখ করবেন না	১৩৮
৫৯.	কী ঘটবে সে শুনে বিষণ্ণ হবেন না	১৩৯
৬০.	হিসেব ও দুর্বলতা লোকদের সমালোচনার দুঃখিত হবেন না	১৪৯
৬১.	একটু ভাবুন	১৪২
৬২.	মনমরা হবেন না- পরোপকার করুন	১৪৬
৬৩.	হিন্দো নতুন কিছু নয়	১৪৯
৬৪.	একটু ভাবুন	১৫১
৬৫.	রিখিকের অভাবে বিষণ্ণ হবেন না	১৫৪
৬৬.	অন্যদের ভুলনায় আপনায় পরীক্ষা সহজই	১৫৫
৬৭.	অন্যদের ব্যক্তিত্বের অনুকরণ করবেন না	১৫৬
৬৮.	নির্জনতা ও নির্জন বাসের উপকারিতা	১৫৭
৬৯.	সংকেটে বিচলিত হবেন না	১৫৯
৭০.	সংকেট নিয়ে একটু ভেবে দেখুন	১৬০
৭১.	দুঃখিত হবেন না- সুখের মূলশীতি	১৬১
৭২.	ছোট্ট মূলকথা যখন আপনায় নিকট তখন কেন দুঃখ করা	১৬৩

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭৩.	সুখের মূলনীতি- যেসব আয়াত নিয়ে ভাবতে হবে	১৬৫
৭৪.	বই আপনার উত্তম সঙ্গী	১৬৬
৭৫.	বইয়ের মাহাত্ম্য নিয়ে কিছু কথা	১৬৮
৭৬.	পাঠের উপকারিতা	১৬৯
৭৭.	একটুখানি তেবে দেখুন	১৭০
৭৮.	দুঃখ করবেন না-আরেকটি জীবন আসবে	১৭১
৭৯.	অনেক কাজ জমে গেলে অতিরিক্ত কষ্টবোধ করবেন না	১৭২
৮০.	দুঃখ করবেন না- নিজেকে এ গ্রন্থভঙ্গো করুন	১৭৩
৮১.	জটিল পরিস্থিতিতে হতাশ হবেন না	১৭৪
৮২.	এ আয়াতভঙ্গো নিয়ে একটু জানুন	১৭৫
৮৩.	হতাশা দেহ-মনকে দুর্বল করে	১৭৬
৮৪.	হতাশা কতের কারণ	১৭৬
৮৫.	হতাশার আরো কিছু কুশ্রাব	১৭৬
৮৬.	হতাশা ও ত্রেনাখের ফল	১৭৮
৮৭.	ধৈর্যের সাথে কষ্ট সহ্য করুন	১৭৮
৮৮.	আপনার গ্রন্থ সবকিছু সুধারণা শোষণ করুন	১৭৯
৮৯.	মন যখন আনমনা	১৭৯
৯০.	পঠনমূলক সমালোচনাকে সাধারণ গ্রন্থ গ্রহণ করুন	১৮০
৯১.	অধিকাংশ গুজবই ভিত্তিহীন	১৮২
৯২.	অমৃততা সংঘর্ষ এড়াই	১৮৩
৯৩.	অতীত আর কখনো ফিরে আসবে না	১৮৪
৯৪.	জীবনগানিতো দুঃখ করার জন্য নয়	১৮৫
৯৫.	এ কথা কয়টি একটু তেবে দেখুন	১৮৭
৯৬.	আত্মাহর প্রতি বিশ্বাস ব্যতীত পর্যন্ত হতাশ হবেন না	১৮৮
৯৭.	তুমি জিনিসের জন্য দুঃখ করবেন না- পুরো পৃথিবীই নগণ্য	১৮৯
৯৮.	পৃথিবীটা এমনই	১৯২

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৯৯.	অন্যদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন	১৯৩
১০০.	তৎক্ষণ আপনার এক টুকরো রুটি, এক গ্লাস পানি ও লজ্জাহীন আবৃত করার মত কাপড় থাকে তৎক্ষণ নিজেকে বঞ্চিত মনে করতেন না	১৯৩
১০১.	আপনি এক অনন্য সৃষ্টি	১০১
১০২.	যা কিছু স্বভাবিকর মনে হয় তার অনেক কিছুই কল্যাণকর	১৯৮
১০৩.	বিশ্বাসই শ্রেষ্ঠ ঔষুধ	২০০
১০৪.	আশাহারা হবেন না	২০১
১০৫.	জীবনকে যতটা সংক্ষিপ্ত মনে করেন, তার চেয়েও সংক্ষিপ্ত	২০৩
১০৬.	মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি থাকা পর্যন্ত হতাশ হবেন না	২০৪
১০৭.	অল্পে তুষ্টি বিধগুণ্ডা ও হতাশা দূর করে	২০৫
১০৮.	আপনার যদি একটি অসহানি হয়ে থাকে তবুও তাে এর কতিপূরণ করার জন্য অন্যান্য অস-প্রত্যয় আছে	২০৭
১০৯.	দিন বদলের সাথে জালা-হন্দ পালাক্রমে আসে	২০৮
১১০.	আল্লাহুর প্রশস্ত ভূমিনে ভ্রমণ করতেন	২১০
১১১.	নবীর এ বাণীগুলো একটু ভেবে দেখুন	২১১
১১২.	জীবনের শেষ মুহূর্তে	২১২
১১৩.	বিপর্যয়ে বিচলিত হবেন না	২১৩
১১৪.	দুঃখ করতেন না-এ পৃথিবী আপনার দুঃখের যোগ্য নয়	২১৪
১১৫.	হতাশ হবেন না- কারণ যে আপনি আল্লাহুতে বিশ্বাস করেন	২১৪
১১৬.	একটু খানি ভেবে দেখুন	২১৫
১১৭.	হতাশ হবেন না অনুবিধ সমসত্ত্বকে প্রতিরোধ করতে পারে না	২১৬
১১৮.	ইসলাম গ্রহণ করার কারণে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই	২১৮
১১৯.	যা সুখ বলে আসে	২২২
১২০.	সুখের উপকরণ	২২৩
১২১.	নির্দিষ্ট সময়ের আগে আপনি মৃত্যুবরণ করবেন না	২২৪
১২২.	হে রাজাবিরাজ-মহামহিম ও মর্যাদাবান আল্লাহ!	২২৫

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২৩.	একটুখানি ভেবে দেখুন	২৩০
১২৪.	হিংস্রকের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়	২৩১
১২৫.	সদাচার	২৩২
১২৬.	নির্গুণ রাত	২৩২
১২৭.	পাণের কুফল	২৩৩
১২৮.	দ্রিযিক তালিশ কখন কিছু সোভ করবেন না	২৩৫
১২৯.	হেদায়াতের রহস্য	২৩৬
১৩০.	মহৎ জীবনের জন্য মনি-মুক্ত (বা উপনেশাবলী)	২৩৮
১৩১.	হৃদয় হবেন না-আপনার স্বকৃত অবস্থা অনুযায়ী চলতে শিখুন	২৪২
১৩২.	হতাশা দুর্ভাগ্য হয়ে আসে	২৪৯
১৩৩.	হতাশা অস্বস্থতা খাটাতে পারে	২৫০
১৩৪.	আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে রহমতের দুয়ার খুলে যায়	২৫৩
১৩৫.	লোকেরা আপনার উপর নির্ভর করুক, কিন্তু আপনি তাদের উপর নির্ভর করবেন না	২৫৮
১৩৬.	বিচক্ষণতা	২৫৯
১৩৭.	আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আঁকড়িয়ে ধরবেন না	২৬২
১৩৮.	যা করলে শান্তি পাবেন	২৬২
১৩৯.	তত্ত্ববীর	২৬৫
১৪০.	স্বাধীনতার মর্যাদা	২৬৫
১৪১.	মাটিই ছিল সুফিয়ান সাওরির বালিশ	২৬৬
১৪২.	গণকের কথা বিশ্বাস করবেন না	২৬৬
১৪৩.	বোকমের গালিতে আপনার কিছু হবে না	২৬৭
১৪৪.	এ বিশ্ব জগতের সৌন্দর্য উপভোগ করুন	২৬৯
১৪৫.	লোক করে লাভ নেই	২৭১
১৪৬.	কবীর মাধ্যমে পাশ ক্ষমা হয়	২৭১

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪৭.	আমাদের জন্য একমাত্র আশ্রয়ই যথেষ্ট আর তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক!	২৭২
১৪৮.	সুখের উপাদান	২৭৩
১৪৯.	চরমপূর্ণ বাজে চাপ বেশি	২৭৪
১৫০.	সালাত পড়তে আসুন	২৭৫
১৫১.	নান দাতার জন্য শান্তি হয়ে আনে	২৭৭
১৫২.	রাগ করবেন না	২৭৯
১৫৩.	সকালের দোয়া	২৮০
১৫৪.	একটু খানি ভেবে দেখুন	২৮২
১৫৫.	আল কুরআন : মোবারক কিতাব	২৮৩
১৫৬.	যশখ্যাতির আশা করবেন না, যদি করেন তবে মানসিক চাপগ্রস্ত ও উন্নিগ্ন হবেন	২৮৪
১৫৭.	উত্তম জীবন	২৮৬
১৫৮.	বিশ্বদে ধৈর্য ধরুন	২৮৭
১৫৯.	আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে তাঁর ইবাদত করুন	২৮৭
১৬০.	শাসক থেকে কাঠমিরি	২৮৮
১৬১.	যাদের সমস্ত দুর্ভাগ্য তাদের সমস্ত শান্তি নষ্ট করে	২৮৯
১৬২.	দুর্যোগপ্রবৃত্তদের জন্য	২৯১
১৬৩.	তাওহীদের সুফল	২৯৩
১৬৪.	আপনার ভিতরের ও বাহ্যিকের যত্ন নিন	২৯৯
১৬৫.	আল্লাহর নিকট আশ্রয় চান	৩০২
১৬৬.	আমি আল্লাহর প্রতি পরিশূন্য ইমান রাখি	৩০৩
১৬৭.	তারা তিনটি বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন	৩০৩
১৬৮.	সীমান্তজনকারীর অন্যায়ে আচরণ	৩০৫
১৬৯.	খসড়া ও বৃদ্ধা	৩০৬
১৭০.	একটি ছুঁত আরেকটি চমৎকার গুণের কারণ হতে পারে	৩০৭

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭১.	বোকাবোনের নিয়ে কিছু কথা	৩১২
১৭২.	আত্মাহুত বিশ্বাসই হুতির উপায়	৩১৫
১৭৩.	কামেশ্বরপ্রাণ বিভিন্ন জন্মের	৩১৭
১৭৪.	সৌম্য-দুঃ ইন্দ্র	৩১৯
১৭৫.	আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্ত স্বভাব-প্রকৃতি	৩২০
১৭৬.	আপনার ভাষণে যে রিটিক আছে তা আপনার নিকট আসবেই	৩২২
১৭৭.	ভক্ত পরিণতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করুন	৩২৩
১৭৮.	আপনার জীবন মহামূল্য সময়ে পরিপূর্ণ	৩২৮
১৭৯.	একটুখানি ভেবে দেখুন	৩৩৪
১৮০.	মহৎ কাজই সুখের উপায়	৩৩৫
১৮১.	উপকারী জ্ঞান ও অপকারী জ্ঞান	৩৩৬
১৮২.	বুঝে-তনে ও ভেবেচিন্তে বেশি বেশি শ্রদ্ধাভক্তি করুন	৩৩৮
১৮৩.	নিজের হিসাব রাখুন	৩৩৯
১৮৪.	তিনটি ভুল	৩৪০
১৮৫.	সন্তর্ক থাকুন, সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করুন	৩৪০
১৮৬.	মানুষকে জয় করা	৩৪১
১৮৭.	জয়ন করুন	৩৪৩
১৮৮.	জাহাঙ্গীর শরীফ পড়ুন	৩৪৪
১৮৯.	বেহেশতই আপনার পুরস্কার	৩৪৬
১৯০.	সত্যিকার ভালবাসা	৩৪৭
১৯১.	পরীক্ষিত সহজ	৩৪৯
১৯২.	শান্তির মূলকথা	৩৫১
১৯৩.	রূপের যেহে মুখ হওয়া থেকে সাবধান!	৩৫২
১৯৪.	এতও ত অসম্য প্রেমের কিছু ঐশ্বর্য	৩৫৫
১৯৫.	আত্মত্বের অধিকার	৩৫৬
১৯৬.	পাশ মার্জনার দুটি রহস্য	৩৫৭

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৯৮.	রিষিক তামাশা করুন কিন্তু পোত করবেন না	৩৫৭
১৯৯.	একটুখানি জেবে দেখুন	৩৫৯
২০০.	কল্যাণে ভরপুর এক ধর্ম	৩৬০
২০১.	ভয় করো না ভূমিই বিজয়ী হবে	৩৬১
২০২.	চারটি বিষয় হাতে দূরে থাকুন	৩৬২
২০৩.	যদি শান্তি গেতে চান তবে আপনায় প্রভুর যুগ্মশেখী হোন	৩৬৩
২০৪.	সাদুনার দু'টি মহান দাবী	৩৬৩
২০৫.	দুঃখ-কষ্টের কিছু উপকারিতা	৩৬৪
২০৬.	বিদ্যা	৩৬৫
২০৭.	সুখ স্বর্গীয়	৩৬৫
২০৮.	দুঃখের পর অস্বপ্নীয় হওয়া দ্বিতীয় জীবন-ভূলা	৩৬৬
২০৯.	ন্যায়পরায়ণ প্রভু	৩৬৭
২১০.	নিজের ইতিহাস লিখুন	৩৬৮
২১১.	মনোযোগের সাথে আল্লাহর কালাম (বাণী) অনুন	৩৬৯
২১২.	সবাইতো সুখী হতে চায়, কিন্তু,	৩৭১
২১৩.	সুনিমে কৃতজ্ঞ থেকে দুর্দিনের জন্য প্রস্তুত থাকুন	৩৭২
২১৪.	জালাত ও আহাদ্রাম	৩৭৩
২১৫.	আমি কি আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিই নি?	৩৭৪
২১৬.	ভালো জীবন	৩৭৬
২১৭.	ভালো সুখ কী?	৩৭৮
২১৮.	ভালো কথা জীবন নিকটই উন্মিত হয়	৩৮২
২১৯.	তোমার প্রতিপালকের প্রেরণা এমনই	২৮৪
২২০.	মজলুমের দোয়া বা অন্তঃপ্রাণের প্রার্থনা	৩৮৭
২২১.	ভালো বন্ধু থাকার চক্রান্ত	৩৮৭
২২২.	ইসলামে নিরাপত্তা অবধারিত	৩৮৮
২২৩.	কণস্থায়ী মর্যাদা	৩৯০

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
২২৪.	পুণ্যকনাই সুখী জীবনের মুকুট	৩৯৩
২২৫.	চিরস্থায়ী জীবন ও জ্ঞানাত সেশানে, এখানে নয়	৩৯৬
২২৬.	মুনিয়ার হাল-হাফিকত	৩৯৮
২২৭.	সুখের চাবিকাঠি	৪০০
২২৮.	একটুখানি ভেবে দেখুন	৪০১
২২৯.	ভায়া ফেভাবে জীবন যাপন করতেন	৪০২
২৩০.	ধৈর্য নিয়ে জ্ঞানীদের বাণী	৪০৩
২৩১.	আশ্রয়দান মনোভাবের গুরুত্ব	৪০৫
২৩২.	ধৈর্য নিয়ে কিছু কথা	৪০৬
২৩৩.	বানিক ভাবুন	৪০৮
২৩৪.	দরিদ্র হওয়াতে দুঃখ করবেন না; কারণ,	৪০৯
২৩৫.	পড়া নিয়ে একটি কথা	৪০৯
২৩৬.	হতাশ হবেন না	৪১০
২৩৭.	হে আল্লাহ! হে আল্লাহ!	৪১৬
২৩৮.	দুঃখ করবেন না, অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেই— ইনশাআল্লাহ	৪১৮
২৩৯.	দুঃখ করে শত্রুদের আনন্দ দিবেন না	৪১৮
২৪০.	আশাবাদ বনাম সন্দেহবাদ	৪২০
২৪১.	হে আদম সন্তান, হতাশ হয়ো না	৪২২
২৪২.	একটু ভেবে দেখুন	৪২৫
২৪৩.	হস্তবেশে কল্যাণ	৪২৬
২৪৪.	অল্পে তুষ্টির ফল	৪৩০
২৪৫.	আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া	৪৩১
২৪৬.	অসন্তুষ্টদের জন্য রয়েছে পজব	৪৩১
২৪৭.	অল্পে তুষ্ট হয়ে যে লাভ হয়	৪৩২
২৪৮.	প্রভুকে বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন না	৪৩৩
২৪৯.	ন্যায্য বিধান	৪৩৪

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৫০.	অসম্ভাব্যে কোন লাভ নেই	৪৩৪
২৫১.	সত্ত্বাভিত্তিই নিরাপত্তা	৪৩৫
২৫২.	অসম্ভাব্য সন্দেহের দ্বার	৪৩৬
২৫৩.	সত্ত্বাভিত্তি সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা	৪৩৭
২৫৪.	সত্ত্বাভিত্তির ফল কৃতজ্ঞতা (তকরিয়া)	৪৩৭
২৫৫.	অসত্ত্বাভিত্তির ফল অবিশ্বাস (কুফুরি)	৪৩৮
২৫৬.	অসত্ত্বাভিত্তি শয়তানের ফাঁদ	৪৩৮
২৫৭.	অল্পে ভূটি নিয়ে আরেকটি কথা	৪৩৯
২৫৮.	ভাইদের তুলনাটি কমা করা	৪৪০
২৫৯.	সুস্থতা ও অবসরের সুবিধা ত্যাগ করুন	৪৪৩
২৬০.	বিশ্বাসীদের আশ্রয় রক্ষা করেন	৪৪৪
২৬১.	অবেশ্যকারীর গণের নিশানা	৪৪৭
২৬২.	সম্মানে ভূষিত হওয়াও পরীক্ষা	৪৪৯
২৬৩.	চিরস্থায়ী ধন-ভাণ্ডার	৪৫০
২৬৪.	দৃঢ় প্রত্যয় অলক্ষণীয় বাধাকেও অতিক্রম করতে পারে	৪৫১
২৬৫.	আনন্দের জন্য শঠন	৪৫১
২৬৬.	আর আমি যখন অসুস্থ হই তিনিই আমাকে সুস্থ করেন	৪৫২
২৬৭.	সতর্কতা অবলম্বন করুন	৪৫৫
২৬৮.	কোন কিছু করার ছির সিদ্ধান্ত নিন ও পরে তা করুন	৪৫৬
২৬৯.	এ পার্শ্বিক জীবন	৪৫৬
২৭০.	কতি থেকে পল্লভয়ন কণস্থায়ী সমাধান	৪৫৮
২৭১.	মনে রাখুন যে আপনি প্রথম করণাময়ের সাথে লেনলেন করছেন	৪৬০
২৭২.	আশাবাদ	৪৬১
২৭৩.	গোটা জীবনটাই পরিশ্রম	৪৬২
২৭৪.	একটু ভেবে দেখুন	৪৬৩
২৭৫.	মধ্যম পন্থা ধ্যানে থেকে রক্ষা করে	৪৬৪

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৭৬.	প্রধান বৈশিষ্ট্য দ্বারাই মানুষকে গণ্য করা হয়	৪৬৫
২৭৭.	মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য	৪৬৬
২৭৮.	গুরুমাত্র বুদ্ধিমান হওয়াই যথেষ্ট নয়- হেনারীডও প্রয়োজন	৪৬৭
২৭৯.	অন্তরের সৌন্দর্যে বিশ্বজগতের সৌন্দর্য উপলব্ধি	৪৬৯
২৮০.	দুঃখ-কষ্টের পরেই আরাম-আয়েশ	৪৭১
২৮১.	আপনি হিংসার উর্ধ্বে	৪৭১
২৮২.	একটু ভাবুন	৪৭২
২৮৩.	জানই শান্তির চাবিকাঠি	৪৭৩
২৮৪.	ভুল শক্তি	৪৭৪
২৮৫.	সর্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্যমানব	৪৭৫
২৮৬.	এক সময়ে একটি মাত্র পদক্ষেপ	৪৭৫
২৮৭.	কম থাক বা বেশি থাক কৃতজ্ঞ হতে শিখুন	৪৭৭
২৮৮.	তিনটি সাইন বোর্ড	৪৭৮
২৮৯.	একটু ভেবে দেখুন	৪৭৯
২৯০.	দুশ্চিন্তা, উদ্ভিগ্নতা ও ভয় থেকে মুক্ত হোন	৪৭৯
২৯১.	দান কর্ম	৪৮০
২৯২.	বিনোদন ও বিশ্রাম	৪৮২
২৯৩.	একটু ভাবুন	৪৮৬
২৯৪.	বিশ্বজগৎ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন	৪৮৭
২৯৫.	গবেষণালব্ধ পরিকল্পনার অনুসরণ করুন	৪৮৮
২৯৬.	কাজকর্মে অগোছালো হবেন না	৪৯০
২৯৭.	আপনার ইমান ও চরিত্র অনুসারে আপনার মূল্য	৪৯১
২৯৮.	সাহাবীদের সৌভাগ্য	৪৯৩
২৯৯.	কাফেরদের দুর্ভাগ্য	৪৯৪
৩০০.	একটু খানি ভেবে দেখুন	৪৯৫
৩০১.	নারী জাতির প্রতি কোমল থাকুন	৪৯৬

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩০২.	প্রতিদিন ভোরে একবার হাশুন	৪৯৭
৩০৩.	প্রতিশেষ গ্রহদের মোহ বিব বিশেষ, বা কপা আহার প্ররহিত হয়	৫০০
৩০৪.	কথিক ভাবুন	৫০১
৩০৫.	অন্যের ব্যক্তিতে নিজেকে বিশিয়ে দিবেন না	৫০১
৩০৬.	আল্লাহর শব্দ থেকে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করা	৫০২
৩০৭.	যে কাজ করতে আপনার আনন্দ নাগে সে কাজ চালিয়ে যান	৫০৪
৩০৮.	কলকাল ভেবে দেখুন	৫০৪
৩০৯.	হিনায়াত হলো ইমানের হাজারিক কল	৫০৬
৩১০.	মধ্যমপন্থা	৫০৯
৩১১.	চরমপন্থা পরিহার করা	৫১০
৩১২.	কলকাল ভাবুন	৫১০
৩১৩.	ধর্মিক কারা?	৫১১
৩১৪.	আল্লাহু তাঁর বান্দাদের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ালু	৫১২
৩১৫.	আল্লাহু মুঠাকীকে এমন উৎস থেকে প্রিবিদ দিবেন যে সে কল্পনাও করতে পারবে না	৫১৪
৩১৬.	জুরিত প্রতিদান	৫১৭
৩১৭.	তুমি যখন সাহায্য চাও, তখন তুমি ও আল্লাহর নিকটেই চাও	৫১৯
৩১৮.	মূল্যবান মুহূর্ত	৫২০
৩১৯.	ইলাহী আকুদীর বা স্বর্গীয় পূর্বনির্ধারিত বিধান	৫২৬
৩২০.	মুফা	৫২৪
৩২১.	আল্লাহ একাই সর্বশক্তিমান	৫২৭
৩২২.	অপ্রত্যাশিত সাহায্য	৫২৮
৩২৩.	আউলিয়াদের জন্য কারামত আছে	৫৩০
৩২৪.	কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট	৫৩১
৩২৫.	বিশ্বজগতের সবকিছুই আল্লাহর মহিমা কীর্তন করে	৫৩৪
৩২৬.	আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন	৫৩৭

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩২৭.	নাথলাহ উপত্যকা থেকে গায়েরী আশ্রয়াজ	৫৪২
৩২৮.	প্রথম মুসলিম জাতি	৫৪৪
৩২৯.	ধাংসে হওয়ার পরেও সবুটি	৫৪৫
৩৩০.	নিছাত্ত নিতে দৃঢ় প্রত্যঙ্গী হোন	৫৪৭
৩৩১.	মুসলিম ব্যক্তি দৃঢ় ও হির সংকল্প	৫৫০
৩৩২.	চটকনার কথাই খেসারত	৫৫২
৩৩৩.	পরম সুখ-শান্তি জান্নাতেই	৫৫৪
৩৩৪.	বিনয় ও নম্রতা লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে	৫৫৫
৩৩৫.	দুশিষ্টা করে কোন লাভ নেই	৫৫৮
৩৩৬.	জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকেরই খিনিস থাকার যথেষ্ট মনের শক্তি	৫৫৮
৩৩৭.	সর্বগণের স্বাক্ষর ঘটনার দৃশ্য অবলোকনের জন্য প্রস্তুত থাকুন	৫৬০
৩৩৮.	আপনি যদি সুস্থ থাকেন এবং আপনার যথেষ্ট খাবার থাকে তবে আপনি ভালোই আছেন	৫৬১
৩৩৯.	শত্রুতার আচরণ ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা নিভিয়ে ফেলুন	৫৬৩
৩৪০.	অন্যের প্রতিটাকে বর্ষ করবেন না	৫৬৪
৩৪১.	অন্যদের থেকে আপনি যেসকল আচরণ কামনা করেন অন্যদের সাথে আপনি সেসকল আচরণই করুন	৫৬৮
৩৪২.	শিষ্টাচারী, যথার্থিত, অল্প ও সৌজন্যবান হোন	৫৬৯
৩৪৩.	কৃত্রিমতা পরিহার করুন	৫৭০
৩৪৪.	আপনি যদি সত্যিই কোন কিছু করতে না পারেন তবে তা করা বাদ দিন	৫৭১
৩৪৫.	জীবনে বিশৃঙ্খল হবেন না	৫৭২
৩৪৬.	প্রার্থন প্রত্যাশিতা ভ্রমাদেশকে মোহাম্বল করে রেখেছে	৫৭৩
৩৪৭.	সমাপনী অধ্যায়	৫৭৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. হে আল্লাহ!

بَسْتَلِّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.

“আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে বা কিছু আছে সবই তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। প্রতি মুহূর্তে তিনি কাজে বস্ত।” (৫৫-সূরা আর রাহমান : আয়াত-২৯)

(যেমন কাউকে সম্মান দান করা, কাউকে অপমানিত করা, নবসৃষ্টির মাধ্যমে কাউকে জীবন দান করা, কাউকেবা মৃত্যু দান করা ইত্যাদি কাজে বস্ত)।

যখন বিস্কৃত ঝঞ্ঝা বায়ুতে সমুদ্র উত্তাপ-তরঙ্গাঙ্কিত থাকে, তখন নৌকার আরোহীপণ আতর্জনাদ করে বলে, “হে আল্লাহ!”

যখন মরুভূমিতে উট চালক ও কাফেলা পথ হারিয়ে ফেলে তখন তারা আতর্জনিকার করে বলে, “হে আল্লাহ!”

যখন বিপর্যয় ও দুর্ঘোপ দেখা দেয় তখন দুর্গমভ্রমর বলে উঠে, “হে আল্লাহ!”

দরজা দিয়ে যখন কেউ প্রবেশ করতে চায় আর তার সামনেই দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং অভাবীসের সামনে যখন বাধার প্রাচীর নির্মাণ করা হয় তখন তারা টিককার দিয়ে বলে, “হে আল্লাহ!”

যখন সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, সকল আশা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং পথ সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন ডাক পড়ে, “হে আল্লাহ!”

বিশাল, বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী যখন আপনার কাছে সংকীর্ণ মনে হয়, নিজেকে সংকুচিত ভাবতে পরিস্থিতি বাধ্য করে তখন আপনি ডাক দিয়ে বলুন, “হে আল্লাহ!”

সকল ভালো কথা, একান্ত অনুন্ময়-বিনয়, নিরপরাধীর আবেদন এবং বিপদাশঙ্কের সাহায্য প্রার্থনা-সবই আল্লাহর দরবারে পৌছে। অভাব-অনটন এবং বিপদাপদের সময় দুঃস্থত ও দুঃখোখ তাঁর নিকটেই প্রসারিত হয়। গ্রিহণ

তঁার নাম সুমধুর কণ্ঠে জপে। আল্লাহ সুবহানাহ ওরা তা'আলা কতই না উত্তম ও উৎকৃষ্ট! কতই না মহান! যখন আমরা তাঁকে স্মরণ করি তখন হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে, আত্মা স্থিরতা লাভ করে, সাহু বিশ্রাম নেয় আর বোধশক্তি জেগে উঠে।

“আল্লাহ নাম হলো সুন্দরতম নাম, বিচক্কতম ঈর্ষ-সংযোজন এবং সর্বাধিক মূল্যবান শব্দ।

فَلْتَعْلَمْ لَهُ سَبَابًا .

“তুমি কি এমন কিছু জান বা চেন যা তাঁর অনুরূপ।”

(সূরা-১৯ মারইয়াম : আয়াত-৬৫)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ . وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .

তার মতো কিছু নেই, আর তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।”

(৪২-সূরা- শূরা : আয়াত-১১)

যখন পরম সমৃদ্ধি, শক্তি সত্তা, মর্যাদা ও প্রজ্ঞার কথা মনে আসে তখন ‘আল্লাহ’ নাম মনে হয়।

لَمِنَ الْمُلْكِ الْيَوْمَ . لِلَّهِ الرَّاحِدِ الْقَهَّارُ .

“আজ রাজত্ব কার? (আল্লাহ নিজেই নিজের প্রপ্তির উত্তর দিবেন)।

আল্লাহর- যিনি একক, মহাপরাক্রমশালী!” (৪০-সূরা আল মুমিন : আয়াত-১৬)

যখন দয়া, যত্ন, সাহায্য, স্নেহ-মমতা ও অনুকম্পার কথা মনে আসে তখন ‘আল্লাহ’ নাম মনে পড়ে।

وَمَا يَكُفُّم مِّنْ نُّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ .

“আর তোমাদের নিকট যত নিঃসাম্যত রয়েছে সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।”

(১৬-সূরা জল নাহল : আয়াত-৫০)

আল্লাহ হলেন মর্যাদা, সাহায্য ও শক্তিময় অধিকারী।

হে আল্লাহ! আরাম-আয়েশকে মুখ-কণ্ঠের স্থান দখল করতে দিন।

হে আল্লাহ্! ইমানের শীতলতা দ্বারা হৃদয়ের জ্বালা নিব্বারণ করুন।

হে আমাদের প্রভু! বিনীত রক্তনী যাপনকারীকে সুখমিত্র দান করুন এবং অসুখী আত্মাকে শান্তি প্রদান করুন।

হে আমাদের প্রতিপালক! বিশ্বাসীদেরকে আপনার আলোর এবং পথপ্রদীপদেরকে আপনার হেদায়েতের পথে পরিচালিত করুন।

হে আল্লাহ্! আমাদের অন্তরঙ্গমুহু হতে কুমন্ত্রণা দূর করে দিন এবং আমাদের অন্তরঙ্গমুহুকে আলো দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন, মিথ্যাকে সত্য দ্বারা ধ্বংস করে দিন এবং শত্রুতানের কুফ্রকে আপনার ফেরেশতা বাহিনী দিয়ে দুহুড়ে-মুহুড়ে দিন।

হে আল্লাহ্! আমাদের থেকে দারিদ্র্যতা, ক্রেশ ও উষেণ চিরতরে দূর করে দিন! আপনাকে দ্ব্যতীত অন্যকে ভয় করা, আপনাকে জ্বাড়া অন্যের উপর তরসা করা, আপনাকে বাদ দিয়ে অন্যের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা এবং আপনি ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা থেকে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আপনি হলেন সর্বোচ্চ নৃতগোষক ও পরমোচ্চ পালনকারী ও রক্ষাকর্তা!

২. একটু ভেবে দেখুন এবং কৃতজ্ঞ হোন

আপনার প্রতি আল্লাহ্ জা'তালার অসংখ্য করুণার কথা শ্রবণ করুন, কীভাবে সে করুণাসমূহ আপনাকে আপাদমস্তক বেঁটন করে রেখেছে—আসলে সর্বদিক দিয়েই ঐ করুণাসমূহ আপনাকে ঘিরে রেখেছে।

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا .

“যদি তুমি আল্লাহর নি‘মাতব্বালিকে গণনা করতে চাও তবে তা তুমি কখনও গণনা করে শেষ করতে পারবে না।” (২৪-সূরা ইবরাহীম : অৱত-৩৪)

বুহুতা, নিরাশতা, খাদ্য, বস্ত্র, বায়ু ও পানি ইত্যাদি সবকিছুই দুনিয়াটিকে আপনার বলে ঘোষণা দিলে—তবুও আপনি বুঝতে পারছেন না।

জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজনীয় যা কিছু থাকতে হয় তার সবকিছুই আপনার আছে— তবুও আপনি অজ্ঞই থেকে গেলেন।

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ بَعْدَ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ .

"তিনি তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন নি'গ্রামভঙ্গমুহ পূর্ব করে রেখেছেন।" (৩১-সূরা সুকমান : আয়াত-২৩)

(প্রকাশ্য নি'গ্রামত হল ইসলামী একত্ববাদ বা তাক্বীদ এবং সুস্থতা, সৌন্দর্য ইত্যাদিসহ এ জগতের বৈধ যৌন আমোদপ্রমোদ। আর অপ্রকাশ্য বা গোপন নি'গ্রামত হল আল্লাহর প্রতি কারো ইমান, আমলে সালেহ বা সংকাজেব জন্য পথনির্দেশক, কুরআনের উপর ঈমান এবং আশেপাশে বেহেশতের আনন্দ-ফুর্তি ইত্যাদির প্রতি ঈমান।)

নিজের আয়ত্তে আণনার দু'টি আঁবি, একটি জিহ্বা, দু'টি ঠোঁট, দু'টি হাত আর দু'টি পা আছে। (একটু ভেবে দেখুন ও কৃতজ্ঞ হোন -অনুবাদক)

فَبَايَ الْآلَ: رَيْكُمْ أَكْثَرُ .

"সুতরাং (হে জীন ও ইনসান জাতি!) তোমরা উত্তর জাতি তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নি'গ্রামতকে অস্বীকার করবে?

(৫৫-সূরা আর রাহমান : আয়াত-১৩)

পা ছাড়া হাঁটার কথা-কল্পনা করতে পারেন কি? আপনি কি এ বিধগুটি হাফা করে দেখবেন যে, আপনি সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন, অথচ সুখ-যাতনা, দুর্দশা ও দুর্ভাবস্থা বহুলোকের নিদ্রার অন্তরায় হয়ে আছে।

আপনি একথা কি ভুলে যাবেন যে, আপনি সুখানু খাদ্য ও শীতল পানি উভয়টা দ্বারা নিজের উদর পূর্তি করছেন অথচ রোগ-বালাইয়ের কারণে কিছু লোকের পক্ষে সুখানু ও সুপের পানীয়ের মজা উপভোগ করা অসম্ভব হয়ে আছে। আপনার শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তির কথা ভেবে দেখুন। আপনার সুস্থ হৃদয়ের দিকে তাকান এবং আপনি যে চর্মরোগ থেকে মুক্ত আছেন এজন্য আল্লাহর কাছে উক্তরিয়া জ্ঞাপন করুন। আপনার বিবেচনা শক্তির কথা গভীরভাবে ভেবে দেখুন ও যারা মানসিক রোগে ভুগছে তাদের কষ্টের কথা একটুখানি মনে করে দেখুন।

উহল শাহাভুলম স্বর্গের বিনিময়ে আপনি কি আপনার শ্রম ও দর্শন ক্ষমতা বিক্রি করে দিবেন মারি আপনার কথা বলার ক্ষমতা বিশাল-বিশাল

অট্টালিকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিবেন? আপনাকে প্রচুর অনুগ্রহ দান করা হয়েছে, তবুও আপনি না আনার ভান করছেন! টাটকা খাবার, শীতল পানি, সুখরস নিদ্ৰা এবং সুস্বাদু সন্তেও আপনি হতাশ ও বিষন্ন থাকছেন। আপনার যা সেই তা নিয়ে ভাবছেন এবং যা আপনাকে দান করা হয়েছে তার নিমিত্তে কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে বরং অকৃতজ্ঞ হছেন। সম্পদের কতি নিয়ে আপনি বিব্রত, তথাপি অনেক কল্যাণের চাবিকাঠি আপনার হাতে ন্যস্ত। একটু তেবে দেখুন এবং কৃতজ্ঞ হন।

وَيٰۤاَنۡفُسِكُمْ اَتَلٰتۡبِرُوۡنَ .

“এবং তোমাদের নিজেরদের মধ্যেও (আমার নিদর্শন আছে), তাহলে তোমরা কি (তা) লেপতে পাও না?” (৫১-সূরা যারিয়াত : আয়াত-২১)

আপনার নিজের কথা, আপনার পরিবারের কথা, আপনার বন্ধু-বান্ধবের এবং আপনার চারপাশের গোটা দুনিয়ার কথা গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করুন।

يٰۤعٰرِضُوۡنَ بَعَثَ اللّٰهُ ثُمَّ يُنۡكِرُوۡنَهَا وَاَكۡثَرُهُمُ الْكٰفِرُوۡنَ .

“তারা আত্মাহ্বয় নিয়ামতকে অনুধাবন করতে পারে, তবুও তা তারা অস্বীকার করে তাদের অধিকাংশই কাকের।” (১৫-সূরা আন নাহল : আয়াত-৮৩)

৩. অতীত চিরদিনের মতো চলে গেছে

কোনো ব্যক্তি অতীতের দুঃখজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বসে বসে চিন্তা-ভাবনা করে শুধু এক ধরনের পাগলামিই সেখানে পায়— যে পাগলামি বর্তমান জীবন-যাপন করার বা উপস্থিত মুহুর্তে বেঁচে থাকার দৃঢ় সংকল্পকে ধ্বংস করে দেয়ার মতো এক ধরনের রোগ। যাদের দৃঢ় সংকল্প আছে তারা অতীতের ঘটনাবলিকে ধুয়ে মুছে ফেলে দিয়ে তুলে গিয়েছে। এ ঘটনাকলো আর কখনও সত্যের পাথে বাধা হতে দাড়াবে না।

কেননা, সেগুলো বিশ্বস্তির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে। অতীতের উপাখ্যান শেষ হয়ে গেছে; দুঃখ ওস্তলোর অতিপূরণ করতে পারে না, বিষণ্ণতা সেগুলোকে সংশোধন করতে পারে না, আর হতাশা কখনও অতীতকে

পুনঃজীবন দান করতে পারবে না। কেননা, অতীত চিরকাল অতীত- তা অস্তিত্বহীন।

অতীতের দুঃখগুণ দেখবেন না বা যা আপনি হারিয়েছেন তার মিছে আশা করবেন না। অতীতের কৃতির আনির্ভাব হতে নিজেকে রক্ষা করুন। আপনি কি মনে করেন যে, আপনি সূর্যকে তার উদয়স্থলে, শিতকে তার মায়েব জঠরে, দুধকে পতব ওলানে অববা অশ্রুকে আঁখিতে ফিরিয়ে নিতে পারবেন? অতীত ও অতীতের ঘটনাবলি নিয়ে অনবরত চিন্তা-ভাবনা করে আপনি নিজেকে এক অতি ভয়ঙ্কর ও শোচনীয় মানসিক অবস্থায় উপনীত করবেন। অতীত নিয়ে অতিরিক্ত গবেষণা কর্তমানের অপচয় মাত্র। পূর্ববর্তী জাতিদের কার্যকলাপ উল্লেখপূর্বক মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَا أُمُّ قُلْتِ .

“এটা ছিল এমনই এক জাতি যা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।”

(২-সূরা বাক্বুরা : আয়াত-১৩৪)

অতীতের স্মরণলো চলে গেছে ও শেষ হয়ে গেছে, আর ইতিহাসের চাকা উল্টোদিকে বা পিছন দিকে ঘুরিয়ে তাদের ময়না তদন্ত করে আপনার কোনো লাভ হবে না।

যে লোক অতীতের চিন্তায় বিভোর থাকে, সে ভোঁ এই দোঁকের মতো যে লোক কাঠের গুঁড়াকে কবরত দিয়ে চেরাই করতে চায়। যে ব্যক্তি অতীত নিয়ে কান্না-কাটি, হা-হতাশ ও দুঃখ করত এমন ব্যক্তিকে প্রাচীনকালে বলা হতো- “মৃতদেরকে তাদের কবর থেকে তুলিও না।”

আমাদের দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, আমরা বর্তমানের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে পারি না; আমাদের সুন্দর সুন্দর প্রাসাদকে অবহেলা করে আমরা ধ্বংস দাশ্যনকোঠার জন্য হাউ মাউ করে কান্না-কাটি করি। সকল জ্বীন ও ইনসান একত্রে অতীতকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেও তারা অতি নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থ হবে। পৃথিবীর সবকিছুই সমুখপানে এগিয়ে চলছে, একটি নতুন স্বভাবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে-আপনাকেও তাই করতে হবে। (অর্থাৎ আপনাকেও একটি নতুন জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে ও সামনে এগিয়ে চলাতে হবে। -অনুবাদক)

৪. মনে করুন আজই শেষ দিন

আপনি যখন প্রত্যুষে জেগে উঠেন তখন সন্ধ্যাকে প্রত্যক্ষ করার আশা করছেন না বরং এমনভাবে জীবনযাপন করেন যেন আজই আপনার শেষ সকাল। গতকাল ভালোই আর মনে কেটে গেছে, আর আগামীকালতো এখনও আসেনি। আপনার জীবনকাল মাত্র একদিন, আপনি যেন আজই জন্মগ্রহণ করেছেন আর দিনের শেষে মারা যাবেন। এ মনোভাব থাকলে আপনি অজীভের সকল দূষিতা ও ভবিষ্যতের সকল অনিশ্চিত আশার নেশার স্বপ্ন হয়ে থাকবেন না। কেবল আজকের দিনটির জন্যই যেন বেঁচে থাকবেন; সারাটা দিন আপনার উচিত জগ্নাত হৃদয়ে প্রার্থনা করা, বুকে- শুনে কুরআন তিলাওয়াত করা, মহান আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা। প্রতিটি দিনেই আপনার কাছকর্মে ভারসাম্যতা বজায় রাখা, তত্ত্বদীপ্তির প্রতি সজুই থাকা এবং আপনার স্বাস্থ্য ও বাহ্যিকৃতি তথা সাজসজ্জা, ত্বগচর্চা, বেশভূষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পোশাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত।

নোট : বারা কুরআন তিলাওয়াত করার সময় পান না তাদের জন্য একটি পরামর্শ হচ্ছে— পুরুষগণ প্রতিদিন প্রতি ওয়াত জামায়াতের কিছু সময় আগে মসজিদে চলে যান ও জামায়াতের পূর্বেকার অতিরিক্ত সময়টুকু কুরআন তিলাওয়াতে অতিবাহিত করুন আর মহিলারা প্রতিদিন প্রতি ওয়াত সালাতের পর কিছু সময় সালাতের জায়গায় বসে কুরআন তিলাওয়াত করুন। -মোঃ রফিকুল ইসলাম।

দিনের প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিকভাবে পরিচালিত করুন বা যথাযথভাবে কাজে লাগান, যাতে করে আপনি কয়েক মিনিটে কয়েক বছরের ফায়দা এবং কয়েক সেকেন্ডে কয়েক মাসের ফায়দা হাসিল করতে পারেন। আপনার প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তাঁর জিকির করুন, এ ধরাধাম (দুনিয়া) থেকে শেষ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং অবশিষ্ট সময়টুকুতে সুখ-শান্তিতে বেঁচে থাকুন। আপনার রিযিক, আপনার প্রী, আপনার সম্ভানাদি, আপনার কাজ, আপনার গৃহ এবং আপনার জীবনযাপনের উপর সজুই থাকুন।

فَعَلَمَّا أَتَيْتُكَ وَكُنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ-

“আমি আপনাকে যা দান করেছি তা গ্রহণ করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হোন।” (৭-সূরা আল আন্নাক : আয়াত-১৪৪)

আজকের দিনটি দুঃখ-বেদনা, বিরক্তি, ক্রোধ ও হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত অবস্থায় কাটান।

আপনার হৃদয়ের মণিকোঠায় একটি কথা সোনার হরফে খোদাই করে লিখে রাখুন, আর সেটি হচ্ছে- “আজই আমার একমাত্র দিন।”

আজ যদি আপনি টাটকা খাবার খেয়ে থাকেন তবে গতকালের বাসী খাবার ও আশাশীকালের প্রত্যাশিত খাবারে তেমন কী আসে যায়।

আপনার নিজের উপর যদি আপনার আস্থা থেকে থাকে এবং আপনার যদি একটা দৃঢ়, বলিষ্ঠ, মনোবল ও স্থির সংকল্প থেকে থাকে তবে আপনি নিজেই সম্ভ্রান্তভাবে পরবর্তী কথ্যটির উপর দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করতে পারবেন : (কথ্যটি হল) “আজই আমার জীবনের শেষ দিন।”

যখন আপনি এই মনোভাব অর্জন করতে পারবেন তখন আপনি আপনার ব্যক্তিগত উন্নতি করে, আপনার কৃতিতা ও দক্ষতা বাড়িয়ে এবং আপনার কাজকর্মকে পরিতত্ত্ব করে আপনার দিনের প্রতিটি মুহূর্ত হতেই মুনাক্ক অর্জন করতে পারবেন। তারপর আপনি মনে মনে বলুন-

আজ আমি আমার কথাবার্তাকে পরিতত্ত্ব করব এবং কোনোরূপ মন ও অন্ত্রীল কথা উচ্চারণ থেকে বিরত থাকব। আমি কারো নীতিগত করব না।

আজ আমি ঘর ও অফিস গুছাবো। সেতুলো অগোছালো ও এলোমেলো থাকবে না, বরং গোছালো ও ফিটফিট থাকবে।

আজ আমি আমার শরীরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বাইরের ঠাট সজ্জা বিশেষ যত্নবান হব। আমি আমার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিচ্ছন্নতা সজ্জা অতিশয় সতর্ক হব এবং আমার চলাফেরা, কথাবার্তা ও কাজকর্মে জরসামান্যপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখব।

আজ আমি আমার প্রতিশালকের প্রতি অনুগত থাকতে, সন্ধ্যা সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সাক্ষাত আদায় করতে, অধিক নফল ইবাদত করতে, কুখাদান

তিনাওয়ার করতে এবং উপকারী বই-পুস্তক ও ভালো কিতাবাদি পড়তে আম্রাণ চেষ্টা করব। আজ আমি আমার অন্তরে ভালো কাজের বীজ বপন করব এবং অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, ভগ্নামি, কপটতা ও ঘোনাফেকির মতো মন্দ কাজের মূলোৎপাটন করব।

আজ আমি অন্যদেরকে সাহায্য করার (তথা রোগী দেখতে যাবার, জানাবার সালামতে উপস্থিত হবার, পথহারায়ে পথ দেখানোর এবং দুখার্ভকে খাবার খাওয়ানোর) চেষ্টা করব। আজ আমি মজলুমের পাশে দাঁড়াব। আমি বিজ্ঞ জনকে (জামীকে বা আলেককে) সম্মান প্রদর্শন করব, দয়ালু হব আর বৃদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

হে অতীত! তুমিতো বিনায় হয়ে চলে গিয়েছ, আমি তোমাকে নিয়ে কানব না। তোমাকে স্মরণ করলে বা তোমার কথা মনে করলে তুমিতো আমাকে আর দেখতে আসবে না, এমননি এক মুহুর্তের জন্যও না, কেননা, তুমিতো আমাকে ছেড়ে চিরদিনের মতো বিনায় হয়ে চলে গিয়েছ।

হে ভবিষ্যৎ! তুমিতো অজ্ঞাত, অজানা ও অদৃশ্য অগতে আছ, সুতরাং আমি তোমার কল্পনায় বিভোর হব না। আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে আগেরভাষেই মাথা ঘামাব না। কেননা, ভবিষ্যৎ কিছুই না এবং এমনকি তা এমনও সৃষ্টিই হয়নি।

যারা পরিপূর্ণ জাঁকজমক ও চমৎকারভাবে জীবনযাপন করতে চায় তাদের জন্য সুখের অভিধানে সর্বাপেক্ষা চরম্ব্যপূর্ণ কথা হল—

“আজই আমার শেষ দিন।”

৫. ভবিষ্যৎ নিয়ে দৃষ্টিভ্রান্তা পরিহার করুন

أَيُّ أَشْرَ الْهُدَىٰ لَا تَسْتَعِجِلُّهُ.

“আগাহর আদেশ আসবেই, সুতরাং তোমরা এর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড় না।”

(সূরা-১৬ আন নাহল : আয়াত-১)

(আগাহর আদেশ বলতে কিয়ামত অথবা কাফের ও মুশরিকদের শাস্তি অথবা ইসলামী আইন সুখার।)

যা এখনো ঘটেনি তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হবেন না, আপনি কি ফল লাভের আশেই তা ছিড়ে ফেলাকে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন? আজ আগামী দিনের কোনো বাস্তবতা নেই, তাই তা অস্তিত্বহীন। অতএব, আপনি তা নিয়ে ব্যস্ত হবেন কেন? ভবিষ্যৎ বিপর্যয় সম্বন্ধে কেন আপনার আশঙ্কা থাকতেই হবে? ভবিষ্যৎ দুর্বিপাকের দুর্ভাবনা নিয়ে আপনাকে কেন বিভোর থাকতেই হবে? বিশেষ করে যখন আপনি জানেন না যে, আপনি আগামী দিনের সুখটাই কত দেখতে পারবেন কিনা?

যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জানতে হবে তা এই যে, আগামী দিন অদৃশ্য জগতের এমন এক সেতু বা আমাদের সম্মুখে না আসা পর্যন্ত আমরা তা অতিক্রম করতে পারি না। কে জানে, হয়তোবা আমরা কখনো সে সেতুর কাছে না-ও পৌঁছতে পারি, অথবা আমরা সেটার কাছে পৌঁছার পূর্বেই ওটা ধ্বংস যেতে পারে, অথবা আমরা হয়তো সে সেতুতে পৌঁছে তা নিরাপদে পার হব।

ভবিষ্যতের আশঙ্কায় বিভোর হওয়া আমাদের পক্ষে ধর্মকে অবজ্ঞা করার মতো; কেননা, ঐ আশঙ্কা এ জগতের সাথে আমাদের এক দীর্ঘকালীন সম্পর্ক থাকার কথা মনে করিয়ে দেয়, যে সম্পর্ককে একজন প্রকৃত মুমিন পরিহার করে।

এ পৃথিবীর বহু লোকই ভবিষ্যৎ দারিদ্র্য, ক্ষুধা, পীড়া ও দুর্হোগের ভয়ে অস্বাভাবিকভাবে ভীত। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা শরত্বাদের হেঁকা মাত্র।

الْشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ
مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۚ

“শরত্বান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় ও অশ্লীল কাজ করার আদেশ করে, অথচ আত্মার তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে ক্ষমা ও দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।” (২-সূরা বাক্বরা : আয়াত-২৬৮)

অনেকেই এমন আছে যে, তারা আমাদেরকে আগামী দিনের বৃহুকু (ক্ষুধার্ত) ভেবে, একমাস পনের রোপী ভেবে অথবা একশত বছর পর পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে এই কল্পিত ভয়ে কান্না করে। যে ব্যক্তি জানেনা কখন সে মরবে (অথচ আমাদের সবাইকে মরতে হবে), সে ব্যক্তির কাছে তার মৃত্যুর সম্বন্ধে

কোনো ইঙ্গিত নেই— সে ব্যক্তির উচিত নয় নিজেকে এ ধরনের চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন রাখা।

যেহেতু আপনি আজকের কর্ম নিয়ে ব্যস্ত আছেন তাই ভবিষ্যতের দুর্ভিক্ষ পরিহার করুন। এ পৃথিবীর ভাবী কলিতদৃশ্য নিয়ে অযৌক্তিকভাবে ব্যাপৃত (নিয়োজিত) হওয়া থেকে সাবধান হন।

৬. তীব্র নিন্দা ও অপ্রীতিকর সমালোচনা যেভাবে নিবেন

যারা অজ্ঞ ও মূর্খ তারা সকল সৃষ্টির স্রষ্টা মহান আল্লাহকেও পালি নিয়েছে, সুতরাং আমরা সাধারণ লোকজনের কন্ঠ থেকে কী আশা করতে পারি! আমরাতো কুল-ভ্রান্তিতে নিমগ্নিত।

আপনাকে সর্বদাই এমন তীব্র সমালোচনা ও নিন্দার অসমাপনীয় ঝড়ের মুখে পড়তে হবে— যার তীব্র আক্রমণ অন্তহীন যুদ্ধের মতো।

যখন আপনি উল্লসিত করবেন, নিজেকে প্রকাশিত করবেন, নিজেকে উদ্ভাসিত করবেন এবং অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করবেন, তখনই অগ্রাহ্য, অবজ্ঞা ও নিন্দা আপনার ভাগ্যে বরাদ্দ হবে, যে পর্যন্ত না আপনি কু-পর্জন্ত সুরঙ্গ পথে বা আকাশচুম্বী মইয়ে চড়ে জনগণ থেকে পালিয়ে যাবেন, সে পর্যন্ত তারা আপনার নিন্দা ও আপনার চরিত্রে সোচ্চ-ক্রটি বোজা থেকে বিরত না হবে। সে কারণেই, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি মর্ত্যবাসী (অর্থাৎ যতদিন আপনি এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকবেন), ততক্ষণ পর্যন্ত আহত হওয়ার, (অর্থাৎ মানসিক আঘাত পাওয়ার) অপমানিত হওয়ার ও মিনিত হওয়ার প্রত্যাশা করুন। একটি বিষয় আপনাকে পতীরভাবে দেখতে হবে, আর তাহল— মাটিতে বসে আছে এমন ব্যক্তি মাটিতে পড়ে যায় না। মানুষেরা হুত কুকুরকে লাথি মারতে যায় না।

অতএব, ধার্মিকতার, বিন্দা-বুদ্ধিতে, আচার-আচরণে ও ধন-সম্পদে উৎকর্ষতায় আপনি তাদেরকে ছাড়িয়ে যাওয়াতেই আপনার প্রতি তাদের জোষ। যদি না আপনি আপনার সকল প্রতিভাকে নিঃসর্জন দিয়ে এবং নিজেকে সকল প্রশংসা যোগ্য গুণ হতে বঞ্চিত করে— নির্ধোষ, অধর্ম, তুচ্ছ, নগণ্য, মূল্যহীন ও তাদের নিকট নির্বিষ, অনুপকারী, অপ্রীতিকর ও গোবেচারা

হয়ে যান তবে তাদের দৃষ্টিতে আপনি এমন এক মীমাংসাকারী ও পাণী-
হার ভূলের ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যায় না। তারা আপনার জন্য ঠিক এ
সমাধানই আকাঙ্ক্ষা করে।

তাই তাদের অপমান ও নিন্দার মুখে ধৈর্যশীল হয়ে থাকুন। যদি আপনি
তাদের কথায় মর্মান্বিত হন এবং তাদেরকে আপনার ঊপর প্রতিবিকারিত
করতে সুযোগ দেন, তবে আপনার জন্য তারা কী চায় তা আপনি বুঝতে
পারবেন (তাদের কথায় আপনি আহত, বিব্রত ও রাগান্বিত হলে আপনারই
ক্ষতি হবে। আর তারা এটাই চায় যে, আপনি ক্রুদ্ধ, কষ্ট ও ব্যথিত হয়ে
ক্ষতিগ্রস্ত হোন। -অনুবাদক)

আর বললে (রাগান্বিত না হয়ে), তাদের প্রতি সবচেয়ে সুন্দর আচরণ
প্রদর্শনের মাধ্যমে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তাদের থেকে মুখ
ফিরিয়ে নিন এবং তাদের ফন্দির (চক্রান্তের) কারণে খাতনাবোধ করবেন
না। আপনার প্রতি তাদের অবজ্ঞা শুধুমাত্র আপনার মূল্য ও গুণই বৃদ্ধি করে।

আপনি অবশ্যই তাদের মুখ বন্ধ করতে পারবেন না, কিন্তু তাদের থেকে মুখ
ফিরিয়ে নিয়ে তাদের যা বলার আছে তা অগ্রাহ্য করে তাদের নিন্দা ও
সমালোচনাকে আপনি কবর দিতে (শ্রুতির পাতা হতে মুছে ফেলতে বা ভুলে
যেতে) পারবেন। কুরআনের অর্থায়-

فَلْيُؤْثِرُوا بِمَنِيَّتِهِمْ

“কলুন, তোমানের আক্রোশে তোমরাই মর”।

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১১৯)

একুতপক্ষে, আপনার গণাবলিকে বাড়িয়ে এবং আপনার প্রতিজ্ঞাকে উন্নত করে
আপনি তাদের ফ্রোথকে বর্ধিত করতে সক্ষম হবেন। (আপনি উন্নত হলে
তারা ক্রুদ্ধ হবে, ফলে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে; আর এভাবেই-নিজেও উন্নত
করে তাদেরকে ক্রুদ্ধ পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত করে-আপনি তাদের প্রতিশোধ
নিতে পারেন। -অনুবাদক)

আপনি যদি সকলের নিকট গৃহীত হতে চান ও সকলের ভালোবাসা পেতে
চান, তবে আপনি এমন জিনিস পেতে চান যা পাওয়া অসম্ভব। (সকলের
ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পেতে চাইলেও তা আপনি পাবেন না। -অনুবাদক)

৭. কারো ধন্যবাদ পাবার আশা করবেন না

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর বিকির (খরপ) করার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাদেরকে এজন্য রিযিক দিয়েছেন যে, তারা তাঁর তকরিয়া আদায় করবে। এতদসত্ত্বেও অনেকে তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদাত করছে। অধিকাংশ লোকই তাঁর হাতি কৃতজ্ঞশীল নয়, কেননা, মানবজাতির মধ্যে অকৃতজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য খুবই জোরাপো। অতএব, আপনি যখন দেখবেন যে, অন্যেরা আপনার করুণাসমূহকে ভুলে যাচ্ছে ও আপনার সদয় আচরণসমূহকে অকজ্ঞ করছে তখন হুত্যাশ হবেন না। কিছু লোকতো আপনাকে এমনকি ঘৃণার সাথেও দেখতে পারে এবং আপনি যে তাদের প্রতি দয়া দেখিয়েছেন শুধুমাত্র এম্কারণেই আপনাকে শত্রু ভাবতে পারে।

وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ .

“আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ তাদেরকে নিজ তপে সম্পদশালী করেছিলেন, শুধুমাত্র এ কারণে ছাড়া তারা আক্কেশ-পোষণ করার অন্য কোনো কারণ বুঝে পায়নি।” (৯-সূরা আওর : আয়াত-৭৪)

ইতিহাসের পাতায় এরূপ যে ঘটনা সর্বাপেক্ষা বেশি ঘটে তা হল পিতা-পুত্রের ঘটনা। পিতা-পুত্রকে বড় করে তোলে, প্রতিষ্ঠিত করে, পুত্রের মুখে খাবার তুলে দেয়, তার গোপ্যত পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করে এবং তাকে উত্তম শিক্ষা দেয়, পিতা রাতকে রাত বিন্দি অবস্থায় কাটায় হাতে করে তাঁর পূর আরামে ঘুমোতে পারে, পুত্রের খাবারের জন্য নিজে না খেয়ে থাকে এবং পুত্রের আবারের জন্য নিজে কঠোর পরিশ্রম করে। আর যখন ছেলে বড় হয় ও শক্তিশালী হয় তখন পিতাকে অবাধ্যতা, অসম্মান ও অবজ্ঞার মাধ্যমে পুরস্কৃত করে!

সুতরাং আপনি যে ভালো কাজ করেছেন তার বিনিময় যদি আপনাকে অকৃতজ্ঞতার মাধ্যমে দেয়া হয় তবে আপনি শান্ত থাকুন। একথা জেনে আনন্দিত হবেন যে, যার অধিকারে সীমাহীন সম্পদ আছে তিনিই আপনাকে পুরস্কৃত করবেন।

একথা বলবেন না যে, অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা থেকে আপনার বিয়ত থাকা উচিত। বরং আসল কথা হল অকৃতজ্ঞতা পাবার জন্যই দান করুন। কেননা, এ মনোভাব থাকলেই আপনি নিশ্চিতভাবে সফল হবেন। অকৃতজ্ঞ লোকেরা আসলে আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এজন্য আপনি আল্লাহর প্রশংসা করুন যে, সে লোক সীমালংঘনকারী আর আপনি অনুগত বান্দা। একথাও মনে রাখুন যে, দান গ্রহণকারীর চেয়ে দানকারী উত্তম।

إِنَّا نُطِيعُكُمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ بِكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا.

“আমরাতো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তোমাদেরকে খাদ্য খাওয়াই। আমরা তোমাদের নিকট নর কোনো পুরস্কার আশা করি, আর না কোনো ধন্যবাদ।” (৭৬-সূরা আদ দাহর বা ইনসান : আয়াত-৯)

অনেকেই অন্যের অকৃতজ্ঞতায় মর্মান্তিত হন, যেন তার কখনও (নিমোক্ত) এই আয়াত বা এমন অন্যান্য আয়াত দেখেনি, আর তা হল -

وَإِذَا مَرَّ الْإِنْسَانُ الضُّرَّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ نَائِبًا .
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ غُرَّتَهُ مَرَّكَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرٍّ مَّ.

“আর যখন মানুষকে কোনো মুসিবত (বিপদ) পেয়ে বসে তখন সে জয়ে, বসে ও নীড়ানো অবস্থায় আমার নিকট আকুল আবেদন করে, কিন্তু আমি যখন তার থেকে মুসিবত দূর করে দিই তখন সে এমনভাবে চলে যেন সে কখনও তার উপর আপত্তিত মুসিবতের জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করেনি।”

(১০-সূরা ইউনুস : আয়াত-১২)

এ কারণেই, যদি আপনি কাউকে উপহারবস্ত্রশ একটি কলম দেন আর সে এটাকে আপনার জন্য বিদ্রূপের বিষয় বানায় অথবা আপনি যদি কাউকে ডর দিতে ইঁটায় জন্য একটি লাঠি দেন আর সে এ লাঠি দিয়ে আপনাকে প্রহার করে তবে আপনি রাগান্বিত হবেন না। অধিকাংশ মানুষই তাদের করে এটাই প্রতিশোধকের প্রতিই অকৃতজ্ঞ। যেমনটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছিলাম। সুতরাং আপনি ও আমি কী ধরনের আচরণ আশা করতে পারি?

৮. পরোপকারেই পরম আত্মতৃপ্তি

যে লোক কাউকে দান করে তার উপকার করে সে (দানকারী) নিজেই নিজের উপকার করে। নিজের মাঝে পরিবর্তন দেখে, নিজের আচরণে পরিবর্তন দেখে শান্তি লাভ করে এবং অন্যের মুখে হাসি দেখে পরোপকারী নিজেই আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

যদি আপনি নিজেকে সম্বলিত ও দুঃখে জর্জরিত দেখতে পান তবে অন্যের প্রতি করুণা প্রদর্শন করুন; তাহলে আপনি নিজেই প্রথমে শান্তি লাভ করবেন। অতীতকে দান করুন, মজলুমকে রক্ষা করুন, যাতনাত্তদেরকে সাহায্য করুন আর রোগী দেখতে যান, তবেই আপনি দেখতে পাবেন যে, সুখ সবলিক থেকে আপনাকে ঘিরে বেঁচেছে। দানদর্শ প্রসাধনীর মতো এটা স্বাভাবিককারী, বিবেচনা ও জেতাকে উপকার করে। (সুগতি বা আত্মর যেমন যার সংস্পর্শেই আসে তাকেই সুবাসিত করে। -অনুবাদক)

অধিকন্তু, অন্যকে সাহায্য করে কেউ যদি মানসিক উপকার লাভ করে তা সত্যিই মহান। যদি আপনি বিশ্বগ্রন্থায় ভুগতে থাকেন তবে একটি দানদর্শ আপনাকে অসুস্থতার উপর সবচেয়ে ভালো ঔষুধের চেয়েও বেশি কার্যকর প্রভাব ফেলবে।

এমনকি আপনি যখন অন্যের সাথে সাক্ষাৎকালে প্রসন্ন হাসি দেন, (প্রকৃতপক্ষে) আপনি তখন দানই করেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন : কাউকে অকিঞ্চিৎকর (নগণ্য) তবে কোনরূপ দানদর্শ বন্ধ করে দিও না, এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করাও বন্ধ করিও না। কেননা, সে কাজটাও তোমার আমলনামার নেকীর পাতায় খুবই ভারী হতে পারে।

অপরগক্ষে, অন্যের সাথে সাক্ষাৎকালে আপনি যখন ক্রকুটি করেন (ছুক কৌচকান) তখন আপনি স্বর্গজাত এমন এক ধরনের চিহ্ন প্রকাশ করেন যা আত্মতৃপ্তিযোধের জন্য এতটাই ক্ষতিকর যে একবার আপনাকে জানেন যে, এর ক্ষতির পরিধি কত বেশি। নবী করীম ﷺ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, এক বেশ্য একবার এক কুকুরকে এক অল্পলি পানি পান করানোতে আপনাকে এক বড় এক জাহাজ পুরস্কার হিসেবে দান করেন যে, তার প্রশস্ততা

সমগ্র আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের যত্নে। কেননা পুরস্কারদাতা হলেন কমাশীল, ধনী ও প্রশংসোযোগ্য।

হে দুর্নশার ভয়ে ভীতরা! অন্যের উপকারার্থেই ভর ও বিশ্বস্ততা আপনাদেরকে পেয়ে বসে। অন্যকে দান, আতিথেয়তা সহমর্মিতা ও সমর্থন ইত্যাদি বিভিন্নভাবে সাহায্য করুন। আর এমন কাজ করেই আপনার কাক্ষিত সকল সুখ পাবেন।

الَّذِي بُرِّئَ مَالَهُ بِتَرْكِي . وَمَا لِيَأْخُذَ مِنِّي مِن تَعْمَةٍ تُجْزَى .
إِلَّا أَثِمًا . وَخَدِرَ رَبِّهِ الْأَعْلَى . وَلَسْتُكَ بِرَضَى .

“যে পরিতৃপ্ত হওয়ার জন্য তার সম্পদ দান করে ও কারো কাছে এতদান আশা করে না, শুধুমাত্র তার মহিমাময় প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই সে দান করে। এবং অচিরেই সে (অদ্বায়ে প্রবেশ করে) সন্তুষ্ট হবে।”

(৯২-সূরা আল শহীদ : আয়াত-১৮-২১)

৯. কাজের মাধ্যমে একঘেঁয়েমিজনিত বিরক্তি দূর করুন

যাদের জীবনে কোন কাজ করতে হয় না তারাই তব্বন ও বিখ্যা কথা ছড়ানোর মাধ্যমে তাদের অধিকাংশ সময় নষ্ট করে। বিশেষ করে কল্যাণ-চিন্তাহীন মানসিকতার কারণেই তারা এমনটি করে থাকে।

رَحُورًا بِأَن يُكُوْرُوا مَعَ الْخَوَالِدِ وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا
يُفْقَهُرْنَ .

“পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পারাতে তারা আশান্বিত এবং তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে, তাই তারা বুঝতে পারে না।”

(৯-সূরা অওবা : আয়াত-৮৭)

যখন আপনি নিজেকে অলস মনে করবেন তখন বিশ্বস্ততা ও হতাশাবোধ করবেন। কেননা, অলসতা অসীম, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যত সব সুসিদ্ধের কথা ভাবার মাধ্যমই হয়। সুতরাং আপনার প্রতি আমার আন্তরিক উপদেশ

এই যে, অলস না থেকে ফলপ্রসূ কাজ সম্পাদন করুন। কেননা, অলসতা হল ধীর ও ছরবেশী আত্মহত্যা। অর্থাৎ অলসতার কারণে ধীরে ধীরে ও অজান্তে আত্মহত্যার ইচ্ছা মনে জাগ্রত হয়।

চীনদেশে কয়েদিসেরকে যে ধরনের ধীর অত্যাচার করা হয় বা শাস্তি দেয়া হয় অলসতা হল সে ধরনের নিপীড়ন (আর জা হল) :

তাদেরকে এমন এক টেপের (পানির কলের) নিচে রাখা হয় যে টেপ থেকে এক ঘন্টা পর পর মাত্র এক ফোঁটা পানি পড়ে। কয়েক ফোঁটা পানির জন্য যে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় ততক্ষণে অনেকের মাথা খাড়াপ হয়ে যায় আর জাতে অনেকে পাগল হয়ে যায়।

অকর্মী হওয়া মানে নিজের দায়িত্বের অবহেলা প্রদর্শন করা। অলসতা এক দক্ষ চোর আর আপনার মন হল এর বলি বা শিকার। সুতরাং কণকাল বিলম্ব না করে এখনই উঠে পড়ুন ও প্রার্থনা করুন বা একটি ভালো বই পড়ুন, আপনার প্রভুর প্রশংসা করুন, লেখা-পড়া করুন। আপনার পাঠাগারকে সাজিয়ে-গছিয়ে পরিপাটি করে রাখুন। আপনার বাড়িতে কোন কিছু এটে দিন, অথবা অন্যের উপকার করুন যাতে করে আপনি আপনার অকর্মণ্যতাকে শেষ করে দিতে পারেন বা কাটিয়ে উঠতে পারেন। আমি আন্তরিকভাবে আপনার কল্যাণ কামনা করি বিধায় আমি একথা বলছি। কাজ করে করে একধেয়েমি জনিত বিরক্তি বিনাশ করে দিন। আপনি যখন তদুদার এ সাধারণ নীতি কথাটাই মানবেন তখন আপনি কমপক্ষে পঞ্চাশভাগ সুখের পথ পাড়ি দিগেন। সৃষক, কঠমিহি ও কুটি প্রভৃতকারীকে দেখুন এবং ভালোভাবে লক্ষ্য করুন তারা কাজের সময় কীভাবে পাখির মতো সুবেলা কঠে গান গেয়ে যায়, কারণ তারা পরিতুষ্ট। তারপরে নিজের অবস্থা ভালোভাবে বিবেচনা করুন যে, সর্বদা নিজেকে নিপীড়ন করে, সর্বদা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে গোখের পানি মুছতে মুছতে কীভাবে আপনার বিছনার উপর গড়াখড়ি বাঞ্ছন।

১০. অনুকরণ গটু, নকলকারী, ভানকারী, ছলনাকারী ও কপট হবেন না

নিজেকে অন্য মানুষে রূপান্তরিত করবেন না, অন্যের অনুকরণ করবেন না। অনেকেই অন্যরা যেভাবে কাজ করে সেভাবে কাজ করার জন্য তাদের নিজস্বের কষ্টস্বর, চালচলন, আচার-আচরণ, স্বভাব ও অভ্যাসকে ভুলে যাওয়ার ভান করে। এর যে সমস্ত কুফল দেখা দেয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— কৃহিমতা, অশান্তি ও নিজের বস্ত্র সম্ভার বিনাশ।

আদম (আ) থেকে সর্বশেষ জন্মগ্রহণকারী শিত পর্যন্ত কোন দু'টি মানুষই দেখতে হব্‌হু একই রকম নয়। তবে কেন তাদেরকে অভ্যাস ও রুচিতে একই রকম হতে হবে?

আপনি অন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ— অর্থাৎ কেউই আপনার মতো হয়নি আর ভবিষ্যতেও কেউই আপনার মতো হবেন না। যদি বা মধু থেকে আপনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সুতরাং অন্যকে অনুকরণ ও নকল করার প্রবণতা নিজের উপর জোর করে চাপিয়ে দিবেন না। নিজের স্বভাব ও বৌদ্ধিক অনুসারেই সামনে এগিয়ে চলুন। (এখানে নিজের স্বভাব ও বৌদ্ধিক বলতে নিজের সং স্বভাব ও ভালো বৌদ্ধিকের কথাই বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে অনুকরণ না করা বলতে অন্যের কৃত্রিম ও কপট আচরণ তথা যেগুলো স্বভাবজাত না হওয়ার কারণে অনুকরণ করতে কষ্ট হয় সেগুলো অনুকরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা ইসলামের নীতি ও আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণ অঙ্গরী—অনুবাদক।)

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مِثْرَهُمْ .

“প্রতিটি (দলের) লোকই নিজ নিজ পানির খাট চিনে নিয়েছিল”।

(২-সূরা বাক্বারা : আয়াত-৬০)

وَلِكُلِّ رِجْلَةٌ مَرْسَلُهَا فَاسْتَفِيرَا الْخَبَرَاتِ .

“প্রত্যেক জাতিরই একটি কেবলা আছে, যে নিকে সে অভিমুখী হয়, সুতরাং সন্দেহে ব্যস্ত হয়ে পড়ুন। (২-সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৪৮)

আপনাকে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে সেভাবেই থাকুন এবং আপনার কঠোর পরিবর্তন করবেন না অথবা আপনাকে বদলাবেন না। কুরআন হাদীসে যা পাওয়া যায় তার অনুসরণ করে আপনার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করুন।

অন্যদেরকে অনুকরণ করে ও নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকার বঞ্চিত করে নিজের অস্তিত্বকে শূন্য করে দিবেন না।

আপনার রুচি ও পছন্দ একান্ত আপনারই এবং আমরাও চাই যে আপনি যেমন আছেন তেমনই থাকুন, বিশেষ করে এজন্য যে, ওভাবেই আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমরাও আপনাকে গুরুত্ব বলেই জানি।

নবী করীম ﷺ বলেছেন : আর তোমাদের কেউ যেন অন্যের অনুকরণকারী না হয়।

চরিত্র, ধর্ম ও চপের সংজ্ঞায় (পরিচয় দিতে গেলে) বলতে হয় যে, মানুষেরা পাছ-পালার মতো : টক-মিষ্টি, লম্বা-খাটো ইত্যাদি।

[অর্থাৎ পাছ-পালা যেমন কোনটি লম্বা হয় আবার কোনটি খাট হয়, মানুষও কেউ লম্বা হয় কেউ খাট হয়। পাছপালা (এর ফল-পাতা, ছাল-বাকল বা শিকড়) যেমন কোনটি মিষ্টি আবার কোনটি টক। মানুষও কেউ মিষ্টি পছন্দ করে আবার কেউ টক পছন্দ করে। সুতরাং আপনি খাট অথবা লম্বা হওয়ার চেষ্টা করা অস্বাভাবিক ও তাই কষ্টকর। অনুরূপভাবে আপনি মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন কিন্তু অন্যের অনুকরণে টক খেতে অত্যন্ত হতে চাওয়া অস্বাভাবিক ও আপনার জন্য কষ্টদায়ক। -অনুবাদ]

আপনার সৌন্দর্য ও বাগ্মনা আপনার স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখছে। (সুতরাং অন্যের অনুকরণ করে অন্যের মতো হতে চেয়ে এতলোর বিকৃতি সাধন করে কষ্টগ্রস্ত হবেন না। -অনুবাদক।

আমাদের বিভিন্ন বর্ণ, ভাষা, মেধা ও যোগ্যতা আমাদের শক্তিমান মহান স্রষ্টারই নিদর্শন; তাই এতলোকে অধীকার করবেন না (অর্থাৎ এতলোর স্বাভাবিকতাকে অধীকার করে অন্যের মতো হওয়ার জন্য অন্যের অনুকরণ করে নিজের কৃতি করবেন না। -অনুবাদক)

১১. তক্বদীর বা ভাগ্য

পৃথিবীতে আর তোমাদের জীবনে যে বিপদ আসে তা আমি ঘটানোর পূর্বেই লিখে রেখেছি। (৫৭-সূরা আল হাদীদ : আয়াত-২২)

কলমের কালি তকিয়ে গেছে, পাতাগুলো আরশে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে, যা কিছু ঘটবে তা সবই লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের জন্য যা কিছু রেখেছেন তার অধিক কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না।

যা কিছু আপনার নিকট এসেছে (অর্থাৎ আপনার তক্বদীরে আছে) তা আপনাকে ফসকিয়ে যাবে না, আর যা কিছু আপনাকে ফসকিয়ে গিয়েছে (আপনার তক্বদীরে নেই) তা আপনার নিকট আসবে না। যদি এ বিশ্বাস আপনার অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে থাকে তবে সব কষ্ট ও জটিলতা সহজ ও আরাম হয়ে যাবে।

নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি নানান সংকট দ্বারা জর্জরিত করেন।

এ কারণেই যদি আপনি রোগাক্রান্ত, পুত্রের মৃত্যুতে শোকাহত বা সম্পদে অভিজ্ঞ হন তবে নিজেকে সমস্যায় জর্জরিত ভাববেন না। এ সমস্ত ঘটনা ঘটানোর জন্য আল্লাহ হুকুম করেছেন এবং সিদ্ধান্ত তাঁর একারই। যখন আমরা সত্যি সত্যিই এ বিশ্বাস করব তখন আমরা অসোভাবে পুরস্কৃত হব ও আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে বা আমাদের জন্য হাফ হবে।

সে জন্যেই দ্বারা দুর্দশাগ্রস্ত তাদের জন্য সুসংবাদ অপেক্ষা করেছে; সুতরাং আপনার প্রভুর প্রতি ধৈর্যশীল ও সন্তুষ্ট থাকুন।

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ.

“তিনি যা করেন তা সবকিছু তাঁকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, অথচ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।” (২১-সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-২৩)

আল্লাহ যে সবকিছু পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছেন একথা যদি আপনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস না করেন তবে কখনও আপনি পরিপূর্ণ শান্তি পাবেন না। কলমের কালি তকিয়ে গেছে তার সাথে আপনার যা কিছু ঘটবে তা সবই

লিখা হয়ে গেছে। তাই যা আপনার হাতে নেই তার জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা করবেন না। একথা ভাববেন না যে আপনি বেড়াটিকে খসে পড়া থেকে, পানিকে প্রবাহিত হওয়া থেকে বা গ্লাসটিকে ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারতেন। আপনি চাইলেও একলোকে রক্ষা করতে পারতেন না।

যা কিছু পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছে তা ঘটবেই।

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُزِمْنِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔

“সুতরাং যার ইচ্ছা ইমান আনুক আর যার ইচ্ছা কুফরি অবলম্বন করুক।”

(১৮-সূরা আল কাহফ : আয়াত-২৯)

আত্মসমর্পণ করুন (ইসলাম গ্রহণ করুন বা মুসলিম হন। -অনুবাদক)

ক্রোধ ও অনুশোচনার যাতনা আপনাকে পেয়ে বসার আগেই তক্বীয়ে বিশ্বাস স্থাপন করুন বা তক্বীয়ের প্রতি ইমান আনুন। আপনার হাতটুকু কমতা ছিল আপনি যদি তার সবটুকু করে থাকেন এবং আপনি হার বিক্রমে (যা না খটার জন্য) আশ্রাণ চেঁটা করতে ছিলেন যদি তাই ঘটে তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে এটাই ঘটনা ছিল। একথা বলবেন না যে, “যদি আমি অমুক অমুক কাজ করতাম তবে অমুক অমুক ঘটনা ঘটত।” বরং বলুন, “এটাই আল্লাহর হুকুম এবং তিনি যা চান তাই করেন।”

১২. দুঃখের সাথেই রয়েছে সুখ

إِنَّ مَعَ الْمُسْئِرِ۔

“অবশ্যই দুঃখের সাথে সুখ আছে।” (৯৪-সূরা আল ইনশিরাহ : আয়াত-৬)

আহার করার পর পুনরায় ক্ষুধা লাগে, পান করার পর পুনরায় পিপাসা জাগে। অহিরতার পর চুম আসে। অসুস্থতার পর সুস্থতা আসে, পথ হারার পর পথ বুঝে পাবে আর রাতের পর দিন আসবে এটাই নিয়ম।

“সম্ভবত আল্লাহ বিজয় ঘটাবেন অথবা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কোন সিদ্ধান্ত নিবেন।” (সূরা-৫ যামিনা : আয়াত-৫২)

অকস্মিক রাত্রিতে এক আলোকিত সুপ্রভাতের আগমনের সংবাদ জানাও, যে প্রভাতের আলো পাহাড় ও উপত্যকাসমূহে ছড়িয়ে পড়বে। দুঃখ-পীড়িতদেরকে এমন দুরিত প্রশান্তির শুভসংবাদ দাও যা নাকি তাদের কাছে আলোর গতিতে বা একপলকে পৌঁছে যাবে, যদিও বা আপনি মক্কতুমিকে মহিলকে মহিল বিস্তৃত দেখছেন, তবুও জেনে রাখুন যে, এই দুরত্বের পরেও পর্যাপ্ত পরিমাণ ছাত্রাথেরা অনেক সবুজ অব্যাহিত মাঠ রয়েছে। আপনি যদি দেখেন যে, রশি শুধু কয়েক আর কয়েকই তবে জেনে রাখুন যে, এটা অচিরেই গড় করে ছিঁড়ে যাবে। কান্নার পর হাসি, ভয়ের পর সাধুনা এবং উষ্মতার পর প্রশান্তি আসে। যখন ইব্রাহীম (আ)-কে আগুনে ফেলা হল তখন তার প্রভুর সাহায্য পাওয়ার কারণে তিনি আগুনের তাপ অনুভব করেননি।

قُلْنَا نَبَارُكُورْنِي سَرَدًا وَسَلَّمًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ .

“আমি (আল্লাহ) বললাম : হে আগুন। তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতলতা প্রদানকারী ও নিরাপত্তা দানকারী হয়ে যাও।”

(২১-সূরা আল-আন্বা : আয়াত-৬৯)

সাগরভে মুসা (আ)-কে ছুঁতে পারেনি; কেননা, তিনি অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ী দৃঢ় ও সবভাবে বলেছিলেন-

كَلَّا- إِنْ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ .

“কখনও নয় : নিজের আমার সাথে আমার প্রভু আছে, তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।” (২৬-সূরা আশ-শোয়া : আয়াত-৬২)

নবী করীম ﷺ আবু বকর (রা)-কে শুভাশং বলেছিলেন যে, আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, তারপর তাদের উপর শান্তি ও প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়েছিল।

যারা দুর্দিনের শিকার তারাতো শুধু দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যই দেখে। এর কারণ এই যে, তারা কেবল ঘরের দেয়াল ও দরজাই দেখতে পায়, যখন নাকি তাদের সামনে যে বাঁধার প্রাচীরসমূহ আছে সেগুলোই বাইরে তাদের তাকানো উচিত।

অতএব, হতাশ হবেন না; অবস্থা একই রকম থাকা অসম্ভব। দিনগুলো ও বছরগুলো পালা করে ঘুরে ঘুরে আসে, অবিস্মৃত অশ্রুতা আর প্রতিদিনই আল্লাহ তায়ালার কিছু কাজ করার থাকে। আপনি তো এটা জানেন না, তবে এমনটা হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালার পরবর্তীতে নতুন কিছু আনবেন। আর অবশ্যই, কষ্টের সাথে আরাম আছে।

১৩. টক লেবুকে মিষ্টি শরবত বানান

একজন যেধারী ও দক্ষ ব্যক্তি স্বর্গ (লোকসান)-কে লাভে রূপান্তরিত করে, যেখানে নাকি একজন অদক্ষ লোক প্রায়ই এক মুসিবত থেকে আরেক মুসিবত সৃষ্টি করে নিজের দুর্দশাই কেবল বৃদ্ধি করে। নবী করীম ﷺ মক্কা ছাড়তে বাধ্য হলেন, কিছু তিনি তার দাওয়াতী কাজ বাদ না দিয়ে বরং মদীনাতে তিনি তা অববরত চালিয়ে গেলেন। আর তাতে মদীনা বিদ্যুৎ পতিতে ইতিহাসে দীর্ঘ স্থান দখল করে নিল।

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-কে সাংখ্যাতিকভাবে অত্যাচার করা ও নিষ্পেষিত করা হয়েছে, তবুও তিনি সে অগ্নিপরীক্ষা থেকে বিজয়ী বেশে সুন্নাহের ইমাম হয়ে বেরিয়ে এলেন।
২. ইমাম ইবনে তাইমিয়াহকে জেলখানায় বন্দী করা হল, পরবর্তীতে তিনি এমনকি আগের চেয়েও আর বেশি সুন্দর পণ্ডিত (কামেল আলেম) হয়ে গেলেন।
৩. ইমাম জাযাঈদকে বন্দী করে একটি পরিচ্ছন্ন কুশের নিচে রাখা হল, সেখানে তিনি বিশ খণ্ড ইসলামী আইনশাস্ত্র প্রণয়ন করলেন।
৪. ইবনুল আছির পশু হয়ে যাওয়ার পর হাদীস শাস্ত্রের দুটি প্রসিদ্ধ কিতাব জামেউল উসূল ও নিহায়াহ লিখেছেন।
৫. ইমাম ইবনুল জাওযীকে বশদাদ থেকে নির্বাসন করা হল। তারপর তার ভ্রমণকালে তিনি কুরআনের সাত কোরাআতের প্রসিদ্ধ ইমাম হয়ে গেলেন।
৬. মালেক ইবনে তাইব মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থার তার প্রসিদ্ধতম ও সুন্দর সুন্দর কবিতাগুলো আবৃত্তি করেছিলেন যেগুলো আজও মূল্যায়িত হয়।

৭. আবু জুযাইব আন হাজ্জলির ছেলেরা তার সামনেই মায়া যাবার কালে তিনি তাদেরকে যে উচ্চ প্রশংসা সমৃদ্ধ কবিতা রচনা করে শুনান তা বিশ্ববাসী শুনে তার যথাযথ মূল্যায়ন করেছে।

তাই যদি আপনি দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হন তবে আলোর দিকে তাকান। কেউ যদি আপনাকে লেবু চিণে এক গ্লাস রস দেয় তাতে আপনি এক ফুটো চিনি মিশিয়ে দিন। আর যদি কেউ আপনাকে একটি সাপ উপহার হিসেবে দেয় তবে আপনি এর দামী চামড়াটাকে রেখে বাকি অংশটুকু ফেলে দিন।

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ.

“আর এটাও হতে পারে যে, যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর তাই তোমরা অপছন্দ করছ।” (২-সূরা বাক্বার : আয়াত-২১৬)

ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্স দু'জন মেধাবী কবিকে বন্দি করে : একজন আশাবাদী ও অন্যজন নিরাশাবাদী। তারা উভয়ই জেলখানার জানালার শিকের ফাঁক দিয়ে তাদের মাথা বের করেছিলেন। আশাবাদী কবি আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন, যখন কি-না নিরাশাবাদী কবি রাস্তার ময়লায় দিকে তাকিয়ে কেঁদেছিলেন। বিবাদময় ঘটনার অপর দিকে তাকান- (তাকিয়ে দেখুন যে,) নির্ভেজাল মন্দ-পরিবেশ টিকে না এবং সব অবস্থাতেই একজন আত্মাহুত পক্ষ থেকে কল্যাণ, লাভ ও পুরস্কার পেতে পারে।

১৪. কে উত্তম?

“(তোমার দেবতাগণ ভালো) নাকি যিনি দুর্দশাগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেন তিনি?” (২৭-সূরা আন নামল : আয়াত-৬২)

কার কাছে দুর্বল ও অত্যাচারিতরা বিজয় কামনা করে?

কার নিকট সকলে আকুল আবেদন করে? তিনি আত্মাহুত। তিনি ছাড়া অন্য কারও উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই।

অতএব, আমার ও আপনার কর্তব্য হল স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল উভয় অবস্থায়ই তাকে আহ্বান করা, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, মূলতঃ তাঁর কাছে

অপ্রায় চাওয়া, অনুভব হয়ে কেঁদে কেটে তাঁর দরবারে আরাধনা করা; তাহলেই তাঁর সাহায্য দ্রুত আসবে।

“(তোমার সেন্যভাগণ জাঙ্গো) না কি যিনি দুর্দশাগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেন তিনি?” (২৭-সূরা আন নামল : আয়াত-৬২)

তিনি দুর্বল ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, মজলুমকে বিজয় দান করেন, পথহারাকে পথ দেখান, অসুস্থকে সুস্থ করেন, আব দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্য যোগান।

“যখন তারা জল জাহাঞ্জে (নৌযানে) চড়ে তখন তারা (আল্লাহর) ঘোঁসের (ধর্মের) একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে তাঁকে (আল্লাহকে) বিনীতভাবে ডাকে।”

(২৯-সূরা আল আনকাবুত : আয়াত-৬৫)

মানুষের দুর্দশা দূর করার জন্য যেসব আবেদন করে থাকে, আমি আপনাকে তার জন্য সুপ্রার্থের কিতাবের কথা বলছি। সে সব কিতাবে আপনি নবী প্রদত্ত নোয়া (প্রার্থনা) সেখানে পাবেন (ও শিখে নিবেন), তা দিয়ে আপনি আল্লাহকে ডাকতে পারবেন, তাঁর নিকট আকুল আবেদন জানাতে পারবেন এবং তার সাহায্য চাইতে পারবেন এবং যদি আপনি তাঁর প্রতি আগ্রহীয় ইমান (বিশ্বাস) হারিয়ে ফেলেন তবে আপনি সব কিছু হারালেন। তাঁর নিকট আকুল আবেদন করে আপনি সর্বোচ্চ ইবাদত করছেন। আপনি নিয়মিতভাবে, বিরতিহীনভাবে ও একনিষ্ঠভাবে প্রার্থনা করেন তবে আপনি দৃষ্টিভ্রা ও উদ্ভিগুতা থেকে মুক্তি লাভ করবেন। তাঁরটা ছাড়া সব রশিই কাটা, তাঁরটা ব্যতীত সকল ঘরই কুচ্ছ। তিনি নিকটবর্তী, তিনি সবকিছুই তনতে পান ও যারা তাঁর নিকট আকুল আবেদন করে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন।

أَوْ عُرْنَىٰ أَنَسِيبَ لَكُمْ.

“তোমরা আমাকে ডাক (আমার নিকট আকুল আবেদন কর) তাহলেই আমি তোমাদের আবেদনে সাড়া দিব।” (৪০-সূরা আল মুমিন : আয়াত-৬০)

যদি আপনি দুঃখ-বেদনা নিয়ে বেঁচে থাকেন তবে আল্লাহকে শরণ করুন, তাঁর তাসবীহ পাঠ করুন ও তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন। সত্যিকার মুক্তি পাওয়ার জন্য সেজদাহ করে তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করুন। দুঃহাত তুলে নাছোড় খাশা হয়ে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন। তাঁর দরজায় ধরনা দরুন, তাঁর শব্দে সুধবর্ণা রাখুন এবং তাঁর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করুন- তাহলেই আপনি সত্যিকার সুখ ও সাফল্য লাভ করবেন।

১৫. আপনার গৃহই আপনার জন্য যথেষ্ট

নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতা শব্দদ্বয় আমাদের জীবন বিধানের এক বিশেষ অর্থ বহন করে। আর তা হচ্ছে— কুসঙ্গ ও বোকা লোকদের থেকে দূরে থাকা। যখন আপনি নিজেকে এভাবে নিঃসঙ্গ করে নিবেন তখন আপনি ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা-গবেষণা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির চাবণভূমিতে বিচরণ করার অবাধ সুযোগ পাবেন।

যে সব বিষয় (কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, লোকজন ইত্যাদি) আপনাকে আত্মাহার আনুগত্য থেকে অমনোযোগী করে দেয়, আপনি যখন সেসব বিষয় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন (পৃথক, আলাদা) করে নেন, তখন আপনি এমন এক ঊষষ সেবন করছেন— যা নাকি হার্টের ডাক্তারগণ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অ্যামোগ্যকের বলে পেয়েছেন। যখন আপনি নিজেকে নিঃসঙ্গ করে নেন তখন আপনার হৃদয় (মস্তিষ্ক) কার্যকর হয় বা মাথা কাজ করতে পারে। ফলে সর্বশক্তিমান, পরম কল্যাণময় আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস (ইমান), তাঁর নিকট অনুশোচনা, অনুতাপ (তওবা) ও তাঁর স্মরণ (জিকির) বৃদ্ধি পায়।

যা হোক, কতিপয় লোকসমাগম ওধু হস্তাধিতই নয়, অধিকতর প্রয়োজনীয়ও বটে। যেমন জামায়াতে সালাত, শিক্ষার পরিবেশ-পরিমণ্ডল ও সকল পুণ্যকর্মের মজলিস। যে সব আসরে ছেলেমি ও হাফাযনাই বেশি সেসব আসর সহস্রে সত্তর্ক থাকুন। এ ধরনের জন সমাগম থেকে দ্রুত সরে পড়ুন, আপনার তুল কাফের জন্য কান্নাকাটি করুন, নিজের জিহ্বাকে সংযত করুন ও আপনার গৃহের চৌহদ্দির মাঝেই সজুট থাকুন।

বোকা লোকদের সাথে মিশে আপনি আপনার মানসিক ভারসাম্যতাকে বিপদগ্রস্ত করবেন না, বাছ-বিচার না করে আপনি যে লোকদের সাথে মিশবেন তারা খুব সম্ভবত সময় নষ্ট করতে পটু, মিথ্যা কথা বলতে ও গুজব ছড়াতে নিদ্বন্দ্ব এবং সমস্যা ও অসুস্থি উত্তরটা বিকৃত করতে দক্ষ।

“যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো, তবে তারা বিভ্রান্তিই আরো বৃদ্ধি করত আর তোমাদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করার জন্য ছুটোছুটি করত।”

আপনার নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেকে সুরক্ষিত, দুর্বল ও শক্তিশালী করার জন্য আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি। এ উদ্দেশ্যে আপনি নিজেকে আপনার ঘরে (জনসাধারণ থেকে) আলাদা করে রাখুন। শুধুমাত্র ভালো কথা বলা ও ভালো কাজ করার জন্যই বের হবেন। যখন আপনি এ উপদেশ মানা করবেন তখন দেখবেন যে, আপনার আত্মা আপনার মাঝে আবার ফিরে আসবে। (নব জীবন লাভ করবেন তথা শান্তির জীবন ফিরে পাবেন। —ঈসাবাদক)

সুতরাং, আপনার সময়ের সদ্ব্যবহার করুন এবং আপনার জীবনকে ধাপে হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আপনার জিজ্ঞাসকে গীত (সমালোচনা) করা থেকে সংযত রাখুন, আপনার মনকে দুঃখিতামুক্ত রাখুন এবং আপনার কর্তব্যকে ঈশ্বর, ধর্ম ও পবিত্র বস্তুসমূহের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা হতে সংরক্ষণ (হেফাজত) করুন।

১৬. আল্লাহর কাছে আপনার প্রাপ্তি রয়েছে

মহান আল্লাহ যখন আপনার কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেন, তখন যদি আপনি শুধুমাত্র ধৈর্য ধারণ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে আপনার পুরস্কার প্রার্থনা করেন, তবে তিনি আপনাকে তার চেয়েও ভালো কোন কিছু দিয়ে ক্ষতিপূরণ করবেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“যার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে অথচ সে ধৈর্য ধরে, তাকে এর বিনিময়ে জাল্লাত (বেহেশত) দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।”

অন্য হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“যদি কেহ এ জগত থেকে তার প্রিয় কাউকে হারিয়ে তার প্রভুর নিকট এর প্রতিপাল প্রার্থনা (তামিনা) করে তবে তাকে জাল্লাত দিয়ে এর পেসারত দেয়া হবে।”

অতএব, কোন দুঃখাগ্রাসন ঘটনার জন্য অত্যন্ত দুঃখবোধ করবেন না। কারণ, যে মহান সত্তা এর হুকুম (আদেশ) দিয়েছেন তাঁর নিকট এর ক্ষতিপূরণ ও এক মহাপুরস্কার জাল্লাত রয়েছে।

যারা এ পৃথিবীতে দুর্দশা কবলিত ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত তারা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে প্রদর্শিত হবে।

“তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক; কেননা, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে; চূড়ান্ত পূহ কতই না চমৎকার।” (১৩-সূরা বা'আস : আয়াত-২৪)

কষ্ট সহিষ্ণুতার কারণে কেউ যে পুরস্কার পায় আমাদেরকে অবশ্যই তা গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।

“তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের ওপরেই কল্যাণ (অর্থাতঃ তারাই ধনা) এবং তাদেরকে স্মরা করা হবে) ও তারাই তাঁর অনুগ্রাহ লাভ করে এবং তারাই সন্তোষপ্রাপ্ত।” (২-সূরা বাক্বা : আয়াত-১৫৭)

বাস্তবিক এ পার্থিব জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত ও এর ধন ভাগ্যের খুবই নগণ্য। পরকাল উত্তম ও চিরস্থায়ী এবং এ জগতে যে সমস্যা জর্জরিত পরজগতে সে তার পুরস্কার পাবে। এখানে (দুনিয়াতে) যে-ই কঠোর পরিশ্রম করবে সেখানে (আখিরাতের) সে-ই শান্তি পাবে। যারা এ জগতের প্রতি আসক্ত, যারা এর সাথে গভীর সম্পর্ক বাঁধে, যারা এর প্রেমে পড়েছে, তাদেরকে যে সর্বাপেক্ষা কঠিন জোপাঙ্কি পোহাতে হবে তা হলো- তারা এ পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধ (শান্তি ও সম্পদ) হারাতে। তারা শুধুমাত্র ইহজীবনকেই উপভোগ করতে চায়। তাদের এ কামনার কারণেই তারা এ জগতের সুসুবিদকে কঠিন ভাবে। তারা তাদের চরণেই ইহজীবন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। তারা দুনিয়ার অস্থায়িত্ব ও নগণ্যতা (ভুলতা) দেখতে পায় না।

হে দুর্দশা কবলিতরা! যদি আপনারা ধৈর্য ধারণ করেন তবে আপনারা কোন কিছু হারাবেন না; আর আপনারা বুঝতে না পারলেও এতে আপনারা লাভবান হবেন। দুর্দশাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উচিত পরকালের ফলাফলকে ভেবে দেখা- যে ফলাফল ধৈর্যশীলদের জন্য নির্ধারিত।

فَضْرِبْ بَيْنَهُمْ سُوْرًا لَّهٗۤ بَآءٌۢ . بَآطِنُهُۥ فِیْهِ الرَّحْمَةُ وَظَآهِرُهُۥ مِّنْ قِبَلِهِۦ الْعَذَابُ .

“অতঃপর উভয় দলের মাঝে একটি এক দরজাওরাশা প্রাচীর বাঁধা করা হবে। এর ভিতরে বহুমত থাকবে আর এর বাইরে থাকবে আযাব (শাস্তি)।”

(৫৭-সূরা আল হাদীদ : আয়াত-১৩)

১৭. বিশ্বাসই জীবন

ইমান বা বিশ্বাস এর ধন-ভাণ্ডার হতে যারা বিত্তহীন তারা'ই প্রকৃত অর্থে হতভাগ্য। তারা সর্বদাই দুর্দশাগ্রস্ত ও ক্লান্ত।

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا .

“যে সোক আমার স্বারক থেকে মুখ ফিড়িয়ে নেয় (যে এ কুরআনে বিশ্বাসও করে না এবং কুরআনের বিধানানুযায়ী আমলও করে না তার জন্য এক কষ্টদায়ক জীবন রয়েছে আর অধিরাতে আমি তাকে অন্ধ করে তুলবো।”

(২০-সূরা হাযা : আয়াত-১২৪)

আত্মাকে পবিত্র করা, উদ্বিগ্নতা ও দুশ্চিন্তা দূর করার একমাত্র উপায় হল সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর উপর পুরোপুরি ইমান রাখা। প্রকৃতপক্ষে, যখন কারো ইমান থাকে না তখন জীবনে কোন প্রকৃত অর্থ থাকতে পারে না।

একজন পাকা নাস্তিক যদি সে ইমান না আনে তবে সে সর্বশেষা ভালো যে কাজটি করতে পারে তা হলো- সে আত্মহনন করতে পারে। এমনটি করে কমপক্ষে সে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও হতভাগ্য জীবন-যাপন করেছে তার থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে। ইমানহীন জীবন কতই না হীন ও ক্লান্ত।

আল্লাহর সীমা লঙ্ঘনকারীদের জীবন কতইনা চিরন্তনভাবে অভিশপ্ত !

“(হেদায়েত পথ হতে) আমি তাদের মনোভাবের (তাদের দুষ্টিত্বের) তেমনি পরিবর্তন করে দিব যেমনি তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি (তথা ইমান আনেনি) এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার উল্লাসের মতো ঘুরে বেড়াতে দিব।” (৬-সূরা আল বান'আম : আয়াত-১১০)

আল্লাহ হুড়া কাটার উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই। এ প্রণালীতে ইমান (বিশ্বাস) রাখার সময় কি পৃথিবীতে আসেনি? মূর্তিতে বিশ্বাস যে হাস্যকর, নাস্তিকতা যে অযৌক্তিক, নবীপণ যে সত্যবাদী ছিলেন এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিকানা যে একমাত্র আল্লাহরই শত শত বছর অতিক্রান্তের পরেও কি মানবজাতিতে এ যান্ত্রবতার দিকে পরিচালিত হওয়া উচিত নয়? সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য এবং তিনি সবকিছুর ওপরই কামতাবান।

আপনার ইমানের সবলতা বা দুর্বলতা ও দুচ্ছতা বা কোমলতার দ্বারা অনুপাতেই আপনি সুখী হবেন।

“খাঁটি ইমানদার হয়ে তোমাদের মধ্য থেকে যে পুরুষ বা নারী লোক আমল সম্পাদন করে অবশ্যই তাকে আমি একটি পবিত্র জীবন দান করব। (অর্থাৎ এ দুনিয়ার সম্মান, পরিভূক্তি ও হালাল রিহিক দিব) এবং তারা যে উত্তম কাজ করত তদনুগাতে আমি তাদেরকে অবশ্যই পুরস্কার দিব।”

(১৬-সূরা আন নাহল : আয়াত-৯৭)

এ আয়াতে ‘পবিত্র জীবন’ বলতে আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও একটি অবিচল হৃদয় যা তাঁকে ভালোবাসে এর কথা বলা হচ্ছে। যে লোকেরা এ ‘পবিত্র জীবন’ যাপন করে তারা যখন সমস্যা কবলিত হয় তখন তাদের দ্বায় (মন) শান্ত ও থাকে বটে। তাদের ওপর আগতিত সব কিছুর প্রতিই তারা সন্তুষ্ট থাকবে। কেননা, (তারা নিশ্চিত জানে যে) এটা তাদের জন্য (ভাগ্যে) লিখা ছিল। আরো এ কারণে যে, আল্লাহকে তারা তাদের প্রভু হিসেবে, ইসলামকে তাদের জীবন বিধান হিসেবে এবং মুহাম্মদ (ﷺ) কে তাদের নবী ও রাসূল হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছে।

১৮. মধু আহরণ কর কিন্তু মৌচাক ভেঙ্গ না

যাতে সৌম্যতা ও জল্পতা আছে তাই সুন্দর— আর যাতে তা নেই তাই খারাপ। কারো সাথে সাক্ষাৎকালে যখন আপনি সুন্দর হাসি দিবেন, একটি কোমল কথা বলবেন তখন আপনি একজন সত্যিকার সফল ব্যক্তির চরিত্র প্রদর্শন করবেন যে চরিত্র না কি একটি মৌমাছিও দেখায়।

যখন কোন মৌমাছি (ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে অর্থাৎ প্রয়োজনে) কোন ফুলে বসে তখন সে এটাকে খসে (নষ্ট) করে না, কেননা, আল্লাহ তা’আলা কোমলতার বদৌলতে যা দান করেন কাঠোত্তার বিনিময়ে তা দান করেন না। কিন্তু লোক আছেন যাদের ব্যক্তিত্ব হৃৎকের মতো আশেপাশের লোকদেরকে আকর্ষণ করে, শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা তাদের কোমল ও জল্প কথা, তাদের ভালো ব্যবহার এবং তাদের মহৎ কাজের জন্য তারা (এ লোকদের) ভালোবাসার পাত্র হন।

অন্যের বন্ধুত্বকে জয় করে নেয়ার কৌশল মহান ও ধার্মিকগণ জ্ঞানেন; সর্বদা একদল লোক তাদেরকে ঘিরে থাকে। কোন সমাবেশে শুধুমাত্র তাদের উপস্থিতিটাই আশীর্বাদ, তারা অনুপস্থিত থাকলে তাদের অভাববোধ করা হয় এবং তাদের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়।

এ খন্য লোকদের একটি আচরণ সংহিতা আছে আর তা হল—

ادْفَعْ بِأَيْمَنِ مِىْ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى نَبَنَّاكَ رَجَبَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ
وَلِىٌّ حَبِيبٌ.

“খারাপকে ভালো দিয়ে প্রতিহত কর, তাহলে তোমার আর যার মাঝে শত্রুতা আছে সে এমন হয়ে যাবে যেন সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।”

(৪১-সূরা হা-মীম-আল-সাজ্জাহ : আয়াত-৫৪)

(মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করা বলতে বুঝায় যে, আল্লাহ তা‘আলা বিশ্বস্ত ইমানদারদেরকে জেনেধের সময় বৈধ ধারণ করতে এবং তাদের সাথে যারা মন্দ আচরণ করে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে আদেশ করেছেন।)

তারা তাদের সত্যতা, ক্ষমা ও ছদ্মতা দিয়ে অন্যের ভিতর থেকে হিংসাকে বের করে ফেলেন। তাদের সাথে যে মন্দ আচরণ করা হয়েছে তারা তা ভুলে যান আর যে দয়া তারা পেয়েছেন তারা শুধু তাই মনে রাখেন। তাদেরকে কষ্ট ও ক্রন্দ কথা বলা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তারা তা ভনেন না, বরং চিরতরে শিচ্ছেন না ফিরে তারা তাদের পথে অনবরত সামনে চলতে থাকেন। তারা শান্ত ও সৌম্য অবস্থায় থাকেন। সাধারণ জনগণ বিশেষ করে মুসলমানগণ তাদের হাত থেকে নিরাপদ থাকেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন—

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ
أَمِنَهُ النَّاسُ عَالِي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

“প্রকৃত মুসলিম সে যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকেন। আর প্রকৃত মু‘মিন সে যাকে অন্য মানুষেরা তাদের রক্ত (জীবন) ও সম্পদের ব্যাপারে বিশ্বাস করে।”

রাহুল عليه السلام আরো বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي وَأَنْ أَغْفِرَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي
وَأَنْ أَصْطَلِيَّ مَنْ حَرَمَنِي.

“যারা আমার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিল করেছে তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার জন্য, যারা আমার সাথে অন্যায় আচরণ করেছে বা আমাকে অত্যাচার করেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে এবং যারা আমাকে বর্জিত করেছে তাদেরকে দান করতে আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন।”

“নিচয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন— (বিশেষত তাদেরকে) যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৩৪)

এ ধরনের লোকদেরকে এ পৃথিবীতে শান্তি ও প্রশান্তির এক আসন্ন পুরস্কারের ঘোষণা দিন।

পরবর্তীতে জান্নাতে তাদের ক্ষমাশীল প্রভুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকবে এক মহা সুসংবাদও তাদেরকে দিন।

১৯. জেনে রাখুন! আল্লাহর জিকিরেই আত্মা শান্তি পায়

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

“জেনে রাখ। আল্লাহর জিকির করেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।”

(১৩-সূরা রাস্মান : আয়াত-২৮)

সত্যতা আল্লাহর জিকির এবং আত্মাকে পরিত্যাগ করার সাবান। আর আল্লাহর জিকির ছাড়া এমন কোন কাজ নেই যা আত্মাকে এমন শান্তি দিতে পারে যার পুরস্কার এর চেয়ে বেশি।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ.

“অতএব আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।”

(২-সূরা বাযারাহ : আয়াত-১৫২)

আল্লাহর জিকির (স্মরণ)-ই দুনিয়াতে তাঁর বেহেশত। আর এতে যে এবেশ করেনি সে আখেরাতের বেহেশতে এবেশ করতে পারবে না। জিকির শুধুমাত্র এ পৃথিবীর সমস্যা ও উদ্বেগের থেকে এক নিরাপদ স্বর্গই নয়; অধিকন্তু, ছদ্মস্তর সাক্ষ্য লাভের এক সংক্ষিপ্ত ও সহজ পথও বটে। আল্লাহর জিকির নব্বন্ধে বিভিন্ন আয়াত পড়ে দেখুন তাহলেই আপনি এর উপকারিতা বুঝতে পারবেন।

যখন আপনি আল্লাহর জিকির করবেন তখন দুশ্চিন্তা ও ভয়ের কাণোমেঘ দূরীভূত হয়ে যাবে ও আপনার সমস্যার পাহাড় সরে যাবে।

যারা আল্লাহর জিকির করেন তারা শান্তিতে আছেন বা থাকেন- একথা শুনে আমাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। যা সত্যিই আশ্চর্য তা হল অবহেলাকারীরা ও অমোহনযোগীরা তাঁকে স্মরণ না করে কীভাবে বেঁচে থাকে।

“তারা নিশ্চয়, নিজীব আর তারা জানেনা কখন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে।” (১৬-সূরা আন নাহল : আয়াত-২১)

ওহে! যে নাকি বিনিত্র রাজনীর অভিযোগ করে ও তার দুর্দশার ভয়ে আতঙ্কিত, তাঁর পবিত্র নাম ধরে ডাকুন।

فَلْتَعْلَمْ لَهُ سَبَابًا

“তাঁর মহত্তা কারো কথা কি তোমরা জান?” (১৬-সূরা আন নাহল : আয়াত-৬৫)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۚ

তাঁর মহত্তা কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

(৪২-সূরা শূরা : আয়াত-১১)

তুমি আল্লাহকে যে পরিমাণ স্মরণ করবে, তোমার আত্মা সে পরিমাণই শান্ত ও সবুজ হবে। তাঁর জিকিরের অর্থই হলো তাঁর ওপর পূর্ণ নির্ভরতা, সাহায্যের জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী হওয়া, তাঁর সম্বন্ধে সুধারণা পোষণ করা এবং তাঁর পক্ষ থেকে বিজয়ের অপেক্ষায় থাকা। সত্যিই যখন তাঁর কাছে আবেদন করা হয় তখন তিনি নিকটেই থাকেন; যখন তাঁকে ডাকা হয়, তিনি তখন

জনতে পান ও তাঁর নিকট আকুল আবেদন করা হলে তিনি সাড়া দেন। তাই তাঁর সাহসে নিজেকে বিনীত কর ও একনিষ্ঠভাবে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা কর। বারবার তাঁর কল্যাণময় (বরকতময়) নামের জসবীহ পাঠ কর ও তাঁর একমাত্র উপাস্য হওয়ার কথা উল্লেখ কর। তাঁর প্রশংসা কর, তাঁর নিকট কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা কর ও তাঁর নিকট ক্ষমা তিচ্ছা চাও, তাহলেই ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাহে তো) তুমি সুখ, শান্তি ও অক্লান্ত আলোকসুন্দর পাবে।

فَإِنَّهُمْ إِلَهُ تَرَابَ الدُّبَا وَحُسْنُ تَرَابِ الْآخِرَةِ .

“তাই আল্লাহ তাদেরকে এ অগন্তের পুরস্কার ও পরকালের চমৎকার পুরস্কার দান করলেন।” (৩-সূরা আল ইয়মান : আয়াত-১৪৮)

২০. হিংসা হিংসুককে ধ্বংস করে

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .

“নাকি আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষদেরকে যা দান করেছেন সে বিষয়ে তারা তাদেরকে হিংসা করে।” (৪-সূরা আন নিলা : আয়াত-৪৪)

হিংসা এমন এক ব্যাধি যা শুধুমাত্র মনেরই নয় দেহেরও ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। বলা হয় যে, হিংসুক লোকের কোন বিশ্রাম (খুম) নেই ও সে বন্ধুর লেবাসে একজন শত্রু; হিংসারোগ সর্বদা প্রকট হয় যে, এটা কম পক্ষে একটা ভয়; কেননা, এটা হিংসুককেই প্রথমে হত্যা কবে (অর্থাৎ হিংসা হিংসুককে ভিলে ভিলে ধ্বংস করে। -অনুবাদক)

আমি আমাকে ও আপনাকে উভয়কেই হিংসা করতে নিষেধ করছি; কেননা অন্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার পূর্বে আমাদেরকে অবশ্যই প্রথমে নিজদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে হবে। অন্যের প্রতি হিংসা কবে আমাদের রক্তে মাংসে গড়া দেহখানাকে দুর্দশাগ্রস্ত করছি ও আগুনে পুড়ি দুহকে নষ্ট করছি।

হিংসুক ব্যক্তি (যেন) আগুন জ্বালিয়ে সে আগুনে নিজেই ঝাঁপ দেয়। হিংসা দুঃখ-বেদনা ও ভোগান্তি এনে এক সময়ের শান্তি পূর্ণ ও পূর্ণময় জীবনকে ধ্বংস সাধন করে।

হিংসুক ব্যক্তির অভিশাপ এই যে, সে ভাগ্যকে অস্বীকার করে এবং তার হ্রষ্টাকে অবিরোধক মনে করে।

হিংসা কোন্ রোগের মতো? এটাতো অন্যান্য রোগের মতো নয়। হিংসুক ব্যক্তি এ রোগের কারণে পরকালে কোন পুরস্কার পাবে না। (অথচ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের রোগ জেগ ও তাতে ধৈর্য ধরার কারণে পরকালে পুরস্কার পাবে। - অনুবাদক)

হিংসুক ব্যক্তি তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বা অন্তদের সৌভাগ্য তাদের থেকে বিদায় না নেয়া পর্যন্ত হাচও ক্রোধে জ্বলে পুড়ে শেষ হতে থাকবে। হিংসুক ব্যক্তি ছাত্র সকলের সাথেই মীমাংসা করা সক্ষম। কেননা, তাঁর সাথে মীমাংসার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো- আপনি আপনার থেকে আত্মাহর সব কল্যাণ ও করুণা দূর করবেন বা আপনার সকল প্রতিভা ও সমস্ত পরিত্যাগ করবেন। যদি আপনি গ্রহণ করেন তবে হয়তোবা সে সুখী হবে। আত্মাহর নিকট আত্মা হিংসুকের ক্ষতি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হিংসুক এমন এক বিম্বধর কালো সাপের মতো হয়ে যায়- যে সাপ একটি নির্দোষ গেছে এর বিষ ঢেলে না দেয়া পর্যন্ত কোন বিষয় পায় না।

মৃতরাং হিংসা থেকে বহু দূরে থাকুন এবং হিংসুক লোক থেকে আত্মাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন। কেননা, সে সর্বদা আপনাকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করছে।

২১. জীবনকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করুন

জীবনের আনন্দ বুঝি কণস্থায়ী এবং প্রায়ই তার পরে দুঃখ নেমে আসে। জীবনের অর্থই হলো দায়িত্ব, সত্যত পরিবর্তনশীল যাত্রা ও দুঃখ-কষ্টের অবিরাম নির্মম প্রচণ্ড আক্রমণ।

আপনি এমন একজন পিতা, স্ত্রী বা বন্ধু পাবেন না যিনি সমস্যামুক্ত। অত্যাধ তা'আলা চেয়েছেন যে, এ পৃথিবীর দুটি করে বিপরীত জিনিস দিয়ে তরপুর থাক। যেমন- ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ।

অতঃপর ভালোত্ব, সত্যতা-সরলতা ও সুখ বর্ণের (আত্মাহর) জন্য; মন্দকাজ, দুর্নীতি ও পাপকাজ এবং দুঃখ-দুর্দশা নরকের (জাহান্নামের) জন্য।

নবী করীম ﷺ বলেছেন—

الدُّنْيَا لَمُرَّةٌ، مَلْعُونَةٌ مَائِبَةٌ إِلَّا ثَمَرُ اللَّهِ وَمَاوَالُهُ
وَعَالِيَا وَمُتَعَلِّيَا .

“আদ্যাহর জিকির ও জিকিরের ফলে যা আসে (যেমন জালো কাজ, আদ্যাহর যা ভাষ্যবাসেন) তা এবং আসেম ও তালেবে এলম ছাড়া গোটা দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত।”

এক নিখুঁত, আদর্শ, মুচিষ্ঠা ও কষ্টহীন কর্কিত ইহজীবনের (কর্কিত ইহকালীন স্বর্ণরাজ্যের) আশায় বৃথা ও কষ্ট করনার সর্বনা বিজয়ের না থেকে আশনার যা আছে তাই নিয়েই জীবন-যাপন করুন। জীবনকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করুন এবং তদানুপাতে সকল পরিবেশের সাথে নিজেকে ঝাপ খাইয়ে (মানিয়ে) নিন। (সকল পরিবেশের সাথে ঝাপ খাইয়ে নেয়ার অর্থ সকল মহাদর্শ মেনে নেয়া ও তদানুসারে কাজ করা নয়; বরং, মিছে শান্তির ধর্ম মেনে চলা ও অন্যকে তদানুসারে চলতে বলা, যদি তারা না মানে তবে অহেতুক মর্মযাতনাবোধ না করা। -অনুবাদক) নিন। এ দুনিয়াতে আপনি নিষ্কলঙ্ক সঙ্গী ও নিখুঁত পরিহিতি বলে কেন জিনিস পাবেন না; কেননা, নিষ্কলঙ্কতা ও নিখুঁত অবস্থা এমন দুটি তপের নাম যা এ জীবনে পবনশী।

নিজস্বদেরকে সংশোধন করা, সহজটাকে গ্রহণ করা, কঠিনটাকে বর্জন করা এবং প্রায়ই অন্যের তুল-আজিকে উপেক্ষা করা আমাদের জন্য জরুরি।

২২. দুর্দশাগ্রস্তদের কথা ভেবে সান্ত্বনা লাভ করুন

আপনার ডানে-বামে-চারপাশে ভাকান। আপনি কি দুর্দশাগ্রস্ত ও হতভাগাদের দেখতে পান না? প্রতিটি ঘরেই শোক আছে, বিবাহ আছে, কষ্ট আছে। প্রতিটি পাল বেয়েই চোখের পানি ঝরছে। কতই না সুশিবত আর কতই না ধৈর্যশীল লোকজন! আপনি একাই শুধু সমস্যাগ্রস্ত নন। অন্যের সাথে তুলনা করে দেখলে আপনার সমস্যা মেহায়েত কম বলেই মনে হবে।

কত কণ্ঠ ব্যক্তিই তো রোগ শয্যায় হয়ে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগ করছে। কত লোক যদি হওয়ার কারণে বছরের পর বছর সূর্যের আলোর মুখ দেবেনি,

ভারা জেলখানার চৌহদ্দি ছাড়া আর কোন কিছুই চেনে না। কত নারী-পুরুষ তাদের সন্তানদেরকে ভরা বৌবনে বা অকালে হারিয়েছে। কত লোকই না সমস্যাগ্রস্ত, অসুস্থ ও নিপীড়িত।

যারা আপনার চেয়ে শেচনীয় অবস্থায় আছে, তাদের কথা মনে করে সান্ত্বনা লাভ করুন। জেনে রাখুন যে, এ দুনিয়া ইমানদারদের জন্য জেলখানার মতোই একটি দুঃখ ও বিষপ্ৰভার ঘর। সকালবেলা প্রাসাদগুলো মানুষে ভরা থাকে, আব মুহুর্তেই দুর্বিপাকে পড়ে সেগুলো বিয়ান হয়ে যায়। কখনো জীবন শত্রিময়, দেহ সুস্থ, সম্পদ অচেন, সন্তান সুস্থ-সবল হতে পারে, আবার কয়েকদিনের বা কণিকের মধ্যেই দারিদ্র্য, মৃত্যু, বিচ্ছেদ ও অসুস্থতাও ঘটতে পারে।

“আর তোমরা তাদের আবাসস্থলেই বসবাস করতে, যারা নিজের উপর অত্যাচার করেছিল এবং আমি তাদের সাথে কী আচরণ করেছিলাম তা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট ছিল। আর আমি তোমাদের জন্য অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি।” (১৪-সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৪৫)

অতিক্রম উট যেমন একটি মাত্র পথের উপর হাঁটু পেড়ে বসতে পারে। প্রয়োজন হলে আপনাকেও এর মতো প্রতিকূল পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে।

[বাইন মাহ যেমন কাদার মধ্যে থাকে, কিন্তু তার গায়ে কাঁদা জড়িয়ে যায় না, আপনিও ভেতরনি মন পরিবেশে থেকেও মনে জড়াবেন না। সেই সাথে অন্যেরা ভালো হয় না বিধায় দুঃখবোধ করে নিজেকেও ধরসে করে দিবেন না। এ প্রসঙ্গে দেখুন—(২৬-সূরা আশ শেরায়া : আয়াত-৩) -অনুবাদক।]

আপনাকে অবশ্যই আপনার সমস্যাগুলিকে আপনার চারপাশের লোকদের সমস্যাগুলির সাথে ও আপনার পূর্ববর্তী লোকদের সাথে তুলনা করেও দেখতে হবে। আপনার বুঝা উচিত যে, তাদের তুলনায় আপনি অনেক ভালো অবস্থাতেই আছেন এবং এটাও বুঝা উচিত যে, আপনি তধু ছোটখাট কিছু সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালায় দয়ার জন্য তাঁর প্রশংসা করুন। আপনার জন্য তিনি যা রেখে দিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হোন, তাঁর শুকরিয়া আদায় করুন। তিনি যা ছিনিয়ে

সিরেহেঁ তার জন্যে তাঁর নিকট পুরস্কার চান এবং দুর্ভাগ্যবন্তদের কথা ভেবে সাধুনা বেঁচে করুন।

নবী কবীম ﷺ এর মাঝে আপনার জন্যে ধৈর্যের পরম উপমা রয়েছে। উটের বাড়িভুক্তি তাঁর মাথার চালানো হয়েছিল; তাঁর পা থেকে রক্ত ঝরেছিল; তায়েফবাসী তাকে পাথর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত করেছিল; তাঁর চেহারা ফেঁটে গিয়েছিল; তাঁকে গিরিপথে বন্দী করা হয়েছিল, সেখানে তিনি গাছের পাতা বেঁচেও বাধ্য হয়েছিলেন; মক্কা থেকে তাঁকে বিজয়িত করা হয়েছিল; যুদ্ধে তাঁর সামনের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল; তাঁর নিম্পাপ স্ত্রীকে অপবাদ দেয়া হয়েছিল; তাঁর সত্তর জন সাহাবীকে হত্যা করা হয়েছিল; তিনি তাঁর ছেলের ও অধিকাংশ মেয়েদের সূত্রে শোক পেয়েছিলেন; কুন্দার জ্বালা নিবারণ করার জন্যে তিনি তাঁর পেটে পাথর বেঁধে ছিলেন এবং তাঁকে কবি, অসুখর, পণ্ডক, পাগল ওওয়ার অপবাদও দেয়া হয়েছিল। আর এসবকিছু একই সময়ে ঘটেছিল। এতসব ঘটনার পরও তিনি অটল ধৈর্যধারণ করেছিলেন। এতসব সাংঘাতিক অগ্নিপরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্টের মাঝেও মহান আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

নবী যাকারিয়া (আ)-কে হত্যা করা হয়েছিল, নবী মুসা (আ)-কে ভীষণ জ্বালাতন করা হয়েছিল; নবী ইব্রাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং সকল হক্ ইমামগণও একইভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন।

উমর (রা), উসমান (রা) ও আলী (রা) গুণঘাতক কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। অতীতের অনেক আলেমকে বন্দি ও অত্যাচার করা হয়েছিল।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا بَأْسَكُمْ مَقِلُ الدِّينِ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْزِئِينَ الْبَاسَاءَ وَالضَّرَّاءَ وَزُلُوفًا .

“নাকি তোমরা একথা ভেবে বসে আছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনও তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হয়নি? তারা অসহন, রোগগ্রস্ত ও শিহরিত হয়েছিলেন।”

২৩. সালাত ... সালাত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمَعُونَا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ .

“হে ইমানদারগণ! হোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য গ্রার্থনা কর ।”

(২-সূরা বাক্বরা : আয়াত-১৫৩)

আপনি যদি আতঙ্কগ্রস্ত ও উবিগ্ন হয়ে পড়েন, তবে এক্ষুনি সালাতে দাঁড়িয়ে যান। দেববেন, আপনি শান্তি ও সাহুনা পাচ্ছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি একনিষ্ঠভাবে ও জায্বত হৃদয়ে সালাত আদায় করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সালাত আপনার উপর এই প্রভাব ফেলবে।

নবী করীম ﷺ যখনই কোন কষ্টে পতিত হয়েছিলেন, তখনই তিনি বলতেন : “হে বিলাল! সালাতের আজান দিয়ে আমাদেরকে শান্তি দাও।” সালাত তাঁর আনন্দ ও হুশির উপায় ছিল। সালাত তাঁর চোখের মনি ছিল।

আমি অনেক ধর্মিক লোকের জীবনী পড়ে দেখেছি, তারা দুঃখ-কষ্টে পড়লেই সর্বদা সালাতে মনোযোগ দিতেন এবং যতক্ষণ তাদের মনোবল, ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ়প্রত্যয় ফিরে না আসত, ততক্ষণ তারা সালাত পড়তে থাকতেন।

সালাতুল বাওফ (ভয়কাঙ্গীন সালাত, যা হুকের সময় পড়া হতো) অনুমোদন করা হয় যখন অসুস্থ হই, মাথার খুলি উড়ে যায় এবং সেই থেকে আস্থা চলে যায় তখন পড়ার জন্য। এ সময়ে একমাত্র একপ্রতিষ্ঠে সালাত আদায়ের মাধ্যমেই মনোবল ও দৃঢ় প্রত্যয় ফিরে পাওয়া যেত।

মানসিক রোগে আক্রান্ত এ জাতিকে অবশ্যই মসজিদে ফিরে গিয়ে শিফা করতে এবং আল্লাহ তায়ালায় সবুষ্টি কামনা করতে হবে। আমরা যদি এ কাজ না করি, তবে অশ্রু আমাদের চোখকে ভাসিয়ে রাখবে ও দুঃখ-বেদনা আমাদের হৃদয়কে ধ্বংস করে দিবে।

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত একনিষ্ঠভাবে আদায় করে আমরা মহাকল্যাণ অর্জন করতে পারি। আমাদের পাণের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি এবং আমাদের প্রতিপালকের দরবারে আমাদের মর্তবা (মর্যাদা) বৃদ্ধি করতে পারি। সালাত

আমাদের অসুস্থতার জন্য এক শক্তিশালী মহা ঔষধও বটে। কেননা, সালাত আমাদের অন্তরে ইমান সম্বলিত করে। হারা মসজিদ ও সালাত থেকে দূরে থাকে, তাদের জন্য রয়েছে অসুখ (দুঃখ), দুর্ভাগ্য ও বিষাদময় জীবন। “তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য এবং আল্লাহ তাদের আহলকে বাতিল করে দিবে।” (৪৭-সূরা মুহাম্মদ বা কেতাব : আয়াত-৮)

২৪. মহান আল্লাহ কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক!

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

“আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক!”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৭৩)

আল্লাহর নিকট আপনার কাজকে সোপর্ন করে, তাঁর উপর আওলাকুল করে, তাঁর ওয়াদাকে বিশ্বাস করে, তাঁর হুকুমের প্রতি সজুটি হয়ে, তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণ করে এবং তাঁর সাহায্যের জন্য ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে আপনি ঈমানের কিছু মহাফল লাভ করতে পারবেন এবং ইমানদারের অধিকতর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য গ্রন্থন করতে পারবেন। যখন আপনি আপনার চরিত্রে এ গুণসমূহকে সংযুক্ত করে দিবেন, তখন আপনি আশামী দিনগুলোতে কোন দুশ্চিন্তা না করে বরং শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারবেন। ফলে আপনি নিজের প্রতি যত্ন, সাহায্য, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিজয় লাভ করবেন।

ইব্রাহীম (আ)-কে যখন আগনে ফেলা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, “আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক!” ফলে আল্লাহ তারাদা আত্মকে ইব্রাহীমের (আ)-এর জন্য শীতল, নিরাপদ ও শক্তিদায়ক বানিয়ে দিয়েছিলেন।

নবী মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে যখন আক্রমণের হুমকি দেয়া হয়েছিল, তখন তারা বলেছিলেন, “আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক!” (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৭৩)

“ফলে তাঁরা আল্লাহর নিরামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিলেন। কোন-
অনিষ্টই তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুভব
করেছিল। আর আল্লাহ জে মহা অনুগ্রহশীল।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৭৪)

কোন লোকই দুর্ভাগ্যের স্রোতের বিপক্ষে একাকী লড়াই করতে পারে না,
দুর্বিপাক যখন আঘাত হানে, তখন সে এর আঘাতকে একাকী প্রতিহতও
করতে পারে না। কারণ, মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

যাহোক, সঙ্কটের সময়ে ইমানদার ব্যক্তি যখন তাঁর প্রভুর উপর ভরসা
(তাওয়াক্কুল) ও ইমান (বিশ্বাস) রাখে তখন সে জানে যে, সব সঙ্কট নিরসন
সম্ভব।

“আর যদি তোমরা সত্যিকার মুমিন হয়ে থাকে, তবে আল্লাহর উপর ভরসা
রাখ।” (৫-সূরা মায়িদা : আয়াত-২৫)

আপনারা যারা নিজেদের কল্যাণ করতে চান, তারা নিজেদের বিপর্যয় ও
দুর্বিপাক থেকে রক্ষা করার জন্য সর্বশক্তিমান ও সর্বশেখা উত্তম অভিভাবক
আল্লাহর উপর নির্ভর করুন এবং আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর তিনি
কতই না উত্তম অভিভাবক!—এ নীতিবাক্য অনুসারে জীবন যাপন করুন।

আপনি যদি ঈশ্বরভক্ত থাকেন বা আপনি যদি কোন পার্থিব সঙ্কটে পতিত হন
তবে ভাব নিয়ে বলুন, “আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম
অভিভাবক!”

আপনি যদি শত্রুর কবলে পড়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন বা অত্যাচারীর
অত্যাচারের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন তবে উচ্চবরে বলুন, “আল্লাহই
আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক!”

وَكُفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا .

“আর তোমার প্রভুই পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট।”

(২৫-সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৩১)

২৫. আবদু গৃহ ছেড়ে পৃথিবীতে ভ্রমণ করুন

لَنْ يَسْمُرُوا لِي الْأَرْضِ-

“হে মুহাম্মদ ﷺ! বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর।”

(৬-সূরা আল আন'আম : আয়াত-১১)

এখানে উল্লেখযোগ্য একটি কাজ আছে। কেননা এটা আপনাকে আনন্দ দান ও আপনার মাথার উপরের কালো মেঘ দূর করা; উজ্জ্বল কাজই করে। এ কাজটি হল পৃথিবী ভ্রমণ করা ও সৃষ্টির উন্মুক্ত রহস্যাবলি অবলোকন করে দেখা এবং এর সকল বিষয়াবলীকে উপলব্ধি করা। আপনার ভ্রমণকালে আপনি চমৎকার ও সুন্দর সবুজ মাঠের বাগ-বাগিচা দেখতে পাবেন। আপনার মর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ুন ও আপনার চারপাশে যা আছে তা নিয়ে একটি ভেবে নেবুন। পাহাড়-পর্বতে আরোহণ করুন, মাঠের পর মাঠ পাড়ি দিন, এ গাছ থেকে ঐ গাছে চড়ুন এবং সুমিষ্ট, বিতক্ক অর্পণ পানি পান করুন।

তাহলেই আপনি আপনার আত্মাকে পরমানন্দে গান গেয়ে গেয়ে আকাশে উড়ন্ত চলা পাখির মতোই স্বাধীন পাবেন। আপনার গৃহ ত্যাগ করুন, আপনার চোখের কালো চশমা বুলে ফেলুন। আর তারপর আত্মাহর জিকির ও তসবীহ পাঠ করে করে (আত্মাহর স্মরণ ও পবিত্রতা বর্ণনা করে করে), তাঁর প্রশস্তি জমিনে ভ্রমণ করুন।

মারাত্মক ধ্বংসাত্মক অলসতায় সময় বৃথা নষ্ট করে নিজেকে আপন গৃহে বন্দি করে রেখে নিজেকে ধ্বংস করা হাড়া আর কিছু নয়। আপনার ঘরটাই পৃথিবীতে একমাত্র স্থান নয় আর আপনিও এ পৃথিবীর একমাত্র বাসিন্দা নন। তবে কেন আপনি দুর্ভাগ্য ও নির্জনতার কাছে আত্মসমর্পণ করছেন?

اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا-

“(সাহাব্যবান, হালক ও সম্পদশালী হওয়ার কারণে) হালকা হলেও এবং (অসুস্থ, বৃদ্ধ ও দরিদ্র হওয়ার কারণে) ভারী হলেও তোমরা বেরিয়ে পড়।”

(৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৪১)

আসুন, একটি পাহাড়ী ঋণীর পাশে বসে স্বা পানিরা যখন পান করে তখন তাদের আসরের পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করুন।

বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করা এমন এক কাজ যা চিকিৎসকগণ বিশেষ করে সেনাব রোগীদের জন্য প্রেসক্রিপশন করেন-যারা নিজেদের ঘরের সংকীর্ণতার কারণে নিজেদেরকে সংকুচিত মনে করে।

“যারা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে গভীর চিন্তা-গবেষণা করে, (তার বলে,) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এ বিশ্বজগতকে বুঝা সৃষ্টি করেননি। আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।” (৩-মূরা আসে ইমরান : অয়াত-১৯১)

২৬. ধৈর্যের কঠিন পথকে অবলম্বন করুন

দুঃখ-কষ্ট-অভাব-অনটনের সময় দৃঢ় মনোবল নিয়ে স্বাভাবিক থাকতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম।

একথা আমাদেরকে অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, যদি আমি বা আপনি ধৈর্য না ধরি তবে আমাদের অন্য কী করার আছে? একথা স্পষ্ট যে, আমাদের ধৈর্য ধরা ছাড়া অন্য কিছুই করার নেই। আপনার কাছে কি অন্য কোন সমাধান আছে? ধৈর্যের চেয়েও ভালো কোন পথের কথা কি আপনার জানা আছে?

যারা মাহাত্ম্য অর্জন করেন, তাদেরকে হৃদয় সফলতা অর্জন করার পূর্বে দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যার এক মহাসাগর পাড়ি দিতে হয়। জেনে রাখুন, এক সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়া মাত্রই আপনাকে আরেক সঙ্কটের মোকাবেলা করতে হবে। এই সার্বজনিক সংঘর্ষের মধ্যে আপনাকে অবশ্যই ধৈর্য ও আত্মাহুতে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে এগুতে হবে।

এটাই মহামানবদের পথ; দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে তাঁরা সঙ্কটের মুকাবিলা করে সকল দুঃখ-কষ্ট ও সঙ্কটকে তাঁরা ধরাশায়ী করে সফলতাকে অর্জন করেছেন।

অতএব, ধৈর্যশীল হোন ও জেনে রাখুন, আপনার ধৈর্য যেন একমাত্র আত্মাহুত সত্ত্বটির জন্যই হয়। তার মতো ধৈর্য ধরুন, যে আসন্ন শক্তির বিষয়ে নৃপ্রত্যয়ী, যে জানে যে, এক তত্ত পরিপত্তি আসবে। যে তার প্রভুর নিকট পুরস্কার চায়- এ আশায় যে, সমস্যা কবলিত হয়ে তার পাণের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

ধৈর্য ধরুন, সমস্যা যাই হোক না কেন আর সামনের পথ যতই অস্বকারণ মনে হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা, ধৈর্যের সাথে অবশ্যই বিজয় আসবে আর দুঃখ-কষ্ট ও ক্লান্তির পরেই সেমে আসবে অনবিল শান্তি। অসীমের কতিপয় সফল ব্যক্তির জীবনী পাঠ করে আমি তাদের প্রদর্শিত ধৈর্যের সীমা দেখে, পর্বতসম বিশাল সমস্যার বোঝা বহন করার অমত্যা দেখে হতভম্ব হয়ে গেছি; এ বিশাল পর্বতসম সমস্যার বোঝা বহন করে তাঁরা শুধু অধিকতর শক্তিশালী মানব হিসেবেই পুনঃ প্রকাশিত হয়েছেন। কনকনে ঠাণ্ডা বৃষ্টির লংশনের মতোই সংকট তাঁদের মাথার উপরে পতিত হয়েছে তবুও তাঁরা পাহাড়ের মতোই দৃঢ় ছিলেন। তারপর অল্প সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেই তাঁরা তাঁদের ধৈর্যের কারণে সফলতার পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

২৭. গোটা পৃথিবীর বোঝা নিজের ঘাড়ে নিবেন না

কিছু লোকের মাঝে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের এক ফুলকালাম কাণ্ড ঘটতে থাকে, এ যুদ্ধ যুদ্ধের ময়নানে হয় না বরং তাদের শোরার ঘরে, অফিসে ও বাড়িতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের কলে তাদের প্যাট্রিক আলসার বা হাইব্রড প্রেসার দেখা দেয়।

সবকিছুতেই এসব লোক হতাশ হয়ে পড়ে। যুগ্মক্ষীতি ঘটলে এরা রাগান্বিত হয়ে যায়। বৃষ্টি হতে দেরি হলে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে, আর যখন তাদের যুগ্মার মান-হ্রাস পেয়ে যায় তখন তারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন। কারণ যাই হোক না কেন তারা সর্বদাই অস্থির, উদ্ভিগ্ন ও বিরক্ত।

بَحْبُورَنَ كُلِّ صَبَحَةٍ عَلَيْهِمُ

“তারা যে কোন শোরগোলকে তাদেরই বিরুদ্ধে মনে করে।”

(৬০-সূরা আল মুলকিনুন : আয়াত-৪)

আপনার প্রতি আমার পরামর্শ হল, গোটা বিশ্বের বোঝা নিজের ঘাড়ে নিবেন না। যা কিছু ঘটে তার বোঝা ভূমিকেই বহন করতে দিন। কিছু লোকের আত্মা সব ধরনের হোঁকা, প্রত্যাশা ও প্রান্ত ধারণাকে হ্রাস দেয়; ফলে

সর্বাপেক্ষা তুচ্ছ বিষয়েও সে কষ্ট পায়; এটা এমন আত্মা, যা তার অধিকাংশকে ধ্বংস করবেই।

সুনীতিবান ও সংগঠিত ব্যক্তিবর্গ সঙ্কটে বিচলিত হয় না; বরং সঙ্কট তাদের দৃঢ় প্রত্যয় ও ইমানকে আরো শক্তিশালী হতে সাহায্য করে। কিন্তু দুর্বলচিত্তদের জন্য বিপরীত অবস্থাটাই সত্য। যখন তারা প্রতিকূল অবস্থা ও সঙ্কটের কবলে পড়ে, তখন তত্ত্ব তাদের ভয়ের মাত্রাই বৃদ্ধি পায়। বিপর্যয়ের সময় আপনার জন্য একটি সাহসী আত্মার চেয়ে বেশি উপকারী আর কোন কিছুই নেই। যার এমন আত্মা আছে সেই প্রশান্তমনা— তার দৃঢ় বিশ্বাস ও শীতল প্রায় (প্রশান্ত মন ও ঠাণ্ডা মাথা) আছে।

অপরপক্ষে কাপুরুষ ও জীভরা কোন নির্দিষ্ট দিনের আসন্ন বিপদের আশঙ্কা ও পূর্বানুভূতিতে নিজেদেরকে কয়েক নক্ষা জবাই করে। তাই, আপনি যদি আপনার জন্য একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন আশা করেন তবে সকল অবস্থাকে সাহস ও অধ্যবসায়ের সাথে মুকাবেলা করুন।

وَلَا يَسْتَعْجِلُكَ إِلَهٌ لَّا يُوَفِّرُونَ.

“আর এবং যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত না করে।”

(৩০-সূরা আল রুম : আয়াত-৩০)

وَلَا تَكُنْ فِي حَيْنٍ يُأْتِيكَ رُجُؤٌ.

“তাদের স্বত্বাধীনে আপনি মনঃস্থগ্ন হবেন না।” (১৬-সূরা আন নহল : আয়াত-১২৭)

আপনার পরিকল্পনার চেয়েও বেশি দৃঢ় প্রত্যয়ী হোন এবং দুর্বিপাকের স্বত্ব স্বত্বের চেয়েও বেশি হিংস্র হোন। দুর্বলচিত্তধারীদেরকে আত্মাহ কক্ষণ করুন। কেননা, এমন কতই না ঘটে যে, তারা সামান্যতম ভুল-কল্পনেও বিচলিত হয়ে যায়।

“আর অবশ্যই আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সব মানুষের চেয়ে বেশি লোভী দেখতে পাবেন।” (২-সূরা বাক্বার : আয়াত-৯৬)

দৃঢ় প্রত্যয়ীদের সহজে বলছি যে, তারা তাদের প্রতিশালকের সাহায্যপ্রাপ্ত হন ও তারা তাঁর প্রতিশ্রুতির সম্মুখে দৃঢ় প্রত্যয়ী।

“তিনি তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন।”

(৪৮-সূরা আল ফাঙ্ক্ব : আয়াত-১৮)

২৮. তুমি জিনিসের চাপে ভেঙ্গে পড়বেন না

অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চাপে নয় বরং অতি তুমি ব্যাপারে অক্লান্তেই ভেঙ্গে পড়েন।

মুনাফিকদের বিষয়টা একটু ভেবে দেখুন— তারা তাদের সংকল্পে কতই না দুর্বল। আল কুরআন তাদের কিছু কথা আমাদের নিকট বর্ণনা করছে :

“যারা (আবুত্বের যুদ্ধ থেকে) পিছুনে থেকে গেল তারা আত্মাহুর রাসূলের (বিরুদ্ধাচরণ করে) পিছুনে যাবে থাকতেই আনন্দবোধ করল এবং তারা তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন নিয়ে আত্মাহুর পথে জিহাদ করা অপছন্দ করল এবং তারা বলল : ‘পরমের মধ্যে অভিযানে বের হওয়া না।’”

(৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৮১)

“আমাকে (যুদ্ধ হতে) অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না।”

(৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৪৯)

“আমরা তাদের একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিল, ‘আমাদের ঘর-বাড়িগুলো সত্যিই অরক্ষিত’। আসলে সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে তারা পালাতেই চেয়েছিল।” (৩৪-সূরা আল আহযাব : আয়াত-১৩)

وَتُحَنِّنِي أَنْ تُصِيبَنَا آتٍ.

“আমাদের আশঙ্কা হয় যে, আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে।”

(৫-সূরা মাদিনা : আয়াত-৫২)

“আর (তখনকার কথা শ্রবণ করুন, যখন) মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি তারা বলছিল; ‘আত্মাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা প্রত্যারণ ছাড়া আর কিছুই নয়।’”

(৩৩-সূরা আল আহযাব : আয়াত-১২)

এমন লোকদের আশা কতই না হতাশা!

পেট পূজা, বাড়ি-বাড়ি, দালান-কোঠাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তারা আদৌও কখনো একবারের জন্যও আদর্শ ও পুণ্যবান লোকদের জীবনাদর্শের নিকে জোখ তুলে তাকিয়েও দেখেনি। তাঁদের জ্ঞানের পরিধি হল দামী দামী পাড়ি,

পোশাক, জুতা ও খাবার, স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, সম্ভ্রান বা আত্মীয়ের সাথে মনোমালিন্য, সমালোচনা বা তিরস্কার ইত্যাদি করতে বাধ্য হওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন সামান্য কারণে অনেকে দিন-রাত মর্মশীড়ায় ভোগেন বা মর্মশীড়ায় ভোগেন থাকেন। এমন সব বিষয়ই হল এসব লোকদের দুর্দশা, দুর্বিশাক বা মুসিবত। তাদের এমন কোন উদ্ধাকাক্ষা নেই, যা তাদেরকে ব্যস্ত রাখবে, তাদের জীবনে এমন কোন মহৎ আকাক্ষাও নেই, যা অর্জনের জন্য তারা দিন-রাত চেষ্টা করবে।

এবাদ আছে, 'যখন কোন পাত্র পানি পূর্ণ হয় তখন তা বায়ুপূর্ণ হয়।' তাই যে বিষয় আপনাকে উদ্বিগ্ন ও দুচিন্তায় প্রবৃত্ত করেছে, তা নিয়ে একটু ভেবে দেখুন ও নিজেকে প্রশ্ন করুন। এটা কি আপনার শক্তি নষ্ট করার ও আপনাকে কষ্টে ফেলার যোগ্যতা রাখে? এটা এক অপরিহার্য প্রশ্ন। কেননা, এটা যাই হোক না কেন—এটা আপনার উদ্বিগ্নতার কারণ। আপনার শরীর রক্ত-মাংসে গড়া। এ বিষয়টির জন্য শক্তি ও সময়ের অপচয় করছেন। যদি এটা (যে বিষয়টি আপনাকে উদ্বিগ্ন করেছে তা) আপনার শক্তি ও সময় নষ্ট করার যোগ্যতা না রাখে তবে (এ নিয়ে ভেবে ভেবে) আপনি আপনার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সময়, জীবন, যৌবন ও ধন-সম্পদের এক বিশাল অংশ অপব্যয় করে ফেলবেন।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, আপনাকে প্রতিটি জিনিসের যথাযথ মূল্যানুপাতে বিচার করতে হবে ও তাকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। এর চেয়ে আরো বেশি সত্য হল মহান আল্লাহর বাণী—

فَذَجَلِ اللَّكْزِ شَرٌّ نَدْرًا .

“অবশ্যই আল্লাহই প্রতিটি জিনিসের জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।” (৬৫-সূরা আত তালাব : আয়াত-৩)

অতএব, প্রতিটি অবস্থাকে তার আকার, গুণ, পরিমাণ ও গুরুত্ব অনুসারে বিশ্লেষণ করুন এবং অন্তরঙ্গতার ও বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকুন।

নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিন। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পাছের নিচে বাইয়াত হয়ে (আনুগত্যের অঙ্গীকার করে) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাদের সাথে এমন এক লোক ছিল, যার লক্ষ্য

ছিল একটি হারানো উট আর এ চিন্তার বশীভূত হয়েই সে বাইয়াত থেকে বকিত থাকল। ফসে, অন্যেরা যে পুরস্কার পেল তা থেকেও সে বকিত থাকল।

সুতরাং, নগণ্য বিষয়ের চিন্তায় বিভোর হবেন না। যদি আপনি এ পরামর্শ মানেন তবে দেখবেন যে, আপনার অধিকাংশ দুঃখিতাই আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে।

২৯. আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকুন

সম্পদ, চেহারা, সম্ভানাদি, গৃহ ও মেধা আপনার ভাগে যা আছে তাতে আপনাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

“সুতরাং, আমি আপনাকে যা দান করেছি তা গ্রহণ করুন এবং কৃতজ্ঞ হোন।” (৭-সূরা আল আ'রাক : আয়াত-১৪৪)

ইসলামের প্রাথমিক যুগের অবিকাংশ আলেম ও ধার্মিক মুসলিমগণ দরিদ্র ছিলেন; তাই তো একথা বলা নিশ্চয়োত্তর যে, তাদের সুন্দর সুন্দর বাড়ি ঘর বা পাড়ি খোঁড়া ছিল না। এমন অসুবিধা সত্ত্বেও তারা সফল জীবন যাপন করেছিলেন। কোন যাদু দিয়ে নয় বরং তাদের যা দান করা হয়েছিল তার যথাযথ প্রয়োগ করে, তাদের সমরকে সঠিক পথে ব্যয় করে তারা মানব জাতির কল্যাণ সাধন করেছিলেন। এ কারণে তাঁদের জীবন, তাঁদের সমর ও তাঁদের মেধা বরকতময় ও কল্যাণকর হয়েছিল।

অপরদিকে, কিছু লোক আছে, যাদেরকে সম্পদ, সম্ভান-সমৃদ্ধি ও সব ধরনের নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। আবার এ নেয়ামতসমূহই তাদের দুর্দশা ও ধ্বংসের কারণ হয়েছে। তারা তাদের শহজাত প্রকৃতি যা বলত, তা থেকে অর্থাৎ একমাত্র পার্বির্ জিনিসই যে সবকিছু নয়—এ কথা থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। যারা বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে বহু উপাধি অর্জন করা সত্ত্বেও অধ্যাপ্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হয়ে আছে, তাদের নিকে লক্ষ্য ঝঙ্কন। তাদের মেধা ও কর্মতা অকোজেই থাকছে। যখন নাকি অন্যরা যাদের জ্ঞান সীমিত— তাদের যা দান করা হয়েছে তা দিয়েই তাদের নিজেদের ও সমাজের উন্নতির পাহাড়সম উপকার করতে পেরেছেন।

আপনি সুখ সত্যানী হয়ে থাকলে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যে চেয়ারে সুরত দিয়েছেন, তাতে আপনার পারিবারিক অবস্থাতে, আপনার কঠোর, আপনার বুক শক্তির ত্তরে ও আপনার বেতনের পরিমাণের উপর পরিতৃপ্ত থাকুন। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে আপনার যা আছে তার চেয়েও কমের উপরও (যা তার চেয়ে কম দিয়েও) নিজেকে পরিতৃপ্ত মনে করা উচিত।

আমাদের পূর্ববর্তী যে সব মুসলিমগণ বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করে জীবনে উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন তার একটি তালিকা নিম্নে আপনারা দেখা হ্লে :

আতা ইবনে রাবাহ : তিনি তাঁর সময়ে জগদবিখ্যাত একজন আলেম ছিলেন। তিনি শুধু মুক্ত ক্রীতদাস ও নাকরোচাই ছিলেন না, অধিকতর শঙ্কখাতক্সত্তও ছিলেন।

আল আহ্নাক ইবনে ক্বাইছ : তিনি আববদেব মাঝে তাঁর অনন্য ধৈর্যের কারণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শীর্ণ, কুঁজো, শলু (খোঁড়া) ও দুর্বল-ভকুর সেহ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঐ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

আল আ-মাহ : তিনি তার সময়ের একজন অতি প্রসিদ্ধ হাদীস শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি এক আশ্রাদ ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ভালো ছিল না। তিনি ছিলেন দরিদ্র। তাঁর পোশাক ছিল হেঁড়া-ফাঁটা। তাঁর বেশক্খ্যা ছিল আলুখালু এবং তিনি দরিদ্র জীবন যাপন করতেন।

প্রত্যেক নবীই (আ) কোন না কোন সময় যাকাল ছিলেন। দাউদ (আ) কামার ছিলেন, যাকারিয়া (আ) কাঠমিরি ছিলেন ও ইদ্রীস (আ) দর্জি ছিলেন; তবুও তারা শ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন।

অতএব, আপনার নক্ষত্র, সংকাজ, আচর-আচরণ ও সমাজের প্রতি অবদানের ওপর আপনার মূল্য নির্ভর করে। তাই জগ-লাবণ্য, সম্পদ বা পরিবার যাঁহি আপনার জীবনে হারিয়েয়েছেন তার জন্য দুঃখ করবেন না এবং আপনার জন্য আল্লাহ তায়ালা যা বরাদ্দ করেছেন, তাতে পরিতৃপ্ত থাকুন।

نَحْنُ نَسْمَنَّا بَيْنَهُمْ نَعِيشَنَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .

“আমিই এ জগতে তাদের মাঝে তাদের জীবিকা বন্টন করি।”

(৪৩-সূরা আয হুসকক : আয়াত-৩২)

৩০. জালালের কথা স্মরণ করুন

(এ শিরোনামটি ২২তম সংস্করণের আরবী পুস্তক থেকে নেয়া হয়েছে। ইংরেজি পুস্তকে এ স্বাক্ষরটি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আছে—আলাদা শিরোনামে নেই। তাই অধ্যায়টি দীর্ঘ ও ক্লাস্তিকর ছিল। এখন পৃথক শিরোনামে অধ্যায়টি সুদ্রুতর ও সহজপাঠ্য করা হল। আশা করি এ বিষয়ে পাঠকবৃন্দ একমত হবেন। —অনুবাদক)

এ পৃথিবীতে আপনি যদি ক্ষুধার্ত, দুঃখিত, ক্লান্ত ও অত্যাচারিত হন, তবে চিরস্থায়ী পরম স্বর্গসুখের কথা স্মরণ করুন। আপনি যদি এমনটি ভাবেন তবে আপনার লোকসান সত্যি সত্যিই লাভে পরিণত হবে ও আপনার দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন সত্যিই উপহারে পরিণত হবে।

পরকালের জন্য যারা আমল করে তারা ই বিজ্ঞতম (সর্বাপেক্ষা জানী) ব্যক্তি। কেননা, পরকাল (আখেরাত) দুনিয়ার তুলনায় উত্তম ও চিরস্থায়ী। সবচেয়ে বোকা লোক তারা ই যারা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবে তাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থল মনে করে। এতেই তাদের সব আশা-ভরসা। এরা যখন দুর্বিপাকে পড়ে তখন আপনি এদেরকে সবচেয়ে বেশি দুঃখিত দেখতে পাবেন। পার্শ্ববর্তী ক্ষতির কারণে তারা সবচেয়ে বেশি বিচলিত হয় শুধু এ কারণে যে, তারা যে তুচ্ছ জীবনযাপন করে—এর বাইরে তারা কোন কিছুই দেখতে পায় না। তারা শুধু এই অস্থায়ী জীবনটাই দেখে ও শুধু এর কথাই ভাবে। তারা চায় না যে, কোন কিছু তাদের পরম সুখকে মাটি করে দিক। যদি তাদের চোখ থেকে মূর্ততার পর্দা সরানো হত তবে তারা চিরস্থায়ী আবাস, এর নেয়ামত, আনন্দ ও প্রাসাদসমূহের সাথে একাত্মবোধ করত ও কুরআন সুন্নাহের মাধ্যমে তাদেরকে আখেরাত সঙ্ক্ষে অবহিত করা হলে তারা তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করত।

বাস্তবিকই, আমাদের উচিত আখেরাতের বাড়ির প্রতি মনোনিবেশ করা। ঐ বাড়ির মালিক হওয়ার জন্য চেষ্টা-তদবীর করা, যাতে আমরা এর সর্বোত্তমটি (জান্নাতুল ফেরদাউস) অর্জন করতে পারি। বেহেশতবাসীদের বর্ণনা সম্বন্ধে আমরা কি বিস্তারিতভাবে চিন্তাভাবনা করে দেখেছি? তাঁরা অসুস্থ হবে না,

দুঃখ তাঁদের কাছেও ঘেঁষবে না, তাঁরা মরবে না, তারা চিরকুমার থাকবে এবং তাদের শোশক-পরিচ্ছদ থাকবে উত্তম, নিখুঁত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাঁরা সুন্দর গৃহে অবস্থান করবে। জাহান্নাতে এমন জিনিস পাওয়া যাবে, যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি এবং মানব মন কখনো যায় কল্পনাও করেনি। আরোহী ব্যক্তি একশত বছর একটি পাছের নিচে ভ্রমণ করেও এর শেষ সীমায় পৌঁছতে পারবে না। বেহেশতে একটি তাঁবুর দৈর্ঘ্য হবে বাট মাইল। জাহান্নাতের নদীগুলো সলা প্রবাহিত, এর প্রাঙ্গণগুলো বিশাল বিশাল এবং এর ফলতগুলো শুধুমাত্র হাতের নাগালের মধ্যেই নয়; অধিকন্তু, অভি সহজেই তোলা যাবে (যন চাওয়া মাত্রই হাতে চলে আসবে। -অনুবাদক)

“সেখানে (বেহেশতে) প্রবাহমান স্বর্ণা থাকবে। সুউচ্চ আসন থাকবে। আর থাকবে হাতের কাছে প্রস্তুত পান পাত্র, মারি মারি গদি ও বিছানো শালিচা।”

(৮৮-সূরা আল শাশিরাহ : আয়াত-১২-১৬)

জাহান্নাতের সুখ হবে অসীম। তবে কেন আমরা বিষয়টিকে গভীরভাবে ভেবে দেখছি না? তাহি যদি আমাদের হৃদয় লক্ষ্য হয় আর আমরা যদি আল্লাহর নিকট বেহেশতই চেয়ে থাকি-তবে এ দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট যতটা দুর্বল মনে হয় তার চেয়ে অনেক কম ভারী মনে হওয়ার কথা। অতএব, (এমনটি ভেবে) দুর্নশাজ্জদের আত্মা শান্তি পাক।

ওহে, আপনারা হারা এ দখিল জীবন যাপন করছেন তা দুর্বিপাকে পতিত মৎকর্ম (নেক আমল) করুন, তাহলেই আপনারা আল্লাহর জাহান্নাতে বাস করতে পারবেন।

لَمْ عَلَيْكُمْ بِمَاصِرَّتُمْ قَبِي الدَّارِ-

“তোমাদের উপর শাস্তি বর্ষিত হোক, কেননা, তোমরা বৈধ ধারণ করেছিলে। হৃদয়গুরু ব্যক্তিক কতই না উত্তম!” (১৩-সূরা রাআদ : আয়াত-২৪)

৩১. এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি

وَكُنَّا بَيْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

“এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি।”

(২-সূরা বাকারা : আয়াত-১৪৩)

আপনার বিবেক ও আপনার ধর্ম উভয়টিই দাবি করে যে, আপনি মধ্যপন্থী হোন। তার মানে আপনার চরমপন্থী ও নরমপন্থী কোনটাই হওয়া উচিত নয়। বাড়াবাড়ি করাও উচিত নয়, খুব কম করাও উচিত নয়। যে সুখ চায় তাকে মধ্যপন্থী বা ন্যায্যনুপ হতে হবে—সে ভাগান্বিত, বিষণ্ণ বা আনন্দিত যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়ই তাকে ন্যায্যপরায়ণ বা মধ্যপন্থী হতেই হবে। -অনুবাদক)। অন্যের সাথে আমাদের আচরণে বাড়াবাড়ি গ্রহণযোগ্য নয়।

মধ্যপন্থীই সর্বোত্তমপন্থা। যে তার প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে, কোন বিশেষ অবস্থার প্রত্যক্ষকে বড় করে দেবারই কথা; এভাবে অকারণে সে বহু কিছু করে। সে অনোর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে। যেহেতু সে বাড়াবাড়ি ও কল্পনার জগতে বাস করে তাই সে অন্য সবাইকে তার বিরুদ্ধবাদী বলে মনে মনে জল্পনা-কল্পনা করে। এমনকি এতটা পরিমাণে যে, সে ভাবতে থাকে অন্যেরা তাকে ধ্বংস করার সর্বদা চক্রান্ত করছে। এ কারণে সে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে অন্ধকার মেঘের নিচে বসবাস করে।

পোকশ্রুতি ও কুসংস্কার অনুযায়ী জীবন ঘপন করা আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ।

نَسُوءَ كُلِّ صَبَحٍ عَلَيْهِمْ.

“তারা মনে করে হত্যাক শোষণগোলই তাদের বিরুদ্ধে।”

(৬৩-সূরা মুনফিকুন : আয়াত-৪)

প্রায়ই এমন হয় যে, আপনি যা ঘটবে বলে আশংকা করেন তা ঘটে না। এমন পরিস্থিতিতে আপনার কিছু একটা করা উচিত। আর তা হলো—যখন

আপনি কোন কিছুই ভয় করেন তখন কল্পনা করুন যে, সর্বাপেক্ষা অল্পত পরিণতি দেখা দিয়েছে এবং তারপর সে পরিণতিতে নিজেতে প্রকৃত ও সত্যি ভাবে নিজেকে প্রশিক্ষণ দিন। যদি আপনি এ কাজ করেন তবে আপনি নিজেকে আতঙ্ক ও কুলংকার থেকে রক্ষা করতে পারবেন। অন্যথায় এই আতঙ্ক ও কুলংকার আগনার অনেক দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাড়াবে।

প্রতিটি বিষয়ের প্রতি তার গুরুত্ব অনুসারে মনোযোগ দিন। কোন (নির্দিষ্ট) অবস্থাতেই তিসিকে তাল করবেন না। বরং নিরপেক্ষ বিচার ও দৃঢ়তার কথা মনে রাখুন। অহেতুক সন্দেহ ও ভূখা আশার প্রতারণায় মোহের অঙ্ক অনুসরণ করবেন না বা আলোয়ার আলোর নিচে ছুটবেন না। বরং অরসাম্যপূর্ণ হোন। নবী করীম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত ভালোবাসা ও ঘৃণার মাপকাঠির কথা শুনুন—

“তোমরা প্রিয়জনকে পরিমিত পরিমাণে ভালোবাস, কেননা এমন দিন আসতে পারে, যখন তুমি তাকে ঘৃণা করবে এবং যাকে তুমি ঘৃণা কর তাকে সংযত পরিমাণে ঘৃণা কর, কারণ এমন দিন আসতে পারে যখন তুমি তাকে ভালোবাসবে।”

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْْتُمْ مِنْهُمْ
سُدَّةً ۚ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۙ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

“সম্ভবত তোমাদের মাঝে ও তাদেরকে তোমরা শত্রু মনে কর তাদের মাঝে আল্লাহ বন্ধুত্ব স্থাপন করে দিবেন। আর আল্লাহ (সবকিছুর উপর) ক্ষমতাবান এবং আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।”

(৬০-সূরা মুক্তাহিনা : আয়াত-৭)

৩২. আমাদের জীবন ব্যবস্থায় বিষণ্ণ হওয়া অব্যাহিত

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا رَأْتُمْ الْآعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُزْمِنِينَ۔

যদি তোমরা ইমানদার (হুমিন) হয়ে থাক তবে তোমরা (তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে) দুর্বল হয়ো না এবং মুক্তিভাও করো না ।”

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৯)

وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔

“এবং তাদের নিয়ে দুঃখিতা করো না ও তারা যে ষড়যন্ত্র করে তার কারণে মনঃস্থগ্ন হয়ো না ।” (১৬-সূরা আন নাহল : আয়াত-১২৭)

“বিষণ্ণ হয়ো না, অবশ্যই আল্লাহ তা’আলা আমাদের সাথে আছেন ।”

(৯-সূরা তাওবাহ : আয়াত-৪০)

সত্যিকারের ইমানদারদের ঐমসে আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে,

فَلَا حَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

“আদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না ।”

(২-সূরা বাকরা : আয়াত-৩৮)

বিষণ্ণতা মনের কাজ করার ইচ্ছা শক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে একেজো বানিয়ে দেয়। বিষণ্ণতা মানুষকে কাজ করতে বাধ্য না করে বরং কাজ না করতে বাধ্য করে। দুঃখবোধ করে আত্মার কোন লাভ হয় না। শয়তানের সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো ইবাদতগুজার ব্যক্তিকে বিষণ্ণ করে দেয়া, যাতে সে ক্রমাগত ইবাদত না করতে পারে।

মহান আল্লাহ বলেন, “মুমিনদেরকে বিষণ্ণ করার জন্য শয়তানের পক্ষ থেকে গোপন পরামর্শ বা চক্রান্ত করা হতে থাকে ।” (৫৮-সূরা আন ফুরাকান : আয়াত-১০)

নিম্নোক্ত হাদীসখানিতে নবী করীম ﷺ বলেছেন : “ভিনভিন্ন সন্তীর মাঝ থেকে একজনকে বাদ দিয়ে অপর দু’জনের গোপন পরামর্শ করা নিষিদ্ধ। কেননা, এ কাজ তৃতীয় ব্যক্তির দুঃখের কারণ হবে ।”

কিছু কিছু কঠোরমনা মানুষ যা বিশ্বাস করে তার বিপরীতে ইমানদারদের দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। কারণ দুঃখবোধ এমন এক অবস্থা যা মন-মানসিকতার ক্ষতি করে। মুসলমানদেরকে অবশ্যই দুঃখ-বিমুক্ততা দূর করতে হবে এবং আমাদের জীবন ব্যবস্থার বৈধ সকল পন্থার এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

দুঃখ করাতে প্রকৃত কোন লাভই নেই। নবী করীম ﷺ নিজে দু'আতে এর থেকে পানাহ চেয়েছেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعْرِضُكَ مِنْ اَلْهَمِّ وَالْحَزَنِ

“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট (ভবিষ্যতের) দুঃখিতা, উদ্বেগিতা এবং (অতীতের) দুঃখ-বেদনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।”

এ হাদীসে উদ্বেগিতার সাথে দুঃখ-বেদনাকে যোগ করা হয়েছে। এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য হলো—যদি ভবিষ্যতে কী ঘটবে এ নির্ভরনা হয় তবে আপনি উদ্বেগিতা বোধ করছেন। আর যদি অতীতের ঘটনা নিয়ে মন খারাপ হয় তবে আপনি দুঃখবোধ করছেন। উভয়টাই মনকে দুর্বল করে, অক্ষমতা সৃষ্টি করে ও ইচ্ছা শক্তিকে দমন করে।

উপরে যা বলা হলো তা সংক্ষেপে মাঝে মাঝে দুঃখবোধ অলঙ্ঘনীয় ও প্রয়োজনীয় হতে পারে। বেহেশতবাসীরা আল্লাতে প্রবেশ করে বলবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَوْقَبَ عَنَّا الْحَزْنَ .

“সব প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই প্রাপ্য, যিনি আমাদের থেকে সব দুঃখিতা দূর করে নিয়েছেন।” (৩৫-সূরা ক্বাতির : আয়াত-৩৪)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, তারা ইহজীবনে তেমন দুঃখগ্রস্ত ছিল, যেমন না-কি তারা অন্যান্য সমস্যা কবলিত হয়েছিল। উভয়টিই তাদের নিরত্নপের কাইরে ছিল। সুতরাং, যখন কেউ দুঃখপীড়িত হয় এবং এটিকে এড়ানোর কোন পথ থাকে না তখন সে পুরস্কৃত হয়। কেননা দুঃখ এক ধরনের কষ্ট এবং মু'মিন ব্যক্তি কষ্ট ভোগ করার কারণে পুরস্কৃত হবে। তবুও মু'মিন ব্যক্তিকে অবশ্যই দু'আর মাধ্যমে ও অন্যান্য কার্যকর উপায়ে দুঃখবোধ দূর করতে হবে। যেমনটি মহান আল্লাহর বাণীতে বুঝতে পারা যায়—

“তাদের কোন অপরাধ নেই, যারা আপনার নিকট বাহনের জন্য এসেছিল এবং আপনি তাদের বলেছিলেন ‘আমি তোমাদের জন্য কোন বাহন পাচ্ছি না।’ তারা অর্থব্যয়ে অসামর্থ্যতার কারণে অশ্রু বিপণিত ময়নে ফিরে গেল।”

(৯-সূরা ডাব্বা : আয়াত-৯২)

এখানে তাদের দুঃখের কারণে তাদের প্রশংসা করা হয়নি বরং দুঃখ সত্ত্বেও তাদের দৃঢ় ঈমানের প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু এর সাথে একথাও ইঙ্গিতও করা হলো যে, তারা দুঃখিত হতে বাধ্য হয়েছিল। এ ঘটনা ঘটেছিল তখন, যখন তারা অর্থাত্মাবে প্রয়োজনীয় রসদ যোগাড় করতে না পারায় মহানবী ﷺ এর কোন এক যুদ্ধাভিযানে যোগ দিতে পারেনি।

এ আয়াতটি মুশাক্কিকদের স্বল্পত্ব উপলব্ধিত করেছিল। কারণ, তারা যুদ্ধে যোগ না দেয়ার কারণে দুঃখিত হয়নি। (আরও একথা বুঝা গেল যে, সংকাজ না করতে পারলে মু‘মিনগণ দুঃখিত হতে বাধ্য হন এবং এর প্রয়োজনও রয়েছে। যেমনটি লেখক একটু আগেই বলেছেন। -অনুবাদক)

সুতরাং, শুভ দুঃখ হলো জা, যা সং কাজ করতে পারার কারণে বা পাপ করার কারণে উদ্ভূত হয়। যখন কেউ আত্মাহর হক্কে অন্যায় করার ব্যাপারে অবহেলা করার কারণে দুঃখবোধ করে তখন সে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত লোকদের বৈশিষ্ট্যই প্রদর্শন করে। যেমনটি নিম্নের হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

‘মু‘মিনদের ওপর উখিগ্গতা, সংকট, অভাব-অনটন বা দুঃখকষ্ট নামে যা কিছুই আপতিত হোক না কেন, আত্মাহ তারলা এটাকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্তের কারণ বানাবেন।’

একথা থেকে বুঝা যায় যে, মু‘মিনগণ দুঃখ-কষ্ট ও পরীকার দ্বারা অর্জবিত হয় এবং এর বিনিময়ে তাদের কিছু পাপ মাফ হয়। যা হোক, এতে একথা বুঝার না যে, দুঃখবোধ কল্পিত কোন কিছু; দুঃখবোধকে ইবাদত মনে করে দুঃখ করা মু‘মিনদের উচিত নয়। দুঃখবোধ করা যদি প্রকৃত কথা হতো তবে নবী করীম ﷺ সর্বপ্রথম দুঃখিত হতেন। কিন্তু তিনি কখনও অভাব বোধ করতেন না, বরং তাঁর চেহারা যুবাকর সদাহাস্য থাকত, তাঁর আত্মা থাকত পরিতুষ্ট এবং তিনি সর্বদা হাসি-খুশি থাকতেন।

হিসেবের বর্ণিত হাদীস “রাসূল ﷺ সর্বনা বিষণ্ণ থাকতেন” এ প্রসঙ্গে বলতে হয়—এটি মুহাদ্দিসগণ দ্বারা (হাদীসরূপে বা বিতর্কিত হাদীস হিসেবে) অগ্রহণযোগ্য। কেননা, এর বর্ণনাকারীগণের মধ্যে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি আছেন। এটা শুধু এর রাবীদেব সমূহের (বর্ণনাকারীদের ধারাজন্মের) দুর্বলতার কারণেই দুর্বল নয় বরং নবী করীম ﷺ প্রকৃতপক্ষে যেমন ছিলেন তার বিপরীত হওয়ার কারণেও দুর্বল।

আমাদেরকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এটি একটি ইসলামি বর্ণনা, যা তাওরাতের আছে বলে দাবি করা হয়। তবুও এতে অবশ্যই সঠিক ভাবার্থ আছে। কেননা, মুমিনগণ সত্যিই তাদের চিন্তার কারণে দুঃখবোধ করেন এবং পানীরা সলা খেল-তামাসায় ব্যস্ত, চপল, হালকা ও আনন্দিত। অতএব, যদি ইমানদারদের অন্তরে ব্যথা লাগে তবে ‘আ’ নেক কাজ করার সুযোগ হারানো বা পাশ কাজ করার কারণেই। এটা পানীদের বিষণ্ণতার বিপরীত যাদের দুঃখের কারণ দৈহিক আনন্দ বা পার্থিব সুবিধা হারানো। তাদের আকুল আকাঙ্ক্ষা, উবিগ্নতা ও বিষণ্ণতা সবসময় এ উদ্দেশ্যেই এবং অন্য কোন কিছুই নয়।

এ আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর নবী ইসলাম (আ) {ইসরাঈল (আ) ইয়াকুব (আ)-এর আরেক নাম} লক্ষ্যে বলেন—

وَأَمِطْتُ عَنْهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.

“দুঃখে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে দিয়েছিল ও তিনি ছিলেন মর্মান্বিত।”

(১২-সূরা ইউসুফ : আয়াত-৮৪)

তাঁর প্রিয় পুত্রকে হারানোর কারণে তাঁর দুঃখের কথা এখানে আমাদেরকে জানানো হলো। শুধু ঘটনার জানানোর কারণেই কোন কিছু অনুমোদিত বা অননুমোদিত হয়ে যায় না। আসল কথা হলো—আমাদেরকে দুঃখবোধ করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে আদেশ করা হয়েছে। যেহেতু এটা (দুঃখবোধ) তাঁর শিকারের মাঝার উপর বিশাল মেঘখণ্ডের মতো তেলে বেড়ায় ও (এটা এমন এক এটিয়ার যা) তাকে মহৎ সংকেত পৌছাতে বাধা প্রদান করে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিষণ্ণতা একটা ফিতনা ও কষ্ট এবং কিছু রোগ-সদৃশ। যা হোক, বিষণ্ণতা এমন কিছু নয়, যেটাকে ধার্মিকদেরকে কাহমুনোবাক্যে কামনা করতে হবে বা চেষ্টা করে বর্জন করতে হবে।

আপনাকে নির্দেশ করা হয়েছে সুখ-শান্তির উপায় অন্বেষণ করতে। আপনার অন্য একটি তত্ত্বজীবন মজুর করার জন্য আত্মাহুত নিকট প্রার্থনা করতে, এমন তত্ত্ব জীবন যা আপনাকে একটি বন্ধ, পরিত্যক্ত বিবেক ও একটি প্রশান্ত মন উপহার দিবে। এ সুখ অর্জন করা একটি প্রাথমিক গুরুত্ব্য ও এমন একটি বিষয় যা কিছু কিছু লোকের কথায় নিম্নলিখিতভাবে (গুরুত্বপূর্ণ) করা হয়েছে। আর তা হলো : “এ পৃথিবীতে একটি বর্ষ আছে, আর যে এ বর্ষে প্রবেশ করবে না সে পরকালের বর্ষও প্রবেশ করতে পারবে না।”

(হাদীস শরীফে আছে ‘দুনিয়া মুমিনদের জেলখানা।’ সুতরাং এ দুটি কথা পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে। আসল কথা হলো, দুনিয়া কষ্টের জায়গা হওয়া সত্ত্বেও দুঃখবোধ না করে বরং শ্রীমত প্রতি কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট থেকে দুনিয়া নামক এই মরককে বর্ষে পরিণত করা যায় ও তাই করা উচিত। এ প্রশংসে আরো দেখুন এ পুস্তকের “কষ্টের পরেই আরাম আছে” অধ্যায়। -অনুবাদক)

আর আমরা আত্মাহুত জাফলার দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের হৃদয়ের দারকে ইমানের আলোর দিকে বুনে সেন, তিনি যেন আমাদের আত্মাকে সরল-সোজা পথে পরিচালিত করেন এবং আমাদেরকে দুর্দশাভ্রত, শোচনীয় ও হতভাগা জীবন থেকে রক্ষা করেন।

৩৩. এক মুহূর্ত ভাবুন

আসুন, আমরা নিচের এই সোয়াগশো আবৃত্তি করি-এ সোয়াগশোর উদ্দেশ্য দুঃখ-কষ্ট, দুঃখিতা-দুর্ভাবনা ও অজাব-অনটন দূর করা।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، يَا حَيُّ يَا قَبْرُومُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ.
اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكْلِفْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ،
وَأَمْلِجْ لِي ثَانِي كَلَّةً، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ . لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سَبَّحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ .

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ، اِبْنُ عَبْدِكَ، اِبْنُ اَمَّتِكَ تَاَسِبْنِیْ بِعَبْدِكَ
مَا ضِیْ فِیْ حُكْمِكَ عَدْلٌ فِیْ قَضَائِكَ اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ
سَمَّیْتَ بِهِ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِیْ كِتَابِكَ، اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ
خَلْقِكَ اَوْ اِسْتَنْثَرْتَ بِهِ فِیْ عِلْمِ الْغُیْبِ عِنْدَكَ، اَنْ تَحْمَلَ
الْقُرْآنَ رِیْبَیْ قَلْبِیْ، وَتَوَرَّ صَدْرِیْ، وَذَهَابَ هَمِّیْ، وَجَلَاءَ حُزْنِیْ،
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَلْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ،
وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّمْرِ وَغَلَمَةِ الرِّجَالِ .
حَسْبُنَا اَللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ .

অর্থাৎ, “আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য (ইলাহ) নেই, তিনি চিরদৈর্ঘ্যশীল, অতি মহান। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি বিশাল আরশের অধিপতি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি আসমানসমূহের অধিপতি এবং পৃথিবীর প্রতিপালক এবং মহা আরশের প্রভু। হে চিরঞ্জীব! হে সব কিছুর ধারক, রক্ষক ও প্রতিপালক! আপনি ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য ও প্রভু) নেই। আমরা আপনার দয়ার পোছাই নিয়ে আপনার সাহায্য কামনা করি।”

“হে আল্লাহ! অর্পমি আপনার করুণার আশা করি। তাই আমাদের আমার নিকট সোপর্ন করবেন না, এমনকি এক মুহুর্তের জন্যও না। আর আমার সকল কাজকে বিতর্ক করে দিন। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।”

“আল্লাহর নিকট ক্ষমা জিজ্ঞা চাই; তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব সবকিছুর প্রতিপালক, রক্ষক এবং আমি তাঁর নিকট তওবা করছি (অনুতপ্ত হয়ে বিরছি)।”

“আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; আপনি কতই না পবিত্র, উত্তম ও নিখুঁত। আমিভে অত্যাচারীদের একজন ছিলাম।”

“হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমি আপনার বান্দা, আপনার এক বান্দা ও এক বান্দির সন্তান, আপনার হাতে আমার মালিকানা, আমার ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্তই অবধারিত, আমার ব্যাপারে আপনার কয়সালাই সঠিক, যে সময় নামে আপনি নিজেকে ভূষিত করেছেন বা আপনার কিতাবে আপনার যেসব নাম অবতীর্ণ করেছেন বা আপনার সৃষ্টির কাউকে শিখিয়েছেন, অথবা আপনার নিকটই ‘ইলমে গাইবের’ অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেসব নামের উসিলায় কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্তকাল, আমার অন্তরেব আলো, আমার বিষণ্ণতা দূরকারী ও আমার দুচ্ছিত্তা মুক্তকারী ঝানানোর জন্য আমি আপনার নিকট আবেদন করছি।”

“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুচ্ছিত্ত, দুঃখ-বেদনা, অক্ষমতা, অনসত্তা, কৃপণতা, তীক্ষ্ণতা-তাপকম্বতা, স্বপক্ষত্ব ইওয়া ও মানুষের নিকট পরাজিত হওয়া থেকে পানাই চাই।”

“আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি কতই না চমৎকার অভিভাবক!”

৩৪. মৃদু হাসুন

মৃদু বা সংযত হাসি— হতাশা ও বিষণ্ণতার প্রতিক্রিয়া বা ঔষধ হিসেবে কাজ করতে পারে। মনকে হাসকা ও অন্তরকে পরিকার রাখার উপর মৃদু হাসির পতিশায়ী প্রভাব রয়েছে। আবু দারুদা (রাঃ) বলেছেন : “আমার আত্মাকে বিশ্রাম ও শান্তি দেয়ার জন্য আমি হাসার অভ্যাস পড়ে তোলার চেষ্টা করি। সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মানুষ মুহাম্মদ ﷺ মাঝে মাঝে এমনভাবে হাসতেন যে, তাঁর মাজির দাঁত লেখা যেত।”

শান্তি পাওয়ার এক কার্যকর পদ্ধতি হলো হাসা। তবে মনে রাখবেন যে, অন্যান্য বিষয়ের মতোই আপনাকে (সংযত থাকতে হবে) অসংযত হওয়া চলবে না। নবী করীম ﷺ বলেছেন:-

“অতিবিক্ত হোসো না, কেননা, অবশ্যই অতিরিক্ত হাসি আত্মাকে মেগে ফেলে বা অতিরিক্ত হাসিতে দিল মাঝা যায়।”

৩৫. যা কাকিত্ত তাই মিতচার

وَتَمُكُّ فِي رَحْمَةِ أَخِيكَ صَدَقَ

“যদি তুমি তোমার ভাইয়ের সামনে মুচকি হাসি দাও, তবে তুমি সন্দকা করাব সওয়াব পাবে।”

“ভাই সুলাইমান (আ) তার কথায় কৌতুকবিষ্ট হয়ে মুচকি হাসলেন।”

(২৭-সূরা আন নামল : আয়াত-১৯)

যখন আপনি হাসবেন তখন ঠাট্টা-বিক্রপের হাসি হাসবেন না। “যখন তিনি তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ নিয়ে এল অমনিই তারা (বিক্রপের হাসি) হাসতে লাগল।” (৪৩-সূরা জাহ হুখরুফ : আয়াত-৪৭)

৩৬. জান্নাতের আনন্দসমূহের মধ্যে হাসিও থাকবে

“কিছু সে দিন (কেয়ামতের দিন) মুমিনগণ কাকিরদের প্রতি (বিক্রপের হাসি) হাসবে।” (সূরা-৮৩ আল মুতাক্বিফীন : আয়াত-৫৪)

যে ব্যক্তি আরবদের মাঝে তার হাসির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল আরবরা তার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা গোষণ করত। তারা এ হাসিকে উদার ও মহান ব্যক্তিত্ব, মহৎ মানসিকতা ও পরিষ্কার মনের লক্ষণ বলে বিশ্বাস করত।

সত্যকথা হলো যে, ইসলামের মূলনীতি মিতাচার ও সুপ্রমিতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তা ইমান, ইবাদত, চলে-চলন বা আচার-ব্যবহারের বিষয় বা বাই হোক না কেন। ইসলাম ক্রকুজিত ও গোমরা মুখে সহ্য করে না আবার সর্বদা দীলাপরায়ণ ইন্ড্রিয় বিলাসিতাও সহ্য করে না। বরং ইসলাম যা শব্দভরন করে তা হলো, প্রয়োজনে গাষ্ট্র্য এবং প্রয়োজনে যুক্তিসঙ্গত মাত্রার হাসি-খুশি।

“তারপর সে ক্রকুজিত কবল ও গোমরা মুখে ভাকাল।”

(৭৪-সূরা আল মুনায্জির : আয়াত-২২)

وَكُرْأَنُ لَّفِي أَخَاكَ رَوْجِهِ طَلَقَ

নবী করীম ﷺ বলেছেন : যতই সামান্য হোক না কেন কোন নেক আমলকে তুচ্ছ ভাববে না, এমনকি তা যদি তোমার জাইয়ের সাথে এসব মুখভাব নিয়ে (হাসিমুখে) সাক্ষাৎ করাও হয়।”

আহমদ আযীন তার ‘ফয়যুল খাতির’ নামক পুস্তকে বলেছেন : “যারা সদা হাসি-খুশি তারা তাদের নিজের জীবনকে শুধু অধিকতর আনন্দময়ই করে তোলে না, অধিকতর তারা তাদের কাজে অধিকতর উৎসাহনশীল এবং তাদের দায়িত্ব পালনে তাদের অধিকতর সক্ষমতা রয়েছে। সমস্যার মুকাবিলা করতে এবং তাদের জন্য সুবিধাজনক সমাধান খুঁজে বের করতে তারা অধিকতর উপায়োন্মী। তারা অতি উর্বর ও প্রচুর পরিমাণে উৎসাহনকারী এমন কর্মচারী যারা নিজেদেরকে ও অন্যদেরকে লাভবান করে।”

আমরকে যদি সামাজিক মর্যাদা ও প্রচুর অর্থকড়ি এবং সুখী, আলোকিত ও হাসি-খুশি ব্যক্তিত্ব একদুতয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার এক্তিয়ার দেয়া হতো তবে আমি পরেরটিকে বেছে নিতাম। কারণ, প্রচুর সম্পদ যদি দুঃখ-কষ্টের সূত্রপাত করে, তবে তা কিসের সম্পদ? উচ্চ মর্যাদা যদি সদা বিষণ্ণতা হয়ে আসে, তবে তা কিসের উচ্চ মর্যাদা? পরমা সুন্দরী নারী যদি তার ঘরকে জ্বলন্ত মরকে রূপান্তরিত করে, তবে সে কিসের ভালো? যে স্ত্রী ঐ রূপসী নারীর যতো বৌদ্ধ্বের অনুপম পরাকাষ্ঠায় নৌছেন তবুও তার পূহকে এক ধরনের স্বর্ণে পরিণত করেছে সে ঐ অনুপম রূপসী নারীর চেয়ে বহুগুণে, কম করে হলেও হাজারগুণ ভালো।

নিম্নোক্ত কল্পিত দৃষ্টাবলীর কথা একটু ভেবে দেখুন। এক হিসেবে গোলাপ হাসছে আর বনও হাসছে। সাগর-মহাসাগর, মন-মনী, আকাশ, তারকারাজি আর পাখ-পাখালি সবই হাসছে। অনুগুণতাবে মানব জাতিও তার প্রকৃতি অনুসারেই এক হাসি-খুশি সত্তা— যদি এই প্রাকৃতিক প্রবণতাকে বাধাদানকারী জিনিসগুলো না থাকত যেমন লোভ, হাৰ্ষপ্ৰসাদ ও এমন সব মন্দকাজ, যা জুড়ুটি ঘটায়। এ হিসেবে মানুষ অস্বাভাবিক ও তার চারপাশের সবকিছুর প্রাকৃতিক ঐক্যতামের সাথে বিরোধপূর্ণ।

সুতরাং যে ব্যক্তির আত্মা কলঙ্কিত সে বহুসমূহের প্রকৃতরূপ দেখতে পায় না। প্রতিটি ব্যক্তিই পৃথিবীকে তার নিজের সমগ্র সত্তার ভিতরে, তার কাজ-কর্মে,

তার চিন্তা-ভাবনা ও তার প্রেরণা ও উদ্দেশ্যের মাঝে দেখে। আমাদের কাজ-কর্ম যদি যত্ন হয়, আমাদের চিন্তা-ভাবনা যদি বিতর্ক হয় আর আমাদের চেতনা ও উদ্দেশ্য যদি সম্মানজনক হয় তবে যে চশমা (দৃষ্টিভঙ্গি) দিয়ে আমরা পৃথিবীকে দেখি তা পরিষ্কার হবে এবং পৃথিবী আসলে যেমন একটি সুন্দর সৃষ্টি তেমনি (সুন্দর) দেখা যাবে। চশমা যদি মরলায়ুক্ত ও দাগযুক্ত হয় তবে সবকিছুই কালো ও রুগ্ন দেখাবে।

কিছু মন আছে যারা সবকিছুকেই দুঃখ-কষ্টে জ্বলান্তরিত করতে পারে, যখন নাকি এমন কিছু মন আছে, যারা জটিলতম-কঠিনতম পরিস্থিতিতেও সুখের সন্ধান করে নিতে পারে। নারীধ্বনি তো আছেই। তাদের চোখ তো জ্বল ছাড়া অন্য কিছুর উপর পড়েই না! (তারা বলে) আজকের দিনটি অত্যন্ত, কারণ (আজ) একটি সুন্দর চীনাঘড়ির প্রেট ভেসে গেছে বা বাবুর্চি (আজ) বাবারে অনেক বেশি লবণ দিয়েছে। অই সে রাগে দাঁড় দাঁড় করে জ্বলে উঠে বাড়ির সবাইকে অভিশাপ বা গালাগালি নিতে থাকে।

সুতরাং মানুষেরাই তাদের নিজেদের উপর দুঃখ-কষ্ট নিয়ে আসে এবং তাদের স্বভাবের কারণে একই সমস্যা অন্যদের উপরও পুঞ্জীভূত করে। যে শব্দই সে তনতে পায় সঙ্গীত সর্বাপেক্ষা মনোভাবে তার অর্থ করে। নগণ্যতম যে ঘটনা তাকে নিয়ে ঘটে, তাতেই সে তরুণরসাবে ভেসে পড়ে। এত্যাশিত মূল্য না হলেই তারা দুঃখ-কষ্টে পড়ে। তার দৃষ্টিতে গোটা দুনিয়াটাই কালো এবং তাই সে তার চারপাশের সবার জন্যই পৃথিবীটাকে কালো বানায়।

তাদের যা কিছু ঘটে, তাতেই তারা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার ক্ষমতা রাখে। তারা তিলকে তাল করে। তাদের ভালো কাজ করার ক্ষমতা অবহেলিত এবং তাদের যা আছে যদিও তা প্রচুর পরিমাণে আছে-তাতে তারা কখনও সুখী বা পরিতুষ্ট নয়। তাদের বিস্তৃতিব-সহায় সম্পদ যতই বিশাল হোক না কেন তারা কখনও তাতে কোনরূপ রহস্যের কথা বুঝতে পারে না।

জীবন তো একটি শিল্পকলা বা বিজ্ঞানের মতোই। এই শিল্পকলা বা বিজ্ঞানকে শিখতে হয় এবং চর্চা করতে হয়। পকেটে বা একটিন্টে সহজে টাকা আসার পথকে পরিষ্কার করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে টাকা বাড়ানোর চেয়ে জীবনের প্রতি ভালোবাসার স্বীকৃতি বন্দন করা অনেক বেশি

অলো। চারিত্রিক সৌন্দর্য, মহিমা-সৌরভ ও শ্রুতি ও সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা চর্চার প্রতি কোনরূপ টোটা-তদবীর না করে যখন জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে শুধুমাত্র মনোমগ্নতার পাখাড় গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তখন জীবনের কী মূল্য আছে?

অধিকাংশ লোকই জীবনের সৌন্দর্যের প্রতি চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে না। শুধু সোনা-রূপার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা আরামগরন ও বিলাসবহুল বাগান, সুন্দর ফুলশাখা, বহুমান মদী বা গানেরত পাখির স্বাক্ষর মাঝেই তাদের জীবন অতিবাহিত করে। তবে এসব দৃশ্য দেখেও তাদের অন্তর আত্মা কোঁপে উঠে না। তাদের অন্তর শিহরিত হয় না। তাদের মনে সাড়া জাগে না।

তাদের পকেটে টাকা আসা আর যাওয়াই শুধু তাদের মনকে মোলা দেয় বা নাড়া দেয়। টাকা সুখী জীবনের একটি উপায় মাত্র, তারা এ সত্যকে উল্টে-পাল্টে দিয়েছে। তাদের সুখী জীবনকে বিক্রি করে নিয়েছে এবং টাকাকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানিয়েছে। সৌন্দর্যকে দেখার জন্য আমাদের সেহানিকে নয়নযুগল দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে, তবুও আমরা নেত্রদ্বয়কে শুধুমাত্র টাকার দিকেই ডাক করেছি।

নৈরাশ্যের চেয়ে অধিকবার ও অধিক গভীরভাবে ক্ষুব্ধ হতে অন্য কিছুই পারে না। আপনি যদি একজন হাসি-খুশি ব্যক্তি হতে চান তবে নৈরাশ্য ও হতাশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনার ও অন্যদের জন্যে সুযোগের দরজা যেমন সর্বদা খোলা আছে, সাক্ষ্যের দরও তেমনি খোলা আছে। সুতরাং, ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির আশা নিয়ে আপনার মনকে প্রসূত, উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত, আগ্রহিত বা চেতনাশ্রান্ত করুন।

আপনি যদি মনে করেন যে, আপনি অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ বা নগণ্য এবং কম গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যই আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তবে আপনার জীবনের সাফল্য বা কৃতিত্ব কখনও এই প্রাথমিক লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে যাবে না। আর যদি আপনি মনে করেন, আপনার জীবনের কর্মই হলো বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করা তবে আপনি আপনার মাঝে এমন এক দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব টের পাবেন, যা সকল বাধার প্রাচীরকে ভেঙে ছরমার করে দিতে পারে। এ কথাটিকে নিম্নোক্তভাবে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

যে লোক একশত মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ করে, সে দৌড় শেষ করার পর মুহূর্তেই ক্লান্তিবোধ করবে। পক্ষান্তরে কেউ চারশত মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলে সে একশত মিটার বা দুইশত মিটার ডিফ অতিক্রম করার পর ক্লান্তিবোধ করবে না। সুতরাং মনই দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি জুগিয়ে দেয় এবং আপনার লক্ষ্যের অনুপাতে শক্তি যোগায়। এ কারণে আপনাকে অবশ্যই আপনার লক্ষ্য স্থির করতে হবে এবং তা হতে হবে উচ্চ (লক্ষ্য)। যতদিন পর্যন্ত সে লক্ষ্য পৌঁছার পথে আপনি প্রতিদিনই একটি নতুন পদক্ষেপ ফেলবেন ততদিন পর্যন্ত কখনই হতাশাবোধ করবেন না। কিসে আত্মাকে অনুপ্রাণিত করে অক্লান্ত কাত্যাবাসে বন্দী করে এর অগ্রপতিবোধ করে উত্তর হলো—নৈরাশ্য, হতাশা, সবকিছুকেই মন জালা, অন্যের দোষ অহেষণ করা এবং সবসময় পৃথিবীর দোষ বর্ণনা করা।

যদি সে ব্যক্তি, যে ব্যক্তির প্রাকৃতিক দক্ষতা ও গুণকে উন্নত করার জন্য এবং তার (জ্ঞান ও গুণের) পরিমণ্ডলসমূহকে প্রশস্ত করার জন্য একজন সাহায্যকারী শিক্ষক আছে। সর্বোত্তম শিক্ষক তিনিই, যিনি তার ছাত্রের মাঝে দয়া ও উদারতা ধীরে ধীরে সঞ্চার করেন। মানুষ যে সর্বোত্তম কাজের জন্য চেষ্টা করতে পারে তা শিক্ষা দেন আর তা হল, সাধ্যানুসারে অন্যের উপকার করা। আত্মাকে সূর্যের মতো আলো বিকিরণকারী ও আশাশ্রম হতে হবে। আত্মাকে কোমলতা, পূণ্য বা সদগুণ, বদান্যতা এবং হারা কল্যাণ পেতে চায় তাদের নিকট কল্যাণ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসা দ্বারা পূর্ণ হতে হবে।

হাসি-খুশি লোকে সমস্যা দেখলে তা কাটিয়ে উঠতে ভালোবাসে। তিনি সমস্যা দেখলে হাসেন, 'সেগুলোর সমাধান করার সুযোগে প্রচুর আনন্দ লাভ করেন। ক্রান্তিকারী ব্যক্তি যখন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন সে সমস্যাকে বড় করে দেখে এবং এর ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে করে সময় বঠের মাধ্যমে নিজের দৃঢ় প্রত্যয়কে খর্ব করে। সে জীবনে সফলতা চায়, তবে এর মূল্য দিতে (পরিশ্রম করতে) রাজি নয়, সে সব পথে দাঁত বের করা সিংহে দেখতে পায়। সে তবু আকাশ থেকে বর্ষ বৃষ্টির অপেক্ষার থাকে বা জমিন ফেঁটে কোন গুপ্তধন খেরিয়ে আসার প্রতীক্ষা করে।

জীবনে জটিল-কঠিন জিনিস তো আপেক্ষিক বিষয় মাত্র। কারণ, সাধারণ লোকের কাছে সবকিছুই কঠিন। অন্যরদিকে উল্লেখযোগ্য লোকের জন্য ভীষণ জটিলত্ব বলতে কিছুই নেই। যখন শরণীর ব্যক্তির বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে নিজেনের মূল্য বৃদ্ধি করে, তখন দুর্বল ব্যক্তি সমস্যার ভয়ে পালিয়ে নিজের হীনতা বৃদ্ধি করে। সমস্যা হলো পাজি কুকুরের মতো। এটা আপনাকে ধীরে বা পলায়নকারী সেখতে পেলে খেউ খেউ করে এবং আপনার পিছু নেয়। অবশ্য, এটা আপনার অবজ্ঞা, নিরুদ্ভিগ্নতা ও এটার দিকে আপনার চোখ বাজানো সেখলে রপেতস দিয়ে পিছু হটে যায়।

এতদ্ব্যতীত হীনমন্যতাবোধের চেয়ে বেশি হারাৎক আর কোন কিছুই নেই। এটা এমনই অনুভূতি, যা হীনমন্য ব্যক্তিকে তার চেটার হুড়াত পর্যায় সকল বিশ্বাস হারাতে বাধা করে। তাই, যখনই সে কোন প্রকল্প তর করে তখনই সে এটাকে সমাপ্ত করার ব্যাধারে বা সফলতার ব্যাধারে সম্বিহান হয়ে পড়ে এবং এই সম্বেহকে প্রণয় নিয়ে তলানুপাত্তে কাজ করে (অর্থাৎ প্রকল্প বাদ দেয়)। এভাবে সে ব্যর্থ হয়, আত্মবিশ্বাস ফকা এক মহং ত্তণ এবং এটা জীবনে সফলতার জিতি।

এটা লক্ষ্য করা জরুরি যে, আত্মপরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। আত্মপরিশ্রম বলতে বুঝায় প্রবন্ধনাময় কল্পনার উপর এবং মিথ্যা গর্বের উপর নির্ভর করা। আর আত্মবিশ্বাস বলতে বুঝায়, সত্যিকার দক্ষতার উপর নির্ভর করা; এর অর্থ দায়িত্ব সম্পন্নকরণ, মেধা ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাসমূহের উন্নতি সাধন।

একটি হাসি, একটি হাসি-বুশি হুখ, সহজ রীতিনীতি-আচার-আচরণ এবং একটি তন্তু, উপর আত্ম আমানের সজিই কতই না অভাব!

নবী করীম  বলেছেন—

“অবশ্যই আগ্রাহ তাযালা আমার নিকট এই মর্মে গহী পাঠিয়েছেন যে, ভোমাদের (এতটা) বিনীত হওয়া উচিত, যাতে একে অপরের উপর অত্যাচার ন করে, একে অপরের উপর গর্ব না করে।”

৩৭. হাসুন-একটু ভাবুন

গতকাল বরন আপনি বিষণ্ণতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তখন আপনার দুঃখিত হওয়ার কারণে আপনার অবস্থা একটুও ভালো হয়নি। আপনার ছেলে পরীক্ষায় ফেল করেছে আর আপনি বিষণ্ণ হয়ে গেছেন। তবুও কি আপনার বিষণ্ণতা সে যে ফেল করেছে— এ সত্য কথা বদলে দিতে পেরেছে আপনার পিতা মারা গেছেন আর আপনি ভগ্ন হৃদয় হয়ে গেছেন। তবুও কি তা (আপনার মনমরা ভাব) তার জীবন ফিরিয়ে দিতে পেরেছে আপনার বাবসাহেব লোকসান হয়েছে আর আপনি বিষণ্ণ হয়ে আছেন। আপনার বিষণ্ণতা কি আপনার লোকসানকে লাঞ্চে পরিণত করে আপনার অবস্থাকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে?

বিষণ্ণ হবেন না : কোন দুর্ভোগের কারণে আপনি মনমরা হয়ে গেলেন। এমনটি করে আপনি অতিরিক্ত দুর্বিপাকের সৃষ্টি করলেন। আপনি নরিদ্রতার কারণে হতাশ হয়ে গেলেন আর এতে শুধু আপনার অবস্থার তিক্ততাই বাড়বে। আপনাকে লক্ষ্য করে আপনার শত্রুরা যা বলেছে, তাতে আপনি বেজার হয়ে গেলেন। এই মানসিক অবস্থার পৌঁছে আপনি অজ্ঞাতভাবে আপনাকে আক্রমণ করার জন্য তাদেরকে সাহায্য করলেন। একটি বিশেষ দুঃখটিনার আশঙ্কা করার কারণে আপনি খোঁমরামুখ হয়ে গেলেন, অথচ কবদও তা নাও ঘটিতে পারে।

দুঃখিত হবেন না : সত্যি বলতে কি, একটি বিশাল অট্টালিকা আপনাকে হতাশার কুপ্তভাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। এমনকি একজন সুন্দরী স্ত্রীও না, প্রচুর সম্পদও না এবং মেধাবী সন্তান-সন্ততিও না।

দুঃখিত হবেন না : বিষণ্ণতা ও হতাশার কারণে আপনি বিতণ্ডা পরীক্ষাে বিষ, গোলাপকে ফণীমনসা, বিলাসবহুল বাপানকে উষর মরুভূমি এবং বিশাল পৃথিবীতে বাস করা সত্ত্বেও আপনি এক দুঃসহ জেলখানায় আছেন ভাবতে বাধ্য হবেন।

হতাশ হবেন না : আপনার দুটি কান, দুটি চোখ, দুটি হাত, দুটি পা, একটি জিহ্বা, একটি হৃদয়, শক্তি, নিরাপত্তা ও একটি স্বাস্থ্যবান শরীর আছে।

فَبَايَ الْآلِ رَبُّكُمْ كَلْبِي.

“অতএব, হে ছীন ও ইনসান জাতি, তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুর কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?” (৫৫-সূরা আর রাহমান : আয়াত-১৩)

ব্যথিত হবেন না : নির্ভর করার মতো আপনাব্যবহার একটি ধর্ম আছে। বসন্ত বাড়ি, খাদ্য পানীয়, পোশাক ও যার কাছে সাক্ষ্য পাবেন এমন একজন স্ত্রী আছে, তবে কেন বিষণ্ণতা?

৩৮. ব্যথার দান

দুঃখ-বেদনা সর্বদাই ঋণাত্মক শক্তি নয় এবং এমন কিছু নয় যাকে সর্বদা আপনাব্যবহার ঘৃণা করা উচিত। কখনো কখনো মানুষ ব্যথাবোধ করে উপকৃত হয়।

আপনি শ্রবণ করতে পারেন যে, কখনও কখনও আপনি দুঃখবোধ করলে আল্লাহর নিকট আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছেন ও তাঁকে শ্রবণ করেছেন। হ্যাঁ থাকাকালে প্রায়ই বিরাট বোকার বেদনা (আতঙ্ক) বোধ করে। মাঝে মাঝে সম্ভবত একদেয়েমির বোঝার আতঙ্কে ভোগে, তবুও অবশেষে সে দ্বারা জীবনের এ দূর শেষ করে। তখন সে ব্যথা-ভারাক্রান্তবোধ করে। কিন্তু শেষে সে এসিফি লাভ করে।

প্রচণ্ড আবেগের ব্যথা-বেদনা, দারিদ্র্য, অন্যের অকাজ, ঘৃণা, অবিচার পেয়ে অত্যাচারিত হয়ে হতাশা ও ক্রোধ এসব কিছুই কবিকে সাবলীল ও বিমোহিতকারী কবিতার চরণ লিখতে বাধ্য করে। কারণ, সে তার হৃদয়ে, তার হৃদয়ে যাকনা বোধ করে, কবে তার কাজের (কবিতার) মাধ্যমে সে একই আবেগ অন্যের অন্তরে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়। উত্তম লেখকদের কতই না বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়েছে- যে সব অভিজ্ঞতা চমৎকার কাজের (কবিতার, গল্পের, উপন্যাস ইত্যাদির) অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে-যেসব কাজ থেকে আজও উত্তর পুরুষেরা অনবরত আনন্দ ও উপকার লাভ করছে।

যে ছাত্র আরাম-আয়েশের জীবন কাটায় ও কষ্টভোগ কবেনি বা যে ছাত্র কখনও দুর্নশাঙ্কত হয়নি সে অনুৎপাদী, অলস ও নিশ্চেষ্ট হবে।

বাস্তবিক, যে কবি কোন দুঃখ-বেদনার কথা জানে না, কখনও আশা ভঙ্গের তিক্ত অভিজ্ঞতার স্বাদ গ্রহণ করেনি, সে অতি অবশ্যই সত্তা শব্দের গানগানাদ্বয় রচনা করবে। এটা এ কারণে যে, তার শব্দাবলী তার মূখ থেকে বেরোয়- তার আবেগ-অনুভূতি থেকে নিাসৃত হয় না এবং যা সে লিখেছে, যদিও সে তা বুঝে তবুও তার দেহ-মন জীবনে অভিজ্ঞতা লাভ করেনি।

প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের জীবন পূর্বোক্তবিধিত উনাহরণসমূহের সাথে অধিকতর উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত। তারা কুরআন অবতীর্ণকালে জীবন যাপন করেছিলেন এবং মানবজাতি চিরকালের দৃষ্ট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, পরবর্তীদের তুলনায় তাদের অধিকতর বেশি ঈমান, মহত্তর আত্মা, অধিকতর সত্যবাদী জবান এবং গভীরতর জ্ঞান ছিল- তাঁদের এসব থাকার কারণ হলো-তারা দুঃখ-কষ্ট ও জেগে উঠার মধ্য দিয়ে বেঁচে ছিলেন। দুঃখ-কষ্ট ও জেগে উঠা একদুভয়ই মহাবিপ্লবের প্রয়োজনীয় সহযোগী। ক্ষুধা, দারিদ্র, প্রকৃত্যন্ধান, পানি-পালাজ, বাতি-ঘর ও স্বদেশ থেকে বিতাড়ন, সকল আনন্দ বিসর্জন, আশ্রয়, অত্যাচার ও মৃত্যু যত্না তারা ভোগ করেছিলেন। সত্যিই তারা বাস্তবিকৃত, মানবজাতির সর্বমুখিক অভিজ্ঞাত ব্যক্তি হুসেন ছিলেন। তাঁরা বিতর্কিত, মহত্ত্ব ও উৎসর্গের নয়না ছিলেন।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُمِيزُهُمْ ظَمَرٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ لِّى
سَبَّلِ اللّٰهِ وَلَا يَطْنُونَ مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ
عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ . إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِلُّ
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ .

“কারণ আল্লাহর পথে তাঁদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি, ক্ষুধায় কাতর হওয়া, কাফেরদের জেগে উদ্বেগ করে এমন গনক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে আশ্রয়প্রাপ্ত হওয়া তাদের আমলনামায় সংকর্মরূপে লিখিত হয়। নিশ্চয় আল্লাহ সংকর্মপরায়ণদের কর্মফল নষ্ট করেন না।”

(৯-নূরা আওয়া : আয়াত-১২০)

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কিছু ব্যক্তি আছেন, যারা তাদের মহত্তম কর্ম (বচনা) দুঃখকষ্ট ও জেগাতিরি অভিজ্ঞতা লাভ করার কারণেই সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। আরবী বিখ্যাত কবি মুতানাব্বি যখন সাংঘাতিক ভূরে আক্রান্ত হয়েছিল তখন তিনি তার কিছু উত্তম কাব্য রচনা করেছিলেন। নুমান ইবনে মুনযির যখন আল্লাবিগাহকে মুক্তা ভর দেখিয়েছিলেন, তখনই নাবিগাহ তার কিছু সর্বোত্তম কাব্য রচনা করেছিলেন। যে প্রসিদ্ধ পদ্যটি তিনি বলেছিলেন তা হলো—

فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمَلُوكُ كَوَاكِبٌ * إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُمْ كَوْكَبٌ .

ভাবানুবাদ : আপনি হলেন সূর্য আর সব রাজারা তারকা,

উদিত হলে সূর্য, দেখা যায় না একটিও তারকা।

বাস্তবিক, যাতনার অভিজ্ঞতা লাভ করার ফলে যারা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে ও কৃতিত্ব অর্জন করেছে তাদের অনেক উপহরণ আছে।

সুতরাং, যখন আপনি যাতনার কথা ভাবেন, তখন অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন হয়ে থাকেন না। এমনটা মুক্তিসম্ভবভাবেই হতে পারে যে, দুঃখ-কষ্ট ও জেগাতির মধ্য দিয়ে আপনি আরো শক্তিশালী হবেন। তাছাড়া আপনার জন্য সংশ্লিষ্ট, জুলন্ত ও আবেগপ্রবণ আত্মা নিয়ে বেঁচে থাকা শীতল আত্মা ও অনুরদশী নৃষ্টিভঙ্গিমুক্ত লোকের উদ্যতীন অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে অধিকতর পবিত্র ও মহৎ।

“কিন্তু আল্লাহ তাদের অভিযানে প্রেরিত হওয়ারকে অপছন্দ করলেন। তাই তাদেরকে পিছনে বসিয়ে রাখলেন এবং তাদেরকে বলা হলো, ‘যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক।’” (৯-সূরা আশরা : আয়াত-৪৬)

আবেগে ভরপুর গুয়াজ-নসিহতের সম্ভাবনা সাধারণত এই কারণে অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছে যেতে পারে যে, নসিহতকারী নিজেই দুঃখ-কষ্ট ও জেগাতির অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

“তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল তা জেনেছেন ও তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।”

আমি বহু কাব্যগ্রন্থ পড়েছি এবং তাদের অধিকাংশই আবেগহীন, গ্রামহীন বা প্রেরণাহীন। এর কারণ হলো যে, এসব গ্রন্থের রচয়িতারা কখনও কষ্টভোগ করেননি এবং এ কারণে যে ঐ পুস্তকগুলো আরামদায়ক পরিবেশে সৃজন করা হয়েছে। এ কারণেই এ ধরনের লেখকদের লেখা বরফ খণ্ডের মতো ঠাণ্ডা।

ওয়াজ-নসিহতে ভরা এমন অনেক কিতাব আমি পড়েছি যেগুলো শ্রোতার শরীরের একটি পশমেও শিহরণ আণাতে পারে না এবং সেগুলোর এক অশুর গুজনও নেই। বক্তা (যার ওয়াজ ছাপানো হয়েছে) আবেগ-অনুভূতি নিয়ে অন্য কথায় বাথা-বেদনাসহ কথা বলছেন না (তাই এমনটি হচ্ছে)।

يُقَرِّوْنَ بِأَوْرَاقِهِمْ ثَابِتٌ نِّىْ فُلْرِيْهِمْ .

“তাদের অন্তরে যা নেই তা তাবা মুখে বলে।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৬৭)

আপনি যদি আপনার কথা, কাব্য অথবা কাজ দ্বারাও অন্যদেরকে প্রভাবিত করতে চান, তবে প্রথমে আপনার অন্তরের আবেগকে অনুভব করুন। অন্যকে আপনি যা জানাতে চাচ্ছেন, তা দিয়ে আপনার নিজেকে অবশ্যই শিহরিত হতে হবে। কেতামমাত্র তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনি অন্যদের উপর প্রভাব ফেলাছেন।

“কিন্তু, যখন আমি এই উপর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, তখন এটা নড়ে-চড়ে, সুসে-ফেঁপে উল্লসিত হলো।” (২২-সূরা আল হাছ : আয়াত-৫)

৩৯. জ্ঞানের কল্যাণ

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ . وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا .

“আপনি যা জানতেন না, আল্লাহ আপনাকে তা শিখিয়েছেন। আর আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ চিবি মহান।” (সূরা-৪ আল নিসা : আয়াত-১১৩)

মূর্খতা মানুষের বিবেক ও আত্মাকে হত্যা করে।

إِنِّيْ أَعْطُكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْحَامِلِيْنَ .

“আমি আপনাকে সতর্ক করছি, আপনি যেন একজন মূর্খ না হন।”

(১১-সূরা হূম : আয়াত-৪৬)

জ্ঞান এমন এক আলো, যা প্রজ্ঞার দিকে নিয়ে যায়। এটি মানুষের আবার গ্রাণ ও চরিত্রের ইচ্ছন।

“যে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি ও মানুষের মধ্যে চলার জন্য একটি আলো দিয়েছি, সে কি তার মতো, যে অন্ধকারে আছে এবং সেখান থেকে সে কখনও বের হয়ে আসতে পারবে না।”

.(৬-সূরা আল আন'আম : আয়াত-১২২)

সুখ ও মনের তেজ শিকার মাধ্যমে আসে। (২২তম সংস্করণের মূল আরবী কিতাবে আছে : আনন্দ ও প্রফুল্লতা জ্ঞানের মাধ্যমে আসে।) কর্তব্য জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তাঁর উদ্দেশ্য পূরো করতে পারে এবং পূর্বে তার থেকে যা গোপন করা হয়েছিল, তা আবিষ্কার করতে পারে। অত্যা হতাবগতভাবেই মনকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে।

মূর্খতা হলো বিরক্তি ও বিষমতা। কেননা মূর্খ ব্যক্তি এমন জীবন যাপন করে, যা কখনও নতুন বা মন-উত্তেজক কিছু উৎসর্গ করে না। গতকাল আজকের মতোই, আজও পালানুসারে আগামীকালের মতোই। (অর্থাৎ মূর্খের সময় জ্ঞান নেই, তাদের কাছে সময়ের মূল্য নেই। তারা মূর্খতার কারণে অতীতকে যেভাবে নষ্ট করেছে, বর্তমানকেও সেভাবে নষ্ট করে ও একইভাবে ভবিষ্যৎকেও নষ্ট করবে -অনুবাসক)।

আপনি যদি সুখ চান তবে জ্ঞান ও শিকার সন্ধান করুন, তাহলেই পাববেন, দুঃখিতা, হতাশা ও দুঃখ-বেদনা আপনাকে ছেড়ে পালাবে।

“এবং বলুন : ‘প্রভু! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।’ (সূরা-২০ তাহা : আয়াত-১১৪)

“তোমার প্রভু- যিনি (তোমাকে এবং সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন, তোমার সে (মহান) প্রভুর নামে গড়।” (৯৬-সূরা আল আলাফ : আয়াত-১)

নবী করীম ﷺ বলেছেন : “আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি ধীরে জ্ঞান দান করেন।”

অন্তঃপ্রব, কেহ মূর্খ হলে সে যেন তার সম্পদ ও তার সামাজিক মর্যাদা নিয়ে বড়াই না করে : তার জীবন অর্থহীন এবং তার কৃতিত্ব শোচনীয়ভাবে অসম্পূর্ণ।

“আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আপনার নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সত্য বলে যে জানে তবে কি সে তার মতো যে অক্ষ?”

(১৩-সূরা রাসাদ : আয়াত-১৯)

কুরআনের অসিদ্ধ মুকাসসির আল্লামা যামাখশারী (রহ) কবিতাকারে বলেছেন-

১. سَهْرِي لِنَتْفِيحِ الْعُلُومِ الَّذِي * مِنْ وَصَلِي غَاتِيَةِ وَطِيبِ عِنَانِ .
২. وَتَمَائِلِي طَرَبًا لِحِلِّ عَرِيضَةٍ * أَشْهُي وَأَحْلِي مِنْ مُدَامَةِ سَاقِي .
৩. وَصَرِيرُ أَقْلَامِي عَلَى أَوْرَاقِهَا * أَحْلِي مِنَ الدُّوْكَاءِ وَالْعُشَانِ .
৪. وَالَّذِي مِنْ نَقْرِ الْفَتَاةِ لِدَقِّهَا * نَقْرِي لِأَلْفِي الرَّمْلِ عَنْ أَوْرَاقِي .
৫. يَا مَنْ يُحَاوِلُ بِالْأَمَانِي رَتْبِي * كَمْ بَيْنَ مُسْتَغْلٍ وَأَخْرَاقِي .
৬. أَبَيْتُ سَهْرَانَ الدُّخَى وَتَيْبَتُهُ * نَوْمًا وَتَيْبَتِي بَعْدَ ذَلِكَ لِحَالِي .

১. “ইলম শিকার আমি যে বিনিদ্র রক্তনী বাপন করি তা আমার কাছে সমোহনকারিনী রমণীর সঙ্গ বা আলিসনের চেয়েও বেশি প্রিয়।
২. কোন জটিল বিষয় বুঝার সময় আমার হৃদয়ের গভীরে আনন্দ-উন্মাদ হয় তা আমার নিকট সর্বাপেক্ষা চমৎকার পানীয়ের চেয়েও বেশি সুস্বাদু।
৩. কালপত্রের উপরে (লিখার সময়ে) আমার কন্ঠে যে শব্দ হয় তা প্রেমিক-প্রেমিকার (আলিসনের শব্দের) চেয়েও বেশি মজাদার।
৪. কালপত্রের ধুলি ঝাড়ার সময় আমার হাতে যে শব্দ হয় তা নেল বাজানোর সময় নারীর হাতে যে শব্দ হয় তার চেয়েও বেশি আনন্দদায়ক।
৫. ওহে! যে শুধু বুখা আশার মাধ্যমে আমার সমান মর্যাদা পাওয়ার চেষ্টা করে, অনেক বেশি উচ্চ বলে যে চড়তে কষ্ট পায় তার মাঝে আর অন্যজন যে চড়ে ও চুড়ায় পৌছে তার মাঝে কতইনা বেশি পার্থক্য!

৬. আমি রাত্তর ঘোরে থাকি আর তুমি তখন ঘুমিয়ে থাক, অথচ তুমি আমাকে হাড়িয়ে যেতে চাও! শিক্ষা কতই না মহৎ! আর এর মাধ্যমে আত্মা কতই না সুখী হয়।”

“যে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর আছে সে কি তার মত, যার জন্য তার মন কাজকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে আর যারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে?”

(৪৭-সূরা মুহাম্মদ বা তেহত্বিল : আয়াত-১৪)

৪০. সুখের শিল্পকলা

একটি শাক, দুটু ও সুখী মনই হলো সবচেয়ে বড় নেয়ামত। তেননা, সুখের মাঝে মন থাকে পরিচ্ছন্ন, সুখ মানুষকে উৎপাদনশীল ব্যক্তি হতে শক্তি যোগায়। বলা হয়েছে যে, সুখ এমন একটি কলা (শিল্প) যা শিক্ষা করা নয়কার। যদি আপনি এটা শিখেন তবে আপনি ইহজীবনে দান্য হবেন। কিন্তু কীভাবে এটা শেখা যায়? সুখ লাভের মূলনীতি হলো, পরিস্থিতিতে সহ্য করার ও তাকে সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করার ক্ষমতা থাকা। সুতরাং জটিল পরিস্থিতিতে আপনাকে টলমলে হওয়া চলবে না, এর শিকার হওয়াও চলবে না আর কুন্দ বিষয়ে বিরক্ত হওয়াও চলবে না। আত্মার বিচলিততা ও একে মহৎ করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে মানুষ জীবনে এসিদ্ধি লাভ করে।

আপনি যখন নিজেকে ধৈর্যশীল ও সহনশীল হওয়ার শিক্ষা দিবেন, তখন দুঃখ-কষ্ট-অভাব-অনটন ও দুর্খোপ-দুর্বিপাক-দুর্ঘটনা সহ্য করা আপনার জন্য সহজ হবে। পরিতৃপ্ত হওয়ার বিপরীত হলো অদ্রবদর্শী হওয়া, বার্থপর হওয়া এবং পৃথিবীকেও এর সবকিছুকে ভুলে থাকা। আল্লাহ তার শত্রুদের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন-

“(অন্যদেরকে ও নবীকে ﷺ রক্ষা করার চিন্তা বাদ দিয়ে নিজেদেরকে কীভাবে রক্ষা করা যায় এ চিন্তায়) তারা নিজেবাই নিজেদেরকে উবিষ্ট করে তুলেছিল।” (৩-সূরা আসে ইমরান : আয়াত-১৫৪)

বিষয়টি এমন যে, এ ধরনের লোকেরা যেন নিজেকে সেটা বিশ্ব মনে করে বা কমপক্ষে এর কেন্দ্রবিন্দু মনে করে। তারা অন্যদের কথা চিন্তাও করে না, নিজেকে ছাড়া অন্যদের জন্য বেঁচে থাকে না। শুধুমাত্র আমাদের নিজেকে চিন্তা না করে বরং অন্যদেরকে নিয়ে চিন্তা করার জন্য সময় বের করা এবং আমাদের আঘাত ও ক্ষতের কথা ভুলে থাকার জন্য নিজেকে সমস্যাবলী থেকে আমাদেরকে মাঝে মাঝে দূরে রাখা আমার আপনার সবারই দায়িত্ব। এ কাজ করে আমরা দু'টি জিনিস অর্জন করতে পারি—

১. আমরা আমাদেরকে সুখী করতে পারি,
২. এবং আমরা অন্যদেরকে আশ্রয় দিতে পারি।

৪১. সুখ-শিল্পের মূলকথা

আমাদের চিন্তাসমূহকে যথেষ্ট ঘুরে বেড়ানো, বিশেষে ঘেঁষে, মুক্ত হতে ও বন্ধ্যা-হওয়া হতে না দিয়ে ওগুলোকে লাগাম পড়ানো ও নিয়ন্ত্রণ রাখা। কারণ, যদি আপনি আপনার চিন্তাগুলোকে যথেষ্ট ঘুরে বেড়ানো ছেড়ে দেন তবে ওগুলো বন্ধ্যা হয়ে গিয়ে আপনাকেই নিয়ন্ত্রণ করবে। ওগুলো আপনার অঙ্গীত দুঃখ-দুর্বিপাকের সুবিন্যস্ত জালিকা খুলে বসবে। আপনার মা আপনাকে যেদিন জন্ম দিয়েছিলেন সেদিন থেকে শুরু করে আপনার দুঃখ দুর্দশার ইতিহাস ওগুলো আপনাকে বরণ করিয়ে দিবে।

যদি আপনার চিন্তা-ভাবনাসমূহকে পায়চারী করার বা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানার জন্য ছেড়ে দেয়া হয় তবে ওগুলো আপনার সামনে আপনার অঙ্গীত দুঃখ-কষ্টের চিত্র ও একটি ভয়ংকর জবিব্যাতির চিত্র ভুলে ধরবে। এসব চিন্তা-ভাবনা বয়ং আপনাকেই বিচলিত-শিহরিত করে তুলবে। আপনার অনুভূতিকে দাঁতি দাঁতি করে জ্বলে উঠতে বাধ্য করবে। অতএব, যে ধরনের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তায় ফলপ্রসূ ও উপকারী কাজ হয়, সে ধরনের কেন্দ্রীভূত চিন্তা-চর্চার দিকে অতিমুখী করে ওগুলোকে (আপনার চিন্তাসমূহকে) লাগাম পড়ান ও নিয়ন্ত্রণ রাখুন।

“এবং সে চিরঞ্জীবের উপর নির্ভর করুন, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।” (২৫-সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৫৮)

সুখ-শান্তির একটি মূলনীতি হলো পার্থিব জীবনকে এর সত্যিকার রূপ ও মূল্যানুযায়ী মূল্যায়ন করা। এ জীবন ক্ষুদ্র এবং এটা আপনার নিকট শুধু এতটুকু দাঁড়ি রাখে যে, আপনি এর থেকে পালিয়ে যান। এ জীবন দুর্বিপাক, দুর্দশা, দুর্ঘটনা, ব্যথা-বেদনা ও আঘাতে ভরা, এই যদি হয় এ জীবনের বিবরণ। তাহলে মানুষ কিভাবে এর নগণ্য দুর্ঘটনা-দুর্বিপাকে অধৌক্তিকভাবে বিচলিত হয় এবং কী করে তার ঘটে যাওয়া এমন সব পার্থিব বিষয়ের উপর দৃষ্টি করতে পারে? জীবনের সর্বোত্তম সুহৃৎতলো কলঙ্কিত, এর ভবিষ্যৎ অস্বীকারসমূহ শুধু মসীচিকা, এর সফল ব্যক্তিদেরকে হিংসা করা হয়, ধন্যরা সদা হুমকিপ্রাপ্ত, আর প্রেমিকরা কোনও অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় ধরাশায়ী হয়।

হাদীসে আছে “নিশ্চয়, জরন-চর্চার মাধ্যমেই কেবল জ্ঞান অর্জিত হয় এবং ধৈর্য-চর্চার মাধ্যমেই সহনশীলতা অর্জিত হয়।”

আলোচ্য বিষয়ের এ হাদীসের অর্থের উপর কেউ যদি আমল করতে চায় বা এর অর্থকে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেয় তবে তিনি আরেকটি অঙ্গুর হয়ে বলতে পারেন যে, (সুখে স্বাকার) অনুমান করেই সুখ লাভ করা যায়। সদা হাসি-খুশি থেকে, যা আপনাকে সুখী করে তার সন্ধান করে এবং যতই অল্প মনে হোক না কেন, নিজের ভিতরে জোর করে সুখ-বোধ সঞ্চারিত করে সুখ অর্জন করা যায়। সুখ দ্বিতীয় প্রকৃতি বা স্বভাব না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে এ কাজগুলো করে যেতে হবে।

আমল স্থাপনার হলো দুঃখ-বেদনার সকল সৃষ্টি আপনার থেকে আপনি দূর করে ফেলতে পারবেন না। এর কারণ হলো জীবনকে পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ .

“অবশ্যই, আমি মানুষকে কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে (জীবন-মাগনকারী হিসেবে) সৃষ্টি করেছি।” (৯০-সূরা আল বলাদ : আয়াত-৪)

“যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পাবেন তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম।”

(১১-সূরা হুদ : আয়াত-৭)

কিন্তু আমি আপনাদের নিকট যে সংবাদ শৌছে দিতে চাই, তা হলো আপনার উচিত আপনার দুঃখের পরিমাণ ও প্রাবল্য যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলা। সম্পূর্ণরূপে দুঃখমুক্ত হওয়া তো পরকালে জান্নাতবাসীদের জন্য (নির্ধারিত)। এ কারণে জান্নাতবাসীরা বলবে—

“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের থেকে সকল দুঃখিত্তা দূর করে দিয়েছেন।” (৩৫-সূরা ফাতির : আয়াত-৩৪)

সুতরাং, যখন কেউ এ দুনিয়ার প্রকৃতি ও গুণাগুণ জানতে পারে, তখন সে বুঝতে পারে, এ দুনিয়া নিরাস, প্রবলগাম্ভীর্য ও মূল্যহীন এবং সে পুরোপুরি বুঝতে পারে, ওটাই হলো দুনিয়ার প্রকৃতি ও পরিচয়।

আরবের একজন কবি বলেন—

“ভূমি তো আমাদের অধীকার পূর্ণ না করার শপথ করেছে।”

আমি যেমনটি বর্ণনা করেছি দুনিয়ার পরিচয় যদি তেমনই হয়, তবে বুঝিমান লোকদের উচিত নয় এর আক্রমণে সাহায্য করা এবং হতাশা ও দুঃখিত্তার কাছে আত্মসমর্পণ করা। আমাদের যা করা উচিত তা হলো, আমাদের জীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারে এমন সব আবেগ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করা। (এভাবে আত্মরক্ষা করে) আমাদের সর্বশক্তি দ্বারা অবশ্যই আমাদেরকে এ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

“এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি ও অস্ত্রবাহিনী প্রস্তুত রাখ। এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে ভীত করবে।”

(৮-সূরা আনকাল : আয়াত-৬০)

“আল্লাহর পথে তাদের যা ঘটেছিল, তাতে তারা নিরাসসাহিত হয়নি, দুর্বল এবং নতও হয়নি।” (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪৬)

৪২. সুখ-কলা : একটু ভাবুন

দুঃখ করবেন না। আপনি যদি গরীব হয়ে থাকেন, তবে কেউ না কেউ ঋণে জর্জরিত হয়ে আছে (তার কথা ভেবে দেখুন)। আপনার যদি বাতায়াত ভাড়া না থাকে তবে অন্য কারো তো পা-ই নেই। রোগ-বহুধার অভিযোগ করার যুক্তি বা কারণ যদি আপনার থেকেও থাকে তবে অন্য কেউ স্ত্রী বছরের পর বছর রোগ-শয্যা পড়ে আছে। আপনি যদি একটি সন্তান হারিয়ে থাকেন তবে অন্য কেউ তো সামান্য পাড়ি দুর্ঘটনার কয়েক সন্তান হারিয়েছে।

দুঃখিত্য করবেন না। আপনি তো এমন একজন মুসলমান, যিনি আল্লাহতে, তাঁর নবী-রাসূলগণে, তাঁর ফেরেশতাকুলে, আখেরাতে এবং তবুদীরের ভালো-মানে বিশ্বাস করেন।

যখন নাকি আপনি সর্বোত্তম দৌলত ইমানের বদৌলতে ধনা, তখন অন্যরা আল্লাহতে অবিশ্বাস, নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার, কিতাব সম্বন্ধে নিজেদের মতের মতভেদ ও আখেরাতকে অস্বীকার করেছে এবং ঐশী পূর্বনির্ধারনী বা এলাহী তবুদীরকে ভুল বুঝেছে।

দুঃখিত্যগ্রস্ত হবেন না, যদি হন, তবে আপনি আপনার মন-মানসিকতার কতি করবেন এবং আপনার দুঃম বিনষ্ট করবেন।

একজন আরব কবি বলেছেন—

وَكُرْبٌ نَّازِلٌ بِقَيْنٍ لِّهَا الْفَقْرُ * ذُرْعًا وَعِنْدَ اللَّهِ بِهَا الْمَخْرَجُ

عَظُمَتْ لَنَا اسْتَحْكَمَتْ حَلَقَاتُهَا * نَرَجَتْ وَكَانَ بَطْنُهَا لَا تَمْرَجُ

“যুবকরা কতইনা মসিবতে পড়ে নাজেহাল হয়, অথচ আল্লাহর নিকট এর পরিত্রাণের উপায় আছে।”

“অবস্থা অসহ্যকর হয়ে যায় তারপর যখন রশি শক্তভাবে কষে তখন রশি ছিঁড়ে যায়, অথচ তারা ভাবতো যে রশি ছিঁড়বে না।”

৪৩. আবেগ নিয়ন্ত্রণ

মনের আশ্রয় জ্বলে উঠে নু'কারণে- হয়তো আনন্দে নয়তো অস্তব্ধতায় ।

নবী করীম ﷺ এক হাদীসে বলেন-

“অবশ্য আমাকে দু'টি (তার একটি) বোকাশীর্ণসূত (হায়! শব্দ) ও (অপরটি) পাপব্যঞ্জক (হুররে!) শব্দ উচ্চারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে । তার একটি (পাপব্যঞ্জক-হুররে) শব্দ বলা হয় নেয়ামত পেলে আর অপরটি (বোকাশীর্ণসূত হায়! শব্দ) উচ্চারণ করা বিপদের সময় ।”

মহান আব্রাহাম বলেন-

يَكْفِيْلًا نَاسِرًا عَلَى مَا نَأْتِكُمْ وَلَا تَقْرَحُوا بِنَا اَنْكُمُ .

“যা আপনি পাননি, তার জন্য দুঃখ করবেন না । আর যা আপনাকে দেয়া হয়েছে তার জন্য ক্ষুণ্ণি করবেন না ।” (সূরা-৫৭ আল হাদীদ : আয়াত-২৩)

এ কথারই নবী করীম ﷺ বলেন-

“অবশ্যই প্রথম আঘাতের সময়ই ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায় ।”

সুতরাং, আনন্দময় ও বিগলমুক্ত উভয় ঘটনার সময়ই যে লোক তার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তারই শক্তি, প্রশান্তি, সুখ, আরাম ও নিজের উপর নিজের হান অর্জন করার কথা । আব্রাহাম তারালা মানুষের পরিচয় দিয়েছেন যে, তারা বিজয়োন্মাদিত, নাজিক, খিটখিটে, কতিয়ন্ত হলে বা তাদের ধারণা কিছু হলে অসমুখি এবং তাদের কোন কল্যাণ হলে তারা কুপশোচিত হয় । মহান আব্রাহাম আমাদেরকে জানিয়েছেন, ব্যতিক্রম হলো তারা, যারা সনা সালাতে নিয়োজিত । কেননা, তারা আনন্দ-বেদনা উভয় সময়েই মধ্যগামী । তারা সজলতার সময় কৃতজ্ঞ এবং অসজলতার সময় ধৈর্যশীল ।

লাগামহীন আবেগ মর্মবেদনা ও অনিদ্রা সৃষ্টি করে মানুষকে শেষ করে দিতে পারে । কেউ যখন হুঙ্কার হয় তখন সে বাণে আতল হয়ে যায়, আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং ধৈর্যহারা ও তারলান্যহীন হয়ে পড়ে । অপরপক্ষে,

যদি সে সুখী হয়, তবে সে পরোক্ষসিত ও বন্য হয়ে যায়। অন্যদের ঘোরে সে আত্মজোনা হয়ে শাশীনস্তার সীমা লঙ্ঘন করে। সে যখন অন্যদের সম ভাগ করে তখন সে তাদেরকে অবজ্ঞা করে, তাদের চণাবলিকে ভুলে গিয়ে তাদের সংগৃহাবলিকে পদদলিত করে। অপরপক্ষে, সে অন্যদেরকে যখন ভালোবাসে তখন সে তাদেরকে পরম নিকলভ কল্পনা করে। তাদেরকে সর্বপ্রকার সম্মান করতে কোনরূপ ক্রটি করে না।

নবী করীম ﷺ বলেন—

“যাকে তুমি ভালোবাস তাকে তুমি সংযত পরিমাণে ভালোবাস। কারণ, এমন দিন আসতে পারে যখন তুমি তাকে ঘৃণা করবে। আর যাকে তুমি ঘৃণা কর তাকে সংযত পরিমাণে ঘৃণা কর। কেননা, এমন দিন আসতে পারে তখন তুমি তাকে ভালোবাসবে।”

অন্য হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেন—

“(হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট ক্রুদ্ধ ও সন্তুষ্ট উভয়ই অবস্থায়ই মধ্যপন্থা কামনা করি।”

কেউ যখন তার আবেগের মুখে সাধাম পরিণে নেয়, তখন সে তার মনকে দমন করতে পারে এবং যখন সে প্রতিটি বিষয়কে এর চক্ৰদ্বানুসারে মেনে নেয় তখন সে প্রজ্ঞা ও সঠিক বুকের দিকে এক ধাপ এগিয়ে গেল।

মহান আল্লাহ বলেন—

“অবশ্যই আমি আমার নবী-রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মীজান (ন্যাযনীতি) অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষেরা ন্যাযনীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।” (সূরা-৫৭ আল হাদীদ : আয়াত-২৫)

ব্যক্তিক, ইসলাম নীতি ও আচার-আচরণে এতটাই ভারসাম্যতা এনেছে, যতটা সে এনেছে জীবনের সরল, পবিত্র ও সত্য পথে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

رَكِّدْكَ جَمَلْنُكُمْ أَمْ وَطَأ .

“এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি।”

(সূরা-২ বাক্বরা : আয়াত-১৪৩)

আমাদের আচার-আচরণ ও বিচার-আচার উভয় ক্ষেত্রেই ন্যায়পরায়ণ হওয়া বাস্তবিকত শব্দ।

একুশগকে, ইসলাম সকল বিষয়ে সত্য ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ন্যায়নীতি বিচারকার্যে, কথা-বার্তার, কাজ-কর্মে ও আচার-আচরণে, যা আমরা অবতীর্ণ কিতাব (কুরআন) থেকে শিখতে পারি।

মহান আল্লাহ বলেন—

وَلَيْسَ كَلِمَتُ رَبِّكَ مُدْتَلًى وَعَدْلًا .

“এবং তোমার প্রতিপালকের কথা সত্য ও ন্যায়নীতিতে ভরপুর।”

(সূরা-৬ আল আন‘আম : আয়াত-১১৫)

৪৪. নবীর সঙ্গী-সাথীদের সৌভাগ্য

আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ সকল মানুষের নিকট আল্লাহী পয়গাম নিয়ে আগমন করেছেন। তিনি পার্থিব আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত হতেন না। ব্যয় করার জন্য তার কোন ধন-ভাণ্ডার ছিল না। খাবার জন্য চমৎকার কোন (বেস্তুর) বাগান ছিল না; আর বসবাস করার জন্য কোন সুন্দর প্রাসাদ ও ছিল না। একতমব সত্ত্বেও তাঁর প্রিয় অনুসারীরা তার প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার নিয়েছেন, অবিচল থেকেছেন। সমস্যা-সঙ্কুল এক কঠিন জীবন সহ্য করেছেন। তারা ছিলেন গুটি কয়েকজন ও দুর্বল, তাদের প্রতিবেশীদের দ্বারা সমূলে বিনাশ হয়ে যাবার ভয়ে ভীত, তবুও তারা নবী করীম ﷺ-কে পুরোপুরি ভালোবাসতেন।

তাদেরকে পরিপাখে বন্দি করা হয়েছিল। আর সে সময়ে তাদের নিভট অন্ন খাদ্য ছিল বা কোন খাদ্য ছিল না। তাদের সুখ্যাতি আক্রান্ত হয়েছিল; তাদের নিজেদের আত্মীয়রাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিল, তবুও নবী করীম ﷺ-এর প্রতি তাদের ভালোবাসা ছিল নিঃশূন্য।

তাদের কাউকে মরুভূমির তপ্ত বায়ুর উপর ফেলে হেঁচড়ানো হয়েছিল, কিছু দোককো বন্দী করা হয়েছিল আর অন্যরা নতুন নতুন ও অদ্ভুত অদ্ভুত শক্তির শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। এসব শাস্তিই তাদেরকে কাফেরবা দিয়েছিল।

তারা ঐসব শক্তি সহ্য করতে বাধ্য হয়েও তাঁকে সর্বান্তকরণে মন খুঁসে ভালোবেসেছিলেন।

তারা ঘর-বাড়ি, বদেশ, পরিবার ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাদের বাল্যকালের খেলার মাঠ ও বসত বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। এসব ভোগাশক্তি সত্ত্বেও তাঁকে স্বর্গীয়ভাবে ভালোবেসেছেন তাঁরা।

তাঁর (নবুওয়তের) সংবাদের কারণেই ইমানদারগণ অগ্নিপরীক্ষার শিকার হয়েছিলেন। তাঁদের পদতলের ভূমি প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠেছিল। তবুও তাঁর প্রতি তাঁদের ভালোবাসা অবরুত বাড়ছিলই।

তাঁদের যৌবনের বসন্ত কতুর শিরোপরি সদা বিশৃঙ্খলভাবে তরবারি ফুলত ছিল। তাঁরা শুধুমাত্র তাঁকে নিঃশর্তভাবে ভালোবাসত বলেই এমন যুদুভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে (যুদ্ধের ময়দানে) যুদ্ধের দিকে এগিয়ে গেছেন, যেন তারা হামোদ হামণে বা অবসর বাগনে ছিলেন।

একজন সাহাবীকে নবী করীম ﷺ-এর নবুওয়তের সংবাদ বিনেশে এক রাজার নিকট নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেয়া হলো। অথচ তিনি জানতেন যে, এটা এমন এক কাজ যা থেকে তিনি ঘিরে আসবেন না। আরেকজন সাহাবীকে এক কাজে পাঠানো হলো। তিনি জানতেন যে, এটা তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে, তবুও তিনি সন্তুষ্টিতে সে কাজে পেলেন। কারণ, তিনি নবী করীম ﷺ-কে নিরঙ্কুশ ভালোবাসতেন।

কিন্তু কেন তাঁরা তাঁকে ভালবাসতেন এবং কেন তাঁরা তাঁর নবুওয়তে এত সন্তুষ্ট ও তাঁর আদর্শে এত পরিতুষ্ট ছিলেন? কেন তারা তাঁকে অনুসরণ করতে যে দুঃখ-কষ্ট ও ভোগাশক্তি হয়েছে তা ভুলে গিয়েছেন?

এক স্বর্গীয় বা সহজভাবে এর কারণ ফলতে হয় যে, তিনি বদান্যতার ও ধার্মিকতার সর্বোচ্চ শিখর অধিকার করেছিলেন। তাঁরা তাঁর মাঝে সত্য ও বিশ্বস্ততার সব লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। তারা মহত্তর জিনিসের সম্মান করেছিলেন, তিনি তাদের জন্য নবুনা ছিলেন। তিনি তাঁর কোমলতার দ্বারা মানুষের মনের হিঙ্গো-বিষেম, ঘৃণা ও ভিত্তহতা শীতল করে দিয়েছিলেন। সত্য বাণী দিয়ে তিনি তাদের অন্তরকে শান্ত করে দিয়েছিলেন ও তাঁর রিসালাত দ্বারা তিনি তাঁদের অন্তরগম্ভীরকে শান্তিতে তরে নিয়েছিলেন।

তিনি তাঁদের অন্তরে এত শক্তি ঢেলে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁর পাশে থাকার কারণে যে যাতনা ভোগ করেছিলেন, তা তাঁরা তুচ্ছ মনে করেছিলেন। তিনি তাঁদের অন্তরে এমন ইমান বা বিশ্বাস সঞ্চার করেছিলেন যে, তাঁরা যে আশ্রিত ও প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তা তাঁরা তুলে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের ভিতরকে হিন্দাছাতের আলো দ্বারা ঘষেমেখে চকচকে করে দিয়েছিলেন ও তাঁদের চক্ষুসমূহকে তাঁর নূরে নূরানিত বা তাঁর আলোতে আলোকিত করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের থেকে মূর্ততার মোকা, মূর্তিপূজার বিকৃত ক্রটি এবং বহু-ঈশ্বরবাদের কুফল দূর করে দিয়েছিলেন। তিনি তাদের অন্তর থেকে হিংসা-বিষেবের আগুন নির্ভিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁদের অন্তরে ইমানের পানি ঢেলে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের দেহমন প্রশান্ত হয়েছিল ও তাঁদের আত্মা শান্তি পেয়েছিল।

তাঁরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে থেকে জীবনের দান উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁরা তাঁর সাহচর্যে পুলক বোধ করেছিলেন বা আনন্দ পেয়েছিলেন।

তাঁরা তাঁর পাশে থেকে সুখ এবং তাঁর অনুসরণে নিরাপত্তা, মুক্তি ও আত্মসমৃদ্ধি পেয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন—

“এবং আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ) সারা বিশ্বের জন্য রহমত বা করুণাবরণ প্রেরণ করেছি।” (২১-সূরা : আল আশিরা : আয়াত-১০৭)

“এবং অবশ্যই তুমি (মানবজাতিকে) সরল পথ দেখাচ্ছ।”

(৪২-সূরা আল শূরা : আয়াত-৫২)

“এবং তিনি (প্রভুকার ‘তিনি’ বলতে মুহাম্মদ ﷺ-কে বুঝিয়েছেন; কিন্তু কুরআনের ঐ আয়াত দ্বারা ‘তিনি’ বলতে স্পষ্টরূপে ‘আল্লাহকেই’ বুঝা যায়। —অনুবাদক।) বৈশ্বায় তাঁদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে (নিয়ে যান)।” (৫-সূরা মারিদা : আয়াত-১৬)

“তিনিই নিরক্ষরদের মাঝ থেকে তাদের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ ভেলাওয়াত করেন, তাদেরকে (কুফুরি ও শিরক থেকে) পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং নিশ্চয় তারা পূর্বে স্পষ্ট আন্ধিতে লিপ্ত ছিল।

(৬২-সূরা আল জুহুদা : আয়াত-২)

“তাদের উপরে যে বোঝা ও শৃঙ্খল ছিল, তিনি তাদের থেকে তা সরিয়ে দেন।” (৭-সূরা আল আ'রাক : আয়াত-১৫৭)

“যখন তিনি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের দিকে আহ্বান করেন যা তোমাদের প্রাণ সজ্জার করে তখন তোমরা আত্মাহু ও বাসুলের আহ্বান সাড়া দিও।”

(৮-সূরা আনকল : আয়াত-২৪)

তারা তাঁদের নেতার সাথে থেকে সজিাই সুখী ছিলেন এবং তাঁরা বখাৰ্খই সুখী হওয়ার যোগ্য ছিলেন।

হে আত্মাহু! বিপদ গমনের শৃঙ্খল হতে আহ্বান মুক্তিদাতা ও মিথ্যার অভিশাপ থেকে আহ্বান উদ্ধারকারী মুহাম্মাদের উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন এবং তাঁর মহান সাহাবীদের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার প্রতিদানস্বরূপ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।

৪৫. আপনার জীবন থেকে ক্লান্তি ও বিরক্তি দূর করুন

একই কাজ বারবার করতে হয় এমন নিয়ম মাসিক বা কুটির অনুসারে যারা জীবনযাপন করেন, তারা প্রায় অলম্বনীয়ভাবে বিরক্তি ও ক্লান্তির শিকার হয়ে পড়বেন। বিশেষ করে এ কারণে যে, পরিবর্তনের অভাবে বজাবতই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এ কারণেই সর্বশক্তিমান মহান আত্মাহু আমাদেরকে বিভিন্ন স্থান-কাল, বান্য-পানীয়, সৃষ্টি-বৈচিত্র, যেমন- দিন-রাত, পাহাড়-সমভূমি, সাদা-কালো, ঠাণ্ড-গরম, আলো-ছায়া ও টক-মিষ্টি দান করেছেন। আত্মাহু তাঁর কিতাবে এই বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করেন-

“তাদের (মৌমাছির) পেট থেকে বিভিন্ন রঙের (মধুর) পানীয় বেরায়।”

(১৬-সূরা আন নাহল : আয়াত-৬৯)

“তারা একই স্থলে একাধিক বা এক মাথাখয়াল্য বেজুর গাছ।”

(১৩-সূরা রা'আদ : আয়াত-৪)

“আর বিভিন্ন বাদের শস্য, যম্বুকুন ও ডালিম (বর্ণে, আকারে ও স্বাদে) সন্ধান ও বিসন্ধান।” (৬-সূরা আল আন'আম : আয়াত-১৪১)

“আর পাহাড়ের মাঝে আছে সাদা-লাল বিচিত্র বর্ণের গাছ।”

(৩৫-সূরা ফাতির : আয়াত-২৭)

“আর আমি মানুষের মাঝে এদিনগুলোকে পর্যায়ক্রমে আবর্তন করি।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৪০)

বনী ইসরাঈলদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয়েছিল তা সর্বোত্তম খাদ্য হওয়া সত্ত্বেও শুধু একমাত্র খাদ্য হওয়ার কারণেই তাদের তা বেতে ভালো লাগছিল না। (এবং তারা বলেছিল :) “আমরা একই রকম খাদ্য সহ্য করতে পারব না।” (২-সূরা বাকার : আয়াত-৬১)

আল-মামুন একবার দাঁড়িয়ে, একবার বসে ও একবার হাঁটতে হাঁটতে (আরবী ২২তম সত্যবর্ণের মূল পুস্তক থেকে এ অংশটুকুর অনুবাদ করা হল। -অনুবাদক) এভাবে পালকদল করে করে পাঠ করতেন এবং বলতেন : ‘আত্মা সনাই ক্রান্তিকর।’

“যারা (শরবৎ এবং সালাতের) দাঁড়িয়ে, বসে ও তরে তরে আল্লাহর জিকির করে...” (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৯১)

ইসলামে যে সব ইবাদতের বিধান জারি বা প্রণয়ন করা হয়েছে তা নিয়ে আপনার গভীরভাবে ভেবে নেবা উচিত। কলবের আমল, জিহ্বার আমল, হৃদয়ের আমল ও মস্ত কান্নে সম্পদ ব্যয় করার আমল বা সম্পদের আমল। সালাত, রোজা, হজ্জ, ফাকাত ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর রাজ্য জিহাদ হলো ইবাদতের কয়েকটি উদাহরণ। সালাতে দাঁড়ানো, কুতু, সিজদা ও বসা (ইত্যাদি অবস্থা) আছে। আপনি যদি বিশ্রাম, সজীবতা ও বিরামহীন উপাদানের আশা করেন তবে আপনার কাজের ধরন, পড়ার ধরন ও জীবন-যাপন প্রশালীতে পরিবর্তন আনুন।

উদাহরণস্বরূপ পড়ার ব্যাপারে বলছি— যখন পড়বেন তখন বিষয় পরিবর্তন করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াচনা করুন—যেমন একবার নবী (আ) এর নবীজীবনী, একবার সাহাবীদের জীবনী, একবার হাদীস, একবার ফিকহ, আরেকবার ইতিহাস, কনিক পরে সাহিত্য, তারপর সাধারণ জ্ঞানের বই ও এভাবে পালকক্রমে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়ুন। এর সর্বোত্তম উদাহরণ ও ব্যাখ্যা হলো কুরআন মাজিদ। (কারণ, কুরআনে এভাবে এসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে—বদানুবাদক) আপনার সমস্তকে ইবাদত, বৈধ আমোদ-আহ্লাদ, বন্ধুদের দেখতে যাওয়া, অতিথি আপ্যায়ন, খেলা-ধুলা বা প্রমোদ ভ্রমণের মাঝে ভাগ করে দিন; তবেই আপনি নিজেকে প্রাণবন্ত, সজীব ও উজ্জ্বল ব্যক্তিরূপে পাবেন; কেননা, আত্মা বিভিন্নতা ও নতুন নতুন জিনিসে আনন্দ পায়।

৪৬. দুশ্চিন্তা পরিহার করুন

দুঃখিত হবেন না, কেননা আপনার প্রতিপালক বলেন—

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ .

“(হে মুহাম্মদ), আমি কি আপনার বক্ষ আপনার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেইনি?” (৯৪-সূরা আল ইনশিরাহ : আয়াত-১)

এ আয়াতের সংবাদ যারা হকুপত্বী, যারা নূরের পথে চলে এবং যারা হিদায়াতের পথে চলে তাদের সবার জন্য প্রযোজ্য।

“যার অন্তর আত্মাহ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন, ফলে সে তাঁর প্রচুর নূরের পথে চলে তবে কি সে ব্যক্তি (কাফেরের মতো)? অতএব, সে সব কঠোর আত্মার লোকেরা অভিশপ্ত-যারা আত্মাহর জিকিরে বিমূৰ্ছ।”

(৩৯-সূরা আশ সুমার : আয়াত-২২)

সুতরাং, এমন সত্য বিষয় আছে, যা অন্তরকে প্রশস্ত করে এবং এমন অসত্য বিষয় আছে, যা অন্তরকে কঠোর করে।

“আর আত্মাহ বাক্যে হিদায়াত করতে চান, তার অন্তরকে তিনি ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন।” (৬-সূরা আল আন’আম : আয়াত-১২৫)

অতএব, এ ধর্ম গ্রহণ করা ও এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এক কাম্বিত ও বাস্তব বিষয়, যা অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও ধন্য লোক ছাড়া অন্য কেউ লাভ করতে পারে না।

“দুশ্চিন্তা, দুর্জীবন ও ভয় করো না, নিশ্চয় আত্মাহ আমাদের সাথে আছেন।”

(৯-সূরা আত্বা : আয়াত-৪০)

“যে সব (ইমানদার) লোকদেরকে (কাফের) লোকেরা বলেছিল, অবশ্যই (কাফের) লোকেরা তোমাদের (বিকল্পে যুদ্ধ করার) জন্য অমর্যেত হয়েছে, অতএব, (তোমরা মুমিনগণ) সেই (কাফের) লোকদেরকে ভয় কর। এতে তাদের ইমান আরো বৃদ্ধি পেল এবং তারা বলল, ‘আমাদের জন্য আত্মাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক।’”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৭০)

আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ, অভিভাবকত্ব ও করুণাতে বাদের ঈমান বা বিশ্বাস আছে অরার (উপরোক্ত) এই আয়াতের এই কথা (আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধারক!) বলে।

আমাদের পক্ষে তাঁর যথেষ্ট হওয়া আমাদেরকে অন্যদের উপর নির্ভর করা থেকে মুক্তি দেয় এবং তাঁর অভিভাবকত্ব আমাদেরকে রক্ষা করে।

“হে নবী (মুহাম্মদ), আপনার জন্য এবং যেসব মুমিন আপনাকে অনুসরণ-অনুকরণ করে ও আপনাদের আনুগত্য করে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।” (৮-সূরা আনকাল : আয়াত-৬৪)

“এবং সেই চিরজীবের উপর নির্ভর (তাওয়াক্কুল) কর, যিনি মৃত্যুবরণ করবেন না।” (২৫-সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৫৮)

“এবং (হে মুহাম্মদ) ধৈর্য ধরুন, আর আল্লাহর সাহায্য চাড়া আপনার ধৈর্য ধরা সম্ভব নয় এবং তাদের নিজে দুঃখ করবেন না। আর তারা যে চক্রান্ত করে তাতে কষ্ট পাবেন না। অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকী এবং সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।” (১৬-সূরা আন নাহল : আয়াত-১২৭-১২৮)

এ আয়াতে ‘আল্লাহ তাদের সাথে আছেন’ এ কথা দ্বারা তার অনুগত বান্দাদের রক্ষণাবেক্ষণ, যত্ন, সমর্থন ও অভিভাবকত্বের এক বিশেষ রহস্যের কথা বুঝানো হয়েছে। আর তাদের ঈমান, আমল ও চেষ্টার পরিমাণ মাফিকই তারা এই কল্যাণ লাভ করবে।

“অতএব, তোমরা (শত্রুদের বিরুদ্ধে) দুর্বল হয়ে না এবং দুচ্ছিন্তাগ্রস্তও হয়ে না। আর তোমরাই (বিকারী হয়ে) শ্রেষ্ঠ হবে- যদি তোমরা (সত্যিকার) মুমিন হয়ে থাক।” (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৯)

“সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তারা তোমাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অতঃপর তাদেরকে কোনও সাহায্য করা হবে না।”

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১১১)

“আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, অবশ্যই আমি এবং আমার রাসূলগণই বিজয়ী হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশীল।”

(৫৮-সূরা আল হুজাদালা : আয়াত-২১)

“নিশ্চয় আমি আমার বাঙ্গালদেরকে আর মুসলিমদেরকে পার্থিব জীবনে এবং যে দিন সাক্ষীরা দণ্ডব্রহ্মান হবে সেদিন সাহায্য করব।”

(৪০-সূরা আল মু'মিন : আয়াত-৪১)

“আর আমি আমার বিষয় আন্তাহর নিকট সমর্পণ করছি। নিশ্চয় আন্তাহ্ তাঁর বাঙ্গালদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তাই আন্তাহ্ তাকে তাদের হৃদয়কে থেকে রক্ষা করলেন।” (৪০-সূরা আল মু'মিন : আয়াত-৪৪-৪৫)

“এবং আন্তাহর উপরই যেন মুসলিমগণ নির্ভর করেন।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১২২)

৪৭. দুশ্চিন্তা করবেন না

আজই যেন আপনার শেষ দিন এভাবে আজকের দিনটি কাটান। এ ধরনের মানসিকতা ও জীবন সম্বন্ধে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যদি থাকে তবে রাগ-দুঃখে প্রবৃত্তি দিয়ে আপনার সামান্য যে সময়টুকু আছে তা নষ্ট করাব কোন যুক্তি নেই। এক হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেন—

إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ

“সকাল বেলা সন্ধ্যাবেলা দেখার আশা করো না। আর সন্ধ্যাকালে সকাল বেলা দেখার আশা করো না।”

অন্য কথার অতীত নিয়ে না ভেবে ও ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে আশা-দেহ-মন নিয়ে জীবন শুধু আজকের জন্যই।

একজন আরব কবি বলেন—

“যা অতীত হয়ে গেছে তা চিরদিনের জন্য চলে গেছে আর যা আশা করা হয় তাতো অজানা —অজ্ঞাত।”

আর তোমার যা আছে তা হলো বর্তমান মুহূর্তটি।”

অতীতের চিন্তায়-বিচোয় হওয়া এবং অতীতের দৃষ্ট-কটকে বর্তমানে টেনে আনা অস্থির ও অসুস্থ মনের লক্ষণ।

চীনা (চীন দেশীয়) প্রবাসে কথা হয়—

“সেতুতে পৌছার আগেই সেতু পার হয়ে না।”

অন্য কথার, ঘটনা ঘটাব আগেই তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না।

আমাদের একজন ধর্মিক পুরুষেরী বলেছেন—

“হে আদম সন্তান! নিশ্চয় তোমাদের দিন মাত্র তিনটি। গতকাল আর এটি তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আপাতকালে যা এখনও আসেনি এবং আজ। সুতরাং আজকের দিনে আল্লাহকে ভয় কর, তাঁকে মান্য কর।”

যে নাকি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের উদ্বেগ নিয়ে বেড়াই সে কিভাবে বাঁচতে পারে? তা ইতোমধ্যে ঘটে গেছে সর্বনা তার কথা মনে করে করে মানুষ কিভাবে শান্তি পেতে পারে? যে অতীতের দুঃখজনক ঘটনার কথা মনে করে, সে শুধু ব্যথাই পায়, এতে তার কোন লাভ হয় না।

“সকালে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচার আশা করো না ও সন্ধ্যায় সকাল পর্যন্ত বাঁচার আশা করো না।”

এ কথার অর্থ হল এ পৃথিবীর জন্য আমাদের বড় ধরনের ও দীর্ঘ-কালীন আশা থাকা উচিত নয়। মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করুন। নেক আমল করার জন্য আগ্রহ চেষ্টা করুন। আপনার উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে আজকের দিনের সীমা পেরিয়ে যেতে দেবেন না। এ নীতি আপনাকে মনোযোগী হতে এবং প্রতিদিন উৎপাদনশীল হওয়ার জন্য আপনার সমস্ত শক্তিকে ব্যয় করতে সাহায্য করবে। দক্ষতার সাথে সময়কে কাজে লাগান এবং আপনার আচার-আচরণ, চাল-চলনের উন্নতি করে, আপনার বাস্তবের যত্ন নিয়ে ও অন্যের সাথে আপনার সম্পর্ক দৃঢ় করে আজ কোন কিছু অর্জন করার জন্য আপনার সকল প্রচেষ্টাকে কাজে লাগান।

৪৮. উষ্মতা দূর করুন-একটু ভাবুন

দুঃখিত হবেন না, কেননা যা তক্বীয়ে আছে তা ভোঁ সিদ্ধান্ত করা হয়ে গেছে এবং আপনি পছন্দ না করলেও তা ঘটবে। কলমের কালি তক্বিয়ে গেছে, কাগজ তক্বিয়ে নেয়া হয়েছে এবং সবকিছু দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাই আপনার দুঃখ বাস্তবজগৎকে একটুও পান্টাতে পারবে না।

দুঃখ করবেন না, কারণ আপনার বিষণ্ণতার দ্বারা আপনি সময়ের প্রতিরোধ করতে চান, সূর্যকে তার উদয়স্থলে থামিয়ে নিতে চান, খড়্গের কাঁটাকে ছিন্ন-নিচল করে দিতে চান, পেছনের দিকে হাঁটতে চান এবং নদীকে তার উৎসের দিকে উল্টো বহাতে বা প্রবাহিত করতে চান যা সবই অসম্ভব। (অর্থাৎ আপনার বিষণ্ণতার কারণে এতলোর পরিবর্তন যেমন সম্ভব নয়, তেমনই আপনার অপ্যার পরিবর্তনও সম্ভব নয়; সুতরাং বিষণ্ণ হয়ে কোন লাভ নেই-এ কথাই লেখক এখানে বুঝাতে চাচ্ছেন। -বিশ্বানুবাদক)

বিষণ্ণ হবেন না, কারণ বিষণ্ণতা ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঠেঁটগুলোকে ভাংকরভাবে আছড়ায়। পরিবেশকে নষ্ট করে বা বায়ুমণ্ডলকে পরিবর্তন করে এবং সমুদ্র বাগানের ফুটন্ত ফুলগুলোকে ধ্বংস করে।

বিষণ্ণ হবেন না, কেননা বিষণ্ণ ব্যক্তি তার মতো, যে নাকি তলায় ছিন্নমূলক বালতিতে পানি ঢালে। যে লেখক নিজের আত্মা নিয়ে পানিতে লিখতে চায় সে (অর্থাৎ বিষণ্ণ ব্যক্তি) তার মতো।

দুঃখিত হবেন না, কারণ প্রকৃত জীবন কাল হাঙ্গা হয় দিনের সংখ্যা নিয়ে-যে দিন আপনি কাটাচ্ছেন। সুতরাং আপনার দিনগুলোকে দুঃখ করে করে শেষ করবেন না। আপনার স্নাতকলোকে দুঃখ করে নষ্ট করবেন না এবং আপনার সময়ের অপচয় করবেন না। কারণ, সত্যসত্যই আল্লাহ্ অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না।

বুদ্ধ্যা করবেন না, কেননা সত্যিই আপনার প্রভু পাণ মার্জনা করেন ও অনুতাপ-অনুশোচনা গ্রহণ করেন (অর্থাৎ ওলাহ্ মাফ করেন ও তওবা কবুল করেন)।

"বলুন : "হে আমার সৈসব বান্দরা! যারা (ওলাহ্ করে) নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছ। তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়

আল্লাহ সকল পাপ কমা করে দিবে। নিশ্চয় তিনি অতি কমাশীল ও পরম কক্ষণীয়। (৩৯-সূরা আয হুমার : আয়াত-৫৩)

যখন আপনি এ আয়াতপাঠনি পড়েন তখন কি আপনার আত্মা শান্তি পায় না? আপনার উদ্বিগ্নতা ও দুশ্চিন্তা কি দূর হয় না? এবং আপনার সমগ্র সত্তার মধ্য দিয়ে কি সুখের প্রবাহ বয়ে যায় না?

তাদের আত্মাকে পোষ মানাতে তিনি তাদেরকে 'হে আমার বান্দারা!' বলে আহ্বান করেছেন। তিনি বিশেষ করে সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে এ কারণে উল্লেখ করেছেন, কারণ তারা অন্যদের তুলনায় অনবরত গুনাহ করতে বেশি অভ্যস্ত। তাহলে অন্যদের জন্য আল্লাহর করুণা কতই না বেশি হবে! এভাবে তিনি তাদেরকে হত্যাশ হওয়া থেকে এবং কমা পাওয়ার আশাহত হওয়া থেকে বারণ করেছেন। এবং তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যে তওবা করবে তার ছোট-বড়, সাংখ্যাত্মিক বা ভুল সব গুনাহই তিনি কমা করে দিচ্ছে।

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَفْتَرَوْا لِذُنُوبِهِمْ - وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ .

"আর যারা কোন অপ্রীতি কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে অমনিই আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহর নিকট তাদের পাপের জন্য কমা প্রার্থনা করেন এবং জেনে গুনে তারা যে (পাপ) করেছে তা করতে থাকেন না (তাদেরকে আল্লাহ কমা করে দিবে)। আর আল্লাহ ছাড়া কে আছে যে পাপ কমা করতে পারবে?" (৩-সূরা বালে ইমরান : আয়াত-১৩৫)

"আর যে মন্দ কাজ করে বা নিজের প্রতি অভ্যূচার করে তারপর আল্লাহর নিকট ইসতিফকার করে বা গুনাহ মাফ চায়, সে আল্লাহকে মধ্য কমাশীল ও পরম দয়ালু হিসেবে পাবে।" (৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-১১০)

"তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা তার মধ্য হতে বড় বড় গুনাহ এড়িয়ে চল, তবে আমি তোমাদের (ছোট ছোট) পাপ কমা করে দিব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থান বেহেশতে প্রবেশ করাব।"

(৪-সূরা নিসা : আয়াত-৩১)

“আর যদি তারা নিজেদের প্রতি অবিচার করে আপনার নিকট এসে আল্লাহর কাছে প্রাপ্তি কামা চায় এবং তাদের জন্য রাসূলও কামা চান তবে তারা আল্লাহকে অবশ্যই পরম কমানীল ও পরম দয়ালু হিসেবে পাবে।”

(৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-১৪)

“আর যে ব্যক্তি তওবা করে, ঈমান আনে ও আমলে সাধেই করে, অতঃপর হিদায়েতের পথে চলে সে ব্যক্তিকে অবশ্যই আমি কামা করে দিব।”

(২০-সূরা ত্বাঃ : আয়াত-৮২)

তবে কি আপনি এসব (উপরোক্ত পৌচটি) আয়াতসমূহ পড়তে আনন্দ পান না?

মুসা (আ) যখন একজন লোককে (অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুলক্রমে) হত্যা করে ফেলেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন—

“হে আমার প্রভু! আমি অবশ্যই আমার প্রতি জুলুম করেছি, তাই আমাকে কামা করে দিন। তারপর তিনি তাকে কামা করে দিলেন।”

(২৮-সূরা আল কাহফ : আয়াত-১৫)

দাউদ (আ) যখন অনুভূত হলে তখন আল্লাহ বলেন—

“অতঃপর আমি তার সে ভুল ক্ষমা করেছিলাম এবং তার জন্য আমার নিকট নৈকট্য ও সন্ত পরিণাম রয়েছে।” (৩৮-সূরা জোহাদ : আয়াত-২৫)

আল্লাহ কতই না উৎকৃষ্ট, করুণাময় ও উদার! এমনকি যারা ত্রিভুবাঙ্গে বিশ্বাস করে তারাও যদি তওবা করে, তবে তিনি তাদেরকেও তাঁর করুণা ও ক্ষমার প্রস্তাব করেছেন।

“তারা অবশ্যই কুফুরি করে যাবা বলে যে, ‘আল্লাহ তিনজনের মধ্যে তৃতীয় (একজন)’; অথচ একমাত্র ইলাহ (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তারা যা বলে তা হতে ভাণ্ডা বিরত না হলে তাদের মধ্য হতে যারা কুফুরি করেছে তাদের উপর অবশ্যই অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে। তবে কি তারা আল্লাহর নিকট তওবা ও ইসতিফহার করবে না? আল্লাহ তো অত্যন্ত কমানীল ও পরম মেহেরবান।” (৫-সূরা মাঈদা : আয়াত-৭৩-৭৪)

একখনি নির্ভরযোগ্য (সহীহ) হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেন—

“আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “হে আদম সন্তান! তুমি যখন আমার নিকট প্রার্থনা করবে ও আমার নিকট আশা করবে তখন তোমার আশা, একনিষ্ঠতা ও বিশ্বাস অনুসারে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব আর এতে আমি কিছু মনে করব না (বা কারো পরওয়া করব না); হে বনী আদম! যদি তোমার গুনাহের পরিমাণ আকাশের চূড়ার সমানও হয়, তারপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। এবং তাতে আমি কিছু মনে করব না (বা এতে আমি কারো পরওয়া করব না)। হে বনী আদম সন্তান! যদি তুমি আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে পৃথিবীর সমগ্রপরিমাণ পাপ নিয়ে আমার নিকট আস তারপর আমার সাথে সাক্ষাৎ কর, তবে আমিও তোমার নিকট পৃথিবীর সমগ্রপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে আসব।”

ইমাম বুখারী (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“দিনের বেলা যারা পাপ করেছে তাদেরকে মাফ করার জন্য নিশ্চয় আল্লাহ রাহিবেলা তাঁর হাত প্রসারিত করেন। এবং রাত্রিবেলা যারা গুনাহ করেছে তাদেরকে ক্ষমা করার জন্য দিনের বেলা তাঁর হাতকে প্রসারিত করে দেন। এবং সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এক্রূপ করতে থাকবেন।” আরেকটি নির্ভরযোগ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেন, আল্লাহ বলেন—

“হে আমার বান্দরা! তোমরা অবশ্যই দিন-রাত গুনাহ কর, আর আমি সব পাপ মাফ করে দেই। অতএব, তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও। তাহলেই আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব।”

আরেকটি নির্ভরযোগ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেন—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كُنْتُمْ تُدْرِكُونَ الْكَذَّابَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَكِنَّا
بِقُرْمٍ آخِرِينَ يُدْرِكُونَ فَيَسْتَفْرِوْنَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ .

“যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, যদি তোমরা গুনাহ না করত (এবং এর কারণে অহংকার বশত: ক্ষমা না চাইত) তবে আল্লাহ তোমাদেরকে দূর করে অবশ্যই অন্য জাতিকে আনতেন যারা পাপ করে পরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতো ফলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।” (এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ক্ষমা চাওয়াকে পছন্দ করেন। -বসানুবাদক)

এবং নবী করীম ﷺ আরো বলেছেন—

“যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ; যদি তোমরা পাপ না করত তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে এমন কিছুই ভয় করতাম যা ক্রোধের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর আর তা হলো আত্মগরিমা।”

অন্য একটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন—

كُلُّكُمْ غُطَّاءٌ، وَغَيْرُ الْغُطَّائِ مِنَ النَّارِ أَوْفُونَ.

“তোমরা সবাই পানী আর সর্বোত্তম পানী তাঁরাই যারা তওবাকরী।”

নিম্নের এই নির্ভরযোগ্য হাদীসখানিতে নবী করীম ﷺ আরো বলেন—

“আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবাতে তোমাদের সে ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশি হন, যে নাকি তার সওয়ারী বা বাহুনের উপর ছিল, এর উপর তার খাদ্য-পানীয়ও ছিল তারপর বাহনটি তার কাছ থেকে মরুভূমিতে হারিয়ে গেল, তারপর সে এটাকে খুঁজতে খুঁজতে না পেয়ে হতাশ হয়ে গেল, এরপর ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর ঘুম থেকে জেগেই দেখে বাহনখানি তাঁব মাথার কাছে। ফলে সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে ভুলে বসে ফেলল, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রভু’, ভীষণ খুশির চোটেই সে ভুল করে ফেলল।”

নির্ভরযোগ্যভাবে আরেক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি ﷺ বলেছেন :

“নিশ্চয় এক বান্দা গুনাহ করে বলল, ‘হে আল্লাহ! আমার পাপ ক্ষমা করে দিন, কেননা, আপনি ছাড়া কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।’ তারপর আবারও পাপ করে বলল, ‘হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাক করে দিন, কেননা, আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।’ এরপর আবারও গুনাহ করে বলল, হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। কারণ, আপনি ব্যতীত কেউই গুনাহ মার্জনা করতে পারবে না।’ অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমার বান্দা জানে যে, তার একজন প্রভু আছেন যিনি কাউকে পাপের কারণে শাস্তিও করবেন এবং কাউকে ক্ষমা করে দিবেন। অতএব আমার বান্দা যা ইচ্ছা করুক। অর্থাৎ (এভাবে গুনাহ হয়ে গেলে তওবা করতে থাক এবং) যতক্ষণ পর্যন্ত সে অনুতপ্ত হতে থাকবে, অনুশোচনা ও তওবা করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে ক্ষমা করতে থাকব।”

৪৯. দুঃখিত হবেন না- সব কিছুই তাগ্যানুসারে ঘটবে

তব্বীদের অনুশাস্তে ও যা সিদ্ধান্ত করা হয়েছে সে অনুসারেই সব কিছু ঘটে। মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত মুসলিমদের ধর্ম-বিশ্বাস এমনই। আগ্নাহর ইলমের বাইরে, তাঁর অনুমতি ছাড়া এবং ঐশী পরিকল্পনা ছাড়া এ বিশ্ব জগতে কোন কিছুই ঘটে না।

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا . إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ .

“পৃথিবীতে এবং তোমাদের মাঝে যে বিপর্যয় আসে তা আমি ঘটানোর পূর্বেই কিতাবে নিশ্চিহ্ন আছে, নিশ্চয় সে কাজ আগ্নাহর পক্ষে সহজ।”

(৫৭-সূরা আল হাদীদ : আয়াত-২২)

إِنْ كُنْ مِنْ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ .

“নিশ্চয় আমি প্রতিটি জিনিসকেই তার পূর্বনির্ধারিত অনুসারেই সৃষ্টি করি।”

(৫৪-সূরা আল ক্বার : আয়াত-৪৯)

“এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও মরনের ক্ষতি ইত্যাদি কতিপয় জিনিস দ্বারা পরীক্ষা করব এবং (হে নবী মুহাম্মাদ!) আপনি ধৈর্যশীলদেরকে (আগ্নাহতের) সুসংবাদ দিন।”

(২-সূরা বাক্বার : আয়াত-১৫৫)

একটি হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন-

“মুসলিমের কাজ বড়ই আশ্চর্যজনক! নিশ্চয় তাঁর সব কাজই তাঁর জন্য কল্যাণকর। যখন তাঁর কোন কল্যাণ হয় তখন তব্বন তব্বিয়া আদায় করে, ফলে তা তাঁর আরো কল্যাণকর হয়ে যায়। আর যখন তাঁর কোন ক্ষতি হয় তখন সে হৈর্ষ ধারণ করে, ফলে সে ক্ষতিও তাঁর জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়। আর এমনটি মুসলিম ছাড়া অন্য কারো জন্যই হয় না।”

একটি বিখ্যাত হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন-

“যখন তুমি কোন কিছু চাইবে, তখন তুমি তা আগ্নাহর নিকটে চাও, আব যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন তুমি আগ্নাহর নিকটেই সাহায্য চাও। আর

জেনে রাখ যে, সব মানুষও যদি কোন বিষয়ে তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয় তবুও তারা তা করতে পারবে না। তবে আল্লাহ তোমার ভাগ্যলিপিতে যেটুকু লিখে রেখেছেন ততটুকু উপকার করতে পারবে। আর যদি তারা তোমার ক্ষতি করার জন্যও একত্রিত হয় তবুও তারা তা করতে পারবে না, তবে তোমার ভাগ্যলিপিতে আল্লাহ যেটুকু লিখে রেখেছেন—সেটুকু ক্ষতি তারা করতে পারবে। কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে এবং (কালিতে লিখিত) পৃষ্ঠাসমূহ ভকিয়ে গেছে।”

নবী করীম (তঁার উপর কল্যাণ ও শান্তি বর্ষিত হোক) আরো বলেছেন—

“এবং জেনে রাখ যে, যা তোমার নিকট এসেছে তা তোমার নিকট না আসার ছিল না এবং যা তোমার নিকট আসেনি তা তোমার নিকট আসার ছিল না।”

অন্য একটি নির্ভরযোগ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“যা তোমার উপকার করবে তার জন্য চেষ্টা কর, আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও, দুর্বল হয়ো না ও এ কথা বলো না যে, আমি অমুক অমুক কাজ করলে অবস্থা এমন এমন হতো। বরং একথা বল যে, আল্লাহ সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন এবং তিনি যা চান তা তিনি করেন।”

আরো একখানি নির্ভরযোগ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“বান্দার জন্য আল্লাহ যে ফকসালা করেন তা তাঁর জন্য কল্যাণকর।”

শাইবুল ইসলাম আব্দামা ইবনে তাইমিয়াহকে পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো, এটা কি কারো জন্য উপকারী? তিনি বললেন। “হ্যাঁ, তবে এ শর্তে যে, পাপের পর লজ্জিত, অনুতপ্ত, ক্ষমা প্রার্থনাকারী ও মানসিকভাবে চরম অনুতপ্ত হতে হবে।”

মহান আল্লাহ বলেন—

“এবং এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা অপছন্দ কর তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর আর এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা পছন্দ কর তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর এবং আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না।”

৫০. দুঃখিত হবেন না- একটি সুবদায়ক পরিণতির জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন

নিচের হাদীসখানি তিরমিযী শরীফে পাওয়া যায়-

“সর্বোত্তম ইবাদত হলো (ধৈর্য সহকারে) ব্যতির জন্য অপেক্ষা করা।”

“الْبَسْرَ الصَّبْرُ بِقَرِيبٍ - প্রত্যন্ত কি নিকটবর্তী নয়?”

(১১-সূরা হূম : আয়াত-৮১)

দুর্নশায়াস্তনের প্রত্যন্ত আনির্ভূত হচ্ছে, সুতরাং এর জন্য অপেক্ষা করুন। একটি আরবী প্রবাদ আছে, “রশি যদি বেশি কষে তবে তা ছিড়ে যায়।”

অন্য কথায়, যদি কোন অবস্থা সংকটজনক স্তরে পৌঁছে যায় তবে আলো ও বোলা পথের প্রত্যাশা কর। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

“আর যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তবে আল্লাহ তাঁর পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দিবেন।”

(৬৫-সূরা আত তালাব্ব : আয়াত-৫)

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে - আল্লাহ তাঁর কাজ সহজ করে দেন।”

(৬৫-সূরা আত তালাব্ব : আয়াত-৪)

একখানি নির্ভরযোগ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ আল্লাহর এ কথা বলেন-

“আমার বাচ্চা আমার প্রতি যেকোন ধারণা পোষণ করে আমি (তার প্রতি) স্নেহপই (আদরন করি); সুতরাং, সে যেকোন ইচ্ছা আমার প্রতি স্নেহপই ধারণা পোষণ করুক।”

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন-

“অবশেষে যখন রাসূলগণ হত্যাশ হয়ে গেলেন আর মানুষেরা ধারণা করল, তাদেরকে (অর্থাৎ রাসূলদেরকে) মিথ্যে আখ্যায় দেয়া হয়েছে বা (নবীপদ ভাবলেন,) মানুষেরা তাদেরকে মিথ্যাক ভাবছে, তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য আসল। অতএব, আমি যাকে ইচ্ছা করি সে মুক্তি পায়।”

(১২-সূরা ইউসূফ : আয়াত-১১০)

জেনে রাখুন যে, কষ্টের সাথে অবশ্যই বস্তি আছে। কোন কোন মুফাখির বা কুরআনের ব্যাখ্যাকার বলেন, “একটি সজ্জা দু’টি আরামকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না।” এবং এ কথাকে তারা হাদীস মনে করেন।

নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“জেনে রাখ যে ধৈর্যের মাধ্যমে বিজয় আসে এবং কষ্টের মাধ্যমে আবাম আসে।”

একজন আরবী কবি বলেছেন—

“যখন নাকি কিছু চোখ ঘুমিয়ে আছে তখন কিছু আঁধি আছে বিশ্রামহীন,
কী ঘটবে আর কী ঘটবে না তা নিয়ে শক্তির ধ্যানমগ্ন;

অতএব, যথাসম্ভব দুঃখিতা ত্যাগ কর;

কেননা, দুঃখিতার বোঝা বহন করা পানলামি।

তোমার প্রভু আছেন, যিনি তোমার গতকালের সমস্যা সমাধান করেছেন,
তিনিই আগামীকালও তোমার যা সমস্যা হবে তা সমাধান করবেন।”

আরেক আরবী কবি বলেছেন—

১. دُعِ الْمَقَا دِيرَ تَجْرِئِي نِيْ اَعْيُنِهَا * وَلَا تَسْبَعْنِ اِلَّا خَالِي الْبَالِ

২. مَا بَيْنَ غَمَضَةِ عَيْنٍ وَاتِّبَاعِهَا * يُغَيِّرُ اللَّهُ مِنْ حَالٍ اِلَى حَالٍ

১. “ঘটনা প্রবাহকে তার পূর্বনির্ধারিত পথে চলতে দাও, আর দুঃখিতামুক্ত মন নিয়ে ঘুমাও।

২. কেননা, আল্লাহ এক শব্দের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন করে দেন।

৫১. সুফলের জন্য ধৈর্যসহ অপেক্ষা করুন

পাতালকুঠুরিতে আপনার যে সম্পদ জমা করে রাখা আছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। আত্মাহুত প্রতি আপনার যদি বিশ্বাস না থাকে তবে উচ্চ প্রশান ও সবুজ বাগানসমূহ আপনাকে তথু দুশ্চিন্তা, দুঃখ-বেদনা ও হতাশাই বয়ে এনে দিবে।

বিষন্ন হবেন না

এখনকি আপনার চিকিৎসকের রোগ নির্ণয় ও তাঁর ঔষুধও আপনাকে সুখী করতে পারবে না যদি আপনি বিষণ্ণতাকে আপনার অন্তরে বাস করতে দিয়ে আপনার আবেগ ও অস্তিত্বে প্রবাহিত হতে দেন বা আপনি যদি বিষণ্ণতা আপনার আবেগ ও অস্তিত্বে প্রবাহিত হতে দিয়ে আপনার অন্তরে বাস করতে দেন।

দুঃখ করবেন না

কারণ, আত্মাহুত নিকট আত্মা আবেদন করার ক্ষমতা এবং রাজামিরাজের দরবারে একান্ত বিবীত হওয়ার ক্ষমতা তো আপনার আছে। আত্মাহুত নিকট সর্নির্ভক আবেদন করার জন্য এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় গিয়ে জমিনে আপনার মাথা ঠেকানোর জন্য বরকতময় শেষ রাত্রি তো আছেই।

দুঃখিত হবেন না। কেননা, আত্মাহুত তায়ালো এ পৃথিবী ও এতে যা কিছু আছে তা সবই আপনার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি সুন্দর সুন্দর বাগান সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো (সে বাগানগুলো) নানান গাছে ও ফুলে ভরা, আর গুলো (সে গাছ ও ফুলগুলো) নারী-পুরুষ এই উভয় যুগলে সৃষ্টি। আর তিনি লম্বালম্বা ভালগাছ, বলমলে ভারকা, বন-বনানী, নদ-নদী ও বহু রূপা ধারা সৃষ্টি করেছেন-তবুও আপনি বেজার।

দুঃখিত হবেন না

কারণ আপনি বিতক্ত পানি পান করছেন, বিতক্ত বায়ু সেবন করছেন, সুস্থ শরীরে আপনার দু'গায়ে ভর করে হাঁটছেন এবং আপনি রাত্রিতে শান্তিতে ঘুমাচ্ছেন।

৫২. দুচ্ছিত্তা করবেন না : আল্লাহর নিকট বেশি বেশি কমা প্রার্থনা করুন। কেননা, আপনার প্রভু অতি কমাশীল

“নূহ (জা) তাঁর জাতিকে বললেন, “তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহা কমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা ও নদী-নালা সৃষ্টি করবেন।” (৭১-সূরা আন নূহ : আয়াত-১০-১২)

সুতরাং, আল্লাহর নিকট অতি ঘনঘন কমা প্রার্থনা করুন এবং তাহলেই আপুনি এ কাজের ফল পাবেন— আর তা হলো, মনের শান্তি, হৃদয়াল বিষিক, ধার্মিক সন্তান-সন্ততি এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত।

“আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ইসতিগফার ও তওবা কর, তা’হলে তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উত্তম সম্পদ জোগ করিতে দিবেন এবং অত্যন্ত শুভী ব্যক্তিকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিবেন।”

(১১-সূরা হূদ : আয়াত-৩)

এখানে ‘শুভী ব্যক্তি’ বলতে তাকে বুঝানো হয়েছে, যে নাকি সশরীরে, শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে, তাঁর সম্পদ দিয়ে এবং এমনকি দুটি ভালো কথা বলেও অজবী (পীড়িত ইত্যাদি) লোকদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা ও তাদের সেবা-শুশ্রূষা করে।

নবী করীম ﷺ বলেছেন : “যে ব্যক্তি প্রায়ই ইসতিগফার করে আল্লাহ তাঁর প্রতিটি দুচ্ছিত্তাকে বহিঃজনক করে দেন এবং প্রতিটি সমস্যা থেকে তাকে উদ্ধার করেন।”

বুখারী শরীফে একটি হাদীস আছে, যা ‘সায়োদুল ইসতিগফার’ নামে প্রসিদ্ধ।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ، خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا
عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا

صُنِعْتُ، آثَرُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَثَرُ بِذُنُوبِي قَاغِيْرِي،
فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

“(আর তা হলো) হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রভু, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এবং আমি আপনার বান্দা, আমি যথাসম্ভব আপনার অধীকার ও প্রতিশ্রুতির ওপর আছি। আমি যে সন্থ কাজ করেছি তার জন্য আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দান করেছেন তা আমি আপনার নিকট প্রীকার করছি এবং আমার পাপের কথাও প্রীকার করছি; সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন; কেননা, আপনি ছাড়া অন্য কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।”

৫৩. দুচিন্তা করবেন না-সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করুন

জিকির সহজে আল্লাহ বলেন-

أَلَا يَذْكُرُ اللَّيْطَمِينَ الْقُلُوبُ.

“নিশ্চয়, আল্লাহর জিকিরেই আত্ম প্রশান্তি লাভ করে।”

(১০-সূরা জা'আদ : আয়াত-২৮)

“সুতরাং (প্রার্থনা, প্রশংসা ইত্যাদির মাধ্যমে) তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।” (২-সূরা বাক্বরা : আয়াত-৫২)

“এক আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারীদের জন্য আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রেখেছেন।” (৩৩-সূরা আল আহযাব : আয়াত-৩৫)

“হে মুমিনগণ! তোমরা বেশি করে আল্লাহর জিকির কর এবং সকাল-বিকাল (কজরের সময় ও আসরের সময়) তাঁর তসবীহ বা প্রশংসা পাঠ কর।”

(৩৩-সূরা আল আহযাব : আয়াত-৪১-৪২)

“হে ইমান্দারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্পত্তি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির হতে অমনোযোগী করে না দেয়।”

(৬৩-সূরা আল মুনফিক্বীন : আয়াত-৯)

“এবং যখন তুমি ভুলে যাও তখন তুমি তোমার প্রভুকে শরণ করবে।”

(১৮-সূরা আল কাহাফ : আয়াত-২৪)

“এবং যখন তুমি ঘুম থেকে উঠ তখন তুমি তোমার প্রভুর সন্তোষে মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং রাত্রিকালে এবং তারকা অন্তর্গতদের পরেও তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।” (৫২-সূরা আত্ তুর : আয়াত-৪৮-৪৯)

“হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা কোন শত্রু বাহিনীর মোকাবেলা কর তখন বেশি বেশি আত্মাহুত শরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।”

(৮-সূরা আনকাল : আয়াত-৪৫)

একবারি সহীহ হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন-

“যে তাঁর প্রভুর জিকির করে আর যে তাঁর প্রভুর জিকির করে না এদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃতের মতো।”

নবী করীম ﷺ আরো বলেছেন-

سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ، قَالُوا : مَا الْمُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ :
الَّذِي يُؤْنِ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّائِرَاتِ.

“অন্য ব্যক্তি-বর্গ অন্যদেরকে ছাড়িয়ে গেছে।” সাহাবীগণ বললেন, “হে আত্মাহুত রাসূল! কান্না অনন্য ব্যক্তি-বর্গ?” নবী করীম ﷺ বললেন, “আত্মাহুতকে অধিক পরিমাণে শরণকরে এমন নারী এবং পুরুষগণ।”

আরেকটি বিচ্ছিন্ন হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন-

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ
وَأَحَبُّ لَكُمْ مِنْ إِنْشَاقِ الدُّعَى وَالْوَرْدِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ
تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟
قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : ذِكْرُ اللَّهِ.

“তোমাদের প্রভুর নিকট তোমাদের যে কাজ সর্বোত্তম ও পবিত্রতম, যা (সং-
কাজে) তোমাদের সৌনারূপা বায় করার চেয়েও ভালো এবং যা (জোহানের
সময়) তোমাদের শত্রুদের মোকাবেলা করে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া ও
তারা তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার চেয়েও উত্তম তার সংবাদ আমি কি
তোমাদেরকে দেব না?” সাহাবীগণ বললেন, “অবশ্যই! হে আল্লাহর রাসূল!”
নবী করীম বললেন, “আল্লাহর জিকির।”

একখানি সহীহ হাদীসে আছে—

“নবী করীম ﷺ এর কাছে একজন লোক এসে বলল : “হে আল্লাহর
রাসূল! আমার পক্ষে ইসলামের বিধানসমূহ অনেক বেশি হয়ে গেছে, অধিক
আমি বুঝ হয়ে গেছি, তাই আমাকে এমন (একটি সহজ) আমলের কথা
জানিয়ে দিন— যা আমি সর্বদা করতে পারব।” নবী করীম ﷺ বললেন,
“তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহর জিকিরে সর্বদা (মশগুল থাকার ফলে) নিজ
থাকে (তথ্য তাজা থাকে বা বাস্তব থাকে)।”

৫৪. বিষাদগ্রস্ত হবেন না— কখনও আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হবেন না

إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ رَوْحِ الْمَاءِ إِلَّا الْفَرَسُ الْكَفِرُونَ.

“কবির সম্প্রদায় ব্যতীত আল্লাহ রহমত হতে অন্য কেউ নিরাশ হয় না।

(১২-সূরা ইউসুফ : আয়াত-৮৭)

“অবশেষে রাসূলগণ যখন নিরাশ হয়ে গেল এবং ভাবল যে লোকেরা
তাদেরকে মিথ্যাক ভাবছে বা লোকেরা ভাবল যে তাদেরকে মিথ্যা বলা হয়েছে
তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য আসল।” (১২-সূরা ইউসুফ : আয়াত-১১০)

“এবং আমি তাকে মুক্তিদাতা হতে নাজাত বা মুক্তি দিলাম; এভাবেই আমি
মু’মিনদেরকে উদ্ধার করি।” (২১-সূরা আল আশিরা : আয়াত-৮৮)

“এবং তোমরা আল্লাহর সহক্ষে মনে মনে অনেক সন্দেহ গোষণ করছিলে।
সেখানে মু’মিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং ভীষণ কপ্পনে প্রকলিত
করা হয়েছিল।” (৩৬-সূরা আল আহযাব : আয়াত-১০-১১)

অন্যেরা আপনাকে যে (মানসিক) আঘাত দিয়েছে তা নিয়ে দুঃখ করবেন না বরং যারা আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন।

হিংসা-বিদ্বেষের মূল্য বিরাট, অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের বিনিময়ে প্রতিহিংসা পরায়ণ ব্যক্তিকে এ মূল্য পরিশোধ করতে হয়। সে তার মন ও রক্ত যাগের বিনিময়ে এ মূল্য পরিশোধ করে। প্রতিশোধ গ্রহণের মত পোতে চাওয়া এবং অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণে সে তার শান্তি, তার আরাম-আয়েশ ও তার সুখকে বিসর্জন দেয়।

হিংসা-বিদ্বেষও এমন এক রোগ যার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা চিকিৎসা ও অদুখ দিয়েছেন-

“এবং (তঁারাই মুক্তকণী) যারা জেনে সংহরণকারী ও মানুষের প্রতি অমানীল।” (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৪)

“ক্ষমা প্রদর্শন করুন, সংকাজের আদেশ দিন এবং দু’খদেরকে এড়িয়ে চলুন।” (৭-সূরা আল আ’রাফ : আয়াত-১৯৯)

“(মন্দকে) ভালো হারা দূর করুন। তাহলেই আপনার ও যার মাঝে শত্রুতা আছে (সে এমন হয়ে যাবে) যেন সে অন্তরঙ্গ বন্ধু।”

(৪১-সূরা হু-হীম-আস-সাজদাহ : আয়াত-৩৪)

এ আয়াতের মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহ্ মু’মিনদেরকে জোখের সমস্ত বৈধ ধারণ করতে এবং তাঁদের সাথে যারা দুর্ব্যবহার করেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে আদেশ করেছেন।

আপনার জীবনে যা অতীত হয়ে গেছে তা নিয়ে দুঃখ করবেন না; কেননা, প্রকৃতপক্ষে আপনি অনেক অনুরূপ-ধন্য।

যে বহু অনুরূপ ও দানে আল্লাহ্ তা’আলা আপনাকে ভূষিত করেছেন সেগুলোর কথা গভীরভাবে ভেবে দেখুন এবং সেগুলোর জন্য মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন। মহান আল্লাহর অসংখ্য করুণার কথা স্বরণ করুন; কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ হলেন-

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ .

“এবং যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে গণনা করতে চাও, তবে তখনও তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্রমান্বিত ও দয়ালু।” (১৬-সূরা নাহল : আয়াত-১৮)

“আর তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামত পূর্ণ করে নিয়েছেন। (৩১-সূরা লোকমান : আয়াত-২০)

প্রকাশ্য নেয়ামত বলতে বুঝায় ইসলামী একত্ববাদ বা তাওহীদ এবং বৈধ আনন্দ যেমন ভালো স্বাস্থ্য, ভালো বই এবং বৈধ বৌদ্র জীবন পরিচালনা ইত্যাদি, আর অপ্রকাশ্য নেয়ামত বলতে বুঝায় আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস বা তাওহীদের প্রতি ঈমান, ইলম বা জ্ঞান, প্রজ্ঞা বা হিকমত, নেক আমল করার জন্য হেনায়াত এবং আখেরাতে বেহেশতের আনন্দ ও পরমোন্মাদ ইত্যাদি।

“এবং তোমাদের নিকট যে নেয়ামত আছে তা (সবই) আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। অতঃপর তোমাদের হৃদয় কোন ক্ষতি হয় তখন তোমরা তাঁর নিকট সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাক।” (৩১-সূরা লোকমান : আয়াত-২০)

আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি তাঁর নেয়ামত প্রতিষ্ঠিত করার পর বলেছেন-

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ - وَلَكِنَّا وَشَفْنَيْنِ - وَهَدَيْنَا
النَّجْدَيْنِ -

“আমি কি তার জন্য দু’খানি আঁনি, একটি জিন্দা এবং দু’খানি ঠোঁট বানিয়ে দেইনি? আর আমি কি তাকে (ভালো ও মন্দ এ) দু’টি পথ দেখাইনি?

(৯০-সূরা আল বাক্বার : আয়াত-১০)

জীবন, স্বাস্থ্য, শ্রবণ ও দর্শন শক্তি, দু’হাত, দু’পা, গানি, বায়ু, বাদ্য- এগুলো হলো এ পৃথিবীর দর্শনসাধ্য ও দৃশ্যমান নেয়ামত। কিন্তু, সর্বোত্তম নেয়ামত হল ইসলাম ও হিদায়াত। যে ব্যক্তি আপনার আঁখিছন্ন, কর্ণছন্ন, পদছন্ন, হস্তছন্ন ও আপনার হৃদয়ের বদলে (আপনাকে) প্রচুর টাকার দিতে চায় তাকে আপনি কি বলবেন? বাস্তবে আপনার সম্পদের কতটা মাহাত্ম্য আছে কৃতজ্ঞ না হয়ে আপনি আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহ, দান, করুণা ও নেয়ামতের প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করেছেন না।

৫৫. তুচ্ছ জিনিস নিয়ে দুঃখ করবেন না

তুচ্ছ বিষয়ে নিঃখিগ্ন থেকে আপনি এমন এক গুণ প্রদর্শন করবেন যা আপনারকে সুখ বরণে এনে দিবে; কেননা, যার উদ্দেশ্য মহৎ তিনি গুণ পরকাল নিয়েই বিচোর হয়ে থাকেন।

আমাদের একজন ধর্মিক পূর্বসূরী তাঁর এক ভাইকে নিজের কথাগুলো দ্বারা উপদেশ দিয়েছিলেন-

“তুমি এমন একটি বিষয়ে উদ্ভিগ্ন হও- (আর তা হলো) আত্মাহুত সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে। তাঁর সম্মুখে প্রদর্শনীয় হওয়ার বিষয়ে এবং পরকালের বিষয়ে।”

“সেদিন তোমাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় হাজির করা হবে এবং সেদিন তোমাদের কোন গোপন বিষয় গোপন থাকবে না।”

(৭৯-সূরা আন নাবি'আত : আয়াত-১৮)

পরকালের উদ্ভিগ্নতার সাথে তুলনা করলে সব উদ্ভিগ্নতাই দূর হয়ে যায়। এ জীবনের দুঃখিতা, দুর্ভাবনা ও উদ্ভিগ্নতাসমূহ কী? সেগুলো হলো মান-মর্যাদা, নাম-ডাক-বশ-খ্যাতি, আর-রোজগার, ধন-সম্পদ, দানান-কোঠা ও সন্তান-সন্ততি। আত্মাহুত তা'আলার সামনে জবাবদিহিতার সাথে তুলনা করা হলে এগুলো কিছুই না।

মহান আত্মাহুত তাঁর শত্রু মুনাফিকদের বিবরণ এভাবে দিয়েছেন-

“আরেক দল (অন্যদেরকে ও নবী ﷺ-কে বাঁচানোর চিন্তা না করে নিজেদের কিতাবে বাঁচানো যায় সে বিষয়ে) নিজেদের চিন্তায় মগ্ন ছিল এবং আত্মাহুত ব্যাপারে ভুল ধারণা করেছিল এবং আত্মাহুত সবকিছু মিথ্যা ধারণা পোষণ করে নিজেদেরই নিজেদেরকে উদ্ভিগ্ন করেছিল।”

(৩-সূরা আলে ইমরান : ১৫৪)

তাদের চিন্তা গুণ নিজেদের জন্যই- তাদের পেটপূজা নিয়ে এবং তাদের কাম চরিতার্থ নিয়ে; তারা উচ্চতর কোন অভিজ্ঞতার কথা জানে না।

সাহাবীবীপণ যখন বাসুলুয়াহ রাঃ এর নিকট পাহের নিচে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিল তখন একজন মুনাফিক তার লাল উটের জন্য জড়াজড়ি মুটে গেল যেটা হারিয়ে গিয়েছিল। সে বলেছিল :

“তোমাদের বাইয়াতের অনুষ্ঠানের চেয়ে আমার উট খুঁজে বের করা আমার কাছে বেশি মিয়।”

একজন মুনাফিক যে নিজেকে নিয়েই উদ্বিগ্ন সে সর্দীসেবকে তামুক অভিযান সম্বন্ধে বলেছিল। পরমে অভিযানে বের হয়ো না।”

মহান আগ্রাহ বলেন—

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا .

“বলুন! (এই তাপের চেয়ে) জাহান্নামের আগনের তাপে অধিকতর প্রচণ্ড।”

(৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৮১)

আরেকজন মুনাফিক বলেছিল—

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَذِّنْ لِيْ وَلَآتُفِيَّتِيْ . اَلَا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوا
وَإِنْ جَهَنَّمَ لَحَاطِطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ .

এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে, “আমাকে (যুদ্ধ করা থেকে) অব্যাহতি দিন এবং আমাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলবেন না। সাবধান! তারাই ফিতনাতে পড়ে অচ্ছে। জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে বেঁটন করেছে।”

(৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৪৯)

এবং আগ্রাহ তা’আলা বলেন—

“নিশ্চয়ই তারা অগ্নি পরীক্ষায় পড়েছে।” (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৪৯)

বর্নন অন্যরাও সমস্যায় পড়েছিল এবং শুধু নিজের দ্বন্দ্ব-সম্পদ ও পরিবার নিয়েই উদ্বিগ্ন ছিল (তখন আগ্রাহ তাদের কথা এভাবে বলেন)—

“আমাদের দ্বন্দ্ব-সম্পদ এবং আমাদের পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে সুতরাং আমাদের জন্য কমা প্রার্থনা করুন।”

যদি নিজেরাই তুচ্ছ ও নগণ্য তারা ছাড়া অন্য কারোই এসব তুচ্ছ ও নগণ্য বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। কেননা মহান সাহাবীগণ আগ্রাহর বহমত কামনা করতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষা করতেন।

৫৬. বিষন্ন হবেন না- দুঃখিতা দূর করুন

অলসতা ধ্বংসাত্মক এবং যারা উদ্বিগ্নতা ও দুঃখিতায় ভোগে তাদের অবিকারশই অলস এবং অকর্মী। যারা অর্থবহ ও সফল কাজ হতে রিক্তহস্ত ওজন আর গল্পই তাদের একমাত্র পুঁজি।

নিজেকে কোন কাজে নিয়োজিত করুন এবং সে কাজে কঠোর প্রচেষ্টা চালান। পড়ুন, আবৃত্তি (ডেলাওয়ার্ড) করুন এবং আপনার প্রতিশ্রুতকের (সম্প্রশংসে মহিমা কীর্তন) করুন। শিবুন, বন্ধুসেব দেখতে যান এবং নিজের সময়কে কাজে লাগান। সংক্ষেপে, এক মিনিট সময়ও অলসতায় নষ্ট করবেন না। আপনার জীবনের প্রতিটি দিনেই (যে মিনিট আপনি কাটাচ্ছেন তাতেই) দুঃখিতা ও উদ্বিগ্নতা দেখা দিবে। কুসংস্কার ও কুমন্ত্রণা আপনার অন্তরে ঢুকে আপনাকে শয়তানের খেলার মাঠ হতে দিবে।

যে লোককে আপনি একদা কোন উপকার করেছেন কিন্তু সে উপকারের কথা বেহাশুম ভুলে যায় বা অস্বীকার করে এমন লোকের ব্যাপারে দুঃখ করবেন না; কেননা, একমাত্র আল্লাহর পুরস্কারের জন্যই আপনার আশঙ্কা ইওয়া উচিত।

আমলে সালেহ বিতর্কভাবে ও এতদনিষ্ঠ হয়ে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করুন এবং কারো অভিমান বা ধন্যবাদ পাবার আশায় করবেন না। আপনি যদি কারো কোন উপকার করে থাকেন আর সে যদি এর মূল্যায়ন না করে অকৃতজ্ঞ হয় তবে হলে ব্যথা পাবেন না। আল্লাহ তাঁ'আলার নিকট আপনার পুরস্কার চান। মহান আল্লাহ তাঁ'আলার নিকট বান্দাদের সবকিছু বলেন-

“তঁারা আল্লাহর দান ও সন্তুষ্টি কামনা করে।” (৫৯-সূরা আল হাশর : আয়াত-৮)

“বলুন, “এজন্য আমি তোমাদের নিকট কোন পারিতোষিক বা বকশিস চাই না।” (২৫-সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৫৭; ৩৪ : ৪৭; ৩৮ : ৮৬)

إِنَّا نَطِيعُكُمْ يَوْمَ اللَّهِ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا .

“আমরাতো তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই খাওয়াই; তোমাদের কাছ থেকে আমরা কোন প্রতিদান বা ধন্যবাদ আশা করি না।”

(৭৬-সূরা আল নাহর বা ইনশান : আয়াত-৬)

অতএব, আগনার সেনাদের শুখুমার আত্মাহুত সাথেই কলম । যেহেতু, তিনিই পূর্বকর্মের বা আমলে সাতেরের প্রতিদান দেন, যারা সংকাজ বা মেক আমল করে তাদের প্রতি তিনি সবুটই হয়ে তাদেরকে পুরস্কৃত করেন এবং যারা পাপ কাজ বা মন্দ আমল করে তাদের প্রতি অসবুটই হয়ে তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন ।

শহীদদেরকে যখন কান্দাহারে হত্যা করা হয় তখন উমর (রা) তাঁর সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কে নিহত হলো?” তাঁরা তাঁর কাছে কতিপয় নাম বললেন এবং তারপর বললেন : “এবং এমন কিছু লোক যাদেরকে আপনি চিনেন না ।” ওমরের আঁখির অশ্রুতে টনটলে হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, “কিন্তু আল্লাহ তো তাদেরকে চিনেন ।” (অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ প্রতিদান দিবেন, তাদেরকে আমরা না চিনলেও আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে ভালোভাবেই চিনেন ।)

একজন ধার্মিক ব্যক্তি এক অন্ধ ব্যক্তিকে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে সুন্দর খাবার খাওয়াল । তাঁর স্ত্রী বলল, “এ অন্ধ লোকটিতো জানেনা যে সে কী খাচ্ছে (সুতরাং তাঁকে নিয়মানের কিছু খেতে দিন)” তিনি উত্তর দিলেন । “কিন্তু আল্লাহ তো জানেন ।”

যেহেতু আল্লাহ তা’আলা আগনার কাজ (অর্থাৎ আপনি যা করেন তা) জানেন, আপনি যে ভালো কাজ করেন এবং অন্যদেরকে যে সাহায্য করেন তা (তিনি) জানেন, সেহেতু মানুষ কীভাবে সে বিষয়ে নিরুবিগ্ন, মুক্তিভাজন ও প্রশান্ত থাকুন ।

৫৭. অন্যদের দোষারোপ ও অবজায় দুঃখ করবেন না

لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذَىٰ .

“সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না ।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১১১)

“তারা যে ক্ষয়ক্ষতি করে তাতে আপনি মনোক্ষুণ্ণ হবেন না ।”

(১৬-সূরা আন নাহল : ১২৭)

“এবং তাদেরকে কষ্ট দিবেন না (বা তাদের কষ্টকে উপেক্ষা করুন) এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন। (৩৩-সূরা আল আহযাব : ৪৮)

“অতপর আল্লাহ তাঁকে [অর্থাৎ মুসা (আ)-কে] তাদের অভিযোগ থেকে নির্দোষ প্রমাণিত করলেন।” (৩৩-সূরা আল আহযাব : ৬৯)

একজন আরবদেশী কবি বলেছেন-

“বালকেরা যখন বিশাল সাগরে পাখরের নুড়ি নিক্ষেপ করে তখন এ বিশাল সাগরের কোন ক্ষতি হয় না।”

একখানি হাসান হাদীসে আছে নবী করীম ﷺ বলেছেন-

“আমার নিকট আমার সাহাবীদের সোধ বর্ণনা কর না, আমি প্রশান্ত চিত্তে তোমাদেরকে ভাগ করে চলে যেতে চাই।”

৫৮. পরীষ হওয়াতে দুঃখ করবেন না

সেহ যতই জোপ করে আত্মা ততই কলঙ্কিত হয় এবং অল্প ধাক্কার মধ্যে নিরাশপ্তা আছে। এ পৃথিবীতে প্রয়োজন মাফিক গ্রহণ করা (বা ভয়সাম্য)পূর্ণ জীবন বাপন করা) এমন এক আসন্ন শক্তি যা সর্বশক্তিমান, পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা দান করেন।

“নিশ্চয় পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিকানা আমারই।”

(১৯-সূরা মারইয়াম : আয়াত-৪০)

একজন কবি বলেছেন-

مَا وَخَبِرَ وَهْلٌ * ذَاكَ النَّعِيمُ الْأَجَلُ .

كَفَرْتُ نِعْمَةً رَبِّي * إِنْ قُلْتُ إِنِّي مُبِلُ .

“পানি, রুটি ও ছায়া এগুলো হলো মহা নেয়ামত। যদি আমি বলি যে, ‘আমি অভাবী’, তবে আমি তো আমার প্রভুর নেয়ামতকে অস্বীকার করি।”

এ দুনিয়াতে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তা হলো শুধু ঠাণ্ডা পানি, পরম রুটি বা টাটকা খাবার এবং পর্যাপ্ত ছায়া।

৫৯. কী ঘটবে সে ভয়ে বিষন্ন হবেন না

ভাঙরাত শরীফে নিচের কথাবার্তা বর্ণিত আছে—

“যা ঘটবে বসে ভয়ে ভরা হয় তার অধিকাংশই কখনো ঘটে না।” এর অর্থ হলো যে, অধিকাংশ আসন্ন সময়ের অশংকা ও ভয় বাস্তবরূপ নিতে ব্যর্থ হয়। জীবনে বাস্তবিক পক্ষে যা ঘটে তার চেয়ে মনের অনুমান বা ধারণা সংখ্যায় ও আকারে অনেক বেশি।

একজন আরবী কবি বলেন—

“আমার মন যখন দুশ্চিন্তাভ্রান্ত হয়েছিল তখন আমি তাকে বলেছিলাম—

“সুখে থাক, কারণ অধিকাংশ ভয়ই অমূলক।”

এতে বুঝা যায় যে, যদি আপনি কোন আসন্ন দুর্বিপাক ও দুর্দশার কথা ভাবেন তবে অতিরিক্ত ভীত হবেন না, বিশেষ করে, অধিকাংশ আসন্ন বিপদের ভবিষ্যৎবাণীই মিথ্যা হয়ে থাকে।

“এবং আমি আমার বিষয় আব্রাহাম নিকট শোষণ করছি। নিশ্চয় আব্রাহাম তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। অতএব, আব্রাহাম তাঁকে তাদের যত্নময় হতে প্ররোচিত করলেন।” (৪০—সূরা আদা মুমিন : আয়াত-৪৪-৪৫)

৬০. হিংসুক ও দুর্বলমনা লোকদের সমালোচনায় দুঃখিত হবেন না

যদি আপনি তাদের সমালোচনায় এবং তাদের অসংগত, অশিষ্ট ও খৃষ্ট মন্তব্যে ধৈর্য প্রদর্শন করতে পারেন তবে আপনি পুরস্কৃত হবেন। তারা যতই আপনার সমালোচনা করবে ততই আপনার মূল্য বৃদ্ধি পাবে। কারণ, যে ব্যক্তি অকৌশলী ও অদক্ষ তার কোন হিংসুক নেই। আরবী গ্রন্থাদ অনুসারে বলতে গেলে বলতে হয় : “লোকেরা মুণ্ড কুকুরকে লম্বা মারে না।”

একজন কবি বলেন—

“তাদেরকে যে উৎকর্ষভার ছাড়িয়ে গেছে তাঁকে তারা হিংসা করে, লোকেরা তাঁর সাথে শত্রুতা ও বিরোধিতা করে, ঠিক হিংসুটে রমণীদের মতো যারা হিংসা-বিদ্বেষের কারণে সুন্দরী কুমারীর সবচেয়ে বলে যে, সে হীন চরিত্রের।”

মুহাইর বলেছেন—

“সে নেয়ামতে অন্য হয়েছে তা নিয়ে তারা হিংসা করে, আল্লাহ তাঁর থেকে তাদের অসন্তোষের কারণ (নেয়ামত) छিনিযে নিবেন না।”

আরেকজন কবি বলেছেন—

“তারা আমার মৃত্যুতেও হিংসা করবে, এটা কতই না হতভাগ্যের বিষয় যে, এমনকি আমার মৃত্যুতেও আমি তাদের হিংসা থেকে হাদ পড়ব না।”

আরো একজন কবি বলেছেন—

“গল্প-বাণীশ ও গুজব রটনাকারীদের অবিচার সম্বন্ধে আমি অভিযোগ কলাম, তুমি এমন কোন সম্মানিত ও সফল ব্যক্তি পাবে না যে নাকি হিংসার ছোঁকল থেকে বাঁচতে পেরেছে।

হে সম্মানিত ও খোশ বন্ধু! তুমিও এর শিকার,

তবে গোবেচারা ও হতভাগাদের কেউ হিংসা করে না।”

অন্য একটি কবিতায় আছে—

“কেউ যদি তাঁর মাথাখোঁজ আকাশে পৌঁছে যায়, তবে আকাশের অরার সমান সংখ্যায় তার শত্রু হবে, সর্বপ্রকার অত্যাচার সম্বন্ধে তাকে নিয়ে তাঁর প্রতি (অত্যাচারের জীর) নিক্ষেপ করবে।

তবুও তাদের অপব্যবহার ও গালাগালি কখনও তাদেরকে তাঁর মাথাখোঁজের স্তরে পৌঁছাতে পারবে না।”

নবী মুসা (আ) তাঁর প্রতিপালককে বলেছিলেন যে, লোকদেরকে তাঁকে গালাগালি করা থেকে বিরত রাখতে। আল্লাহ বলেন, “হে মুসা! আমি আমার জন্যও এ কাজ করিনি। আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি ও তাদেরকে রিজিক দিয়েছি অথচ তারা আমাকে গালি দেয়।”

নির্ভরযোগ্যভাবে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : “আল্লাহ বলেন, “আদম সন্তান আমাকে গালিগালাজ করে, অথচ তার এ কাজ করার অধিকার নেই। সে যে যুগকে গালি দেয় এতেই আমাকে গালি দেয়া হয়, কেননা, আমিই যুগ অর্থাৎ আমিই যুগকে পরিবর্তন ও আবর্তন করি। আমিই যোজাবে ইম্ম দিন-রাতের আবর্তন ঘটাই। তারা যে বলে আমার

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে— এতেই আমাকে পালি দেয়া হয়, কারণ, আমার কোন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নেই।”

আপনার মান-মর্যাদাকে আক্রমণ করা থেকে আপনি জনগণকে বিরত রাখতে সক্ষম নাও হতে পারেন, কিন্তু, আপনি ভালো কাজ করতে পারেন এবং পরিধামে তাদের নিন্দা ও বিদ্বেষকে অবজ্ঞা করতে পারেন।

আবেকজন কবি বলেছেন—

وَلَقَدْ أَمَرْتُ عَلَى السَّلَافِ بِسَبِّى * فَمَضَيْتُ ثَمَّةً فَلْتُ لَا يَغْنِيَنِى .

“আমাকে পালি দেয় এমন এক বোকার পাশ দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম,

“সে আমাকে পালি দিচ্ছে না।” একথা (মনে মনে) বলে আমি সে স্থান অতিক্রম করে গেলাম।”

আরোও একজন কবি বলেন—

“বোকার কথার জবাব দিও না,

কেননা, তার কথার জবাব দেয়ার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম।”

যারা সমৃদ্ধ, যারা মহৎ এবং যারা প্রতিজ্ঞ দেখায় তাদের কাজে মূর্খ ও বোকারা স্পষ্টভাবে অপমান বোধ করতে পারে।

“আমার চারিত্রিক সৌন্দর্যই যদি আমার শাণ হয়ে থাকে তবে অনুমোদন করে বহুল কিভাবে আমি তার ক্ষতিগ্রস্ত করব।”

“প্রত্যেক সামনে ও পিছনে সমালোচনাকারীদের জন্য দ্বার। যে সম্পদ জমা করে বারবার খণনা করে বেখেছে।

সে মনে করে যে, তার সম্পদ তাকে চিরঞ্জীব করে রাখবে। কখনও নহে! অবশ্যই সে দাউদাউ করে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নিঃশিষ্ট হবে।”

(১০৪-সূর হুমায়ূন : আয়াত-৩-৪)

একজন সুপ্রসিদ্ধ গাণিত্য লেখক বলেছেন—

“Do what is right, and then turn your back to every vulgar criticism.”

“যা সঠিক তা কর এবং প্রত্যেক অসমর্থিত নিন্দাবাদকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর।”

আপনাকে লক্ষ্য করে যে অতিকর মন্তব্য করা হয় তার জবাব দিবেন না। সহনশীলতা আপনার দোষ ত্রুটিকে ঢেকে রাখবে। সহনশীলতা হলো মহত্তর গুণ। নীরবতা শত্রুকে ভয় করে। আমরা এমন এক সম্মান যার জন্য আপনি পুরস্কৃত হবেন। আপনার সম্বন্ধে যদি কোন মানহানিকর মন্তব্য ছাপানো হয় তবে আপনি জেনে রাখুন যে, অর্ধেক পাঠক তা ভুলে যাবে আর বাকি অর্ধেক প্রাধান্য; তা পড়ার প্রতি অনাশ্রয়ী থাকবে। অতএব, যা বলা হয়েছে তা রচনা করতে গেয়ে ব্যক্তি পরগোল সৃষ্টি করবেন না।

একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন—

“জনতা আপনার আমার কথা ভুলে তাদের কণ্ঠের জন্যই বা প্রোজগারের জন্যই ব্যস্ত। আমাদের কেউ যদি শিপাসার্ভ থাকে তবে তো সে আপনার আমার মুক্তির কথাও ভুলে যাবে।”

একজন কবি বলেছেন—

“তোমার পাশে বসে সঙ্গীদের নিকট তোমার বিষয় প্রচার করিও না।

কেননা, তারা হিংসুটে এবং তোমার দুর্দশায় তারা আনন্দ করবে।”

যে গৃহ নানা প্রকার মূল্যবান খাদ্যে ভরপুর হওয়া সত্ত্বেও তা সমস্যা ও অশান্তির জন্মণা সে ঘরের চেয়ে যে গৃহে শান্তি ও প্রয়োজনীয় খাবার আছে সে ঘর ভালো।

৬১. একটু ভাবুন

বিষন্ন হবেন না : কারণ, অসুস্থতা জীবনের সাময়িক অবস্থা মাত্র; পাপ হাফ করা হবে; ঋণ পরিশোধ (করা) হবে; বন্দী মুক্তি পাবে; আপনার প্রিয় প্রাণসী কাকি ফিরে আসবে; পানী অনুভব হবে এবং পরীবারা ধনী হবে।

দুঃখিত হবেন না : একথা যে, আপনি কি দেখতে পান না যে, কিতাবে কালো মেঘ চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু কিতাবে প্রশমিত হয়ে যায়। আপনার কটের পরেই শান্তি আসবে এবং আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।

দুঃখিতা করবেন না : কারণ সূর্যের উষ্ণ কিরণ প্রচুর ছায়ায় দূর হয়ে যাবে, দুপুর-রোদের তৃষ্ণা শীতল পানিতে মিটে যাবে, ক্ষুধার জ্বালা উষ্ণ খাবারে

মিটে যাবে এবং নিদ্রাহীনের উষ্মিতা গভীর ঘুমে দূর হয়ে যাবে বা উষ্মিতা ব্যক্তির অনিদ্রার পর গভীর ঘুম আসবে। হায়েহর পুনরুদ্ধারের পর অসুস্থ ব্যক্তি যাতনার কথা শীঘ্রই ভুলে যাবে। আপনার কর্তব্য শুধু অল্প সময়ের জন্য সহ্য করা এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য ধৈর্যশীল হয়ে থাকা।

আলী ইবনে আব্বা বলেছেন—

সম্ভবত : একটি উচ্চারণের পথ পাওয়া যাবে,

সম্ভবত : আমরা সম্ভবতার দ্বারা সান্ত্বনা পাব।

সুতরাং তোমার মনকে দমন করে যে দুশ্চিন্তা তার মোকাবেলায় তুমি হুতাপ হয়ে যেয়ো না, কারণ, মানুষ যখন সব আশা হারিয়ে ফেলে তখন সবচেয়ে নিকটবর্তী সত্তা (আল্লাহ) উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসবেন।”

আল্লাহ আপনার জন্য যা পছন্দ করেছেন আপনিও আপনার জন্য তা পছন্দ করুন।

তিনি যদি আপনাকে দাঁড়াতে বলে তবে আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন এবং তিনি যদি আপনাকে বসতে বলে তবে আপনি বসে থাকুন। তিনি যদি আপনাকে দখিল বানিয়ে থাকেন, তবে ধৈর্য প্রদর্শন করুন। আর তিনি যদি আপনাকে ধনী বানিয়ে থাকেন তবে কৃতজ্ঞ হোন। একথাগুলো বুঝে আসে একবার দ্বারা যে—

رَمِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِعَبْدٍ رَسُولًا .

“প্রভু হিসেবে আল্লাহকে, ধর্ম হিসেবে ইসলামকে এবং নবী হিসেবে মুহাম্মদ (ﷺ) কে মেনে নিয়েছি।”

এবং একজন আরব কবি বলেছেন—

لَأُذَيِّرَنَّكَ أَمْرًا * فَأُرْكُوا التَّنْبِيْرَ فَلَكِي .

وَأَرْضَ عَنَّا إِنْ حَكَمْنَا * نَحْنُ أَوْلَى بِكَ مَشْئِكَا .

“তোমার জন্য কোন পরিকল্পনা করিও না, কেননা, পরিকল্পনাকারীরা আমেরাও; আর আমার হুকুমে রাকি হয়ে যাও। আমি পরিকল্পনার জন্য তোমার চেয়ে অধিক যোগ্য।”

মন:কুণ্ঠ হবেন না : অন্যের কাজ কর্মকে উপেক্ষা করুন। তারা ক্ষতি করার, উপকার করার, জীবন-মৃত্যু, পুরস্কার বা শক্তি কোন কিছুই দেয়ার দাবি করতে পারে না।

ইব্রাহিম ইবনে আদহাম বলেছেন—

“আমরা যে (ইবাদতের মধ্যে পরমানন্দের) জীবন যাপন করি তা যদি রাজা-বানশাপন জানতেন তবে তারা এ বিষয়ে আমাদের সাথে তববারি দ্বারা যুদ্ধ করতেন।”

আব্বাস ইবনে তাইমিয়া (রা) বলেছেন—

“মাঝে মাঝে (মনের এমন অবস্থা হয় যে, তখন) আমি বলি, বেহেশতবাসীরা যদি এ অবস্থা উপলব্ধি করতে পারত তবে বাস্তবিকই তাদের জীবন চমৎকার হতো।”

তিনি অন্য (ঘটনার) সময় বলেছেন—

“আব্বাহর জিকিরের ও আব্বাহর নৈকটি লাভের অনুভূতির পরমানন্দে আব্বা মাঝে মাঝে নেচে উঠে।”

জেলখানার প্রবেশকালে গ্রহীর যখন তাঁর সামনের দরজা বন্ধ করছিল তখন তিনি আরোও বলেছেন—

“অতএব তাদের মাঝে একটি দেয়াল খাড়া করা হবে, তার একটি দরজা থাকবে। এর ভিতরে থাকবে রহমত এবং এর বাহিরে থাকবে শক্তি।”

(৫৭-সূরা আল হাদীদ : আয়াত-১৩)

জেলখানায় থাকাকালে তিনি বলেছিলেন—

“আমার শত্রুর আমার কী করতে পারবে। আমার অন্তরেই আমার বেহেশত আছে; আমি যেখানেই বাই আমার জাল্লাড আমার সাথেই থাকে। আমার শত্রুরা যদি আমাকে হত্যা করে। তবে আমি শহীদ হব। যদি তারা আমাকে আমার দেশ ত্যাগে বাধ্য করে তবে আমি পর্যটক হিসেবে বিদেশে যাব, আর যদি আমাকে বন্দী করে তারা আমাকে (আব্বাহর ইবাদত করার জন্য) নিবিবিধি পরিবেশের বন্দোবস্ত করে দেয়।”

একদা এক জননী ব্যক্তি বলেছিলেন—

“যে আল্লাহকে হারিয়েছে সে কী পেয়েছে? আর যে আল্লাহকে পেয়েছে সে কিসের সম্ভান পেয়েছে? তারা কখনও সমান হতে পারে না। যে আল্লাহকে পেয়েছে সে সবকিছুই পেয়েছে আর যে আল্লাহকে হারিয়েছে সে সবকিছুই হারিয়েছে।”

অকৃতভাবে দুঃখ করবেন না, বরং আপনি যে জিনিসের জন্য দুঃখ করছেন অতি অবশ্যই তার মূল্য আপনাকে জানতে হবে।

নবী করীম ﷺ বলেছেন—

لَا أَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

“আমার নিকট “আল্লাহ কতই না পবিত্র; সব প্রশংসা তারই প্রাপ্য; তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।” একথা বলা সূর্য যেসব জিনিসের উপর উদ্ভিত হয় তার চেয়েও বেশি মিয়।”

খনী লোকদের অট্টালিকা-দালান-কোঠা-ঘর-বাড়ি এবং তাদের ধন-সম্পদ সম্বন্ধে আমাদের এক পূর্বসূরী বলেন, আমরা খান্য খাই তারাও খান্য খায়। আমরা পান করি তারাও পান করে। আমরা দর্শন করি তারাও দর্শন করে। আমাদেরকে হিসাব বা জবাব দেয়ার জন্য ডাকা হবে না তাদের মত্ত করে। যেমন তাদেরকে কৈফিয়ত দেয়ার জন্য ডাকা হবে (কীভাবে তারা সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কীভাবে এগুলো খরচ করেছে?)

যব্বির ভাষায়—

“কবরে প্রথম রাত কবরবাসীকে খসকুর রাজ প্রসাদ ও মীজারের ঘণ-জাওয়ার কথা ভুলিয়ে দিবে।”

আল্লাহ আ'মালা বলেছেন—

“তোমরাভো (সম্পদ, সঙ্গী ও অন্য সবকিছু ছাড়া) ঠিক তেমনি একাকী আমার নিকটই এসেছ, যেমনি তোমাদেরকে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম।” (৬-সূরা আল আন'আম : ৯৪)

মু'মিনগণ বলেন—

“ইহা তো তাই বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে অস্বীকার করেছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ সত্যই বলেছিলেন।”

(৩৩-সূরা আল আহযাব : আয়াত-২২)

মুনাফিকরা বলে—

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা প্রত্যারণা হুজ্জা কিছুই নয়।” (৩৩-সূরা আল আহযাব : আয়াত-১২)

আপনার ভীকন আপনার চিন্তারই ফসল। আপনি মনে মনে যা ভাবেন তা আপনার জীবনে এক অমোচনীর প্রত্যাব ফেলাবে— তা এবার সুখজনক চিন্তা হোক বা হতাশাব্যঞ্জক চিন্তাই হোক (অর্থ্যাৎ— সুচিন্তার সুপ্রভাব ও সুচিন্তার কুপ্রভাব পড়বে। —বদানুবাদক)

একজন কবি বলেছেন—

لَا يَمْلَأُ الْهَوَىٰ قَلْبِي قَبْلَ وَقَعْتِهِ * وَلَا أَحْسِنُ بِهِ ذُرْعًا إِذَا وَقَعَا .

“দুখটিনা খটার আগেই আমার মন সুচিন্তার ভরে যায় না এবং যখন দুখটিনা ঘটে তখন আমি হতাশাজ্ঞাত হয়ে পড়ি না।”

৬২. মনমরা হবেন না- পরোপকার করুন

অন্যদের নিকট কাছের হওয়া সুখের দিকে নিয়ে যায়। একটি নির্ভরযোগ্য হাসীসে আছে : নবী করীম ﷺ বলেছেন —

“আল্লাহ তা‘আলা যখন বিচার দিবসে তাঁর বান্দার বিচার করবেন তখন তিনি নিশ্চয় তাঁর বান্দাকে বলবেন, “হে আদম সন্তান! আমি কুখার্ত হিলাম অথচ তুমি আমাকে খাওয়াওনি।” সে উত্তর দিবে, যখন নাকি আপনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিশালক তখন আমি আপনাকে কীভাবে খাওয়াতে পরি? তিনি বলবেন, “তুমি কি জানতে না যে, আমার বান্দা অমুকের পুত্র অমুক কুখার্ত ছিল কিন্তু তুমি তাকে খেতে নাওনি। হায়! তুমি যদি তাকে খেতে দিতো তবে তুমি জা (অর্থ্যাৎ তার পুরস্কার) আমার নিকট পেতো। হে আদম সন্তান! আমি কুখার্ত হিলাম অথচ তুমি আমাকে কিছু পান করতে নাওনি।”

সে বলবে, আপনি হুসেন সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক, আপনাকে আমি কীভাবে পান করতে নিতে পারি? তিনি বলবেন, “তুমি কি জানতে না যে আমার বাবা অমুকের পুত্র অমুক শিলাসার্ত ছিল, কিন্তু তুমি তাকে পান করতে কিছু নাওনি। হায়! যদি তুমি তাকে পান করতে হবে তার পুরস্কার আমার নিকট পেতে। হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসনি।” সে বলবে, “আমি আপনাকে কীভাবে দেখতে আসতে পারি? আপনিতো সারা বিশ্বজগতের প্রতিপালক।” তিনি বলবেন, “তুমি কি জানতে না যে, আমার বাবা অমুকের পুত্র অমুক অসুস্থ ছিল, কিন্তু, তুমি তাকে দেখতে যাওনি। হায়! যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে, তবে তুমি আমাকে তার নিকট পেতে।”

এখানে একটি মজার বিষয় হলো যে, হাদীসটির শেষ ভূতীয়াংশে “তুমি তার নিকট আমাকে পেতে।” কথাটি আছে। একখাটি হাদীসটির প্রথম দু’অংশের মতো নয়। সেসব স্থানে আছে –

“তুমি তা (অর্থাৎ বাবা যেতে দেয়ার ও পানীয় পান করতে দেয়ার পুরস্কার) আমার নিকট পেতে।”

পার্থক্যের কারণ হলো এই যে, পরম করুণাময় আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন যাদের মন দুর্দশাগ্রস্ত, যেমনটি অসুস্থ ব্যক্তির মন। এবং আরেকটি হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“প্রতিটি তাজা কলিজাতে পুরস্কার আছে (অর্থাৎ যে কোন জীবিত সৃষ্টির বা জীবের সেবার্তেই পুরস্কার পাওয়া যাবে।)”

যারো জেনে রাখুন যে, একটি তৃষ্ণার্ত বুকুরকে পানি পান করানোর কারণে বনী ইসরাঈলের এক বেশ্যা মহিলাকে আল্লাহ তা’আলা জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং যে অন্য মানুষদেরকে বাধ্য দিয়ে, পানি দিয়ে এবং তাদের কষ্ট ক্রেশ অস্তাব-অনটন দূর করে তাদের সেবা করে তাঁর (পুরস্কারের) বিষয়টি কতই না সুন্দর হবে!

একখানি সहीহ হাদীসে আছে নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“যার নিকট অতিরিক্ত পাথের আছে, সে যেন এর থেকে যার কোন পাথের নেই তাকে দেয়। এবং যার একটি অতিরিক্ত বাহন আছে সে যেন তা তাকে দেয় যার কোন বাহন নেই।”

হাতেমতাই তাঁর চাকরকে মেহমান তালাশের আদেশ দিয়ে তাঁর সুন্দর এক কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তিতে বলেছেন—

“আগুন জ্বালাও, কেননা স্রাবিটি অবশ্যই ঠাণ্ড, তুমি যদি আমাকে একজন মেহমান এনে নিতে পার তবে তুমি মুক্ত।” এবং তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছেন—

“যখন তুমি খান্দা গ্রন্থত করবে তখন একজন সুধার্তের তালাশ করিও, কেননা, আমি একাকী খাই না।”

ইবনে মুবারক (রা)-এর প্রতিবেশী একজন ইহুদী ছিল। তিনি নিজের সন্তানদেরকে খাওয়ায়ানোর পূর্বেই সর্বদা সে ইহুদীকে খাওয়াতেন এবং গ্রন্থমে তাকে কাপড় দেয়ার পর তাঁর সন্তানদেরকে কাপড়-চোপড় দিতেন। এক সময় কিছু লোক ইহুদীকে বলেছিল যে, “আমাদের নিকট জোমার বাড়িটি বিক্রি করে লাও।” সে উত্তর করল যে, “আমার বাড়ির নাম দু’হাজার দিনার, এক হাজার বাড়ির মূল্য আরেক হাজার ইবনে মুবারক (রা) প্রতিবেশী হওয়ার কারণে।” আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রা) একথা শুনে পরমানন্দে চিৎকার দিয়ে বলেন, “হে আব্দা! তাকে ইসলামের পথ দেখান।” তারপর সে আব্দাহর ইচ্ছায় ইসলাম কবুল করেছিল।

আরেক বার আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক হজ্জু কাফেলার সাথে মকায় হজ্জু করতে যাচ্ছিলেন। তিনি কাকেলার এক মহিলাকে নোংরা আবর্জনার স্থান থেকে একটি মরা কাক তুলে নিতে দেখলেন। তিনি তাঁর খাদেমকে এ বিষয়ের তত্ত্ব-তালাশ করার জন্য পাঠালেন। সে যখন মহিলাটিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল তখন মহিলাটি উত্তর দিল, “তিনদিন যাবৎ আমাদের কিছুই নেই তাই বাধ্য হয়ে একাক্ষ করেছি।” আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক যখন একথা শুনলেন তাঁর নয়ন যুগল তখন অশ্রুতে ভরে গেল। তিনি তাঁর সব পাথেরকে সকল সদস্যের মাঝে বন্টন করে দিতে আদেশ দিলেন এবং যাত্রা চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোন পাথের না থাকায় তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন এবং সে বছরের জন্য হজ্জু মূলতবি রাখলেন। পরে তিনি দেখলেন যে, কেউ একজন বলেছে, “জোমার হজ্জু কবুল হয়েছে, যেমনটি হয়েছে জোমার অন্যান্য নেক আমলও এবং জোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।”

মহান আল্লাহ বলেন—

يُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .

“সে সব জিনিসের অভাব থাকা সত্ত্বেও তারা অন্যদেরকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়।” (৫৯-বুরা আল হাশর : আয়াত-৯)

একজন কবি বলেছেন—

“আমি যদি এমন ব্যক্তি হই যে তার বন্ধু থেকে বহুদূরে থাকে, তবুও তাকে আমার সাহায্য দেয়ার প্রস্তাব করি এবং তার কষ্ট লাঘব করার ইচ্ছা রাখি।

যদি সে চমৎকার নতুন পোশাকে সাজসজ্জা করে তবে আমি বলব না যে, “হায়! সে যে পোশাক পরে আছে তা পরে আমি যদি ধন্য হতাম।” আল্লাহর কসম! কতইনা উত্তম আচরণ এবং কতইনা উসার হনর।

প্রাণে কাজে বাড়াবাড়ি করলেও কেউ অনুতত্ত্ব হয় না। অনুতাপ অনুশোচনা শুধু জুলের জন্য এবং অন্যায় কৃতকর্মের জন্যই, এমনকি সে অন্যায় যদি ছোট খাট অন্যায়ও হয় তবুও।

৬৩. হিংসা নতুন কিছু নয়

আপনি যদি আপনার কানে কিছু ক্রটি কথা-বার্তার শব্দ বাজতে শুনে পান তবে এতে উদ্বিগ্ন হবেন না— কেননা, হিংসা নতুন কিছু নয়। যেমনটি একজন কবি বলেছেন—

“মহৎ প্রশংসি অর্জন করতে মনোযোগ নাও এবং প্রচেষ্টা কর, যে ব্যক্তি তোমার নিন্দা করে তার হিংসার জ্বালা ঠাণ্ডা করে তার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর।

জেনে রাখ যে, জীবনটা নেক আমল করার মওসুম; আর মৃত্যুর পর সব হিংসা বন্ধ হয়ে থাকে।”

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন—

“অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তির যখন নিন্দা ও অন্যায় তিরস্কারের কবলে পড়ে তখন তাদেরকে অবশ্যই তাদের জায়গাসমূহে কিছু পরিমাণ শীতলতা জোর করে

জেলে দিতে হবে।” অর্থাৎ জোর করে হৃৎপিণ্ড ভাদের মন-মস্তিষ্ক ঠান্ডা রাখতে হবে।

আবেরকানন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন—

“কাপুরুষ মরে বারবার আর সাহসী মানুষ মরে একবার।” আল্লাহ যদি তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ চান তবে তিনি তাকে নিরাপত্তা হিসেবে তত্ত্বা দ্বারা আচ্ছন্ন করে নেন। যেমনটি ঘটেছিল ডালহা (রা)-এর উহুদ যুদ্ধের পূর্বে। যুদ্ধের কিছুক্ষণ আগে কাকেরুরা বর্ধন মানসিক আশংকার অপেক্ষা করছিল তখন তিনি তত্ত্বালু হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁর হাত থেকে কয়েকবার ডরবারি পড়ে গিয়েছিল তিনি এতটাই প্রশান্তি বোধ করেছিলেন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন—

قُلْ مَلِ تَرَصُّوْنَ بِنَا اِلَّا اِحْدَى الْحُسَيْنِيْنَ ۚ وَنَحْنُ نَتَرَصُّ بِكُمْ اَنْ يُصِيبَكُمْ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهٖ اَوْ بِاٰيٰتِهٖنَا .

“বল” তোমরা কি আমাদের জন্য (শাহাদত বা বিজায় এই) দু’টি কল্যাণের একটির প্রতীক্ষা করছ? অথচ আমরা তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট শান্তি প্রেরণ করবেন অথবা আমাদের হাতে তোমাদেরকে শান্তি দিবেন।” (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৫২)

“আল্লাহর অনুমতি এবং একটি নির্দিষ্ট সময় ছাড়া কেউ কখনও মারা যেতে পারে না।” (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪৫)

আদী (রা) বলেছেন—

“মৃত্যুর দু’টি দিবসের কোনটিকে আমি ভয় করি? যেদিন আমার মৃত্যু নির্দিষ্ট নয় সেদিনকে না-কি যেদিন আমার মৃত্যু নির্দিষ্ট সেদিনকে? যেদিন আমার মৃত্যু নির্দিষ্ট সেদিনকে আমি ভয় করি না; কিন্তু, যেদিন মৃত্যু নির্দিষ্ট সেদিন সত্যক ব্যক্তিরও ঝঁচতে পারবে না।

আবু বকর (রা) বলেছেন—

“মৃত্যুকে ভালাশ কর (অর্থাৎ সাহসী হও) তবেই তোমাদের জীবন দান করা হবে।”

৬৪. একটু ভাবুন

দুঃখিত হবেন না : কেননা, আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করছেন এবং ফেরেশতারা আপনার জন্য কমা প্রার্থনা করছেন। মুমিনগণ প্রতি সাতাড়ে তাদের দোয়ায় আপনাকে অংশীদার করছে (অর্থাৎ আপনার জন্য দোয়া করেছে)। নবী করীম ﷺ ইমানদারদের জন্য সুপারিশ করবেন। কুরআন মজীদ ভালো ভালো উপদেশে ভরা, মর্বেপরি পরম কল্যাণময়ের দয়াক্তো আছেই।

বিব্রত হবেন না : নেক আমলকে দশতথ এমননি সাতশততথ বা তাবও বেশি বর্ধিত করা হবে। অপরপক্ষে যখন নাকি বদ আমলকে বর্ধিত করা বা ওণ করা হবে না এবং আপনার প্রভু তা কমা করেও দিতে পারেন। কতবাবইনা আমরা আল্লাহর মহানুভবতা লক্ষ্য করেছি। এ মহানুভবতা, উদারতা ও দয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অতুলনীয়। অন্য কারণেও বদান্যতা তাঁর বদান্যতায় এমনকি নিকটেও পৌছতে পারে না।

যদি আপনি আল্লাহর সাথে কোন শরীক না করেন, আপনি সত্য ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন বা যীনে হকের উপর ইমান রাখেন, আপনি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসেন তবে আপনার তরের কোন কারণ নেই। যদি আপনি আপনার মন্দ কাজের জন্য অনুতাপ করেন এবং হওয়ারের কাজ করার পর যদি আপনার খুশি লাগে তাহলে আপনার দুঃখিত্য কোন কারণ নেই। আপনার সাথে অনেক কল্যাণ আছে যা আপনি বুঝতে পারেন না।

নিচের হাদীসে যেমনটি আছে তেমনভাবে যদি আপনি আপনার জীবনের তারসাম্যতা বজায় রাখতে পারেন তাহলে আপনার কোন ভয় নেই।

মুসিনের অবস্থা কতইনা চমৎকার! তাঁর সকল কাজই তাঁর জন্য কল্যাণকর। ইমানদার ছাড়া অন্য কারো জন্য এমনটি নয়। যদি সুখী হওয়ার মতো কিছু ঘটে তবে সে কৃতজ্ঞ হয়। আর এটা তার জন্য মঙ্গলজনক। আর যদি তিনি সমস্যা বা অভাব-অনটনে পড়েন তবে তিনি ধৈর্য ধরেন এবং এটা তাঁর জন্য উপকারী।”

মনঃকুপ্ত হবেন না : দুঃখ যাতনার সময় ধৈর্য ধারণ হলো সফলতা ও সুখের উপায়।

“এবং ধৈর্য ধরুন, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আপনার ধৈর্য ধরা সম্ভব নয়।”

(১৬-সূরা আন নাহল : আয়াত-১২৭)

“অতএব, ধৈর্য ধরাই ভাল। আর তারা যা বলছে এর বিরুদ্ধে আল্লাহই সহায়ক।” (১২-সূরা ইউসুফ : আয়াত-১৮)

সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর উত্তম ধৈর্য।” (৭০-সূরা আল মা’আরিফ : আয়াত-৫)

“তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক, কারণ, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছে।”

(১০-সূরা রা’আদ : আয়াত-২৪)

“তোমার উপর যে বালা মুসিবত এসেছে বা আসবে তাতে ধৈর্য ধারণ কর এবং কহিও।” (৩১-সূরা লোহমান : আয়াত-২৭)

“তোমরা ধৈর্য ধর এবং (তোমাদের শত্রুদের সাথে) ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর (অর্থাৎ তাদের চেয়েও বেশি ধৈর্য ধর) এবং যুদ্ধের জন্য সন্ধ্যা প্রভৃতি থাক বা যেখান থেকে শত্রু বাহিনী আক্রমণ করতে পারে সেখানে সৈন্য-বাহিনী স্থাপন করে তোমাদের অঞ্চলকে রক্ষা কর।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-২০০)

ওমর (রা) বলেন : “ধৈর্যের মাধ্যমে আমরা সুন্দর জীবন লাভ করেছি।”
আহমেদ সুলতানের বা সুলতানের অনুসারী লোকদের বালা-মুসিবতের সুকাবিলার তিনটি উপায় আছে : ধৈর্য, দোয়া ও শুভ পরিণতির জন্য অপেক্ষা।

একজন কবি বলেছেন—

“আমরা তাদেরকে এক গ্রাস পানীয় পান করলাম, অনুগ্রহভাবে তারাও আমাদেরকে একগ্রাস পানীয় পান করাল।

কিন্তু বৃত্তান্তে আমরাই বেশি ধৈর্যশীল ছিলাম।

একটি সহীহ হাদীসে আছে নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“মন কখা তনার পরে আল্লাহর চেয়ে বেশি ধৈর্যশীল অন্য কেহ নেই। তারা দাবি করে যে, আল্লাহর ক্রী-গুরু-কন্যা আছে, তবুও আল্লাহ তাদেরকে সুস্থ রাখছেন ও রিযিক দিচ্ছেন।”

নবী করীম ﷺ আরো বলেছেন—

“আল্লাহ হুসা (আ)—এর উপর রহমত বর্ষন করুন। (আমি যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি) তিনি এর চেয়েও বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন।”

বাসূল ﷺ আরো বলেছেন—

“যে ধৈর্য ধরে আল্লাহ তাঁকে অনবরত ধৈর্য ধরার জন্য অতিরিক্ত শক্তি প্রদান করবেন।”

একজন কবি বলেছেন—

“মর্যাদার পথে আমি হামাগুড়ি দিয়ে চললাম আর যারা আক্রমণ চেষ্টা করেছে তারা এতে পৌঁছে পৌঁছে।

কঠোর পরিশ্রম করে, চেষ্টার সামান্য জনটিও না করে অনেকে সেখানে পৌঁছার চেষ্টা করেছে, আর অধিকাংশেরাই যাত্রা পথে বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর তাঁরা প্রকৃত মর্যাদার সাক্ষাৎ পেয়েছে এবং তারা ধৈর্যশীল। তুমি যে আপেল খাও মর্যাদাকে তা মনে করিওনা (অর্থাৎ মর্যাদা অর্জন করা আপেলের মত ফজানার বা সহজ নয়, বরং তা কষ্টসাধ্য। —অনুবাদক)

ধৈর্য ছাড়া সমস্যাকে জয় করতে না পারলে তুমি মর্যাদা অর্জন করতে পারবে না।”

উচ্চতর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রূপে ও কল্পনার মাধ্যমে অর্জিত হয় না; একমাত্র ত্যাগ ও দাবিত্ব পালনের মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে।

মানুষেরা আপনার সাথে কতটা খারাপ আচরণ করল তাতে দুঃখ করবেন না। বরং তারা আল্লাহর সাথে কতটা খারাপ আচরণ করে। (আর আল্লাহ কতটা ধৈর্য ধরছেন) তা পর্যবেক্ষণ করে (ধৈর্য ধারণ করে) শিক্ষা গ্রহণ করুন।

ইমাম আহমদ (র) তাঁর ‘কিতাবু'ল হুহদ’ বা ‘হুহদ’ নামক পুস্তকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন—

নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ বলেন—

“হে আদম সন্তান! তুমি বড়ই অবহুত। আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি অথচ তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত কর এবং আমি তোমাকে রিযিক

লিলাম অথচ তুমি আমাকে বাস নিজে অন্যের প্রশংসা কর। তোমাকে আমি নেয়ামত দিয়ে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাই অথচ তোমার নিকট আমার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি পাপ করে আমার অবাধ্যচারিতা করছ অথচ তুমি আমার নিকট ফকীর, অভাবী ও মুখাপেক্ষী! আমার কল্যাণ তোমার নিকট অবতীর্ণ হচ্ছে অথচ তোমার পাপ ও মন্দকার্য আমার নিকে উঠে আসছে।”

ইসা (আ)-এর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় ত্রিশটি রোপী ও অনেক অন্ধ লোককে আরোগ্য করেছিলেন। পরবর্তীতে তারা তাঁর (বিরুদ্ধে) শত্রু হয়ে গিয়েছিল।

৬৫. রিযিকের অভাবে বিষন্ন হবেন না

যিনি রিযিক মোখান তিনি অবশ্যই আল্লাহ। তিনি নিজের উপর এটা বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য যে রিজিক লিখে রেখেছেন তা তিনি তাঁদের নিকট পৌঁছে দিবেন।

“এবং আকাশে আছে তোমাদের রিযিক ও যা কিছু তোমাদেরকে ওয়াদা করা হয়েছে তাও।” (৫১-সূরা আয হারিযাত : আয়াত-২২)

সৃষ্টির রিযিক আল্লাহই যদি যোগিয়ে থাকেন তবে কেন মানুষকে তোষামোদ করা? তবে কেন অনেক থেকে নিজের রিযিক লাওয়ার আশায় তার সামনে নিজেকে নীচু করতে হবে?

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا .

“এবং পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সবাই রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহরই।”

(১১-সূরা হূন : আয়াত-৬)

“আল্লাহ মানুষের জন্য যে দয়ার ভাণ্ডার খুলে দেন তা কেউ রদ বা বন্ধ করতে পারবে না, আর যা তিনি (পঠানো) বন্ধ করে দেন তারপর কেউ তা পাঠাতে পারবে না।” (৩৫-সূরা ফাতির : আয়াত-২)

সুচিন্তা করবেন না : দুর্বিন্দক সহ্য করাকে সহজ করার উপায় আছে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো—

১. মহান আল্লাহর কাছ থেকেই পুরস্কার ও প্রতিদান আশা করা : “তথুযাত্র ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার বেহিসাবে (অধিক পরিমাণে) দেয়া হবে।” (৩৯-সূরা আয যুমাঃ : আয়াত-১০)
২. যারা দুর্দশাগ্রস্ত এবং একটু শাখুনা পাবার আশায় আছে তাদেরকে দেখতে বাওয়া : এ হিসেবে আপনি অন্যান্য অনেকের চেয়ে অনেক ভালো আছেন।

একজন কবি বলেছেন—

“আমার চারদিকে বহু বিলাপকারীরা যদি না থাকত যারা তাদের ভাইদের জন্য কান্না করে, তবে আমার নিজের জীবনটাই আমি ছিনিয়ে নিতাম।”

অতএব, আপনার চারদিকে যারা আছে তাদের নিকে লক্ষ্য করুন। এমন একজনও পাবেন না যাকে দুঃখ-অভাব-অনটন বা দুর্দশায় পেয়ে বসেনি।

৬৬. অন্যদের তুলনায় আপনার পরীক্ষা সহজই

আপনি যদি একথা জেনে থাকেন যে, আপনার পরীক্ষা আপনার ধর্মীয় বিশ্বাস নহে, বরং আপনার পার্থিব ব্যাপারে তবে সবুটই থাকুন। যা ইতোমধ্যে ঘটে গেছে তা রদ করার জন্য কোন ছল-চাতুরীই কাজে লাগান যেতে পারে না।

একজন কবি বলেছেন—

فَاثْرُكَ الْحَبْلَةَ فِي تَحْوِيلِهَا * إِنَّا الْحَبْلَةَ فِي تَرْكِ الْحَبْلِ .

“পরিস্থিতি বদলানোর জন্য কোন কৌশলই অবলম্বন করো না, কেননা, সব কৌশল ত্যাগ করাই হলো আসল কৌশল।” একথা বুঝার চেষ্টা করুন যে, আপনার জন্য কি ভালো আর কি ভালো না তা নির্ধারণ করার মাধ্যমে আল্লাহরই—

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ .

“এমনও হতে পারে যে, তোমাদের যা কল্যাণকর তাই তোমরা অপছন্দ করছ।” (২-সূরা বাক্বার : আয়াত-১৬৬)

৩৭. অন্যদের ব্যক্তিত্বের অনুকরণ করবেন না

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ مَّا مَرْكَبُهَا فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ .

“প্রত্যেক জাতির জন্যই একটি দিক আছে যেদিকে সে যুঝ করে। অতএব, তোমরা নেক কাজে প্রতিযোগিতা কর।” (২-সূরা বাক্বারা : অয়াত-১৪৮)

“এবং তিনিই তোমাদেরকে (একের পর এক আগমনকারী, একের স্থলে অন্যকে স্থাপন করে) পৃথিবীতে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন এবং তোমাদের কাউকে মর্যাদায় অন্যের উপরে স্থান দিয়েছেন।”

(৬-সূরা আল আদ'আম : আয়াত-১৬৫)

قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ .

“প্রতিটি (দল) লোকই তাদের পানির খাট চিনে নিয়েছিল।”

(২-সূরা বাক্বারা : অয়াত-৬০)

“প্রতিটি লোকেই তার নিজস্ব মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও পছন্দ-অপছন্দ আছে। নবী করীম ﷺ এর চরিত্রে একটি দিক ছিল তাঁর পরিচালনা করার যোগ্যতা; তিনি সাহাবীদেরকে প্রত্যেকের মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে কাজে লাগাতেন। আলী (রা) সৎ ও বিজ্ঞ ছিলেন; তাই নবী করীম ﷺ তাঁকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। নবী করীম ﷺ মুয়ায (রা)-কে ইলমের জন্য, উবাই (রা)-কে কুরআনের জন্য, যারিদ (রা)-কে ফরায়েফের জন্য, হামিদ (রা)-কে জিহাদের জন্য, হাসসান (রা)-কে কবিতার জন্য এবং কায়েস ইবনে সাবিহ (রা)-কে জনসমক্ষে বক্তৃতা দেয়ার জন্য কাজে লাগিয়ে ছিলেন।

যে কোন কারণেই হোক, অন্যের ব্যক্তিত্ব নিজেকে বিলীন করে দেয়া আত্ম হত্যার শামিল। অন্যের প্রাকৃতিক বস্তুকে অনুকরণ করা নিজেকে হৃত্যুর আশ্রয় স্থান শামিল। আল্লাহর যে সমস্ত নির্দেশাবলিতে সকলের বিধিত হওয়া উচিত তার মধ্যে মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যবলি অন্যতম যেমন তাদের মেধা, তারা যে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে তা এবং তাদের বিভিন্ন রং। উদাহরণস্বরূপ, আবু বকর (রা) তাঁর অল্পতা ও উদারতার মাধ্যমে ইসলাম ও

মুসলিম জাতির অনেক উপকার করেছেন। অপর পক্ষে, ওমর (রা) তাঁর দৃঢ় আচরণ, কঠোর আত্মসংযম ও অমোঘবতার দ্বারা ইসলাম ও এর অনুসারীদেরকে সাহায্য করেছেন। তাই আপনার সহজাত প্রতিভা ও অকমজোতে সবুটই থাকুন। সেগুলোকে উন্নত করুন। সেগুলোকে প্রসারিত করুন এবং সেগুলো হতে উপকৃত হোন।

لَا يَكِلُفُ الْمُؤْمِنُ إِلَّا رُفْعَهَا .

“আল্লাহ্ কারো উপর তার সাধ্যাতিত বোঝা চাপান না।”

(২-সূরা বাক্বার: আয়াত-২৮৬)

৬৮. নির্জনতা ও নির্জন বাসের উপকারিতা

সঠিকভাবে বুঝে কাজে লাগাতে পারলে নিঃসঙ্গতা খুবই উপকারী। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন—

“ইবাদত, সালাত, সোয়া, জিকির, কুরআন তেলাওয়াত এবং নিজেকে এবং নিজের আমলের মূল্যায়ন করার জন্য ইবাদতগজার বাস্তব মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ হওয়া বা নির্জনবাস করা উচিত। প্রার্থনা করতে, তনাহ্ মাফ চাইতে, পাপ কাজ হতে দূরে থাকতে ও ইত্যাদি সেরা আমল করতেও একাকীত্ব বাসাকে সাহায্য করে।” -

ইমাম ইবনুল জাওজরী তাঁর বিখ্যাত কিতাব ‘সাইদুল বাতির’-এর তিনটি অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন: “আমি এমন কিছু দেখিনি বা এমন কোন কিছুর কথা শুনিনি বা নির্জনতার সমান শান্তি, সম্মান ও মর্যাদা এনে দিতে পারে। এটা বাসাকে পাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে, এটা তাঁর সম্মান রক্ষা করে, এবং এটা সময় বাঁচায়। নির্জনতা আপনাকে হিংসুকদের থেকে দূরে রাখবে এবং যারা আপনার বিপক্ষে খুশি হয় তাদের থেকেও আপনাকে দূরে রাখবে। এটা আত্মব্রতের বরণকে বর্ধিত করে এবং এটা বাসাকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কথা জরায়। নির্জনবাসের সময় বাস্তব চিন্তা বা উপকারী এবং যাতে হেঁকমত বা প্রজ্ঞা আছে তাতে ঘুরে বেড়াতে পারে।”

নির্জনতার পুরো উপকারিতা একমাত্র আল্লাহই জানেন; কেননা, নির্জন বাসে হৃদয়ের মন উন্নত হয়, দৃষ্টিভঙ্গি পরিপক্ব হয়, আত্মা শান্তি পায় এবং বান্দা নিজেকে ইবাদতের আদর্শ পরিবেশে দেখতে পায়। মাঝে মাঝে একাকী থেকে বান্দা নিজেকে ক্ষেতনা-ফাসাদ থেকে, যে লোক প্রশংসার ঘোণ্টা নয় তার ভোয়াহমদ করা থেকে এবং হিংসূকের চোখ বা নজর থেকে দূরে রাখতে পারে। এভাবে সে অহংকারীদের উদ্ধৃত্য ও বোকাদের পাশ কাঁড়সমূহ থেকে দূরে থাকতে পারে। নিঃসঙ্গতার জ্বল-জ্বাতি, কাজ-কারবার এবং কথা-বার্তা সব কিছুই একটি পর্দার আড়ালে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকে।

নিঃসঙ্গ সময় যাপনকালে ধ্যান-ধারণা ও মতবাদের সাপরের গভীরে ডুব দেয়া যায়। এমন সময়ে মন তার মত্তামত গ্রহণের মতো মুক্ত ও স্বাধীন থাকে। অন্যদের সাহচর্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মা পরমানন্দ লাভ করতে এবং উদ্দীপক চিন্তা-ভাবনা ভালো করে মূর্তি পায়। একাকী থাকাকালে মানুষ কোন কিছুই দেখানোর জন্য বা জাঁক দেখানোর জন্য অথবা বড়াই করার জন্য করে না; কেননা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে দেখে না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাঁর কথা শুনতে পায় না।

প্রতিভাবান, বড় মাথা ওয়ালা (অর্থাৎ মেধাবী) অথবা মানব জাতির প্রতিজ্ঞার মহান স্বাক্ষর আছে এমন প্রতিটি ব্যক্তিই নির্জনতার কুপের (পানি) দ্বারা তাঁর মহত্বের বীজকে সিক্ত করেছিল। তারপর সে বীজ থেকে চারা পাই, অবশেষে সে চারা বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

কাযী জুরযানি (রা) বলেছেন—

“গৃহ ও পুত্রকের সঙ্গী হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে পারিনি। জ্ঞানের চেয়ে বেশি সম্মানজনক আর কিছুই নেই, তাই আমি অন্য কিছুতে সঙ্গী বুঁজি না, আসলে জনগণের সাথে মাখামাখি করলেই মানহানি ঘটে।

অতএব তাদেরকে ত্যাগ কর এবং মহৎভাবে ও মর্যাদাস্থিতভাবে জীবন যাপন কর।”

আরেকজন বলেন—

“আমি নিঃসঙ্গতার মাঝে সঙ্গী বুঁজে পেয়েছি এবং পরম আত্মহের সাথে আমার গৃহেই অবস্থান করেছি।

তাই আমার সুখ স্থায়ী হইবে এবং আমার সুখ বৃদ্ধি পায়। আমি মানবসমূহ ত্যাগ করেছি এবং আমি ক্ষেপণ করিনি যে, পেশাবহিনী আগে বেড়ে গেল না-কি বাদশাহ আমাদেরকে পরিদর্শন করতে এসেছেন।”

আহমদ ইবনে ক্বীল হাফলী বলেছেন

“যে দীর্ঘ ও ক্রান্তিকর আশা থেকে মর্যাদা ও শক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে, সে যেন মানুষ থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং অল্পে ছুঁই থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ক্ষতিকর জীবন-জ্ঞান করবে ততক্ষণ পর্যন্ত;; প্রত্যাহারের মাঝে থেকে প্রভাবিত হয়ে, আত্মহীন বা অহংকারীদেরকে ভোয়াহমাদ করে, হিংস্রদের হিংসার আগুন সহ্য করে, এবং কৃপণ ও বদমেজাজীদেরকে সহ্য করে কীভাবে সে জীবনে আনন্দ পেতে পারে? মানুষ, তাদের মানব পথ ও তাদের বোকামির সাথে পরিচিত হওয়া খলসের শাহিন!”

ইবনে ক্বারিস বলেছেন

“তারা জিজ্ঞেস করেছিল, আমি কেমন আছি সে কথা, আর আমি বলেছিলাম, ভালো আছি, তোমাদেরকে ধন্যবাদ; একটি অভাব পূর্ণ হয়েছে আরেকটি অবহেলিত হয়ে আছে, যখননা যখন এমনই তখন আমার আত্মা সংকুচিত হয়ে যায়, আমি বলি একদিন হরত কোন সাহায্য আসবে। আমার সঙ্গী হলো আমবে বিড়াল এবং আমার আত্মার সঙ্গী হলো আমার কিতাবাদি। আর আমার ভালোবাসার বস্তু হলো আমার যামিনী-নীপ (বা রাতের বাতি)।”

৬৯. সংকটে বিচলিত হবেন না

অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি আপনার আত্মাকে শক্তিশালী বা আপনার মনকে শক্ত করবে, এতে আপনার পাপ মাফ হবে এবং এটা আপনার অহংকার ও ঔদ্ধত্যকে দমন করতে সাহায্য করবে। আপনার স্বরণ হতে পারে যে, সংকটের সময় আপনি বাজে কথা বাদ দিয়ে আত্মাহুত স্বরণ করেছেন। যখন আপনি দুর্দশগ্রস্ত হয়েছিলেন, অন্যেরা তখন আপনার দিকে ভ্রাতৃদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং আপনি ধার্মিকদের দোয়ার বরকতে ধন্য হয়েছেন। এমন সময়ে আপনি হৈন্সার এবং বিনীতভাবে নিজেকে তাঁর ইচ্ছা ও আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

দুঃখ-কষ্ট সতর্কতা বয়ে আনে এবং সঙ্কট কেবলি ব্যক্তিকে শয়তানের পথ অনুসরণ করার বিরুদ্ধে পূর্ব সতর্কতা যোগায়। যার উপর বিপদ এসেছে অথচ ধৈর্যের সাথে সাহসিকতা প্রদর্শন করতে পারে; তাঁর অবস্থা তাঁর মতো নয়— যে না-কি পার্শ্বব আঘোমে ভুগে আছে, বরং তাঁর অবস্থা তাঁকে তাঁর প্রভুর সার্থে সাফাফের জন্য গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সহায়তা করে। তিনি নিরপেক্ষভাবে এ দুনিয়াকে বিচার করে দেখতে সক্ষম এবং এভাবে তিনি জানতে পারেন যে, এটা এমন কিছু নয় যার নিকে মূকে পড়তে হবে বা যার লোভ করতে হবে। মাঝে মাঝে সঙ্কটের মোকাবেলার প্রজ্ঞা ও কল্যাণ লাভ করা যায়। যদিও আমরা তা না বুঝতে পারি বা যদি তা আমাদের বুঝে নাও আসতে পারে তবুও তা নিশ্চিতভাবেই আছে এবং সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালকের তা জানা আছে।

৭০. সংকট নিয়ে একটু ভেবে দেখুন

বিষন্ন হবেন না, কারণ, বিষন্নতা আপনার ইচ্ছা শক্তিকে দুর্বল করে দিবে এবং আপনার ইবাদতের মানও কমিয়ে দিবে। বিষন্নতার অতিরিক্ত আরো কিছু ক্ষতি হলো যে এটা মানুষকে প্রায়ই নিরাশাবাদী করে তোলে এবং অন্যের ছিদ্মনেহী করে তোলে। এমনকি তা আগ্রাহর দোষ দরতেও বাধ্য করে, নাউযুবিয়াহ!

বিষন্ন হবেন না, কারণ, বিষন্নতা, দুঃখ-বেদনা, উবিগ্নতা ও মানসিক সমস্যার মূল এবং মাতনার উৎস।

দুঃখিত হবেন না, ভেদনা, আপনার নিকটে তো কুরআন, দোয়া, জিকির ও সালাত আছে। আপনি অন্যকে দান করে, সংকসজ করে এবং উৎশাদনশীল হয়ে আপনার দুচ্চিত্তার বোঝা হালকা করতে পারেন।

বিষন্ন হবেন না এবং অলসতার ও অকর্মণ্যতার পথ গ্রহণ করে বিষন্নতার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না; বরং প্রার্থনা করুন, আপনার প্রভুর সহিমা ঘোষণা করুন যা তাঁর ভাসবীহ পাঠ করুন, পড়ার দেখা করুন, কাজ করুন, আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে যান এবং নীরবে নির্জনে ধ্যান করুন।

“সাহায্যের জন্য আমাকে মিনতিপূর্ণভাবে আহ্বান কর, তাহলেই আমি তোমাদের ভাকে সাড়া দিব।” (৪০-সূরা আল মুমিন : আয়াত-৬০)

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔

“তোমরা তোমাদের প্রভুকে বিনীতভাবে ও গোপনে ডাক। তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।” (৭-সূরা আল আরাক : আয়াত-৫৫)

“অতএব, তোমরা আল্লাহর ইবাদতে একমিষ্ট হয়ে তাঁকে ডাক; যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (৪০-সূরা আল মুমিন : আয়াত-১৪)

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۚ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔

“বলুন, তোমরা “আল্লাহ” নামে ডাক অথবা “আর রহমান তথা পরম করুণাময়” নামে ডাক (তাতে কিছু যায় আসে না) কেননা, সকল সূন্দর নামসমূহইতো তাঁর।” (১৭-সূরা ক্বী ইসরাঈল : আয়াত-১১০)

৭১. দুঃখিত হবেন না- সুখের মূলনীতি

১. যেসে রাখুন আপনি যদি আজকের সীমার মধ্যে বসবাস না করেন, তবে আপনার চিন্তা-ভাবনা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, আপনার কাজ কর্ম ভালগোল থাকিয়ে কেনাবে এবং আপনার দুচ্চিন্তা বেড়ে যাবে। একথাটি নিম্নোক্ত হাদীসটিকে ব্যাখ্যা করে-

“সকাল বেলা সন্ধ্যাকে সেবার আশা করিও না এবং সন্ধ্যাকালে সকালকে সেবার আশা করিও না।”

২. অতীত ও অতীতের সব ঘটনাকে ভুলে যান। গত জিনিসের চিন্তায় বিজ্ঞের হওয়া হলো নেহায়েত পাগলামি।

৩. ভবিষ্যৎ নিয়ে আপাম দুচ্চিন্তা কুণবেন না। কেননা, ভবিষ্যৎতো অজ্ঞাত ও অদৃশ্য ভগ্নতে আছে; এটা আপমদ করার আগেই যেন এটা আপনাকে কষ্ট না দেয়।

৪. নিন্দা ও সমালোচনার বিচলিত হবেন না; বরং শক্ত হোন আর জেনে রাখুন যে, আপনার যোগ্যতার মানানুসারেই সমালোচনার কড় উঠে।
৫. আল্লাহর প্রতি ইমান এবং আমলে সালেহ এ দুটিই জীবনকে উত্তম ও সুখী করার মূল উপাদান।
৬. যে ব্যক্তিই শান্তি, প্রশান্তি ও সুখ চায় সে ব্যক্তিই এসব কিছু আল্লাহর জিকিরের মাঝে ঝুঁজে পেরে যায়।
৭. আপনার নিশ্চিতরূপে একথা জানা উচিত যে, যা কিছু ঘটে তা এক স্বর্ণীয় বিধি অর্থাৎ তব্বুদীর অনুসারেই ঘটে।
৮. অন্যের থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ পাওয়ার আশা করবেন না।
৯. সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ঘটনার জন্য প্রকৃত হৃদে নিজেকে তালিম, প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং দিন।
১০. যা ঘটেছে সবসময় তা আপনার জন্য সর্বাপেক্ষা উপকারী (যদিও আপনি বুঝতে পারে না যে, তা কীভাবে হলে)।
১১. মুসলমানের তব্বুদীরে যা আছে তা তাঁর জন্য কল্যাণকর।
১২. আল্লাহর অনুগ্রহ, করুণা, মদদ ও দেয়ামতসমূহকে গণনা করার চেষ্টা করুন এবং সেগুলোর জন্য তব্বুদীয়া আদায় করুন।
১৩. অন্য অনেকের চেয়েও আপনি ভালো আছেন।
১৪. প্রতি মুহূর্তেই (আল্লাহর) সাহায্য আসে।
১৫. সুখে-দুখে সর্বাবস্থায়ই নোয়া করা ও সলাত পড়া উচিত।
১৬. দুর্বিশাক আপনার হনকে শক্ত করবেই এবং আপনার দৃষ্টিভঙ্গীকে পাল্টিয়ে দিবে।
১৭. অবশ্যই প্রতিটি দুঃখের পরেই সুখ আছে।
১৮. তুচ্ছ বিষয় যেন আপনার ধারণার কারণ না হয়।
১৯. নিশ্চয় আপনার প্রভু মহা কرمদর্শী।
২০. জ্বালা হবেন না, রাগান্বিত হবেন না, রাগ করবেন না।
২১. জীবনে ঝান্ডা, পানি ও ছায়া (অর্থাৎ গৃহ) থাকলেই যথেষ্ট; সুতরাং অন্য কোন কিছুর অভাবে (অত্যন্ত) অস্থির ও উদ্ভিন্ন হবেন না।
২২. যে সব ক্ষতির আশঙ্কা করা হয় তার অধিকাংশই ঘটে না।

২৩. যারা দুর্দশাগ্রস্ত তাদের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞ হউন।
২৪. আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে পরীক্ষা করেন।
২৫. আপনার বারবার সেসব সোচ্চা করা উচিত যেসব সোচ্চা নবী করীম ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।
২৬. উপাদানশীল কোন কাজে কঠোর পরিশ্রম করুন এবং আলস্যকে বা অলসতাকে দূরে নিষ্ক্ষেপ করুন।
২৭. গুজব ছড়াবেন না এবং গুজবে কান দিবেন না। অনিশ্চয় সবুও কেন গুজব শুনে ফেললে তা বিশ্বাস করতেন না।
২৮. আপনার বিবেক ও প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্ঠা আপনার শত্রুর চেয়ে আপনার বান্ধুর অনেক বেশি ক্ষতিকর।
২৯. আপনার যে সফট, বালা মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট ও অজ্ঞান-অনটন হয় তাতে আপনার পাণের প্রায়শ্চিত্ত হয় বা পাণ মার্জনা হয়।

৭২. ছয়টি মূলকথা যখন আপনার নিকট তখন কেন দুঃখ করা?

“দুঃখের পরে সুখ” পুস্তকের গ্রন্থকার একজন বিজ্ঞানলোকের ঘটনা উল্লেখ করেছেন যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাঁর ভাইয়েরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর ক্ষতির জন্য তাঁকে সাবুনা দিতে চেষ্টা করলেন। তিনি উত্তর দিলেন। ‘ছয়টি উপাদানে আমি একটি ঔষধ বানিয়েছি।’ সে উপাদান ছয়টি কী তারা তাকে তা জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন—

১. সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর দৃঢ় ইমান রাখা।
২. তবুদী-রে যা আছে তা অস্বাভাবিকভাবে ঘটবে এই অস্বাভাবিক সভ্য কথাকে মেনে নেয়া।
৩. দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি বৈধের সুফল পাবে, এর কোন বিকল্প নেই।
৪. ঈর্ষ না ধরে আমি কী করতে পারি? একধার নিহিতার্থে অবিচল আস্থা রাখা।

৫. নিজেকে নিয়ে এ গ্রন্থ করা, "আমার নিজের ধ্বংস করার জন্য আমি কেন এক জন ইস্ত্রাক ব্যক্তি হব?"
৬. একথা জানা যে, যুক্তিই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে মসিবত দূর হয়ে যায় বা ঘেঁটে পারে।

অন্যরা যদি আপনার কতি করে বা আপনাকে যাতনা দেয় বা আপনি অত্যাচারিত হন অথবা অন্যের হিসেব শিকার হন তবে দুঃখ করবেন না।

শায়খুল ইসলাম আব্দুলা ইবনে উইমিরাহ (র) বলেছেন—

"মুসলিম ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত করে না প্রতিশোধও নেয় না এবং অন্যের ছিন্তাভেদনও করে না অর্থাৎ অন্যের দোষও জালাশ করে না।" বাধা-বিপত্তি বা সমস্যার সম্মুখীন হলে হতাশ না হয়ে বরং সহ্য করুন ও ধৈর্য ধরুন।

একজন বিজ্ঞ লোক বলেছেন—

"হে সময়! তোমার নিকট যদি অবশিষ্ট কিছু (সময়) থাকে বা নিয়ে তুমি যোগ্য ও মর্যাদাবানদেরকে অপদত্ত কর। তবে তা তুমি আমাকে দাও।" অর্থাৎ হে সময়! তুমি যতই দীর্ঘ হও না কেন তোমার দীর্ঘতার চেয়ে আমার ধৈর্য অনেক বেশি। সুতরাং, তুমি আমার যোগ্যতার ও মর্যাদার হানি করতে পারবে না।

ধৈর্য হলো উদ্বিগ্নতার বিপরীত, ধৈর্য শান্তির ফল বহন করে। যে ব্যক্তি সৈন্দ্র্য ধৈর্য ধরে না, পরিস্থিতির কারণে সে ধৈর্য ধরতে বাধ্য হয়।

আল মুত্তানব্বি বলেছেন—

"সময় আমার উপর এতটাই সমস্যার (ভীত) নিক্ষেপ করেছে যে, ভীতে ভীতে আমার হৃদয়ে আবরণ পড়ে গেছে এখন যখন আমি কোন ভীত ব্যাধি আক্রান্ত হই তখন আমি সমস্যার প্রতি ক্রন্দন ছাড়ছি বেঁচে আছি; কেননা, উদ্বিগ্ন হলে আমি লাভবান হয়নি।"

কেউ যদি আপনার কোন উপকার করতে অস্বীকৃতি জানায় অথবা আপনাকে যদি ক্রকুটি করা হয় অথবা কোন কৃপণ ব্যক্তি যদি আপনাকে ফিরিয়ে দেয় তবে ব্যাখ্যাত্বক হবেন না।

যদি আপনি অন্যের কাছে কিছু চাওয়া থেকে বিরত থেকে নাকে বস্ত্র দেয়ার অপমানের ঘাব বা লাজনা থেকে বাঁচতে পারেন তবে বিশাল বাড়ি ও সুন্দর বাগানের চেয়ে কুঁড়ে ঘর বা তাঁবুই আপনার জন্য শ্রেয় এবং সেসব পার্শ্বিক জিনিসের চেয়ে ভালো যা আপনাকে শুধু দুশ্চিন্তা ও অশান্তিই বয়ে এনে দেয়। কীট্র মানসিক যাতনা রোগের মতোই; এটা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত এর পূর্ণ মেয়াদকাল ধরে চলবে। আর যে নাকি এটাকে তাকাতাকি দূর করে নিতে চায় সে প্রায়ই এটাকে বৃদ্ধি করে। দুর্দশাগস্ত লোকের মৈত্রী বরা বাধ্যতামূলক। তাকে অবশ্যই শান্তির আশায় থাকতে হবে। তাকে সালাত, প্রার্থনা ও ইবাদতে নাযোড়বাশা হয়ে লেগে থাকতে হবে।

৭৩. সুখের মূলনীতি- যেসব আয়াত নিয়ে ভাবতে হবে

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

বল, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়েনা; নিশ্চয় আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্রমাশীল, পরম দয়ালু।' (৩৯-সূরা হুমার : আয়াত-৫৩)

"এবং তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে না, কেননা, কাকের সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয় না।"

(১২-সূরা ইউসুফ : আয়াত-৮৭)

"পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে তার প্রভুর দয়া হতে নিরাশ হয়।"

(১৫-সূরা হিজর : আয়াত-৫৬)

"অবশ্যই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।"

(৭-সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-৫৬)

"তুমি জাননা, আল্লাহ ইচ্ছাক্তে নতুন কোন উপায় করবেন।"

(৬৫-সূরা আত তালাক : আয়াত-১)

“হয়তো তোমরা যা পছন্দ কর না তা তোমাদের জন্য ভালো এবং তোমরা যা পছন্দ করো তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। অত্যাহ জানেন আর তোমরা জান না।” (২-সূরা বাক্বার : আয়াত-২১৬)

“অত্যাহ তাঁর বাক্বাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান।” (৪২-সূরা আশ শূরা : আয়াত ১৯)

“এবং আমার ককণা সব কিছুকে ঘিরে আছে।”

(৭-সূরা আল আয্বাক : আয়াত-১৫৬)

“ভয় করিও না (যা কোন ভয় নেই), নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছে।”

(৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৪০)

“(তুর্খনকার কথা শ্রবণ কর) যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন তমই তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।”

(৮-সূরা আনকাল : আয়াত-৯)

“এবং তারা হতাশ হয়ে যাবার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর রহমত, ককণা ও নয়াকে চতুর্দিকে বিস্তৃত করে দেন।”

(৪২-সূরা আশ শূরা : আয়াত-২৮)

“এবং তাঁরা আমাকে আশা নিয়ে ও ভয়ের সাথে ডাকত এবং তাঁরা আমার নিকট বিনীত ছিল।” (২১-সূরা আল আয্বাক : আয়াত-১০)

৭৩. বই আপনার উত্তম সঙ্গী

যে কাজ আনন্দ বয়ে আনে তা হলো বই পড়ে জ্ঞানার্জন করে মনকে উন্নত করা।

আল জাহিয় নামে এমন আরব লেখক কয়েক শতাব্দী পূর্বে বই পড়ে উদ্বিগ্নতা দূর করার (জন্ম নিব্বরণ) উপদেশ দিয়েছেন—

“(ভালো) বই এমন এক সঙ্গী যা অমঙ্গল, অকন্যাধ ও ক্ষতির দিকে আপনাকে প্রলোভন দেখায় না। এটা এমন বস্তু যা আপনাকে বিরক্ত করে না। এটা এমন প্রতিবেশী যা আপনার কোন ক্ষতি করে না। এটা এমন একজন পরিচিত ব্যক্তি যিনি জোযামোদ করে আপনার থেকে কোন সুবিধা

বাগিয়ে নিতে চায় না। এটা হলনা ও মিথ্যার মাধ্যমে আপনাকে প্রভাষণ করে না। বইয়ের পাতাগুলো পাঠকালে আপনার অনুভূতি সজ্জিশালী ও মেধা তীক্ষ্ণ হয়। জীবনী পড়ে মানুষকে মূল্যায়ন করতে পারবেন।

এমনও বলা হয় যে, মাঝে মাঝে একমালে বইয়ের যে ক'পাতা পড়ে যা শিখা যায় তা (সাধারণ) জনগণের মুখ থেকে একশত বছরেও শিখা যায় না। এসব কিছুই উপকার করে অথচ এতে সম্পদের ক্ষতি হয় না এবং বেতনের জন্য অপেক্ষাকারী শিক্ষকের দরজায় ধর্গা ধরতে হয় না অথবা এমন কারো কাছ থেকে শিখতে হয়না যে আচার-আচরণে আপনার চেয়ে নিম্ন মানের। বই দিনে ও রাতে, ঘরে ও বাইরে (অমণকালে) আপনার আনুগত্য করে। বই (শিক্ষকের মতো) তত্ত্বা আসাতে এমনকি গভীর রাতেও (ঘুমে) জাগ্রত হয়ে পড়ে না।

এটা এমনই শিক্ষক, যখনই আপনার দরকার তখনই এটা আপনার সেবার নিয়োজিত। এটা এমন শিক্ষক যাকে আপনি বেতন না দিলেও এটা আপনাকে সেবা (তথ্য জ্ঞান) দিতে নারাজ হয় না। আপনি এটাকে পরিত্যাগ করলেও এটা আপনার আনুগত্য করিয়ে দেয় না। সবাই যখন আপনার বিরোধী হয়ে শত্রুতা দেখায় তখন এটা আপনার পাশে থাকে (ও আপনাকে সহায়্য করে)। হৃৎকণ পর্যন্ত আপনি বইয়ের সাথে সম্পর্ক রাখবেন হৃৎকণ পর্যন্ত জলসন্দের সঙ্গে আপনার দরকার নেই।

দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পথচারীদেরকে দেখা থেকে এটা আপনাকে বিরত রাখে। হ্যাংলো, হাঙ্কা বা চপল বস্তাব, অগ্নীল ভাষাতারী ও গণদূর্ধদের সাথে মিলামিশা করা থেকে বই আপনাকে রক্ষা করবে। বইয়ের শুধুমাত্র যদি এ একটাই উপকারিতা থাকত যে, এটা আপনাকে বোকার মতো দিবাশপ্ন দেখা থেকে ও হ্যাংলোনা করা থেকে বিরত রাখে, তবুও এটাকে অবশ্যই আপনার এমন একজন সত্যিকার ও প্রকৃত বন্ধু হিসেবে গণ্য করতে হবে যিনি নাকি আপনাকে মহা অনুগ্রহ দান করেছেন।”

৭৫. বইয়ের মাহাত্ম্য নিয়ে কিছু কথা

আবু উবাইদা বলেছেন-

“মুহাম্মাদ তাঁর পুত্রকে নিম্নোক্ত উপদেশ দিয়েছেন, ‘হে বৎস! বর্ম বিক্রোতা বা পুস্তক বিক্রেতার সাক্ষাৎ ছাড়া বাজারে সময় নষ্ট করবে না।’”

হাসান লু'লু'রী বলেছেন-

“চল্লিশ বছর যাবৎ দিনে-রাত্রে যখনই ঘুমতে যাই না কেন একটা পুস্তক আমার কুকের উপর থাকেই।”

ইবনে যাহ্ম বলেছেন-

“প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘুমানো ক্ষতিকর; ঘুমের সময় আমার যখন তন্দ্রা আসে তখন আমি একটি জ্ঞানগর্ভ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বই হাতে তুলে নেই এবং কোন (প্রজ্ঞার) মুক্তার সাক্ষাৎ বা মহান পেশে আমি কল্যাণ লাভ করি। যখন মনের সুখে বই পড়ায় তুবে থাকি ও (জনগর্ভ কথা) তনতে থাকি তখন পাখার তীর্থক তাক ও কোন কিছু ভাঙ্গার তীক্ষ্ণ শব্দ আসে যতটা সর্বক হই তার চেয়েও বেশি সতর্ক থাকি।”

তিনি আরও বলেছেন-

যদি আমি কোন বইকে মনোরম ও উপভোগ্য পাই এবং আমি এটাকে উপকারী মনে করি তবে তুমি আমাকে দেখবে যে, আমি বইটির পর বইটা ধরে বুজছি যে কত পৃষ্ঠা বাকি আছে এ ভয়ে যে (এ মজাদার বইটি পড়া) শেষ হয়ে বাচ্ছে কিনা। যদি এটা বহু পৃষ্ঠা সম্বলিত অনেক খণ্ডের পুস্তক হয় তবে আমার জীবনকে (ঘন্য) ও সুখকে পরিপূর্ণ পাই।”

كَيْسَبٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِيَسْتَلْزِمَكَ
وَذِكْرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .

“(হে মুহাম্মদ) এ কিতাব যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতএব এ কিতাব নিয়ে (মানুষকে) সতর্ক করতে এর সহজে আপনার মনে যেন কোন সন্দেহ না থাকে এবং (এ কিতাব) মুমিনদের জন্য উপদেশ।”

(৭-সূরা আল আ'রাক : আয়াত-২)

৭৬. পাঠের উপকারিতা

১. পাঠ উদ্ভিগ্নতা, দুষ্টিজ্ঞা ও লুপ্ত-বেদনা দূর করে।
২. পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকাকালে মিথ্যায় ডুবে থাকা থেকে বাঁচা যায়।
৩. হতাবগত পাঠ বা পড়ার অভ্যাস (মানুষকে) এত ব্যস্ত রাখে যে, অলস ও অকর্মীদের সাথে কিছুদূর যক্ষা করা যায় না।
৪. ঘনঘন পাঠের দ্বারা বাস্তবতার এবং শ্রী বস্তুর গুণ লাভ করা যায়।
৫. পাঠ মনকে উন্নত করতে এবং চিন্তা-ভাবনাকে বিস্তৃত করতে সাহায্য করে।
৬. পাঠ জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং বুদ্ধি ও বোধশক্তি উভয়কেই উন্নত করে।
৭. পড়ার মাধ্যমে অন্যদের অভিজ্ঞতা। বিজ্ঞদের প্রজ্ঞা ও পণ্ডিতদের বোধ (বা দুঃখ) দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।
৮. ঘনঘন পড়ার দ্বারা জ্ঞানার্জন এবং জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্বন্ধে শিক্ষা করে সেগুলো জীবনে বাস্তবায়ন করা এ উভয়বিধ যোগ্যতাই অর্জন করা যায়।
৯. কল্যাণকর বই পড়ার সময় বিশ্বাস বাড়তে বিশেষ করে আমলকারী মুসলিম লেখকদের বই পাঠে। এ ধরনের পুস্তক ধর্মোপদেশে পরিপূর্ণ আর এসব ধর্মোপদেশ কল্যাণের পথ দেখাতে ও অকল্যাণ থেকে দূরে সরাস্তে খুবই শক্তিশালী।
১০. পাঠ মনকে বিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে বিশ্রাম নিতে সাহায্য করে এবং সময়কে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচায়।
১১. বারবার পাঠের দ্বারা বহু শব্দের উপর দক্ষতা অর্জন করা যায় এবং বিভিন্ন বাক্য গঠন শিক্ষা করা যায়। অধিকন্তু, ধারণা করার ও বুঝার ক্ষমতা উন্নত হয় আর কথা নিচের দু'গুণে কবিতার মাঝে লিখা আছে—
“আম্বার পুষ্টি ধারণা করার ও বুঝার মাঝেই— খাদ্য ও পানির মাঝে নয়।”

৭৭. একটুখানি ভেবে দেখুন

উমর (রা) বলেছেন—

“আমরা যে উত্তম জীবন লাভ করেছি তা ধৈর্যের মাধ্যমেই এসেছে।”

তিনি আরো বলেছেন—

“আমরা যে উত্তম জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা ধৈর্যের জীবন এবং ধৈর্য যদি মানুষ হতো তবে সে সবচেয়ে বেশি উদার হতো।”

আলী (রা) বলেন—

“বাস্তবিকই ইমানের জন্য ধৈর্য হলো এমনটি যেমনটি নাকি সেহের জন্য মাথা। মাথা কাটা গেলে সেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।” অর্থাৎ ধৈর্য না থাকলে ইমান বা বিশ্বাসও নষ্ট হয়ে যায়।

এরপর তিনি উমরকে বলেছেন—

“নিশ্চয়, যার ধৈর্য নেই তাঁর ইমানও নেই।”

তিনি আরো বলেন—

“ধৈর্য এমন এক কাহন যা কখনও স্ট্রোট খায় না।

হুসান (রা) বলেছেন—

“ধৈর্য এমন এক কল্যাণের ভাগ্য যা আল্লাহ তা’আলা তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে যোগ্য মনে করেন শুধুমাত্র তাকেই দান করেন।”

ওমর ইবনে আব্দুল আত্তীজ (রা) বলেছেন—

“আল্লাহ তা’আলা যদি তাঁর কোন বান্দাকে কোন সেয়ামত দিয়ে তা ছিনিয়ে নিয়ে অব বদলে তাঁকে ধৈর্য প্রদান করেন তবে ধৈর্যই (ঐ ছিনিয়ে নেয়া সেয়ামতের চেয়ে) উত্তম।”

সুলাইমান ইবনুল কাসিম বলেছেন—

“ধৈর্য ছাড়া সকল কাজের প্রতিদানই জানা আছে।”

“একমাত্র ধৈর্যশীলদেরকেই তাঁদের প্রতিদান অধিক মাত্রায় বেহিশাবে দেয়া হবে।” (৩৯-সূরা আয হুমার : আয়াত-১০)

৭৮. দুঃখ করবেন না—আরেকটি জীবন আসবে

এমন একদিন আসবে যখন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির প্রথম ও শেষ অর্ধাংশ সকল সৃষ্টিকে একত্রিত করবেন। শুধুমাত্র এ ঘটনার জ্ঞানই আল্লাহুর বিচার সহজে আপনাকে নিশ্চয়তা প্রদান করে। সুতরাং, কারো টাকা-পয়সা অন্যায়ভাবে বেদখল হয়ে থাকলে সে সেখানে (হাশরের মাঠে) তা পাবে; যাকে অত্যাচার করা হয়েছে সে সেখানে ন্যায় বিচার পাবে এবং যে অত্যাচার করেছে সে সেখানে শাস্তি পাবে।

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কেন্ট বলেছেন—

“এ জীবনের নাটক (এখানেই) শেষ নয়, এ নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য হবে। কেননা, আমরা দেখছি যে, অত্যাচারী ও তার শিকার ন্যায়বিচার না দেখেই নিবৃত্ত বা ক্ষান্ত হচ্ছে বা অত্যাচারিত তাঁর প্রতিশোধ নিতে পারছে না। অতএব, অবশ্যই অন্য জগৎ হবে, সেখানে ন্যায় বিচার করা হবে।”

শায়খ আলী তানভাবী এ বিষয়ে যুক্তব্য করে বলেছেন; “এ অমুসলিম দার্শনিকের এ বর্ণনার দ্বারা (এমন এক) পরকালের বা আখেরাতের অস্তিত্বের কথাই স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়— যেখানে বিচার করা হবে।”

একজন আরব কবি বলেছেন—

“যখন মন্ত্রী ও তার প্রতিনিধি হেঁচকাচারী হয় এবং বিচারক তার বিচারে লক্ষপাতিত্ব করে বা অবিচার করে, তখন ধ্বংস, ধ্বংস; আকাশের বিচারকের পক্ষ থেকে জমিনের বিচারকের জন্য রয়েছে ধ্বংস।”

الْبَرِّمْ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ . لَا ظُلْمَ الْبَرِّمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ
سَرِيعُ الْحِسَابِ .

“আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। অতঃ (কারো প্রতি) কোনো জুলুম করা হবে না; নিশ্চয় আল্লাহ তব্বিৎ হিসাব গ্রহণকারী।”

(৪০-সূরা আল হুমিল : অয়াত-১৭)

৭৯. অনেক কাজ জমে গেলে অতিরিক্ত কষ্টবোধ করবেন না

রবার্ট লুই স্টেভেনসন বলেছেন—

“প্রতিটি ব্যক্তিই তার দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম—সে কাজগুলো যতই কঠিন হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না এবং প্রতিটি লোকই সূর্য ডুবার আগ পর্যন্ত তার সারাটা দিন সুখে কাটাতে সক্ষম আর সেটাই জীবনের অর্থ।”

টোফেল লীকক বলেছেন—

“শিত বলে : আমি যখন বালক ছিলাম...। বালক বলে : আমি যখন তরুণ ছিলাম... আর যখন সে সময় আসে তখন সে বলে : আমি যখন বিয়ে করব...। বিয়ের পরে কী ঘটে? আর এসব পর্যায় পার হওয়ার পর কী হয়? সবাই একটি চিন্তার পিছনে শব্দাই পড়ে আছে যে, যখন আমি অবসর হতে পারব...। কিন্তু, সে যখন সত্যিই বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে তখন পিছনে ফিরে তাকানয় (অর্থাৎ অতীতের বিষয় নিয়ে চিন্তা করে দেখে)।

আর এক শীতল বায়ু গ্রবাহে আক্রান্ত হয় (অর্থাৎ অতীতের দুঃখের ঘটনার কথা ভেবে বিষাদিত হয়ে যায়)। (সে ভাবে যে) সে তার সারা জীবন (ব্যথা) নষ্ট করেছে, এক মুহূর্তও (সুখে) কাটাতে পারেনি। আর আমরা এভাবেই অনেক পরে বা দেরীতে শিখতে পারি যে, বর্তমান কালের প্রতিটি মুহূর্তেই জীবনকে উপভোগ করাই বা বর্তমান কালের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানোই (প্রকৃত সুখের) জীবন।”

যারা ভাবনা করতে বিলম্ব করে—এই হলো তাদের অবস্থা।

আমাদের একজন ধর্মিক পূর্বসূরি বলেছেন—

“কিছু করার ব্যাপারে এবং ‘আমি পরে করব’ ও কথা বলার ব্যাপারে আমি তোমাকে সতর্ক করছি কারণ, এটা এমন কথা যা মানুষকে ভালো কাজ করা থেকে বিরত রাখে এবং সওয়াবের কাজ করা থেকে পিছনে ফেলে দেয়।”

“তাদেরকে বাণেশ্বর-মাওয়া ও মূর্তি করতে নাও এবং মিথ্যা আশায় তারা মোহাম্মদ থাকুক। কেননা, শীঘ্রই তারা (প্রকৃত ঘটনা) জানতে পারবে।”

(১৫-সূরা হিজর : আয়াত-৩)

ফরাসী দার্শনিক মন্টেইন বলেছেন—

“আমার জীবনটা দুর্ভাগ্যে ভরা ছিল, (আমার জীবন) আমাকে কখনো কল্পনা দেখাতনি।”

আমি একথা স্বীকার করছি যে, আমাদের জ্ঞান ও মেধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের প্রসিদ্ধ অনেকেই তাদের সৃষ্টির আড়ালে যে রহস্য রয়েছে তার কিছুই জানত না। আহ্মাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে যে শিক্ষা পাঠিয়েছেন তারা সে শিক্ষা দ্বারা পরিচালিত হতেন না।

“আর যার জন্য আহ্মাহ আলোর ব্যবস্থা করেননি, তার জন্য কোনো আলো নেই।” (২৪-সূরা আন নূর : আয়াত-৪০)

إِنَّا خَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔

“আমি অবশ্যই তাকে পথ দেখিয়েছি, হয়তো সে কৃতজ্ঞ হোক নয়তো অকৃতজ্ঞ হোক।” (৭৬- সূরা দাহর : আয়াত-৩)

ডেন্টি বলেছেন—

“একথা ভাবুন যে, আজকের এই দিনটি আর কখনো ফিরে আসবে না।”

এর চেয়ে উত্তম, সুন্দরতর ও অধিকতরপূর্ণ হলো এই হাদীসটি—

“এমনভাবে সালাত (নামাজ) আদায় করো যেন এটা তোমার বিদায়কালীন সালাত।”

যে ব্যক্তি এ কথা মনে রাখে যে, আজকের দিনটিই তার শেষ দিন সে বাঁটি তপস্বী করবে, আমলে সালেহ বা নেক আমল করবে এবং সর্বশক্তিমান আহ্মাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি অনুগত থাকার আশ্রয় চেষ্টা করবে।

৮০. দুঃখ করবেন না- নিজেকে এ প্রশ্নগুলো করুন

১. ভবিষ্যতের ভয় ও দুশ্চিন্তার কারণে অথবা নিঃশঙ্কের ওশারের বাদুমহর বাগানের আশায় (আলোয়ার আলোর আশায়) আমি বর্তমান জীবন জোখ বা বর্তমানে জীবনযাপন ত্যাগ করছি কি?
২. অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে চিন্তা করে করে আমি কি আমার বর্তমানকে ভিত্ত করছি?

৩. আমি আমার দিনটি ভালোভাবে কাজে লাগানোর ইচ্ছা নিয়ে কি আমি জোরে বুম থেকে জেগে উঠি?
৪. আমি কি আমার বর্তমান জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে উপকৃত হচ্ছি?
৫. অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা বাস নিয়ে কখন আমি বর্তমান জীবন জোপ করা বা বর্তমান জীবন যাপন শুরু করব? কি আগামী সত্তাহে? না-কি আগামী কাল? না আজই?

৮১. জটিল পরিস্থিতিতে হতাশ হবেন না

আপনি যখন নিজেকে কঠিন অবস্থায় দেখতে পাবেন তখন নিম্নোক্ত কাজগুলো করবেন—

১. নিজেকে প্রশ্ন করুন— সবচেয়ে খারাপ কী ঘটতে পারে?
২. সর্বশেষে খারাপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।
৩. খারাপ কিছু ঘটলে পরিস্থিতিতে ভালোভাবে সামাল দেয়ার জন্য ঠাণ্ডা মাথায় এর মোকাবিলা করুন।

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا .
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

“(যে সব মুসলিমদেরকে হুমকিভরা বলেছিল যে), তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করার জন্য) একদল (কাফের) লোক জমায়েত হয়েছে, ‘সুতরাং, তাদেরকে ভয় কর’ এতে মুমিনদের ঈমান আরো বেড়ে গেল এবং তারা বলল—

“আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম অভিভাবক।”

(৩-সূরা আসে ইমরান : আয়াত-১৭৩)

৮২. এ আয়াতগুলো নিয়ে একটু ভাবুন

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাঁর নিহতির শয় করে দিবে। আর তাকে এমনভাবে বা এমন উৎস হতে রিয়িক দান করবেন যে সে তার ধারণাও করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রাখে আল্লাহই তাঁর জন্য যথেষ্ট।” (৬৫-সূরা আত তালাক : আয়াত-২০৩)

“আল্লাহ কঠোর পর (অভ্যর্থের পর) আগ্রহ (হৃদয়লভা) দিবে।”

(৬৫-সূরা আত তালাক : আয়াত-৭)

নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“এবং যেনে রাখ যে, ধৈর্যের মাধ্যমে বিজয় আসে এবং সঙ্কটের পরেই স্বচ্ছলতা আসে আর কঠোর পরেই স্বস্তি আসে।”

অন্য হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তায়াল্লা বলেছেন—

“বান্দা আমার প্রতি যেকোন ধারণা করে আমি তার সাথে সেরূপ আচরণ করি; সুতরাং, তার যেমন মনে চায় আমার প্রতি তেমনই ধারণা করুক।”

“ভাদের বিপক্ষে তোমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট হবে। তিনি সর্বপ্রোক্তা সর্বজ্ঞানী।” (২-সূরা বাক্বার : আয়াত-১৩৭)

“এবং (এমন) চিরস্ত্রীবের উপর নির্ভর কর যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।” (২৫-সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৫৮)

“আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাঁর শয় থেকে বিজয় অথবা কোনো সিদ্ধান্ত দিবে।” (৫-সূরা ময়িদা : আয়াত-৫২)

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ.

“আল্লাহ ছাড়া এটাকে কেউ প্রতিহত, অপসারিত, ব্যাহত, স্থগিত, বিলম্বিত অথবা প্রকাশিত করতে পারবে না।” (৫৩-সূরা আল নাজম : আয়াত-৫৮)

৮৩. হতাশা দেহ-মনকে দুর্বল করে

চিকিৎসা শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডা. এলেক্সিস কারলাইল বলেছেন—

“বেশব কাজের লোকেরা উদ্বিগ্ন” ও মানসিক চাপ দমন করতে জানে না। তারা অন্যদের তুলনায় বেশি মাত্রায় অকালে মরণশীল।” বাস্তবিক, যা কিছু ঘটে তা হঠাৎ বিধান বা তরুণীর অনুসারেই ঘটে। তা সত্ত্বেও প্রত্যেককেই সমস্যা এড়াণোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আর এ কারণেই কারলাইল যথার্থই বলেছেন যে, যা শরীরের ক্ষতি করে উদ্বিগ্নতা তার একটি।

৮৪. হতাশা ক্ষতের কারণ

“আপনি যা ভক্ষণ করছেন তার কারণে আপনি ক্ষতে আক্রান্ত হবেন না, কিন্তু, যা আপনারকে ভক্ষণ করছে তার কারণেই আপনি ক্ষতাক্রান্ত হবেন।”

ডা. জোসেফ এক মস্টাপূনর ‘স্বাযুগিক সমস্যা’ নামক পুস্তক থেকে (উপরোক্ত) এ উদ্ধৃতিগুলো নেয়া হয়েছে।

এশিদ্ধ আরব কবি মোতামাকবি বলেছেন—

“দুশিন্তা মোটা ব্যক্তিকে হ্যাংলা-পাতলা ও শীর্ণ বানিয়ে ফেলে, এটা যুবকের চুল পাকায় ও তাকে বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলে।” এবং ‘লাইফ’ নামক পত্রিকা যতে মরণ ব্যাধির তালিকায় ক্ষতের স্থান দশম।

৮৫. হতাশার আরো কিছু কুপ্রভাব

আমি ইসলামী ডা. এডওয়ার্ড বডগল্ফির ‘Stop Worrying and Seek Betterment’ নামক পুস্তকের অনুবাদ পড়েছি এখানে তার বই থেকে কয়েকটি অধ্যায়ের নাম দেয়া গেল—

১. উদ্বিগ্নতা হার্টের ক্ষতি করে।
২. উদ্বিগ্নতার কারণে উচ্চ রক্তচাপ বাড়ে বা দেখা দেয়।

৩. উদ্বিগ্নতা কয়েক প্রকার ব্যক্তির কারণ হতে পারে।
৪. আপনার নাড়িভূঁড়ির উপকারার্থে আপনার উদ্বিগ্নতার মায়া কমানোর চেষ্টা করুন।
৫. উদ্বিগ্নতাকে কিভাবে সাধারণ সর্দির কারণ মনে করা যায়।
৬. উদ্বিগ্নতা ও বাইরয়েড প্রত্যভ।
৭. ডায়াবেটিসের শিকার এ উদ্বিগ্নতার কারণে।

মনোবিজ্ঞানী ডা. কার্প মেনিজার 'Man Against Himself' নামে একটি বই লিখেছেন। এ পুস্তকে তিনি বলেছেন—

“ডা. মেনিজার আপনাদেবকে উদ্বিগ্নতা কিভাবে এড়িয়ে চলতে হবে এর কোনো নিয়ম-কানুন দেবেন না; বরং তিনি উদ্বিগ্নতা, স্নায়ুবিহীনতা, হিংসা-বিদ্বেষ, ভয় ও প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছা কীভাবে আপনার নিজের দেহ-মনকে ধ্বংস করে দেয় তার উপর আপনাকে এক বিষয়কর প্রতিবেদন দিবে।”

“এবং তারাও যারা ক্রোধ সংবরণ করে; নিষ্ঠুর আত্মা সংকল্পশীলদের ভালোবাসেন।” (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১০৪)

এ আয়াত থেকে যেসব শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করা উচিত তার মধ্যে অধিকতর লক্ষণীয় হচ্ছে যে, আমাদের সুস্থ মন, মনের শক্তি, শান্তি স্নায়ু এবং সুখবোধ থাকতে হবে।

ফরাসী দার্শনিক একদা বলেছিলেন—

“আমি আমার হৃদয় নিয়ে আপনার সমস্যা সমাধানের সাহায্য করতে চাই—
আমার লিভার ফুসফুস দ্বারা নয়।”

(আপনার সমস্যা নিয়ে টেনশন করে আমি আমার লিভার ও ফুসফুসের সর্বনাশ করতে চাই না— বরং আমার কনজ্ঞতা দ্বারা যতটুকু পারি আপনার ততটুকু উপকার করতে চাই। —অনুবাদক)

৮৬. হতাশা ও ক্রোধের ফল

কর্নেল ইউনিভার্সিটির ডা. রাসেল সিমিল আরপ্রাইটস রোগের চারটি বহু বিস্তৃত কারণ উল্লেখ করেন—

১. বৈবাহিক ঝগড়া (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী-সন্তোষ ঝগড়া)
২. আর্থিক সঙ্কট ও হতাশা
৩. নিঃসঙ্গতা ও উদ্বেগ
৪. হিংসা-বিদ্বেষ

The Federation of American Dentists' এ বক্তৃতা দানকালে ডা. উইলিয়াম মার্ক পণ্ডিত মন্তব্য করেন—

“উদ্বেগ ও ভয়ের মতো অস্বাভাবিক অনুভূতি সর্বদা দেহের ক্যান্সারের বটনের ব্যাধি ঘটায় ফলে দাঁতের ক্ষয় হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা থাকে।”

৮৭. ধৈর্যের সাথে কষ্ট সহ্য করুন

ডেন কার্ণেলী বলেছেন—

টীনারাসহ আফ্রিকান ও দক্ষিণ আমেরিকানরা খুব কমই দুর্ভিক্ষজনিত রুদ্ররোগের শিকার হয়। তারা যে শান্ত ও দুর্ভিক্ষহীন জীবন-যাপন করে এটাকেই এর কারণ হিসেবে জোর দিয়ে বলা যায়।

তিনি আরো বলেছেন—

“প্রতিটি সর্বাপেক্ষা মারাত্মক রোগে সর্বমোট যতলোক মারা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক আমেরিকান মারা যায় আত্মহত্যা করে।” এটা এমন এক চমকপ্রদ পরিসংখ্যান যা কিছুতেই হৃদয়ভাবে নেবা বা বিবেচনা করা উচিত নয়।

৮৮. আপনার প্রভু সত্বে সুধারণা পোষণ করুন

উইলিয়াম জেমস বলেছেন—

“আল্লাহ আমাদের পাপসমূহকে ক্ষমা করেছেন, কিন্তু আমাদের স্বেচ্ছায় (মন) তা করে না।”

ইবনুল ওয়াযীর তাঁর “আল আওরাদি ওয়াল কুওরাদি (الْأَعْرَافُ وَالْقُرَافِ) নামক পুস্তকে বলেছেন—

“নিশ্চয় আল্লাহর রহমতের আশা করলে বান্দার আশার দুরার খুলে যায়, এতে তাঁর ইবাদতের আশ্রয় বাড়ে, নফল ইবাদতে উৎসাহী হতে এবং সৎকাজে প্রতিযোগিতা করতে প্রেরণা যোগায়।”

বিশেষ করে একথা এ কারণে সত্য যে, কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর দয়া, ক্ষমা ও মহাঅম্বার কথা স্বপ্ন না হলে সৎকাজ করার জন্য তাদের মনে সাড়া জাগে না। এসব গুণ নিয়ে ভেবে দেখলে স্বল্প এ দাঁড়ায় যে, তারা অধ্যবসায়ের সাথে সৎ কাজ করে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে চায়।

৮৯. মন যখন আনমনা

টমাস এডিসন বলেছেন—

“চিন্তা থেকে পলায়ন করার কোনো ফল নেই।”

অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই বর্ণনার যথার্থতার নিশ্চয়তা দিতে পারা যায়। কারণ, এমনকি সেবা-পড়ার সময়ও মানুষ অনবরত বৈঠক চিন্তা-ভাবনা থেকে সরে আসে। এ ধরনের (বৈঠক) চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি উত্তম পদ্ধতি হলো— এমন কোনো কাজে রত থাকা বা একই সময়ে আনন্দদায়ক ও উপকারীও হটে।

৯০. গঠনমূলক সমালোচনাকে সাদরে গ্রহণ করুন

এল্লি মরো বলেছেন—

“যা কিছু আমাদের ব্যক্তিগত কাজের সাথে সম্বন্ধিতপূর্ণ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই আমাদের কাছে সত্য মনে হয় আর অন্য সবকিছু শুধুমাত্র আমাদের মনোবৃত্তি উৎপন্ন করে।”

যখন আমাদেরকে ঊণসেশ দেয়া হয় বা আমাদের সমালোচনা করা হয় তখনকার অবস্থার সাথে এ উদাহরণ অত্যন্ত তুলনাপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা প্রশংসাকে অত্যন্ত ভালোবাসি এবং যখন আমাদের প্রশংসা করা হয় তখন আমাদের মনটা বড় হয়ে যায় এমনকি আমাদেরকে অধৌক্তিক প্রশংসা করা হলেও। অপরদিকে আমরা সমালোচনা, নিন্দাকে ঘৃণা করি এমনকি আমাদের সম্বন্ধে যা বলা হয় তা সত্য হয়ে থাকলেও।

“এবং যখন তাদের মাঝে কয়সালা করে দেয়ার জন্য তাদেরকে আহ্বান ও তাঁর রাসুলের নিকট আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিঁড়িয়ে নেয়। আর যদি তাদের কোনো হুক বা আশ্রয় থাকে তবে তারা তাঁর নিকট বিনীতভাবে আসে।” (২৪-সূরা আন নূর : আয়াত-৪৮-৪৯)

উইলিয়াম জেমস বলেছেন—

“আপনার প্রতিষ্ঠার ফলাফল সম্বন্ধে যে উদ্বেগভা আপনাকে পেয়ে বসে ও আপনাকে পরাজিত বা পরাজিত করে তা থেকে আপনি তখন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যাবেন— যখন আপনি কোনো নির্দিষ্ট দিনে কোনো কিছু করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।”

তিনি যা বুঝতে চাচ্ছেন তা হচ্ছে যখন আপনি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত ও সুস্থ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবেন তখন আপনার সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা উচিত। অধিকন্তু আপনাকে অবশ্যই সম্বন্ধের কাছে পরাজিত হওয়া যাবে না। কেননা, সম্বন্ধে শুধু আরো সম্বন্ধেরই জন্ম দেয় এবং তারপর পিছনের দিকে ফিরে তাকানো যাবে না। (কাজ শুরু করার পর তা বাদ দেয়া যাবে না।

‘আরব দেশের একজন কবি বলেছেন—

إِذَا كُنْتُ ذَا رَأْيٍ فَكُنْ ذَا عَزِيمَةٍ * فَإِنَّ قَسَادَ الرَّأْيِ أَنْ تَعْرَدَ دَا .

“যদি তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পার, তবে হির সিদ্ধান্ত নিও বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করিও কেননা, ভুল সিদ্ধান্ত পরিবর্তনশীল।”

সিদ্ধান্ত নিতে সাহস প্রদর্শন আপনাকে উদ্বিগ্নতা ও বিধা-বন্দু থেকে সন্দেহাতীতভাবে রক্ষা করতে পারে।

“হির সিদ্ধান্ত নেবার পর যদি তারা আপ্রাণের সত্যতা স্বীকার করত (বা আপ্রাণের সাথে কৃত তাদের অস্বীকার পূর্ণ করত) তবে তা তাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হতো।” (৪৭-সূরা হুহাযন বা কেতাল : আয়াত-২১)

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ডা. রিচার্ড ক্যাবেট তার ‘How Humans Live’ নামক পুস্তকে লিখেছেন—

“সন্দেহ, ভয় ও অনিশ্চয়তা থেকে যে স্নায়বিক রোগ হয় এবং যারা এ রোগে ভোগে তাদের ওষুধ হিসেবে ‘কাজ করা’কে আমি একজন চিকিৎসক হিসেবে প্রস্তাব করছি।”

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ .

“অতপর যখন (জুমুআর) সালাত শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা ভ্রমণে ছড়িয়ে পড় এবং (কাজ করার মাধ্যমে) আল্লাহর অনুগ্রহ আলাশ কর।”

(৬২-সূরা আন জুমুআ : আয়াত-১০)

জর্জ বার্নার্ড শ বলেছেন—

“অথবা চিন্তায়, বিশেষ করে আপনি কি সুখী নাকি অসুখী এ নিয়ে (অথবা) চিন্তায় সময় নষ্ট করাটাই সম্ভবত হত্যাশার গোপন রহস্য। আপনার হৃদয়ের মনিকোঠায় এ ধরনের চিন্তা-ভাবনাকে চুপিসারে চলতে দিবেন না। বরঞ্চ অবিচলিতভাবে কাজে লেগে থাকুন। যখন আপনি নিজেকে তরুণপূর্ণ কাজে লাগিয়ে দিবেন তখন আপনার রক্ত (নব উদ্যমে) চলাচল করা শুরু করে দিবে এবং আপনার মন কাজে লেগে যাবে। আপনি দেখবেন যে শীঘ্রই

আপনার নতুন জীবন সুচিন্তাযুক্ত হয়ে যাবে। নিয়মিতভাবে কাজ করে যান; কেননা এটা অমিনের বুক সর্বাপেক্ষা দামী ও সবচেয়ে কার্যকর ঔষুধ।

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔

“এবং হে মুহাম্মদ ﷺ বলুন, ‘তোমরা কাজ করতে থাক, কেননা, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ অতিবেই তোমাদের আমল (বা কাজ) দেখবেন।’

(৯-সূরা আত্বা : আয়াত-১০৫)

একটি জ্ঞানপূর্ণ আরবদেশীয় প্রবাদ আছে—

“জীবনকাল এক সংক্ষিপ্ত যে, এটা আরো সংক্ষিপ্ত করা যায় না।

“তিনি (আল্লাহ) বলতেন, ‘তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে?’ তারা বলবে, ‘আমরা একদিন বা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছিলাম, (আমাদের কথা বিশ্বাস না হলে) আপনি বরং হিসাব রক্ষকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।’ তিনি (আল্লাহ) বলবেন, ‘তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে; যদি তোমরা জানতে।’” (২৩-সূরা আল মুমিনুন : আয়াত-১১২-১১৪)

৯১. অধিকাংশ তাজবই তিস্তিহীন

বদেলী আদিবাসীদের দমন করার জন্য প্রসিদ্ধ জেনারেল জর্জ জনক তার বিখ্যাত সাময়িকীর ৭৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন— “আদিবাসীদের প্রায় সকল দুর্দশা ও উদ্ভিগ্নতা তাদের কল্পনাসূত-বাস্তব নয়।”

يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْعَةٍ عَلَيْهِمْ۔

“প্রতিটি বিকট শব্দ বা চিৎকারকেই তারা তাদের বিরুদ্ধে মনে করে।”

(৬৩-সূরা আল মুমিনুন : আয়াত-৪)

“যদি তারা তোমাদের সাথে অভিযানে বের হতো তবে তারা শুধু বিশৃঙ্খলাই বুদ্ধি করত এবং ফেতনা করার জন্য তোমাদের মাঝে ছুটাছুটি করত।”

(৯-সূরা আত্বা : আয়াত-৪৭)

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হব্‌স বলেছেন—

“কোনো নির্দিষ্ট সমস্যার হয়তো সমাধান আছে নহত নেই। যদি কোনো নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান থাকে তবে তা খুঁজে বের করুন। নচেৎ তা নিয়ে নিজেকে কষ্ট দিবেন না।”

একটি সহীহ হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়াতে এমন কোনো রোগ পাঠাননি যে, তিনি এর ঔষুধ পাঠাননি। যে এটা জানল সে তো এটা জানলই আর যে এটা জানল না সে তো এটা জানলই না।”

(এমনকি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ চিকিৎসক কোনো কোনো রোগের চিকিৎসা জানেন না এখনো এ অবস্থা বিদ্যমান।)

৯২. ভদ্রতা সংঘর্ষ এড়ান

একজন জাপানী শিক্ষক তার ছাত্রকে বলেছেন—

“নমনীয়তা উইলো গাছের মতো আর বিরোধীমূলকতা তুচ্ছ গাছের মতো।”

নবী করীম ﷺ একটি হাদীসে বলেছেন—

“মুখিন ব্যক্তি (সবুজ) কোমল শস্যের (চাষা গাছের) মতো, বায়ু একে ভাসে বামে সেশায় (এটা এতই কোমল)।”

জানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি পানির মতো; কেননা, পানি পাথরের সাথে সংঘর্ষ করে না, বরং পানি পাথরের ডান, বাম, উপর ও নিচে দিয়ে চলে যায়।

অন্য একটি হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“মুখিন ব্যক্তি হলো উটের মতো; এটাকে লাগাম পরিয়ে পাথরে বসিয়ে রাখলে এটা তাই করবে অর্থাৎ পাথরেই হাঁটু গেড়ে বসে থাকবে।”

৯৩. অতীত আর কখনো ফিরে আসবে না

يَكْبُلُ أَتَسْأَرُ عَلَى مَا قَاتَكُمُ.

“যা তোমরা শত্রুনি তা নিয়ে তোমরা যাতে দুঃখ না কর।”

(৫৭-সূরা আল হাদীদ : আয়াত-২৩)

আদম (আ) মুসা (আ)-কে বলেছেন-

“আদ্বাহ (ডায়ালা) আমাকে সৃষ্টি করার ৪০ (চল্লিশ) বছর পূর্বে আমার ত্বদ্দীয়ে বা ভাণ্ডে যা নির্মিত করে রেখেছিলেন তার জন্য তুমি কি আমাকে দোষারোপ কর?”

এ কথাটি সত্যকে নবী করীম ﷺ বলেছেন-

“আনহ (আ) মুসা (আ)-কে তর্কে হারিয়ে দিলেন, আদম (আ) মুসা (আ)-কে তর্কে হারিয়ে দিলেন, আদম (আ) মুসা (আ)-কে তর্কে হারিয়ে দিলেন।”

তোমার নিজের হাখে সুখের সন্ধান কর, তোমার চারিধারে বা বাহিরে নয়।

উর্বর ইয়েজ কবি মিল্টন বলেছেন-

“Verily, the mind on its own is capable of transforming paradise into hell and hell into paradise!”

“মন নিজেই স্বর্গ থেকে নরকে এবং নরক থেকে স্বর্গে রূপান্তরিত হতে পারে।”

আরব কবি হুতানাকি বলেছেন-

“বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধনী অবস্থায় তার প্রতিভার কারণে ভোগে; অর্থাৎ, যখন ব্যক্তি দুর্ভ ব্যক্তি দরিদ্র অবস্থায় সুখী।”

৯৪. জীবনখানিতো দুঃখ করার জন্য নয়

সেই হেলেনাতে নেপোলিয়ন বিষয়ে বলেছিলেন—

“আমার পোটা জীবনে আমি ছয়টি সুখী দিনের কথাও জানি না।”

খলিফা হিশাম ইবনে আব্দুল মালেক বলেছেন—

“আমি আমার জীবনের সুখী দিনগুলোকে স্বরণ করে তা গণনা করতে চেয়েছিলাম আর শুভলোকে সর্বমোট তেরটি (সুখের দিন) শেয়েছিলাম।”

এবং তাঁর পিতা প্রায়ই আত্মসোস করে বলতেন—

“আমি যদি কখনো খলিফা না হতাম!”

বিখ্যাত গুয়ায়েজ ইবনে সাঈদ একদা বাদশা হাকমুর রশীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। তখন বাদশা শিখাসার্থ হয়ে পানি চাইলেন। ইবনে সাঈদ বললেন, “হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাকে যদি পানি না দেয়া হয় তবে কি আপনি আপনার অর্ধেক রাজত্বের বিনিময়ে পানি কিনে নিবেন?” বাদশা বললেন, “হ্যাঁ।” তিনি যখন পানি পান করলেন তখন ইবনে সাঈদ বললেন, “যদি কোনো অসুখের কারণে আপনি এ পানিটুকু (প্রশ্রাবের মাধ্যমে) দেহ থেকে বের করে দিতে না পারেন তবে কি আপনি আপনার দেহ থেকে পানিটুকু বের করে দিতে সক্ষম হওয়ার জন্য আপনার রাজত্বের অর্ধেক সম্পদ (ডিকিৎসককে) মূল্য বাবদ দিবেন না?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” তখন ইবনে সাঈদ বললেন, “যে রাজত্বের মূল্য পানি পানের সমানও নয় তবেতো সে রাজত্ব কেমনো লাভও নেই।”

সমগ্র পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে তার কোনো মূল্য, তত্ত্ব ও অর্থই নেই যদি তা ইমানহীন হয়।

আল্লামা ইকবাল বলেছেন—

“যখন ইমান হারায় তখন শান্তিও হারায়। আর যে ব্যক্তি ধার্মিক জীবনযাপন করে না তার দুনিয়ার জীবনের কোনও মূল্য নেই। আর যে লোক হীনহীন বা ধর্মহীন জীবনে সন্তুষ্ট হলো সেতো ধ্বংসকে তার জীবনের সঙ্গী বানিয়ে নিল।”

ইমারসন বনির্ভরতার উপর তার গ্রন্থ নিম্নোক্ত কথা কয়টির মাধ্যমে সমাপ্ত করেন—

“রাজনৈতিক বিজয়, বেতন বৃদ্ধি, রোগারোগ্য বা সুখের দিন ফিরে পাওয়া—এসব কিছুই দিশান্তে আপনার জন্য আবছা হয়ে আছে। একটোকে বিশ্বাস করবেন না; কেননা, আপনি যেমনটি আশা করেন তেমনটি (কখনো) হবেন না এবং এ কারণে যে, আপনি নিজে ছাড়া আপনাকে অন্য কেউ শান্তি এনে দিতে পারবে না।”

ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً - فَاَدْخُلْ فِي عِبَادِي -

“সবুট্টিটিতে ও সন্তোষজনক হয়ে তোমার প্রভুর নিকট ফিরে আস! অতপর আমার (সম্মানিত) বান্দাদের পরিমার্গে প্রবেশ কর।”

(৮৯-সূরা আল ক্বসর : আয়াত-২৮-২৯)

একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও নাট্যকার বলেছেন—

“আমাদের নেহ থেকে চিট্টমার আপসারণ ও রোগ-ব্যাধি দূর করার চেয়েও বেশি প্রয়োজন হলো আমাদের চিন্তা-চেতনা থেকে মন্দ ধারণা দূর করা।”

মৈহিক রোগের তুলনায় কুরআনে চিন্তা-জীবন ও বিশ্বাসের বা ইমানের রোগ সবচেয়ে বেশি সতর্কবাণী আছে।

ফরাসী দার্শনিক মন্টেইন বলেছেন—

“যা ঘটছে তার সবচেয়ে কোনো লোকের মতামত বা ধারণা দ্বারা সে ঘটটা প্রভাবিত হয়—সে ঘটনার দ্বারা সে ততটা প্রভাবিত হয় না।” (ঘটনার চেয়ে ঘটনা সবচেয়ে ধারণার দ্বারাই মানুষ বেশি প্রভাবিত হয়।)

নিম্নোক্ত হাদীসে নবী করীম ﷺ সোয়া করেছেন—

“হে আল্লাহ! আপনার কয়সালার প্রতি আমাকে সবুট্ট করে দিন, যাতে করে আমি বুঝতে পারি যে, আমার যা কিছু ঘটছে তা না ঘটার মতো ছিল না এবং যা কিছু ঘটেনি তা ঘটার মতো ছিল না।”

৯৫. এ কথা কয়টি একটু ভেবে দেখুন

বিষগ্র হবেন না; কেননা, বিষগ্রতা আপনাকে অতীত নিয়ে আচ্ছন্ন করতে, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি বা সন্দেহ করতে এবং আপনার বর্তমানকে নষ্ট করে দিতে বাধ্য করবে।

দুঃখিত হবেন না; কেননা, এটি হৃদয়কে সংকুচিত করে, সুখমগ্নতাকে কুচকিয়ে দেয়, মনোবলকে দুর্বল করে দেয় এবং আশা ভরসাকে দূর করে দেয়।

মনঃকুপ্ত হবেন না; কেননা, আপনার মনঃকুপ্ততা আপনার শত্রুকে আনন্দিত করে, আপনার বন্ধুদেরকে ক্রুদ্ধ করে এবং হিস্টেরিকদেরকে ক্ষুণ্ণিত করায়।

মনঃকুপ্ত হবেন না; কেননা, মনঃকুপ্ত হয়ে আপনি স্বর্গীয় বিধান বা তরুণীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন এবং আপনার জাগ্রান্ধির বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ করছেন।

ভগ্নহৃদয় বা মনমরা হবেন না; কেননা, মনমরা ভাব যা হারিয়ে গেছে বা চলে গেছে তা আপনাকে এনে দিতে পারবে না, এটা মৃতকে পুনর্জীবন দান করতে পারবে না, জাগ্রাকে পরিবর্তন করতে পারবে না অথবা কোনো উপকারই করতে পারবে না।

ব্যথিত বা ভাঙামন হবেন না; কেননা, মর্মবেদনা প্রায়ই শরত্যানের (ধৌকল) থেকে (উৎপন্ন) হয় এবং তা এক ধরনের হত্যাশ।

“(হে মুহাম্মাদ!), আমি কি তোমার জন্য তোমার মনকে প্রশস্ত করে দেইনি? এবং যা তোমার গিঠকে ভেঙে নিয়েছে আমি তোমা থেকে তোমার সে অর অপসারণ করেছি এবং আমি তোমার স্বরণ বা ব্যাভিকে সমুদ্র করেছি। অতএব, কষ্টের পরেই আরাম আছে। নিশ্চয় কষ্টের পরেই স্বস্তি আছে। অতএব, যখনই অবসর পাও তখনই (আত্মাহর) ইবাদত করিও এবং তোমার প্রভুর নিকটে প্রার্থনার জন্য মনোনিবেশ করিও।”

(৯৪-সূরা আল ইনশিরাহ : আয়াত-১-৮)

১৬. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থাকা পর্যন্ত হতাশ হবেন না

সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি ইমান সুখ-শান্তির নিকে নিয়ে যায়, পক্ষান্তরে অবিশ্বাস বা কুফুরি বিভ্রান্তি ও দুঃখ-দুর্দশার পথে পরিচালিত করে। আমি বিশেষ ধরনের অনেক মেধাবী লোক-সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছি; এদের কিছু লোককে প্রতিভাবানও বলা চলে; এরা প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও এদের অন্তর হেলাফেতের আলোবর্ষিত এবং সন্তোষের অর্থে এরা শরীয়ত সম্বন্ধে মন কণ্ঠাই বলেছে। দু'টি উদাহরণ মনে পড়ল—

আবুল আলা আলমুহাম্মদি শরীয়ত সম্বন্ধে বলেছে, “শরম্পর বিরোধী, যার সম্বন্ধে আমরা চুল থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারি না।” দ্বিতীয়টি হলো ইবনে সীনার উক্তি, “যা কিছু প্রকৃতির উপর প্রভাব ফেলে তা হলো কার্যকর মেধা।”

এভাবে আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহর প্রতি যতটুকু ইমান থাকবে ততটুকুই সুখী হওয়া হবে।

অতি আধুনিককালের কিছু কথার অর্থ উপরের দুটি কথার অর্থের মতই, এগুলো প্রাচীনকালের ফেরআউনের কথার উল্লংঘ্য—

“ফেরআউন বলেছিল, হে পরিঘনবর্ণ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ আছে বলে আমার জানা নেই।” (২৮—সূরা আল কহফ : আয়াত-৩৮)

“ফেরআউন বলেছিল : আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু।”

(৭৯—সূরা আল হাশর : আয়াত-২৪)

‘How Man Thinks’ গ্রন্থের গ্রন্থকার জেমস এলেন বলেছেন, “মানব জাতি বুঝতে পারবে যে, বস্তু ও মানুষ সম্বন্ধে তাদের ধারণা সত্যত পরিবর্তনশীল এবং বস্তু ও মানুষও পরিবর্তনশীল। ধরুন কেহ তার ধারণা পান্টাল আর আমরা জেনে আশ্চর্য হব যে, কত শীঘ্রই তার পার্থিব জীবন পরিবর্তিত হয়ে যায়। অতএব যে পবিত্র বস্তু আমাদের উদ্দেশ্যকে পঠন করে তা আমরা নিজেরাই।” ভুল ধারণা ও তার কুফল সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন—

“বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, বাসূল ও মুমিনগণ কখনো তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারবে না এবং এটি তোমাদের মনে

সুন্দর মোগেছিল। তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে এবং তোমরা ধ্বংসশীল
জাতি হয়ে গিয়েছিল।” (৪৮-সূরা আল ফাতহ : আয়াত-১২)

“তারা জাহেলদের মতো আল্লাহ সহজে ভুল ধারণা করেছিল; তারা বলত,
‘কাজে আমাদের কি কোনো ভূমিকা আছে?’ (হে মুহাম্মাদ!) বলুন, ‘নিশ্চয়
সকল কাজই আল্লাহ অধিকারে।’” (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৫৪)

জেমস এলেন আরো বলেছেন—

“মানুষ যা করে তা তার ব্যক্তিগত চিন্তার প্রত্যক্ষ ফল এবং তার চিন্তার মধ্য
নিয়ে তার মনো অর্জন ও জয় করে নিতে সক্ষম। সে যদি একথা অস্বীকার
করে তবে সে দুর্বল ও দুর্দশাগ্রস্ত থেকে যাবে।”

সর্বশক্তিমান আল্লাহ সত্যিকার দৃঢ় প্রত্যয় ও সঠিক চিন্তাজীবনা সম্বন্ধে
বলেছেন—

“যদি তারা অভিযানে যেত হবার ইচ্ছা করত তবে তারা এর জন্য প্রস্তুতি
নিত; কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রেরণকে অপহরণ করেছেন, তাই তিনি তাদেরকে
পিছনে (বসিয়ে) রেখেছেন।” (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৪৬)

“তাদের মাঝে কোনো কল্যাণ আছে বলে যদি আল্লাহ জানতেন তবে তিনি
তাদেরকে প্রবণ করাতেন।” (৮-সূরা আনফাল : আয়াত-২৩)

“তাদের অন্তরে যা ছিল আল্লাহ তা জেনে নিয়েছেন এবং তিনি তাদেরকে
পুরস্কার হিসেবে আসন্ন বিজয়ের সংবাদ প্রদান করেন।”

(৪৮-সূরা আল ফাতহ : আয়াত-১৮)

৯৭. তুচ্ছ জিনিসের জন্য দুঃখ করবেন না- পুরো পৃথিবীই নগণ্য

একবার এক ধার্মিক ব্যক্তিকে এক সিংহের খাঁচার নিষ্কেশ করা হয়েছিল আর
তখন আল্লাহ তাঁকে এর খাবার থেকে রক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁকে
জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “সে সময়ে তুমি কী ভাবতে ছিলে?” তিনি
বলেছিলেন, “আমি সিংহের লালা নিয়ে ভাবছিলাম—এটা কি (ফেঁকীহদের
মতানুসারে) পাক না নাপাক (অর্থাৎ আমার মৃত্যুর সময় আমি পাক না
নাপাক অবস্থায় থাকব- এ নিয়ে ভাবছিলাম)।

আল্লাহ তায়ালা নবী করীম ﷺ-এর সাহাবী (রা) তাদের উদ্দেশ্য অনুসারে তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন—

“তোমাদের মাঝে কেউ কেউ দুনিয়া কামনা করে আর তোমাদের মাঝে এমনও কিছু লোক আছে যারা অস্বিগত চায়।”

(সূরা-৩ আলে ইমরান : আয়াত-১৫২)

ইবনুল কাইয়েম বলেছেন—

“মানুষের উদ্দেশ্য অনুসারেই মানুষের মূল্য।”

একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন—

“আমাকে কোনো লোকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করলে আমি বলে দিতে পারব সে কোন ধরনের লোক।”

সাধারণে একটি জাহাজ ভুবে একজন আবেদন লোক পরিশ্রমে পড়ে গিয়েছিল। সে অল্প কবচ তরু করে দিয়েছিল—এক সময়ে একটি করে অল্প ধৌত করছিল। সে তাঁরে শৌছতে পেরেছিল এবং বেঁচে গিয়েছিল। তাঁকে অল্প এসসে গিআসা করা হয়েছিল— কেন সে অল্প করেছিল? আর সে উত্তর দিল, “আমি এজন্য অল্প করেছিলাম—যাতে আমি পবিত্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারি।”

ইমাম আহমদ (রহ) যখন মৃত্যু যন্ত্রণার কাতর ছিলেন তখন অন্যেরা তাঁকে অল্প করান্ধিল আর তিনি তাদেরকে তাঁর দাড়ি মোবারক দেখিয়ে এক বিশু পরিমাণ হুস ও হাসে অধৌত না থাকে সে কথা স্বরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন।

“অতএব আল্লাহ তাঁদেরকে পার্শ্ব পুরস্কার এবং চমৎকার পারলৌকিক পুরস্কার দান করলেন।” (৬-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪৮)

যখন আপনার সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা প্রদর্শন করা হয় তখন মনঃকুপ্ত হবেন না; কেননা, আপনি যদি ক্ষমা করে দেন ও তুলে যান তবে এ দুনিয়ার মাহাত্ম্য ও পরকালে সম্মান অর্জন করবেন।

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ -

“কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দিল ও আপস করে দিল, আল্লাহর শপক হতে তাঁর জন্য পুরস্কার রয়েছে।” (৪২-সূরা আশ শূরা : আয়াত-৪০)

হিসেব আতন করতে শেখানিয়ার বলেছেন—

"Don't light the oven too much for your enemy in order not to burn yourself by the flame."

"অগ্নিশিখায় তুমি নিজেরই হাতে পুড়ে না যাও এমন শত্রুর জন্য চুলার আতন খুব বেশি প্রত্যাশিত করিও না।"

প্রাথমিক ইসলামী যুদ্ধের একজন পবিত্র 'সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার'-কে এক লোক বলেছেন, "তুমি একজন খাওয়া লোক," তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "তুমি ছাড়া আমাকে কেউ জানে না।"

এক লোক আবু বকর (রা)-কে মৌখিক আক্রমণ করে বলে—

"আব্দুল্লাহর কসম, আমি আপনাকে এমন গালিগালাজ করব যা আপনার সাথে আপনার করতে প্রবেশ করবে। তিনি শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "না, বরং তোমার গালি তোমার সাথে তোমার করবেই প্রবেশ করবে।"

কেহ আমার ইকবুল আসকে (রা) বলেছিলেন—

"আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিব।" আমার (রা) উত্তর দিলেন, "এখন তুমি অন্য সবার হুম্মাভিষিক্ত হলে এবং একতাই তোমার উত্তিরক্তার (দুর্শপার) কারণ হবে।"

একদা জেনারেল এইসেনহাউয়ার বিশ্বয়ের সাথে বলেছিলেন—

"আমরা যাদেরকে জালোবাসি না তাদের নিয়ে চিত্রা করে আমরা যাতে এক মিনিটও নষ্ট না করি।"

মশা শাঙ্কে বলেছিল—

"শক্ত হবে থাক; কেননা, আমি তোমাকে ছেড়ে উড়ে যেতে চাই। গাছ উত্তর দিয়েছিল, "আব্দুল্লাহর শপথ, আমি আমার উপর তোমার অবতরণ করা টের পাইনা! তবে কেন তোমার উড়ে যাওয়া টের পায?"

হাতেম তাই বলেছেন—

"সব্ব ব্যক্তি যদি কিছু সম্পদ জমা করে তবে আমি তার দোষ জমার চোখে দেখব। আর অসংলগ্ন গালিকে আমি সন্তোষের সাথে এড়িয়ে যাব।"

وَإِذَا مَرُّوا بِالْمَدِينِ الْمَكْرَاءِ .

“এবং তাঁরা নিরর্থক কার্যকলাপের সমুদ্বীন হলে ভদ্রভাবে ও বিনয়ীভাবে তা এড়িয়ে চলে।” (২৫-সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৭২)

“এবং মূর্বরা যখন তাঁদেরকে (মন্দভাবে) সম্বোধন করে, তখন তারা ভদ্রতার সাথে উত্তর দেয়।” (২৫-সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৬৩)

কনুযুসিয়াস বলেছেন—

“জুহু ব্যক্তি সর্বদা বিষে পরিপূর্ণ।”

এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ কে তিনবার উপদেশ দান করার জন্য অনুরোধ করেছিল, প্রতিবারই তিনি ﷺ উত্তর দিয়েছিলেন; “গ্রাণ করিত না বা জুহু হয়ো না।”

নিম্নোক্ত হাদীসে নবী করীম ﷺ রাগ বা ক্রোধ সম্বন্ধে বলেছেন : “ক্রোধ হলো নোজাযের একটি জ্বলন্ত অঙ্গার।”

শয়তান মানুষকে তিন অবস্থায় পরাজিত করে : প্রবৃত্তির ভাঙনার ক্রোধ ও অমনোযোগ অবস্থায়।

৯৮. পৃথিবীটা এমনই

একজন বিজ্ঞানসন্মত রোম সম্রাট ‘মার্কাস অরেলিয়ানস’ একদিন বলেছেন—

“আজ আমি এমন কিছু লোকের সাথে সাক্ষাৎ করব যারা বেশি কথা বলে, স্বার্থপর, বিরক্তি উৎপাদক তথা জঘন্য এবং যারা শুধুমাত্র নিজেদেরকেই ভালোবাসে। শুধুও আমি বিরক্ত বা বিম্বিত হব না; কেননা, বাকি জগৎটাকে আমি অন্যরকম মনে করি না।”

৯৯. অন্যদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করুন

এক্সিটেল বলেছেন—

“আদর্শ ব্যক্তি তিনিই যিনি অন্যদের সেবা করতে আনন্দ পান এবং অন্যেরা তাঁর সেবা করলে তিনি সজ্জিত হন; কেননা, দয়া প্রদর্শন মাহাত্ম্যের লক্ষণ, পক্ষান্তরে দয়া গ্রহণ ব্যর্থতার লক্ষণ।”

নিম্নোক্ত হাদীসটি এ বিষয়ে অধিকতর অর্থসহ ও যথাযথ—

اَلْبَدُّ اِلَى خَيْرٍ مِّنَ الْمَدِّ السُّفْلَى .

“নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম।”

উপরের হাত বলতে দানকারী (হাত) বুঝায় আর নিচের হাত বলতে দান গ্রহণকারী (হাত) বুঝায়।

১০০. যতক্ষণ আপনার এক টুকরো রুটি, এক গ্লাস পানি ও লজ্জাহীন আবৃত করার মত কাপড় থাকে ততক্ষণ নিজেকে বঞ্চিত মনে করবেন না

একজন নাবিক সমুদ্রে পথ হারিয়ে বেলেছিল এবং এভাবে একুশ দিন পথহারা ছিল। এ ঘটনায় সবচেয়ে বড় কি শিক্কা সে পেয়েছে এ সম্বন্ধে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন, “এ ঘটনা থেকে সর্বাপেক্ষা বড় যে শিক্কা আমি পেয়েছি তা হলো— পরিষ্কার পানি ও পর্যাপ্ত খাবার থাকলে কখনো অভিযোগ করা উচিত নয়।”

জোনাসন সুইফট বলেছেন, “পৃথিবীর প্রাচীনতম কয়েকজন চিকিৎসক হলেন “যথাযথ খাদ্য-চিকিৎসক” “বিশ্রাম চিকিৎসক” এবং “সুখ চিকিৎসক”।”

জোনাসন সুইফটের মন্তব্যের কারণ হলো যে, দুশ্চিন্তা এমন এক ভিন্নকারণীয় রোগ যা মানুষের মেথাকে জ্বালা করে দেয়। পক্ষান্তরে, বিশ্রাম, সংযম ও সুখ হলো মন-মানসিকতা, আত্মা ও হৃদয়ের জন্য সত্তোষজনক পুষ্টিদায়ক উপাদান।

৩. স্যাদুয়েল জনমন বলেছেন—

“প্রত্যেক পরিস্থিতির উজ্জ্বল নিকট দেখার অভ্যাস বিশাল আয়ের চেয়েও বেশি মূল্যবান।”

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ.

“তারা কি দেখে না যে, তাদের প্রতি বছর একবার বা দু’বার (বিভিন্ন বালা-মুসিবত, বিপদ-আপদ, দুঃখ-দুর্দশা, রোগ-শোক, দুর্ভিক্ষ, অত্যাচ-অনটন ইত্যাদি দ্বারা) পরীক্ষা করা হয়? তবু তারা তওবা করে না এবং (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে না।” (৯-সূরা আত্বা : আয়াত-১১৬)।

আমাদের একজন ধার্মিক পূর্বসূরী কোনো একজনকে লক্ষ্য করে বলেছেন :
“আমি তোমার উপর কল্যাণের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি; কৃতজ্ঞ হয়ে তোমার কল্যাণকে ভালো নিয়ে রাখ ও সেতলোকে নিরাপদে রাখ।”

“তখনকার কথা স্মরণ কর যখন তোমার প্রভু খোষণা করেছিল, ‘যদি তোমরা (সিমান গ্রহণ করেও একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে) কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের অধিক দান করব; আর যদি তোমরা (কুফুরি করে) অকৃতজ্ঞ হও তবে (তোমরা রাখ) আমার শাস্তি সাংঘাতিক।’”

(১৪-সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৭)

“এবং আল্লাহ এক জনপদের দুইভাগ পেশ করলেন— যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত, সবদিক থেকে ওখানে প্রচুর চিহ্নিক আসত; অতঃপর (এ জনপদের অধিবাসীরা) আল্লাহর নেয়ামতের কুফুরি করল। তাই আল্লাহ একে (অর্থাৎ এ জনপদের অধিবাসীদেরকে) তার যা করত তার বদলাহরণ চরম ক্ষুধা ও ভয়ের হান গ্রহণ করালেন।” (১৬-সূরা আন নাহল : আয়াত-১১২)

১০১. আপনি এক অনন্য সৃষ্টি

ডা. জেমস গর্ভন গিল্‌কী বলেছেন—

“আম্র পরিচিতির অভাবের সমস্যা বা সংকট ঐতিহাসিক এবং এটা সকল মানুষের বেলায় একই রকমের; একই রকমভাবে আত্মপরিচয়ের অভাবহীনতাও একটি সমস্যা, যা বহু ব্যক্তিগত ভাবসাম্যহীনতা ও সমস্যার উৎস।”

অন্য একজন বলেছেন—

“সৃষ্টির মাঝে আপনি এক অনন্য সৃষ্টি; কোনো কিছুই হুবহু আপনার মতো নয়, আর আপনি হুবহু অন্য কোনও কিছুর মতো নন। কারণ, প্রতি সৃষ্টির মাঝে বিভিন্নতা সৃষ্টি করেছেন।”

إِنْ سَعَيْكُمْ لَشَأْنِي -

“নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন রকমের।”

(৯২-সূরা আল সালিহ : আয়াত-৪)

শিশু শিক্ষা বিষয়ে এনজেলো ব্যাটারো তেরোটি বই ও হাজার হাজার শব্দ লিখেছেন। তিনি একবার লিখেছেন—

“যে ব্যক্তি নিজের মতো (অর্থাৎ স্বাধীনভাবে) বড় না হয়ে অন্যের আকৃতি ও চিন্তা-চেতনার অনুকরণে বড় হয়েছে তার চেয়ে হতাশাগ্রা আর কেউ নেই।”

“তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ পরিমাপমত প্রাবিত হয়।” (১৩-সূরা হুদ : আয়াত-১৭)

প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, মেধা ও ক্ষমতা আছে, সুতরাং, কারো উচিত নয় তার ব্যক্তিত্বকে অন্যের মাঝে গলিয়ে বা বিকিয়ে দেয়া।

নোট : এ পুস্তকে এ ধরনের কথা বারবার এসেছে। তবে পাঠকগণ মনে রাখবেন যে, ধর্মীয় বিধি-বিধান, আদর্শ, রীতি-নীতি তথা আন্তর্জাতিক প্রেরিত আদর্শ মহামানব মুহাম্মদ (ﷺ) এর আদর্শ, রীতি-নীতি, বিধি-বিধান ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ ধরনের কথাবার্তা প্রযোজ্য নয়। -বসানুবাদ।

নিঃসন্দেহে আপনাকে সীমিত উপায় উপকরণ ও ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলো আপনাকে অতি নির্দিষ্ট ও সীমিত উদ্দেশ্য সম্পাদনে সাহায্য করবে। একথা বিজ্ঞতার সাথেই বলা হয়েছে যে, নিজেকে কুখ্যতে ও ভিনতে ঢেলা কর; তাহলেই তুমি জোহার জীবনের উদ্দেশ্য কী তা জানতে পারবে।

ইমার্টেন তার "আত্মবিশ্বাস বা ক-নির্ভরতা" বিষয়ক প্রবন্ধে বলেছেন—

"এমন এক সময় আসবে যখন মানুষের জ্ঞান এমন তরে শৌহবে বেখানো তার বিশ্বাস জন্মাবে যে, হিলো হলো দুর্ব্বতা এবং অনুকরণ হলো আত্মহত্যার শামিল। এবং প্রত্যেকেই নিজে যেমন তেমনই রীতিনীতি গ্রহণ করবে— পরিবেশ যেমনই থাক না কেন; (আল্লাহর পৃথকনীর রীতি-নীতির পক্ষেই এ কথা গ্রহণীয় নচেৎ নয়। —অনুবাদক) কেননা, এতেই তার জগা। গোটা দুনিয়া কল্যাণে ভরপুর থাকলেও যতক্ষণ না কেউ তার নিজের জমিতে ফসলের চারা রোপণ করবে ও তার যত্ন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই কিছুই অর্জন করতে পারবে না। (অর্থাৎ নিজের কল্যাণ নিজেই সাধন করতে হবে। —অনুবাদক)

প্রত্যেকের মাঝে যে (নতুন নতুন) প্রতিভা লুকায়িত আছে তা পৃথিবীর নিকট নতুন এবং কেউই শুধি না করে এ ক্ষমতার বিচার সম্বন্ধে জানতে পারে না।"

"এবং যে যুহাফদ ~~...~~ বলুন, "আমল কর। কেননা, শীঘ্রই আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ তোমাদের আমল দেখবেন।"

"বলুন, 'হে আমার বাবাগণ! যারা পাপ করে নিজেদের ঈশ্বর বুলুমা করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্রমাশীল ও পরম করুণাময়।"

(সূরা-৩৩ অব ইমরান : আয়াত-৫৩)

"এবং যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে এবং (পাপ করে) নিজেদের প্রতি জুলুম করে ফেললে (তৎকরণ) আল্লাহকে অবগণ করে নিজেদের গুণাহ ক্ষমা চায়, আর আল্লাহ ছাড়া কে তিনাহ মাফ করতে পারে? এবং তারা যা করে যেখানে জেনে তখন তাবা তা করতে থাকে না।"

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫৩)

“আর যে স্বাক্ষর যখন কাজ করে বা (পাপ করে) নিজের প্রতি জুলুম করে পরে আত্মাহুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আত্মাহুকে অতি ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময় পাবে।” (৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-১১০)

“এবং যখন আমার বান্দাগণ আপনাকে আমার সন্তকে মিতজাসা করে তখন (তাদেরকে বলে দিন যে,) আমি নিকটেই। যখন আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান করে তখন আমি তাঁর ভায়ে সাদ্রা নিই। সুতরাং তারাও যেন আমার আহ্বানে সাদ্রা দেয় এবং আমার প্রতি ইমান আনে- যাতে করে তারা সঠিক পথ পায়।” (২-সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৮৬)

“(না-স্তি তিনি উত্তম) যিনি দুর্দশাগ্রস্তরা যখন তাঁকে ডাকে তখন তিনি তাদের ডাকে সাদ্রা দেন এবং দুঃখ দুর্দশা দূর করেন এবং তোমাদেরকে (যুগে যুগে) পৃথিবীর প্রতিিনিধি বানান (না-কি তোমাদের প্রত্বপণ উত্তম)। আত্মাহুর সাথে অন্য কোনো ইলাহ বা উপাস্য আছে কি? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।” (২৭-সূরা আন নামল : আয়াত-৬২)

“যে সব ইমানদারদিগকে হুমকিকরা বলেছিল যে, নিশ্চয় (কাকির) লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করার জন্য) জমায়েত হয়েছে। অতএব, তাদেরকে ভয় কর; এতে তাদের ইমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তারা বলেছিল : ‘আত্মাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি (আমাদের) কতইনা উত্তম প্রতিভাবক।’ সুতরাং তারা আত্মাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে বিজয়ী হয়ে ফিরে এল- তাদের কোনো ক্ষতিই হয়নি এবং তারা আত্মাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল। আর আত্মাহ তো মহা অনুগ্রাহের অধিকারী।”

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৭৩-১৭৪)

“আর আমি আমার বিষয়কে আত্মাহর নিকট সোপর্ন করছি। নিশ্চয় আত্মাহ বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।” অতএব আত্মাহ তাঁকে তাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করলেন।” (৪০-সূরা আল মুমিন : আয়াত-৪৪-৪৫)

১০২. যা কিছু ক্ষতিকর মনে হয় তার অনেক কিছুই কল্যাণকর

উইলিয়াম জেম্‌স বলেছেন—

“আমাদের বাধা-বিপত্তি আমাদেরকে একটাই সাহায্য করে যে, আমরা তা কখনো আশাই করতে পারিনি। যদি ডটরিভি ও টলটল দুখে-দুর্নশায়ত জীবন যাপন না করত তবে তারা তাদের কালজস্টী পুস্তকাদি লিখতে সক্ষম হতো না। অতএব, এতীম, অন্ধ ও দরিদ্র হওয়া বা পুঁহ ও অরাম-আয়েশ হতে দূরে থাকা হলো এমন সব অবস্থা যা আপনাকে অর্জন, স্বাতি, অমসর হওয়া ও অবদান রাখার পথে পরিচালিত করতে পারে।”

একজন আরব কবি বলেছেন—

قَدْ يَنْعِمُ اللَّهُ بِالْكَوْنِ وَإِنْ عُقِبَتْ * وَيَتَلَيَّ اللَّهُ بَعْضَ الْقَوْمِ بِالْتَمِّ

অর্থঃ “আল্লাহ্‌ বালা-মুসিবতের মাধ্যমে (তার বাস্বাদেরকে) অনুগ্রহ বন্দ্য করতে পারেন— আর সে বালা-মুসিবত যতই তরতর (মনে) হোক না কেন; পক্ষান্তরে, কিছু লোককে নেগ্রামত নিয়ে বালা-মুসিবতে ফেলতে পারেন।” এমনকি সন্তান-সন্ততি ও সম্পদও (অর্থঃ জনবল ও ধন বলও) দুখে-দুর্নশায় কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।”

(হে মুহাম্মদ ﷺ)। অতএব তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিখিত না করে; আসলে আল্লাহ্‌ তো এসব ব্যাটা তাদেরকে পার্থিব জীবনে শান্তি দিতে চান।” (১-সূরা তাওবা : আয়াত-৫৫)

ইবনুল আতীর পশু হত্যার কারণে তাঁর বিখ্যাত দু’টি কিতাব জামেউল উসুল’ এবং আনুনিহায়াহ সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সারাবসি তাঁর সর্ব মহলে মাদরে পুঁহিত। পনেরো খণ্ড কিতাব ‘আল মাবসূত’ কূপের তলদেশে বন্দী থাকাকালে লিখেছেন।

ইবনুল শাইয়েম সওয়ারীতে চড়ে ভ্রমণকালে ‘আদুল মায়াদ’ লিখেছেন। ইমাম কুনাভুখী দাহাজে চড়ে ভ্রমণকালে ‘সহীহ মুসলিম শরীফের’ ব্যাখ্যা লিখেছেন। ইবনে তাইমিয়া জেলে থাকাকালে তাঁর ‘ফাআওয়ার’ অধিকাংশ লিখেছেন।

যে সকল হাদীস শাস্ত্রবিনশণ লক্ষ লক্ষ হাদীস সংকলন করেছেন তাঁরা নব্বি ও পরবাসী ছিলেন। একজন ধার্মিক লোক আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি কিছুদিন কারাভোগ করেছেন এবং তাঁর কারাভোগ কালে তিনি সমগ্র 'কুরআন মাজীদ' মুখস্ত করে ফেলেছেন আর ইসলামি আইন শাস্ত্রের (ফেংকাহর) বড় বড় চম্পিশ খণ্ড কিতাব পড়েছেন।

আবুল আলা মুজাররি অল্প হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁর কিতাবাদি অন্যদেরকে দান করে দিয়েছিলেন। হ্যা-হ্যা হোসাইন তাঁর দুটি শক্তি হারিয়ে ফেলার পর পরই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা পত্রিকাগুলি ও পুস্তকসমূহ সেখা তরু করেছিলেন। অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বাক্ষর পদচ্যুত বা চাকরীচ্যুত হওয়ার পর জ্ঞান ও চিন্তায় জগতে তাঁদের (চাকরীচ্যুত হওয়ার বা পদচ্যুত হওয়ার) পূর্ববর্তী জীবনের তুলনায় অনেক বেশি অবদান রেখেছেন।

ফ্রান্সিস বেকন বলেছেন যে-

"A little philosophy makes one lean towards disbelief, and to delve into philosophy brings the mind closer to religion."

"অল্প দর্শন (জ্ঞান) মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায় আর দর্শন নিয়ে গভীর গবেষণা মনকে ধর্মের নিকটবর্তী করে।"

"আমি মানবজাতির জন্য এসব উদাহরণ বা নমুনা পেশ করি, অল্প জ্ঞানী ব্যক্তিরা ছাড়া অন্যরা এসব বুঝতে পারে না।"

(২৯-সূরা আল আনকাবুত : আয়াত-৪৩)

"আল্লাহর বাশ্বাগণের মধ্য হতে শুধুমাত্র জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।"

(৩৫-সূরা ফাতির : আয়াত-২৮)

"এবং তাদেরকে জ্ঞান ও ইমান দান করা হয়েছে তাঁরা বলবে, "তোমরাতো আল্লাহর বিধানানুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করেছিলে।"

(৩০-সূরা আর রুম : আয়াত-৫৬)

হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি বলে দিন যে, "আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে বিশেষভাবে উপদেশ দিচ্ছি, আর তা হলো যে, তোমরা জোড়ায় জোড়ায় বা শৃঙ্খল শৃঙ্খলভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দাঁড়াও এবং তারপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখ যে, তোমাদের এই সঙ্গী (মুহাম্মদ) পাপল নন- তিনি

তো আসন্ন এক কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী যাত্র।” (৩৪-সূরা আস সাবা : আয়াত-৪৬)

ভা. এ. এ. বিল বলেছেন-

“সত্যিকার ইমানদার কখনো মানসিক রোগে আক্রান্ত হবে না।”

“নিশ্চয় যারা ইমান আনে ও সংকাজ করে তাদের জন্য শরম করণীয় (আল্লাহ) নিজেও মুমিনদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করবেন।”

(১৯-সূরা মারইয়াম : আয়াত-৯৬)

“যে কোনো ইমানদার পুরুষ বা মহিলা নেক আমল বা আমলে সাফোহ করে আমি (আল্লাহ) অবশ্য অবশ্যই তাঁকে শক্তির জীবন বাপন করাব এবং আমি (আল্লাহ) অবশ্যই অবশ্যই তারা যে নেক আমল করত তদানুশ্রুতে তাঁদেরকে তাঁদের পুরস্কার দিব।” (১৬-সূরা আন নাহল : আয়াত-৯৭)

“এবং নিশ্চয় আল্লাহ ইমানদারদেরকে সরল সঠিকপথে পরিচালিত করেন।”

(২২-সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-৫৪)

১০৩. বিশ্বাসই শ্রেষ্ঠ অমুখ

আমাদের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানী ডা. কার্লজাংগ তাঁর The Modern Man in Search of Spirit” নামক পুস্তকের ২৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

“বিপত ত্রিশ বছর হাবং পৃথিবীর সবখান থেকেই লোকজন আমার নিকট উপদেশ গ্রহণ করার জন্য এসেছে। আমি শত শত রোগী চিকিৎসা করেছি। এদের অধিকাংশই মধ্যবয়সী বা ৩৫ বছরের অধিক বয়স্ক। প্রত্যেকের সমস্যার একটিই সমাধান দেয়া হয়েছিল (আর তা হলো) ধর্মের মাঝে আশ্রয় সন্ধান করে জীবনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি (বা উদ্দেশ্য) ধারণ করতে সক্ষম হওয়া। আমি যথার্থই বলতে পারি যে, তারা প্রত্যেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এ কারণে যে, বিশ্বাসীদেরকে ধর্ম যে কল্যাণ দান করে তারা তা নির্ণয় করতে পারেনি। আর যে নাকি সত্যিকার বিশ্বাস হ্রাসন করতে পারে না তাকে আরোগ্য করা যায় না।

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْنَى .

“আর যে ব্যক্তি আমার ডিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় অবশ্যই তার জন্য কষ্টকর জীবন রয়েছে।” (২০-সূরা সূরা : আয়াক-১২৪)

“আমি অচিরেই কাফিরদের অন্তরে জীতির সম্ভার করব, কেননা, তারা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে।” (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৫১)

“একের উপর আরেক অঙ্গকারের গুরুতমূহ (এর মাঝে) কখনো যদি কেউ নিজের হাত বাহির করে তবে সে তা দেখতে পায় না। আর আল্লাহ তার জন্য আলো সৃষ্টি করেননি তার জন্য কোনো আলো নেই।

(২৪-সূরা আল নূর : আয়াত-৪০)

১০৪. আশাহারা হবেন না

দূরবে-কটে আছে এমন কাফেরদের প্রার্থনাতে আস্তান শাড়া দেন। অতএব, যে মুসলিমগণ আল্লাহর সাথে শরীক করে না তারা কত বেশি আশা করতে পারে! কুহের পর অরতে সম্ভবত দ্বিতীয় জনপ্রিয় নেতা মহাম্মদ পাকী; তিনি যদি তাঁর প্রার্থনার শক্তির উপর বাধীন না থাকতেন তবে পদখলনের দ্বার প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। একথা আমি কীভাবে জানি? (আমার জ্ঞানার) কারণ এই যে, তিনি নিজেই বলেছেন “আমি যদি প্রার্থনা না করতাম তবে আমি অনেক আশেই লাগল হয়ে যেতাম।” এ ছিল প্রার্থনার ফল। আর পাকী মুসলিমও ছিলেন না। সন্দেহাতীতভাবে তার আক্তি বিরূপ ছিল; কিন্তু যা তাকে নিরাপদ পথে পরিচালিত করেছিল তা ছিল এমন এক পথ বা মত যাকে বলা যায়- কাফের সময় কাজী কাজ কুরালে পাকী- আর তা কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ -

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَاوُا إِلَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.

“আর যখন তারা আহ্বানে চলে তখন তারা বিতর্কটিতে হয়ে আত্মাহুকে ডাকে, ফলে যখন তিনি তাদেরকে জীয়ে পৌছিয়ে উদ্ধার করেন তখন তারা শিরক করে।” (২৯-সূরা আল বানকাবুত : আয়াত-৬৫)

(“তোমরা তাদেরকে আত্মাহুর সাথে শরীক কর তারা জালো) নাকি তিনি (জালো) যিনি দুর্দশাঘাতের ডাকে সাড়া দেন- যখন সে তাঁকে ডাকে।”

(২৭-সূরা আল শোয়ারা : আয়াত-৬২)

“এবং তারা মনে করে তারা তাতে পরিবেষ্টিত, তারা (তখন) একনিষ্ঠ চিত্তে আত্মাহুকে ডাকে (আর বলে) : “আপনি যদি আমাদেরকে এ বিশদ থেকে মুক্তি দেন তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হব।” (১০-সূরা ইউনুস : আয়াত-২২)

মুসলিম প্রতিভাবর্ণ, মুসলিম ঐতিহাসিকবৃন্দ ও মুসলিম লেখকবৃন্দের জীকনীসমূহকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করেও আমি তাদের একজনকেও এমন পাইনি যে সে দুচ্চিন্তাঘাত, সন্দেহ বাতিকাশ্রয় ও মানসিকরোশাশ্রয় হয়ে পড়েছে। কারণ এই যে, তারা সুখে-শান্তিতে জীবন-যাপন করেছে এবং তারা এমন সরল জীবন-যাপন করত যে তা সর্ব ধরনের আরোহমুক্ত ছিল।

“আর যারা ইমান আনে ও নেক আমল করে এবং মুহাম্মদের প্রতি বা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে ইমান আনে- আর তা (কুরআন) হলো তাদের প্রতিপালকের নফ থেকে সত্য (কিতাব)- তিনি তাদের থেকে তাদের পাপ সমূহকে বিমূর্ষিত করে দিবেন এবং অবস্থা ভালো করে দিবেন।

(৪৭-সূরা মুহাম্মদ বা কেতল : আয়াত-২)

ইবনে হাজিমের নিম্নোক্ত কথাকে গভীরভাবে ভেবে দেখুন-

“বাদশা ও আমার মাঝে পার্থক্যকারী মাত্র একটি দিনই আছে।”

অতীত সময়ে আমার কোনো অতিক্রম নেই; তারা এবং আমি উভয়েই ভবিষ্যতে যা ঘটবে ডাকে সমভাবে ভাব করি, এভাবে মাত্র আজকের দিনটিই থাকে। আজ কি ঘটবে?”

দবী করীম বলেছেন-

“হে আত্মাহু! আমি আপনার নিকট আজকের দিনের কল্যাণ চাই এর বরকত সাহায্য, দূর ও হেদায়েত চাই।”

“হে মু মিনগম! সতর্কতা অবলম্বন কর”। (৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-৭১)

“আর সে যেন সতর্ক থাকে এবং তোমাদের সাথে কাউকেও জানতে না দেয়।” (১৬-সূরা আল কাহাক : আয়াত-১৯)

“তারা শুধু একথাই বলেছিল যে, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপসমূহকে এবং আমাদের কাছে আমাদের সীমালঙ্ঘনকে আপনি ক্ষমা করে দিন” এবং আমাদের কদমকে (পদক্ষেপকে) দৃঢ় রাখুন এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।”

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪৭)

১০৫. জীবনকে যতটা সফিক্ত মনে করেন, তার চেয়েও সফিক্ত

ডেল জার্নেগী এক ক্ষতযুক্ত রোগীর গল্প বর্ণনা করেছিলেন, সে রোগীর ক্ষত বেড়ে গিয়ে মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, চিকিৎসাকগণ তাকে বলেছিল যে, তার জীবনের খুব অল্প সময়ই আছে (অর্থাৎ সে খুব কম সময় বাঁচবে)। তারা তাকে পরোক্ষভাবে ইশিত দিয়েছে যে, দাফন-কামনের প্রতুতি গ্রহণ করাই তার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

হঠাৎ করে রোগী হানী (রোগীর নাম-হানী) এক বতঃকূর্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল : সে মনে মনে ভাবল যে, জীবনে যদি তার এত অল্পসময়ই অবশিষ্ট থেকে থাকে তবে কেন এটাকে সর্বোচ্চ উপভোগ করব না? সে ভাবল, কতদূরইনা আমার মৃত্যুর পূর্বেই পৃথিবীটাকে ভ্রমণ করার ইচ্ছা করেছি। আমার বস্তুকে ব্যক্তবাধিত করার এটাই নিশ্চিত সুযোগ।” সে তার টিকেট ক্রয় করে নিল।

চিকিৎসকগণ যখন তার পরিকল্পনার কথা জানতে পারল তখন তারা বিম্বিত হয়ে গেল এবং তারা তাকে বলল, “আমরা বিধিমেতে আপনার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি এবং আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি : যদি আপনি এই ভ্রমণে অগ্রসর হন তবে আপনি মহাসাগরের তলদেশে কবরস্থ হবেন।” তাদের যুক্তি তর্ক ব্য্থ হয়ে গেল এবং তিনি শুধু বলেছিলেন “না, এমন কিছুই ঘটবে না। আমার পরিবারের সদস্যদেরকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে আমি পারিবারিক পোরস্থানে কবরস্থ হওয়ার জন্য ফিরে আসব।”

এভাবে সে তার পরমোচ্চাস ও আনন্দের যাত্রা শুরু করল। সে তার স্ত্রীকে একথা বলে চিঠি লিখল যে, “আমি ক্রমশ-ক্রমশের সর্বাপেক্ষা মনোরম খাবার খাই। আমি কাব্য পড়ি এবং এ যাবৎ আমি যে সুবাদ চর্বিযুক্ত খাবার খেতাম না তা এখন খাই। আমি আমার পূর্বের গোটা জীবনে যে আনন্দ করছি এখন আমি তার চেয়ে বেশি জীবনকে উপভোগ করছি।”

ডেল কার্ণেগী দাবি করেন যে, লোকটি তার রোগ থেকে মুক্ত হয়েছিল এবং সে যে উদ্ভীর্ণক গছা গ্রহণ করেছিল তা রোগ-শোক ও ব্যথা-বেদনা দূর করতে সক্ষম।

উপদেশ : সুখ, আনন্দ-স্মৃতি এবং শান্ত অব ও সৌম্যতা প্রায়ই চিকিৎসকদের বড়ির চেহেতে বেশি উপকারী।

১০৬. মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি থাকা পর্যন্ত হতাশ হবেন না

“যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে তা তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সম্ভাবন-সম্পত্তি নয়; কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান আনে ও আমলে সাপেক্ষ করে তাদের জন্য তাদের আমলের বিনিময়ে রয়েছে বহু তথ পুরস্কার এবং তারা (জাহান্নাতে বহুতল) ভবনে নিরাপদে থাকবে।”

(৩৪-সূরা আল সাবা : আয়াত-৩৭)

ডেল কার্ণেগী বলেছেন—

“পরিসংখ্যানে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমেরিকাতে উদ্বিগ্নতা ও মানসিক চাপই এক নব্বই হত্যাকারী। গত বিশ্বযুদ্ধে আমাদের সৈন্যের এক মিলিয়নের এক-তৃতীয়াংশ নিহত হয়েছে। একই সময়ে হৃদ-রোগে মারা যায় দুই মিলিয়ন। দ্বিতীয় দলে দুষ্কিন্তা উদ্বিগ্নতা ও মানসিক চাপই এক মিলিয়ন লোকের রোগের মূল কারণ।”

এলেন্সিস কারলাইল বলতে চান।

“যে সব কাজের লোক মানসিক চাপ দমন করতে জানে না তারা অকালে মারা যায়।”

যে ব্যক্তির কারণে কারলাইল একথা বলতে চান তা সঠিক এবং আমাদেরকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

“আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ও নির্দিষ্ট সময় ছাড়া কোনো শোকেরই মৃত্যুবরণ করার সাধ্য নাই” । (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৪৫)

কৃষ্ণ আমেরিকানরা ও চীনারা খুব কমই হৃদ-রোগের শিকার হয়। তারা সৌম্যতার সাথে ও শান্ত ভাবের সাথে জীবন যাপন করে। পশ্চাত্তরে, আপনি দেখতে পাবেন যে, যেসব চিকিৎসকেরা হৃদ-রোগে মারা যায় তাদের সংখ্যা হৃদরোগে মারা যাওয়া কৃষকের সংখ্যার তুলনার বিশদ্বশ বেশি। চিকিৎসকেরা এক কঠিন ও চাপ যুক্ত জীবন যাপন করেন- যার কারণে তাদেরকে চক্কা মূল্য দিতে হয়।

১০৭. অল্পে তুষ্টি বিবগ্নতা ও হতাশা দূর করে

হাসানুল্লাহ রাঃ বলেছেন—

“আমাদের প্রভুকে যা সবুট করে আমরা চধু তাই বলি।” আপনার জন্য যা পূর্বেই নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে তার নিকট আপনাকে সঁপে দেয়ার এক পবিত্র দায়িত্ব আপনার উপর রয়েছে। আপনি যদি এ দায়িত্ব পূর্ণ করেন তবে অবশেষে আপনি সফল হবেন।

আপনার একটাই সুযোগ আছে আর তা হলো তৎক্ষণে বিবগ্নতা স্থাপন করা। কেননা, যা তৎক্ষণে নির্ধারিত হয়ে গেছে তা অতি অবশ্যই ঘটবে। কোনরূপ কৌশল, হল-চাতুরী ও চালাকিই আপনাকে এ থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

ইমারসন বলেছেন—

“বাধা ও দুঃখ-কষ্টহীন এক বিলাসবহুল ও সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন সুখী-সমৃদ্ধ-সম্বল ও মহামানব সৃষ্টি করে— এমন ধারণা কোথা হতে আমাদের নিকট আসল? আসল ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা সহজ জীবন যাপন করার অভ্যাস গড়ে নিয়েছে তারা জীবনের পথে যতই এগিয়ে যাবে ততই অধিকতর অলস অভ্যাস গড়ে তুলতে থাকবে। ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, মহাশয় বিভিন্ন পরিবেশের মানুষের নিকট তার লগামকে সঁপে দিয়েছে।

এসব পরিবেশের মানো ভালো-মন্দ পরিবেশও রয়েছে আবার এমন পরিবেশও রয়েছে যার ভালো-মন্দ নির্ণয় করা যায় না। আর এসব পরিবেশ

থেকেই জন্ম নিয়েছে এমন সব মহামানব যারা নিজেদের কাঁধে মহান মহান দায়িত্ব নিয়েছেন আর কখনো সেসব দায়িত্বকে দূরে ছুঁড়ে ফেলেননি।”

ইসলামের প্রাথমিক যুগে স্বপীয় পথ নির্দেশক কিতাবের পতাকা কারা বহন করেছিল? তারা ছিল আযাদ, পোলাম বা মুক্ত দাস। গরীব বা দরিদ্র এবং বঞ্চিত বা নিঃস্ব। যারা তাদের বিরুদ্ধে অবজ্ঞাসহকারে লেগেছিল তাদের অধিকাংশেই ছিল (তৎকালীন) মহৎ ব্যক্তিবর্গ, নেতৃবর্গ এবং ধনী ব্যক্তিবর্গ।

وَإِذَا تُثْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِيْتُنَا بِئَنبٍ قَالِ الدِّينَ كَفَرُوا لِيَلْدِينُوا
أَمْنُوا . أَيْ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَآخَسَنُ نَدِيًّا .

“এবং যখন আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ তাদের নিকট তেলাওয়াত করা হয় তখন (ধনী) কাফেররা (দরিদ্র) ইমানদারদেরকে বলে : “(ধনী কাফির ও দরিদ্র ইমানদার এই) দু’দলের কোন দল মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসেবে উত্তম।” (১৯-সূরা মারইয়াম : আয়াত-৭৩)

“এবং তারা বলে, “আমরা ধনে জ্ঞানে সমৃদ্ধশালী এবং আমাদেরকে শান্তি দেয়া হবে না।” (৩৪-সূরা আল সাবা : আয়াত-৩৫)

“এভাবেই আমি তাদের একদলকে অপর দল দ্বারা পরীক্ষা করলাম যাতে করে তারা বলে, “আমাদের মাঝ থেকে কি আসলিহু এই (দরিদ্র) লোকসিনকে অনুগ্রহ দানে ধনী করলেন?” আসলিহু কি কৃতজ্ঞদের সম্বন্ধে সর্বাধিক স্নেহ নন?” (৬-সূরা আল আন’আম : আয়াত-৪৩)

“কাফেররা মুমিনদের উদ্দেশ্যে বলে, “যদি এ কুরআন জ্ঞানের হস্তে তবে তাহা (অর্থাৎ দরিদ্র মুমিনগণ) এ কুরআনের নিকে আমাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারত না (তাদের আগে আমরা এ কুরআন পেতাম) আর যখন তারা এ কুরআন দাবা হেন্দায়াত প্রাপ্ত হলো না তখন (ফলে) তারা অচিরেই বলবে যে, এ কুরআন এক পুরাতন মিথ্যা রচনা।”

(৪৬-সূরা আল আহকাফ : আয়াত-১১)

“দাখিকেরা বলল : জেঁমরা যাতে বিশ্বাস কর আমরা নিশ্চয় তাতে অবিশ্বাস করি।” (৭-সূরা আল আ’রাফ : আয়াত-৭৬)

“আর তারা বলে, এই কুরআন (মক্কা ও মদ্যেহ) এই দুই নগরীর কোনো এক মহান ব্যক্তির উপর কেন নাযিল করা হলো না? তারা কি আপনার প্রকৃত কক্ষপাকে বর্জন করছে?” (৪৩-সূরা আয যুখরুফ : আয়াত-৩১-৩২)

আমার প্রায়ই আন্তরার কবিতার পর্যাপ্ততা মনে পড়ে। তাতে সে একঘাটি প্রতিষ্ঠিত করে যে, তাঁর মূল্য তাঁর চরিত্রে ও তাঁর কাজে; তাঁর বংশ মর্যাদায় নয়। তিনি বলেছেন-

“কৃতনাস হওয়া সত্ত্বেও আমি এক মহান নেতা, কালো চামড়া হওয়া সত্ত্বেও আমার চরিত্র সাদা”।

১০৮. আপনার যদি একটি অজহানি হয়ে থাকে তবুও তাে এর ক্ষতিপূরণ করার জন্য অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে।

আবুত্বাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন-

“আল্লাহ যদি আমার চোখের জ্যোতি দূর করে দেন, তবুও আমার জিহ্বা ও কানে আলো আছে।

আমার হৃদয় বুঝিনীশু আর আমার মন বজ্র নয়, আর আমার জিহ্বা বীরযোদ্ধার তরবারীর মতো খারালো।”

আপনার যদি কোনো ক্ষতি হয় তবে সম্ভবত; এরপরেই আপনার কোনো লাভ আছে- আর তা এমন লাভ যা আপনি বুঝতে পারেন না।

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ.

“এমনও হতে পারে যে তোমরা যা অপছন্দ কর তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।” (২-সূরা বাক্বার : আয়াত-২১৬)

বাশার ইবনে বুরদ বলেছেন-

“আমার শত্রুরা আমাকে অসম্মান করে অথচ নোদ তাদের মাঝেই। আর এটা এমন কোনো অপমান নয় যাকে দোষগীত বলা যায়। কোনো লোক যদি সাহস ও সত্যকে দেখতে পায় তবে চোখের অন্ধত্ব প্রতিবন্ধক হবে না।

অন্ধত্বের মাঝে আমি পুরস্কার, সন্মতি ও বক্ষা দেখতে পাই, আর এ তিনিটি জিনিস আমার খুবই দরকার।”

যা আব্দুল্লাহ ইবনে আক্বাস (রা) বলেছেন অথবা যা বাশার বলেছেন তার মাঝে এবং যা সালেহ ইবনে আব্দুল কুদ্দুস অফ হজরার পরে বলেছেন তার মাঝে তুলনা করে সেখান—

“বিনায় পৃথিবী! যে বৃদ্ধ অন্ধ,

এ জীবনে তার কোনো অংশই নেই।

সে মরে অর্থাৎ মানুষ তাকে জীবিত মনে করে।

তবু থেকেই মিথ্যা আশা তাকে প্রভাবিত করেছে।”

সকল স্বর্গীয় বিধানই ঘটবে— যে এটা বীকার করে তারও ঘটবে আর যে এসব অস্বীকার করে তারও ঘটবে। পার্থক্য হলো এই যে, সে এটা বীকার করে সে পুরস্কার পাবে আর যে এটা অস্বীকার করে সে পাপী হবে ও কষ্ট পাবে। উমার ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ) মহিম্বুন ইবনে মেহরানের নিকট লিখেছেন :

“আব্দুল মালেককে হারানোর কারণে আপনি আমাকে সাজুনা দেয়ার জন্য লিখেছেন। এমন একটা ঘটনার জন্যই আমি অপেক্ষা করতে ছিলাম এবং যখন এমনটা সত্যিই ঘটে গেল তখন আমার আর কোনো সন্দেহই রইল না।”

১০৯. দিন বদলের সাথে ভালো-মন্দ পালক্রমে আসে

বর্ণিত আছে যে, ইমাম আহমদ (রহ) বাকী ইবনে মুখাশ্শিনকে তাঁর অসুখের সময় দেখতে গেলেন এবং তাকে বললেন—

“হে বাকী! আল্লাহর পুরস্কারের শুভ সংবাদে খুশি হও! সুস্থ থাকাকালীন দিনগুলো অসুস্থতা থেকে মুক্ত আর অসুস্থ থাকাকালীন দিনগুলো সুস্থতা থেকে মুক্ত।”

অর্থাৎ সুস্থতার সময়ে কেউ অসুস্থতার কথা কল্পনাও করে না, কেননা, তখন যেমনটি আশা করে তেমনটিই পরিকল্পনা ও উদ্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। যাহোক, সাংঘাতিক অসুস্থতার সময়ে মানুষ সুস্থতার সময়ের বিঘ্নাদি ভুলে যায়।

দুর্বল হতাশা অসুস্থ আত্মার ভিতরেই পরিবেষ্টিত থাকে এবং এভাবেই হতাশা একল হয়।

মহান আল্লাহ্ বলেছেন : “আর যদি আমি মানুষকে আমার শত্রু থেকে রহমত আবাদন করাই, অতঃপর তার থেকে তা ছিনিয়ে নেই, তবে সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়। আর যদি দুঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করার পর আমি তাকে সুখ-শান্তি আবাদন করাই তবে সে অবশ্যই বলবে যে, “আমার কাছ থেকে সব দুঃখ দূর হয়ে গেছে।” তখন সে নিশ্চয় উৎফুল্ল ও অহংকারী হয়। তবে যারা ধৈর্য ধরে ও আমলে সাপেক্ষ করে তাদের জন্য রয়েছে কমা ও মহাপুরস্কার।”

এ আক্বাত কয়টির ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন—

“আল্লাহ্ মানুষের মন্দ চরিত্র সবসঙ্গে বর্ণনা দিচ্ছেন; তবে যেসব মুমিন বান্দাগণের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন তারা এর ব্যতিক্রম। সাধারণত মানুষ যদি স্বচ্ছলতার পর অভাব-অনটনে পড়ে তবে সে ভবিষ্যতে আদৌ কল্যাণ দেখা থেকে হতাশ হয়ে যায়। সে অতীত সম্বন্ধে ঘৃণা প্রদর্শন করে— যেন সে কখনো সুদিন জোগ করেনি— এবং সে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে যায় যেন সে কখনো উদ্ধার ও মুক্তির আশা করে না।”

যখন সে দুঃখ-কষ্ট অভাব-অনটনের পর স্বচ্ছলতার অভিজ্ঞতা লাভ করে তখন তার অবস্থা নিম্নরূপই হয়—

ذَقَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي.

“আমার কাছ থেকে সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেছে। (১১-সূরা হূদ : আয়াত-১০)

অন্যকথায়, এরপর আমার উপর মন্দ কোনো কিছুই আপতিত হবে না।”

“নিশ্চয় সে উৎফুল্ল ও অহংকারী হয়।” (১১-সূরা হূদ : আয়াত-১০)

“তবে যারা ধৈর্য ধরে এবং আমলে সাপেক্ষ করে তাদের জন্য রয়েছে কমা ও মহাপুরস্কার। (১১-সূরা হূদ : আয়াত-১১)

১১০. আল্লাহর প্রশস্ত জমিনে ভ্রমণ করুন

একথা সঠিকভাবেই বলা হয়েছে যে, ভ্রমণ উত্তীর্ণতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারিত করে। রামহরমুখি তার "The Noble Scholar of Hadeeth (الْمُحَقِّقُ الْفَاحِشُ)" নামক কিতাবে ইস্লাম ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণের উপকারিতার কথা ধারাবাহিক বর্ণনা করেছেন। পৃথিবী ভ্রমণ করে কোনো বোধগম্য উপকারিতা নেই—একথা যার বসে তিনি তাদের যুক্তি-তর্ক খণ্ডন করেছিলেন।

তিনি বলেছেন—

“মতুন মতুন তুমি ও ঘর-বাড়ি দেখে, সুন্দর সুন্দর বাগ-বাগিচা, মাঠ-ঘাট দেখে, ভিন্ন ভিন্ন মুখ দেখে এবং বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণের সান্নিধ্যে এসে এবং বিভিন্ন দেশের নানান আশ্চর্য জিনিস প্রত্যক্ষ করে অনেক উপকারিতা লাভ করা যায়। বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় বসে যে শান্তি পাওয়া যায় তা অনুপম। মসজিদে মসজিদে বানা কাওয়া, কর্নাখাতা থেকে পানি পান করা এবং যেখানে রাত সেখানেই কাভ (অর্থাৎ ঘুমানো)—এসব কিছু ব্যক্তির মনে ধীরে ধীরে অমায়িকতা এবং ক্লান্ত ও নব্বুতা সঞ্চারিত করে।

ভ্রমণকারী বা পরিব্রাজক আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের ভালোবাসে সে তাদেরকে তাঁর বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং ভোধ্যামোন করার বা কৃত্রিম হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা তাঁর নেই। এসব উপকারিতার সাথে সেসব সুখকে যোগ করে নিন যেসব মুখ ভ্রমণকারী বা পর্যটক তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার পর তার অন্তরে অনুভব করে এবং সে শিহরণকেও যোগ করে নিন যে শিহরণ সে পথের সব বাধা অতিক্রম করার পর অনুভব করে। যারা তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে বের হতে নারাজ তারা যদি এসব কথা জানত তবে তারা বুঝতে পারত যে পৃথিবীর সকল স্বতন্ত্র আনন্দ ভ্রমণের মহান বৃত্তির মাঝেই নিহিত। ভ্রমণকারীর নিকট সুন্দর সুন্দর দৃশ্য ও আল্লাহর প্রশস্ত জমিনে ভ্রমণের অংশ আশ্চর্য সব ক্রিয়াকলাপের চেয়ে অধিক উপভোগ্য আর কিছুই নেই। কিন্তু অপরিব্রাজক এসব কিছু থেকে বঞ্চিত।”

১১১. নবীর এ বাণীগুলো একটু ভেবে দেখুন

“আল্লাহ যদি কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তবে তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন; এতে যে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি আর এতে যে ক্রুদ্ধ হয় তার জন্য রয়েছে গজব।”

“সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা করা হয়েছে (সর্বোত্তম মানুষ) নবীদেরকে’ এর পরবর্তী স্তরের লোকদের জন্য এর পরবর্তী স্তরের পরীক্ষা’ মানুষকে তার ধর্মের চরমস্থি অনুসারে পরীক্ষা করা হয়, যদি তাঁর মীনদারী শক্ত স্তরের হয় তবে তাঁর পরীক্ষাও কঠিন স্তরের হয়। যদি তাঁর মীনদারী দুর্বল স্তরের হয় তবে তাঁর পরীক্ষাও তদানুপাতে (দুর্বল) স্তরের হয়। জমিনের বুকে কোনরূপ ফুল ছাড়া উল্লার আগ পর্যন্ত বাস্বাকে অনবরত পরীক্ষা করা হতে থাকবে।”

“মুমিনের অবস্থা ও কাজ কারবার বড়ই আশ্চর্যজনক। কেমনা তাঁর সব কিছুই তাঁর জন্য কল্যাণকর। আর এটা মুমিন ছাড়া অন্য কারো জন্য নয়। যদি তাঁর কোনো কল্যাণ হয় তবে সে শোকরিয়া আদায় করে এবং এটা তাঁর জন্য কল্যাণকর আর যদি তাঁর কোনো ক্ষতি হয় তবে সে ধৈর্য ধরে আর এটা তাঁর জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়।”

“যেনে রাখ! যদি সব মানুষ তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয় তবে তারা তোমার কোনো উপকারই করতে পারবে না— তবে শুধুমাত্র এতটুকু উপকার করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য তক্বদীরে লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার কোনো ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয় তবে তারা তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না— তবে শুধুমাত্র ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য তক্বদীরে লিখে রেখেছেন।” “ধর্মিকদেরকে তাদের স্তর অনুপাতে পরীক্ষা করা হয়।”

“মুমিন ব্যক্তি শস্যের কচি উগার মতো যা বাতাসে ভানে বামে হেলে দুলে যায়।”

১১২. জীবনের শেষ মুহূর্তে

আবু রায়হান বাইরুনী এমন এক উর্বর চিন্তাশীল ও লেখক ছিলেন যার কলমে তার হাত ছাড়া হতনা বলাগেই চলে। তিনি অষ্টান্তর (৭৮) বছরের এক পরিশ্রমিক জীবন যাপন করেছিলেন এবং তার সঙ্গাজীবনে কখনো প্রয়োজনে সেখা-পড়া ও শিক্ষাদান থেকে অবসর গ্রহণ করেননি।

আবুল হাছান আলী ইবনে ইছা বলেছেন—

“আবু রায়হান যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন তখন আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। প্রবেশকালেই আমি বুঝতে পারি যে তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছেন। তাঁর যখন এ অবস্থা তখন তিনি আমাকে বললেন যে, শেষের ব্যর আমরা যখন সাক্ষাৎ করেছিলাম তখন আমরা মীরাস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং আমি কিছু কলেছিলাম তা তুল ছিল এখন তিনি তা বুঝতে পারছেন। তাঁর জন্য আমার মায়া লাগল এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি যখন এতটা অসুস্থ তখন তাঁর সাথে এমন (জটিল) এক বিষয় নিয়ে আলোচনা স্বাভাৱিক হবে কি-না।

তিনি উত্তর দিলেন, “আমি জানি যে, আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবি, কিন্তু বিচার্য বিষয়ে অজ্ঞ থাকার চেয়ে সে বিষয়টাকে উপলব্ধি করা কুমি কি আমার জন্য ভালো মনে কর না। আমি তখন বিষয়টি পুনরায় বললাম আর তিনি তা আমার নিকট ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। আমাদের কথা-বার্তা শেষ হলে পরে আমি চলে গেলাম আর জানতে পারলাম যে তিনি ইচ্ছেকাল করেছেন। কেবলমাত্র তার মতো বিশাল জ্ঞানের লোকেরাই ঠিক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত (মানসিকভাবে) শক্ত থাকেন।”

আততায়ীর ছুরিকাঘাতে উমর (রা)—এর যখন রক্তপাত হতে হতে মৃত্যুশায় অবস্থা তখন তিনি তার সঙ্গী-সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি সালাত সমাপ্ত করেছিলেন কি-না।

ইব্রাহীম ইব্দুল জাররাহ বলেছেন—

“(ইমাম) আবু ইউসুফ (রহ) অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তিনি একবার অজ্ঞান ও আরেকবার সজ্ঞান হতে ছিলেন। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে গেলেন তখন

তিনি আমাকে ধর্মীয় কোনো বিষয়ে প্রস্তুত করলেন। যখন আমি তার প্রস্তুতি বিষয়ের সাথে গ্রহণ করলাম তখন তিনি তা লক্ষ্য করে বললেন, "তাদের কিছু আসে যায় না, আমরা এ বিষয়ে এজন্য গবেষণা করছি যে, এ বিষয়ের জ্ঞান বিশ্বস্তির অতল গহবর থেকে মুক্তি পেয়ে চিরদিনের জন্য বেঁচে থাকুক, এমন কি এটা কারো (জীবন) স্বাক্ষর কারণ হোক।"

আমাদের ধর্মীয় পূর্বসূরীগণ এমনই ছিলেন। যখনই তাদের মনে পড়ত, এমনকি হুত্যাশযায় শাস্তি অবস্থাতেও তখনই তারা ইসলামী জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতেন— হয়তো শিক্ষক হিসেবে নয়তো ছাত্র বেশে। তাদের অন্তরে জ্ঞান কতইনা মূল্যবান ছিল। জীবনের শেষ মুহূর্তে তারা পরিবার-পরিজন ও ধর্ম-সম্পদের কথা মনে করতেন না, তারা কেবল জ্ঞানের কথাই মনে করতেন। যে জ্ঞান তাদের জীবনের সাধনা ছিল। আত্মা হুত্যাশকে করুণা করুন।

১১৩. বিশ্বাসে বিচলিত হবেন না

আইয়ুব ইবনে ইউসুফ লিখেছেন যে, মানুষ ভালোভাবেই জানে যে, রাত্রির অন্ধকারের পর যেমন দিন আসে তেমনিভাবে দুঃখের পরে সুখ আসে। এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যখন দুর্ভোগ আঘাত হানে তখন মানুষের দুর্বল প্রকৃতি প্রবল হয়। যে ব্যক্তি পরীক্ষায় পড়ে তার উচিত, তার অবস্থার সংকর করার জন্য (প্রয়োজনীয়) পদক্ষেপ গ্রহণ করা, অন্যথায় হতাশা তাকে অধিকার করে কনবে। অতীতে তারা পরীক্ষিত হয়েছেন তাদের মৈত্রীর কথা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা ইচ্ছা শক্তিকে শক্তিশালী করার একটি উপায়।

পরে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ব্যতির পূর্বে কষ্ট, খাবার পূর্বে ক্ষুধার সদৃশ। (ক্ষুধা লাগার ফলে যখন খাবারের রুচি হয়) খাবার তখন হান্দা হুজিতে এক বিশেষ প্রকার ফলে। প্রেটো বলেছেন—

কষ্ট জীবনের জন্য হতটা কঠিনের আশ্রয় জন্য ততটাই উপকারী। আরাম জীবনের জন্য হতটা উপকারী আশ্রয় জন্য ততটাই কঠিন।"

যখন কেউ তার জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম করে তখন সে জানতে পারবে যে, সে হতাশতা আত্মাহুত পক্ষ থেকে পুরজার পাওয়ার জন্য পরিত্যক্ত হচ্ছে নয়তো তার পাণের শক্তি পাচ্ছে। জানুবার লেখা একখানি কিতাব পড়ার পর আমি এ তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি-

১. কঠোর পরে আরাম আসে। এই জীবনের অটল আদর্শ।
২. আরাম-আয়েশের তুলনায় দুঃখ-কষ্ট মানবাখার জন্য অধিকতর উপকারী।
৩. একমাত্র আত্মাহুত কল্যাণ বয়ে আনেন এবং মন্দকে নিভাঙ্কিত বা দূরীভূত করেন। জেসে রাগুন যে, আগনার যা কিছু ঘটে তা আগনার জন্য পূর্ব নির্ধারিত আছে এবং যা কিছু আপনি হারিয়েছেন তা কখনো আগনার উদ্দেশ্যে ছিল না।

১১৪. দুঃখ করবেন না-এ পৃথিবী আগনার দুঃখের যোগ্য নয়

নবী করীম  বলেছেন-

“আত্মাহুত নিকট যদি এ পৃথিবীর মূল্য মশার পাখার সমানও হতো তবে আত্মাহুত কোনো কাকেরকে একে, একে পানিত দিতেন না।” এ পৃথিবীর মূল্য মশার পাখার সমানও নয়। এ পৃথিবীর মূল্য যদি এই-ই হয় তবে কেন এ নিয়ে দুঃখ করা?

১১৫. হতাশ হবেন না- কারণ যে আপনি আত্মাহুতে বিশ্বাস করেন

“করং আত্মাহুতই তোমাদেরকে ইমানের নিকে পরিতালিত করে তোমাদের প্রতি করুণা করেছে।” (৪৯-সূরা আল হজরাত : আয়াত-১৭)

ইমানদার যখন কাকেরকে পর্ধবেক্ষণ করে তখন ইমানদারকে যে অনুভূত বিশেষ বিষয় দান করা হয়েছে সেই একটি বিশেষ কল্যাণ অমিকালে লোকের নিকটই উপেক্ষিত থাকে। ইসলামের পক্ষে মুখিনকে আত্মাহুত পথ-এদর্শনের কল্যাণের কথা ইমানদার স্বরণ করে। সে আত্মাহুত প্রতি এজন্য কৃতজ্ঞ যে

তিনি তার জালো কাফেরের মতো হুতায়র কথা লিখে রাখেননি। যে (কাফের) না কি বিদ্রোহ করে, আত্মাহর নিদর্শনবলিকে অস্বীকার করে, তার পরম তলাবলিকে অবিশ্বাস করে, তাঁর নবী-রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করে এবং পরকালকে অবিশ্বাস করে।

অধিকন্তু, মুমিন ব্যক্তি ইবাদতের সকল বাধ্যতামূলক আমলগুলো সম্পাদন করে। সম্ভবত তার সেন্সব কর্ম সম্পাদন (অর্থৎ আমল) নির্বৃত্ত নয়, তবুও তদুমাএ আমল করাটাই এক মহা অনুগ্রহ। এটা এমন এক নেয়ামত যার জন্য খুব কম লোকই কৃতজ্ঞ।

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.

“তবে যে ব্যক্তি মুমিন সে কি সে ব্যক্তির মতো যে ফাসেক! তারা সমান নয়।” (৩২-সূরা আস সাজদাহ : আয়াত-১৮)

কুরআনের কিছু কিছু ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, মুমিনদের জন্য বেহেশতের আনন্দের মতো এটাও এক আনন্দের বিষয় হবে যে, তারা সোজব্বাসীদেরকে উপর থেকে দেখতে পারবে এবং তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দান করেছেন সে জন্য তারা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

১১৬. একটু খানি ভেবে দেখুন

আত্মাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। এর অর্থ মহান আত্মাহ ছাড়া কেউ উপাস্য হুতায়র সত্ত্বিকার মৌল্য নয় বা উপাস্য হুতায়র অধিকার কারো নেই। কেননা, তিনি একাই সেন্সব পরম তপের অধিকারী যেতলো সর্বশক্তিমান, ঐশী ও প্রভুত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

এই তাওহীদী কালেমার রহস্য বা মাহাখ্যা হলো ভালোবাসা, ভয়, আশা, প্রভা এবং মাহাখ্যা বর্ণনা বা মহিমাজীর্ণনের জন্য আত্মাহকে এককভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া। আত্মাহর উপর আমাদের নির্ভরতা তাঁর নিকট আমাদের অনুশোচনাও এর অন্তর্ভুক্তি। অতএব, তাঁকে ছাড়া অন্যকে ভালোবাসা বিতর্ক

নয়। তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসার ফলেই তিনি ছাড়া অন্য সকলকে ভালোবাসা হয় অথবা তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা বাড়ানোর উপায় হিসেবেই।

সুতরাং, আমাদেরকে অবশ্যই একমাত্র তাকেই ভাব করতে হবে, আমাদেরকে অবশ্যই একমাত্র তার উপরেই তাওয়াত্বুল করতে হবে, একমাত্র তার মাঝেই আমরা আশা করি এবং একমাত্র তাকেই আমরা শ্রদ্ধা করি। একমাত্র তার নামেই আমরা শপথ করি; একমাত্র তার নিকটেই আমরা তওবা করি এবং সব আনুগত্যই তার জন্য। সংকটের সময় আমরা তাঁকে ছাড়া অন্যকে ডাকতে পারি না এবং তাঁর দরবার ছাড়া অন্যের নিকট আমরা আশ্রয় তিকা চাইতে পারি না। আরও (বলছি) একমাত্র তাকেই আমরা সেজদা করি বা একমাত্র তার নিকটেই আমরা মাথা নত করি এবং যখন আমরা কোনো পথ জবেহ করি তখন শুধুমাত্র তার নাম নিয়েই আমরা এটা জবেহ করি।

উপরের সব কথা এক কথায় বলা যায়- 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই। এ কালেমা সব ধরনের ইবাদতের অর্থবহ।

১১৭. হতাশ হবেন না অসুবিধা সফলতাকে প্রতিরোধ করতে পারে না

মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ মাদানি নামক এক অল্প ব্যক্তির সাক্ষাৎকার আরবি দৈনিক পত্রিকা 'উকাব'ে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি আমাদের জাতির সাহায্যে আরবি সাহিত্যের পুস্তকাবলি পাঠ করেছেন। অন্যেরা যখন তাকে ইতিহাসের বহু-পুস্তক ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্মের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ পড়ে তনাত তখন সে তা মনোযোগ সহকারে শুনত। তিনি তার কোনো বন্ধুকে দিয়ে জোরবাকি তিনটা পর্যন্ত বই পড়িয়ে নিতেন। বর্তমানে তাকে সাহিত্য ও ইতিহাসের উৎস পুস্তক মনে করা হয়।

'আশশারকুল আওসাত' নামক পত্রিকার প্রবন্ধকার মুত্তফা আহীন লিখেছেন-
"অত্যাচারী ও অন্যায়কারীদের সাথে মাত্র পাঁচ মিনিট ধৈর্য ধরুন। অল্প সময়

পত্রেই চাবুক পড়ে যাবে। শিকল ভেঙে যাবে, বন্দী মুক্তি পাবে এবং মেঘ অনুশ্য হয়ে যাবে। তাহলে আপনার নারিত্ব হলো শুধু ধৈর্য ধরা ও অপেক্ষা করা।”

একজন আরব কবি লিখেছেন—

وَكُرْبٌ نَّازِلٌ يَحْبِيقُ بِهَا الْفَقْرُ * ذَرْعًا وَعِندَ اللَّهِ مِثْلُهَا الْمَخْرَجُ .

“কতই না বিপদাশংসে দুর্বলের মন ভেঙ্গে যায়।

অথচ আত্মাহুর নিকট তা থেকে পরিচ্রাণের পথ আছে।

আমি একবার রিয়াদে মুকতি আলবানিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। শালক গোষ্ঠী কীভাবে তাকে কঠোর পরিশ্রম সহকারে বিশ বছর বন্দী করে রেখেছিল সে কথা তিনি আমাকে বলেছেন। জেল-খানায় থাকাকালে তাঁর দগ্ধদেশ পাগলকালে তিনি প্রায়ই অত্যাচার, অত্যাচার ও খুদার শিকার হতেন। ধরা পড়ার ভয়ে তিনি সোমল খানায় এক কোনায় গোপনে দৈনিক পাঁচ ওস্তাত সালাত আদায় করতেন। এদের সত্বেও তিনি আত্মাহুর নিকট পুরস্কারের আশা করতেন ও ধৈর্য ধরতেন- অবশেষে তিনি মুক্তি পেয়েছেন।

“অতএব, তারা আত্মাহুর সেরামত ও দান নিয়ে বিজয়ীবেশে ফিরে এসেছিল।

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৬৪)

সাতাশ (২৭) বছর কারাবরণ সহ্যকারী এক সময়কার দক্ষিণ আফ্রিকার রাজা নেলসন মন্ডেলার কথা ভেবে দেখুন। তিনি তার জাতির জন্য স্বাধীনতা চেয়েছিলেন এবং তিনি জুলুম নির্যাতনের শিকল ভেঙে ফেলার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছিলেন অবিচল ও দৃঢ় এবং তাকে প্রায় এমন মনে হতো যে, তিনি মৃত্যুকে বুঝছেন। ফলে তিনি তার লক্ষ্যে পৌঁছেছেন ও তাঁর পার্থিব মর্যাদা লাভ করেছেন। মহান আত্মাহু বলেছেন—

فَرَى الْجَاهِلُ أَهْلَهُمْ

“(দুনিয়াতে) আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান পুরাপুরি দিব।”

(১১-সূরা হূন : আয়াত-১৫)

“যদি তোমরা কষ্ট ভোগ করতে থাক তবে তারাপত্তো তোমাদের মতো কষ্ট ভোগ করবে; অথচ তোমরা আল্লাহর শর থেকে যে জাহান্নামের পুরস্কার আশা করতে পার তার তো সে জাহান্নামের পুরস্কার আশা করতে পারে না।”

(৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-১০৪)

إِنْ يَشْكُمْ فَتَرِخْ فَقَدْ سَرَّ الْفَرَمَ فَرَحٌ مِّثْلُهُ.

“যদি তোমাদের কোনো আশ্বাত পেলে থাকে-তবে তাদেরওতো অনুরূপ আশ্বাত পেয়েছিল।” (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪৩)

১১৮. ইসলাম গ্রহণ করার কারণে হত্যা

হওয়ার কোনো কারণ নেই

সেসব আত্মা খুবই হতভাগা যেগুলো ইসলাম সহজে অল্প অথবা বেচলো ইসলাম সহজে জানে তবুও ইসলামের পথে পরিচালিত হয়নি। কুর্ভামানে মুসলমানদের প্রয়োজন বিশ্বব্যাপী প্রচারিত এক জীবির (প্রোগ্রাম) ও বিজ্ঞাপনের। কেননা, ইসলাম এমন এক মহা সংবাদ যা অতি অবশ্যই জনগণের নিকট পৌছাতে হবে। এই প্রোগ্রামের কথাগুলো স্পষ্ট। সঠিক এবং আকর্ষণীয় হওয়া দরকার; কেননা, সমগ্র মানবজাতির সুখ এই সভ্য ধর্মে নিহিত আছে।

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ.

“আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের আশা করে- তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না।” (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৮৫)

আমনির মিউনিখ শহরে একজন বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক কয়েক বছর পূর্বে বসতি স্থাপন করেন। শহরের প্রবেশ পথে পৌছার সময়ে তিনি এক বিশাল বিজ্ঞাপন দেখতে পেলেন। এর উপর লিখা ছিল, “আপনারা চিনেন না।” পরবর্তীতে তিনি এ বিজ্ঞাপনের পাশে এটার মতোই বিশাল এক বিজ্ঞাপন টাঙিয়ে দিলেন। এর উপর তিনি লিখে দিয়েছিলেন, “আপনারা ইসলাম কি তা জানেন না। যদি আপনারা এর সহজে জানতে চান তবে এই নাথারে

আবাসেরকে ফোন করুন।" স্থানীয় জার্মানদের ফোনের বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল।
মাত্র এক বছরে এই লোকের হাতে হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ
করেছিল। তিনি 'একটি মসজিদ, একটি ইসলাম প্রচার কেন্দ্র' ও 'একটি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

অধিকাংশ মানুষই বিজ্ঞাত এবং এই মহান ধর্ম ইসলাম তাদের একান্ত
প্রয়োজন। বর্তমানে তারা যে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন-যাপন করছে তার স্থান
হাতে এক শান্তিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন অবিকার করতে পারে এ জন্য
তাদের ইসলাম ধর্মের দরকার।

"যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় আল্লাহ তাদেরকে এ দ্বারা শান্তির
পথে পরিচালিত করেন এবং তাদেরকে বৈষ্ণব অঙ্কুর থেকে বের করে
আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল-সহজ সঠিক পথে পরিচালিত
করেন।" (৫-সূরা মায়েদা : আয়াত-১৬)

বহুদূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী একজন ইবাদত ওজার লোক- যার আগে
কখনো অন্য লোকদের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি- বলেছিল-

"আমি কখনো ভাবিনি যে, পৃথিবীতে কোনো লোক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো
ইবাদত করেছে।"

وَقُلِيبِلْ مِّنْ عِبَادِي الشُّكْرُ.

"আমার বান্দাদের যথা থেকে খুব কম সংখ্যকই কৃতজ্ঞ।"

(৩৪-সূরা আল শুরা : আয়াত-১৩)

"আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ কর তবে তারা
তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিলাখে পরিচালিত করবে।"

(৬-সূরা আল আন'আম : আয়াত-১১৬)

"আর তুমি যদিও 'আকুল' আকাঙ্ক্ষা কর তবুও অধিকাংশ মানুষই ইমান
আনবে না।" (১২-সূরা ইউসুফ : আয়াত-১০০)

একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন যে, সুদান যখন ব্রিটিশ রাজের
কলোনী ছিল তখন এক মক্কাবাসী বেদুঈন রাজধানী শহর খার্তুমে এসেছিল।
সে যখন একজন ব্রিটিশ পুলিশকে শহরের কেন্দ্র দিয়ে হাঁটতে দেখল তখন

সে একজন পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করল, “এ সোকাটি কে?” তাঁকে বলা হলো যে, সোকাটি একজন বিশেষ পুলিশ ও সে একজন কাসেফের। যাক্বাবর জিজ্ঞাসা করিল কি বিষয়ে সে অবিধাস করে?” আক্বাহুতে অবিধাস করে।” এ ছিল উত্তর। দীর্ঘদিন যত্নভূমিতে বাস করাতো এ সোকের জন্মগত স্বভাব মন্দ ধারণা মুক্ত ছিল ও অক্ষত ছিল এবং একান্তমতই যখন সে অতুত কিছু তখন তখন সে এত্রে বিব্রিত হয়ে গেল ও অসুস্থ হয়ে পড়ল। সে বলল, “কেউকি আক্বাহুকে অবিধাস করে?” এরপর সে যা চেনেছিল তাতে চরম ঘৃণায় তার শেটে ধামছি নিয়ে ধরে ফিরি করে দিল।

“তাহলে তাদের কি হলো যে তারা ইমান আনে না।”

(৬৪-সূরা আল ইনশিকাক : আয়াত-২৩)

“আকাশ ও পৃথিবীর প্রভুর শপথ করে বলছি যে, এমন তেমনই সভ্য যেমন সভ্য একথা যে, ‘তোমরা কথা-বার্তা বল’, {অর্থাৎ তোমরা (অধিকাংশ লোক) যেমন বোবা নও বরং কথা-বার্তা বল- একথা যেমন সভ্য, আমার একথাও তেমনই সভ্য}।” (৫১-সূরা আয বারিয়াত : আয়াত-২৩)

এত্যেকের উচিত তার প্রভুর সম্মুখে সুধারণা পোষণ করা ও তাঁর ককৃপা ও দয়া ভালো লাগ করা। একটি সহীহ হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, ‘আমাদের প্রভু হাসেন।’ একথা শুনে এক বেদুইন বলেছিল, ‘আমরা এমন প্রভুহীন নই যিনি ভালোভাবে হাসেন (অর্থাৎ আমাদের এমন প্রভু আছেন যিনি ভালোভাবে হাসেন)।’

“আর তারা হতাশ হয়ে যাবার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষন করেন।”

(৪২-সূরা আল শূরা : আয়াত-২৮)

“নিশ্চয় আক্বাহুর রহমত সত্বকর্মপদ্ধতানের নিকটবর্তী।”

(৭-সূরা আল আযাক : আয়াত-৫৬)

“যেদে রাখ : নিশ্চয় আক্বাহুর সাহায্য নিকটবর্তী।”

(২-সূরা শাক্বার : আয়াত-২১৪)

সকল লোকদের জীবনী পড়ে জানা যায় যে তাদের কতিপয় সাধারণ জিনিস

ছিল হয়তো তা তাদের পরিবেশে, ভগ্ন বা ঐ পরিস্থিতিতে যা তাদের সফলতাকে ঘিরে ছিল। সফল লোকদের জীবনী পাঠ করে আমি কতিপয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি- তা আমি নিম্নে পেশ করছি-

১. লোকের মূল্য তার সংকর্মের উপর নির্ভর করে। একথা আলী (রা) বলেছেন। এর অর্থ হলো যে, কারো জ্ঞান, চরিত্র, ইবাদত ও উদারতা মাহাত্ম্য হলো এমন গজকান্ঠী যা দ্বারা তার সুশাসন করা হয়।

“মুশরিক (স্বাধীন) পুরুষ তোমাদের বিম্বিত করলেও তার চেয়ে মুসলিম কৃতদাস ভালো।” (২-সূরা বাক্বার : আয়াত-২২১)

২. ইহকাল ও পরকালের জন্য কারো জীবন ব্যাপার মান তার প্রত্যাহার, প্রচেষ্টা ও উৎসর্গের উপর নির্ভর করে।

“আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত তবে অবশ্যই তারা এর জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করত।” (৯-সূরা আন্তঃ : আয়াত-৪৬)

“এবং আল্লাহর পথে প্রকৃত জিহাদ কর।” (২২-সূরা আল হাক্ক : আয়াত-৭)

৩. আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিটি লোকই তার নিজের ইতিহাস রচয়িতা। সে তার ভালো-মন্দ কর্মের মাধ্যমে তার জীবনেতিহাস লিখে।

“তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল কীর্তিই আমি লিখে রাখি।”

(৩৬-সূরা ইয়সিন : আয়াত-১২)

৪. জীবন সর্বকিঞ্চ এবং মৃত চলে যায়। পাশ করে, দুচ্ছিত্তা করে বা অগত্যা করে একে আরো সর্বকিঞ্চ করবেন না।

“সে দিন তারা মনে করবে যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা বা এক সন্ধ্যালের চেয়ে বেশি কাল ছিল না।” (৭৯-সূরা আন নাবি‘আত : আয়াত-৪৬)

১১৯. যা সুখ বয়ে আনে

১. আমলে সালেহ বা নেক আমল বা পুণ্যকর্ম বা মৎ কাজ বা ভালো কাজ :
 “যু'মিন পুরুষ বা মহিলা যে কেহ আমলে সালেহ করে তাঁকে আমি পবিত্র তথা উত্তম জীবন যাপন করাব।” (১৬-সূরা অন নাহল : আয়াত-১৭)

২. নেক বিবি বা ধার্মিক স্ত্রী :

“হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে চোখ জুড়ানো স্ত্রী-পুত্র কন্যা দান করুন।” (২৫-সূরা আল কুরকান : আয়াত-৭৪)

৩. একটি প্রশস্ত বাড়ি। নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“হে আল্লাহ! আমার বাড়িকে আমার জন্য প্রশস্ত করে দিন।”

৪. হালাল কুসী : আল্লাহর হাশুশ ﷻ বলেছেন : “নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র, পবিত্র জিনিস ছাড়া অন্য কিছু তিনি কবুল (গ্রহণ) করেন না।”

৫. উত্তম আচরণ ও মানুষের প্রতি দয়া-মমতা বোধ পরায়ণতা।

“এবং আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে সৌভাগ্যবান করেন।” (১৯-সূরা মারইয়াম : আয়াত-৩১)

৬. অন্তঃসমুদ্র হওয়া এবং বেশগোয়া ধরচকারী না হওয়া।

“এবং তারা যারা অপচরও করে না এবং কার্পণ্যও করে না।”

.. (২৫-সূরা আল কুরকান : আয়াত-৬৭)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
 فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا .

এবং (কৃপণের মতো) হোমার হাতকে হোমার ঘাড়ের নিকট ছটিয়ে রেখো না এবং (অপচরকারীর মতো) হোমার হাতকে পুরাপুরি প্রশস্ত করে দিও না।

(১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-২৯)

১২০. সুখের উপকরণ

১. কৃতজ্ঞ আশ্রা এবং আত্মাহুত জিকিরে সিত জিহ্বা।

একজন আরব কবি বলেছেন-

شُكْرٌ وَذِكْرٌ وَصَبْرٌ * فِيهَا لَيْسَمٌ وَأَجْرٌ.

“কৃতজ্ঞতা, জিকির ও বৈধের মাঝেই রয়েছে নৈরামত (সুখ-শান্তি) ও (পরকালীন) পুরস্কার।”

২. সুখের আরেকটি উপাদান হলো গোপনীয়তা রক্ষা করা, বিশেষ করে নিজের গোপনীয়তা রক্ষা করা। আরবদের মাঝে এক বেদুঈনের এক এসিদ্ধ ঘটনা প্রচলিত আছে। বিশ দিনারের বদলে সে একটি বিষয় গোপন রাখার অধিকার করেছিল। প্রথমে সে চুক্তির প্রতি সন্তুষ্ট ছিল অর্থাৎ চুক্তি রক্ষা করেছিল; কিন্তু পরে হঠাৎ করে অধৈর্য হয়ে সে ঘিটে টাকাটা ফেলে দিয়ে মিল- সে গোপনীয়তা রক্ষা করার বোকা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল (বিধায় এ কাজ করেছিল)। এমনটি হওয়ার কারণ এই যে, গোপনীয়তা রক্ষা করতে দুচ্ছতা, বৈধ ও ইচ্ছাকৃত প্রয়োজন।

“হে আমার বাবা! তোমার ভাইদের নিকট তোমার স্বপ্ন বর্ণনা করিও না।”

(১২-সূরা ইউসুফ : আয়াত-৫)

মানুষের বহুবিধ দুর্বল বৈশিষ্ট্যের মাঝে একটি দুর্বলতা এই যে, সে তার নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারাদি অন্যের কাছে ব্যক্ত করার সীমা এক বোগ অনুভব করে। ঐতিহাসিক বিবরণীতে দুর্বলতা খুবই পুরাতন। মন গোপন বিষয় ও গল্প প্রচার করতে ভালোবাসে। যে ব্যক্তি তার গোপন বিষয় প্রচার করতে সে অতি অবশ্যই অনুভব, দুঃখিত ও দুর্দশাগ্রস্ত হবে।

“সে যেন সতর্ক থাকে এবং কাউকে জোমাদের সম্বন্ধে জানতে না দেয়।”

(১৬-সূরা আল কাহাফ : আয়াত-১৯)

১২১. নির্দিষ্ট সময়ের আগে আপনি মৃত্যুবরণ করবেন না

“যখন তাদের মৃত্যুর সময় ঘনিষ্ঠে আসবে তারা এটাকে এক মুহূর্তও আগ
পিছু করতে পারবে না।” (৭-সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-৩৪)

যে কাপুরুষেরা তাদের প্রকৃত মৃত্যুর পূর্বে বহুবার মাঝা যায় তাদের জন্য এ
আয়াতে একটি সাধুনা রয়েছে। এ আয়াত আমাদেরকে বলে যে প্রত্যেক
ব্যক্তির মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় আছে; একে আগ-পিছু করা যায় না, এমনকি
সকল সৃষ্টি মিলে চেষ্টা করলেও পারবে না।

“এবং মৃত্যু-যন্ত্রণা অবশ্যই আসবে।” (৫০-সূরা ক্বাফ : আয়াত-১৯)

আর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে আশা করাই
দুঃখ-দুর্দশার কারণ।

“কলে আল্লাহর বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার মতো তার এমন কোন দল
ছিল না এবং যারা নিজেকে সাহায্য করত সে তাদের অন্তর্ভুক্তও ছিল না
(অর্থাৎ সে নিজেকেও সাহায্য করার মতো ছিল না)।”

(২৮-সূরা আল কাহাফ : আয়াত-৮১)

ইমাম যাহাবীর রচিত “সিয়রু আ'লমিন নুবাল্য” পুস্তক - ২৩ খণ্ড।

এ পুস্তকে আলোম-উলামা-জরানী-তনী, রাযা-বাদশা, মন্ত্রী-মিনিস্টার,
শাসকবর্গ ও কবিদের জীবনী আছে। তাদের কতিপয় লোকের জীবনী পড়ার
সময় আমার দু'টি কথা বা বিষয় মনে পড়ে-

১. যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুতে আশা বা বিশ্বাস করে তবে আল্লাহ
তাকে পরিত্যাগ করেন এবং

২. সে किसিসকে তার ধাংসের কারণ বানিয়ে দেন।

“এবং নিশ্চয় শত্রুতামরাই মানুষদেরকে সংগত হতে বিবর্ত রাখে, অথচ
মানুষেরা মনে করে যে, তারা সংগথে পরিচালিত।”

(৪৩-সূরা আ'ল ইখরাক : আয়াত-৩৭)

কেরাউনের ধাংসের কারণ ছিল তার পদমর্যাদা, কায়নের ধাংসের কারণ ছিল
তার সম্পদ ও ব্যবসা আর উমাইয়্যার এবং ওয়ালিদের ধাংসের কারণ ছিল
তাদের সন্তান।

“আমি তাকে সৃষ্টি করেছি তার সাথে আমাকে একাই বুঝাণড়া করতে লাগে।” (৭৪-সূরা আল মুদনাহহিব : আয়াত-১১)

আবু জেহেলের ধ্বংসের কারণ ছিল পদমর্যাদা, বংশ পৌরষ আবু লাহাবের ধ্বংসের কারণ ছিল; সিংহাসন আবু মুসলিমের ধ্বংসের কারণ ছিল; যশ-খ্যাতি মুত্তানাবির ধ্বংসের কারণ ছিল আর কমতা ও কর্তৃত্ব ছিল হাআজের ধ্বংসের কারণ।

যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সম্মান চায় এবং আমলে সাপেহ করে আল্লাহ তাঁকে সম্মান দান করবেন এবং তাঁকে পদমর্যাদা দান করবেন, যদিও তাঁর কোন সম্পদ, পদমর্যাদা বা অভিজাত বংশধারা নেই।

বিলালের সম্মানের কারণ ছিল আত্মান, আবেব্রাত ছিল সালমানের সম্মানের কারণ; সুহাইবের সম্মানের কারণ ছিল তার কোরবানী বা ত্যাগ এবং আজার সম্মানের কারণ ছিল তার ইলুম (বাদিআল্লাহ্ অনেইম)।

“এবং তিনি (আল্লাহ) কাকেরদের কথাকে হীনতম করেন; পক্ষান্তরে আল্লাহর কথাই উচ্চতম; আর আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী, মহা প্রজ্ঞাময়।” (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৪০)

১২২. হে রাজাধিরাজ-মহামহিম ও মর্যাদাবান আল্লাহ!

একটি সহীহ হাদীসে নবী করীম ﷺ আমাদেরকে নিম্নোক্ত কালিমাকে বারবার পাঠ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। আর তা হল-

بَاذَا الْجَلِيلِ وَالْإِكْرَامِ-

“হে রাজাধিরাজ-মহামহিম ও মর্যাদাবান আল্লাহ!”

রাসূল ﷺ আমাদেরকে আরো এ কথাও বলতে উপদেশ দিয়েছেন-

بَا حَىُّ بَا قُبُومٌ-

“হে চিরজীব! হে সব কিছুর সদা রক্ষক!”

অতএব, প্রতিজ্ঞাকার নিজের কল্যাণের জন্যই এসব কালিয়া (যা বাক্য বা কথা) দ্বারা আল্লাহকে ভাঙা এবং তাঁর সাহায্য চাওয়া উচিত; আর তা'হলেই নিশ্চিত উত্তর বুঝে পাওয়া যাবে।

“স্বরণ কর, যখন তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য চেয়েছিলে তখন তিনি তোমাদের ভাঙে সাড়া দিয়েছিলেন।” (৮-সূরা আনফাল : আয়াত-৯)

একজন মুসলিমের জীবনে প্রকৃতপক্ষে তিনটি আমলময় দিন আছে—

১. যে দিন সে শপথপূর্বক পাপ কাজসমূহ পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ পাপ থেকে তওবা করে) এবং জামায়াতের সাথে ফরজ সালাতসমূহ আদায় করে।

“তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভাঙে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান জানান।” (৮-সূরা আনফাল : আয়াত-২৪)

২. যে দিন সে পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়, পাপ কাজ পরিত্যাগ করে এবং তাঁর প্রভুর দরবারে ফিরে আসে।

“অতপর তিনি তাদের তওবা কবুল করলেন যাতে তারা (তাদের প্রভুর নিকট) ফিরে আসে।” (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-১১৮)

৩. যে দিন সে এমন এক কাজ করে তাঁর প্রভুর সাথে সাক্ষাতের জন্য মৃত্যুবরণ করে যা ভালো ও পবিত্র উত্তরই।

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসে, আল্লাহও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসেন।”

নবী করীম ﷺ এর সাহাবী (রা)-এদের জীবনী পাঠ করে আমি তাদের মাঝে এমন পাঁচটি চরিত্র পেয়েছি যা অন্যদের থেকে পৃথক।

১. তাঁরা এমন সরল জীবন-যাপন করতেন যা জাঁকজমকহীন, বড়াইহীন এবং অপব্যয়হীন ও বাহুল্যহীন ছিল।

“এবং (হে মুহাম্মদ!) আমি আপনার জন্য সহজপথকে (অর্থাৎ নেক আমলের পথকে) সহজ করে দিই।” (৮-সূরা আল আ'লা : আয়াত-৬)

২. তাঁদের ধর্মীয় জ্ঞান বা ইলম যেমন গভীর তেমনই কল্যাণকরও ছিল। আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, তারা সে ইলম ব্যবহারিক কাজে খাটাতেন।

“আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধুমাত্র আলেমপণই আল্লাহকে ভয় করে।”

(৩৫-সূরা কাতির : আয়াত-২৮)

৩. লোক সেখানে আমলের চেয়ে তাঁরা স্থলবের বা অন্তরের আমলকেই প্রাধান্য দিতেন। একারণেই তাদের একনিষ্ঠতা ছিল; তাঁরা আল্লাহর উপর নির্ভর করতেন; তাঁরা তাঁকে ভালোবাসতেন; তাঁরা শুধুমাত্র তাঁর কাছ থেকে (কোন কিছু) আশা করতেন এবং তাঁরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকেও ভয় করতেন না। অধিকন্তু তারা অনিরাশ্রয় সাধনার মাধ্যমে বা কঠোর পরিশ্রম সহকারে নফল ইবাদত (যেমন নফল সালাত ও রোযা) করতেন।

“তিনি (আল্লাহ) জেনে নিয়েছেন তাদের অন্তরে কী আছে।”

(৪৮-সূরা আল ফাতিহ : আয়াত-১৮)

৪. তাঁরা পৃথিবী ও পার্থিব আনন্দ অনুসন্ধান করতেন না। তাঁরা পার্থিব অধিকারিত্বকে ঘৃণায় পিঠ ফিরিয়ে দিতেন এবং তাঁরা এই মহান মনোভাবের ফল ভুলতেন (আর তা হলো) : সুখ, মনের শান্তি ও একনিষ্ঠতা।

“আর তারা মুমিন হয়ে পরকাল (এর কল্যাণ) কামনা করে এবং এর জন্য (নেক আমলের মাধ্যমে) যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টা পুরস্কৃত হবে।” (১৭-সূরা বাকী ইসরাঈল : আয়াত-১৯)

৫. অন্যান্য নেক আমলের উপর তাঁরা জিহাদকে প্রাধান্য দিতেন— এমনকি তাঁদের পরিচয়ের অন্য জিহাদ ব্যানারধারণ হয়ে গিয়েছিল। আর জিহাদের মাধ্যমেই তাঁরা তাঁদের উদ্ভিগ্ধতা ও সমস্যা দূর করেছিলেন। ফেননা, নিম্নোক্ত সব কিছুই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (আর তা হলো) - জিকির, জিহাদ, প্রচেষ্টা ও আমল।

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَّا فَسَبَّوهُمْ سَبَّأَنَا . وَإِنَّ إِلَهَ لَعَلِّ
الْمُحْسِنِينَ .

“আর তারা আমার পথে প্রচেষ্টা বা জিহাদ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ দেখাব। আর অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।”

(২৯-সূরা আল আনকাবুত : আয়াত-৬৯)

কুরআনে ইহজীবন সম্বন্ধে কতিপয় শাস্ত্রত ও অশরিফতনীয় সত্য ও বাস্তবতার কথা উল্লেখ আছে। এ শাস্ত্রকের বিষয়ের সাথে সম্বন্ধপূর্ণ বিষয় (জা থেকে) এখানে বর্ণনা করা হলো।

যে আগ্নাহর জন্য আমল করবে আগ্নাহ তাঁকে সাহায্য করবেন। “যদি তোমরা আগ্নাহকে সাহায্য কর এবং তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পনক্ষেপ (অবস্থান) দৃঢ় করবেন।

(৪৭-সূরা মুহাম্মদ বা কেজাল : আয়াত-৭)

“যে আগ্নাহর নিকট সাহায্য চাইবে আগ্নাহ তাঁর ভাকে সাড়া দিবেন।”

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.

“আর তোমাদের প্রভু বলেছেন- আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ভাকে সাড়া দিব।” (৪০-সূরা আল মুমিন : আয়াত-৬০)

কেউ আগ্নাহর নিকট ক্ষমা চাইলে আগ্নাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিবেন।

“সে বলল : “হে আমার প্রভু! আমি অবশ্যই আমার উপর অত্যাচার করেছি, অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দিন।” তাই তিনি ভাকে ক্ষমা করে দিলেন।

(২৮-সূরা আল কাহফ : আয়াত-১৬)

“আর তিনিই তাঁর বান্দাদের শুণবা কবুল করেন।”

(৪২-সূরা আল শূরা : আয়াত-২৫)

যে ব্যক্তি আগ্নাহর উপর নির্ভর করে আগ্নাহ তাঁর জন্য যথেষ্ট হবেন। আগ্নাহ জায়ালা বলেন-

“আর যে আগ্নাহর উপর নির্ভর করে আগ্নাহ তাঁর জন্য যথেষ্ট হবেন।”

(৬৫-সূরা আত তালাখ : আয়াত-৩)

তিন ধরনের লোক নিশ্চিত শাস্তি পাবে- ১. যারা আগ্নাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, ২. যারা গুয়াদা ভঙ্গ করে এবং ৩. যারা কুচক্রবস্ত্র করে।

“তোমাদের বিদ্রোহ শুধুমাত্র তোমাদের বিরুদ্ধেই।”

(১০-সূরা ইউনুস : আয়াত-২০)

“তাই যে গুয়াদা ভঙ্গ করে সে শুধুমাত্র তাঁর ক্ষতি করার জন্যই গুয়াদা ভঙ্গ করে।” (৪৮-সূরা আল কাহফ : আয়াত-১০)

“কুচক্রান্ত তথুযাত্র কুচক্রান্তকারীকেই পাকড়াও করে।”

(৩৫-সূরা শক্তি : আয়াত-৪৩)

অভ্যাচারীর আত্মাহুত শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।

“এই তো তাদের ঘর-বাড়ি, তারা যে জুলুম করেছে এ কারণে (এগুলো) বিরান পড়ে আছে।” (২৭-সূরা আল নাম : আয়াত-৫২)

আমলে সাংলোহের কল বন্ধ মেয়াদে ও দীর্ঘ মেয়াদে জোণ করা যাবে।

“অতএব আত্মাহুত তাঁদের পার্থিব পুরস্কার ও পারলৌকিক উত্তম পুরস্কার দান করবেন।” (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৪৮)

যে আত্মাহুত অনুগত করবে আত্মাহুত তাঁকে ভালোবাসবেন এবং তার রিজিক যোগাবেন।

“নিশ্চয় আত্মাহুতই তো রিজিক দাতা।” (৫১-সূরা আয হাক্কিয়াত : আয়াত-৫৮)

আত্মাহুত তাঁর অনুগত বান্দাদের শত্রুদের শাস্তি দিবেন।

اِنَّا مُنْتَفِزُونَ -

“নিশ্চয় আমি (জোর করে) প্রতিশোধ নিবই।”

(৪৪-সূরা আল মোখাশ : আয়াত-১৬)

শেখ আবদুর রহমান ইবনে সা'দী -

اَلرَّسَائِلُ الْمُنْفِذَةُ فِي الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ -

বা “Practical Means to a Happy Life” বা “সুখী জীবনের বাস্তব উপায়” নামক এক মহামূল্যবান কিতাব লিখেছেন। তাতে তিনি বলেছেন,

“আত্মাহুত নেয়ামতের কথা খেয়াল করলে বান্দা বুঝতে পারবে যে সে বহুলোকের চেয়ে ভালো আছে এবং একথাও বুঝতে পারবে যে তার উপর আত্মাহুত করণার কারণে আত্মাহুত প্রতি তার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।”

এমনকি ধর্মীয় ব্যাপারেও মানুষ বুঝতে পারে যে, অবহেলার কারণে আমরা সবাই অপরাধী, তা সত্ত্বেও আমাদের কেউ কেউ ফরজ সালাত নিয়মিত জামায়াতে আদায় করার ব্যাপারে, কুরআন তেলাওয়াত করার ব্যাপারে, জিকিরের বিষয়ে এবং ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে একে অপরের চেয়ে (এগিয়ে

আছে তথা) ভালো। এসব কিছুই এমন নেয়ামত যার জন্য আমাদের শবার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। মহান আল্লাহ বলেছেন—

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً.

“আল্লাহ তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব নেয়ামত সূৰ্ণ করে দিয়েছেন।” (৩১-সূরা লোকমান : আয়াত-২০)

প্রকাশ্য নেয়ামত বলতে বুঝায় ইসলামী তাওহীদ এবং স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য বৈধ যৌন জীবন পরিচালনা ইত্যাদিসহ সকল বৈধ ও পার্শ্বিক আমোদ-প্রমোদ এবং গোপন নেয়ামত বলতে বুঝায় আল্লাহর প্রতি ইমান (তথা ইসলামী তাওহীদ), জ্ঞান বা ইলম, প্রজা বা হেফমত, আমলে সাপেহ করার জন্য হেনায়াত এবং পরকালে জান্নাতে আনন্দ-উল্লাস ইত্যাদি।

ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, মহাবিজ্ঞান হাদীস শাস্ত্রবিদ ইবনে আব্দুল হাকী বাগদাদের কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে মুসল্লিরা বের হয়ে যাবার সময় তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করতেন। তিনি এমন একজন লোকের সন্ধান করতে ছিলেন যাকে সববিষয় বিবেচনা করে তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর হুলাউমিত করা যায়। তিনি (সম্ভবত ইমাম যাহাবী) বর্ণনা করেন যে, তবুও তিনি এমন একজনও পেলে না।

“আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপরেই তাদেরকে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।” (১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৭০)

১২৩. একটুখানি ভেবে দেখুন

আসমা বিনতে উমাইসা (রা) বলেছেন : বাসুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন—

“মুসিবতে পড়লে যে কালিমা তোমার বলা উচিত আমি কি তোমাকে তা শিখিয়ে দিব না? আর তা হল—

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا.

“আল্লাহু, আল্লাহুই আমার প্রভু, আমি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করি না।”

অন্য হাদীসে আছে নবী করীম ﷺ বলেছেন : রোগ-শোক, অজব-অনটন-সংকট, দুঃখ-কষ্ট ও বালা-হুসিবতে পড়ে যদি কেউ নিম্নোক্ত কালিমা পাঠ করে তবে সে তা থেকে মুক্তি পাবে।

اَللّٰهُ رَءِىُّ لَا تُسْرِىكَ لَهُ .

“আল্লাহ আমার প্রভু, তাঁর কোন শরীক নেই।”

হাত্বে হাত্বে কেউ কেউ কঠিন পরীক্ষার মোকাবেলায় পড়েন। সে যদি তখন তাঁর প্রভুর দিকে অভিমুখী হয় এবং তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত না করে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করে তাহলে তার সংকট দূর হয়ে যাবে।

১২৪. হিংসূকের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়

কুরআনের শেষ দুটি সূরা ‘সূরা ফালাক’ ও ‘সূরা নাস’ তেলাওয়াত করুন, আল্লাহর জিকির করুন ও তাঁর নিকট অকুল আবেদন করুন—

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ .

“এবং হিংসূক যখন হিংসা করে তখন তার হিংসার ক্ষতি থেকে (আপনার নিকট আশ্রয় চাই)।” (১১৩-সূরা আল ফালাক : আয়াত-৫)

হিংসূক লোকদের থেকে আপনার বিষয়াদি গোপন রাখুন—

“হে আমার পুত্রগণ! (জাকাত দল বলে মানুষের সন্দেহ হতে পারে এজন্য) তোমরা এক দরজা দিয়ে (শহরে) প্রবেশ করবে না ব্যতীত বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।” (১২-সূরা ইউসুফ : আয়াত-৬৭)

যে লোক আপনার ক্ষতি করার উদ্যোগ নেয় তার প্রতি উদার হোন, তাহলে সম্ভবত সে (আপনার ক্ষতি করা থেকে) বিরত হবে।

ادْفَعْ بِالْيَمَنِ هِيَ أَحْسَنُ السَّبِيَّةِ .

“উত্তম কিছু দ্বারা মনকে দূর করুন।” (২৩-সূরা আল হুমিনুন : আয়াত-৯৬)

১২৫. সদাচার

সদাচার সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যায়, পক্ষান্তরে, কদাচার দুঃখ-দুর্লভ্যতার পথে নিয়ে যায়। একটি হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন— “সদাচারপথের মাধ্যমে ঐ লোকের মর্যাদা লাভ করা যায় যে নাকি দিনভর নকল রোখা রাখে ও রাতভর নকল সালাত পড়ে।” তিনি বাসুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন—

“আমি কি তোমাদেরকে সে লোকের কথা বলব না যে নাকি আমার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে কাছে থাকবে? তারা হলো ; তোমাদের মাঝে যাদের আচরণ সর্বোত্তম।”

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ .

“এবং নিশ্চয়ই আপনি (হে মুহাম্মদ!) মহান চরিত্রের অধিকারী।”

(৬৮-সূরা আল ক্বালম : আয়াত-৪)

“তখন আপনি (হে মুহাম্মদ!) আল্লাহর রহমতে তাদের প্রতি কোমল হয়েছিপেন; আর যদি আপনি কর্কশ-কঠোরাত্মা হতেন তবে তারা আপনার পাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যেত।” (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৫৯)

“আর তোমরা মানুষের সাথে ভালো কথা বল।” (২-সূরা বাক্বার : আয়াত-১৩)

আয়েশা (রা) নবী করীম ﷺ-এর চরিত্র সম্বন্ধে বলেছেন—

“তাঁর চরিত্র ছিল কুবআনেতেই জীবন্ত বা বাস্তব রূপ।”

১২৬. নির্ধুম রাত

রাতে যদি আপনার ঘুম না আসে আর আপনি (বিছানায় শুয়ে শুয়ে) এ পাশ ওপাশ করেন বা গড়পড়ি দিতে থাকেন তবে নিম্নোক্ত আমলগুলো করুন :

১. আল্লাহকে স্মরণ করুন : নবী করীম ﷺ এর বাতলানো দোয়ার মাধ্যমে অথবা কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করুন—

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ .

“জেনে রাখ! আল্লাহর জিকিরের মাঝেই আত্মা প্রশান্তি লাভ করে।”

(১৩-সূরা রাআদ : আয়াত-২৮)

২. নিরুপায় না হলে দিনে যুমাবেন না : আব্রাহাম তাদাল্লা বলেন “আর আমি দিনকে জীবিকার জন্য সৃষ্টি করেছি।”

(৭৯-সূরা আন মাবা : আয়াত-১১)

৩. দুম না আসা পর্যন্ত লেখা-পড়া করুন : “এবং বল, হে আমার প্রভু! আমার ইশের বৃদ্ধি করুন।” (২০-সূরা জাহ : আয়াত-১১৪)

৪. দিনে কঠোর পরিশ্রম করুন : “এবং তিনি দিনকে সমুখানের জন্য সৃষ্টি করেছেন।” (২৫-সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৪৭)

৫. কফি বা চায়ের মতো কোন (হালাল) উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ করুন।
{বি. দ্র. একান্ত প্রয়োজন না হলে উত্তেজক দ্রব্য (খাদ্য বা অম্ল বা প্রসাধনী ইত্যাদি) ব্যবহার করা (গ্রহণ করা) উচিত নয়- তা হালাল হলেও না। কেননা, উত্তেজক দ্রব্য বিপরীত ত্রিভাষ (বিবাক্ষণে) অবসাদ সৃষ্টি করে। -অনুবাদক}

১২৭. পাপের কুফল

নিম্নে পাপের কিছু কুফলের তালিকা দেয়া হলো-

১. আব্রাহাম ও শামীর মাঝে বাধার সৃষ্টি হয় -

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ۔

কখনই নয়। নিশ্চয় তারা সেদিন তাদের প্রভুর (দর্শন) হতে আড়ালে থাকবে।” (১০-সূরা আল মুতাক্বিবীন : আয়াত-১৫)

২. কেউ যখন অনববত পাপ করতে থাকে তখন সে হত্যাশ হয়ে যায়। রক্ষা পাওয়ার আশা হারিয়ে ফেলে।

৩. শামী প্রায়ই হত্যাশ ও উদ্ভিগ্ধতায় ভোগে-

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ۔

“তারা যে দালাল তৈরি করেছে তা সর্বদাই তাদের মনে সন্দেহের (ও মুনাফিকির) কারণ হয়ে থাকবে।” (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-১১০)

৪. পানীর মনে ভয় প্রবেশ করে : “অচিরেই আমি কাকেরদের অন্তরে জীভির সম্ভার করব; কেননা, তারা আপ্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে।” (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৫১)

৫. পানীর জীবন জঘন্য হয়ে যায় : “ফলে অবশ্যই তার জন্য এক সংকটময় জীবন আছে।” (২০-সূরা তাহা : আয়াত-১২৪)

৬. পানীর অন্তর কালো ও কঠিন হয়ে যায় : “এবং আমি তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করে দিয়েছি।” (৫-সূরা মারিফা : আয়াত-১৩)

৭. পানীর চেহারা জ্যোতিহীন ও রোপীর মতো) বিষন্ন হয় : “আব তাদের চেহারা কালো হয়ে যাবে তাদের সিজ্ঞাসা করা হবে : তোমরা কি ইমান আনার পর কুফুরি করেছিলে?”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১০৬)

৮. পানীকে মানুষেরা ঘৃণা করে।

৯. পানীর পার্শ্বি অবস্থা দারিদ্র পীড়িত হয়ে পড়ে : “আর যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং (কুরআন নামে বর্তমানে) যা তাদের নিকট তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে তা অনুযায়ী আমল করত তবে তারা তাদের উপর থেকে এবং তাদের পদতল থেকে আহাৰ্য পেত।” (৫-সূরা মারিফা : আয়াত-৬৬)

১০. আপ্লাহর ক্রোধ, ইমানের কমতি এবং দুর্বিশ্যক্ত বা বালা-মুসিবত এসব কিছুই পানীর ভাণ্ডে আছে।

“সুতরাং তারা জেনেখের উপর জেনেখের পাত্র হলো।”

(২-সূরা বাক্বরা : আয়াত-৯০)

“বরং তারা যে পাপ কাজ করে তার ফলেই তাদের অন্তরে জঙ্ক ধরেছে।”

(৮৩-সূরা আল মুতাক্বিফীন : আয়াত-১৪)

“এবং তারা বলেছিল : “আমাদের অন্তরসমূহ অস্বাভাবিক।”

(২-সূরা বাক্বরা : আয়াত-৮৮)

অর্থাৎ কাকেররা বলেছিল যে, আপ্লাহ ও তাঁর রাসুলের কোন কথাই তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না।

১২৮. রিযিক তালাশ করুন কিন্তু লোভ করবেন না

সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক মাটির কীটেরও আদ্য যোগান।

“হৃ-পূর্বে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণী ও দু-জানায় তার করে উদ্ভূত প্রতিটি পাবি তোমাদের মতো এক একটি সম্প্রদায়।” (৬-সূরা আল আন’আম : আয়াত-৩৮)

আল্লাহ আকাশের পাবি ও সাগরের মাছেরও খাবার যোগান—

وَمَوْطِئِهِمْ وَلَا يُلَاقُهُمْ

“আর তিনিই (সবলকে) খাওয়ান, অথচ তাকে খাওয়ানো হয় না।”

(৬-সূরা আল আন’আম : আয়াত-১৪)

কীট, পাবি বা মাছের চেয়ে আপনি সুলভবান, সুতরাং রিযিক নিয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না।

আমি এমন কিছু লোককে চিনি যারা শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে তাদের দ্রুতের কারণে দারিদ্রশীড়িত হয়েছে। তাদের কিছু লোক ধনী ও হাফ্ফাবান ছিল; কিছু কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, তারা সালাত ছেড়ে দিয়েছিল এবং তারা বড় বড় গুনাহ করেছিল। আল্লাহ তাদের কাছ থেকে তাদের হাফ্ফ ও সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ও তার স্থলে তাদেরকে অভাব-অনটন, রোগ-শোক ও দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা দিয়েছিলেন। ফলে তখন তারা সংকটের উপর সংকট ও মসিবতের উপর মসিবত দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

“আর যে ব্যক্তি আমার জিকির থেকে বিমুখ হবে তার জন্য নিকয় এক সংকটময় স্ত্রীকন রয়েছে।” (২০-সূরা ডাহা : আয়াত-১২৪)

“এমনটা এ কারণে যে, আল্লাহ কোন জাতিকে যে নেয়ামত দান করেছেন তা তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করবেন না ততক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করবে।” (৮-সূরা আনকাস : আয়াত-৫৩)

“আর তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে তা তোমরা যে লাগ কাজ কর তার ফলেই আসে; এবং তিনি অনেককেই ক্ষমা করে দেন।”

(৪২-সূরা আশ শূরা : আয়াত-৩০)

“আর যদি তারা সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকত তবে আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে শাস্তাদান করে সমুদ্র করতাম।”

(৭২-সূরা আয জীন : আয়াত-১৬)

১২৯. হেদায়াতের রহস্য

অল্পে তুষ্টি ও সুখ এমন নেয়ামত যা শুধুমাত্র তাদেরকে দান করা হয় যারা সরল-সোজা পথ অনুসরণ করে। মুহাম্মদ ﷺ আমাদেরকে এ পথের এক প্রান্তে রেখে গেছেন, এর অপর প্রান্তে রয়েছে জান্নাতসমূহ।

“এবং অবশ্যই আমি তাদেরকে এক সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেছি।”

(৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-৬৮)

সুখ বলতে আমরা বুঝি, যখন কেউ সরল-সঠিক পথে পরিচালিত থাকে। যদিও পথে সে সমস্যাগ্ন হয় তবুও সে একটি সুখকর সমাপ্তির ও বেহেশতে ভবিষ্যৎ আবাসের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। ফলে সে এমন এক নবী ﷺ এর অনুসরণ করে—যিনি নিজের ইচ্ছার কথা বলেননি, যিনি শায়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ ছিলেন এবং যার কথা মানব জাতির জন্য দলিল। “প্রতিটি মানুষের জন্য একের পর এক বহু ফেরেশতা রয়েছে, তারা আদ্যাহর আসেনে তাকে তার সামনের দিক থেকে ও তার পিছনের দিক থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করছে।” (১৩-সূরা রা'আদ : আয়াত-১১)

ধার্মিক লোকের আচরণ ও তার সরল-সঠিক পথে চলা দেখেই প্রত্যেকে তাঁর (ধার্মিক লোকের) আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবেন। তিনি (ধার্মিক লোক) জানেন যে, তাঁর একজন হাতু আছেন এবং নবী ﷺ এর মাঝে তাঁর (ধার্মিক

লোকের) এক উত্তম আদর্শ আছে, তাঁর হাতে আল্লাহর কিতাব আছে, তাঁর অন্তরে নূর বা জ্যোতি আছে এবং ভালো কাজ করতে অনুপ্রেরণা দানকারী তাঁর একটি বিবেক আছে। সে কল্যাণের মহত্তর পর্যায়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং সর্বদা কল্যাণের জন্য চেষ্টা করছে।

فَإِلَيْكَ هُدًى مِنَ اللَّهِ يُفْهِدِي بِهِ نَنْ تُشَآءُ مِنْ عِبَادٍ .

“এ হলো আল্লাহর হিদায়াত, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে এটা দ্বারা সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।”

(৬-সূরা আল আন'আম : আয়াত-৯৮)

দু'টি পথ আছে : একটি রূপক অপরটি বাস্তব, এবং দুটি ইমানের পথ যা এ পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে গেছে—যে পৃথিবী নাকি লোভে ও আশায় ভরপুর। দ্বিতীয় পথটি আশেবারাতে জাহান্নামের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। জান্নাতে যেতে হলে প্রত্যেককেই এর উপর দিয়ে যেতে হবে। যে এটা পার হতে পারবে না সে জাহান্নামে পড়ে ছুবে যাবে। এ পথ কাঁটায় ভরা। যে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে ইমানের পথে চালিত হবে সে পরকালের পথ নিরাপদে অতিক্রম করতে পারবে। তাঁর ইমানের তেজের অনুপাতে তাঁর পথ অতিক্রমের গতি হবে। আর জেনে রাখুন যে, যদি কেউ সরল-সঠিক পথে পরিচালিত হয়ে ধন্য হয় তবে তাঁর মুক্তিলা ও উদ্বিগ্নতা অতি দ্রুত দূর হয়ে যাবে।

১৩০. মহৎ জীবনের জন্য মণি-মুক্তা (বা উপদেশাবলী)

১. আত্মাহুত নিকট করা ভিক্ষা চাপওয়ার জন্য রাতের শেষ তৃতীয়াংশে জেলে উঠুন।

“এবং রাতের শেষ তৃতীয়াংশে করা প্রার্থীণ।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৭)

২. (সর্বদা সন্তুষ্ট না হলেও) কমপক্ষে মাঝে মাঝে ধ্যান করার জন্য নিজেকে মানুষজন থেকে নিরসন করে নিন।

“আর যারা আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৯১)

৩. ধার্মিকদের সাহচর্যে থাকুন।

“আর যারা তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে তুমি নিজেকে ঐক্যসহকারে তাদের সাথে রাখ।” (১৮-সূরা আল কাহাক : আয়াত-২৮)

৪. প্রায়ই আত্মাহুত জিকির করুন।

“বেশি করে আত্মাহুত জিকির কর।” (৩৩-সূরা আল আহযাব : আয়াত-৪১)

৫. একনিষ্ঠতার সাথে ও তত্ত্বি করে দু'রাবাত সালাত আদায় করুন।

“যারা তাদের সালাতে সীন্ত-সজ্জত, বিনয়-নম্র, ধীরস্থির ও একাগ্রচিত্ত।”

(২৩-সূরা আল মুমিনুন : আয়াত-২)

৬. বুকে-তনে ও গভীর ধ্যানের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করুন।

“তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে না?”

(৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-৮২)

৭. জীষণ পরমের দিনে রোখা রাখুন।

“সে আমার জন্য তার খাদ্য, তার পানীয় ও তার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে।”

৮. গোপনে দান করুন।

“ডান হাত কি ব্যয় করে তা এমনকি বাম হাতও জানে না।”

৯. দুর্দশায়িত মুসলিমদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুন ও তাদেরকে সাহায্য করুন।

“যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে কোন মুসলিমকে কোন মুসিবত থেকে উদ্ধার করবে আল্লাহ তার জন্য কেয়ামতের দিন তাকে মুসিবত থেকে রক্ষা করবেন।”

১০. এই কণহাযী পৃথিবীতে যথাসম্ভব বিতচারী ও সংযমী হয়ে থাকুন।

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْغَىٰ -

“অবশ্যই উত্তম ও স্থায়ী।” (৮৭-সূরা আল আ'ল : আয়াত-১৭)

নূহ নবী (আ)-এর পুত্রের ত্রাসিসমূহের মাঝে তার এ কথাও ছিল-

مَأْوَىٰ إِلَىٰ حَبَلٍ بِمِصْمَعِي مِنَ الْمَاءِ -

“আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নিব যা আমাকে বন্যার পানি থেকে রক্ষা করবে।” (১১-সূরা হূদ : আয়াত-৪৩)

সে যদি আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতে তবে ফল একেবারে অন্যরকম হতো। নমস্কদের দুর্দশায় কারণ ছিল তার একথা! “আমি জীবন দান করি এবং আমি মৃত্যু ঘটাই।” সে এমন এক (যতদূর) পোশাক পরতে চেষ্টা করেছিল যা তার নয় (বরং আল্লাহর) এবং সে এমন এক গুণ থাকায় দাবি করেছিল যা একুতগুণে তার ছিল না (বরং তা আল্লাহর)-আর এভাবেই তার ধ্বংস সাধন হলো।

আমাদের সূত্থের চাবি-কাঠি একটি একক, কিন্তু গভীর অর্থবহ কথার মাঝে সংক্ষেপিত করা যায়-কালিমাতে তাওহীদ (ইসলামি একত্ববাদ) “আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর নবী বা রাসূল বা দূত”

কেউ দুনিয়াতে এ কালিমা উচ্চারণ করলে জান্নাতে তাকে বলা হবে “তুমি সত্য কথা বলেছ।”

“আর যিনি এই (সত্য) নিয়ে এসেছেন আর যে এ সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে।” (৩৯-সূরা আম যুযার : আয়াত-৩৩)

কেউ যখন এ পৃথিবীতে এ কালেমার বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন যাপন করবে তখন আল্লাহ তাঁকে ধ্বংস, লজ্জা ও দোযখের আশঙ্কন থেকে রক্ষা করবেন।

“এবং আল্লাহ মোস্তাকীদেরকে উদ্ধার করে তাদের সাফল্যের স্থানে (জান্নতে) পৌঁছে দিবেন।” (৩৯-সূরা আশ শুরাহ : আয়াত-৩১)

যখন কেউ কালিমা তাওহীদ শুধুমাত্র আমলই করবেন না বরং অন্যদেরকে এর দিকে আহ্বান করবে তখন তাঁর নাম অরণ্য করা হবে এবং তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে—

“এবং (তার) আমার বাহিনী-তার অংশই বিজয়ী হবে।” বা “এবং নিশ্চয় আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে।” (৩৭-সূরা আল সাক্বাট : আয়াত-১৭৩)

যখন কেউ কালিমা তাওহীদকে ভালোবাসবে তখন সে উক্ত হযরাদা সম্পন্ন হবে ও সম্মানে ভূষিত হবে।

“কিন্তু সম্মান আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুমিনদের জন্য।”

(৬৩-সূরা আল মুনাফিকুন : আয়াত-৮)

বেলাল (রা) কালিমায়ে তাওহীদে ঘোষণা দিয়েছিলেন আর অমনি তিনি আত্মিক মুক্তি লাভ করেছিলেন, সাথে সাথে তিনি দৈহিক দাসত্বের থেকেও মুক্তি পেয়েছিলেন।

“তিনি তাদেরকে অন্তকার থেকে আলোতে নিয়ে যান।”

(২-সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৫৭)

আবু সাহাব মুখের উপর জবাব দিয়েছিল ও কালিমায়ে তাওহীদ বলা থেকে বিরত ছিল। সে নাজুক ও দুঃখজনক অবস্থায় মারা গিয়েছিল।

“আর আল্লাহ যাকে অপমানিত করেন তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না।” (২২-সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-১৮)

কালিমায়ে তাওহীদ এমন এক পরশমণি যা দিম্বশ্রেণীর মানুষকে বিতর্কতার ও জর্জির পরাকর্ষা বানিয়ে দেয়।

“এবং আমি এ কুরআনকে আলো বানিয়েছি এ দ্বারা আমি আমার জ্ঞানসমর
মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করি।”

(৪২-সূরা আল শুরা : আয়াত-৫২)

আপনি যদি পরকালের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে থাকেন তবে আর বাই কখন
না কেন আপনার অর্জিত সম্পদ নিয়ে উদ্বাস করবেন না। যদি আপনি
পরকালের প্রতি বিমুগ্ধ হয়ে থাকেন তবে এক কঠিন শাস্তি আপনার জন্য ওৎ
পেতে আছে।

“আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না। আমার কর্মজাত নষ্ট হয়ে
গেছে।” (৬৯-সূরা আল হাক্বাহ : আয়াত-২৮-২৯)

“নিশ্চয় তোমার প্রভু খাটিতে (তোমার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে) আছেন।”

(৮৮-সূরা আল ফাজর : আয়াত-১৪)

আপনি যদি আপনার প্রভুকে ভুলে গিয়ে থাকেন তাহলে আপনি আপনার
সন্তান নিয়েও অতিরিক্ত উদ্বাস করবেন না। আর থেকে মুখ কিরিয়ে নেয়াই
চরম ব্যর্থতা।

“আর তারা অশ্রুমান ও অজ্ঞানে জর্জরিত হলো।” (২-সূরা বাক্বারা : আয়াত-৬১)

আর অবশেষে বলছি, যদি আপনার আমল ভালো না হয় তবে আপনার সম্পদ
নিয়ে আত্মপ্রসাদপূর্ণ হবেন না। কেননা, এমন আমল আখেরাতে আপনার
অপমানের কারণ হয়ে।

“কিন্তু আখেরাতে আমাব অবশ্যই অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক হবে।”

(৪১-সূরা হা-যীয-আল-সাজদাহ : আয়াত-১৬)

“আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে
আমার নিকটবর্তী করতে পারবে না; কিন্তু, যে ব্যক্তি ইমান আনবে ও
আমলে সাপেক্ষ করবে (সে আমার নিকটবর্তী হতে পারবে)।”

(৩৪-সূরা আস সাবা : আয়াত-৩৭)

১০১. হতাশ হবেন না-আপনার প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী চলতে শিখুন

এ জীবনে আপনার যা পাওয়া অসম্ভব আপনি যদি মনে মনে তাকে ধ্বংস করেন তবে আপনার নিকট এর মূল্য কমে যাবে। যা আপনি সত্যিই পেতে চান তা না পাওয়ার জন্য যদি আপনি পরিতুষ্ট থাকেন তাহলে আপনার আত্মা সাধুনা বুজে পাবে।

وَسَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ.

“অতিরেই আল্লাহ আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও (দান করবেন); নিশ্চয় আমরা আল্লাহর নিকটই আকাঙ্ক্ষা করি।”

(৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৫৯)

একবার আমি এক লোকের ঘটনা (পত্রিকা) পড়েছিলাম। ঐলোকের ঘরের জানুলা দিয়ে তার আঙটি বাইরে পড়ে গিয়েছিলেন। আঙটি পড়ে গিয়ে তা কণিশের তাকে পোতা এক পেরেকের সাথে আটকে যায়। তারকঁটাটি তাকে পুরাপুরি পোতা ছিল না, ফলে তাঁর বাম হাতের অনামিকা অঙ্গুলি সমূলে উঠে যায়। এতে তার সে হাতে চার আঙ্গুল হয়ে পেল। যা আশ্চর্যজনক তা ঘটনাটি নয় বরং দুর্ঘটনার দীর্ঘকাল পরে লোকটি যে পরিতুষ্টভাবে বেঝিয়েছেন তাই আশ্চর্যজনক। পরবর্তী কথায় তার পরিতৃষ্টি প্রকাশ পায়। “আমার একহাতে যে চার আঙ্গুল বা আমি যে একটি আঙ্গুল হারিয়েছি তা আমি মনে করি না বললেই চলে। একথা আমার তখনই মনে পড়ে যখন আমার দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে। অন্যথায় আমার কাজ-কর্ম ভালোই চলছে আর যা ঘটেছে তাতে আমি পরিতুষ্ট।”

“আল্লাহ সর্বকিছু পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছেন এবং তিনি যা চান তাই করেন।”

আমি এক পরিচিত শোক চিনি, যিনি রোগের কারণে তাঁর বাম হাতটাকে হারিয়েছেন। তিনি অনেক বছর যাবতই (এখানে) বাস করছেন। তিনি বিয়ে শামীও করেছেন এবং তাঁর সন্তানাদিও আছে। বিনা কষ্টে তিনি তার পাড়ি চালান এবং সহজেই তার বিভিন্ন কাজ সমাধান করেন। তিনি এতটাই স্বাস্থ্যবোধ করেন যে, মনে হয় যেন শুধুমাত্র একহাত নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যই আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন।

“আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা রেখেছেন তাতে তুষ্ট হও, তাহলেই তুমি সর্বাপেক্ষা সুখী মানুষ হবে।”

যত দ্রুতইনা আমরা পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিই। এটা আশ্চর্যজনক যে, যখন জীবন-যাপন পদ্ধতির পরিবর্তন আমাদের উপর প্রভাব ফেলে তখন আমরা কিভাবেই না আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে খাপ খাইয়ে নিই। পঞ্চাশ বছর আগে একটি বাড়ির উপাদান (জিনিসপত্র) ছিল-ভালপাতার তৈরি একটি মানুষ, একটি পানির কলসী, কিছু কয়লা এবং অন্যান্য তুচ্ছ কিছু জিনিসপত্র। বর্তমানে মানুষ যেভাবে জীবন চালিয়ে নিচ্ছে অতীতেও সেভাবে তারা জীবন চালিয়ে নিতে পারত; কোন উপাদানের বা উৎসের বা আবাদ-আরোশের অভাব অতীতের জীবনমানকে বর্তমানের চেয়ে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ করেনি। একজন আরব কবি বলেছেন—

وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَغِبَتْهَا * وَإِذَا تَرَدُّ إِلَى قَلْبِلِ تَفْنَعُ.

অর্থাৎ “তুমি যখন আত্মাকে প্রলোভন দেখাবে তখন আত্মা আরো চাইবে, আর যখন একে অল্পের কথা বলা হয় তখন এটা অল্পে তুষ্ট হয়।”

কুফার কেন্দ্রিয় মসজিদে দু'গোত্রের মাঝে রণজড়া বেধে গেল। তখন একদল জনরদলকে অগম্যনসূচক কথা বলতে লাগল। আল আহনাফ বিন কাহসকে বুকে বের করার জন্য মসজিদের এক লোক চুপিসারে বের হয়ে পড়ল। আল আহনাফ ইবনে কাহসে সবার নিকটে পরমোৎকৃষ্ট শান্তি প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। লোকটি তাঁকে বাড়িতে ছাগলের দুধ সোহন করা অবস্থায় পেলেন। আল আহনাফ এমন পোশাক পরিধান করেছিলেন যার মূল্য দশ দিমারও ছিল না (অর্থাৎ তা ছিল ছেঁড়া ও সস্তা)।

তিনি কৃশ, চোখ-মুখ বসা এবং তাঁর এক পা অপর পা থেকে লম্বা ছিল; যার ফলে তিনি বোড়ায় বোড়ায় হাঁটতেন। যখন তাঁকে রণজড়ার খবরটা দেয়া হলো তখন তাঁর হাব-ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না এবং তিনি শান্ত থাকলেন। এ ধরনের বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতা প্রদর্শন এ কারণেই সম্ভব হয়েছে যে, আল আহনাফ জীবনে অসংখ্য বিবাদ ও সংকট প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে, তিনি এমন ঘটনায় অত্যন্ত ছিলেন (অর্থাৎ এমন ঘটনায় অতিক্রান্ত তাঁর পূর্বেও হয়েছে)। তিনি লোকটিকে বললেন, “আল্লাহ চাহে তো সব কিছু ঠিক

হয়ে যাবে।” তারপর তিনি নাজ্জা খেতে শুরু করলেন, যেন কোন কিছুই ঘটেনি। তার নাজ্জা বলতে ছিল এক টুকরো শুকনো কুটি, ডেল, লবণ ও এক গ্লাস পানি। তিনি আক্বাহর নাম নিয়ে বেলেন।

তারপর তিনি আক্বাহর প্রশংসা করে পরে বললেন, “ইরাকের গম, সিরিয়ার ডেল, ফোরাত নদীর পানি ও রাশিয়ার লবণ। নিশ্চয় এগুলো মহা নেম্রামত।” তিনি কাপড়-চোপড় পরে নিলেন। হাতের লাঠিখানা নিলেন ও ঐ লোকজনের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। তারা যখন তাঁকে দেখল তখন তাদের দৃষ্টি তাঁর উপর নির্বন্ধ হলো ও তিনি যা বললেন তারা তা মনোযোগ সহকারে, তনয়। তিনি শান্তি ও সমঝোতার কথা বললেন—তা উভয় দলকেই সন্তুষ্ট করল এবং তাদেরকে তিনি নিজ নিজ পথে চলে যেতে অনুরোধ জানালেন। তারা সবাই একথা নিঃস্ববে মেনে নিল ও প্রত্যেকেই মনে সামান্যতম হিসো-বিদ্বেষ না রেখেই সে স্থান ত্যাগ করে গেল। আর এভাবেই সেই অগ্নী পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হলো।

একজন আরব কবি বলেছেন—

كَذَّبْتُكَ الشَّرَفَ النَّعْىَ وَرِدَاً * خَلَقَ وَجَبَّ قَبِيْبَ مَرْقُوعٍ .

অর্থাৎ “যুবক মর্যাদার অধিকারী হতে পারে যদিও তার ছাদর হেঁড়া ও তাঁর জামার পকেট তালি দেয়া হয়।”

এ ঘটনা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। তার মধ্যে একটি হলো— সাহাজ্য বাস্তবিক আকারে বা পোশাকে নিহিত নয়। অন্যান্য শিক্ষার মাঝে এও একটি যে, সামান্য কিছু পার্থিব জিনিসপত্র থাকা দূখে ও ধন-সম্পদের মাঝে নিহিত নয়।

“আর মানুষ ভো এমনই যে, যখন তাকে তার প্রভু সন্মানিত করে ও ধন-সম্পদ দান করে পরীক্ষা করেন তখন বলে, “আমার প্রভু আমাকে সন্মানিত করেছেন।” আর যখন তার প্রভু তাকে ব্রিথিক কমিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে, “আমার প্রভু আমাকে অপমানিত করেছেন।”

(৯৯-সূরত আল কাকব : আয়াত-১৫-১৬)

এ ঘটনা থেকে আমরা আরেকটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আর তা হলো— মানুষের চরিত্র ও গুণই তার মূল্যের মাপকাঠি, তার পোশাক, জুতা বা

ঘর-বাড়ি নয়। তার জ্ঞান, উদারতা, মাহাত্ম্য, আচর-আচরণ ও কাজ-কর্ম দ্বারা তাকে মূল্যায়ন করা হয়।

“তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা মুত্তাহী আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত।” (৪৯-সূরা আন হুজুরাত : আয়াত-১৩)

“বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ার তারা আনন্দ করুন। তারা যে সম্পদ জমার তার চেয়ে এটা ভালো।” (১০-সূরা ইউনুস : আয়াত-৫৮)

আপনার ভাগ্যে যা আছে তাতে সন্তুষ্টি থাকতে নিজেকে প্রশিক্ষণ দান করুন। আপনি আল্লাহর হুকুম বা তত্ত্বদীপের বিশ্বাস না করে কী করবেন? আল্লাহর বর্ণীর বিধান বা তত্ত্বদীপের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য যে পরিকল্পনাই আপনি গ্রহণ করুন না কেন তাতে আপনার কোন লাভ হবে না এবং সে কারণেই আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, “সংকেটের সমাধান কি?” সমাধান হলো একথা বলা যে, “আমরা অন্ধেতুই, সন্তুষ্টি এবং আমাদের ইচ্ছাকে জয়গ করেছি।”

“তোমরা যেখানে থাক না কেন স্তুতি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই; যদিও তোমরা সুদূর ও সুউচ্চ দূর্গে থাক না কেন।” (৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-৭৮)

যেদিন চিকিৎসক আমাকে বলেছিল যে আমার ডাই মুহাম্মদের একটি হাত কেটে ফেলাতে হবে সেদিনটি আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন ও সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিন ছিল। সংবাদটি আমার মনে বিনা মেখে বহুপাত করেছিল। আমি অবশেষে পরাকৃত হয়ে গিয়েছিলাম আর আমার আত্মা আল্লাহর এই বাণীতে সাধনা খুঁজে পেয়েছিল।

“আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন সুনিবৃত্ত আসে না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সম্মান রাখে আল্লাহ তার অন্তরকে সংশয় দখলান।”

(৬৪-সূরা আত তাগাবুন : আয়াত-১১)

“কিন্তু, খৈরশীলদেরকে (আল্লাহের) সুসংবাদ দান করুন, যারা (খৈরশীলরা) সুসিবতে পড়লে বলে, “আমরা অবশ্যই আল্লাহর জন্য এবং তার নিকটই আমরা ফিরে যাব।” (২-সূরা বাক্বা : আয়াত-১৫৫-১৫৬)

এসব আয়াতসমূহ আমার মনে শক্তি ও সাধুনা বোধ সঞ্চার করেছিল। যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে গেছে তা প্রতিরোধ করার কোন কৌশলই নেই।

অতঃপর, আমাদেরকে অবশ্যই ইমান রাখতে হবে এবং আমাদের ইচ্ছাকে জাল করতে হবে :

أَمْ أَمْرًا أَثَرًا فَإِنَّا مُهْمَرُونَ.

“নাকি তারা কোন পরিকল্পনা করেছে? তাহলে আমিও পরিকল্পনা করছি।”

(৪৩-সূরা আদ যুখরুফ : আয়াত-৭৯)

“আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে পূর্ণ কমতাবান।” (১২-সূরা ইউনুস : আয়াত-২১)

“আর যখন তিনি কোন বিষয় নির্ধারণ করেন, সেজন্য তিনি শুধুমাত্র বলেন, ‘কুন’ (হয়ে যাও) আর তখনই তা হয়ে যায়।” (২-সূরা বাক্বরা : আয়াত-১১৭)

আল্ খানসা আল্লাখুদায়াকে তার চার পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ এক মুহুর্তে দেয়া হলো। কাদিসিয়াহর যুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় তারা সবাই শহীদ হয়েছিল। তার একমাত্র প্রতিক্রিয়া ছিল আল্লাহর প্রশংসা করা ও যা সর্বোত্তম ছিল তা পছন্দ করায় আল্লাহর শোকবিধা আদায় করা। ইমান বিশদাশনে ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আব কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ ইহকালের ও পরকালের সুখ লাভ করে। আপনার যদি এ উপদেশ মানতে মন না চায় তবে নিজেকে একথা স্মরণ করুন- টিকিয়ে থাকার মতো কোন বিকল্প পদ্ধতি আছে কি? যদি সে বিকল্প পদ্ধতি তিক্ততা, অভিযোগ এবং বা বটেহে তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি হয় তবে আপনি ইহকাল ও পরকালে আপনার নিজের উপর শুধু বেদনাই বয়ে আনবেন।

“যে সন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি আর যে ক্রুদ্ধ হয় তার জন্য রয়েছে ক্রোধ।”

বিপর্যয়ের পরে উত্তম প্রতিক্রিয়া বা ক্রিয়াকলাপ হলো—

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

“নিশ্চয় আমরা (সবাই) আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তার দিকেই ফিরে যাব।” একথা বলো।

এর অর্থ হলো যে, আমরা সবাই আল্লাহর সৃষ্টি; আল্লাহ আমাদের মালিক, আমরা তাঁর রাজ্যে বাস করি এবং আমরা তাঁর নিকট ফিরে যাব। তাঁর মাধ্যমেই শুরু এবং তাঁর নিকটেই শেষ। সবকিছুই আল্লাহর হাতে।

একজন আরব কবি বলেছেন—

نَفْسِي أَلَيْسَ لِمِثْلِكَ الْأَشْيَاءِ ذَامِبَةٌ * فَكَيْفَ آتَيْتَنِي عَلَى شَيْءٍ إِذَا ذَعَبَ

অর্থ—“আমার আত্মা যা স্রষ্টার মিসিক সে নিজেই প্রস্থানকারী, অতএব, যখন কোন জিনিস চলে যায় তখন কিতাবে আমি কঁদি?”

মহান আল্লাহ বলেছেন—

كُلُّ شَيْءٍ مَّا لَكَ إِلَّا وَجْهَةٌ.

“আল্লাহর সত্তা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল।” (২৮-সূরা ক্বাফ : আয়াত-৮৮)

إِنَّكَ نَزِيتٌ وَإِنَّهُمْ يُزَيَّرُونَ.

“নিচর আপনিও (হে মুহাম্মদ!) যরণশীল এবং তারাও মরণশীল।”

(৩৯-সূরা আয মুম্বার : আয়াত-৩০)

আপনার বাড়ি-ঘর পুড়ে গেছে, আপনার ছেলে মারা গেছে বা আপনার জীবনের সমস্ত হারিয়ে গেছে একথা শুনে যদি আপনি বিমিত্ত হয়ে যান তবে আপনি কী করবেন? এ মুহূর্ত থেকেই মানসিকভাবে প্রভুতি গ্রহণ করুন। ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে তা থেকে পালানোর চেষ্টা করা হলো এক নিষ্ফল প্রচেষ্টা—এতে কোন লাভ হয় না। তবুদীয়ে যা আছে তাতে সবুট থাকুন, আপনার বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিন ও আপনার শূন্যতার অর্জন করুন। অন্য কোন কিছু বেছে নিবার অধিকার আপনার নেই।

একথা নিশ্চিত যে, আপনি বলতে পারেন যে, অন্য কোন কিছু পছন্দ করার অধিকার আমার আছে; কিন্তু, এটা হীন (ভূম্ব) কোন কিছু এবং আমি আপনাকে এর থেকে পবিত্র হাকার সতর্ক করছি। এটা হলো অভিযোগ করা, তুচ্ছ হওয়া এবং রাগে জ্বলে আপনার আত্মসংবরণ হারানো (রাগে জ্বলে-পুড়ে মরা)। এ মনোভাব ও আচরণ আসলে কী করতে পারে? (এ দ্বারা) আপনি আপনার প্রকুর ক্রোধ অর্জন করবেন আর লোকজন আপনাকে ভীষণ পালপালি করবে। অধিকন্তু, আপনি যা হারিয়েছেন তা ফিরে আসবে না, আর আপনার সুসিবতও আপনার জন্য হাক্ষা হবে না।

قَلْبُكُمْ يَسْبِي إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقْطَعَنَّ فَلْيَنْظُرْ مَنْ
يُذْهِبُ كَيْدَهُ مَا يَفِظُ .

“তবে যেন সে আকাশের দিকে একটি রশি বিস্তার করে, অতঃপর তাতে পশায় ফাঁস দিবে মরে, তারপর যেন দেখে তার এ ছেঁটা তার জোন্দের কারণ দূর করে কি না।” (২২-সূরা আল হাজ্জ : অয়াত-১৫)

হতাশ হবেন না-দু’দিন আগে যা পরে এ পৃথিবীর সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমরা অত্যাচারী ও অত্যাচারিত, শক্তিশালী ও দুর্বল, ধনী ও গরিব হাই হইনা কেন মৃত্যুই আমাদের সবার শেষ পরিণতি। আপনাব মৃত্যু নতুন কিছু নয়, জাতির পর জাতি আসে চলে গেছে জাতির পর জাতি ধ্বংস হয়ে যায়ে।

ইবনে বতুতা বর্ণনা করেছেন যে, পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে এক গোম্বাহানে এক হাজার রাজা বাদশাকে কবর দেয়া হয়েছে। এ কবরস্থানের প্রবেশ পথে একটি কলকে লেখা আছে:-

وَسَلَّطْتَهُمْ سُلَّ الطِّينَ عَنْهُمْ * وَالرُّؤُوسُ الْعِظَامُ صَارَتْ عِظَامًا .

“এ রাজা-বাদশাদের ও বড় বড় নেতাদের কবরের চারিদিকের মাটিকে তাদের সমস্তে জিঞ্জীসা কর, তারা সবাই এখন শুধু হাড় হয়ে আছে।”

(এই রাজা-বাদশা ও বড় বড় নেতৃবর্গ সবাই মরে পড়ে গলে গেছে, এখন শুধু এদের হাড়ই অবশিষ্ট আছে বিশ্বাস না হয় তো এদের কবরের মাটি খুঁড়ে দেখ।)

আশ্চর্যের বিষয় মানুষের মৃত্যুকে ভুলে যাওয়া এবং কীভাবে সে মৃত্যু সম্বন্ধে বেশরোয়া হয়ে থাকে অথচ দিন-রাত তার উপর মৃত্যুর বিজ্ঞানিক কুলে আছে। মানুষ নিজেকে হোক দিয়ে এ চিন্তা করে যে, সে এ পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

“হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর ও যর্থাৎ কর্ম সম্পাদন কর, কেননা, কেল্লামতের প্রকাশ এক ভয়াবহ ব্যাপার।”

(২২-সূরা আল হাক্বা : আয়াত-১)

“মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় ঘনিষ্ঠে এসেছে, অথচ তারা অবহেলায় বিমূখ হয়ে আছে।” (২১-সূরা আল আক্বিয়া : আয়াত-১)

“তুমি কি তাদের কাউকে দেখতে পাও অথবা তাদের কিস্কিসানি জনতে পাও?” (১৯-সূরা মারইয়াম : আয়াত-৯৮)

১৩২. হতাশা দুর্দশা বয়ে আনে

‘আলমুসলিমুন’ পত্রিকার বলা হয়েছে যে, ১৯৯০ সালে সারা বিশ্বে বিশ লক্ষ লোক হতাশায় ভুগেছে। হতাশা এমন এক রোগ যা মানব জাতির সম্পূর্ণ প্রতিহিংসামূলক ধাঙ্গে সাধন করে। এটা প্রাচ্যের লোক আর পশ্চিমা লোককে আশঙ্কিত করে দেখে না (অর্থাৎ তাদের রাষ্ট্র-বিচার ছাড়াই সকলকে সমজাবেই কষ্ট দেয় ও ধ্বংস করে)। এটা ধনী ও দরিদ্র লোককেও আশঙ্কিত করে দেখে না। এটা এমন রোগ যা সব ধরনের লোককে আক্রমণ করে...এবং কিছু কিছু লোককে আত্মহত্যাও প্ররোচনা দেয়।

হতাশা, সম্পদ, সম্ভ্রান্ত বংশ ও ক্ষমতাকে চিনে না ও এদেরকে ভয় করে না। বাই হোক, এটা মুমিনদের থেকে দূরে থাকে। কতিপয় পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে বিশ কোটি লোক বর্তমানে হতাশায় ভুগছে। সম্প্রতি এক পবেষণার ফলে দেখা যায় যে, কমশক্তি প্রতি দশজনে একজন জীবনে কোন না কোন সময়ে এই মারাত্মক রোগে ভুগেছে। বিশদ তথ্যসমূহ বয়স্কদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বর্তমানে তরুণরাও হতাশার প্রতি সংবেদনশীল। এমনকি গর্ভস্থ জনও হৃৎকির সবুধীন; কেননা, হতাশা তার সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উৎসাহ হিসেবে গর্ভপাত ঘটতে পারে।

১৩৩. হতাশা আত্মহত্যা ঘটাতে পারে

“আব তোমরা তোমাদের নিজেকেদেরকে হত্যা করিও না।”

(৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-২৯)

“এবং নিজেকেদেরকে ধরনের ঘুমে নিবেশ করিও না।”

(২-সূরা বাক্বরা : আয়াত-১৯৫)

এ তথ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছিল যে কৃতপূর্ব মেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান সাংঘাতিক হতাশার শিকার হয়েছিলেন। তার এ অবস্থার কারণ ছিল তার নব্বোরোহি বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিশাল বিশাল মানসিক চাপযুক্ত কার্য সম্পাদন করা এবং বারবার শল্য চিকিৎসার অধীনস্থ হওয়া।

“তোমরা যেখানেই থাক না কেন, এমনকি সুরক্ষিত (দৃঢ় ও সুউচ্চ) দুর্গেও যদি তোমরা থাক তবুও মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে বসবেই।”

(৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-৭৮)

অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে কলা বিজ্ঞানের লোকজন হতাশায় ভুগেন। কবি সাগেহ জাহীনের মৃত্যুর একমাত্র কারণ না হলেনও প্রধান কারণ ছিল হতাশা। একথাও বলা হয়েছে যে, নেপোলিয়নে বোনাপার্ট নির্বাসনে থাকাকালে হতাশ অবস্থার মাত্রা যান।

“তারা কাফের থাকে অবস্থায় তাদের আত্মা তাদের মেহ ত্যাগ করবে।”

(৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৫৫)

অজকিছু দিন আগে এক জার্মান মহিলা তার তিন তিনটি সন্তানকে হত্যা করে ফেলেছে। পরে এটা স্পষ্ট হয়েছিল যে, সে এ জঘন্য কাজ করেছিল হতাশার কারণে। সে তার সন্তানদেরকে খুবই ভালোবাসত এবং সে এই ভয় করত যে, সে জীবনে যে ব্যাথা-বেদনা-দুঃখ-কষ্ট ও সংকটের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার সন্তানদেরও সংকট ব্যাথা-বেদনা-দুঃখ-কষ্ট ও সংকট ভোগ করতে হবে। এ কারণে সে তাদেরকে শান্তি দিতে ও “তাদের স্বত্বকে” জীবনের অটলতা ও উত্থান-পতনের হাত হতে “রক্ষা করতে” সিদ্ধান্ত নেয়। তাদেরকে হত্যা করে সে নিজেকে আত্মহত্যা করে।

বিশ্ববাস্তব সংস্থা (হত্যাশা রোগগ্রস্তদের) যে সংখ্যা প্রচার করেছে তাতে অবস্থার ভয়াবহতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ সংস্থা ১৯৭৩ সালে প্রচার করে যে পৃথিবীতে মোট জনসংখ্যার শতকরা তিনভাগ লোক হত্যাশাগ্রস্ত। সংখ্যাটি নাটকীয়ভাবে বেড়ে গিয়ে ১৯৭৮ সালে তা শতকরা পাঁচ ভাগে গিয়ে দাঁড়ায়। কিছু লোকের, যা আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে তা হলো যে, কিছু কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রতি চারজন আমেরিকানের মধ্য থেকে একজন (অর্থাৎ ২৫% আমেরিকান) হত্যাশায় ভুগছে। ১৯৮১ সালে আমেরিকার সিকাগোতে অনুষ্ঠিত মানসিক রোগ সম্মেলনে সম্মেলনের সভাপতি ঘোষণা দেন যে, পৃথিবীতে ১০ (দশ) কোটি লোক হত্যাশায় ভুগছে। কিছু কিছু লোকের নিকট বা আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে তা হলো এই যে, অধিকাংশ হত্যাশায় রোগী উন্নত তথা ধনী দেশের। অন্য গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিশ কোটি লোক হত্যাশায় ভুগছে।

“তারা কি দেখে না যে, তাদেরকে (বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবত, দুর্বিপাক, রোগ-শোক ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা) প্রতি বছর একবার বা দু’বার পরীক্ষা করা হচ্ছে।” (৩-সূরা তাওবা : আয়াত-১২৬)

বলা হয় যে, “যে ব্যক্তি তার লভ্যাংশকে বাড়াত্তে সক্ষম সে বুদ্ধিমান নয় বরং যে ব্যক্তি তার লোকসানকে লাভে পরিণত করে সে বুদ্ধিমান।”

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫৩)

এ আয়াতের অর্থ এই যে, যা শেষ হয়ে গেছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত নয়। কেননা, এমন কাজ শুধু উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তা ও সময়ের অপচয়ই ঘটাবে। ফরার মতো কোন কাজ না থাকলে বিভিন্ন উপকারী কাজ করে সময়কে কাজে লাগানো যায়। আমলে সাপেহ বা সংকাজ করা, অন্যদেরকে সাহায্য করা, রোগী দেখতে যাওয়া, কবর যেয়ারত করতে যাওয়া (শেষ ঠিকানার কথা মনে করা ও তা নিয়ে ধ্যান করার জন্য)। মসজিদের কাজে সাহায্য সহযোগিতা করা, দান কার্যে অংশগ্রহণ করা, শারীরিক ব্যায়াম, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা করতে যাওয়া, কাজ কর্মকে সাঙ্গানো-গুছানো এবং বৃদ্ধ, গরীব ও দুর্বলদেরকে সাহায্য করা হলো এ ধরনের কিছু ভালো কাজ।

“নিশ্চয় তুমি (তোমার ভালো-মন্দ কাজসহ) তোমার প্রভুর নিকট কিরে যাহ্—এ এক নিশ্চিত প্রত্যাবর্তন।” (১৪-সূরা আল ইন্শিকাক : আয়াত-৬)।

একজন আরব কবি বলেছেন—

“মহৎ কাজ তার মিষ্ট স্বাদে ও সুন্দর চেহারা অনন্য।”

কোনও একটি ইতিহাসের বই খুলে দেখুন, এর পাতায় পাতায় ব্যাথা বেদনা, অভাব-অনটন ও দুঃখ-দুর্শশার কথা দেখতে পাবেন। একজন আরব কবি বলেছেন—

“ইতিহাস পড়, কেননা এতে শিক্ষণীয় ঘটনা আছে।

সে জাতি ধ্বংস হয়ে যাহ্ যে জাতি নিজেদের শবর রাখে না।”

“নবীদের যে সব ঘটনা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করি তা নিয়ে আমি তোমার অন্তরকে দৃঢ় করি।” (১১-সূরা হূম : আয়াত-১২০)

“নিশ্চয় তাদের ঘটনাবলিতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।”

(১২-সূরা ইউসুফ : আয়াত-১১১)

“অতএব, ঘটনা বর্ণনা কর যাতে করে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।”

(৭-সূরা আল আ'রাক : আয়াত-১৭৬)

উমর (রা) বলেছেন, “বর্তমানে আমার উদ্দেশ্য শুধু আমার তব্দীরকে উপভোগ করা।” এটা এমন এক বর্ণনা যা থেকে আন্তাহর তব্দীরের প্রতি তার সন্তুষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক প্রেমে এক বছরের মধ্যে আবু মুহাইব হাযালির আঁটজান ছেলে মারা গেছে। তিনি কী বলেছেন বলে আপনি মনে করেন? তিনি আন্তাহর হুকুমের প্রতি ইমান রেখেছেন, আত্মসমর্পণ করেছেন ও অনুগত থেকেছেন এবং বলেছেন—

“যারা আমার দুঃখে আনন্দ করেছে তাদেরকে আমি ধৈর্য প্রদর্শন করবই, যুগের উত্থান-পতনে আমি বিচলিত হব না।

মৃত্যু যখন তার বাবা মারে, তখন কোন ভাবিজই একে ফিরিয়ে নিতে পারে না।”

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

“আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন মুসিবতই আসে না।”

(৬৬-সূরা আত তাগাবুন : আয়াত-১১)

আবুত্বাহ ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং নিজে নিজে (কবিতা আকারে) এ সাদ্বনার বাণী বলতেন—

“যদিও আল্লাহ আমার চোখের জ্যোতি ছিনিয়ে নেন,

তবুও আমার অন্তর আলোকিত আছে;

আমার হৃদয় বুঝতে পারে ও মন বিপথগামী নয়,

আর আমার জিহ্বা উনুক্ত তরবারীর ফলার মতো ধারালো।”

যার একটি নেয়ামত হারানোর পর আল্লাহর যে অসংখ্য নেয়ামত তাঁর নিকট ছিল তা শরণ করে তিনি নিজেকে সাদ্বনা দিতেন।

উরওয়াহ ইবনে সুবাইহ (রা) তাঁর একটি পা হারান এবং একই দিনে তাঁকে সংবাদ দেয়া হয় যে, তাঁর পুত্রও মারা গেছে। এত সর্বের পর তিনি বলতেন—

“হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার। আপনি যদি নিয়ে থাকেন তবে তো আপনিই নিয়েছিলেন। আপনি যদি আমাকে কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন তবে তো আপনি রক্ষাও করেছেন এবং যত্নও করেছেন। আপনি আমাকে চার চারটি অঙ্গদান করেছেন এবং মাত্র একটি নিয়ে গেছেন। আপনি তো আমাকে চার চারটি ছেলে দান করেছেন আর মাত্র একটি নিয়ে গেছেন।”

“ভারা যে ধৈর্য ধরেছে এজন্য তাদের পুরস্কার হলো জান্নাত ও রেশমী পোশাক।” (৭৬-সূরা আত তাহর বা ইন্শাস : আয়াত-১২)

“তোমরা ধৈর্য ধরেছ এজন্য তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।”

(১৩-সূরা রা'আন : আয়াত-২৪)

ইমাম শাফি'য়ী (রহ) নিম্নোক্ত সাদ্বনার বাণী বলতেন—

وَعِ الْآبَاءُ تَفْعَلْ مَا شَاءَ * وَطِبْ نَفْسًا إِذَا حُكِمَ الْقَضَاءُ

إِذَا نَزَلَ الْقَضَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ * فَلَا أَرْضَ تَقْبِهِ وَلَا سَاءَ

অর্থঃ “দিনসমূহকে যাচ্ছে তাই করতে লাও, আর যখন কোন হুকুম বর্তায় তখন সন্তুষ্ট থাক; যখন কোন জাতির দেশে কোন হুকুম অবতরণ করে, তখন জমিনও সে জাতিকে বাঁচাতে পারে না আর আসমানও পারে না।”

কতবারই না আমরা মৃত্যুকে ভয় পেয়েছি কিন্তু কিছুই হয়নি। কতবারই না আমরা শেষ মুহূর্তকে অতি নিকটে মনে করেছি তবুও আমরা আত্মের ভয়ে আরো জোরালো হয়ে গেছি। কতবারই না আমরা নিজস্বদেরকে সংকটাবস্থায় পেয়েছি তবু কিছু সময় পর আমরা আরাম ও উপশমের মিষ্টবান উপভোগ করতে পেরেছি।

“(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলে দিন। “আল্লাহ তোমাদেরকে এই বিপদ থেকে এবং প্রতিটি বিপদ থেকে রক্ষা করেন।” (৬-সূরা আল আন’আম : আয়াত-৬৪)

কেবলমাত্র বাস্তবের পুনরুদ্ধার হওয়ার জন্যই আমরা কতবারই না অসুস্থ হই।

“আর আল্লাহ যদি তোমার কোন ক্ষতি সাধন করেন তবে তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা দূর করতে পারবে না।” (৬-সূরা আল আন’আম : আয়াত-১৭)

যখন কেউ নিশ্চিতভাবে একথা জানে যে, আল্লাহ সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তখন সে কিভাবে আল্লাহ ছাড়া ব্যক্তিকে ভয় করতে পারবে এবং যখন কেউ আল্লাহকে ভয় করে তখন কিভাবে আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে ভয় করতে পারবে বিশেষ করে আল্লাহর এই বাকী বিবেচনা করে-

“অতএব তাদেরকেও ভয় করিও না বরং আমাকে ভয় কর।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৭৫)

وَأَنَّ جُنُودَهُمُ الْمَلَائِكَةُ

“আর নিশ্চয় (তারা) আমার বাহিনী; নিশ্চয় তারাই বিজয়ী হবে।” বা “আর নিশ্চয় আমার বাহিনীরই বিজয়ী হবে।” (৩৭-সূরা আল শাক্বাত : আয়াত-১৭০)

“নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে সাহায্য করব (ফলে তারা বিজয়ী হবে) এবং তাদেরকেও সাহায্য করব (ফলে তারাও বিজয়ী হবে) যারা এ দুনিয়ার জীবনে ইমান রাখে এবং সেনাদের প্রতিও ইমান রাখে যেদিন সাক্ষীপন (সাক্ষী দেয়ার জন্য) পাঠাবে।” (৪০-সূরা আল মুঝিন : আয়াত-৫১)

আল্লাহ ইবনে কাশীর তার তফসীরে একটি হাদীসে কুদসী উল্লেখ করেছেন।
তাতে আছে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

“আমি আমার ইচ্ছাতের কসম ও আমার মাহাত্ম্যের কসম করে বলছি, আমার বান্দা যখন আমার উপর নির্ভর করে তখন আমি আলমান ও জমিনের মাঝে তার জন্য হস্তলতা ও সৃষ্টির পথ করে নেই। আমি আমার ইচ্ছাতের ও আমার মাহাত্ম্যের কসম করে বলছি, আমার বান্দা যখন আমাকে বাধ দিয়ে অন্যের উপর নির্ভর করে তখন তার দু’পায়ের নিচের জমিনকে আমি তার উপর ক্ষুব্ধ করে নেই।”

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেছেন—

لَا كُوْنٌ وَلَا كُوْرٌ إِلَّا بِاللّٰهِ .

অর্থ “আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সহকাজ করার কোন শক্তি নেই ও পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার কোন ক্ষমতা নেই।”

এই কালিমা দ্বারা অতি ভারী জিনিস বহন করা যায়, সকল বাধা দূর করা যায় এবং স্বপ্নান অর্জন করা যায়। সুতরাং এই কালেমা সর্বদা স্মরণ করুন, কেননা, এটা বেহেশতের সম্পদসমূহের একটি এবং সুখ ও পরিতৃষ্টির একটি খুঁটি।

১৩৪. আল্লাহর নিকট কমা চাইলে রহমতের দুয়ার খুলে যায়

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেছেন—

“যখন আমি একটি ধর্মীয় বিষয় বুঝতে পারছিলাম না তখন অবিলম্বে আমি কম-বেশি এক হাজার বার আল্লাহর নিকট কমা প্রার্থনা করলাম। তখন আল্লাহ আমাকে তা বুঝার জ্ঞাত্বীক (বা ক্ষমতা) দান করলেন।

“আমি তাই (ডানেরকে) বললাম : “তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট কমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহা কমাশীল। (তাহলে) তিনি তোমাদের উপর প্রভুর সৃষ্টি বর্ষণ করবেন।” (৭০-সূরা আল মা‘আরিজ : আয়াত-১০-১১)

মনের তিক্তত্রে শান্তি পাওয়ার একটি পথ হলো সর্বদা আল্লাহর নিকট কমা প্রার্থনা করা। ঈমানদার যদি কোন পাপ করে পরে অনুতাপ সহকারে তাঁর প্রভুর নিকট জ্ঞাপনা করে তবে সে পাপই পুণ্য বা সওয়াবে পরিণত হয়।

মুসলমানের আহমদে একটি হাদীস আছে। তাতে বলা হয়েছে—

“আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য যাই করেন না কেন তাঁ তার ভালোর জন্য করেন।”

এ হাদীস সবকে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “পাপ কি তার ভালোর জন্য?” তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, “হ্যাঁ, যদি পাপ করার পর তওবা, অনুশোচনা, অনুতাপ এবং কমা প্রার্থনা করা হয়ে থাকে।”

“যখন তারা আপনার নিকট আসল যদিও তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল— ও আল্লাহর নিকট কমা প্রার্থনা করল এবং রাসূলও তাদের জন্য কমা প্রার্থনা করলেন, তখন তারা আল্লাহকে অবশ্যই পাপ কমাকারী ও দয়ালু হিসেবে পেল।” (৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-৬৪)

وَلِلَّهِ الْأَبْأُمُ نُذُولُهَا بَيْنَ النَّاسِ .

“এবং দিনসবুহও অনুতাপ (ভালো ও মন্দ); আমি পর্যায়ক্রমে মানুষের মাঝে ওগুলোকে আবর্তন করি।” (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪০)

“সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন (পৃথিবীতে) তদুমাত্র এক সন্ধ্যা বা এক সকাল অবস্থান করেছিল।” (৭৯-সূরা আন নাবি'আত : আয়াত-৪৬)

আমি কতিপয় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে যখন জাবি তখন আশ্চর্যবোধ করি। যদিও তারা সংকটের মুখে পড়েছেন তবুও তাদের কাছে সে সংকট যেন পানির ঘোঁটার মতো স্বাভাবিক মনে হয়েছে। এই অভিজ্ঞত সম্প্রদায়ের একেবারে পুরোজাগে রয়েছেন সৃষ্টির নেতা মুহাম্মদ ﷺ।

আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে তিনি শুভ্রাতে ছিলেন আর তখন তাঁর শরীর কাছেই ছিল তবুও তিনি (বিচলিত না হয়ে) তাঁর সান্নীকে বললেন : “হতাশ হবেন না (বা ভয় করবেন না), নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।”

(৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৪০)

بُشْرَىٰ مِنَ النَّبِيِّ الْفَتَىٰ ثُمَّ النَّارُ
وَحَيًّا وَأَنْصَتَ إِلَى الدُّبَابِ بِأَشْرَافِ .

“শুভার মুখে গায়েব হতে ওহী আকারে সুসংবাদ এলো এবং তারা তাহস্বানে সুখের ঢল স্বপ্নে পেল।”

বনরের যুদ্ধের ঠিক আগ মুহূর্তে নবী করীম ﷺ সাথ্যে তাঁর বর্ম পরিধান করে নিলেন আর তখন বলতে ছিলেন—

سَبَّهْزَمُ الْجَمْعِ وَيُؤَلِّوْنَ الدُّبَرَ .

“এই দলতো অচিরেই পরাজিত হবে এবং পিঠ দেখিয়ে (পালিয়ে) যাবে।”

(৫৪-সূরা আল ক্বাফর : আয়াত-৪৫)

ওহনের যুদ্ধে তাঁর কিছু সাহাবী শহীদ ও কিছু সাহাবী আহত হওয়ার পর নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : “তোমরা আমার পিছনে কাজার বন্দী হয়ে দাঁড়াও যাতে আমি আমার প্রভুর প্রশংসা করতে পারি।”

একজন নবীর প্রতিজ্ঞা ও ইচ্ছা শক্তি এমনই ছিল যা পাহাড়-পর্বতকেও কঁপিয়ে দিতে পারত।

আরবদের মাঝে ক্বায়েস ইবনে আসিম আলমান্কারি তাঁর ধৈর্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। একদা তিনি তাঁর কতিপয় সঙ্গীদের নিকট একটি গল্প বলতে ছিলেন। এমন সময় একটি শোক এসে কায়েসকে বলল : অমূকের পুত্র আপনার পুরকে হত্যা করে ফেলেছে।” কায়েস তার গল্পকে সর্ধকিণ্ড না করে বরং শান্তভাবে ছা বর্ণনা করে শেষ করলেন। তারপর তিনি বললেন, “আমার হেলেকে গোসল দাও, তাকে কাফনের কাপড় পরাও এবং আমাকে তার জানাজার সালাত পড়তে দাও।”

وَالصَّبْرُ فِي النَّاسِ وَالنُّصْرَةُ وَحِثْنُ النَّاسِ .

“এবং তারা যারা অভাব-অনটনে, রোগ-শোক-দুঃখ-কষ্ট ও সংকটে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল।” (২-সূরা বাক্বার : আয়াত-১৭৭)

মৃত্যুর সময়ে ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল (রা)-কে পানি পান করতে দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, “অমুক অমুককে পানি দাও।” সেখানে (এক যুদ্ধের ময়দানে) অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত ছিল এবং প্রত্যেককেই এভাবে পানি দেয়া হয়েছিল এবং প্রত্যেককেই পানি পান না করে বরং অন্যের কথা বলেছিল। আর এরকম আশ্চর্যজনক স্রাব্দু দেখিয়ে সকলেই ইত্তেকাল করেছিল।

১৩৫. লোকেরা আপনার উপর নির্ভর করুক, কিন্তু আপনি তাদের উপর নির্ভর করবেন না

মহৎ জ্ঞানের মানুষেরা জনসেবা করেন কিন্তু জনগণকে তার সেবা করার সুযোগ দেন না। অতএব তিনি এমন একরকম গ্রহণ করেন না যার জন্য তাকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

(অন্যের উপর নির্ভর করে লাভ নেই) কেননা অন্যকে সাহায্য করার ব্যাপারে মানুষের একটি সীমা আছে সে সীমার ভিতরে থেকেই তারা অন্যের চেয়ে ও উৎসর্গ করতে চায় এবং এ সীমার বাইরে তারা যায় না বললেই চলে। উদাহরণস্বরূপ নবী করীম (সা)-এর নাতি ও আলী (রা)-এর ছেলে হুসাইন (রা)-এর কথা বিবেচনা করে দেখুন। তিনি খুন হলেন অথচ জাতি তার জন্য আন্দোলন করল না বরং তার খুনীরা তাদের বিজয়ের জন্য আগ্রাহর প্রশংসা ফনি দিয়ে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় আমোদ উল্লাস করেছিল। একজন আরব কবি লিখেছেন-

جَاؤُوا بِرَأْسِكَ يَا اِبْنَ بَنِي مُعَمِّدٍ * مُزْمِلًا يَدِمَانِهِ تَرْمِلًا
وَيُكَبِّرُونَ بِأَن قُتِلْتَ رَأْسًا * قَتَلُوا بِكَ التَّكْبِيرَ وَالْتِهْلِيلَ .

"হে মুহাম্মদের নাতি! তারা তোমার রক্তাক্ত শির নিয়ে এসেছে, (এটা নিয়ে) তারা (রাস্তায় রাস্তায়) আমোদ-উল্লাস করছে, তুমি নিহত হয়েছে তাই তারা আগ্রাহর প্রশংসা ফনি দিয়ে, অথচ তারা তোমাকে হত্যা করে তারা তাদের আগ্রাহর প্রশংসাকরণকে ও তাদের ধর্মকে হত্যা করেছে।"

ইমাম আহমদ ইবনে হাফল (রহ)-কে তীব্রপভাবে চাবুক বেয়ে অভ্যাস করা হয়েছিল। তিনি মৃত্যুযুগ্মে পতিত হয়ে গিয়েছিলেন অথচ কেউ তাকে সাহায্য করার জন্য এক ইঞ্চিও এগিয়ে আসেনি। (সুতরাং অন্যের উপর নির্ভর করে কী লাভ?)

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহকে বন্দী করে খামার পিঠে চড়িয়ে প্রদর্শন করে অপমান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে যে বিশাল জনতার দল তার জানাঘার সালাতে শরীক হয়েছিল, এ ঘটনা যখন ঘটে তারা তো তখন কিছুই করেনি।

কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও এর কারণ শুধুমাত্র এই যে, অন্যকে সাহায্য করার ব্যাপারে পোকের একটা সীমা আছে, তারা সে সীমা অতিক্রম করে অন্যকে সাহায্য করে না। (অতএব, অন্যের উপর নির্ভর করে লাভ নেই)।

“সুতরাং তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডেক না।”

(২৬-সূরা আশ শোয়রা : আয়াত-২১৩)

“এবং তারা তাদের নিজস্বের কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং তারা মৃত্যু, জীবন ও উত্থানের উপর কোন ক্ষমতা রাখে না।”

(২৫-সূরা আল কুরকান : আয়াত-৩)

“হে নবী (মুহাম্মদ!), আপনার জন্য এবং যে সমস্ত ইমানদারগণ আপনাকে অনুসরণ করে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।” (৮-সূরা আনকাল : আয়াত-৬৪)

“এবং (হে মুহাম্মদ!) সে চিরজীবের উপর নির্ভর কখন যিনি কবনও সূচ্যবরণ করবেন না।” (২৫-সূরা আল কুরকান : আয়াত-৫৮)

“(আল্লাহ যদি তোমাকে শক্তি দিতে চান তবে) তারা আল্লাহর মোকবিলায় তোমার কোনই উপকার করতে পারবে না।”

(৫৫-সূরা আল জাখিয়াহ : আয়াত-১৯)

১৩৬. বিচক্ষণতা

যে ব্যক্তি বিচক্ষণতার সাথে ব্যয় করে সে অন্যের উপর নির্ভর করা থেকে বাঁচতে পারে। একজন আরব কবি বলেছেন—

اجتمع تَفَرُّدَكَ اِنْ الْعِزَّ فِي السَّالِ * وَاسْتَقْنِ مَا شِئْتَ عَنْ عَمٍّ وَعَنْ خَالٍ-

“তোমার ধন-সম্পদকে সঞ্চয় করে রাখ, কেননা সম্পদের মাঝে সম্মান আছে, তাহলেই যতক্ষণ ইচ্ছা চাচ্চা ও মায়া থেকে অনুপাশপেক্ষী থাকতে পারবে।”

যে দর্শন অপব্যয় ব্যক্তির তা চিত্তিহীন বা ভুল এবং তা মানুষের কল্যাণের পক্ষে ক্ষতিকর। এমন ধারণার মূল ভিত্তিতে পাওয়া যায় বা এ ধারণা উৎপত্তি মূর্খ সূক্ষীদের থেকে। আসলে ইসলাম সংজ্ঞাবে অর্থ উপার্জনের প্রতি ও যথাযথভাবে সে অর্থ ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দেয়। এই দুই মূলনীতি

মানুষকে তার সম্পদের মাধ্যমে সজানিত করে। নিজে কর্বিত নবী করীম ﷺ এর বাণীই একবার প্রমাণ বা দলীল—

يَعْمُ النَّالُ الصَّالِحُ فِي يَدِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ -

অর্থঃ “সৎ মানুষের হাতে সৎ (সৎ ভাবে উপার্জিত) সম্পদ কতইনা ভাল।”

ধর্মীর বিপরীতে আছে ধনী ও অভাবী, ধনী ব্যক্তি সর্বদা এ চুক্তি করে যে, তার সব সম্পদ তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে আর অভাবী লোকতো সর্বদা শুধুমাত্র বেঁচে থাকার উপকরণ পাওয়ার সন্ধ্যাবে লিপ্ত। নবী করীম ﷺ বলেছেন,

“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কুকুরি ও অভাব থেকে আশ্রয় চাই।”

তিনি ﷺ আরো বলেছেন—

“অভাব গ্রাম কুকুরির মতো।”

পূর্বোক্ত হাদীস ও (নিম্নোক্ত) ইবনে মাজাহ শরীফের হাদীসের মাঝে কোন বিরোধ নেই—

“দুনিয়াতে অল্পে তুই হও, তাইলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন এবং অন্যের বা আছে তা পেতে চেষ্টা না, তাইলে মানুষেরাও তোমাকে ভালোবাসবে।”

নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে এ হাদীসে কিছুটা সমস্যা আছে; তবুও মনে করুন যে, এটি দুর্বল নয়। আর এ হাদীসের অর্থ হলো যে, প্রয়োজনীয় জিনিস থাকলেই আপনার তৃপ্ত থাকা উচিত এবং আপনার সে পরিমাণ সম্পদ থাকলেই পছন্দ থাকা উচিত যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে ভিক্ষা করতে হয় না ও অন্যের সাহায্য চাইতে হয় না। একই সময়ে আপনার মহৎ ও ব-নির্ভর থাকা উচিত এবং নিজেতে অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত রাখার মতো যথেষ্ট উপকরণ আপনার থাকা উচিত।

“আর যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী হতে চায় আল্লাহ তাঁকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দেন।”

একজন আরব কবি বলেছেন—

“সুদী ছাড়া আমি কখনও অন্য কারো কাছে হাত বাড়াইনি,

আর আমি কখনও এমন কারো কাছে একটি টাকাও চাইনি যে তার কল্পনার কথা অন্যদেরকে মনে করিয়ে দেয়।”

একখানি সহীহ হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে নিজের অবস্থায় রেখে যাও তবে তারা মানুষের নিকট হাত পাতবে। এর চেয়ে বরং তোমার জন্য এটা ভালো যে, তুমি তাদেরকে ধনী অবস্থায় রেখে যাও।”

আরেকটি সহীহ হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে ভালো।”

এ হাদীসের অর্থ হলো— দাতা গ্রহীতার চেয়ে ভালো।

“মানুষের নিকট সাহায্য চাওয়ার থেকে বিরত থাকার কারণে যুঁহুরা তাদেরকে ধনী মনে করে।” (২-সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৭৩)

নিচের আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, অন্যের থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য কারো-কোষাঘোস করা কারো উচিত নয়, কেননা, আল্লাহ আমাদের বিষয়িকের নিশ্চয়তা দান করেছেন।

“তবে কি তারা তাদের নিকট ইজ্জত পেতে চায়? ‘বহুত’ নিশ্চয় সকল ইজ্জত আদায়করই।” (৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-১৩৯)

أَلَا لَا أَرْغَبُ نَفْسِي بِدِي * نَظْمَهَا أَحْسَنُ مِنْ بَيْتِكَ الْقَبْلِ

إِنْ جَزَيْتَنِي عَنْ مَنِيْعٍ كُنْتُ نِي * رِقِّي أَوْلَى فَبِكَيْفِيْنِي الْخَجَلُ

“অন্যের হাতে চুমু খাওয়ার আমার কোন ইচ্ছে নেই।

আমার জন্য চুমু খাওয়ার চেয়ে না খাওয়াই ভালো।”

যখন কেহ আমাকে দয়া করে তখন সে আমাকে দান বানায়।

অথবা, যদি তা না হয়, তবে কমপক্ষে আমি লজ্জিত হই।”

১৩৭. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আঁকড়িয়ে ধরবেন না

মহান আল্লাহই যনি জীবন মৃত্যুর মালিক হয় এবং তিনি একাই যদি সকল সৃষ্টির ত্রিবিধ যোগিয়ে থাকেন তবে কেন মানুষকে ভয় করা বা তাদের কাজে দুঃখে পাওয়া? আমি মনে করি আমাদের সমাজে অনেক দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তা-উদ্বেগতা মানুষের সাথে আমাদের সম্পৃক্ততার কারণেই হয়, তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে চাওয়ার কারণে, তাদের কল্যাণ পাওয়ার চেষ্টা করার কারণে, তাদের মাঝে তরুণত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রশংসা করার জন্য চেষ্টা করার কারণে এবং তাদের অগম্যমানকর ব্যবহারে মনে আঘাত পাওয়ার কারণেই হয়।

আর এসব কিছু দ্বারা আল্লাহর প্রতি মানুষের ইমানের দুর্বলতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

لَيْسَ لَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاءُ مَرِيءَةٌ * وَلَيْسَ لَكَ تَرْضَى وَالْإِتْقَانُ غَضَابٌ
إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوَدُّ فَالْكَفْلُ قَيْنٌ * وَكُلُّ الَّذِي تَرَى التَّرَابِ تَرَابٌ

“জীবন যখন দুর্বিসহ তখন যদি তুমি সন্তুষ্ট থাকতে, আর যখন লোকেরা থাকে রাগান্বিত তখন যদি তুমি তৃপ্ত থাকতে, যদি আল্লাহর প্রতি তোমার ভালোবাসা বাঁটি হয় তবে অন্য সব কিছুই তুম্ব। আর মরশার উপরের সব কিছুই ময়লা।”

১৩৮. যা করলে শান্তি পাবেন

ইমাম ইবনুল কাছিম এমন কিছু বিষয় বর্ণনা করেছেন যা মনকে প্রশান্ত করে। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো—

১. তাওহীদ বা একত্ববাদ : অর্থাৎ আল্লাহর সাথে তাঁর ইবাদতে কোন শরীক না করে এবং তাঁর সকল গুণের সাথে অন্য কাউকে শরীক না করে একচেটিয়াভাবে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করা। কবফের ও মুশরিকরা দ্বারা মহান আল্লাহর সাথে শরীক করে তারা আসলে মৃত, জীবিত নয়।

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى .

“আর যে ব্যক্তি আমার অরপ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জন্য অবশ্যই কষ্টকর জীবন রয়েছে এবং আমি তাকে অন্ধ অবস্থার হাশর করাব।”

(২০-সূরা জুহাঃ : আয়াত-১২৪)

“আর আল্লাহ্ বাক্যে হিদায়াত করতে চান তার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেন। (৬-সূরা আল আন’আম : আয়াত-১২৫)

“আল্লাহ্ বার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন কালে সে তার প্রভুর পক্ষ থেকে পাতলা নূরের উপর আছে- তবে কি সে ঐ কাকেরের মতো যে এমনটি নয়? (৩৯-সূরা আয হুমার : আয়াত-২২)

“আমি অচিরেই কাকেরদের অন্তরে জীতি সঞ্চার করব, কেননা তারা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে- যে বিষয়ে তিনি কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি।” (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫১)

“অতএব তাঁদের জন্য ^{অন্তর} ^{একটি} কঠোর যে তাতে আল্লাহর কথা মনে পড়ে না।” (৩৯-সূরা আয হুমার : আয়াত-২২)

“আর বাক্যে তিনি পথভ্রষ্ট করতে চান তার অন্তরকে তিনি সংকুচিত ও সংকীর্ণ করে দেন, মনে হয় যেন সে আকাশে চড়ে।

(৬-সূরা আল আন’আম : আয়াত-১২৫)

২. উপকারী ইলম বা জ্ঞান : কেননা আলেমরাই (জানীরাই) সর্বাপেক্ষা সুখী; স্বাস্থ্য, নির্বিকার এবং পরিতৃপ্ত। কেনইবা আলেমরা এমনটি হবেন না? তারা যে মুহাম্মদ ﷺ এর উপকারিকারী।

“এবং তুমি যা জানতে না তিনি তোমাকে তা শিখিয়েছেন।”

(৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-১১৩)

“সুতরাং তুমি কেনে জান যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।”

(৪৭-সূরা মুহাম্মদ বা কেহাল : আয়াত-১৯)

৩. আমলে সালেহ বা নেক আমল বা পুণ্যকর্ম বা সবকাজ বা ভালো কাজ : একটি সওয়াবের কাজ বা নেক আমল অতঃপর ও চোখায় উত্তর হুনেই আলো দেয় এবং রিযিকের প্রশস্ততা বয়ে আনে আর অন্যান্য লোকের অতঃপর নেক আমলকারীর জন্য ভালোবাসার সৃষ্টি করে।

“আমি অবশ্যই তাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করব।”

(৭২-সূরা আল হীন : আয়াত-১৬)

৪. সাহসিকতা বা বীরত্ব : কেননা সাহসী মানুষ দৃঢ় ও শক্ত হয় এবং একবারে আত্মাহুতকেই ভয় করে। অস্তাব- অনটন ও সংকট তাকে বিচলিত করতে পারে না এবং তার অসুবিধাও করতে পারে না।

৫. শাপ না করা : শাপ মানুষের মনের শক্তি নষ্ট করে দেয় এবং পাশের কলে মানুষ নিজেকে নিঃশেষ তাবে ও চারিদিকে অন্ধকার দেবে। একজন আরব কবি বলেন-

رَأَيْتُ الدُّثُوبَ تَسِبُّ الْقُلُوبَ * وَقَدْ بُرِّتِ الدَّلُّ إِذْمَانَهَا

“আমি পাগকে দেখেছি যে উহা অন্তরকে মেরে ফেলে,

আর পাশের আসক্তি আসতকে (পাপীকে) অপমানিত করে।”

৬. বৈশ কাজেও সংযমী হওয়া : কথা-বার্তায়, যুমে, মানুষের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে এবং খাওয়া-দাওয়ায় সংযত হতে হবে।

وَالطَّيْنُ فَمِنْ اللَّفْوِ مُعْرِضُونَ

“আর যারা অনর্থক ক্রিয়া-কলাপ থেকে বিরত থাকে।”

(২৩-সূরা আল মুমিনুন : আয়াত-৩)

“মানুষ যে কথায় বলে (তা লিখে নেয়ার জন্য) তৎপর এক প্রহরী তার পাশেই রয়েছে।” (৫০-সূরা দ্বাক : আয়াত-১৮)

“এবং পানাহার কর ভবে অপচয় করিও না।” (৭-সূরা আল আরাক : আয়াত-৩১)

একজন আরব কবি বলেছেন-

“হে সুকর্মকারী! তুমি তো অনেক সুমিয়েছ,

তুমি কি জাননা যে, মৃত্যুর পর লভ্য যুম আছে?”

১৩৯. তকদীর

এক জীবন উষ্ম মানসিক রোগী এক মুসলিম চিকিৎসকের নিকট পরামর্শ চেয়েছিল। চিকিৎসক তাকে উপদেশ দিলেন, “জেনে রাখুন, জন্মিযাতে যা কিছু ঘটবে তা আপনাই নির্ধারিত হয়ে আছে, সুতরাং আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন কিছু নড়ে না এমনকি কিসমিস সময় হয় না। অতএব, নুস্তিহা কেনা নিম্নোক্ত হাদীসে একথা এভাবে আছে—

“আল্লাহ সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পরামর্শ হাজার বছর আগেই সকল সৃষ্টির তকদীর বা তালিকাশি বা কর্মবিধি লিখে রেখেছেন।”

বিশ্বাতি আরব কবি মুতান্নাকির বলেছেন—

“ছোট লোকের চোখে ছোট জিনিস বড় দেখায়
আর মহৎ লোকের চোখে বড় জিনিস ছোট দেখায়।”

১৩৯.

১৩৯.

১৪০. স্বাধীনতার মজা

আর রশীদ “আলমাহার” (الملك) নামক কিতাবে লিখেছেন—

“যার তিনশত বাটখানা কুটি, একটিন তেল এবং একহাজার ছয়শত বেগুণ (অর্থাৎ পূর্ণ এক বছরের খোরাক) আছে কেউ তাকে গোলাম বানাতে পারবে না।”

একদা আমাদের এক ধার্মিক পূর্বসূরী বলেছিলেন—

“যে ব্যক্তি তকদীর কুটি ও পানিতে তৃপ্ত থাকবে সে আল্লাহর গোলামী ছাড়া অন্য সকলের গোলামী থেকে মুক্ত থাকবে।”

“এবং তাঁর প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতীকান নেই।”

(৯২-সূরা আল শাব্ব : আয়াত-১৯)

একজন কবি বলেন—

“আমার সোভ-লাবনা আমাকে দাস বানিয়েছে, কেননা আমি ওড়ালোর আনুগত্য করেছি। আর যদি আমি পরিতুষ্ট থাকতাম তবে আমি স্বাধীন থাকতাম।”

হারা সুখের উপায় হিসেবে সম্পদ ও পদমর্যাদা পেতে চায় অবশেষে তারা জানতে পারবে যে, তাদের চেষ্টা কতটা বার্থ ও নিষ্ফল ছিল।

“এবং তোমরাতো অবশ্যই (সহী-সাধী ও সহায় সম্বলহীন অবস্থায়) একেবারে একাকী আমার নিকট ঠিক সেরূপ অবস্থায় এসেছো যেখানে আমি প্রথম বার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম এবং আমি যা তোমাদেরকে দান করেছিলাম তা তোমরা পিছনে ফেলে এসেছ।”

(৬-সূরা আল আন'আম : আয়াত-৯৪)

“বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ পরকাল উত্তম ও স্থায়ী।

(৮৭-সূরা আল আ'রা : আয়াত-১৬-১৭)

১৪১. মাটিই ছিল সুফিয়ান সাওরির বালিশ

অতীতের আলেমদের জীবন বিনয় ও নম্রতার শিক্ষায় ভরপুর। হজ্জের মওসুমে সুফিয়ান সাওরি রাতে বিশ্রাম করার আশায় ছোট একটি মাটির টিবিকে লিথান বানালেন। লোকজন তাঁকে বললেন, “আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুহাম্মিদ হওয়া সত্ত্বেও মাটির টিবিকে বালিশ বানাচ্ছেন!” তিনি উত্তর দিলেন, “আমার এ বালিশ অবশ্যই বলিফা আবু জাকর মনসুরের বালিশের চেয়ে উত্তম।”

“বলুন, ‘আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া অন্য কোন কিছুই আমাদের ঘটিবে না।’” (৯-সূরা জাওরা : আয়াত-৫১)

১৪২. গণকের কথা বিশ্বাস করবেন না

দুর্যোগের ভবিষ্যদ্বাণী (যা কদাচিৎ ঘটতে পারে) এবং পূর্বকলঙ্ক (অধিকাংশ সময়েই মিথ্যা) বহু মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার করে। “শহতান তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে (কুকাঙ্ক্ষা, অবৈধ যৌন ক্রিয়া-কলাপ ও শাপ ইত্যাদি) ফাহেশা কাজ করার জন্য-আদেশ করে; অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে কমা ও দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় মহাজ্ঞানী।” (২-সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-২৬৬)

উদ্বিগ্নতা, অসুস্থতা ও কাত হওয়া হত্যাশা ও দুষ্কৃত্যের লক্ষণ। একজন আরব কবি বলেছেন—

“আমাদেরকে শক্তি দিবেন না। কারণ, আমরা তো আপেই শক্তি পেয়েছি, দুষ্কৃত্যের মাধ্যমে, যা আমাদেরকে গভীর রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখে।”

১৪৩. বোকাদের গালিতে আপনার কিছু হবে না

আমেরিকার ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলেছেন—

“আমার নিকট যেসব বিবেচনাপূর্ণ ও শক্তিশালী চিন্তা পাঠানো হয়েছে তা আমি কখনো পড়ে দেখিনি, আমি কখনো সেসব চিন্তার খাম খুঁজে দেখিনি এবং সেগুলোর উত্তর দেয়ার কামেলা শোহাইনি, আমি যদি এসব বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম তবে আমার জনগণের জন্য কিছু করার সময় আমার থাকত না।”

فَاَمْرٌ مِنْهُمْ

“অতএব, (তাদেরকে শক্তি না দিয়ে বরং) তাদেরকে উপেক্ষা করুন।”

১৪৩৪ চাওয়া

(৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-৬৩)

“অতএব, আপনি তাদেরকে পৌজন্যমূলক কমা করুন।”

(১৫-সূরা হিজর : আয়াত-৮৫)

“অতএব, আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং বলুন ‘সালাম’।”

(৪৬-সূরা আল আহজাক : আয়াত-৮৯)

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় আমেরিকার নৌ-সাহিলীর মিসি কমান্ডার ছিলেন তিনি খুবই মেধাবী ও রাশভাষী লোক ছিলেন এবং ফলে তিনি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি অর্জন করেন। বা হোক, তার অভিনবদের সাথে তাকে কাজ কাছাকাছি করতে হতো এর মধ্যে কিছু লোক এমন ছিল যারা তার প্রতি হিংসা-বিষেণ পোষণ করত এবং তার পিছনে সর্বদা তাকে গালি-পানাজ করত ও তার সমালোচনা করত।

আর ঘটনা যখন এমনই ঘটন তিনিও এ ব্যাপারে ভালোভাবেই জানতেন যে তারা তার সম্মুখে কী বলে। এ ব্যাপারে তিনি মন্তব্য করেন একথা বলে যে, “এখন আমার সমালোচনার প্রতি প্রতিরোধ কমতা সৃষ্টি হয়েছে। এখন আমি বলছি হয়েছে এবং এ বিষয়ে অবগত আছি যে, কথা মাহাত্মকে ধরলে করতে পারে না এবং শক্তিশালী বাধাও সৃষ্টি করতে পারে না।”

একজন আরব কবি বলেছেন—

“(আমাকে মৌখিকভাবে আক্রমণ করে) কবির আমার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করে? অথচ আমি বললে চল্লিশের সীমা পেরিয়ে গেছি।”

একথা দাবি করা হয়েছে যে, ইসা (আ) বলেছেন যে, “তোমার শত্রুকে ভালবাস।”

এ কথার অর্থ এই যে, আপনার শত্রুদেরকে আপনার সাধারণ কমা করা উচিত। এভাবেই আপনি প্রতিশোধ গ্রহণের আশংকা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

“এবং তারাও যারা মানুষকে কমা করে; আর আল্লাহ্‌ তৌ অবশ্যই সবকর্মশীলনের ভালোবাসেন।” (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৪)

মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা নবী করীম ﷺ কে কষ্ট দিয়েছে ও তার অনেক কতি করেছে, মক্কার শাসনভার অধিকার করার পর আব্বাসহর রাসূল ﷺ তাদেরকে বলেছেন,

“তোমরা চলে যাও, কেননা তোমরা স্বাধীন।”

“আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।”

(১২-সূরা ইউনুস : আয়াত-৯২)

“যা অতীত হয়ে গেছে আল্লাহ্‌ তা কমা করে দিয়েছেন।”

(৫-সূরা বায়না : আয়াত-১৫)

১৪৪. এ বিশ্ব জগতের সৌন্দর্য উপভোগ করুন

আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গবেষণা করে ও এর মূল্যায়ন করে আপনি শান্তি পাবেন। মহান আল্লাহ বলেন—

“অতঃপর আমি তা দিয়ে সুশোভিত বাগান উৎপন্ন করি।”

(২৭-সূরা আল নামল : আয়াত-৬০)

“কলুন, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তোমরা দেখ।”

(১০-সূরা ইউনুস : আয়াত-১০১)

“আমাদের প্রভু হলেন তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি দান করেছেন অতঃপর এটাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।” (২০-সূরা তাহা : আয়াত-৫০)

উজ্জল সূর্য, বলমলে তারা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা ফলমূল, বায়ু ও পানি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন।

“অতঃপর, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতইনা বরকতময়।”

(২৬-সূরা আল হুমিযুন : আয়াত-১৪)

একজন আরব কবি বলেছেন—

وَمَنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ * نَدُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ

“প্রত্যেক বস্তুর মাঝে তার নিদর্শন আছে, যা ইঙ্গিত করে যে, তিনি এক।”

একজন আরব কবি ইনিয়া আবু মাদী বলেছেন—

أَيُّهَا الشَّاعِرُ وَمَا بِكَ دَاءٌ * كَيْفَ تَعْدُو إِذَا عَدَوْتَ عِبِلًا

أَتَرَى الشُّوْكَ فِي الْوُرُودِ وَتَعْنَى * أَنْ تَرَى قُوَّةَ الْبَدْنِ الْفَلْبِلًا

وَالَّذِي تَفْسَهُ بِغَيْرِ جَمَالٍ * لَا يَبْرَى فِي الْوُجُودِ شَيْئًا جَبِلًا

১. “হে অভিযোগকারী, (তুমি অভিযোগ করছ) অথচ তোমার জে কোন অসুবিধা (অভিযোগের কারণ) নেই, তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে কী করবো! (অথচ তুমি সুস্থ অবস্থায় অভিযোগ করছ!)”

২. তুমি কি খোশাপের কাঁটাই শুধু দেখতে পাচ্ছ আর ফুলের উপরের
হালার মত দিশির বিন্দু দেখতে পাচ্ছ না।

৩. যে নিজেই অসুন্দর সে প্রকৃতিতে সুন্দর কোন কিছু দেখতে পায় না।”

“তারা কি উটের নিকটে তরকিয়ে দেখে না যে কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে?”

(৮৮-সূরা আল গাশিয়াহ : আয়াত-১৭)

আইনুদ্দাইন বলেছেন যে- যে ব্যক্তি বিশ্ব জগত নিয়ে গভীরভাবে
চিন্তা-ভাবনা করে সে বুঝতে পারে যে, যে সত্তা একে সৃষ্টি করেছেন তিনি
মহাজ্ঞানী এবং তিনি খুঁটি দিয়ে ছুরা-পাশা বেলেছেন না।

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ.

“যিনি প্রতিটি জিনিসকেই উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন। (৩২-সূরা আল ফাতিহা : ৭)

وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ.

“আমি এতদুভয়কে অযথা সৃষ্টি করেনি।” (৪৪-সূরা আল দোখান : আয়াত-৩৯)

অর্থাৎ আমি এদেরকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছি যে কে অনুগত আর
কে অনুগত নয় আর তাই পর অনুগতদেরকে পুরস্কার দিতে ও অবাধ্যদেরকে
শাস্তি দিতে।

“তবে কি তোমরা মনে করেছিলে যে আমি তোমাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি
করেছি?” (২৩-সূরা আল হু‘মিল : আয়াত-১১৫)

এসব আয়াতের অর্থ এই যে, ঐশী জ্ঞান অনুযায়ী সব কিছুই পরিকল্পিত ও
পরিমিত। আর যে ব্যক্তিই সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে সেই বুঝতে পারে যে,
একজন শক্তিশালী আল্লাহ্‌র আদেশে যিনি সবকিছুকে টিকিয়ে রাখেন ও সবকিছুর
ব্যবস্থাপনা করেন এবং সবকিছু অবস্থার সাথে মিল রেখে হঠাৎ (যখন যেমন
তখন যেমন) ঘটে এ কথা ভুল অর্থাৎ সবকিছু আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী পূর্ব
নির্ধারিত বিধিমতে ঘটে একথা সত্য।

“সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে।” (৫৫-সূরা আল রাহমান : আয়াত-৫)

“সূর্যের সাধ্য নেই যে চন্দ্রের নাশাল পায় আর রাতও দিনকে ছাড়িয়ে যেতে
পারে না। এতদ্ব্যতীত (নিজ নিজ) কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করছে।”

(৩৬-সূরা ইয়ামিন : আয়াত-৪০)

১৪৫. লোভ করে লাভ নেই

নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“কেউই তার পূর্ব স্থিতিক গ্রহণ করার আগে ও মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ের আগে মারা যায় না।”

অন্তএব কেন উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর কেনই বা লোভ

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ بِرِّقَدَارٍ .

“তার বিধানে সব কিছুই নির্দিষ্ট পরিমাণে আছে।”

(১৩-সূরা রাক্বা : আয়াত-৮)

“অব্রাহামের বিধান হলো সুনির্ধারিত বিধান।”

(৩৩-সূরা আল আহযাব : আয়াত-৫৬)

১৪৬. কষ্টের মাধ্যমে পাপ ক্ষমা হয়

আব্রাহাম রাসূল ﷺ বলেছেন—

“দুর্ভিক্ষা, উদ্বিগ্নতা, বেদনা, ক্লান্তি, অসুস্থতা এমনকি কাঁটা ফোটার দ্বারাও মুমিন ব্যক্তির কিছু গুনাহ আব্রাহাম মাফ করে দেন।”

এ পুরস্কার শুধু তার জন্যই যে ধৈর্য ধরে, যে তার পুরস্কার শুধু আব্রাহাম কাছেই চায়, যে আব্রাহামের নিকট অনুভূত হয় এবং যে একথা বুঝে যে তার সকল কাজ একমাত্র পরম করুণাময় আব্রাহামের সার্থেই সম্পূর্ণ।

বিখ্যাত আরব কবি মুতানাব্বি লিখেছেন।

“কতকণ দেহে আব্রাহা থাকবে ততক্ষণ কালের আবর্তনে বা ঘটবে তা বিরাগ ভাজন হবেই গ্রহণ করিও।

যা নিয়ে তুমি খুশি থাক তা অপছন্দীয়।

আর দুঃখ বা বিব্রততা তোমার হারানো প্রিয়জনকে ফিরিয়ে এনে দিবে না।”

“যা তোমরা হারিয়েছ তা নিয়ে যাতে তোমরা দুঃখ না কর এবং যা তোমরা পেয়েছ তা নিয়ে তোমরা যাতে আনন্দ-ফুর্তি না কর।”

(৫৭-সূরা আল হাদীদ : আয়াত-২৩)

১৪৭. আমাদের জন্য একমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট

আর তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক!

ইব্রাহীম (আ)-কে যখন আতনে নিষ্কেশ করা হয়েছিল তখন তিনি এ কালিমা **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْكَفِيلُ** - বলেছিলেন এবং এর ফলে আতন তার জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়েছিল। নবী করীম ﷺ ওহদের যুদ্ধে এ কালিমা পাঠ করেছিলেন আর তাই আল্লাহ তাঁকে বিজয়ী করেছিলেন। যখন ইব্রাহীম (আ)-কে অগ্নিকূণে নিষ্কেশ করা হয়েছিল তখন হিজরাদিল (আ)-এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আমার কাছ থেকে আপনি কি কিছু চান?” ইব্রাহীম (আ) আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর দিয়েছিলেন, “আপনাকে কাছ থেকে নয় বরং আল্লাহর কাছ থেকে চাই!”

মূসা (আ)-এর পিছন থেকে শত্রুরা ধাওয়া করছে আর তার সামনে সাপের; এমন অবস্থায় তিনি বললেন-

كَلَّا. إِنْ مَعِيَ رَبِّي سَبَّحْتَ.

“(আমি ধ্বংস হব!) ককনো নয়, নিজের আশার সাথে আমার প্রভু আছেন; তিনি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।” (২৬-কূরা আশ পেছারা : অয়াত-৯২)

সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ যখন হিজরতের সময় (পশ্চিমমুখে) গহ্বরে লুকিয়ে ছিলেন তখন আল্লাহর হুকুমে একটি কবুতর ও একটি মাকড়সা এসে গহ্বার মুখে তাদের বাসা বানিয়ে ফেলল, যা দেখে রাজনৈতিকভাবেই মনে হয়েছিল যে সে গহ্বরে কোন লোকপ্রবেশ করেনি। আর তাই কামেররাও বলেছিল যে, “এ গহ্বরে মুহাম্মদ প্রবেশ করেনি।”

যারা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেন।

বিশ্বাস আরব কবি আল্লামা বুসরী বলেছেন-

فَلْتُوا الْحَمَامَ وَلْتُوا الْمُتَكَبِّرَاتِ عَلَى * خَيْرِ الصِّرَةِ لَمْ تَسْجُوْكُمْ تَحْمُ .
عِنَابُهُ اللَّهُ أَغْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةِ * مِنَ الدُّرُوحِ وَعَنْ عَالٍ مِنَ الْأَطْمِ .

“সকল সৃষ্টির সেবা সৃষ্টি যেখানে আছে সেখানে কবুতর ও মাকড়সা বাসা বাধতে পারে কাফেররা এমনটা ধারণাও করতে পারেনি।

আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে শক্ত বর্ম ও সুউচ্চ দুর্গ থেকে অনুক্ষণেবধী করে দিয়েছিল। (আল্লাহর হেফাজতের কারণে সেগুলোর কোন প্রয়োজন হয়নি)

বিখ্যাত আরব কবি (আহুয়দ) শাওখী বলেছেন—

وَإِذَا الْعِنَايَةُ لَأَحْطَتْكَ عُيُوتُهَا * نَمَّ فَأَلْحَرَادُتْ كُلُّهُنَّ أَمَانُ .

“যখন আল্লাহর সাহায্যের দৃষ্টি তোমার উপর পড়ে তখন তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও; কেন না তখন যা কিছু ঘটিবে সবই নিরাপদ।”

“কেননা তুমি আমার নজরে আছ।” (৫২-সূরা আত্-তুর : আয়াত-৪৮)

“কেননা আল্লাহ হলেন উত্তম রক্ষক এবং তিনি সর্বাপেক্ষা করুণাময়।”

(১২-সূরা ইউসুফ : আয়াত-৬৪)

১৪৮. সুখের উপাদান

নবী করীম ﷺ বলেছেন :

যে ব্যক্তি মনের শান্তিতে, সুস্থ দেহে দিবসের পূর্ণ খোরাক নিয়ে রাত কাটান তাকে যেন গোসি দুনিয়াটা দেয়া হলো।”

এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

এর অর্থ এই যে, কারো যদি ঘাথাই খাবার থাকে ও নিরাপদে ঘুমানোর জায়গা থাকে তবে তার পৃথিবীর সর্বোত্তম জিনিস আছে। অনেকেই জীবনে এ পর্য্যয়ে আছে শুধুও তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদার করে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার রাসূলকে বলেন—

“অমি আপনার উপর আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি।”

(৫-সূরা মায়িদা : আয়াত-৩)

এ আয়াত পড়ার পর আপনার উচিত নিজেকে এ গ্রন্থ করা—

নবী করীম ﷺ এর জন্য কি নেয়ামত পূর্ণ করে দেয়া হয়েছিল? এটা কি পার্জিব সম্পদ ছিল? এটা কি দাম্পত্য-কোঠা-অট্টালিকা ও সোনা-স্বর্ণের মালিকানা ছিল?

আল্লাহ যে নেয়ামতের কথা বলছেন তা এসব নয়; কেননা নবী করীম ﷺ ধনী ছিলেন না।

নবী করীম ﷺ মাটির তৈরি ঘরে ঘুমাতেন। তার ঘরের ছাদ বা চাল খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরি ছিল। এচও সুখার জ্বালায় তিনি মাঝে মাঝে পেটে পাথর বেধে রাখতেন আর এতে সুখার জ্বালা কিছুটা কমত। তার মাসুর ছিল খেজুর গাছের ডাল যাতে তিনি শয়নকালে তাঁর পার্শ্বদেশে ব্যাথা পেতেন। তিনি তাঁর বর্মখানিকে একটি ইচ্ছার নিকট টাকা পরিশোধ করার আগ পর্যন্ত বহুক রেখে কিছু গম ক্রয় করেছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি একটানা তিনদিন পর্যন্ত একটি পচা খেজুরও খেতে পেতেন না।

“এবং অবশ্যই পরকাল আপনার জন্য দুনিয়ার চেয়ে উত্তম। আর অন্তরেই আপনার প্রতিপালক অবশ্যই আপনাকে এমন দান করবেন যার ফলে আপনি সন্তুষ্ট হতে যাবেন।” (৯৫-সূরা আন সোহা : আয়াত-৪-৫)

১৪৯. তরুত্বপূর্ণ কাজে চাপ বেশি

তরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত লোকের মাঝে জীবন কাজের চাপ পড়ে। তাদের তরুণায়িত্বের কারণে তাদের স্বাস্থ্য ও সুখ দূর হয়ে যায়। এছাড়া প্রমসাদ্য ও চাহিদা পূর্ণ কাজে যে চাপ পড়ে তাতে কতিয়াক্ত হয় না এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম।

কথিত আছে : “নেতা বা শাসক হতে চেয়ো না।”

“(আমাকে রক্ষা করার মতো) আমার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে।”

(৬৯-সূরা আল ফরাক : আয়াত-২৯)

মনে কতন গোটা পৃথিবীটাই আপনার। অবশেষে এসব কিছু কোথায় যাবে নিঃসন্দেহে এসব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

“এবং একমাত্র ভোমার মহাশ্রুতাপশালী ও মহিমাম্বিত প্রভুর সম্রাট চিরকাল অবলম্বিত থাকবে।” (৫৫-সূরা আর রাহমান : আয়াত-২৭)

একজন বিজ্ঞানলোক তার ছেলেকে সার্বধান করে বলেছেন,

“নেতা হতে চেয়ো না, কেননা নেতারা সর্বদা কষ্ট পায়।”

অন্য কথায় বলা যায়, সর্বদা নেতা হওয়ার বা প্রধান হওয়ার আশা করিও না। নেতাদের ভাগ্যে থাকে তিক্ত সমালোচনা, গালি এবং কঠিন সমস্যা।

একজন আত্মব কবি বলেছেন—

إِنْ نَمَثْنَا النَّاسَ أَغْدًا * لِمَنْ * وَلِيَ السُّلْطَةُ هَذَا إِنْ عَدَلْ :

“অর্ধেক মানুষ শাসকের শত্রু, এটা তখন যখন নাকি সে ন্যায়পরায়ণ (আর অত্যাচারী হলে তো কথাই নেই, তখন সকলেই শত্রু)।”

১৫০. সালাত পড়তে আসুন

“আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও।”

(২-সূরা আল বাক্বার : আয়াত-৪৫)

নবী করীম ﷺ যখনই কোন সংকেতে পড়তেন অমনি সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি বেলাল (রা)-কে মাঝে মাঝে বলতেন, “হে বেলাল! আমান নিয়ে আমাদেরকে শান্তি দাও।” {বেলাল (রা)-এর দায়িত্ব ছিল আমান দেয়া।}

যখন আপনি মানসিক চাপ অনুভব করেন, সমস্যায় পড়েন বা যখন আপনি নিজেকে প্রভাবিত বোধ করেন তখন তাড়াতাড়ি মসজিদে যেয়ে সালাত পড়ুন।

বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ সালাতে শান্তি পেতেন। যেমন— বদর ও আহবাবের যুদ্ধে। বোঝারী শরীফের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাকার ইবনে হাজার একবার ডাকাত দল পরিবেষ্টিত এক প্রাসাদে আটকা পড়েন। যখন তিনি সালাতে দাঁড়ালেন তখন আত্মাহ তাঁকে রক্ষা করলেন।

ইবনে আসাকির ও ইবনুল কায়েম উভয়েই একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এক ধার্মিক লোক শাম দেশে (বর্তমানে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন) যাত্রা করেন। পথিমধ্যে এক ডাকাত তার সঙ্গী হয়, ডাকাতটি তাঁকে হত্যা করতে চায় কিন্তু তাঁর নিকটে আসার আগে ধার্মিক লোকটি ডাকাতের কাছে সালাত পড়ার জন্য কয়েক মিনিট সময় চায়। সে সালাতে দাঁড়িয়ে আত্মাহর নিম্নোক্ত বাণী স্বরণ করল—

أَتَنْجِيبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَا...

“(তোমাদের দেবতাপন ভালো?) না কি তিনি যিনি সংকটাপন্ন লোকের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে?” (২৭-সূরা আল নাহল : আয়াত-৬২)

সে এ আয়াত তিনবার পড়ল। তারপর আকাশ থেকে একজন ফেরেশতা বর্ণ নিয়ে এসে ডাকাতকে হত্যা করে ফেলল। ফেরেশতা বলল, “আমি তাঁর ফেরেশতা যিনি সংকটাপন্ন লোকদের ডাকে সাড়া দেন যখন তারা তাঁকে ডাকে।”

“এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাত পড়ার আদেশ দাও এবং তুমি তাতে অবশিষ্ট থাক।” (২০-সূরা তাহা : আয়াত-১৩২)

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

“নিত্য সালাত অশ্লীল ও অপছন্দীয় কাজ থেকে বিরত রাখে।”

(২৯-সূরা আল আনকাবুত : আয়াত-৪৫)

“নিত্য নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মু'মিনদের উপর ফরয।”

(৩-সূরা আন নিসা : আয়াত-১০৩)

নবী করীম ﷺ এর উপর দরুন শরীফ পৌছালেও তা সংকট দূর করতে সাহায্য করে।

১৩৩৩ ১৩৩৩ ১৩৩৩ ১৩৩৩

“হে মুহিনগণ! তোমরা তাঁর (মুহাম্মদের) উপর দরুন পৌছাও এবং সালাম দেয়ার নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে সালাম দাও।”

(৩৩-সূরা আল আহযাব : আয়াত-৫৬)

উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) আব্বাহর রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনার উপর আমি কত সংখ্যক দরুন পড়ব? তিনি বললেন, “তোমার যত ইচ্ছা।” উবাই (রাঃ) বললেন, “এক-চতুর্থাংশ?” তিনি বললেন, “তোমার যত ইচ্ছা, যদি আরো বেশি পড় তবে তোমার জন্য তা ভালো।” তিনি (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, “দুই-তৃতীয়াংশ?” নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন, “তোমার যত ইচ্ছা, যদি আরো বেশি পড় তবে তা ভাল।” তারপর তিনি বললেন, “আমি সব দরুনই আপনার জন্য পড়ব।” নবী করীম

﴿٢٧﴾ উত্তর দিলেন, “তাহলে তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তোমার দুচ্ছিত্তার প্রতি খেদ্দাশ রাখা হবে।”

উপরোক্ত হাদীসের শেষ কথা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﴿٢٨﴾ এর উপর দরুন শরীফ শৌছালে দুচ্ছিত্তা দূর হয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرٰهِيْمَ وَعَلَىٰ اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَسْبُ مُجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ اِبْرٰهِيْمَ وَعَلَىٰ اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَسْبُ مُجِيْدٌ.

“হে আল্লাহ! আপনি ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর অনুসারীদের উপর যেমন শান্তি বর্ষণ করেছেন তেমনি মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর যেমন কল্যাণ বর্ষণ করেছেন তেমনি মুহাম্মদ ﴿٢٩﴾ ও তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর কল্যাণ বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (কোফ কুতুব) ও হাদীস

১৫-১৬৩০ : মুহাম্মদ হাদীস

১৫১. দান দাতার জন্য শান্তি বয়ে আনে

যে সব বিষয় শান্তি বয়ে আনে তার মধ্যে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা ও অন্যকে দান করা অন্যতম।

“আমি তোমাদেরকে যে বিবিধ দান করেছি তা থেকে ব্যর কর।”

(২-সূরা বাক্বরা : আয়াত-২৫৪)

“যে সব মালী-পুরুষ দান করে।” (৩৩-সূরা আল আহযাব : আয়াত-৩৫)

“যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং (আল্লাহর নিকট তাদের দানের পুরস্কার প্রাপ্তি) দৃঢ় আশাসহ আল্লাহর বাজায় দান করেন তাদের উদাহরণ ঐ বাণীদের মতো যা উচ্চস্থানে, অন্তঃপর সেখানে মুহলধারে বৃষ্টি হয়

ফলে এর কলমুল বিতণ উৎপাদিত হয়, যদি সেখানে মুখলধারে কৃষ্টিপাত নাও হয় তবে অল্প কৃষ্টিই যথেষ্ট হয়।” (২-সূরা বাক্বার : আয়াত-২৬৫)

“এবং (কৃপণের মতো) তোমার হাতকে তোমার ঘাড়ের নিকট জড়িয়ে রেখো না।” (১৭-সূরা কবি ইসরাঈল : আয়াত-২৯)

কৃপণ লোকের অবস্থা শোচনীয় এবং সর্বদা অশান্তিবোধ করে, তারা আল্লাহর রহমতের ভাগ নিতে ব্যর্থকৃত বা কৃপণ। (অর্থাৎ তারা কৃপণ হওয়ার কারণে দান করতে পারে না ফলে আল্লাহর রহমতও অর্জন করতে পারে না।)

কৃপণ ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র একথা জানতো যে, পরীবদের জন্য টাকা-পয়সা খরচ করে সে সুখ অর্জন করতে পারবে তবে সে অবশ্যই দানের প্রতিযোগিতা করত।

“যদি তোমরা আল্লাহকে করবে হাসানাহু নিতে তবে আল্লাহ তা তোমাদের জন্য বিতণ করে দিতেন এবং তিনি তোমাদেরকে ফরা করে দিতেন।”

(৬৪-সূরা আত তাগাবুন : আয়াত-১৭)

“আর যাকে তার কাপণ্য বা লোভ থেকে রক্ষা করা হয়; ফলত তারই সফলকর।” (৫৯-সূরা আল হশর : আয়াত-৯)

“এবং তারা ঘরা আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।”

(২-সূরা বাক্বার : আয়াত-৩)

অর্থাৎ তারা যাকাত দেয়; দিবেদের জন্য, তাদের পিতা-মাতার জন্য, তাদের সন্তানদের জন্য, তাদের স্ত্রীদের জন্য, ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাদের সম্পদ ব্যয় করে এবং পরীবদেরকে দান করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে যথা জিহাদ ইত্যাদি কাজে দান করে।

হাতেম জই তার স্ত্রীকে বলেছিলেন-

إِذَا صَنَعْتَ الزَّادَ فَاتَّبِعِي نَا * أَكْرُلَا فَإِنِّي لَسْتُ أَكَلَةً وَحَدِي.

“যখন তুমি খাদ্য তৈরি করবে তখন একজন বাদককে দাওয়াত করিও, কেননা আমি তা একাকী খাব না।”

তারপর তিনি তাঁর দ্বীর্ঘ নিকট তাঁর দর্শন ব্যক্ত করে বলেছেন—

أَرَيْتِي كَرِهْنَا شَاتٍ مِنْ قَبْلِ حَيْثُ * فَيَرْجُو قُزَاقِي أَوْ بَنِيْلًا مُتَلَدًا .

“আমাকে এমন একজন দয়ালু দেখাও যে নাকি (দান করে অভাবে পড়ে না গেয়ে) তার মুক্তার সময়ের আগেই মারা গেছে।

অথবা এমন একজন কৃপণ দেখাও যে নাকি (দান না করে ধনী হয়ে) চিরকাল বেঁচে থাকবে, তবেই আমার মন শান্তি পাবে।”

১৫২. রাগ করবেন না

“আর যদি তোমার মনে শয়তানের গন্ধ থেকে কোন কুমন্ত্রণা আসে তবে আত্মাহুর নিকট আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।”

(৭-সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-২০০)

নবী করীম ﷺ তাঁর একজন সাহাবীকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, “তুমি রাগ করিও না।” একথা তিনি তিনবার বলেছিলেন। নবী করীম ﷺ এর সামনে যখন এক শেখ রাসাখিত হয়েছিল তখন তিনি ﷺ তাকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আত্মাহুর নিকট পানাহ চাইতে আদেশ করেছিলেন।

“এবং আমি আপনায় নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, হে আমার প্রতিপালক। যাতে শয়তানরা আমার নিকট হাজির হতে না পারে।”

(২৩-সূরা আল মুমিনুন : আয়াত-৯৮)

“নিশ্চয় হারা যুরাক্কী, তাদেরকে যখন শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আত্মাহুকে স্মরণ করে, কলে তৎক্ষণাৎ তাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়।”

(৭-সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-২০১)

যা মানুষকে হত্যাশ ও বিষণ্ণ করে স্নেহও তাঁর মধ্যে একটি। নিচে রাগ দমন করার কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো—

১. রাগকে আপনায় শত্রু মনে করে তা দমন করার জন্য প্রতিযোগিতা করুন। “এবং স্নেহ সংবরণকারীগণ এবং মানুষদেরকে ক্ষমাকারীগণ, আর নিশ্চয় আত্মাহ লবকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৩৪)

“আর যখন তারা দুঃস্থ হয় তখন তারা কমা করে দেয়।”

(৪২-সূরা আশ শূরা : আয়াত-৩৭)

“আর যখন মুসার রাগ পড়ল তখন তিনি কলকতলো তুলে নিলেন।”

(৭-সূরা আল আরাফ : আয়াত-১৫৪)

২. অযু করুন, কেননা ক্রোধ আগুনের একটি কথা, এটাকে পানি দ্বারা নিভানো যায়।
৩. আপনি দাঁড়ানো থাকলে যশে পড়ুন আর বসে অবস্থায় থাকলে উয়ে পড়ুন।
৪. দুঃস্থ অবস্থায় হুগ থাকুন।
৫. যারা রাগ দমন করে ও যারা কমা করে তাদের পুরস্কারের কথা স্বরণ করুন।

১৫৩. সকালের দোয়া

এ অধ্যায়ে যে দু'আগুলো লিখা আছে আপনি যদি তা প্রতিদিন পড়েন তবে এগুলো আপনার সুখ বয়ে আনতে সাহায্য করবে, আপনাকে মানুষ ও জীন শয়তান থেকে রক্ষা করবে এবং সফল পর্যন্ত বাকি দিনের জন্য আপনাকে রক্ষা করবে।

১. اَمْسَيْنَا وَآتَى الْمُلْكُ لِهٖ وَالْحَمْدُ لِهٖ وَلَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، كَلَّمَ الْمَلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ
مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. رَبِّ
أَعُوذُكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ. رَبِّ أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابٍ
فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي النَّارِ.

২. اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ
وَالْاَرْضِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكُهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ،

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهٖ وَأَنِ اقْتِرَفَ
عَلَى نَفْسِي سَوْءًا أَوْ آخِرًا إِلَى مُعْلِمٍ .

৩. بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .
এ সোয়া তিনবার পড়বেন ।

৪. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَصْحَبْتُ اَشْهَدَكَ وَاَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ
وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ اَنْكَ اَلْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ﷺ .

৫. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَاَنَا اَعْلَمُ
وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ .
এ দু'আ তিনবার পড়বেন ।

৬. اَصْحَبْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلَى
دِينِ اِبْنِنا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى مِلَّةِ اَبْنِنا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيفًا
مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .
তিন বার ।

৭. سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ رِزْقًا نَفْسِهِ وَزِينَةً عَرْشِهِ
وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ .
তিন বার

৮. وَضَعْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا .

তিন বার

৯. اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ .
তিন বার

۱. اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ
نَمُوتُ وَبِكَ النُّشُورُ .

১১. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْعِزَّةُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

একশত বার

১৫৪. একটু খানি ভেবে দেখুন

আল্লাহ সম্পর্কে জানীরা এ বিষয়ে একমত যে, যখন কেউ সবল আশা-ভরসা হারিয়ে ফেলে তখন সে (আল্লাহকে বাদ দিয়ে) নিজের উপর নির্ভর করে (আর আল্লাহ যখন তার উপর রাগ হন তখন তিনি তাকে দিয়ে এ কাজ করান) একথাই বুঝা যায়। আর যখন কেউ আল্লাহর উপর নির্ভর করে তখন আল্লাহ (তঁার উপর বৃশি হয়ে) তাকে সং পথে পরিচালিত করেন এটাই বুঝা যায়। আল্লাহর বান্দাগণ সর্বদা প্রথম অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থায় দোল খেতে থাকে। একই সময়ে কারো আবার উভয় অবস্থাই হতে পারে। তাই সে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তাকে সন্তুষ্ট করে, সে আল্লাহর জিকির করে ও তাঁর শোকরিস্তা আদায় করে এবং সে এগুলো একমাত্র আল্লাহর সাহায্যেই করতে পারে। কিছু পরে সে আল্লাহকে অমান্য করে তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে যায়, তাঁর রেবখ অর্জন করে এবং সাধারণত সে আল্লাহকে ভুলে যায়, কারণ সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজের উপর নির্ভর করে। অতএব, আল্লাহর বান্দাগণ সর্বদা তাঁর স্বর্গীয় বা জান্নাতী যত্নের মাঝে ও পরিতাপ অবস্থার মাঝে দোল খেতে থাকে।

যখন আল্লাহর কোন বান্দা লক্ষ্য করে যে, সে এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছে তখন তার উচিত তার বিধগত অবস্থাকে অনুধাবন করা ও প্রতি দমে ও তার জীবনের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর সাহায্যের অতীব প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করা। তার ইমান তো আল্লাহর মালিকানার। আল্লাহ যদি তাকে এক পলকের জন্য একাকী ছেড়ে দেন তবে তার ইমান মাটিতে মিশে যাবে বা ধুলোয় লুপ্তিভ হবে। অতএব আপনার বুঝা উচিত যে তিনিই আপনার ইমানকে রক্ষা করছেন যিনি না কি আসমানকে জমিনে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।

১৫৫. আল কুরআন : মোবারক কিতাব

আপনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করেন ও এর অর্থ বুঝার জন্য ধ্যান করেন তখন আপনি সুখ অর্জনের দিকে একটি কার্যকর পদক্ষেপ নিলেন। আল্লাহ কুরআনকে পথ নির্দেশনা, আলো এবং অন্তরের ব্যাধির আরোগ্যকর ঔষধ বলেছেন। তিনি এ গ্রন্থকে রহমত ও ময়া বলেছেন।

فَإِذَا جَاءَ تِلْكَ مَوْعِدَةُ رَبِّكَم مِّن رَّبِّكُمْ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَهَلَّلَىٰ وَرَحِمَةً لِّلْمُرْسَلِينَ۔

“তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিশ্রুতকর্তার পক্ষ থেকে (ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ সমন্বিত কুরআন নামে) এক উপদেশ গ্রন্থ এবং অন্তরের (মুর্খতা, সন্দেহ, মনোযোগিক ও বিরোধিতা ইত্যাদি রোগের) আরোগ্য বিধান এসেছে।” (১০-সূরা ইউনুস : আয়াত-৫৭)

“তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখেনা? না কি (কুরআন বুঝার ব্যাপারে) তাদের অন্তরে তারা মাজা আছে?”

(৪৭-সূরা মুহাম্মদ বা কেতাল : আয়াত-২৪)

“তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখেনা? যদি এ গ্রন্থ আত্মাহুত্বা অন্য কারো নিকট থেকে আসতো তবে তারা এতে অনেক অসংগতি পেলো।” (৪-সূরা আন নিস : আয়াত-৮২)

“এ কিতাব (আল কুরআন) যা আমি আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি তা মোবারক (কিতাব), (আর এটি আমি এ জন্য অবতীর্ণ করেছি) যাতে তারা আত্মতসমুহ নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখে।” (৩৬-সূরা জৈশান : আয়াত-২৬)

কুরআন তেলাওয়াত করা যেমন কল্যাণের কাজ, কুরআন অনুযায়ী আমল করা এবং বিচারের জন্য ও পথ নির্দেশনার জন্য এর পরামর্শ হওয়া তেমনই কল্যাণের কাজ।

এক ধর্মিক লোক একবার বলেছেন-

“আমি বুঝতে পারলাম যে, হতাশা ও উদ্ভিগ্নতার এক মেঘখণ্ড আমার মাথার উপর ঝুলছে। তখন আমি কুরআন নিয়ে কতক্ষণ তেলাওয়াত করলাম। আমি

আল্লাহর কসম করে বলছি, তখন আমার হতাশা ও উদ্বিগুতা দূর হয়ে গেল ও তার স্থানে সুখ ও প্রশান্তি এল।”

“নিশ্চয় এই কুরআন সুদৃঢ় (অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক) পথ প্রদর্শন করে।”

(১৭-সূরা বাকী ইসরাইল : আয়াত-৯)

“আর (হে মুহাম্মদ!) এভাবে আমি তোমার নিকট আমার আদেশ থেকে রহ (তথা প্রত্যাদেশ ও করুণা) ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি।”

(৪২-সূরা আশ শূরা : আয়াত-৫২)

১৫৬. যশখ্যাতির আশা করবেন না, যদি করেন তবে মানসিক চাপগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হবেন

মানুষের মনোযোগের শত্রু হতে চেয়ে এবং মানুষকে খুশি করতে চেষ্টা করে আপনি জীবনের সুখ ও ভরসাময়তা উভয়টিই হারাবেন।

بَلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي
الْأَرْضِ وَلَا نَسَادًا.

“পরকালের সে বাড়ি (অর্থাৎ জান্নাত) আমি তাদেরকে দিব বারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে চায় না ও বিপর্যয়ও সৃষ্টি করতে চায় না।”

(২৬-সূরা আল কাছাফ : আয়াত-৮৩)

একজন আরবী কবি বলেছেন—

مَنْ أَخْمَلَ النَّفْسَ أَحْبَابًا وَرَوْحَهَا

لَمْ يَهَيْئْ طَائِفًا مِنْهَا عَلَى حَجَرٍ.

إِنَّ الرِّيحَ إِذَا اشْتَدَّتْ عَوَاصِفُهَا

فَلَيْسَ تَرْمِي سِوَى الْعَالِي مِنَ الشَّجَرِ.

“যে আনুগত্যে তৃপ্ত কিন্তু সেবা হওয়াতে তৃপ্ত নয়,

সে নিজের জন্য সৌম্যতা হয়ে আসে ও তার বাত শান্তিতে কাটিয়।

নিষ্ঠুর বায়ু যখন প্রচণ্ডভাবে বয়ে যায়

তখন তা গাছের আগাতেই আঘাত হানে।”

(এ অনুবাদ ইয়েত্তী পুস্তক অনুসারে করা হলো। -অনুবাদক)

অথবা, “যে নিজেকে অধ্যাত করল সে নিজেকে জীবিত ও সতেজ করল, আর সে (খ্যাতির) ক্ষুধায় বাতর হয়ে বিরক্ত বা হুত্ব অবস্থায় রাত কাটাল না, কেননা, বায়ুর বেগ যখন প্রচণ্ড হয় তখন তা গাছের আগা ছাড়া অন্য অংশকে নিক্ষেপ করে না (বা ভেঙ্গে ফেলে না) অর্থাৎ প্রচণ্ড বায়ু গাছের আগাকেই ভেঙ্গে ফেলে।” (এ অনুবাদ আরবী কবিতা অনুসারে শাস্তিকভাবে করা হল। -অনুবাদক)

“তারা অশাস্তভাবে দাড়াই; তবে তো লোক দেখাতে চায়।”

(৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-১৪২)

“এবং তারা যা করেনি তার জন্য তারা প্রশংসিত হতে ভালোবাসে।”

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৮৮)

“আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা দল ভরে ও লোক দেখানোর জন্য তাদের ঘর থেকে বের হয়েছিল।” (৮-সূরা আনফাল : আয়াত-৪৭)

একজন আরব কবি বলেছেন-

نُوبُ الرِّبَا بِشِدِّ عَمَّا تَحْتَنُ * نَادَا النِّحْلَتَ بِهِ فَاثْلَكَ عَارِي.

“লোক দেখানোর কাণড় এত পাতলা যে জ্বর নিচের সবকিছু দেখা যায়।

অতএব, যদি তুমি তা নিয়ে জোয়ার হতর ঢাক তবে তুমি উলঙ্গ থাকবে।”

১৫৭. উত্তম জীবন

সুখ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে অধ্যায়গুলোতে যা কিছু আলোচনা করেছি তা এক কথায় প্রকাশ করা যায়। আর তা হলো :

সবকিছুর প্রভু আল্লাহর প্রতি ইমান রাখা। এ পর্যন্ত অন্য যা কিছু আমরা আলোচনা করেছি তা সবই বুঝা যদি আপনার আল্লাহর প্রতি ইমান না থাকে। আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, মুহাম্মদ ﷺ কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করা এবং ইসলামকে জীবন-বিধান হিসেবে গ্রহণ করা অবশ্যই জিতি (প্রধান কাজ) হতে হবে।

“(ভাঙহীন বা ইসলামী একত্ববাদে বিশ্বাসী) যে কোন ইমানদার নর-নারী নেক আমল করবে আমি অবশ্যই তাকে (এ পৃথিবীতে সম্মান, পরিতৃপ্তি ও হাল্কা প্রিথিক সমলিত) উত্তম জীবন দান করব এবং আমি অবশ্যই তাদেয়কে তাদের নেক আমল আনুযায়ী (পরকালে জান্নাত) পুরস্কার দিব।”

(১৬-সূরা আন নাহল : আয়াত-৯৭)

উত্তম জীবনের জন্য দু'টি শর্ত আছে। আর তা হলো—

১. আল্লাহর প্রতি ইমান রাখা, ২. আমলে সাপেহ করা।

“নিশ্চয় যারা ইমান আনে ও আমলে সাপেহ করে পরম করুণাময় (আল্লাহ মুমিনদের অন্তরে) তাদের জন্য অচিরেই ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিবেন।

(১৯-সূরা মারইয়াম : আয়াত-৯৬)

যে আল্লাহর প্রতি ইমান রাখে ও নেক আমল করে সে দু'টি উপকার পায়—

১. ইহকালে ও পরকালে এক সুখী-সমৃদ্ধ উত্তম জীবন।

২. মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল পুরস্কার।

“মুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে বড় সংবাদ।”

(১০-সূরা ইউনুস : আয়াত-৬৪)

১৫৮. বিপদে ধৈর্য ধরুন

দুঃখ-কষ্ট, বিশদাশন ও সংকটে বিচলিত হবেন না।

নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“নিশ্চয় আল্লাহ যখন কোন ব্যক্তিকে ভালোবাসেন তখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন। যে ভাঙে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি আর যে ভাঙে ক্রুদ্ধ হয় তার জন্য রয়েছে গম্ব।”

১৫৯. আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে তাঁর ইবাদত করুন

তব্বীহের ভালো-মন্দ সব কিছুই প্রতি বাজি থাকা ইমানের জরুরি বিষয়।

“এবং আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভয়; ক্রোধ; সম্পদ, জীবন ও ফলমূল্যের ক্ষয়-ক্ষতি এমনসব কিছু জিনিস দ্বারা পরীক্ষা করব; কিছু ধৈর্যশীলদেরকে (আল্লাহের) সুসংবাদ দান করুন।” (২-সূরা বাকারা : আয়াত-১৫৫)

আমাদের তব্বীহের যা কিছু নির্ধারিত আছে তা সর্বদা আমাদের ইচ্ছা ও কল্পনার সাথে মিলে না। কিন্তু তখন আমাদের কোন (বিকল্প) মন্তব্য করা শোভা পায় না। বরং আমাদের সঠিক অবস্থা হলো তাই যা একজন আত্মসমর্পণকারী দাসের অবস্থা।

আমরা সবাই আমাদের ইমানের সবলতা ও দুর্বলতা অনুযায়ী কঠিন ও সহজ পরীক্ষার সম্মুখীন হই। নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“তোমরা দু’জন লোক যতটা মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব কর আমি একাই ততটা মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করছি। (ইবনেল্লি পুতকে যেমন আছে তেমনই অনুবাদ করা হল : -অনুবাদক।)

“নবীদেরকে সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা করা হয়; অতপর অন্যান্য সহকর্মীদেরকে (তাদের মর্যাদা অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়)।”

“অতএব (হে মুহাম্মদ!) আপনি যেমনভাবে ধৈর্য ধরুন যেমনভাবে দৃঢ়সংকল্প রাসূলগণ ধৈর্য ধরেছিলেন।” (৪৬-সূরা আল আহকাক : আয়াত-৩৬)

আল্লাহ যদি কারো ভালো চান তবে তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন।

“এবং আমি অবশ্যই পরীক্ষা করে তোমাদের মধ্য থেকে মুজাহিদদেরকে এবং ধৈর্যশীলদেরকে চিনে নিব। এবং আমি তোমাদের ব্যাপার-সাপার (অর্থাৎ কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী) পরীক্ষা করে দেখব।”

(৪৭-সূরা মুহাম্মদ বা কেতাল : আয়াত-৩১)

“আর আমি অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম।”

(২৯-সূরা আল আনকবুত : আয়াত-৩)

১৬০. শাসক থেকে কাঠমিস্ত্রি

আলী ইবনুল মাইমুনিল আক্কালী নিজে একজন শাসক ও একজন হনিফার পুত্র ছিলেন। তিনি এক বিশাল গ্রামে খনাচা জীবন-যাপন করতেন। পৃথিবীর যা কিছুই তিনি পেতে চাইতেন তাই তার জন্য সহজপ্রাপ্য ছিল।

একদিন গ্রামাদের এক বারান্দা দিয়ে মিচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে মাঠে একলোক কঠোর পরিশ্রম করছে। আলী পরপর কয়েক দিন তার প্রতি অধিক থেকে অধিকতর মনোযোগ দিলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে সে সারাটা সকাল কাজ করার পর একটু বিরতি নেয় ও তখন অঙ্কু করে দু’রাকাত সালাত আদায় করে, কেবলমাত্র সন্ধ্যা হলেই সে তার কাজ ছাড়ে ও বাড়িতে তার পরিবার পরিজনদের কাছে যায়। তার সম্বন্ধে আরো কিছু জানার জন্য আলী একদিন তাকে দাওয়াত করলেন ও তাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি শীঘ্রই জেনে নিলেন যে কয়জের লোকটির একজন স্ত্রী, দু’জন বোন ও একজন মা আছেন। এবং এদের সবলকেই তার দেখা চনা করতে হয়। আর তাদের জন্যই তাকে এতটা অধাবসায়ের সাথে কাজ করতে হয়।

তিনি (সে কর্মচারীটি) সারাদিন রোযা রাখতেন ও সন্ধ্যা হলে দিনের উপার্জিত অর্থ দ্বারা (খাদ্য জরুর করে) রোযা ভাঙতেন। আলী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার কি কোন অভিযোগ আছে?” তিনি উত্তর দিলেন, “না, সকল প্রশংসা সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আগ্রাহর জন্যই।”

এই সামান্য কর্মচারীর কথায় আলী এতটাই অতিক্রান্ত হয়ে পড়লেন যে, তিনি রাজপ্রাসাদ ও রাজপন ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি দিলেন। কয়েক বছর পরে তাকে খোরাসানের নিকটবর্তী জঞ্চলে মৃত পাওয়া গিয়েছিল। তিনি

কাঠমিরি হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং তার মৃত্যুর জীবনে তিনি এমন সুখ পেয়েছিলেন যা তার আগের জীবনে তার নিকট সম্পূর্ণ অভাব ছিল।

“পক্ষান্তরে যারা সংগঠে চলে আসতাহ তাদের সংগঠে চলার ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে তাদের (প্রাপ্য) তাকুওয়া দান করেন।”

(৪৭-সূরা মুহাম্মদ বা কেতাল : আয়াত-১৭)

এ ঘটনা আমাদের আসহাবে কাহাফের ঘটনা মনে করিয়ে দেয়। তারা এক রাজার নিকট তার রাজপ্রাসাদে থাকত। তবুও তারা নিজেকে সৎকীর্তি। বিধায়িত ও সমস্যায়িত মনে করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনাঢ্য জীবনে কুসুরী ও অশুচ্য গ্রাধান্য পায়। তাই তারা সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। তাদের একজন বলেছিলেন : “অতএব তোমরা ওহায় আশ্রয়গ্রহণ কর, তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য তার ময়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের কাজকে কার্যকর করার বন্দোবস্ত করবেন। (অর্থাৎ তিনি তোমাদের প্রয়োজনীয় খাবার, বাসস্থান ইত্যাদি তোমাদেরকে দিবেন।)

(১৮-সূরা আল কাহফ : আয়াত-১৬)

১৬১. যাদের সঙ্গ দুর্বিসহ তাদের সঙ্গ শাস্তি নষ্ট করে

যাদের সঙ্গ বিরক্তিকর ও অশ্রীতিকর তাদেরকে ইসলামী পবিত্রবর্ণের লেখা কিতাবাদিতে তুর্হি তুর্হি জায়গায় ‘দুর্বিসহ’ বলা হয়েছে। তারা এমন লোক যাদের সঙ্গ অসহ্যকর। ইমাম আহমদ তাদেরকে বিনম্রাঙ্গী বা অস্তিনব লোক বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে তারা সমাজের বোকা লোকজন। আবার কেউ কেউ এদেরকে অমার্জিত লোকজন বলে আখ্যায়িত করেছেন। অথবা তারা হলো নিকস ও বৈচ্ছিন্ন (চরিত্রের) লোকজন।

“তারা যেন (দেয়ালে) ঠিকান কাঠের গুঁড়ি।” (৬৩-সূরা অব ফুরকান : আয়াত-৪)

“অতএব এসব লোকদের কী হলো যে তারা কোন কথা বুঝার উপক্রম করে না।” (৪-সূরা আল মিসা : আয়াত-৭৮)

ইমাম শাফী বলেছেন-

“যখন কোন ছোকাগোক আমার পাশে বসতে আসে, তখন আমার মনে হতে থাকে যেন তার সাহচর্যের কারণে তার নিচের মাটি ভেবে যাচ্ছে।”

আল আ'যাশ এ ধরনের লোক দেখলে তেলাওয়াত করতেন—

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে শান্তি দূর করুন। আমরা অবশ্যই ইমানদার (হব)!” (৪৪-সূরা আদ নোখান : আয়াত-১২)

মহান আল্লাহ বলেছেন—

“আর যারা আয়াতসমূহ নিয়ে বাজে কথায় লিপ্ত হয় আপনি তাদেরকে দেখলে এড়িয়ে চলুন ...।” (৬-সূরা আল আদ'আম : আয়াত-৬৮)

“অতএব, তোমরা তাদের সাথে বসবে না।” (৪-সূরা আদ নিসা : আয়াত-১৪০)

তপস্বী লোকজনের উদ্দেশ্য নীচুমানের এবং যারা সহজেই তাদের আকাঙ্ক্ষার কাছে হার মানে তাদের সাহচর্য সর্বাপেক্ষা বেশি অসহ্যকর।

“অতএব যতক্ষণ না তারা অন্য কথা বলতে শুরু করে ততক্ষণ তোমরা তাদের সাথে বসবে না, (অন্যথায়) তোমরাও অবশ্যই তাদের মতো হয়ে যাবে।” (৪-সূরা আদ নিসা : আয়াত-১৪০)

একজন আরবী কবি বলেছেন—

أَلَيْسَ بِهَذَا نَقِيبٌ وَنَقِيبٌ وَنَقِيبٌ

أَتَيْتُ فِي الْمَقْظَرِ إِنْسَانٌ وَفِي الْمِيزَانِ نَقِيبٌ

“এই যে তুমি তো জারী, মোটা ও বিশাল দেহী, তুমি দেখতে মানুষ অথচ ওজনে হালী।”

ইবনুল ক্বায়িম বলেছেন—

“অসহ্যকর কোন লোকের কথা যদি তোমাকে জোর করে শুনানো হয় তবে তুমি তার কথা কান দিয়ে শুনিও কিন্তু মন দিয়ে গ্রহণ করিও না এবং তোমার মন নিয়ে তুমি অন্যত্র চলে যেও (অর্থাৎ তার কথায় মন দিও না)। যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাকে তার সহ ত্যাগ করে যাবার পথ করে দেন ততক্ষণ তুমি তার কথা শুনেও শুনবে না ও তাকে দেখেও দেখবে না।”

“এবং আপনি তার অনুসরণ করবেন না যার অন্তরকে আমি আমার স্বরণ বা জিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আর কাজ কর্ম লাগামহীন।” (১৮-সূরা আল কাহাফ : আয়াত-২৮)

১৬২. দুর্বোধ্যস্তদের জন্য

হাদীস আছে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেন -

“যদি আমি কারো কাছ থেকে তার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নিই আর তখন যদি সে ধৈর্যসহকারে আমার কাছ থেকে পুরস্কার আশা করে তবে আমি তাকে এর বদলে পুরস্কার স্বরূপ জ্ঞানাত দান করব।”

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেন-

“আমি যাকে তার দু’টি শির কতুর ব্যাপারে পরীক্ষা করেছি (অর্থাৎ আমি যার দু’ চোখের দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নিয়েছি) তাকে আমি এর বদলে জ্ঞানাত দিয়ে পুরস্কৃত করব।”

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ .

“বৈশ্বনা, চক্ষু অন্ধ হয় না, বরং, বন্ধস্থিত আত্মাই অন্ধ হয়।”

(২২-সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-৪৬)

তিরমিযী পরীক্ষে একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন “আল্লাহ যখন তাঁর কোন ইমানদার বান্দার হেলেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে তখন তিনি তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলেন : “তোমরা আমার ইমানদার বান্দার হেলেকে ছিনিয়ে নিয়েছ।” তারা উত্তর দেয় “হ্যাঁ”। তারপর আল্লাহ বলেন “তোমরা কি তার হৃদয়ের মনিকে ছিনিয়ে নিয়েছ।” তারা উত্তর দেয় “হ্যাঁ”। তখন আল্লাহ বলেন : “আমার বান্দা কি বলল।” তারা উত্তর দেয়, “সে আপনার প্রশংসা করল এবং বলল, আমরা সবাই আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহর দিকেই আমাদের প্রত্যাভর্তন।” তখন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদেশ করেন জ্ঞানাত আমার বান্দার জন্য একটি বাড়ি তৈরি কর এবং এর নাম দাও “প্রশংসাগৃহ।”

إِنَّمَا يُرَفِّقُ الصَّابِرُونَ آخِرُهُمْ بِفَتْحٍ حَسَابٍ .

“তুমুহা বৈধ্বনীলদেরকে তাদের পুরস্কার বেহিসাবে পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে।”

(৩৯-সূরা আব যুমার : আয়াত-১০)

“তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে তাই তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।”

(১৬-সূরা রা'আদ : আয়াত-২৪)

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন।

(২-সূরা বা'কার : আয়াত-২৫০)

“এবং (হে মুহাম্মদ!) আপনি ধৈর্য ধরুন, আর আপনার ধৈর্য তো আল্লাহর সাহায্যেই হইবে থাকে।” (১৬-সূরা আন নাহল : আয়াত-১২৭)

“অতএব (হে মুহাম্মদ!) আপনি ধৈর্য ধরুন নিশ্চয় আল্লাহর অধীকার সত্য।

(৩০-সূরা আর রুম : আয়াত-৬০)

নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“নিশ্চয় পরীক্ষার গুরুত্ব অনুসারেই পুরস্কারের গুরুত্ব হয়ে থাকে, বাস্তবিকই আল্লাহ যদি কোন আত্মিকে ভালোবাসেন তবে তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন। যে এতে রাজি বা সন্তুষ্ট থাকে তাঁর জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি আর যে এতে হুঁক হয় তাঁর জন্য রয়েছে পদব।” যখন নূরুপ আঘাত হানে তখন ধৈর্য, তাক্বীর ও আল্লাহর শুক থেকে পুরস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। আর আমাদের একমাত্র জানা উচিত যে, যিনি এভাবে দান করেছেন, তিনিই তো নিয়েছেন।

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা যেন আমানতকে তার মালিকের নিকট দিয়ে দাও।” (৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-৫৮)

একজন আরবী কবি বলেছেন—

وَمَا السَّالُ وَالْأَخْلَوْنَ إِلَّا وَدِيعَةً * وَلَا بُدَّ بَوْمًا أَنْ تَرَوُا الْوَدَاعَ.

“সংশদ ও পরিবার তো তথুয়াক্ত কণককণ, একদিনতো অবশ্যই স্বপ পরিশোধ করতে হবে।

১৬৩. তাওহীদের সুফল

আপনি যখন অত্যাচারের শিকার হন তখন আপনার জীবনে অবশ্যই তাওহীদের সুফল দেখা দেয়। একথা মনে রাখবেন যে, অন্যেরা যখন আপনাকে আঘাত করে তখন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আপনাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করবে।

১. আল্লাহর প্রতি আপনার পাকা ইমান থাকলে আপনার প্রতি যে ব্যক্তি জুলুম করেছে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এর চেয়ে আরো ভালো তার জন্য স্তম্ভ কামনা করা। শুধুমাত্র ক্ষমা করে দেয়া বা শুধুমাত্র স্তম্ভ কামনা করার চেয়েও আরো ভালো, উচ্চতম ও সর্বোত্তম স্তর হলো তার কোন উপকার করা বা তাকে কোনভাবে সাহায্য করা। ক্ষমার প্রথম পর্যায় হলো বীর জেধ দমন করা, এর অর্থ হলো আপনি আঘাতের বদলে আঘাত নিচ্ছেন না। তারপর আসছে সত্যিকার ক্ষমা- যার অর্থ হলো ক্ষমা করা, কোনরূপ অস্তম্ভ ইচ্ছা বা কামনা পরিত্যাগ করা। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে আসছে কল্যাণ করা তথা আপনার যে ক্ষতি করা হয়েছে কোন ভালো কাজের মাধ্যমে বা (অত্যাচারীকে) দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তার ক্ষতি পূরণ করা।

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَالْكُفَّيْنِ الْغَيِّظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ - وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ.

“যারা জেধ দমন করে এবং অন্যদেরকে ক্ষমা করে; আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।” (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৪)

“আর যে নাকি ক্ষমা করে দেয় এবং আপোষ মীমাংসা করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকটই আছে।” (৪২-সূরা আশ শূরা : আয়াত-৪০)

“তারা যেন (তাদেরকে) ক্ষমা করে ও (জান্নতের) দোহ উপেক্ষা করে।”

(২৪-সূরা আন নূর : আয়াত-২২)

বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَمِلَ مَنْ وَأَنْ أَغْفِرَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي وَأَنْ
أُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي.

“যে ব্যক্তি আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল করেছে তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক করতে, যে আমার সাথে অন্যায় আচরণ করেছে তাকে ক্ষমা করে দিতে এবং যে আমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে দান করতে আত্মাহ অবশ্যই আমাকে আদেশ করেছেন।”

২. ডক্টরীর প্রতি আপনার ইমান পাকা হবে। অন্য কথায় আপনি বুঝতে পারবেন যে, যে ব্যক্তি আপনার সাথে অন্যায় আচরণ করেছে সে তা আত্মাহর পূর্ব নির্ধারণী ও বিধান অনুসারেই করেছে।

মানুষ তো উপায় মাত্র, কিন্তু তিনি বিধান করেন ও সিদ্ধান্ত নেন তিনি হলেন আত্মাহ। সুতরাং আপনার ইচ্ছাকে তাঁর সমীপে সমর্পণ করুন।

৩. আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনার যে কতি হয়েছে তাতে আপনার গুণ কমা হয়েছে এবং এর ফলে আত্মাহর দরবারে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে।

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي
وَقُتِلُوا وَقَاتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ.

“অতএর দ্বারা হিজরত করেছে এবং নিজেদের ঘর-বাড়ি হতে বিতাড়িত হয়েছে ও আমার পথে নির্বাসিত হয়েছে এবং হত্যা করেছে ও নিহত হয়েছে অর্থাৎ অবশ্যই তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিব।”

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৯৫)

মুসলিমগণ একথা বুঝতে পারে যে, জীবনে শত্রুতার আতন বিভ্রান্তি এক বুদ্ধিমত্তার কাজ।

কুরআনের অর্থায়-

إِدْقِعْ بِالنِّسْيِ مِنْ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ
وَلَّى خَيْمًا.

“উত্তম জিনিস দ্বারা হৃদয়ে দূর কর, যাতে তোমার মাঝে ও যে তোমার
সাথে শত্রুতা করে তার মাঝে এমন সম্পর্ক হয়ে যায় যেন সে তোমার
অন্তরঙ্গ বন্ধু।” (৪১-সূরা হা-মীম-আল-শারহা: আয়াত-৩৪)

অর্থাৎ আব্বাহ মুমিনদেরকে জেনেধের সময় ধৈর্য ধরতে এবং দ্বারা তাদের
সাথে মন্দ আচরণ করেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন।

“যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলিমপণ নিরাপদ থাকে সেই একুত
মুসলমান।”

পূর্বোক্ত আয়াতের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আপনার ক্ষতি করে বিনিময়ে
আপনার উচিত তার সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা ও কোমল কথা বলা।
এভাবে আপনি তার অন্তর থেকে ঘৃণার আগুন নিভিয়ে দিতে পারবেন।

কুরআনের অর্থায়-

“আমার বান্দাদেরকে যা উত্তম তা বলতে বলুন, নিশ্চয় শরাতান তাদের মাঝে
বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে।” (১৭-সূরা বনী ইসরাইল: আয়াত-৫৩)

৪. আপনি আপনার কৃতি-বিদ্বাতি সম্বন্ধে জানতে পারবেন। অন্য কথায়
আপনি একথা বুঝতে পারবেন যে, আপনার পাপের কারণেই একজন লোক
আপনার ক্ষতি করার সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছে।

“কি ব্যাপার! বর্ণন তোমাদের নিকট একটি বিপদ আসল তখন তোমরা
বলালে, “এটা কেননা হতে আসল? অর্থাৎ পূর্বে তোমরা (তোমাদের শত্রুদের)
বিভিন্ন বিপদ ঘটিয়ে ছিলে।” আপনি (হে মুহাম্মদ) (তাদেরকে) বলে দিন যে,
এটা (তোমাদের পাপের কারণে) তোমাদের নিজদের থেকেই এসেছে।”

(৩-সূরা আল ইমরান: আয়াত-১৬৫)

“আর তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে তা তোমাদের নিজ কৃত কর্মের ফলেই
ঘটে।” (৪২-সূরা আল শূরা: আয়াত-৩০)

৫. আপনি বন্ধন অভ্যাচারিত হন তখন আপনাকে অভ্যাচারী না বানিয়ে অভ্যাচারিত বানানোর কারণে আল্লাহর প্রশংসা করুন ও তাঁর শোকরিয়া আদায় করুন। অবশ্যের কতিপয় ধার্মিক পূর্বসূরী বলেছেন-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مَطْلُوْبًا لَا ظَالِمًا.

“হে আল্লাহ! আমাকে অভ্যাচারী না বানিয়ে বরং অভ্যাচারিত বানান।”

আদম (আ)-এর দু'ছেলের একজন অপরজনকে বা বলেছিল একথা সে কথার মতো। (আব তা হলো)

لِيَنْزِلَ سَطَطٌ اِلَىٰ يَدِكَ لِتَقْلُبَنِيْ مَا اَقَابَ بِاَسْطِ يَدِي الْاَيْتُكَ
لَا اُفْلِكَ. اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

“যদি তুমি আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াত তবে আমি তোমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াবো না; নিশ্চয় আমি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিশাপক আল্লাহকে ভয় করি। (৫-সূরা মাদিলা : আয়াত-২৮)

৬. যে আপনাকে আঘাত করেছে তার প্রতি আপনার করুণা প্রদর্শন করা উচিত। সে আপনার অনুকম্পা ও করুণার পাত্র। মন্দ কাজে তার পৌ ও মুসলমানকে আঘাত না করার জন্য আল্লাহর যে আদেশ তা প্রকাশ্যে অমান্য করার কারণে সে আপনার কোমলাচরণ ও অনুকম্পার পাত্র। সম্ভবত আপনি (এমন আচরণ করে) তাকে পতন বা ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবেন। (আর তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করাই তার প্রতি প্রকৃত অনুকম্পা প্রদর্শন। -অনুবাদক)

নবী করীম ﷺ বলেছেন-

“অভ্যাচারী বা অভ্যাচারিত যাই হোক না কেন তোমার ভাইকে সাহায্য কর।” (অভ্যাচারিতকে সাহায্য করার অর্থ আশা করি সকলেই বুঝি। কিন্তু অভ্যাচারীকে সাহায্য করার অর্থ হলো সদাচারের মাধ্যমে তাকে অভ্যাচার করা থেকে বিবত রাখা ও ফলে তাকে আল্লাহর পয়ব ও ধ্বংস থেকে বাঁচতে সাহায্য করা। -অনুবাদক)

যখন মিসজাহ আবু বকর (রা)-এর মেয়ে আয়েশা (রা)-এর সমানে কলঙ্ক আয়োণ করেছিল তখন আবু বকর (রা) মিসজাহকে আর কোনরূপ সাহায্য না করার অসীকার করেছিলেন। মিসজাহ পরীষ হাকার কারণে আবু বকর (রা) আর অন্য খবর করতেন ও তাকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন।

এ পরিস্থিতিতে আব্রাহ তৎক্ষণাৎ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন-

وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُوا الْقَتْلِ بِثُكْمٍ وَالسَّمْعِ أَنْ يُمُوتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمُسْكِبِينَ وَالْمُهْجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
وَلْيَغْفِرُوا وَلْيَصْفَحُوا . أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ .

“তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহ দেন ও অবস্থা সম্পন্ন তারা যেন নিকটাত্মীয় দরীদ্রদেরকে ও আব্রাহর রক্তায় হিংস্রতকারীদেরকে দান ও সাহায্য সহযোগিতা না করার শপথ না করে। তারা যেন (তোমাদেরকে) ক্ষমা করে দেয় ও (তোমাদের সাথে) আশোষ-মিমাংসা করে নেয়। তোমরা কি এটা ভালোবাসিনা যে আব্রাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন?”

(২৪-সূরা আন নূর : আয়াত-২২)

আবু বকর (রা) বললেন : হ্যাঁ, আব্রাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন- এটাই আমি ভালোবাসি।

এরপর তিনি মিসজাহের জন্য খরচ করা শুরু করে দিলেন এবং তিনি তাকে ক্ষমাও করে দিলেন।

উম্মাইনাহ ইবনে হিন্দ উমরকে (রা) বলেছিল, “হে উমর! একি ব্যাপার! আব্রাহর কসম, তুমি আমাদেরকে উদারভাবে দিচ্ছ না ও তুমি আমাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফরসালা করছ না।”

একথা শুনে উমর (রা) তার প্রতি কষ্ট হয়ে তাকে শাস্তেজ্ঞা করার সিদ্ধান্ত নিলেন (তার দিকে ভেঙে পেলেন), এমন সময় হুসর ইবনে কারস বললেন, “হে আমীরুল মুমিনীন, আব্রাহ বলেন-

“ক্ষমা প্রদর্শন কর, সংকাজের আদেশ নাও এবং অঙ্গদেরকে এড়িয়ে চল (অর্থাৎ তাদের শক্তি দিওনা।)” (৭-সূরা আল আরাফ : আয়াত-১৯৯)

পরবর্তীতে হুজুর ইবনে কারস বলেছেন-

“আল্লাহর কসম, উমর (রা) এ আঘাত অমান্য করেনি এবং সর্বদাই (আল্লাহর সীমাক্রান্ত করা থেকে) বিরত থেকেছেন ও আল্লাহর কিভাবে যা আছে তার অনুসরণ করেছেন।

নবী ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন-

“আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই; আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।” (১২-সূরা ইউসুফ : আয়াত-৯২)

নবী করীম ﷺ যখন বিজয়ী বেশে মক্কাতে ফিরে এলেন তখন তিনি কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের সেন্সর সুখ দেখতে গেলেন যারা তাঁকে আঘাত দিয়েছিল, তাঁকে ধীরে মাক্কাভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল। (কিন্তু তিনি তাদের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে বরং) তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন : যাও। কেননা, তোমরা দ্বাধীন।

নবী করীম ﷺ বলেছেন-

“কুত্তিতে বিজয়ী ব্যক্তি শক্তিশালী নয় বরং যে ব্যক্তি ক্ষেমের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ (আত্মসংবরণ) করতে পারে সেই শক্তিশালী।”

এক আরব কবি বলেছেন-

“যদি তুমি ঈমানদারদের সঙ্গে থাক তবে তাদের সাথে আত্মীয়ের মতো কোমল আচরণ করিও।”

আর কারো সকল জুল-একটি ধরিও না, যদি ধর তবে তুমি বহুহীন জীবন কাটাতে।” কেউ কেউ বলেছেন যে ইব্রীল শরীফে লিখা আছে-

اِغْفِرْ لِمَن اٰخْطَا عَلَيْكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ .

“Forgive seven times the one, who wronged you once.”

“যে তোমার সাথে একবার অন্যায় আচরণ করেছে তাকে সাতবার ক্ষমা কর।”

অর্থাৎ যে তোমার সাথে একবার অন্যায় আচরণ করেছে, তুমি ধর্ম বন্ধার্থে ও তোমার আত্মাকে নির্মল রাখতে তাকে সাতবার ক্ষমা করে দাও। প্রতিশোধ

এছাড়াও তুমিই মনের শক্তি, মিল্লা, মনের স্থিতি ও শক্তিই দূর করতে পারে, কিন্তু অন্যের কোন কিছু ছিনিয়ে নিতে পারে না।

“কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করে ও আপোষ মীমাংসা করে আল্লাহর নিকট তার পুরস্কার রয়েছে।” (৪২-সূরা আশ শূরা : আয়াত-৪০)

তারতীয় প্রবাদে আছে—

“যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক বীর যে নাকি একটি নগরকে জয় করে।”

“অবশ্যই মানব মন মন্দকর্ম (বা অপরাধ) প্রবণ।”

(১২-সূরা ইউসূফ : আয়াত-৫৩)

১৬৪. আপনার ভিতরের ও বাহিরের যত্ন নিন

যার আত্মা শক্তির সে পরিষ্কার পোশাকাদি পরিধান করে। কোন কোন জ্ঞানী লোক এমনকি একথাও বলেছেন যে—

“যখন কারো পোশাক ময়লা হয়ে যায় তখন তার আত্মাও পোশাককে অনুসরণ করে (অর্থাৎ পোশাকের মতো ময়লা হয়ে যায়)।”

অনেক লোকের বিরক্তির মূল কারণ হলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকা, অপোছালো থাকা ও নিয়মনিষ্ঠ না থাকা; আর অন্যদের বিরক্তির কারণ হলো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ময়লা পোশাকাদি ও নোহুয়া সুত্ব।

এ বিশ্ব জগৎ নিয়মভিত্তিক পরিচালিত। আসলে আমাদের ধর্মের গভীরতা ও রাজ্য সত্যিকারভাবে বুঝতে হলে আমাদের এ কথা বুঝা উচিত যে, ছোট বড় উভয় বিষয়েই আমাদের জীবনকে নিয়মভিত্তিক করার জন্য এ ধর্ম এসেছে। আল্লাহর সব কিছুই (অর্থাৎ সকল বিধানই) একটি মাত্রা অনুপাতে আছে।

তিরমিযী শরীফে নিম্নোক্ত হাদীসটি আছে—

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.

“নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন।”

ইমাম বোখারী তার সহীহ কিতাবে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন-

“সকালে একদিন গোসল করা, মাথা ও শরীর ধোয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর বাধ্যতামূলক।”

সর্বাপেক্ষা কম যতটা আশা করা যায় এটা (সকালে একদিন গোসল করা) হলো তা। আমাদের কিছু কিছু ধার্মিক পূর্বসূরী প্রতিদিন একবার গোসল করতেন, যেমনটা উসমান ইবনে আফফান (রা) সবক্ষে আমাদের নিকট খবর পৌঁছেছে।

“এতো গোসলের সুশীতল পানি ও (প্রাণরক্ষাকারী) পানীয়।”

(৩৮-সূরা ছোয়াফা : আয়াত-৪২)

দাড়ি রাখা, মোছ ছাঁটা, নখ কাটা, নীত মাজা, আন্তর মাখা, কাপড় ধোয়া ও সাধারণত বাহ্যিক আকৃতির যত্ন করা পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক কাজ। এসব স্বাস্থ্যকর কাজ করলে আরাম ও ভালো বোধ করা যায়। সাদা গোশাক পরাব পরামর্শও দেয়া হয়েছে। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন-

“সাদা গোশাক পরিধান কর ও মৃতের কাফন হিসেবে সাদা কাপড় ব্যবহার কর।”

আপনার উচ্চিষ্ট ছোট একঝানা নেটবুকে আপনার কাজ-কর্মকে পড়াব, ইবাদত করার, ব্যায়াম করার ও ইত্যাদির সময় নির্ধারণ করে সুনিয়ম করে রাখা।

“প্রত্যেক বিষয়ের নির্দিষ্ট সময় (আল্লাহ নিকট) লিখিত আছে।”

(১৩-সূরা রাত : আয়াত-৩৮)

“আমার নিকট প্রত্যেক বছর ভাগর আছে এবং আমি তা নির্দিষ্ট পরিমাণ হাঙ্গা নাখিল করি না।” (১৫-সূরা হিজর : আয়াত-২১)

কংগ্রেসের লাইব্রেরিতে এক বিশাল বিরাজন মুদ্রাচ্ছে ও তাতে লিখা আছে-

“এ বিশ্বজগৎ নিয়মভিত্তিক পরিচালিত।” একথা সত্য। কেননা, ঐশী ধর্ম সকল কাজ কর্মে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ভাবসাম্যতার দাবি করে।

আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ বিশ্বজগতের কাজকর্ম খেল-ভাষাশার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত নয় বরং পূর্ব নির্ধারিত বিধান, পরিমাণ ও শৃঙ্খলার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত।

“চক্রে-সূর্য হিগব মতে চলে।” (৫৫-সূরা আন রাহমান : আয়াত-৫)

“সূর্যের মাথা নেই চন্দ্ৰের নাশাল পায়, আর রাত ও দিনকে অতিক্রম করতে পারবে না। আর প্রত্যেকেই (বার বার নির্দিষ্ট) কক্ষপথে পরিত্রমণ করছে।”

(৩৬-সূরা ইয়াসিন : আয়াত-৪০)

“আর চন্দ্ৰের জন্য আমি বহু ঘাঁটি নির্ধারণ করে দিয়েছি (এগুলো অতিক্রম করতে করতে) অবশেষে তা গর, বরফ, পুণ্ডন পৌঁছোয় তাগের মধ্যে হয়ে যায়।”

(৩৬-সূরা ইয়াসিন : আয়াত-৩৯)

“এবং আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন বানিয়েছি। পরে আমি রাতের চিহ্নকে অন্ধকারময় করেছি এবং দিনের চিহ্নকে উজ্জ্বল করছি। যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ তালাশ করতে পার ও বছরের সংখ্যা ও হিসাব জেনে নিতে পার। আর আমি প্রতিটি বিষয়কে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।” (১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-১২)

“হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব কিছু অথবা সৃষ্টি করেনি; সকল মহিমা, পৌত্ত্ব, প্রশংসা ও ধন্যবাদ তোমারই গ্রাণ্য।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৯১)

আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা আমি খেল তামাশা করে সৃষ্টি করিনি। যদি আমি খেল-তামাশা গ্রহণ করতে চাইতাম। তবে তা আমি আমার গন্ধ থেকেই গ্রহণ করতাম, কিন্তু আমি তা করিনি।”

(২১-সূরা আল জিন্না : আয়াত-১৬, ১৭)

“এবং (হে হুদয়দ!) আপনি বলে দিন : তোমরা ভালো কাজ কর।”

(৯-সূরা তাওবা : আয়াত-১০৫)

যখন কোন মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীকে খ্রিস্টের হুকুমদেবের নিকট চিকিৎসার জন্য আনা হতো তখন তারা এ রোগীকে বাহার ও বাপান করতে বাধ্য করত। অল্প কিছু সময় কাটতে না কাটতেই এ রোগী সুস্থ হয়ে যেত।

হস্তশিল্পী ব্যকসায়ীর অন্যদের তুলনায় বেশ সুখী। ধীর ও শান্ত। আপনি যদি শ্রমিকদেরকে দক্ষ্য করেন তবে আপনি তাদের শরীরে শক্তি ও মনের শক্তি দেখতে পাবেন। এতদুভয়ই সন্তুষ্টির ফলে আসে। আর সন্তুষ্টি আসে নড়াচড়া ব্যায়াম ও কাজের মাধ্যমে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ .

“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অক্ষমতা ও অলসতা থেকে মুক্তি চাই।”

১৬৫. আল্লাহর নিকট আশ্রয় চান

আল্লাহ : একমাত্র মহান ও মহিমাবিত্ত নাম । এর শব্দের মূল থেকে আমরা বিশেষ অর্থ শিখতে পারি । কেউ কেউ বলেন **أَلِلَّ** শব্দ **أَل** ধাতু থেকে এসেছে । এর অর্থ হলো যাকে মানুষের অন্তর ভালোবাসে, যাতে তারা শান্তি পায়, সুখী হয় আর অতিমুখী হয় ও যাকে উপাস্য বা প্রভু হিসেবে মান্য করে । অবশ্য তিনি ছাড়া অন্যের নিকট শান্তি পাওয়াও অসম্ভব । এ কারণেই রাসূল ﷺ (তাঁর কন্যা) ফাতেমা (রা)-কে দুর্দশগ্রস্ত লোকের (জন্য পঠিতব্য) দোয়া শিখিয়ে দিয়েছিলেন । (আর তা হলো)

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

অর্থঃ “আল্লাহ আল্লাহই আমার প্রতিপালক, আমি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করি না ।”

“বল “আল্লাহই (এটি অবতীর্ণ করেছেন) অতপর তাদেরকে তাদের নিরর্থক কথাবার্তার খেলায় ছেড়ে দাও ।” (৬-সূরা আল আন’আম : আয়াত-৯১)

“তিনি তাঁর বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী” । (৬-সূরা আল আন’আম : আয়াত-১৮)

“আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি পরম করুণাময় ও দয়ালু ।”

(৪২-সূরা আল হূর : আয়াত-১৯)

“তারা আল্লাহকে যথোচিত সন্মান প্রদর্শন করেনি । অথচ কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীটা তাঁর হাতের মুঠোর থাকবে এবং আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে গোটানো অবস্থায় থাকবে । তারা (তাঁর সাথে) যা কিছু শরীক সাব্যস্ত করে তিনি তা থেকে পবিত্র ও তার উর্ধ্বে ।” (৩৯-সূরা আয হুম্বার : আয়াত-৫৭)

“লিখিত দফতর যেভাবে গুটানো হয় সেদিন আমি আকাশকে সেভাবে গুটিয়ে ফেলব ।” (২১-সূরা আল আফিয়া : আয়াত-১০৪)

“নিশ্চয় আল্লাহ আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে আঁকড়িয়ে (ধরে) রেখেছেন যাতে সেগুলো টলে না যায় ।” (৩৫-সূরা ফাতির : আয়াত-৪১)

১৬৬. আমি আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান রাখি

যে সকল বিষয় ঈমানদারদের সুখ করে আনে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়া, তাঁর উপর নির্ভর করা, তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা ও তার রক্ষণাবেক্ষণে সতৃপ্ত থাকা।

“তঁার মতো কোন কিছুর কথা কি তুমি জানা?” (১৯-সূরা মাইয়াম : আয়াত-৬৫)

“নিশ্চয় আল্লাহই আমার অভিভাবক যিনি কুবতান অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি লক্ষ্যকর্মীদের অভিভাবকত্ব করেন।” (৭-সূরা আল আরাক : আয়াত-১৯৬)

“জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন ক্ষয় নেই এবং তারা হত্যাশও হবেন না।” (১০-সূরা ইউনুস : আয়াত-৬২)

আল্লাহর বন্ধু হওয়াই যারা (মুমিন, মুসলিম) আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে অভ্যন্তরিত করে, সকল প্রকার পাপ ও মন্দ কাজ যা আল্লাহ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহকে অভ্যন্তরিত আলোচনায় এবং আল্লাহ যে সব আলোকায়ন করতে আদেশ করেছেন তা সম্পাদন করে।

১৬৭. তারা তিনটি বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন

টেনশন ও মানসিক রোগ সংক্রান্ত বই পুস্তক পড়ার মনোযোগের সাথে পাঠ করার পর আমি যে বিষয়টি দেখতে পেলাম তা হচ্ছে— মুসলিম বিজ্ঞানজ্ঞরা (আলেমরা) আরোপ্যকারীর জন্য তিনটি বিষয়ে একমত। (আর তা হলো)

১. আল্লাহর ইবাদত করার মাধ্যমে, তাঁর আনুগত্য করার মাধ্যমে এবং সুবে-দুগবে সর্বাবস্থায় তাঁর মুখাপেক্ষী থাকার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা উচিত। আর এটাই ঈমান, প্রধানতম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ বিচার্য বিষয়।

نَاصِبُهُ رَاضِيًا لِّعِبَادَتِهِ هَذَا تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا .

“অতএব তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যশীল থাক। তাঁর মতো কোন কিছুর কথা কি তুমি জানা?” (১৯-সূরা মাইয়াম : আয়াত-৬৫)

অবশ্যই তাঁর মতো, তাঁর সমকক্ষ ও তাঁর সমতুল্য কেউই নেই এবং তাঁর কোন শরীক নেই।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“তাঁর মতো কিছুই নেই বরং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।”

(৪২-সূরা আশ শুরা : আয়াত-১১)

২. অতীতের দুঃখজনক ঘটনাবলিকে অবশ্যই ভুলে যেতে হবে। অতীতের দুঃখদায়ক ঘটনাসমূহকে মনে করলে শুধু বেদনাই পাওয়া যায়— তা শুধু বেদনাই বৃদ্ধি করে। একতরফে অবশ্যই ভুলে যেতে হবে এবং স্মৃতির পাতা থেকে মুছে ফেলাতে হবে। একাত্তরে প্রতিটি নতুন দিনের জন্য একটি করে নতুন জীবন শুরু করতে হবে।

৩. ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। বা কিছু এখনও ঘটেনি তা গায়েবের বিষয়। সুতরাং এটা ঘটছে আশ পর্বত এটাকে একাকী রেখে বিন (অর্থাত্ এ নিয়ে আশাম দুশ্চিন্তা করবেন না)। বিশেষ করে ভবিষ্যৎবাণী, দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা দ্বারা আশাম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারকে পরিহার করুন বা এড়িয়ে চলুন। আজকের সীমার মধ্যেই জীবন যাপন করা উচিত। (এ সম্বন্ধে প্রথম দিকে বিদ্বত ব্যাখ্যামূলক আপোচনা করা হয়েছে। -অনুবাদক)

আলী (রা) বলেছেন—

“(এ দুশ্চিন্তার) দীর্ঘকালীন প্রত্যাশা করা থেকে সাবধান। নিশ্চয় এটা মানুষকে তার আসল লক্ষ্যকে (পনকালকে) ভুলিয়ে দেয়।”

“এবং তারা ভেবেছিল যে, তাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না।”

(২৮-সূরা আল কাহফ : আয়াত-৩৯)

কুসংস্কার ও ভ্রান্তবে বিশ্বাস করা থেকে সাবধান।

“তারা মনে করে প্রতিটি শব্দই (হেঁ টে বা চিৎকারই) বুঝি তাদের বিরুদ্ধে (করা হচ্ছে)।” (৬৩-সূরা আল মুনাফিকুন : আয়াত-৪)

আমি এমন কিছু লোকের কথা জানি যারা বহু বছর যাবৎ এমন বিপর্যয় ও দুর্ঘটনের ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তবায়নের অপেক্ষা করে আসছে যা এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। তারা তাদের নিজস্বের অন্তরে এবং অন্যদের অন্তরে ঐতি সঞ্চার করেছে। আব্রাহাম কতই না মহান! (سُبْحَانَ اللَّهِ) আব্রাহাম কতই না পবিত্র! (তিনি যা বলেছেন তা কতইন সত্য!) এ ধরনের (ঐতি সম্বলিত) জীবন যাপন করা দুর্লভজন ও শোচনীয়। এ ধরনের লোকের উদাহরণ হলো- চীনের নির্ধ্যাতিত কারাবন্দীরা। কারাবন্দী তাদের একটি মলকূশের নিচে রাখে। সে মলকূশ থেকে প্রতি মিনিটে যাত্রা এক ফোঁটা করে পানি পড়ে। তৃষ্ণাতুর বন্দী মহিরা হয়ে প্রতিটি বিন্দু পানির জন্য অপেক্ষা করতে করতে ভান হারিয়ে ফেলে। আব্রাহাম নিমোক্ত আয়াতসমূহে দোজখীদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন-

“তাদের জন্য মুতায় ফয়সালাও করা হবে না এবং তাদের থেকে মোজর্হের আযাবও হাফা করা হবে না।” (৩৫-সূরা যাজির : আয়াত-৩৬)

“অন্তশর সেখানে মরবেও না (অন্তএব শান্তি হস্তে নিষ্কর পাবে না) এবং বাঁচবেও না (অর্থাৎ শান্তিহীন জীবন যাপন ও করবে না।)”

(৮৭-সূরা আল আ'লা : আয়াত-১৩)

“যখন তোমাদের চামড়া জ্বলে যাবে তখনই আমি তাদেরকে নতুন চামড়া সৃষ্টি করে দিব, যাতে করে তারা ভালোভাবে শান্তি ভোগ করতে পারে।”

(৪-সূরা আল নিসা : আয়াত-৫৬)

১৬৮. সীমালঙ্ঘনকারীর অন্যায় আচরণ

إِلَى الدِّيَانِ يَوْمَ الْحَشْرِ تَمْضِي * وَعِنْدَ اللَّهِ تُجْتَمَعُ الْحَصَرَمُ .

“হুশারের দিন আমরা মহা বিচারকের নিকট চলে যাব, আর সকল বিবাদীকে আব্রাহাম সামনে হাজির করা হবে।”

ইমানদারের পক্ষে ন্যায় বিচারের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে সেদিন (বিচারের জন্য) অপেক্ষা করতে থাকবে যেদিন নাকি (স্বয়ং) আব্রাহাম প্রথম ও শেষ

সৃষ্টিকে (অর্থাৎ সকল সৃষ্টিকে) একত্রিত করবেন। সে দিন খয়র আত্মাহ বিচারক হবেন আর সাক্ষী হবেন ফেরেশতারা।

“এবং আমি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করব, অতএব কারো প্রতি জুলুম করা হবে না এবং সরিষা দানা পরিমাণ (ওজনের অমূল্যও) যদি থাকে আমি তাও (দাঁড়িপাল্লায় ওজন দিতে) নিয়ে আসব।”

(২১-সূরা আল আবিয়া : আয়াত-৪৭)

১৬৯. খসরু ও বৃদ্ধা

বুখুরজামহার নামে পারস্যের এক বিজ্ঞ ব্যক্তি রাজা খসরু ও এক বৃদ্ধা রমণীর গল্প বলেছেন। বৃদ্ধার সম্পদ বলতে ছিল একটি মুরগির বাক্স ও একটি কুঁড়ে ঘর। কুঁড়ে ঘরখানা রাজপ্রাসাদের পাশে ছোট এক টুকরো জমির উপর ছিল। একদিন বৃদ্ধাকে (বিশেষ কাজে) পাশের গ্রামে যেতে হলো। যাবার আগে সে প্রার্থনা করেছিল, “হে আমার প্রভু! আমি আমার মুরগি ছানাটিকে আপনার নিকট সোপর্দ করছি (আপনি এটাকে হেফাজত করুন)।” বৃদ্ধা যখন তাঁর বাড়িতে ছিল না তখন রাজা খসরু তার রাজপ্রাসাদের বাগান বাড়ানের জন্য বৃদ্ধার সম্পত্তিকে জবর দখল করে নিল।

খসরুর সেনাবাহিনী বৃদ্ধার মুরগি ছানাটিকে জবাই করে ফেলল আর কুঁড়ে ঘরটিকে ধ্বংস করে দিল। বৃদ্ধা ফিরে এসে যখন এই হৃদয়বিদারক কীর্তি দেখল তখন সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, “হে আমার প্রভু! আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম। কিন্তু তুমি কোথায় ছিলে?” তখন সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রস্তাব কবুল কবলেন। খসরুর ছেলে একটি ছুড়ি নিয়ে তার পিতাকে হত্যা করে ফেলল। (ইমাম ইবনুল জাওলী (রহ:) তাঁর আততাবসিহাহ (الْتَبَصِرَة) নামক কিতাবে এরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন যে, বৃদ্ধার অভিযোগের পর আল্লাহ রাজপ্রাসাদকে চূরমার করে দিয়েছিলেন। -অনুবাদক)

“আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট ননা (অবশ্যই যথেষ্ট) অথচ তারা তোমাকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের ডর দেবায়। আল্লাহ হাকে পঞ্চমট করেন তার অন্য কোন পক্ষ প্রদর্শক নেই।” (৩৯-সূরা আর যুহুর : আয়াত-৩৬)

কতইনা ভালো হলো! আমরা যদি আদম (আ)-এর দু'পুত্রের সে একজনের মতো হতাম যে তার ভাইকে বলেছিল—

“যদি তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়িয়ে থাক তবে আমি তোমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াবো না। নিশ্চয় আমি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিশালক আদ্যাহকে ভয় করি।” (৫-সূরা মাযিদা : আয়াত-১৬)

নবী করীম ﷺ বলেছেন—

كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَسْكُورَ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ.

অর্থাৎ “অল্লাহর নিহত বান্দা হইও কিন্তু আল্লাহর হত্যাকারী বান্দা হইও না।” মুসলমানের একটি দ্রুত ও একটি (দর্পণীয়) বান্দী আছে যা প্রতিশোধ, হিংসা-নিবেশ ও ঘৃণার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

১৭০. একটি হুঁত আরেকটি চমৎকার গুণের কারণ হতে পারে

لَتَحْسَبَنَّ شُرَآءَكُمْ دَلَّ مُؤَخَّرًا لَكُمْ.

“এটাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করিও না, বরং এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর।” (২৪-সূরা আন নূর : আয়াত-১১)

এমন অনেক লোক আছেন বাসেবকে তাদের মাহাত্ম্যের কারণে বর্তমানে মরণ করা হয়। এসব হানীযীদেরকে তাদের চলার পথে বহু বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। তাদের অশ্রবসার বা ধৈর্য ছিল নাছোর বাস্তব মতো। তাদের কোনও এক বিষয়ে দুর্বলতা ছিল যা অন্য গুণ দ্বারা পূরণ হওয়ার দরকার ছিল (এবং তা হয়েছিলও বটে)। আতা, সাঈদ ইবনে যুবাইর, কাকাদা, বুখারী, তিরমিযী ও আবু হানীফা (রা) এদের মতো ইসলামের অনেক বড় বড় আলোমণ্ডল প্রকৃতপক্ষে আদ্যাহকৃত পোলাম ছিলেন।

অনেক ইসলামী পণ্ডিত বাসেব জ্ঞানের বিশালতা মহাসাগরসমূহের মতো ছিল তারা অন্ধ ছিলেন। তাদের মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। যেমন— ইবনে আব্বাস (রা), কাকাদা, ইবনে উম্মে মাকতুম (রা), আল আ'মশ ও ইয়াজীদ ইবনে হারন।

আধুনিক আলেমদের মধ্যে শাইখ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আল শাইখ, শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে হুমাইদ এবং শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে বায এরা সবাই অজ্ঞ।

অনেক বড় বড় আলেমগণ কোন না কোনভাবে প্রতিবন্ধী ছিলেন, কেউ কেউ ছিলেন অন্ধ, কেউ কেউ ছিলেন বধির, আবার অনেকে ছিলেন অসহীন। এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তারা পড়বতী প্রজন্মকে প্রভাবিত করেছিলেন এবং তারা মানব জাতির জন্য অবদান রাখতে পেরেছিলেন।

“তিনি তোমাদেরকে আলো দান করবেন যার সাহায্যে তোমরা (সোজা পথে) ইঁটবে।” (৫৭-সূরা আল হাদীদ : আয়াত-২৮)

একটি নামকবা বা বিখ্যাত ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীই সব কিছুই নয়। কোন ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি অর্জন করতে পারেননি বলে হতাশ হবেন না। এমনকি কোনরূপ ডিগ্রি অর্জন না করেই আপনি প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন এবং মানব জাতির জন্য বিশাল অবদান রাখতে পারবেন। অনেক বিখ্যাত ও এসিদ্ধ লোক আছেন যাদের কোন ডিগ্রি নেই। তারা তাদের জীবন চলার পথ করে নিয়েছেন এবং লৌহ মূর্ত মনোবল ও শক্ত প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে তারা দুর্লভমীম্ব বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন বা অতিক্রম করেছেন।

বর্তমান কালের আলেমদের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, ডিগ্রি ছাড়া অনেক অনেক বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ব্যক্তি রয়েছেন। শাইখ ইবনে বায, মালিক ইবনে নাবি, আল আক্বাদ, আব্বাস তানজাবী, আব্বাস বাহরাহ, আবুল আ'লা মওদুদী, আব্বাদাজী এদের সবারই এসব উপাধিবহররূপ মনে পড়ে; এরা ছাড়াও আরো অনেকে এমন রয়েছেন।

অপর পক্ষে ইসলামী বিশ্বে হাজার হাজার PHD ডিগ্রিধারী পণ্ডিত রয়েছেন যারা অজ্ঞাতই রয়েছেন এবং সমাজে তাদের কোন প্রভাব ও নেই।

“(হে মুহাম্মদ!) আপনি কি তাদের কাটকে বুঁজে পান বা তাদের ফিসফিসানি শুনে পান?” (১৯-সূরা মারইয়াম : আয়াত-৯৮)

যে ব্যক্তি যে কোন পরিস্থিতিতে সত্যই থাকে আপনি যদি তাঁর মতো হয়ে থাকেন তবে আপনার এক বিশাল ধন-ভাণ্ডার আছে।

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন—

إِذَا رُضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ-

“আল্লাহ তোমার ভাগে যা কটন করে দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক, তাহলেই তুমি সবচেয়ে ধনী মানুষ হবে।”

আপনার পরিবার, আয়-প্রোজেকার ও কাজের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। আপনি যদি এসবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তবে আপনি সুখ-শান্তি পাবেন। অন্য একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন—

أَلْغِنِي غِنَى النَّفْسِ

“আমার ধনাঢ্যতাই (প্রকৃত) ধনাঢ্যতা।”

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন : হে আল্লাহ! তাঁর অন্তরে তাঁর সম্পদ বা ধনাঢ্যতা সৃষ্টি করে দিন।”

এক লোক বলেছেন যে, একবার তিনি এয়ারপোর্টে এক টেক্সীতে উঠে ড্রাইভারকে বললেন যে তাকে শহরে নিয়ে যেতে। তিনি বলেন— “আমি লক্ষ্য করলাম যে, ড্রাইভারটি সুখী ও খোশ মেজাজী ছিল। সে সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা করছিল, তাঁর শোকবরিয়া আদায় করছিল ও তাঁর জিকির করছিল। আমি তাঁকে তাঁর পরিবার সব্বকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে, তাঁকে দু'পরিবারের খোরাক যোগাতে হয়। অর্থাৎ তাঁর মাসিক বেতন হলো ৮০০ (আটশত) রিয়ালের মতো যা এক নগণ্য অঙ্ক। তিনি ও তাঁর পরিবারকে একটি ভাঙা দালালে বাস করতে হয়। তবুও তাঁর মনে শান্তি ছিল। কেননা, আল্লাহ তাঁর জন্য যা বরাদ্দ করেছেন তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ।”

আমি এক ধনকুবেরকে চিনতাম যার শত শত মিলিয়ন বিহাল ছিল ও অনেকগুলো প্রাসাদ ছিল। তিনি তার আত্মীয়তার সম্পর্কে শোচনীয় ছিলেন। সর্বদা রাগে টগবগ করতেন ও হুজাশায় বুদ হয়ে থাকতেন। তিনি তার পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে (দূরে কোথাও) অগ্না যান। আল্লাহ তাকে যা দিয়েছিলেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না বিধায় তিনি এসব দুর্ভোগ শোয়াতে ছিলেন।

“অতপর সে আশা করে যে আমি তাকে আগ্রহে নিই। ফকনো নয়; নিশ্চয়ই সে আয়াতসমূহের উদ্ভূত বিস্ময়াজ্ঞারী বা বিরোধিতাকারী।”

(৭৪-সূরা আল মুদনছ্বির : অয়াত-১৫, ১৬)

শত শত বছর আগে আরবের মানুষ বহুভূমিতে মিরাগায় শক্তি বুজে পেরে। শক্তি বুজে পেরে অল্প ভূমিতে ও মানবীয় কাজে কারবার থেকে বহুদূরে। একজন (আরব) কবি বলেছেন—

عَوَى الذِّئْبُ فَاسْتَأْنَسْتُ بِالذِّئْبِ إِذْ عَوَى
وَصَرْتُ إِثْمَانًا فِكِذْتُ أَطْبَرُ.

“সেকড়ে বাঘ ডাকে আর আমার সে ডাক ভালো লাগে, কিন্তু মানুষ আশ্রয় করে, সে আশ্রয়স্থানে (ঘুলায়) আমি পালাবার উপক্রম করি।”

তৎকালীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাম্মদিস মুফিহান সাতরী (রা) বলেছেন—

“আমার মনে চার কোন এক অজ্ঞাত উপজ্যকায় থাকি যেন কেউ আমাকে চিনতে না পারে।”

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন—

“অভিরেই মুসলমানের উত্তম সম্পদ হবে ছাপল-ফেড়া যা নিয়ে সে ফেড়নার ভয়ে তাঁর বীন (খর্ব) ব্রহ্মাকলে বৃষ্টি বহুল এলাকায় ও পাথরের চূড়ায় চূড়ায় পালিয়ে বেড়াবে।” মুসলমানদের নিজেদের মাঝে ফেড়না ফাসাদের সময় একজন মুসলমানের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা (কাজ) হলো তাদের থেকে দূরে থাকা। যখন উমর (রা)-কে অন্যায়াভাবে হত্যা করা হয়েছিল তখন ইবনে উমর (রা), উসামা ইবনে বায়েদ (রা) ও মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমাহ আসন্ন ফিতনা থেকে দূরে ছিলেন।

আমি এমন কিছু লোককে চিনি যারা অভাব, দুর্নশা ও হতাশায়ত্ত। তাদের প্রত্যেকের পতনের কারণ হলো তারা আল্লাহ থেকে অনেক দূরে। আগনি দেখেও যে, তাদের একজন ধনী, সুখী ও সুস্থ। কিন্তু পরে সে তার প্রভুর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। সে সাদাভা আদায় করতে অবহেলা করতে শুরু করল ও পরে সে বড় বড় পাপ কাজ করতে লাগল। অতএব সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার স্বাস্থ্য ও সম্পদ ছিনিয়ে নিলেন এবং তার বদলে

দিলেন সংকট, অভাব, দুচ্ছিন্তা ও দুর্ভাবনা। সে দুর্দশা থেকে দুর্দশায় পড়ল ও নিম্নপর্ষায় থেকে আরো নিম্নপর্ষায়ে চলে গেল।

“আর যে ব্যক্তিই আত্মার জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জন্য রয়েছে সংকটময় জীবন।” (২০-সূরা হাশ্ব : আয়াত-১২৪)

“তা এ কারণে যে, আল্লাহ কোন জরতিকে যে নেয়ামত দান করেছেন তা ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পরিবর্তন করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে। (৮-সূরা আনকাল : আয়াত-৫০)

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ .

“এবং তোমাদের উপর যে সব বিপদ আসে তা তোমাদের নিজ হাতে কৃতকর্মের ফলেই আসে এবং তিনি অনেক কিছুই ক্ষমা করে দেন।”

(৪২-সূরা আশ শূরা : আয়াত-৩০)

“আর তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকতো তবে আমি গ্রহণ বৃষ্টি দান করে তাদের সমৃদ্ধ করতাম।” (৭২-সূরা অল ক্বীন : আয়াত-১৩)

আমার যদি হাদু করার ক্ষমতা থাকতো তবে আমি আপনার সমস্যা ও দুঃখ দূর করে দিতাম। যা হোক আমার সে ক্ষমতা না থাকার কারণে আপনার জন্য এমন একটি চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রেসক্রিপশন দেয়াই আমার জন্য বাধেই হবে যে প্রেসক্রিপশন মুসলিম আলোচনায় দিয়েছেন। তা হলো কোন শরীক সাব্যস্ত না করে আত্মাহুর ইবাদত করা, আপনার রিষিকের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ, সহযোগী থাকা ও এ দুনিয়ার জন্য আপনার আশা আকাঙ্ক্ষাকে কমানো।

বিখ্যাত আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমসের নিম্নোক্ত কথাগুলো আমার মনোবোধ্য আকর্ষণ করে—

“আমরা মানব জাতি আমাদের যা নেই তার চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকি এবং আমাদের যা আছে তার জন্য আমরা আত্মাহুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই না। আমরা সর্বদা আমাদের জীবনের দুঃখজনক দিক নিয়ে ভাবি কিন্তু আমরা আমাদের জীবনের আলোকিত দিকটির দিকে তাকিয়ে দেখি না। আমাদের জীবনে আমরা যা হারিয়েছি তার জন্য আমরা অনুতাপ করি কিন্তু আমাদের জীবনে যা আছে তা নিয়ে আমরা সুখী নই।”

“তোমরা যদি (আমার) তকরিয়া আদায় কর তবে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আরো অধিক (মিহামত) দান করব।”

(১৪-সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৭)

নবী করীম ﷺ সোয়া করেছেন—

وَأَعِزُّ بِاللَّهِ مِنْ نَفْسٍ لَا تَفْبَحُ.

“এবং আমি আল্লাহর নিকট এমন আত্মা থেকে পানাহ চাই যা তৃপ্ত হয় না।”

যখন কারো প্রধান চিন্তা হয় পরকাল তখন আল্লাহ তাঁর সব কিছু ভালো করে দেন এবং তাঁর অন্তরে ধনাত্মতা দান করেন এবং দুনিয়া অপসন্ন হয়ে তাঁর নিকট আগমন করে। আর যার প্রধান চিন্তা হয় দুনিয়া আল্লাহ তার কাজকর্মকে এলোমেলো করে দেন এবং তার চোখের সামনে অভাবকে প্রকট করে দেন। আর তার ভাণ্ডো যা লিখিত আছে তা ছাড়া দুনিয়া থেকে অতিরিক্ত কিছু তার নিকট আসবে না।

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, “কে আসমানসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে বশীভূত করেছে? তারা অবশ্যই উত্তর দিবে, “আল্লাহ” তবে তারা কোথায় ফিরে যাবে?”

(২৯-সূরা আল আনকাবুত : আয়াত-৬১)

১৭১. বোকাদের নিয়ে কিছু কথা

আর রিসালাহ (الرِّسَالَةُ) নামক পত্রিকায় খাইয়াত (زِيَان) কর্তৃক লিখিত কমিউনিজমের উপর এক চমৎকার প্রবন্ধ আমি পেয়েছি। রাশিয়ানরা মহাবিশ্বে এক মহাকাশযান প্রেরণ করেছিল। এ মহাকাশ যানটি ফিরে আসার পর এক নভোচরী প্রাক্তনা (Pravda - الْبِرَاقِدَا) নামক পত্রিকায় লিখেছেন—

“আমরা আকাশে চড়লাম কিন্তু সেখানে কোন প্রহু, কোন বেহেশত, কোন দোষাও কোন ফেরেশতা পেলাম না।”

উত্তরে ব্যাখ্যা লিখেছেন—

“হে লাল নাথারশাল! তোমরা বড়ই অন্ধুত। তোমরা কি ভাবছ যে তোমরা প্রকাশ্যে আল্লাহকে তাঁর সিংহাসনে বসা দেখতে পাবে? তোমরা কি

ইষ্টকারিতা করে এ কথা ভাবছে যে তোমরা জান্নাতে রেশমী শোশাক পরা ছর দেখতে পাবে? বা বেহেশতে ছাঁটিলে কাওসানের গ্রহাবহের শব্দ শুনে পাবে? বা জাহান্নাম হাদিসের শান্তি দেখা হচ্ছে তোমরা তাদের দুর্গন্ধ উৎকৃষ্ট পাবে? তোমরা যদি সত্যিই একথা ভেবে থাক তবে তোমাদের ক্ষতি ও ব্যর্থতা সবই প্রকাশ্যে দেখতে পাবে। তোমাদের পোষরাহী (বিশ্বখণ্ডামিতা) হস্তি ও বোকাটির কারণ ব্যাখ্যায় আমি যা বলতে চাই তা হলো কমিউনিজম ও তোমাদের মাখার নাস্তিকতাই এর মূল কারণ। কমিউনিজমের কোন ভবিষ্যৎ নেই এবং কোন আকাশ (ছাদ) নেই, এটি অস্বহীদ (কোয়ার) বাটুনি ও সর্বনাশিচ্ছন্ন পরিপ্রায় মাত্র।”

“তুমি কি মনে কর যে তাদের অধিকালে লোকই শুনে পায় বা বুঝতে পাবে? তারা তো কেবল চতুর্শন জন্তুর মতো, বরং তারা এদের চেয়েও বেশি পথহীন।” (২৫-সূরা আল হুত্বাশ্ব : আয়াত-৪৪)

“তাদের অন্তর আছে কিন্তু তারা তা দিয়ে বুঝতে পারে না, তাদের চক্ষু আছে কিন্তু তারা তা দিয়ে দেখতে পায় না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তারা তা দিয়ে শুনে পায় না (তারা তো কেবল চতুর্শন জন্তুর মতো, বরং তারা এদের চেয়েও বেশি বিজ্ঞাত)।” (৬-সূরা আল আনাম : আয়াত-১৭৯)

وَمَنْ يُّهِنِ الثُّنَالُ مِنْ ثَمَرِهِ

“আর আল্লাহ যাকে অপমান করেন তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না।”

(২২-সূরা আল হুত্বাশ্ব : আয়াত-১৮)

“তাদের কাজ করার মনস্ত্বিমির মরীচিকার মতো।”

(২৪-সূরা আল হুত্বাশ্ব : আয়াত-৩৯)

“তাদের কাজকর্ম অজ্ঞের মনের কাজকর্মেতে উদ্ভূত ছাইয়ের মতো (যা বাতুল মতো) (বিক্ষিপ্ত)।” (১৪-সূরা ইবরাহীম : আয়াত-১৮)

“বহু খুঁতযুক্ত খবর” নামক পুস্তকে ‘আত্বাদ’ কমিউনিজমকে ও এর মিথ্যা নাস্তিকতার মতবাদকে সিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্যবাণ হুঁড়ে বলেন : “যে আত্বাদ

বাস্তবিকভাবেই সুস্থ তা ইসলামের এই সত্য ধর্মকে গ্রহণ করে। যাদের মন পলু বা যাদের ধারণা নিম্নমানের ও অনুদর্শী তাদের কাছেই নাস্তিক হওয়া আপাত কুঠিতে ন্যূন সঙ্গত।”

وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ نَهْمٌ لَا يَفْقَهُونَ.

“তাদের অন্তরে মোহর ঐটে দেয়া হয়েছে তাই তারা বুঝতে পারে না।”

(৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৮৭)

নাস্তিকতা চিন্তা চেতনার বিকক্ষে এক মারাত্মক আক্রমণ। এটা শিশুদের কল্পবাজের মতো এক কষ্টকল্পিত ধারণা মাত্র এবং এটা এমন এক তুল যার নজির কুলের ইতিহাসে নেই। এ কারণেই মহান আল্লাহ বলেন—

“আসমানসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ সঙ্কে কি কোন সন্দেহ আছে?”

(১৪-সূরা ইবরাহীম : আয়াত-১০)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন—

“ফেরাউন ছাড়া অন্য কেউ স্রষ্টার অস্তিত্বকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করেনি।

এমনকি সেও মনে মনে স্রষ্টার অস্তিত্বের অনুভব করত।

এ কারণেই মুসা (আ) বলেছেন—

“তুমি জান যে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালকই এসব নিদর্শনাবলিকে প্রত্যেক প্রমাণরূপে অবতীর্ণ করেছেন। হে ফেরাউন! আমি অবশ্যই তোমাকে ধ্বংসের মুখে পতিত মনে করি।” (১৭-সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত-১০২)

অবশেষে, অতি বিলম্বে (অর্থাৎ তওবার সময় শেষ হওয়ার পর) ফেরাউন তার অন্তরের কথা খোঁষণা করে বলেছিল—

“আমি ইমান আনলাম যে, বনী ইসরাইল যার প্রতি টমান এনেছে তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আমি একজন মুসলিম।”

(১০-সূরা ইউনুস : আয়াত-১০)

১৭২. আল্লাহর বিশ্বাসই মুক্তির উপায়

“এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর নিকট সোপর্ন করছি।”

(৪৪-সূরা আল হুমিন : ৪৪)

“আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আসে না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ইমান রাখে আল্লাহ তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।”

(৬৪-সূরা আত তাগাবুন : আয়াত-১১)

যে ব্যক্তি বুঝে যে দুর্বোপ আগের পূর্ব নির্ধারণী বা তব্দীলী অনুসারেই আসে আল্লাহ তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

“তিনি (উম্মি নবী রাসূল আল্লাহর আদেশেই) তাদেরকে বোঝা মুক্ত করেন এবং সে শৃঙ্খল মুক্ত করেন যা তাদের উপর ছিল।”

(৭-সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৫৭)

কার্মি মিয়াদন, এলেনব্রিস কারলাইল ও ডেল কার্বেগীর মতো কতিপয় পশ্চিমা লেখকগণও নির্দিষ্টায় স্বীকার করেন যে, বঙ্গবাসী মানসিকতা সম্পন্ন পণ্ডনশীল প্যাচাতোর রক্ষার একমাত্র উপায় হলো ইচ্ছার প্রতি ইমান (বিশ্বাস)। তারা এ মতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, প্যাচাতোর সদা বর্ধনশীল ভয়ংকর আত্মহত্যার ঘটনার পিছনে যে কারণ রয়েছে তা হলো নাস্ত্রিকতা ও সব কিছুর প্রতিপালক ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের (বা ইমানের) অভাব।

“যারা আল্লাহর পথ হতে বিপথগামী হয় তাদের জন্য রয়েছে জীঘণ শাস্তি, কেননা তারা বিচার দিবসকে কূলে গেছে।” (৩৮-সূরা হোমাদ : আয়াত-২৬)

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَنَظِفَهُ الطُّيُورُ
أَوْ نُفِثَ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقٍ -

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ে পেল। পাখি তাকে ছোঁ মেতে নিয়ে মাঝে বা বাতাস তাকে দূরে কোথাও উড়িয়ে নিয়ে যাবে।” (২২-সূরা আল হাশ্ব : আয়াত-৩১)

আলশারকুল আওসাত (الْمَشْرِقُ الْأَرْسَطُ) -এর ১৯৯৪ সালের কোন এক সংখ্যায় (২২তম সংস্করণের মূল আরবী পুস্তক হতে ২১-৪-১৪১৫ হিঃ)

প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের স্ত্রীর সাথে এক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এতে তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি একাধিকবার আত্মহত্যা করার উদ্যোগ করেছিলেন। একবার তার আত্মহত্যার পদ্ধতি ছিল নিজেকে খাসরোধ করে হত্যা করা, আরেকবার তার আত্মহত্যার পদ্ধতি ছিল দূরারোহ ঝড়ো পাহাড়ের গায়ে গাড়ি চালিয়ে আত্মহত্যা করা (কিন্তু উভয়বারই তিনি আত্মহত্যা করতে ব্যর্থ হন। -অনুবান্দক)

কুহমান উহদের হুকে মুসলমানদের পক্ষে জীবন যুদ্ধ করছিল। মুসলমানরা তার পক্ষে চিৎকার করে বলল, “তার জন্য রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ।” কিন্তু নবী করীম ﷺ বললেন, “নিশ্চয় সে জান্নাতাধী”। কেন? যখন তার ক্ষতের ব্যথা সাংঘাতিক আকার ধারণ করল তখন সে ধৈর্য ধরতে পারল না, বরং নিজের ভববাহী দিয়ে আত্মহত্যা করে ফেলল। (আর এভাবেই সত্য নবীর সত্য ভবিষ্যৎবাদী সত্যে পরিণত হলো ও সাথে সাথে একথাও স্পষ্ট হলো যে, “আত্মহত্যাফরী জান্নাতাধী।” -অনুবান্দক)

“এ দুনিয়ার জিনিগিতে তাদের প্রচেষ্টা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করেছে।” (১৮-সূরা আল কাহাফ : আয়াত-১০৪)

“যে ব্যক্তি আমার জিকির থেকে মুখ ঘিরিয়ে নিল তার জন্য রয়েছে সংকটময় জীবন এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্য অবস্থায় হাশরের মাঠে উঠাব।” (২০-সূরা ফাহা : আয়াত-১২৪)

সংকট বা কষ্ট যতই সাংঘাতিক হোক না কেন একজন প্রকৃত মুসলমান কিছুতেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় না।

তম্বু করে বিনয়-নম্রতা ও হৃদয়ী কলবের সাথে দু'রকাত (সালাতুল হাজাত) সালাত আদায় করলে আপনায় থেকে দুচিন্তা ও উদ্বিগ্নতা দূর হওয়ার গ্যারান্টি আছে।

“অতএব, তারা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর), সূর্যাস্তের পূর্বে (আছর) রাতের বেলায় (মাগরিব ও এশা) ও পিরসেব প্রান্তে (সূর্য হেলার পর জোহর) (সালাতের মাধ্যমে) তোমার প্রভুর প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যাতে করে তুমি (এ কাজের কালে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে পুরস্কার পেয়ে) সন্তুষ্ট হতে পার।”

(২০-সূরা ফাহা : আয়াত-১৩০)

পথভ্রষ্টদের প্রতি কুরআনে এক অকাটা ও শক্তিশালী গ্রন্থ আছে।

“তাদের কি হলো যে তারা ঈমান আনে না?”

(৮৪-সূরা আল ইনশিকাক : আয়াত-২০)

দর্শন-প্রমাণ যখন স্পষ্ট তখন কিসে তাদেরকে ঈমান আনা থেকে পাশ কাটিয়ে (বিরত) রাখে?

“আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ দিগন্তে দিগন্তে (অর্থাৎ গোটা বিশ্ব জগতে) দেখাব এবং তাদের নিজেদের যাকেও দেখাব যাতে তাদের নিকট একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে এ কুরআন সত্য।”

(৪১-সূরা হা-মীম-আল-সাজদাহ : আয়াত-৫৩)

“আর যে সংকল্পপরায়ণ (অবস্থায়) আল্লাহর নিকট আত্মসম্পর্ক করবে সে তো নৃভ্রাতৃকে ধারণ করবে এক মজবুত হাতল।” (৩১-সূরা লোকমান : আয়াত-২২)

১৭৩. কাকেররাও বিভিন্ন স্তরের

জর্জ বুশ তার বারক গ্রন্থ “অগ্রসর হও” Moving Ahead-এ উল্লেখ করেছেন যে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভের সংকারে উপস্থিত হয়েছিলেন। বুশ বলেছেন যে, “আমি সংকার কাককে অককার ও খারাপ দেখলাম, এটা ঈমানহীন এবং আত্মহীন ছিল।” তিনি খ্রিষ্টান ছিলেন আর তারা ছিল নাস্তিক তাই তিনি একথা বলেছেন।

“এবং যারা বলে, ‘আমরা খ্রিষ্টান; আপনি তাদেরকে ভালোবাসার নিক থেকে ঈমানদারদের নিকটবর্তী পাবেন।’ (৫-সূরা হাশিদা : আয়াত-৮১)

তবে দেখুন যে, যদিও তিনি পথভ্রষ্ট তবুও তিনি তাদের মিথ্যা বিষয় ও অসঙ্গতভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এভাবেই বিষয়টি তুলনামূলক (হয়)। যদি তিনি আল্লাহর সত্য ধর্ম ইসলাম (সবকে) জানতেন তবে ব্যাপার স্যাপার কতইনা ভিন্ন ধরনের হতো।

“আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম জালাশ করে, তার পক্ষ থেকে ডাকঘনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে অভিযুক্ত হবে।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-৮৫)

এ ঘটনায় ইমাম ইবনে তাইমিয়ার একটি কথা আমার মনে পড়ে গেল। তিনি এক ভক্ত ভাস্পের (সুফীর) সাথে কথা বলতে ছিলেন। লোকটি ইবনে তাইমিয়াকে বলল “যখন আমরা তোমাদের আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতার লোকদের নিকট আসি তখন কেন আমাদের যাদু বা আলৌকিক ক্ষমতা কাজ করে না। কিন্তু যখন আমরা মস্লেমিয়ান কাকের ভাতারদের নিকট যাই তখন আমাদের আলৌকিক ক্ষমতা কাজ করে (কেন)।”

ইবনে তাইমিয়াহ বললেন—

“তুমি কি তোমাদের ভাতারদের ও আমাদের মনুনা জালা আমরা সাদা যোড়ার মতো, তোমরা সাদা কালো ছোপ ওয়ালা যোড়ার মতো এবং ভাতাররা কাল যোড়ার মতো। যখন কোন সাদা কালো ছোপযুক্ত যোড়া কালো যোড়ার পাশে প্রবেশ করে তখন এটাকে সাদা দেখায় আর যখন এটা সাদা যোড়ার পাশে প্রবেশ করে তখন এটাকে কালো দেখায়। এখন তোমাদের সামান্য আলোর (নূরের) লেশ আছে। যখন তোমরা কাকেরদের সাথে মিশ তখন তোমাদের সে নূরের লেশ দেখা যায়। কিন্তু যখন তোমরা আহমদের অধিকতর শুদ্ধিশালী আলো সম্বিত আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের লোকদের নিকট আস তখন তোমাদের অন্ধকার প্রকাশিত হয় (যুসু আলো নিস্প্রভ হয়ে যায়। —অনুবাদক) আর এটাই তোমাদের, ভাতারদের ও আমাদের উদাহরণ।”

“আব যানের মুখমণ্ডলসমূহ উজ্জ্বল হবে তারা (জান্নাতে) আব্বাহর রহমতের মাঝে থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১০৭)

১৭৪. লৌহ-দৃঢ় ইচ্ছা

একটি মুসলিম দেশ থেকে একজন ছাত্র লন্ডনে পড়াশুনা করতে গিয়েছিল। তাঁর ভ্রাম্যগত দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সে এক ব্রিটিশ পরিবারের সাথে থাকত। সে তাঁর ধর্মের মূলনীতির প্রতি একনিষ্ঠ ছিল এবং প্রতিদিন জেবরায়ে ফজরের সালাত পড়ার জন্য উঠে পড়ত। সে অল্প কয়েক সাতারের জায়গায় যেত, তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্যে সেজদা করত, তাঁর (আল্লাহর) মহিমা পাইতো ও তাঁর প্রশংসা করত। সে বাড়ির এক বৃদ্ধা মহিলা এ ছাত্রটির এ আচরণ (বৃদ্ধার নিকট) অন্ত্যাস পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রবল আগ্রহী ছিল। কয়েকদিন পর বৃদ্ধা ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা কবল, “তুমি কি করছ?”

“আমার ধর্ম আমাকে এরূপ করার আদেশ করে-” উত্তরে ছাত্রটি একথা বলল। পুরাপুরি বিশ্রাম করে আবেকটু পরে তুমি এ সালাত পড়তে পাব না।” ছাত্রটি এ কথাটির উত্তরে বলল, “কিন্তু আমি যদি সালাতের নির্ধারিত সময়ের পরে তা আদায় করি তবে আমার প্রভু আমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করবেন না।” তখন বৃদ্ধা মাথা নেড়ে বিস্ময়ে চিন্তার করে বলল, “এ এমন ইচ্ছা যা গৌহাকেও ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়।”

رَجَالٌ لَا تُلِهِمُ نَجَارَةٌ وَلَا يُتَّبَعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ .

“এমন কিছু লোক আছে যাদেরকে না বাবসা, আর না বিক্রয়, কোনটাই আল্লাহর জিকির থেকে ও সালাত আদায় করা থেকে তুলিয়ে রাখতে পারে না।” (২৪-সূরা আন নূর : আয়াত-৩৭)

এ ধরনের কাজ কেবলমাত্র দৃঢ় ইমান থেকেই উৎসারিত হয় যা ফেরাউনের মাদুকরনিগকে (ইমান আনতে) প্ররোচিত করেছিল। যখন মুসা (আ) ও ফেরাউন একে অপরের সাথে তর্ক করছিল তখন তারা সবকিছুর ঐক্য আল্লাহর প্রতি ইমান আনতে প্ররোচিত হয়েছিল। তারা ফেরাউনকে বলেছিল-

“আমাদের নিকট যে স্পষ্ট মিন্দর্শন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার উপর আপনাকে আমরা কখনই প্রাধান্য দিব না, সুতরাং আপনার যা মনে তার সে ফয়সালাই করুন।” (২০-সূরা জাহা : আয়াত-৭২)

এটা ফেরাউসের বিরুদ্ধে এমন এক চ্যালেঞ্জ ছিল যা সে মুহুর্তের আপ পর্যন্ত (কখনও) চলা বায়নি। উদ্ধৃত নাস্তিকের নিকট ইসলামের সত্য ও শক্তিশালী স্বার্থকে পৌঁছে দেয়াই হঠাৎ করে (তৎকাল) তাদের ব্রত হয়ে গিয়েছিল। হাবীব ইবনে যায়িদ (রা) মুসাইলামাকে ইসলামের মাওয়াযাতিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। উত্তরে মুসাইলামা তরবারী নিয়ে হাবীব (রা)-এর সেই থেকে একের পর এক অল কেটে ফেলতে লাগল। সে হাবীব (রা)-এর জোগাড়ি কাড়ানোর জন্য এরপে ধীরে ধীরে তাঁকে কট লিখে ছিল। এ সময় হাবীব (রা) কাঁদাকাড়ি হৈ চৈ ও নড়াচড়া করেননি, অবশেষে তিনি শহীদ হয়ে তাঁর প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করতে চলে গেলেন।

وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ.

“আব শহীদগণ তাদের প্রভুর সান্নিধ্যে থাকবে, (সেখানে) তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার ও তাদের নূর।” (৫৭-সূরা আল হাদীদ : আয়াত-১৯)

১৭৫. আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি বা জন্মগত স্বভাব-প্রকৃতি

যখন প্রচণ্ড ঝড়ানাব্যু বয়, বজ্রা গর্জন করে ও অন্ধকারে আকাশ ছেয়ে যায় তখন সাহাব্যের জন্য আত্মাহ্নর সুখাপেক্ষী হওয়ার মানুষের সহজাত প্রয়োজন সুস্থ অবস্থা থেকে জেগে উঠে।

“তখন এর নিকটে (আহাযের নিকটে) বজ্রা ক্ষুব্ধ বায়ু আসে এবং তাদের নিকট সর্বদিক থেকে ঢেউ আসে। তারপর তারা ভাবতে থাকে যে, তারা এ সবেব মাঝে আটকা পড়ে গেছে, তখন তারা আত্মাহ্নকে তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে আহ্বান করে।” (১০-সূরা ইউনুস : আয়াত-২২)

জাছাফা মুসলমানবা সুখে-দুখে সর্বাবস্থায়ই তাদের প্রভুকে আহ্বান করে।

“যদি সে (ইউনুস নবী) আত্মাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত তবে তাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মাহের পেটে থাকতে হতো।”

(৩০-সূরা আল আহযাব : আয়াত-১৪৩, ১৪৪)

অধিকাংশ লোকই ঐয়োজনের সময় আত্মাহর নিকট সাহায্য চায়, আর যখন তাদের আশা শেষ হয়ে যায় তখন তারা গর্বতরে তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। তারা ভি মনে করে যে, আত্মাহকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব।

“নিশ্চয় যুনাফিকরা আত্মাহকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তিনিই তাদেরকে ধোঁকাই ফেলেন।” (৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-১৪২)

(আত্মাহ যুনাফিকদেরকে ধোঁকাই ফেলেন এর অর্থ হলো তিনি তাদেরকে তাদের ধোঁকাবাজির কারণে শাস্তি দিবেন। কেননা আত্মাহর পাঁকে ধোঁকা দেয়া পোজি পায় না। -অনুবাদক)

যারা কেবলমাত্র বিপদের সময়েই আত্মাহর মুখাপেক্ষী হয় তারা ডগ ফেরাউনের শিষ্য। ফেরাউন যখন সময় পার হয়ে যাবার পর ইমান এনেছিল তখন তাকে বলা হয়েছিল-

(সময় পার হয়ে যাবার পর) এখন তুমি ইমান আনছ।

অথচ তুমি পূর্বে অবাধ্যতা করেছ (ইমান আনতে অস্বীকার করেছ) এবং তুমি ফাসাদকারী ছিলে।” (১০-সূরা ইউনুস : আয়াত-৯১)

আমি BBC রেডিওতে ববর তনেছি যে, ইরাক যখন কুয়েত দখল নিয়েছিল তখন মার্গারেট থ্যাচার কলোরেডোতে ছিল, তখন তিনি অতি দ্রুত চার্জে গিয়ে সেজদা করেছিলেন।

এর একমাত্র ব্যাখ্যা আমি মনে করি যে, তার সহজাত প্রকৃতি জেগে গিয়েছিল ও তিনি কৃষ্ণুর ও পথছাটতা সত্ত্বেও তার প্রভুর মুখাপেক্ষী হয়েছিলেন। মানুষের মাঝে স্বভাবজাত বলতে কিছু একটা আছে যা তাদেরকে আত্মাহর প্রতি ইমান আনতে সাহায্য (বাধ্য) করে।

كُلُّ مَرْكُودٍ يُؤَكِّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَسَؤُهُ بُهُودَانِهِ أَوْ بُنْصَرَانِهِ أَوْ
بُجْجَانِهِ.

“প্রতিটি শিশুই স্বভাব ধর্মের উপর (ইমান ও ইসলামের উপর) অনুপ্রাণিত করে; পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান বা অন্তিউপাসক বানায়।”

১৭৬. আপনার রিখিক আপনার নিকট আসবেই

যে তার রিখিকের বিষয়ে অশৈর্ষ, কেন তার সম্পদ এত কম সেজন্য দুঃখিতার্থ এবং অন্যদের তুলনায় পার্থিব সম্পদ কম থাকার কারণে অসন্তুষ্ট সে তো ঐ ব্যক্তির হতো যে দাকি সালাতে ইমামের আগে সালাতের রোকনসমূহ (ককু, সেজদা, কণ্ডমা, জলসা ইত্যাদি) আদায় করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ইমামের সালাম ফিরানোর আগে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করতে পারে না। অনুগ্রহভাবে, কেউ তার তক্বীদের সব রিখিক জেগে করার আগে মরতে পারে না। সকল সূটকে সূটি করার পন্থাশ হাজার (৫০,০০০) বছর আগেই তক্বীদের শিখা হয়ে গেছে।

“আল্লাহর বিধান আসবেই। সুতরাং এর জন্য তাড়াহুড়া করো না।”

(১৬-সূরা আন নাহল : আয়াত-১)

“আর আল্লাহ যদি তোমার কল্যাণ চান তবে কেউ তাঁর অনুগ্রহকে রদ করতে পারবে না।” (১০-সূরা ইউনুস : আয়াত-১০৭)

উমর (রা) বলেছেন-

“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানীদের শৈর্ষ থেকে ও আত্মবিশ্বাসের দুর্বলতা থেকে পানাহ চাই।”

এ কথাটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ আছে। আমি যখন ইক্তিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনা নিয়ে গভীরভাবে ডেবে দেখলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, আল্লাহর অনেক শত্রুদের আতর্ষ রকম বীতভুপূর্ণ সহিষ্ণুতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও অধ্যাবসায় ছিল। শত্রুদের, আমি এত দেখতে পেলাম যে, বহু মুসলমান নীরস, জড়ায়ত্ত বা অলস ও দুর্বল ছিল। এসব কিছু তখনই দেখা দিয়েছিল যখন তারা কুল করে ভাবতে ছিল যে, তারা আল্লাহর উপর নির্ভর করে আছে। আল্লাহর উপর সত্যিকার নির্ভরতা বলতে বুঝায় এচেষ্টা করা ও কাজ করা এবং তারপর কাজের ফলাফল আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া।

১৭৭. ভক্ত পরিণতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করুন

ওয়াশিদ ইবনে মুবীরা, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং আস ইবনে ওয়াল্লাহ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ধন-সম্পদ অকাতরে খরচ করেছিল।

فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلِبُونَ.

“অতএব তারা ধন-সম্পদ খরচ করতে থাকবে অতপর তা তাদের জন্য যাতনার কারণ হবে, অতপর তারা পরাজিত হবে।”

(৮-সূরা আনফাল : আয়াত-৩৬)

অথচ অনেক মুসলমান কৃপণের হাতো তাদের ধন-সম্পদ মজুদ করেছে এবং সেগুলোকে কল্যাণকর কাজে খরচ করেছে না।

“আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করেছে সে তো তথুমাঈ নিজের ব্যাণারেই কৃপণতা করেছে (অর্থাৎ নিজেরই ক্ষতি করেছে। -অনুবাদক)”

(৪৭-সূরা মুহাম্মদ বা কিতাব : আয়াত-৩৮)

শোন্ড মেয়াকের “হিংসা-বিষেব” নামক স্বরক গ্রন্থে ইহুদী জেবিকা লিখেছেন যে, জীবনে একসময়ে তিনি খিরতিহীন ঘোলা (১৬) ঘণ্টা কাজ করতেন। কিন্তু কী পরিণতির জন্য তিনি কাজ করেছিলেন? তিনি কাজ করেছিলেন তার মিথ্যা মূলনীতি ও জাত ধারণার সেবা করে। সে ও বেন গুরিয়ান বাটতে বাটতে শেষ পর্যন্ত একটি দেশ প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

এরপর আমি সে সব হাজার হাজার মুসলমানের কথা ভাবলাম যারা দিনে এক খণ্ডীও কাজ করে না। বরং তারা হেসে বেলে, পানাহার করে ও নাকে ডেল দিয়ে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করে চলেছে।

“তোমাদের কি হলো যে, তোমাদেরকে বখশ বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহর হাওয়ার বের হও, তখন তোমরা শক্ত করে মজিতে পাছা গেড়ে বসে থাক।”

(৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৩৮)

উমর (রা) দিন-রাত অবিরল কাজ করে যেতেন, সামান্য ঘুমাতে। তাঁর স্ত্রী বা পরিবারের লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, “আপনি ঘুমান না?” তিনি উত্তর দিলেন, “আমি যদি রাতে (ইবাদত বাদ দিয়ে) ঘুমিয়ে থাকি তবে

আমার আশা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর যদি দিনে (আমার প্রজাদের বোজা-খবর না নিয়ে) দুমিরে থাকি তবে আমার প্রজারা ধ্বংস হয়ে যাবে।”

ওক যাকর মুশি সাহ্যাসের সারক এছ ‘তরবারি ও শাসন’ সে কিতাবে দিন রাত এক দেশ থেকে আরেক দেশে গালিয়ে বেড়াত, (সাথে সাথে) বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে যোগ দিয়ে সর্বদা চুক্তি ও সন্ধি করে বেড়াত—এসব বর্ণনায় তর।

আমি ভাবলাম এটা ততইনা লজ্জার কথা যে, যে লোক এতগুলো মন ধারণা করার দায়িত্ব নিয়েছে সে কিনা এতটা বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতা দেখাল অথচ কত মুসলমানরাই না দুর্বলমনা ও অক্ষম হয়ে আছে। এখানে আবারও আমার উমর (রা)-এর কথিত শাপীদের সহিষ্ণুতা ও দুর্বল আত্মবিশ্বাসের কথা মনে পড়ে গেল।

উমর (রা)-এর শাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় বা রক্ষণাবেক্ষণে অলসতা ও অকর্মণ্যতা সত্ত্ব করা হতো না। যে সব যুবক মসজিদে বাস করত একবার তিনি তাদেরকে আইন করে মসজিদে থেকে বের করে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে শাস্তি দিয়ে বলেছিলেন, “বের হয়ে গিয়ে রিখিক ভালোশ কর। কেমনা, আকাশ থেকে গোনা-রূপার বৃষ্টি হবে না।” অলসতা দুর্ভিক্ষ, হত্যা ও বিভিন্ন মানসিক রোগের জন্ম দেয়, পক্ষান্তরে কাজ-কর্ম তৃপ্তি ও সুখের জন্ম দেয়। আমাদের যা করায় কথা আমরা সবাই যদি তা করি তবে উপরোক্তিস্থিত সব রোগ সমূলে বিনাশ হয়ে যাবে এবং আমাদের সমাজ বর্ধিত উৎপাদন ও উন্নতির মাধ্যমে উপকৃত হবে।

وَقُلْ اَعْمَلُوا -

“এবং আপনি বলে দিন, “তোমরা কাজ কর।” (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-১০৮)

فَاتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ .

“তোমরা জমিনে (রিখিক ভালোশে) ছড়িয়ে পড়।”

(৯২-সূরা আল জুম’আ : আয়াত-১০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي جَاءْتُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ .

“তোমাদের প্রভুর ক্ষমার জন্য এবং জান্নাতের জন্য তোমরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা কর ।” (৫-সূরা আল হাদীদ : আয়াত-২১)

“তোমাদের প্রভুর ক্ষমার জন্য এবং জান্নাতের জন্য তোমরা দ্রুত পতিতে থাকমান হও ।” (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১০৩)

নবী করীম ﷺ বলেছেন : মাউল নবী দিত্তা হাতের উপার্জন খেতেন ।

একথা আপাতদৃষ্টিতে আশ্চর্যজনক মনে হলেও সত্য বিরোধী নয় যে, বহুলোক জীবিত হওয়া সংকল্পে দৃঢ় । তাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের কোন উপায় নেই এবং তারা তাদের নিজেদের জন্য বা পরের জন্য কিছুই করে না ।

“যারা (যে মহিলারা) পিছনে (ঘরে) বসে থাকে তারা তাদের মাথোঁই থাকতে রাখে ।” (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৮৭)

“যে সব মুমিন অক্ষয় নয় অর্থাৎ যারা বসে থাকে এবং যারা আত্মাহুত পথে (নিজেদের জাম-কাপড় দিয়ে) জিজ্ঞাস করে তারা (এ দু’দল) সমান নয় ।”

(৪-সূরা আল নিসা : আয়াত-৯০)

যে কালো-চামড়ার (কুস্তুর) নবী নবী করীম ﷺ এর মসজিদ পরিষ্কার করেছিল সে তার জীবনের ভূমিকা তৎপরতার সাথে ও উদ্দেশ্য বুঝে পালন করেছিলেন । আর তাই সে জান্নাতে প্রবেশ করেছিল ।

“এবং অবশ্যই একজন মুমিন দাসী একজন মুশরিক নারী থেকে উত্তম, যদিও মুশরিক নারীর রূপ তোমাদেরকে তাক লাগিয়ে দেয় ।”

(২-সূরা বাক্বারা : আয়াত-২২১)

অনুশ্রবণে যে ছোটো নবী করীম ﷺ এর মিসার বানিয়ে দিয়েছিল সে তাঁর সাধ্যানুসারেই অবদান রেখেছিল । আর এজন্য সে তাঁর পুরস্কারও পেয়েছিল । কাঠমিস্ত্রির কাজে তাঁর দক্ষতা ছিল আর সে এ দক্ষতার সুবিধা জোগ করেছিল ।

“আব যারা তাদের শ্রম ছাড়া অন্য কিছু (আত্মাহুত রাস্তার ব্যয় করার মতো) পায় না ।” (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৭৯)

১৯৮৫ সালে আমেরিকান সরকার মুসলিম ধর্মপ্রচারকদেরকে কয়েদীদের নিকট ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য জেলখানার দরজা খুলে দেয় । উদ্দেশ্য ছিল

সেসব অপরাধীরা, হাদক ব্যবসায়ীরা ও খুদীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে উৎপাদনশীল ও ভালো মানুষ হয়ে সমাজে প্রবেশ করবে।

“যে ব্যক্তি মৃত ছিল (অর্থাৎ ইমানের আলো না থাকতে মৃতবৎ ছিল) পরে আমি তাকে জীবিত করেছি এবং আমি তার জন্য আলো সৃষ্টি করেছি যার সাহায্যে সে মানুষের মাঝে বেঁটে বেড়ায় সে কি তার মতো যে (কুফরির) অন্ধকারে আছে?” (৬-সূরা আল আন’আম : আয়াত-১২২)

ইহজীবনের প্রতি চরম আসক্তি, দীর্ঘ জীবনের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যুর প্রতি সীমাহীন বিরোধের ফলে উদ্ভিগ্নতা, দুশ্চিন্তা ও নিশ্চায়ীনতা দেখা দেয়। এ পার্থিব জীবনের প্রতি ভীষণ আসক্তির কারণে আল্লাহ ইহুদীদেরকে নিন্দা করেছেন।

“এবং আপনি অবশ্যই তাদেরকে (অর্থাৎ ইহুদীদেরকে) জীবনের প্রতি সকল মানুষের চেয়ে বেশি এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশি লোভী দেখতে পাবেন। তাদের প্রত্যেকেই আকাঙ্ক্ষা করে যে, যদি তাকে হাজার বছর দীর্ঘ জীবন দান করা হতো (তবে কতইনা ভালো হতো)। কিন্তু দীর্ঘ জীবন তো তাকে শান্তি থেকে রেহাই দিতে পারবে না। আর তারা যা করছে আল্লাহ তার সব কিছু দেখবেন।” (২-সূরা বাক্বার : আয়াত-৯৬)

এ আয়াতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা করা দরকার। প্রথমত : আল্লাহ উল্লেখ করেছেন তাদের প্রত্যেকেই দীর্ঘ জীবন কামনা করে। অন্য কথায় তারা যে মানের জীবন বাগনই কলঙ্ক না কেন তাতে তাদের কিছু আসে যায় না, তারা মূল্যহীন, তুচ্ছ বা তেমন নয় (অর্থাৎ মূল্যহীন ও তুচ্ছ নয়) যেমন জীবন বাগনই কলঙ্ক না কেন তার বাছ-বিচার না করেই তারা এ পৃথিবীতে দীর্ঘকাল থাকার ভীত আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।

দ্বিতীয় : “হাজার বছর” কথাকে নির্বাচন বা বাছাই করার বিষয়। ইহুদীরা একে অপরের সাথে সাপাশ কাপে তাদের অভিমান ছিল হাজার বছর বেঁচে থাকে। সম্ভবত এ কারণেই এ কথাকে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। এমন দীর্ঘ জীবন আশা করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে তিরস্কার করেছেন। আর তাছাড়া মনে করুন যে, তারা হাজার বছরই বাঁচবে, কিন্তু তাদের শেষ পরিণতি কি হবে? তবুও তাদের শেষ পরিণতি হবে আহাদ্লামের দণ্ডকারী আগুন।

“আর আশেরাতের শাস্তি অবশ্যই সবচেয়ে বেশি অলম্বানকর, আর তাদেরকে কোনরূপ সাহায্য করা হবে না।” (৪১-সূরা হ-মীম-আস-সাজদাহ : আয়াত-১৬)

নিম্নোক্ত আরবী গ্রন্থান বানি কতইনা সুন্দর :

لَا هُمْ وَاللَّهُ يَدْعُو.

“যখন নাকি আল্লাহকে ডাকা হচ্ছে তখন, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।”

অর্থাৎ উপর আল্লাহকেই আমরা কল্যাণের জন্য আহ্বান করি, সুতরাং আমাদেরকে দুশ্চিন্তা করতে হবে কেন? যদি আগনি আপনার দুশ্চিন্তার বিষয়ে আল্লাহর উপর নির্ভর করেন তবে তিনি আপনার দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন।

“(জোয়াদের সেবতাগণ ভালো) না কি তিনি ভালো যিনি বিশদব্রহ্মের ডাকে সাজা কেন এবং বিপদ দূর করেন?” (২৭-সূরা আন নাযল : আয়াত-৬২)

“অর (হে মুহাম্মদ!) যখন আমার বান্দাগণ আপনাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে তখন (আগনি তাদেরকে আমার শত্রু থেকে উত্তর দিন) নিশ্চয় আমি (জামেয়) নিকটে থাকি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমার নিকট প্রার্থনা করে তখন আমি কোনরূপ মধ্যস্থতাকরী বা উকিল ছাড়াই (অর্থাৎ কৃত্রিম সেবতা বা মূর্তির সাহায্য ছাড়াই)। প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় সাজা দেই।”

(২-সূরা বাক্বরা : আয়াত-১৮৬)

একজন আরব কবি বলেছেন-

أَخْلِقْ بِذِي الصَّبْرِ أَنْ يَخْطِي بِعَاجِبِهِ
وَمُذْمِنِ الْقَرْعِ لِبَلَابِ أَنْ يُلْجَأَ.

“ধৈর্যশীল ব্যক্তি কতইনা উত্তম রূপে তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে!

আর যে ব্যক্তি অনবরত দরজার খট্ খট শব্দ করতে থাকে সে কতইনা উত্তম রূপে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে!

১৭৮. আপনার জীবন মহামূল্য সময়ে পরিপূর্ণ

আলী তানভাবী দুটি ভীষণ মর্মভেদী ও হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

প্রথমটি হচ্ছে— বৈরুতের সমুদ্র উপকূলে তিনি গ্রায় ভূবে গিয়েছিলেন। তিনি যখন ভূবে যান্নিচেন ও তাঁর মৃত্যুর অবস্থা খনিরে আসছিল তখন তিনি তাঁর প্রভুর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলেন এবং আকাঙ্ক্ষা করতে ছিলেন যদি তিনি এক ঘণ্টার জন্য হলেও জীবন ফিরে পান তবে তিনি তাঁর ইমানকে ও তাঁর আত্মকে সাগরহকে নতুনভাবে শক্তিশালী করবেন। যাতে করে তাঁর ইমান সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে। এমন সময় তিনি অজ্ঞান হয়ে পেলেন ও সে অবস্থায়ই তাকে তীরে উদ্ধার করা হলো।

দ্বিতীয়টি : সিরিয়া থেকে মক্কায় হজ্জ করতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি এক মক্কাচারী কামেলার সাথে যোগ দিলেন। জাবুরকের মক্ককৃষিতে তারা পথ হারিয়ে তিন দিন উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ালেন। যখন তাদের পানাহারের সরবরাহ শেষ হয়ে যেতে শুরু করল তখন তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে গেল। সবাই বুঝতে পারল যে মৃত্যু আসন্ন। এ অবস্থায় তিনি দাঁড়িয়ে লোকজনের সামনে এক ভাষণ দিলেন। এটা জীবনের বিদায়কালীন ভাষণের মতো ছিল। এ ভাষণ এমনই হৃদয়গ্রাহী ছিল যে এতে তিনি ও তাঁর শ্রোতাগণ বেঁচে ফেললেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর ইমান বাড়ছে এবং তিনি যথার্থই বুঝতে পারলেন যে মহান আল্লাহ ছাড়া কেউই তাদেরকে রক্ষা করতে বা সাহায্য করতে পারবে না। (অবশেষে তারা আল্লাহর রহমতে রক্ষা পেয়েছিলেন। -অনুবাদক)

“আসমানসমূহে ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি প্রতি দিন (এখানে দিন বলতে সুহূর্ত বা সময় বুঝায়) কাজে রত। [(তিনি যেতে তিনি সর্বদা আপন অবস্থায় (ব্যক্তহীন) আছেন, কেননা, সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তবুদীর লেখা হয়ে গেছে। আর সব কিছু সে মতে হচ্ছে, সুতরাং আল্লাহ ব্যত নন।)]

“আর কত নবীইনা যুদ্ধ করেছে আর তাদের সাথে বহু ধার্মিক লোকজন ছিল। আগ্রাহর পথে তাদের যে বিপদ হয়েছিল তাতে তারা মনোবল হারায়নি, দুর্বল হয়নি ও নত হয়নি, আর আগ্রাহ ঈর্ষাশীলদেরকে ভালোবাসেন। (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৪৬)

আগ্রাহ অবশ্যই সে সব শক্তিশালী মুমিনদেরকে ভালোবাসেন যারা ঈর্ষা ও সহিষ্ণুতার সাথে তাদের শত্রুদের মোকাবেলা করেন। তারা হাল ছেড়ে দেন না বা রণে ভঙ্গন দেন না, হতাশ বোধ করেন না বা অন্যদের হাতে নিজেদেরকে অপমানিত হতে দেন না। বরং, তারা কঠোর চেষ্টা বা সংগ্রাম করেন। আগ্রাহর প্রতি ইমান, রাসূলের প্রতি ইমান ও ইসলাম ধর্মের প্রতি ইমানের কারণে ইমানদারদের উপর এসব কাজ বাধ্যতামূলক। নবী করীম ﷺ বলেছেন—

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ
رَبِّي كُلِّ خَيْرٍ

“শক্তিশালী মুমিন ব্যক্তি দুর্বল মুমিন ব্যক্তির চেয়ে আগ্রাহর নিকট অধিক প্রিয় ও প্রিয়; আর তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে কল্যাণ আছে।”

আবু বকর (রা) নবী করীম ﷺ কে বিছার সংশন থেকে রক্ষা করার জন্য গুহার ভিতরে এক ছোট গর্তের মুখে নিজের একটি অঙ্গুলি রেখে দিয়েছিলেন আর এর ফলে বিছা তাকেই সংশন করেছিল, তাই নবী করীম ﷺ কুরআনের আয়াত পড়ে তাঁর অঙ্গুলিতে ফুঁক দিলেন আর এতেই আগ্রাহর হুকুমে তাঁর অঙ্গুলি ভালো হয়ে গেল।

একজন লোক আনতারায়ে জিজ্ঞাসা করল, “তোমার বীরত্বের বহস্স কি যা দিয়ে তুমি মানুষকে পরাজিত কর?” তিনি উত্তর দিলেন, “তোমার অঙ্গুলি আমার মুখে রাখ আর আমার অঙ্গুলি তোমার মুখে রাখতে লাও।” প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজের অঙ্গুলি অন্যের মুখে রাখা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একে অপরের

অঙ্গুলিতে কামাড়াতে শুরু করল। লোকটি বেদনার চিৎকার নিয়ে উঠল, সে ধৈর্য ধরতে পারল না। আনতারা তাই তাঁর মুখ থেকে লোকটির অঙ্গুলি বের করে ফেলল এবং বলল, এভাবেই আমি বীরদেরকে পরাজিত করি।” অন্য কথায়, ধৈর্যের মাধ্যমে ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি লোকদের পরাজিত করেন। (এ অংশের অনুবাদ আরবী পুস্তক অনুসারে করা হলো)

ইমানদার যখন বুঝতে পারে, সে আল্লাহর রহমতের, দয়ার ও ক্ষমার সান্নিধ্যে আছে তখন তার মনোবল (ইমান) বৃদ্ধি পায়। সে তাঁর ইমান অনুপাতেই আল্লাহর রক্ষাব্যবস্থাকে অনুভব করতে পারে।

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تُفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ -

“এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহর সন্তোষে পবিত্রতা ঘোষণা ও মহিমা বর্ণনা করে না (অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহর তসবীহ পাঠ করে), অথচ তোমরা তাদের তসবীহ পাঠ বুঝতে পার না।” (১৭-সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত-৪৪)

এদেশের কৃষকেরা জমি চাষ করার সময় প্রায়ই গল্পগজব করে তাদের সময় কাটায়। (এদেশ বলতে আরব দেশ বুঝানো হয়েছে; কেননা মূল লেখক আরব দেশের অধিবাসী। আমাদের দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের ঢাকী-কৃষকেরাও এমনটিই করে থাকে। -অনুবাদক)

“হে আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা! তোমার হাতে একটি শুভ দেশে (অর্থাৎ মক্কার দেশে অর্থাৎ আরবদেশে) একটি শুব বীজ।”

“তবে কি তোমরা যে বীজ বপন কর তার কথা ভেবে নেবেছ? (তাহলে বল) তোমরা কি সে বীজ থেকে ফসল উৎপন্ন কর নাকি আমি উৎপন্ন করি।”

(৫৬-সূরা শুরাক্বাঃ আয়াত-৬৪-৬৪)

অল্প বাণী বক্তা আব্দুল হাশীম কিশ্ক (يَشْكُ) বক্তৃতা দেয়ার জন্য মিথরে (মঞ্চে) উঠলেন। তারপর তাঁর পকেট থেকে এমন একখানি খেঁজুরের ডাল বের করলেন যাতে প্রাকৃতিকভাবেই সুন্দর হরফে “আল্লাহ- اَللّٰهُ ” শব্দ লিখা ছিল। তারপর তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন—

أَنْظُرْ لِبَيْتِكَ الشَّجَرَةِ * ذَاتِ الْغُصُونِ النَّضِيرَةِ .
 مَنِ الَّذِي أَتَبَّنَهَا * وَزَانَهَا بِالْخَضِيرَةِ .
 ذَاكَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي * قُدْرَتُهُ مُقْتَرِرَةٌ .

অর্থাৎ “চাহো ঐ শ্যামলাখী ডাল পানে,
 কে সৃষ্টিয়া তার, আরে সাজান সবুজ শোভনে?
 তিনি আল্লাহ, এক্টু কবিতার আখ্যায়িনি।”

এ বাণী (হৃদয়গ্রাহী কবিতা) শুনে সমবেত জনতা কান্নাহ ভেঙ্গে পড়ল। কবি মাক্কাফ তসাব্বী এ কবিতাখানি ভিন্নভাবে লিখেছেন (নচেৎ আমরা তা ভিন্নভাবে লিখিত পেয়েছি) যার হৃদয়গ্রাহী বাংলা কবিতায় অনুবাদ (আমি (অনুবাদক) করেছি। এখানে উক্ত আরবী কবিতার ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়নি, তাই বাংলা হৃদয়গ্ৰীত অনুবাদও রক্ষা পায়নি।

তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, সারা জগতে তাঁর নির্দেশনের ছাপ আছে এবং সকল সৃষ্টিই তাঁকে একক সত্তা, অনুবাসকী, প্রভু (বা প্রতিপালক) ও উপাস্য হিসেবে ঘোষণা দেয়।

“হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এ বিশ্বজগতকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি; (আমরা আপনার সমগ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি)।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৯১)

আমাদের প্রভু যে করুণাময় এবং যে ব্যক্তি তওবা করে তার অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন এ কথা জানাও সুখের একটি স্তম্ভ। সুতরাং আল্লাহর এমন দয়াকে আনন্দের সাথে উপভোগ করুন যা আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে বেঁটন করে আছে। মহান আল্লাহ বলেন—

لَوْ خَشِيتُ وَبِيعْتُ كُلَّ شَيْءٍ .

“আর আমার করুণা সবকিছুকে ঘিরে বেঁধেছে।

আল্লাহর দয়া কতইনা বিশাল! একটি সহীহ হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক মক্কাবাসী আরব নবী করীম ﷺ-এর সাথে সালাত আদার করছিল, যখন তাশাহুদ পড়া শুরু করল তখন সে বলল, “হে আল্লাহ! আমাকে ও মুহাম্মদকে করুণা করুন এবং আমাদের সাথে অন্য কাউকে করুণা করবেন না।” তখন নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, “তুমি অবশ্যই প্রশস্ত জিনিসকে সংকীর্ণ করে দিলে।”

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا .

“এবং তিনি মুমিনদের প্রতি সদা প্রথম করুণাময়।”

(৩৩-সূরা আল আহযাব : আয়াত-৪০)

এক যুদ্ধের পর এক মহিলা বন্দী তাঁর সন্তানকে ছড়িয়ে ধরে রক্ষা করার জন্য নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের মাঝে পৌড়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে নবী করীম ﷺ বললেন—

أَلَلَّهُ أَزْهَمَ بَعَادٍ مِنْ هَذِهِ بَوْلَدًا .

“এ মহিলা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়ালীয়া আল্লাহ তার বান্দার প্রতি এর চেয়েও বেশি দয়ালী।”

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে আদেশ করে গেছে যে, তার মৃত দেহকে যেন পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং এর ছাইকে যেন জমিনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ সেগুলোকে একত্রিত করে গিজাসা করলেন, “হে আমার বান্দা! তুমি যে কাজ করেছ তা কী উদ্দেশ্যে করেছ?” লোকটি বলল, “হে আমার প্রভু! আমি আপনাকে ভয় করেছি এবং আমার পাপের ভয় করেছি।” তাই তখন আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।

“আর যে ব্যক্তি তাঁর প্রভুর সামনে (কিয়ামতের হিসাব দিতে) দাঁড়ানোর ভয় করল ও নিজেকে কুশবুত্তি হতে বিরত রাখল। নিশ্চয় জান্নাত হবে তাঁর ঠিকানা।” (৭৯-সূরা আল নাহি'আত : আয়াত- ৪০-৪১)

আল্লাহ্ এক অশচর্যকারী লোককে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন যে নাকি নিজের বিষয়ে হিসাব ছাড়া খরচ করত। কিন্তু লোকটি জাওহীদশাহী (একেশ্বরবাদী) ছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করতেন না। আল্লাহ্ লোকটির আমলনামায় কোন নেক আমল খুঁজে পেলেন না। তবে একটি গুণ পেলেন যে, তিনি দাবসা করতেন এবং দারা অভাবী ছিল তাদের ঋণ ক্ষমা করে দিতেন। আল্লাহ্ বললেন, “আমি তোমার চেয়ে যোগাতর বা উত্তম দয়ালু।” এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে দিলেন।

“এবং আমি আশা করি যে তিনি প্রতিদান দিবসে (কিরামতের দিন) আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।” (২৬-সূরা আশ শেরাযা : আয়াত-৮২)

সহীহ মুসলিম শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম ﷺ সাহাবীদের নিয়ে জামাতাতে শালাত আদায় করার পর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল যে, “আমি এক দস্তখীয অপরাধ করেছি। অতএব, আমাকে শাস্তি দিন।” নবী করীম ﷺ বললেন, “তুমি কি আমাদের সাথে শালাত পড়েছ।” লোকটি বলল, “হ্যাঁ,” নবী করীম ﷺ বললেন, “যাও, তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।”

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

“আর যে ব্যক্তি বদআমল করে বা নিজের প্রতি জুলুম করে অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময় পাবে।”

(৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-১১০)

ইব্রাহিমদার ব্যক্তিকে চতুর্নিক থেকে এক অদৃশ্য কল্পনা ঘিরে রেখেছে। এই অদৃশ্য কল্পনার মালিক হলেন সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি মুহাম্মদ ﷺ-কে গুহায় নিরাপদ রেখেছিলেন এবং তিনি আসহাবুল কাহাফকে গুহাতে দয়া করেছিলেন। তিনি ইব্রাহীম (আ)-কে আতনের প্রভাব থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি মুসা (আ)-কে ডুবে মত্তা থেকে, নূহ (আ)-কে বন্যা থেকে, ইউসুফ (আ)-কে কূয়া থেকে ও আইয়ুব (আ)-কে রোগ থেকে রক্ষা করেছিলেন।

১৭৯. একটুখানি ভেবে দেখুন

উম্মে সালামা (রা) বলেছেন যে, “আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি (যে, তিনি বলেন,) : “যখন কোন মুসলমান বিপদে পড়ে এবং আত্মাহুত্ব যা তাকে বলতে আদেশ করেছেন তা বলে : “আমরা আত্মাহুত্বের জন্যই এবং তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাশা।” (এবং এও বলে যে) “হে আত্মাহুত্ব! আমাকে আমার বিপদে পুরকৃত করুন এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস দিয়ে প্রতিদান দিন।” তখন আত্মাহুত্ব তাঁকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস দিয়ে প্রতিদান দিবে।”

خَلِيلِي لَا وَاللَّهِ مَا مِنْ مُلْكَةٍ * تَدْرُمُ عَلَى حِمِّي وَإِنْ هِيَ جَلَّتْ .
فَإِنْ تَرَكْتِ بَرِيئًا فَلَا تَحْضَعْنَ لَهَا * وَلَا تُخْفِرِي الْغُثْوَى إِذَا التَّعَلُّؤُ زَلَّتْ .
فَكَمْ مِنْ كَرِيمٍ قَدْ بَلَغَ بِنَوَائِبَ * فَصَابِرَهَا حَتَّى مَضَتْ وَاحْتَمَعَلَتْ .
وَكَاثَتْ عَلَى الْأَيَّامِ نَفْسِي عَزِيزَةً * فَلَمَّا رَأَتْ صَبْرِي عَلَى الدَّلْرِ ذَلَّتْ .

“হে আমার সোহাগ! আল্লাহর কসম করে বলছি, বিপদ যতই করিন যেক না কেন তা কোন প্রাণীর উপর স্থায়ী হয়ে থাকে না। আজ কোন বিপদ হলে তাতে দমে যেও না।

আর পা পিছলে গেলে তাতে অধিক অভিযোগ করে না।

কতইনা মহৎ লোকদেরকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করা হয়েছে!

তারা তাতে ধৈর্য ধরেছেন অক্লেশে সেসব বিপদাশ্রয় চলে গেছে ও বিলীন হয়ে গেছে।

কতকাল আমার মন (এ দুনিয়ার প্রতি) আসক্ত হয়ে ছিল!

যখন সে দেখল যে আমার ধৈর্য হার মানছে তখন সে দমল।”

১৮০. মহৎ কাজই সুখের উপায়

অন্যদের কল্যাণ হোক এটা যদি আপনি জান তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য এক মহা পুরস্কার আছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন—

“আমার মাঝে তিনটি গুণ আছে।

প্রথমটি : যখনই বৃষ্টি হয় তখনই আমি আল্লাহর প্রশংসা করি। এ সময়ান্তরে জন্য আমি খুশি হই, যদিও আমার কোন উট নেই বা কোন ছাগল-বকরী নেই, যা বৃষ্টি থেকে (উৎপন্ন ঘাস খেয়ে) উপকৃত হতে পারে।

দ্বিতীয়টি : আমি যখন কোন ন্যায়বিচারকের কথা শুনি তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। যদিও তার নিকট আমার কোন বিচার বা অভিযোগ থাকে না।

তৃতীয়টি : যখন আমি কুরআনের কোন আয়াতের অর্থ বুঝতে পারি তখন আমি চাই যে, আমি যা বুঝি অন্যরাও তা বুঝুক।”

এসব কথাই অন্যের কল্যাণের জন্য এক সত্যিকার আকাঙ্ক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করে। আল্লাহ এর বিপরীত বক্তাবের লোকদের পরিচয়ে বলেছেন—

الَّذِينَ يَخْلُقُونَ وَيَأْسُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

“যারা কৃপণতা করে ও মানুষকে কৃপণতার আদেশ করে এবং আল্লাহ তাদেরকে যে কল্যাণ দান করেছেন তা তারা গোপন রাখে।”

(৪-সূরা আন নিসা ; আয়াত-৩৭)

১৮২. উপকারী জ্ঞান ও অপকারী জ্ঞান

“আর তাদেরকে ইলুম ও ইমান দান করা হয়েছে তারা বলবে : “সত্যিই তোমরা কোয়ামতের দিন পর্যন্ত আগ্রহের বিধান তব্বীর অনুসারেই অবস্থান করেছিলে (কিন্তু তোমরা তা জানতে না)।” (৩০-সূরা আর রুম : আয়াত-৫৬)

কিছু জ্ঞান আছে উপকারী ও কিছু জ্ঞান আছে অপকারী। উপকারী জ্ঞানের ফলে ইমানদারের ইমান বৃদ্ধি পায়, পক্ষান্তরে কাফেররা এ ধরনের জ্ঞান অর্জন করে কোনরূপ উপকার লাভ করতে পারে না। যদিও অর্জিত তথ্য একই তবুও ফলাফল ভিন্ন। আদ্রাহ তাঁর শত্রুদের সম্বন্ধে বলেন : “তারা শুধু পার্থিব জীবনের বাইরের দৃশ্যটাই জানে বা চিনে। অথচ তারা পরকাল সম্বন্ধে পাবেন।” (৩০-সূরা আর রুম : আয়াত-৭)

“বরং আশেবাসত সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই, বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহে পড়ে আছে, বরং তারা এ বিষয়ে অন্ধ।” (২৭-সূরা আল নাম্ব : আয়াত-৩০)

ذٰلِكَ مَبْلُغُهُمْ مِنَ الْمَلٰٓئِكِ

“ওটাই তাদের বিন্যাস সৌঁড়।” (৫৩-সূরা আল বাক্ব : আয়াত-৩০)

“(হে মুহাম্মাদ!), আপনি তাদেরকে সে ব্যক্তির ঘটনা পড়ে শুনান, যাকে আমি আমার নিদর্শনাবলি দান করেছিলাম, পরে সে সেসব নিদর্শনাবলিকে এড়িয়ে গেল। ফলে শয়তান তার কিছু নিল, আর তাই সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।”

আর আমি যদি চাইতাম তবে তাকে আমি সেসব নিদর্শনাবলি দ্বারা উচ্চ মর্যাদা দান করতাম। কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঘুঁকে লড়ল ও তাঁর প্রকৃতির অনুসরণ করল। অতএব, তার উদাহরণ হলো কুকুরের মতো, যদি আপনি তার উপর বোকা চাপান তবে সে হাঁপাতে থাকে অথবা যদি আপনি (তার উপর বোকা না চাপিয়ে) তাকে এমনিই ছেড়ে দেন তবুও সে হাঁপাতে থাকে। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করেছে, তাদের উপমাও এরূপ। অতএব আপনি ঘটনা বর্ণনা করুন যাতে করে তারা ভেবে দেখে।”

(৭-সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৭৫ : ১৭৬)

আব্বাস ইহুদীদের সম্বন্ধে ও তাদের সত্য বিষয়ে জ্ঞান সম্বন্ধে বলেছেন :
 “বাসের উপর তাওরাতের দায়ভার অর্পণ করা হয়েছিল অতঃপর তারা তা
 বহন করেনি, তাদের উপমা হলো পুস্তকের বিশাল বোকা বহনকারী পাখার
 মতো। যে সম্প্রদায় আব্বাস আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল তাদের উপমা
 কর্তৃকইনা নিকট!” (সূরা- ৬২ আল জুমহা : আয়াত-৫)

ভাৱা ভাওৱাৰেৰ সত্য বিষয় জানত। তবুও ভাৱা তা মানত না। ভাৱা ভাওৱাৰেৰ কথাৰে বিকৃত কৰত, এতেও যদি কাজ না হতো তৰে ভাৱা ভাওৱাৰেৰ কথাৰ অৰ্থকে বিকৃত কৰত। যাৱা জানিকে একেৰ জখন্যাতাবে ব্যৱহাৰ কৰত ভাৱা কিভাবে সুখ পেতে পাৰত। এটা (সুখ) অবশ্যই তাৰেৰ জন্য সম্ভৱপৰ হলো না, কেননা ভাৱা তাৰেৰ সাধ্যমত সৰ্বদাই সত্যকে নিৰ্মূল কৰে দিতে চেষ্টা কৰত। (অৰ্থাৎ ভাৱা সৰ্বনা সত্যকে নিৰ্মূল কৰতে চাইতো বিধায় তাৰেৰ জন্য সুখ অসম্ভৱ ছিল। - অনুবাদক)

فَاسْتَجَبُوا لِقَوْلِي عَلَى الْهُدَى -

“কিন্তু তারা হেদায়েতকে পছন্দ না করে বরং অন্ধতাকে পছন্দ করল।”

“এবং তাদের কথা, “আমাদের অন্তরসমূহ আত্মানিত” (একথা ঠিক নয়।),
বরং তাদের কুফরির কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহের উপরে মোহর এঁটে
দিয়েছেন। সুতরাং অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তারা কেউই ইমান আনবে না।”

(8-ମୁଦ୍ରା ଆବଦ୍ଧି : ଆପାଠ-୩୫୫)

এরাশিষ্টদের কংগ্রেসের লাইব্রেরিতে হাজার হাজার সম্ভবত মিলিয়ন মিলিয়ন পুস্তক আছে। সেখানে প্রত্যেক শতাব্দী, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে পুস্তক আছে, অথচ এ মহামূল্যবান লাইব্রেরীর মালিক এমন এক জাতি, যারা তাদের গ্রন্থকে অবিশ্বাস করে (আরবী পুস্তকে আছে “অবীকার” করে)। -অনুবাদক) তারা এমন এক জাতি যাদের জ্ঞান এ পার্থিব বা নতু জগতের সীমাকে অতিক্রম করে না। বা এ পার্থিব জগতের বাইরে তারা তা শোনে না, দেখে না, অনুভব করে না এবং তারা তা বোঝে না। “এবং আমি তাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর্করণ সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম, কিন্তু তাদের প্রতিশক্তি, নর্শনশক্তি ও তাদের হৃদয় তাদের কোন কাজে লাগেনি।” (৪৬-সূরা আল আঙ্কাফ : আয়াত-২৬)

সত্য ও কাকেরদের সত্যের প্রতি বিরোধের উপমা হলো, যদিও পানি বিতর্ক ও মিষ্ট তবুও যে পানি পান করছে তার কাছে তা তিক্ত লাগছে (অর্থাৎ রোগের কারণে তার মুখের বা কিছরের স্বাদ নিকৃত বা নষ্ট হয়ে গেছে। -বহানুবাদক)

“আমি তাদেরকে কতইনা স্পষ্ট নিদর্শনাবলি দিয়েছিলাম।”

(২-সূর বাকার : আয়াত-২১১)

“আর তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি হতে কোন নিদর্শন তাদের নিকট আসলেই তারা তা হতে মুখ ফিড়িয়ে নিত।” (৬-সূরা আন’আম : আয়াত- ৪)

১৮৩. বুঝে-তনে ও চেবেচিন্তে বেশি বেশি পড়াশুনা করুন

বিশাল জ্ঞান জগতের লাভ করে ধন্য হতে হলে যা দরকার তা হলো : পবেষক মন, সত্য বুদ্ধি এবং এমন মেধা বা বুদ্ধি যা কারণ ও উদ্দেশ্য তালোশে পৃষ্ঠদেশের তলদেশে পড়িয়ে ছুঁব দেয়। আর এগুলোই মনের শান্তি এনে দেয়।

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .

“আল্লাহর স্বাক্ষরের মধ্যে কেবলমাত্র জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।”

(৩৫-সূরা ফাতির : আয়াত-২৮)

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يُحِيطُوا بِهَا .

“বরং তারা যে বিষয়ে আন অর্জন করতে পারেনি তারা তা অস্বীকার করেছিল।” (১০-সূরা ইউসুফ : আয়াত-৩৯)

আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তির সাধারণত বোলা মন থাকে এবং তিনি শান্তিতে থাকেন। পাশ্চাত্যের এক পবেষক বলেছেন—

“আমি আমার টেবিলের চারপাশে একটি বড় খাতা রাখি। এ খাতার ওপরে লেখা আছে, “যে সব বোকামি আমি করেছি,” সারাদিনে আমি যে সব বোকামি করি আমি এতে তা লিখে রাখি। আমি আমার ভুলসমূহ জেনে তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই আমি এ কাজ করি।”

এ বিষয়ে পূর্বেরকার মুসলিম আলোচনা তাকে পিছনে ফেলে গিয়েছেন। তারা যথাযথভাবে তাদের আমলের বিবরণ রাখতেন। “আর আমি আশ-তিরকারকারী ব্যক্তির শপথ করছি।” (৭৫-সূরা আল কিয়ামাহ : আয়াত-২)

হাসান বসরী (রা) বলেছেন-

“একজন ব্যবসায়ী তার জীবনদায়ের হিসাব যেভাবে রাখে একজন মুসলমান তাঁর নিজের হিসাব তার চেয়েও কঠিনভাবে রাখে।”

রবী' ইবনে কুসাইম এক শুক্রবার থেকে আরেক শুক্রবার পর্যন্ত যা বলতেন তার সবকিছুই লিখে রাখতেন। যদি তাতে ভালো কথা পেতেন তবে আগ্রাহর প্রশংসা করতেন আর যদি তাতে মন্দ কথা পেতেন, তবে আগ্রাহর নিকট কমা চাইতেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের (শতাব্দীর) একজন ধার্মিক লোক বলেছেন-
“চল্লিশ বছর আগে আমি একটি শাপ করেছি যার জন্য এখনও আমি আগ্রাহর নিকট কমা চাইছি।”

“আর যারা যা দান করার তা দান করে অথচ সে অবহায় (আগ্রাহর ভয়ে) তাদের অন্তরসমূহ প্রকল্পিত থাকে।” (২৩-সূরা মুমিনুন : আয়াত-৬০)

১৮৪. নিজের হিসাব রাখুন

আপনার নিকট একটি নোটবুক রাখুন এবং এতে আপনার কাজকর্মের বিবরণ লিখে রাখুন। আপনার ব্যক্তিত্বের ও কাজকর্মের ক্ষতিকর বা নেতিবাচক বা অনাকাঙ্ক্ষিত দিকগুলোকে ভেঙে লিখে রাখুন এবং তা থেকে নিজেকে বিভ্রান্তে মুক্ত করবেন তার সমাধানের উপায় নিয়ে পরে ভেবে দেখবেন।

উমর (রা) বলেছেন : “(আগ্রাহ) তোমাদের হিসাব দেয়ার আগেই তোমরা তোমাদের নিজস্বের হিসাব নাও। এবং কিয়ামতের দিনের মহা প্রদর্শনীর পূর্বে নেক আমল দ্বারা নিজেকে সজ্জিত কর।”

১৮৫. তিনটি ভুল

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে তিনটি ভুল সচরাচর করে থাকি সেগুলো হলো—

১. সময় নষ্ট করা । ২. অবস্থা কথা বলা ।

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ .

“অবস্থা কাজ ত্যাগ করা ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্যের ঐ ভালো কাজের একটি ।”

৩. ভুল বিষয়ে আগে থেকেই উদ্বিগ্ন বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া । তখনই কান দেয়া, অবিস্মরণীয়ভাবে বিশ্বাস করা ও গল্প তুলব করা হলো তিনটি সাধারণ উদাহরণ । এসব চরিত্রের ফলে হুজি নষ্ট (যোগ), টেনশন ও জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা দেখা দেয় ।

“অতএব আল্লাহ তাদেরকে এ দুনিয়ার প্রতিদান ও পরকালের উত্তম প্রতিদান দিলেন ।” (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৪৮)

“যে আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে (করল) সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং নুতন-কষ্ট ও দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না ।” (২০-সূরা হায : আয়াত-১২৩)

১৮৬. সতর্ক থাকুন, সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করুন

যখন কোন মুসলমান বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে কোন কিছু করা তফা করে তখন তাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে—

তাকে অবশ্যই সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করতে হবে এবং তাকে অবশ্যই আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে । নবী করীম ﷺ এর হ্যাঁ অন্য যে কোন মানুষের চেয়ে বেশি আল্লাহর উপর ভরসাভুল ছিল এবং যখন আল্লাহও তাঁকে ফসা করতেন তবুও তিনি একবার আশ্বরকার্বে হুকের সময় বর্ম পরেছিলেন ।

“(একবার) এক লোক নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল, “আমার উটকে বুটির সাথে বেঁধে রাখা উচিত নাকি আল্লাহর উপর নির্ভর করা উচিত?” নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন, “এটাকে বেঁধে রেখে আল্লাহর উপর ভরসাভুল কর ।”

আপনার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিলে এবং একই সাথে আল্লাহর উপর নির্ভর করলে আপনি ইসলামী একত্ববাদের দুটি তত্ত্বত্বপূর্ণ মূলনীতিকে বাস্তবায়িত করলেন বা দু'টি তত্ত্বত্বপূর্ণ মূলনীতি পালন করলেন। লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে আল্লাহর ওপর তসলো করা হলো ধর্মের অবলোম্ব্য তুল বুঝাবুঝি। আর আল্লাহর উপর নির্ভর না করে যথাযথ পদক্ষেপ করার অর্থ হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অভাব। একজন আরব দেশীয় কবি বলেছেন-

قَدْ يَدْرِكُ الْمَنَائِي بِغَضِّ حَاجِبِهِ * وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْمُتَعَجِّلِ الزُّكْلُ .

“দীর ছির ব্যক্তি তার কিছু প্রয়োজন মেটাতে পারে, শফাক্তরে ব্যর্থতা ব্যস্তসমস্ত ব্যক্তির সঙ্গী হয়।”

সতর্ক থাকার মাধ্যমে তক্বীরের (প্রতি বিশ্বাসের) বিরোধিতা করা হয় না বরং তক্বীরের একটি তত্ত্বত্বপূর্ণ অংশ পালন করা হয়।

وَلْيَسْتَظُنَّ “এবং সে যেন সতর্ক থাকে।” (১৮-সূরা কাহাফ : আয়াত-১৮)

وَجَعَلَ لَكُم سَرَائِلَ نَفِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَائِلَ نَفِيكُمُ بِأَسْكُمُ .

“এবং তিনি হোমাসদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য শোশাক ও যুদ্ধ থেকে রক্ষা করার জন্য বর্ম সৃষ্টি করেছেন।” (১৬-সূরা আন নাহল : আয়াত-৬১)

১৮৭. মানুষকে জয় করা

মানুষের ভালোবাসা, সম্মান ও সহমর্মিতা অর্জন করার জন্য সৌভাগ্যের, সাক্ষ্যের, উদ্ভূতির ও সমৃদ্ধির একটি সক্ষম। নবী ইব্রাহীম (আ) বলেছেন-

وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ .

“এবং পরবর্তী জাতিদের মাঝে আমার জন্য সূচ্যতি সৃষ্টি করে দিন।”

(২৬-সূরা আশ শোয়রা : আয়াত-৮৪)

হুসা (আ) সর্বত্র আক্লাহ বলেছেন -

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي .

“আমি আমার শক্ত থেকে তোমার উপর ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম ।”

(২০-সূরা জুহুদ : আয়াত-৩৯)

নিম্নে বর্ণিত দুটি হাদীসের উভয়টিই নির্ভরযোগ্য-

أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ .

“তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী ।”

“জিব্রাইল (আ) আকাশবাসীদের মাঝে ঘোষণা দেন : নিশ্চয় আল্লাহ অমৃতকে ভালোবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাঁকে ভালোবাস । অতএব আসমানের অধিবাসীগণ তাঁকে ভালোবাসে এবং পৃথিবীতে তাঁর জন্য গ্রহণযোগ্যতা মঞ্জুর করা হয় ।”

একটি হাসি-খুশি মুখ, সদয় কথা-বার্তা ও সদাচরণ হলো মানুষের মনে নিজেকে অনুগ্রহভাজন করার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপায় । আরোও বেশি শক্তিশালী উপায় হলো কোমলতা, নম্রতা, ভদ্রতা ও সহানুভূতি । এ কারণেই নবী করীম ﷺ বলেছেন-

مَا كَانَ الرَّقِيقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا تُزْعَمُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ .

ভাবার্থ : “যার মাঝে নম্রতা-ভদ্রতা আছে তা সুন্দর । আর যার মাঝে নম্রতা-ভদ্রতা নেই তা কলঙ্কিত ।”

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন- مَنْ يُحَرِّمِ الرَّقِيقَ يُحَرِّمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ

ভাবার্থ : “যে নম্রতা-ভদ্রতা থেকে বঞ্চিত সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত ।”

একজন বিজ্ঞানোক্ত বলেছেন- الرَّقِيقُ يُخْرِجُ الْحَبَّاءَ مِنْ حُجْرَتِهَا

ভাবার্থ : “সহানুভূতি ও কোমলতা সাপেক্ষে তার গর্ত থেকে বের করে আনে ।”

অর্থাৎ শত্রুর অন্তরে লুকায়িত শত্রুতা ও দূর করে দেয় । (-ঐনুবাদক)

আর পশ্চিমারা বলে, “মধু আহরণ কর কিন্তু ঘোঁচাক ভেদ না।”

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে-

الْزَّمِنُ كَالنَّحْلَةِ تَأْكُلُ طَيْبًا وَتَضَعُ طَيْبًا وَإِذَا وَقَعَتْ عَلَى عُرْدٍ لَمْ تَكْسِرْ.

নবী করীম ﷺ বলেছেন : “মুমিন ব্যক্তি যৌমাছির মতো পবিত্র জিনিস (খাদ্য) খায় ও পবিত্র জিনিস (খাদ্য) উৎপন্ন করে। আর যখন তা (কচি) ভগায় বসে তখন সে তা ভাঙ্গে না।”

১৮৮. ভ্রমণ করুন

নানা জায়গায় ভ্রমণ করা ও বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করা মনে সুখ বয়ে আনে- একথা আমি এ পুস্তকের প্রথম দিকেও কোন এক অধ্যায়ে বলেছি। মহান আল্লাহ বলেছেন-

فَلْيَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

“(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলে দিন, “আসমানসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তোমরা তা দেখ।” (১৯-সূরা মারইয়াম : আয়াত-১০১)

فَلْيَنْظُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

“(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলে দিন, “তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর ও দেখ।”

যে ব্যক্তি ইবনে বত্তুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়বে সে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য জেনে বিস্ময়াজিত হয় যে যাবে যদিও উক্ত পুস্তকে কিছু বাড়াবাড়ি আছে। ভ্রমণ ও সৃষ্টির খোলা পুস্তক পাঠের মাধ্যমে ইমানদারগণ রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন-

فَسِيَّحُوا فِي الْأَرْضِ

“অন্তর্যে তোমরা সাধীনভাবে পৃথিবীতে ভ্রমণ কর।”

(৯-সূরা আলা : আয়াত-২)

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَقْرِبَ الشَّمْسِ .

“এমনকি যখন তিনি সূর্যাস্তগমনের স্থানে পৌঁছে গেলেন।”

(১৮-সূরা আল কাহফ : আয়াত-৮৬)

لَا آتِرُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا .

“ততক্ষণ পর্যন্ত না দু’সাগরের সঙ্গমস্থলে আমি পৌঁছব ততক্ষণ আমি (স্রমণ) ছাড়ব না অথবা (উন্মিট স্থানে না পৌঁছতে পারলে) আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।” (১৮-সূরা আল কাহফ : আয়াত-৯০)

১৮৯. তাহাজ্জুদ সালাত পড়ুন

[অর্থাৎ, শেষ রাতে নফল (অতিরিক্ত বা রেছা)প্রদেদিত) সালাত আদায় করুন। -অনুবাদক]

শেষ রাতে (যখন কোন মানুষ আপনাকে দেখে না) সালাতে দাঁড়ানো আপনার অন্তরে প্রশান্তি (এনে) দিবে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন-

“যে ব্যক্তি শেষ রাতে জেপে উঠে আত্মাহকে বরণ করল, তারপর অযু করে সালাত পড়ল সে চটপটে ও খুশিচিত্ত (পবিত্র চিত্ত) হয়ে পেল।”

كَأَنَّهُ قِيلَ لِمَنِ اللَّيْلُ مَا يَجْمُرُونَ .

“তারার রাতের সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত।” (৫১-সূরা যারিয়াত : আয়াত১৭)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلًا لَّكَ .

“এবং রাতের কিছু অংশে এর (কুরআন তিলাওয়াতের) মাধ্যমে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করুন, যা আপনার জন্য নফল (অতিরিক্ত)।”

(১৭-সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত-৭৯)

আবু দাউদ শরীফে একটি সহীহ হাদীসে ইলিত আছে যে, শেষরাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের মাধ্যমে শরীরের অসুস্থতা দূর হয়ে যায়।

নবী করীম ﷺ বলেছেন—

لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ فَيَمَامَ اللَّيْلِ

“অমুক লোকের মতো হয়ে না যে নাকি রাতে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ সালাত পড়ত কিন্তু পরে তা ছেড়ে নিরেছে।”

নিচের অংশটুকু আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে—

بِعَمِّ الرَّجُلِ مَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ .

“আবদুল্লাহ খুবই ভালো মানুষ। কিন্তু যদি সে রাতে তাহাজ্জুদ সালাত পড়ত তবে কতইনা ভালো হত!”

(উপরোক্ত হাদীস দু’টি আরবী পুস্তকে একত্রে একটি হাদীস হিসেবে বর্ণিত আছে ও তার অরুতে আছে— اَبْرَاهِمُ بْنُ عَزَّازٍ هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ....

ঋংসশীল বস্তুর জন্য দুঃখ করবেন না : আব্দুল্লাহ ছাড়া এ বিশ্বজগতের সব কিছুই ঋংস হয়ে যাবে।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ .

“তার সত্তা ছাড়া সব কিছুই ঋংস হয়ে যাবে।” (২৮—সূরা কাহাছ : আয়াত ৮৮)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

“এর উপর (অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে) যা কিছু আছে সবই ঋংসশীল। এবং তোমার মহা প্রজাপালারী ও মহাসম্মানিত প্রভুর সত্তাই তমু চিরকাল টিকে থাকবেন।” (৫—সূরা যাসিনা : আয়াত-২৬ : ২৭)

১৯০. জান্নাতই আপনার পুরস্কার

একজন আরব কবি বলেন—

نَفْسِي النَّيْ تَنْتَلِكُ الْأَشْيَاءَ ذَائِعَةً * تَكْثِفُ آتِكِي عَلَى شَيْءٍ إِذَا ذُعِبَا .

ভাবার্থ : “আমার যে আত্মা সম্পদের মালিক সে নিজেই চলে যাবে, তাহলে যখন কোন কিছু (আত্মাকে ছেড়ে) চলে যায়, তখন কেন আমি কান্দব?”

সব্বা দুনিয়া, এর সব শোনা-রূপা, মান-মর্যাদা, দালাল-কোঠা ও ঘর-বাড়ি এক ফোঁটা চোখের পানির সমানও নয়। তিরমিযী শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন—

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ
وَعَالِيَا رَمَعَلَيْنَا .

ভাবার্থ : “আল্লাহর জিকির ও তার সমর্থক বস্তু (অন্যামা নেক আমল), আলেম ও তাগেবে এলেম {জানী (শিক্ষক) ও শিক্ষার্থী} ছাড়া (গোটা) দুনিয়া ও এতে যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত।”

একজন আরব দেশী কবি বলেছেন : (আরবী পুস্তকে আছে, “লবীদ বলেন”।)

وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدِيعَةٌ * وَلَا بُدَّيْهَا أَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ .

ভাবার্থ : “সম্পদ ও পরিবার-পরিজন শুধুমাত্র অস্থায়ী রূপ, আর একদিন অবশ্যই সকল আত্মাত (স্বব) ফিরিয়ে নেয়া হবে।”

মৃত্যুর সময় যলিয়ে এলে পৃথিবীর সকল সম্পদও একে নিছিয়ে দিতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন—

وَمَا فِيهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَرَعِيبٌ -

“আর এ পার্থিব জীবনতো শুধুমাত্র খেল-ভাষা।”

হালান বসরী (রা) বলেছেন : “আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন পুরুষের আশা করো না। বিশেষ করে এ কারণে যে, মুমিনের আশার মূল্য খুবই বেশি (এতই বেশি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু বারো এর মূল্যায়ন হয় না।” -অনুবাদক)

তবুও কিছু লোক তাদের আত্মাকে ছুস্মুল্যে বিক্রি করে দেয়। নিঃস্ব (সেউলিয়া) হওয়া, বাড়ি-পাড়ি ধ্বংস হওয়া নিয়ে যারা বিলাপ করে অথচ তাদের ঈমানের কমতি নিয়ে তাদের পাপের জন্য দুঃখ করে না। তারা শীঘ্রই তাদের জীবনের হাস্যকর দৃষ্টিকোণে বুঝতে পারবে। আর সে বুঝ হবে মুখে তারা এবং যে যতটা স্নেহ পণ্ডিত ছিল তার দুঃখ তত বেশি হবে। এ বিষয়টি খুবই (গভীর) গুরুত্বপূর্ণ কেননা এটি একটি মূল্যবান, নৈতিকতাপূর্ণ ও অপ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়।

إِنَّ هَوْلًا يُعِيبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ بَوْمًا نَقِيلًا .

“নিশ্চয় এসব (কাফির) লোকেরা এ পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং একটি গুরুতর, কঠিন কেরামতের ও বিচারের দিনকে উপেক্ষা করে!”

(৭৬-সূরা দাহর বা ইনশান : আয়াত-২৭)

১৯১. সত্যিকার ভালবাসা

প্রকৃত সুখ পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে। আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা যার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বা ব্রত সেই সর্বাপেক্ষা সফল, উন্নত ও সমৃদ্ধ ব্যক্তি। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ এ ভালোবাসার কথা বলেন-
بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ

“তিনি (আল্লাহ) তাঁদেরকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসবেন এবং তাঁরাও তাঁকে ভালোবাসে এবং ভালোবাসবে।” (৫-সূরা মফিলা : আয়াত-৫৪)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ -

“(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি মানবজাতিকে বলে দিন : “যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, তাহলে

আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের পাশপাশে কমা করে দিবেন।" (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-৩১)

সকলকে জানিয়ে দেয়ার জন্য নবী করীম ﷺ আলী (রা)-এর এমন একটি গুণের কথা সকলের মাঝে ঘোষণা করে দেন যা তাঁর মাথার মুকুট হয়ে আছে; আর তা হলো : [নবী করীম ﷺ আলী (রা) সম্বন্ধে বলেন-]

رَجُلٌ بِحِبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَحِبِّهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ .

ভাবার্থ : [আলী (রা)] এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন এবং তাঁকেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন।"

নবী করীম ﷺ-এর একজন সাহাবী কুরআনের সূরা ইখলাসকে ভালোবাসতেন। (সূরার প্রথম আয়াতটি হলো)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

"(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি (মানুষদেরকে) বলে দিন : তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।" (১১২-সূরা ইখলাস : আয়াত-১)

তিনি [ঐ সাহাবী (রা)] সালামতের প্রতি বাক্যে এ সূরা তেলাওয়াত করতেন এবং তিনি তার আত্মাকে শান্তি দেয়ার জন্য অন্য সময়েও তিনি সর্বদা এ সূরা পাঠ করতেন। এ কারণে নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেছেন-

حُبُّكَ إِيَّاهَا أَذْنُكَ الْجَنَّةَ -

"এ সূরার প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" আমি একজন মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তির (আলেমের) জীবনীতে নিম্নোক্ত পঙ্ক্তিতুলো পেয়েছি-

إِذَا كَانَ حُبُّ الْهَانِمِثْنِ مِنَ الْوَرَى

يَلْتَمِى وَيَسْتَلْبِى اللَّبِّ وَالْعَمَلِ .

فَمَاذَا عَمَى أَنْ يَفْعَلَ الْهَانِمُ الَّذِي

سَرَى نَلْبُهُ شَرُّنَا إِلَى الْعَالَمِ الْأَعْلَى .

“শায়লা ও সালমার প্রতি (সৃষ্টি) জগতের বিশেষারা প্রেমিকদের ভালোবাসা যখন নাকি জ্ঞান-বুদ্ধিকে লোপ করে দেয়, তখন যে বিশেষারা প্রেমিকের আত্মা প্রেমের টানে উর্ধ্ব জগতে বিচরণ করে সে কি করতে পারে বলে আশা করা যায়?”

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ -

“এবং ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা বলে, “আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন।” (হে মুহাম্মদ ﷺ) আপনি (তাদেরকে) বলুন। “তাহলে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে শাস্তি দিবে কেন?” (৫-সূরা মায়িদা : আয়াত-১৮)

লাহরীর প্রেমে মজনু শেষ হয়ে গেছে, ধন-সম্পদের মোহে কাঙ্ক্ষন ধ্বংস হয়ে গেছে, মর্যাদা ও ক্রমভার মোহে ফেরাউন ধ্বংস হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, হামজা (রা), জাকর (রা) ও হানযালাহ (রা) আব্রাহাম ও তাঁর বাসুলের প্রেমে শহীদ হয়েছেন। আব্রাহাম ও তাঁর বাসুলের প্রতি ভালোবাসাকারী মল ও দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসাকারী মল -এ দু'দলের মাঝে কতইনা বিস্তর ফারাক!

১৯২. শরীয়ত সহজ

শরীয়ত বা ইসলামী জীবনের বিধানের দু'টি ভাব হলো, তা সহজ ও সুবিধাজনক যা মুমিন ব্যক্তিকে শান্তি দেয়।

مَا آتَيْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِيَشْقَى -

“(হে মুহাম্মদ ﷺ) আমি আপনাকে কঠি দেয়ার জন্য আপনাকে উপর কুরআন অবতীর্ণ করিনি।”

وَتُبَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى -

“আর আমি সহজ পথকে (ইসলামকে) আপনাকে অন্য (আবো) সহজ করে দিব।” (৮৭-সূরা আল আলা : আয়াত-৮)

لَا يَكِلِدُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا وَشَعَهَا .

“আল্লাহ কোন ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যাধীত বোঝা চাপান না।”

(২-সূরা বাকারাহ : আয়াত-২৮৬)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .

“আর তিনি ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করে দেননি।” (২২-সূরা মুম্বিনুন : আয়াত-৭৮)

“এবং তিনি (মুহাম্মদ ﷺ) তাদের থেকে তাদের বোঝা ও তাদের উপর যে শৃঙ্খল ছিল তা দূর করবেন।” (৭-সূরা আল আ'রাক : আয়াত-১৫৭)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا .

“অতএব নিশ্চয় কঠোরতার পরে যুক্তি আছে। নিশ্চয় কঠোরতার পরে যুক্তি আছে।” (৯৪-সূরা ইনশিরাহ : আয়াত- ৫-৬)

অর্থাৎ, একটি কঠোরতার সাথে দু'টি যুক্তি আছে; সুতরাং একটি কঠোরতা দু'টি যুক্তিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। [কঠোরতা শব্দটি ৱা যোগে আছে আর যুক্তি শব্দটি ৱা ছাড়া] (يُسْرًا) আছে, সুতরাং আরবী ব্যাকরণ অনুসারে ৱা যোগে কোন একটি শব্দ বহবার লেখা হলেও নির্দিষ্ট একটিই বুঝার আর ৱা ছাড়া শব্দ একাধিকবার উল্লেখ হলে প্রতিবার একটি একটি করে বুঝার; এভাবে ৱা ছাড়া দু'বার উল্লেখিত হওয়াতে দু'টি যুক্তি (يُسْرًا) বুঝা যায়; পক্ষান্তরে ৱা সহ দু'বার উল্লেখিত হওয়া সত্ত্বেও দু'টি কঠোরতা (الْعُسْرُ) বুঝা যায় না। -প্রবাসিক]

“হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই বা ভুল করি, তবে আপনি আমাদেরকে (শান্তি দেয়ার জন্য) শাস্তি করবেন না।

“হে আমাদের প্রভু! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেমন বোঝা চাপিয়েছিলেন আমাদের উপর সেজন্য বোঝা চাপাবেন না।”

হে আমাদের প্রভু! আর আমাদের উপর এমন বোকা চাপাবেন না যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

আব আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।

আর আমাদেরকে দয়া করুন। আপনিই আমাদের মাওলা (অভিভাবক), অতএব কাকের সম্প্রদায়ের উপর আপনি আমাদেরকে বিজয়ী করুন।"

(২-সূরা বাক্বরা : আয়াত-২৮৬)

নবী করীম ﷺ বলেছেন-

رُبِّعَ عَنْ أَتْنَى الْخَطَا وَالنِّسْبَانِ وَمَا اسْتَغْرَهُمْ عَلَيْهِ

"চুল, বিশ্বরণ ও জোর-জবরদস্তির কারণে কৃত পাপ আমার উম্মত থেকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।"

নবী করীম ﷺ বলেছেন-

إِنَّ الدِّينَ بُسْرٌ وَكَنْ يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ .

"দিন্দর এ ধীন সহজ, যখন কেউ এ ধীনকে অতি কঠিন করে তখন সে নিজেই ব্যর্থ হয় (অর্থাৎ সে এ ধীনকে অতি কঠিন বানাতে পারেনা)।"

১৯৩. শান্তির মূলকথা

ডা. হাম্ভান শামসী পাশা ১৯৯৪ সনের কোন এক সংখ্যায় আহ্লাদ-সাহ্লাদ নামক পত্রিকায় "দুষ্টিভ্রা দূর করার বিশটি উপায়" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। নিম্নে তার সারমর্ম দেয়া হলো-

১. আপনার জীবনকাল (অর্থাৎ আরু কত বছর তা) নির্ধারিত করা আছে, কেননা সব কিছুই তক্বদীর (পূর্ব নির্ধারিত বিধান) অনুসারেই ঘটে। অতএব সে বিষয়ে (হয়্যাৎ নিয়ে) দুষ্টিভ্রা করার কোন প্রয়োজন নেই।
২. আমাদের প্রত্যেকে কতটা পরিমাণ রিযিক গ্রহণ করব তা সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহর নিকটেই। অন্য কেউই সে রিযিকের মালিক নয় বা আপনার থেকে তা ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষমতা অন্য কারো নেই।

৩. অতীত তার সকল দুঃখ-কষ্ট নিয়ে চলে গেছে। সমগ্র মানবজাতিও বসি একযোগে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে, তবুও তা ফিরে আসতে পারেনা।
৪. ভবিষ্যৎ অদৃশ্য জগতের অন্তর্ভুক্ত এবং এখনও তা আসেনি। আপনার অনুমতি বা অনুজ্ঞার প্রতি কোনরূপ প্রত্যাশা প্রদর্শন না করেই এটি এর বিষয়াদি নিয়ে আসে। অতএব এটা সত্যি সত্যি আগমন করার আগেই এটাকে ভেঙে আনবেন না।
৫. অন্যের উপকার করলে নিজের মনে শান্তি পাওয়া যায়। একটি ভালো কাজ বা কল্যাণমূলক কাজ নিজেকে গ্রহীতার তুলনায় অনেক বেশি দয়া (রহমত), পুরস্কার ও শান্তি ইত্যাদি বহুবিধ উপকার করে।
৬. মুমিনের একটি মহৎ গুণ হল যে, সে মিথ্যা সমালোচনার ধার ধারে না, কেউ সমালোচনা থেকে বাঁচতে পারে না। এমনকি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, নির্মিত মহাদ আত্মাহুও না।

(মানুষ আত্মাহু তায়ালাকেও গালি দেয়, সুতরাং আপনি কেন মনে করেন যে, আপনাকে কেউ গালি দিবে না, কেউ আপনার সমালোচনা করবে না। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব নবীদেরকেও প্রত্যেক জাতি মিথ্যা বলেছে, তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে; এমনভাবে সকল মহামানবরাও একই অবস্থার শিকার হয়েছে। এ বিষয়ে এ পুস্তকে পূর্বে বেশ বানিকটা আলোচনা করা হয়েছে। -অনুবাদক)

১৯৪. ক্রপের প্রেমে মুগ্ধ হওয়া থেকে সাবধান!

ক্রপের প্রেমে লড়া থেকে সাবধান! এ ধরনের সোম দুশ্চিন্তা ও চির দুর্দশায় ভরা। এটা একজন মুসলমানের জন্য আশীর্বাদ যে, পামে যে সব প্রচণ্ড ভালোবাসার ব্যবস্থা, অবাঞ্চিত ও অবাঞ্ছিত ভালোবাসার ব্যবস্থা অথবা কারো প্রেম বিচ্ছেদের কাহিনী পাওয়া যায় তা থেকে সে দূরে থাকে।

“তবে কি আপনি তাকে সেবেননি যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিজের উপাশ্য প্রভু (ইলাহ) হিসেবে গ্রহণ করেছে আর (তাই) আত্মাহু কেনে তনেই তাকে পছন্দই করেছেন, তার প্রতিশতির ওপর ও তার ক্ষমতার ওপর মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার দৃষ্টির উপর আবরণ বেঁধে দিয়েছেন।”

নিজেকে ভিন্নকার করে এক আরব কবি লিখেছেন—

أَنَا الَّذِي جَلَبَ الْمَنِيَّةَ طَرَفَهُ * فَمَنْ الْمَطْلَبُ وَالْقَتِيلُ الْقَاتِلُ -

“আমিইতো মৃত্যুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, সুতরাং নিহত ব্যক্তি নিজেই যখন নিজের হত্যাকারী তখন কে দোষী?”

অবশেষে সে (কবি) বুঝতে পারছে যে, সে আবেগভাজিত প্রেমে পড়েছে এবং এর থেকে বের হতে পারছে না। আর তার দুঃখ-দুর্দশার জন্য সে নিজেই দোষী। তাই সে যে চির দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে তার জন্য সে নিজেকেই দোষারোপ করেছে।

وَأَمَّا يَنْزَعْنِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاشْتَعِذْ بِاللَّهِ -

“আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তোমার মনে কুমন্ত্রণা আসে তবে তুমি আল্লাহ নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।”

إِنَّ الذِّهْنَ أَتَقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ -

“মুত্তাকীদের (খোদাতীকরদের) মনে যখন শয়তানের পক্ষ থেকে কুমন্ত্রণা আসে তখন নিশ্চয় তারা আল্লাহকে স্মরণ করে আর তখনই তারা (সঠিক পথ) দেখতে পায়।”

ইবনুল কায়েম তাঁর “রোগ ও চিকিৎসা” (الدَّاءُ وَالْدَوَاءُ) কিতাবে এ বিষয়ের উপর ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করেছেন। বেসব কারণে মানুষ মরিয়া হয়ে অদম্য প্রেমে পড়ে তিনি তার কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন। নিচে সে সবের কয়েকটি উল্লেখ করা হলো—

১. এমন এক শূন্য হৃদয় যাতে আল্লাহর ভালোবাসা নেই, তাঁর জিকির নেই ও তাঁর ভয় নেই।

২. যথেষ্ট দৃষ্টিশক্তি করা। চক্ষু হলো অনুসন্ধানী, যা অন্তরে দুঃখ-কষ্ট হয়ে আনতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন—

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَفُضُّرًا مِّنْ أَبْصَارِهِمْ

“মু'মিনদেরকে বলে দিন যে তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে আনত রাখে।”

(২৪-সূরা ক্বা : আয়াত-৩৯)

দৃষ্টি হলো শরত্বানের একটি খাঁর। একজন আরব কবি বলেছেন—

وَأَتَتْ مَنِيَّ أَرْسَلَتْ طَرْفَكَ رَائِدًا * إِلَى كُلِّ عَيْنٍ أَتَعَبَتْكَ الْمَنَاطِرُ.

رَأَيْتَ الَّذِي لَا كَلَّةَ أَنْتَ قَادِرٌ * عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَابِرٌ.

“যখন তুমি তোমার দৃষ্টিকে অনুসন্ধানকারীর মতো সকলের চোখের দিকে যথেষ্ট তাকাত্তে দিবে, তখন তোমার দৃষ্টি ক্রান্ত হয়ে যাবে। তখন তুমি এমন অনেক কিছু দেখবে যার পুরোটি তুমি আয়ত্ত করতে সক্ষম নও এবং যার আংশিক আয়ত্ত করার ধৈর্যও তোমার নেই।

৩. ইবাদতে অবহেলা করা। বিশেষ করে জিকির, দোয়া ও সালাতে।

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

“নিক্তর সালাত অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে।”

(২৯-সূরা আনকাবুত : আয়াত-৪৫)

এখানে অশ্লীল (الْفَحْشَاءُ) কাজ বলতে সকল প্রকার অধৈর্য যৌন ফ্রিয়া ও নির্ষজ ও বেহায়া ফ্রিয়াকলাপকে বুঝায় এবং নিষিদ্ধ, অপছন্দনীয় ও হন্দ (الْمُنْكَرُ) কাজ বলতে কুমুরী, পেরেকী ও সকল প্রকার হন্দ কাজকে বুঝায়।

১৯৫. প্রচণ্ড ও অদম্য প্রেমের কিছু ঠাণ্ডা

“আমি তাঁর থেকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা দূরে রাখার জন্য এরূপ নিদর্শন দেখিয়েছিলাম।” (১২-সূরা ইউসুফ : আয়াত-২৪)

১. অধিকতর একনিষ্ঠ হয়ে আপনার ইবাদতকে উন্নত করার জন্য কঠোর সাধনা করুন।

২. وَحَفَظُوا فُرُوجَهُمْ... وَحَفَظُوا فُرُوجَهُمْ

“আর যে সব নর-নারীরা নিজেদের যৌনাঙ্গকে (অবৈধ যৌনক্রিয়া থেকে) হেফাজত রাখে।” (২৪-সূরা নূর : আয়াত- ৩০-৩১)

আপনার দৃষ্টিকে মত (বা লিচের নিকে) রাখুন।

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

“আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে (অবৈধ যৌন ক্রিয়া থেকে) হেফাজত রাখে।”

৩. আপনার প্রেমাস্পদ থেকে দূরে কোথাও চলে যান।

৪. আমলে সালেহ, নেক আমল, পুণ্যকর্ম, সৎকাজ বা ভালো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন।

“নিশ্চয় তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, আমাকে আশা ও ভয়ের সাথে ডাকত এবং তারা আমার তরে বিনীত ছিল।” (২১-সূরা অমিয়া : আয়াত-৯০)

৫. বৈধ আমোদ-আহ্লাদ করুন। অর্থাৎ শরীয়তসম্মত আনন্দ-স্বুতি করুন।

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.

“তাহলে তোমাদের পছন্দনীয় নারীকে বিবাহ কর।” (৪-সূরা নিসা : আয়াত ৩)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا.

“এবং তাঁর নিদর্শনাবলির একটি এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীপংকে সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাব।” (৩০-সূরা আর রুম : আয়াত-২১)

নবী করীম ﷺ বলেছেন—

بَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ .

“হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সার্থকী রাখে সে যেন বিবাহ করে।

১৯৬. জাতৃত্বের অধিকার

আপনার মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎকালে তার সিয় নামে তাকে ডাকুন এবং হাসিমুখে তাকে সাদাশ দিন।

تَبَسُّمُكَ فِي رَجْدِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ .

“আপনার ভাইয়ের সামনে আপনার হাসিমুখ সদকাভূম্ব।”

আপনার সাথে কথা বলতে তাকে উৎসাহ দিন অর্থাৎ তার সম্বন্ধে ও তার জীবন সম্বন্ধে কথা বলতে তাকে সুযোগ দিন। তাকে তার অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন, তবে শুধুমাত্র সেসব বিষয় সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করুন যেগুলো তাকে অপ্রভুত ও অপ্রভিত করবে না।

مَنْ لَّمْ يَهْنَمْ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِ بَيْنَ قَلْبَيْهِ مِنْهُمْ .

“যে ব্যক্তি মুসলমানদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেন না বা খোজ-খবর নেয় না সে তাদের দলভুক্ত নয়। (মুসলমান নয়)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاُ بَعْضٍ .

“মুহিন নয়-নারীরা একে অণয়ের বন্ধু, সাহায্যকারী, রক্ষাকারী ও অভিভাবক।”

তাকে তিরকার বা গালি দিবেন না বা অতীত ভুলের খোঁটা দিবেন না এবং তাকে নিয়ে আশা করে তাকে কষ্ট দিবেন না।

لَا نَعَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَارِحُهُ وَلَا تَعِدُّهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفُهُ .

“আপনার ভাইয়ের সাথে তর্ক করবেন না, তাকে নিয়ে আশা করবেন না এবং তাকে গুদ্বাদা দিয়ে তা তদ্ব করবেন না।”

১৯৭. পাপ মার্জনার দু'টি রহস্য

কিছু কিছু বিজ্ঞান উল্লেখ করেছেন যে—

১. পাপ থেকে তত্ত্বা করার পর আত্ম-পরিশোধ ও কৃত্রিম ধার্মিকতাব লমিত হয়ে যায়।
২. আব্রাহাম বহীম (পরম করুণাময়), গাফুর (পরম ক্ষমালীন) ও তাওয়াব (তওবা কবুলকারী) ইত্যাদি নাম ও গুণ তাঁর অন্যান্য নাম ও গুণের তুলনায় পাপ থেকে তত্ত্বাবাহারীর নিকট অধিক অর্থবহু বা কার্যকর বা উপকারী। (অর্থাৎ এসব নামের লোহাই নিয়ে তওবা করলে আব্রাহাম পাপ মার্জনা করে দেন। -অনুবাদক)

{(ইংরেজি অনুবাদক অনুরোধ করে বলেন) আপনি এ'দুটি রহস্য জানা সত্ত্বেও যেন পাপ না করেন।}

১৯৮. রিযিক তালাশ করুন কিন্তু লোভ করবেন না

সমস্ত মহিমা ও প্রশংসা প্রার্থী ও রিযিকদাতারই প্রাপ্য। তিনি কীটকে মাটিতে, বাছকে পানিতে, পাখিকে শূন্যে (আকাশে), নিশড়াকে অন্ধকারে এবং সাপকে পথরের কটিলে খোরাক দেন।

আব্রাহামা ইবনুল আওদী এমন এক দৃশ্য দর্শন করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন যা চমৎকার এমনকি আজবও বটে। একটি গাছের আগড়ালে একটি অন্ধ সাপ বাস করত। একটি পাখি তার ঠোঁটে করে এটির জন্য খাবার নিয়ে আসত। এটি সাপের নিকট এসে একটি (কিটির মিটির) শব্দ করত। এ শব্দ শুনে সাপটি হা করত, আর পাখিটি সাপের (সে হা করা) সুখে খাবার ভরে নিত। সকল মহিমা ও প্রশংসা সে আব্রাহামই প্রাপ্য যিনি পাখিকে দিয়ে সাপের সাহায্য করানেন।

وَلَا طَائِرٌ يُّطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أَمَّ أَمْرًا لَّكُمْ .

“নিজ জ্ঞানার সাহায্যে উড়ে এমন প্রতিটি পাখিই তোমাদের মত এক একটি উন্নত।” (৬-সূরা আন'আম : আয়াত-৩৮)

মেহরাবের মধ্যে মরিয়ম (আ)-এর নিকট দিন-রাত রিযিক আসত। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো-

أَتَىٰ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِرِزْقِ مَنْ يَشَاءُ
بَغِيرِ حِسَابٍ .

“এসব আপনার নিকট কীভাবে আসে?” তিনি উত্তর দিলেন, “এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। নিক্তর আল্লাহ যাকে চান তাকে অপরিমিত রিযিক দান করেন।” (৩-সূরা আসে ইমরান : আয়াত-৩৭)

وَلَا تَحْزَنُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَۃٌ إِمْلَاقٍ لَّحَنُ رِزْقِكُمْ وَأَيَّامُ .

“এক অস্তাবের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হতাশা করনা। আমিই তোমাদের ও তাদের রিযিক সিই।” (১৭-সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত-৩১)

লোকজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে পিতা-পুত্র উভয়েরই রিযিকদাতা হলেন তিনি যিনি জন্ম দেন না এবং (কারো দ্বারা) জাতও নন। অনন্ত অসীম ধন ভাণ্ডারের মালিক নিজেই আপনার (এবং সকলের) রিযিকের প্যারাকি বা নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

فَاَتَفَرُّوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ .

“অতএব আল্লাহর নিকট রিযিক চাও এবং তাঁর দাসত্ব (ইবাদত) কর ও তাঁর কৃতজ্ঞতা (শোকারিফা) আদায় কর।” (২৯-সূরা আনকাসূত : আয়াত-১৭)

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ .

“এক তিনিই আমাকে পানাহার করান।” (২৯-সূরা আশ ছাফা : আয়াত-৭৯)

১৯৯. একটুখানি ভেবে দেখুন

সালাতের আংশিক গুরুত্ব হলো এই যে, এটি যেন থেকে যদ্ব অনুভূতিসমূহ (যথা কুচিভা, দুষ্কিভা, দুর্ভাবনা, দুঃখ-বেদনা ইত্যাদি। -অনুবাদক) দূর করে দেয় এবং মনকে শক্তি ও আনন্দে ভরে দেয়। সালাতের সময় হৃদয়-মন আগ্রাহর সান্নিধ্যে থাকে। আগ্রাহর নিকট সাহায্য চাওয়াতে সাধুনা পাওয়া যায়, তাঁর সামনে দাঁড়ালে আধ্যাত্মিকতা অনুভব করা যায়।

আর এসব কিছুই সালাতের সময় অনুভব করা যায়। সালাতে (শরীরের) সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ব্যবহার করা হয়, কিন্তু যা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আত্মাকেও অবশ্যই সজাগ রাখতে হবে। সালাতের সময় সৌম্যতা ও শান্তি অর্জন করা যায়, যেমন নাকি শত্রু ও সমস্যা থেকে কেউ (কমপক্ষে আত্মিকভাবে) দূরে চলে যায়। (অর্থাৎ শত্রু ও সমস্যা থেকে দূরে চলে গেলে যেমন শান্তি পাওয়া যায় তেমনই সালাতের মধ্যে আত্মিকভাবে উদ্ধৃষ্ণগতে ভ্রমণ করে দুনিয়ার কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি পাওয়া যায় -অনুবাদক)

এভাবে সালাত হৃদরোগের একটি শক্তিশালী ঔষুধ। তবুও কেবলমাত্র যোগ্য আত্মাই সালাত থেকে উপকৃত হয়; পক্ষান্তরে দুর্বল আত্মা শরীরের মতো পার্শ্বিক বস্তু থেকেই তার খোঁজাত তালাশ করে।

সুতরাং আমাদেরকে দুনিয়া ও আবেগের এই উভয় জাহানের কল্যাণ অর্জন করতে সাহায্য করার জন্য সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সালাত পাপ কাজে বাধা দেয়, রোগ প্রতিরোধ করে, আত্মা ও চেহারা উভয়কেই সুবাসিত (আলোকিত) করে, সালাতীকে কর্মক্ষম করে তোলে এবং ব্যাপক অর্থে যে নাকি সত্যকর্তার সাথে, যথাযথভাবে ও একনিষ্ঠভাবে সালাত আদায় করে, সালাত তাঁর জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

২০০. কল্যাণে ভরপুর এক ধর্ম

ইসলাম ধর্ম মুমিন বান্দাকে বিশাল পরিসরের কল্যাণ ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়। এটি এমন সব কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেয়, যা তাকে সর্বদা সত্যাংশে থাকতে উৎসাহ দেয় এবং এমন সব পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়, যা আশ্চর্যের জন্য তার আশাকে বাড়িয়ে তোলে। যেসব আমল সত্য মুখে ফেলে (যেমন সালাত) ইসলামে এমন সব আমল অনেক আছে।

যেমন একটি আমলে সালেহ বা নেক আমল দুশ ওশ, সাতশত ওশ, এমনকি আরো অনেক অনেক ওশ বেশি বাড়ানো হয়। আরেকটি উদাহরণ হলো দুশ-কষ্ট, অভাব-অনটন ও যে কোন সংকট, যখনই কোন মুমিন বান্দা কোন সংকটে পড়ে তখনই তার কিছু পাপ মাফ করে দেয়া হয়। মুসিবতের সময় মুমিন বান্দা অন্যান্য মুমিন বান্দাদের দোয়ার দ্বারাও উপকৃত হয়।

وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا .

“আর যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে গণনা কর তবে তোমরা তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না।” (১৬-সূরা নাহল : আয়াত-১৮)

“আর তিনি তোমাদের উপর তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দিয়েছেন।” (৩১-সূরা লোহুমান : আয়াত-২০)

{প্রকাশ্য নেয়ামত বলতে বুঝায় ইসলামী জাতিহীন (একত্ববাদ) ও বাহ্য, সৌন্দর্য ইত্যাদি। এ পৃথিবীর বৈধ আমোন-প্রমোদ। অপ্রকাশ্য নেয়ামত বলতে বুঝায় আল্লাহর প্রতি ইমান, ইলম (জ্ঞান), হেকমত (প্রজ্ঞা), আমলে সালেহ করার জন্য পথ-নির্দেশ যা হেদায়েত এবং আশ্চর্যের জাহাজের আমোন-ফুর্তি।}

২০১. ভয় করো না তুমিই বিজয়ী হবে

“ভয় করো না, নিশ্চয় তুমি বিজয়ী হবে।” (২০-সূরা স্বাহ : আয়াত-৬৮)

নবী মুসা (আ) ভিনবার সমস্যায় পড়েছিলেন-

১. যখন তিনি দুষ্ট ও দুর্ভৃত ফেরাউনের দরবারে প্রবেশ করেছিলেন : “হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা ভয় করি পাছে সে (ফেরাউন) উত্তেজিত হয়ে আমাদেরকে কষ্ট দেয় বা সীমালঙ্ঘন (জুলুম) করে।”

(২০-সূরা স্বাহ : আয়াত-৪৫)

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى

“তিনি (আল্লাহ) বললেন, “ভয় করো না, নিশ্চয় আমি তোমাদের দুজনের সাথে আছি, সবকিছু শুনি ও দেখছি।” (২০-সূরা স্বাহ : আয়াত-৪৬)

“আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনি ও দেখছি, কথটি সর্বদা মুসলমানের মনে রাখা উচিত।

২. যখন যাদুকররা তাদের জাদুর রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল তখন সর্বশক্তিমান বললেন-

لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى

“ভয় করো না, নিশ্চয় তুমিই বিজয়ী হবে।” (২০-সূরা স্বাহ : আয়াত-৬৮)

৩. যখন ফেরাউন ও সেনাবাহিনী মুসা (আ)-কে ধাওয়া করছিল তখন আল্লাহ বলেছিলেন-

إِشْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

“তোমার লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত কর।”

(২৬-সূরা আশ শোয়ারা : আয়াত-৬৩)

مُوسَى (আ) বললেন-

كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِي

“কখনো না। নিশ্চয় আমার সাথে আমার প্রভু আছেন, তিনি আমাকে সঠিক পথ-প্রদর্শন করবেন। (২৬-সূরা আশ শোয়ারা : আয়াত-৬২)

২০২. চারটি বিষয় হতে দূরে থাকুন

নিম্নোক্ত চারটি বিষয় মনে দুঃখ-কষ্ট আনে; সুতরাং দৈনন্দিনে পরিহার করুন বা এড়িয়ে চলুন—

১. আল্লাহ যা বিধান দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন না এবং তাতে রাগ করবেন না।

২. তওবাহীন পাপ (যে পাপ করে পরে তওবা করা হয় না)।

“আপনি (তাদেরকে) বলে দিন।” এ মুসিবত (তোমাদের পাপের কারণে) তোমাদের নিজেনের নিকট থেকেই এসেছে।”

(৩-সূরা ইমরান : আয়াত-১৬৫)

“এটা তোমাদের নিজ হাতে কৃত পাপের কারণেই।”

(৪২-সূরা শূরা : আয়াত-৩০)

৩. আল্লাহ মানুষকে অনুগ্রহ দান করার কারণে তাদেরকে ঘৃণা করা।

“আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা দান করেছেন তা নিয়ে কি তারা মানুষদেরকে হিংসা করে?” (৪-সূরা আন লিনা : আয়াত- ৫৪)

৪. আল্লাহর জিকির থেকে মুখ ফিড়িয়ে নেয়া।

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا .

“নিশ্চয় তার জন্য রয়েছে এক সংকটময় জীবন।”

(২০-সূরা জায : আয়াত-১২৪)

২০৩. যদি শান্তি পেতে চান তবে আপনার প্রভুর মুখাপেক্ষী হোন

আল্লাহর বাসনা কেবলমাত্র মহান আল্লাহর অভিযুখী হয়েই শান্তি পেতে পারে। তিনি কুরআনে বহু আয়াতে শান্তির কথা বলেছেন—

ثُمَّ أَوْرَثَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ .

“অতঃপর আল্লাহ তাঁর বাসুনের উপর ও মুসলিমদের উপর তাঁর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন।” (৪৮-সূরা আল জাহিয়াহ : আয়াত-২৬)

“অতঃপর তিনি তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন।

(৪৮-সূরা আল ফাঝহ : আয়াত-১৮)

প্রশান্তি বলতে বুঝায় প্রশান্তি চিত্ত ও আত্মাহর প্রতি ইমাম ও ভাওদাকুল। প্রশান্তি হলো সনেহমুক্ত ইমানদারদের জেগেত শান্ত বা সৌম্য অবস্থা। (অর্থাৎ প্রশান্তি হলো এক শান্ত-সৌম্য অবস্থা যা সংশয়হীন মুমিনরা ভোগ করে।) আত্মাহর সাথে নিকট সম্বন্ধ বা আত্মাহর নৈকট্য ও বাসুলের তরীকা একনিষ্ঠভাবে পালন করা অনুসারেই এ প্রশান্তি ও শান্তি অর্জিত হয়ে থাকে বা অর্জন করা যায়।

“যারা শান্তত বাণীতে ইমাম এনেছে আত্মাহ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।” (১৪-সূরা ইবরাহীম : আয়াত-২৭)

২০৪. সান্ত্বনার দু’টি মহান বাণী

ইমাম আহমদ (র)-কে যখন কঠিন সময়ে শান্তি সেরা হচ্ছিল ও অত্যাচার করা হচ্ছিল তখন তাকে দু’টি কথা বলা হয়েছিল যা তিনি বর্ণনা করেছেন :

যদ পান করার কারণে এক লোককে জেলখানায় বন্দী করা হয়েছিল। যখন সে ইমাম আহমদ (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিল তখন সে তাঁকে বলেছিল-

“হে আহমদ, দু’টি চিন্তা হয়ে থাকুন, কেননা আপনি সত্যের (আরবী কিতাবে আছে- ‘সুন্নতের’) উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে চাবুকের বাড়ি যাবেন। আর আমি শরাব পান করার কারণে বছর চাবুকের বাড়ি বেয়েছি অথচ ধৈর্য ধরেছি।”

(অর্থাৎ আমি অন্যায়ের কারণে শান্তি পেয়েও ধৈর্য ধরেছি; সুতরাং ন্যায়ের কারণে আপনি শান্তি পেলে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করবেন হেন- অনুবাদক।) আর এটিই সে দু’টি কথার প্রথমটি।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ -

“অতএব ধৈর্য ধরুন, নিশ্চয় আত্মাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর যারা দু’টি বিশ্বাস করে না, তারা হেন আপনাকে বিচলিত না করে।”

(৩০-সূরা আর রুম : আয়াত-৬০)

“যদি তোমরা যত্নবা জোপ কর তবে তারাও তো তোমাদের মতো যত্নবা জোপ করে অথচ তারা যা আশা করতে পারে না তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে তা (পুরস্কার তথা জান্নাত) আশা করতে পার।”

(৪-সূরা আন নিস : আয়াত-১০৪)

আর দ্বিতীয় দাবীটি হলো- যখন ইমাম আহমদ (র)-কে শিকল পরিয়ে জেলখানায় আনা হচ্ছিল তখন একজন বেদুইন তাকে দেখে বলেছিল-

“হে আহমদ! ধৈর্য ধরুন কেননা, এ দুর্ঘটনায় যদি আপনার মৃত্যু হয় তবে এ ঘটনার কারণেই আপনি জান্নাতে যাবেন।”

“তাদেরকে তাদের ঐক্য নিজের পক্ষ থেকে একটি কল্পনা, সত্বাতি ও তাদের জন্য অনেক জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন যেখানে (তাদের জন্য) রয়েছে চিরস্থায়ী সুখ শান্তি।” (৯-সূরা আনকাব : আয়াত-২১)

২০৫. দুঃখ-কষ্টের কিছু উপকারিতা

কষ্টের কারণে মানুষ বিনীতভাবে তার প্রভুর প্রতি মুখোপেক্ষী হয়। কেউ একবার বলেছিলেন, “আল্লাহ কষ্টইনা পবিত্র! তিনি (বান্দাকে) কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে সোয়া করান।” বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাঁর কোনও বান্দাকে কোন এক বিষয়ে পরীক্ষা করে ফেরেশতাদেরকে বলেন, “তার কথা (সোয়া, প্রার্থনা, আবেদন) শুনার জন্য এ পরীক্ষা ছিল” অজাব-অনটন ও সংকটের কারণে মনে নস্রততা আসে (অন্য বিনয়-নস্রতাকে আল্লাহ পছন্দ করেন। -অনুবাদক)

كَذَٰلِكَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَبَظُنًى. أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْنَى.

“বরং মানুষ নিজস্ব সীমালঙ্ঘন করে, কেননা, সে নিজেকে অস্তাবমুক্ত দেখে বা স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।” (৯৬-সূরা আল আলাফ : আয়াত-৬-৭)

দুর্দশাগ্রস্ত লোকদেরকে মানুষেরা সাধুনা দেয় এবং তার বা তাদের জন্য সোয়া করে। এভাবে সংকটের সময় মুমিনরা প্রাত্ত্ববোধে দুর্দশাগ্রস্ত লোকের পাশে এসে দাঁড়ায়। একটি মুসিবত বড় আরেকটি মুসিবত থেকে রক্ষা করে বিধাত মুসিবতগ্রস্ত লোকের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। অধিকন্তু (এ ছাড়া) বিপদাপদের

কারণে অনেক পাপ মোচন হয়। ইফসাল আশ্বাহর কোন বান্দা এ বিষয় (কথা)ভুলো বুঝতে পারবে তখন সে কৃতজ্ঞ হবে।

إِنَّمَا يُرَوِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِقَبْرٍ حَسَابٍ .

“কেবলমাত্র ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের পুরস্কার পূর্ণমাত্রায় বেহিসাবে দেয়া হবে।” (৩৯-সূর আন হুমার ; আয়াত-১০)

২০৬. বিদ্যা

ইবনে হাযম উল্লেখ করেছেন যে, ইলমের (জ্ঞানের) একটি উপকারিতা এই যে, এটা মন থেকে কুমন্ত্রণাসবুহ নূর করে ও জানীকে (আলেমকে) দুচ্চিন্তা ও সমস্যা থেকে মুক্ত করে। এটা বিশেষ করে তাব জ্ঞান্য সভ্য যে জানকে (ইলমকে) ভালোবাসে, যে নিয়মিত জ্ঞান চর্চা, পড়াশুনা ও গবেষণা করে এবং যে অর্জিত বিদ্যাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে (আমল করে), তাহলেই এলেম (বিদ্যা শিকারী) এর উচ্চিত যুবক করা, পড়া, শুনবার পড়া, (হুসনুত) বোজ করা ও গবেষণা করার মাঝে তার সময়কে ভাগ করে দেয়া।

২০৭. সুখ স্বর্গীয়

(ধনী-মরিত্তের সাথে সুখের কোন সম্পর্ক নেই)

প্রমিতকরা দিন এমন দিন যায় (উদ্দেশ্য-যে দিনকার আয় সে দিনই খেয়ে শেষ করে) এমনটা দেখা অসাধারণ কিছু নয় (এমনটা প্রায়ই দেখা যায়)। তবুও তাদের অনেকেই সুখী, শান্তিপূর্ণ এবং শক্তিশালী ও প্রশান্ত আত্মার অধিকারী। এর কারণ হলো-তারা এত ব্যস্ত যে তারা গতকাল বা আগামীকাল সম্বন্ধে ভাববার সময় পায় না। তাদের জীবন আত্মার ধরন তাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহের নিনের মূল্যায়নই শিক্ষা দেয় বা আজকের দিনটির গুরুত্বই বুঝতে দেয়, এ কারণেই তারা অন্য কিছু নিয়ে ভাববার সুযোগ পায় না।

যারা অষ্টাদিকায় বাস করে তাদের সাথে এদের জ্বলনা করে দেখুন। কার্যহীনতা ও অবসর সময় তাদের সমস্যা ও জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা নিয়ে ভাবতে প্রচুর সময় যোগায়। এভাবে তাদের অনেকেই দিন-রাত দুর্দশা ও দুচ্চিন্তা অক্লান্ত করে।

২০৮. মৃত্যুর পর স্বরণীয় হওয়া দ্বিতীয় জীবন-তুল্য

দ্বিতীয় জীবন পাওয়া এক মহাকল্যাণ। অনেকেই এ দ্বিতীয় জীবন সম্পদের বা পদমর্যাদার বিনিময়ে নয় বরং আমল দ্বারা ক্রয় করেছেন। নবী ইব্রাহীম (আ) তাঁর প্রভুর নিকট দোয়া করেছেন যে, তিনি যেন মানুষের নিকট স্বরণীয় হন এবং মানুষের দোয়া পান। উমর (রা) হারিস ইবনে সিনানের সন্তানদেরকে সিজ্ঞাসা করেছিলেন, “জুহাইর তোমাদেরকে কি দিল আর তোমরা জুহাইরকে কি দিলে?” তারা উত্তর দিল, “সে আমাদের প্রশংসা করল আর আমরা তাকে সম্পদ দিলাম।” উমর (রা) বললেন, “আম্রাহর কসম, তোমরা তাকে যা দিয়েছ তা শেষ হয়ে গেছে আর সে তোমাদেরকে যা দিয়েছে তা (চিরস্থায়ী হয়ে গেল বা) থেকে গেল।

নিচের দোয়া বা প্রার্থনা করুন

اَللّٰهُمَّ اِنِّمْ لَنَا مِنْ خَشْيِكَ مَا نَحُوْلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
مَعَاصِكَ وَمِنْ طَاعِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّاتِكَ وَمِنْ الْبَقِيَّةِ
مَا نُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَتَمَتَّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا
وَاَبْصَارِنَا وَقُرْبِنَا مَا اَحْبَبْتُنَا وَاَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ
نَارَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمْنَا وَاَنْصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ
مُسْتَبَقَنَا فِيْ دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ حَيْنَنَا وَلَا
تُفْلِحْ عَلَيْنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِدُوْرِنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا .

ভাবার্থ : “হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এমন ভয় দান করুন, যা আমাদের মাঝে এবং আপনার অবাধ্যতার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে এবং এমন আনুগত্য (করার তওফীক) দান করুন, যাঁর অসিলায় আপনি আমাদেরকে আপনার জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং এমন একীন (বিশ্বাস) দান করুন, যা দুনিয়ার বিপদাপনকে আমাদের নিকট ভুল করে দিবে এবং আপনি আমাদেরকে যত কাল জীবিত রাখবেন ততকাল আমাদেরকে

আমাদের শ্রুতি, দৃষ্টি ও শক্তিকে জেগে করতে (তাওফীক) দিন এবং তাকে আমাদের উত্তরাধিকারী বানান এবং যারা আমাদের উপর জুলুম করেছে তাদের উপর আমাদের প্রতিশোধ নেয়ার ব্যবস্থা করুন এবং যারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের উপর (বিজয়ী হতে) আমাদেরকে সাহায্য করুন আর বিপদাশ্রয় যারা আমাদের ঘিনের (ধর্মের) পরীক্ষা নিবেন না এবং দুনিয়াকে আমাদের শ্রেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও আমাদের বিদ্যার দৌড় (চুড়াও জ্ঞান) বানিয়ে নিবেন না এবং আমাদের পাণের কারণে আমাদের উপর এমন শাসক চাপিয়ে নিবেন না যে আমাদেরকে দয়া করবে না।”

২০৯. ন্যায়পরায়ণ প্রভু

আপনার প্রভু ন্যায়পরায়ণ এ বিষয়ে আপনার দৃঢ় নিশ্চয়তাবোধ থাকা উচিত। মহান আল্লাহ একজন মহিলাকে একটি কুকুরের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছেন। আরেকজনকে একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছেন। প্রথম মহিলাটি বনী ইসরাইলের একটি বেশ্যা ছিল। (তার জান্নাতে প্রবেশের) কারণ এই যে, সে একটি তুম্বার্ড কুকুরকে পানি পান করিয়েছিল। (এ কারণে) আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেন। তাঁর নেক আমলের প্রতি একনিষ্ঠতা ও তাঁর আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতার কারণে এটা ছিল ন্যায়সঙ্গত পুরস্কার। দ্বিতীয় মহিলাটি একটি বিড়ালকে একটি ঘরে বন্দী করে রেখেছিল। সে এটাকে পানাহার করতে দিত না। সে এটাকে বন্দী করে মাঠে-ঘাটে পোকা-মাকড় বাতরা থেকে বিরত রেখেছিল; তাই আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছিলেন।

প্রথম মহিলার ঘটনাটি মনে শান্তি যোগায়। কেননা, এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ছোট-খাট নেক আমলের বদলে বিশাল বিশাল পুরস্কার দেন।

نَسَنَ بِعَمَلٍ مِّثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا لَّهٗ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

“অতএব, যে ব্যক্তি অনুপরিমাণ নেক আমল করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অনুপরিমাণ বদ আমল করবে সে তা দেখতে পাবে।”

إِنَّ الْحَمَنَاتِ بِذِهْنِ السُّبَّاتِ .

“নিচয় নেক আমলসমূহ বদআমলসমূহকে দূর করে দেয়।”

(১১-সূরা হুদ : আয়াত-১১৪)

অতএব, দুঃখ পীড়িতদেরকে সাহায্য করুন, গরীবদেরকে দান করুন, অত্যাচারিতদেরকে সাহায্য করুন, রোগী সেখানে যান, মৃতের জানাযা পড়ুন, অন্ধকে পথ দেখান, দুর্ভাগ্যব্রতদেরকে সাধুনা দিন, পথভ্রষ্টদেরকে পথ-প্রদর্শন করুন এবং মেহমান ও প্রতিবেশী উভয়ের প্রতিই সদয় হোন। এসব কিছুই সদকাভূম্য। এগুলো এমন কাজ যেগুলো শুধুমাত্র আপনার সাহায্য গ্রহীতাকেই সাহায্য করে না, অধিকতর আপনাকেও হস্তি ও শক্তি দিয়ে সাহায্য করে।

২১০. নিজের ইতিহাস লিখুন

একদিন আমি মক্কার হারাম শরীফে বসা ছিলাম। সিনাটি ছিল ভ্রমোটি। জোহরের ওয়াত্ত হয়ে আসছিল। এমন সময় আমি একজন বৃদ্ধ মানুষকে জমজমের পানি বিতরণ করতে দেখলাম। তিনি কয়েকটি পেয়ালা ভরে (বাইরে) নিয়ে মানুষদের দিচ্ছেন ও তারপর ফিরে এসে একই (ভারে পেয়ালাগুলো ভরে মানুষের মাঝে পানি বিতরণের) কাজ করতেন। বেশ কিছু সময় যাবৎ তিনি এ কাজ করতে করতে ঘামে ভিজে গেলেন। এ বৃদ্ধ লোকটির বীরত্বব্যঞ্জক ঠৈর্ঘ্য দেখে এবং তাঁর সদয় কাজের প্রতি ভালোবাসা দেখে আমি বিম্বিত হয়ে গেলাম। যত লোককে তাঁর মাঝে কুসিয়েছিল তিনি তত লোককেই একটি (মিষ্টি) হাসি ও এক পেয়ালা পানি দিয়েছিলেন। এতে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, যদি আল্লাহ কাউকে আমলে সালাহ করার তওফীক দেন, তবে সে তা হাসি মুখেই করে, যদিও তা কষ্টকর কাজ হয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করার জন্য আবু বকর (রা) মদীনার রাজ্য নিজের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন।

মেহমানকে বাগ্যানের জন্য হাতেম তাই কুখা পেটে ঘুমাতে।
মুসলিমদেরকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য আবু উবাইদাহ (রা) রাত জেগে পাহারা

দিতেন। স্নাত্রে যখন লোকজন ঘুমিয়ে থাকত তখন তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য উমর (রা) স্নাতায় বাতায় হাঁটতেন। মহা আকালের বছর জনগণকে খাওয়ানোর জন্য তিনি নিজে না খেয়ে থাকতেন। উহদের যুদ্ধের সময় আবু জালহা (রা) নবী করীম ﷺ-কে তাঁর থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের দেহকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। ইবনে মোবারক (রহ) নিজে রোযা রেখে জনগণের মাঝে খাবার বিতরণ করতেন।

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا .

“তারা তাঁর (আল্লাহর) ভালোবাসায় মিস্কীন ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য খাওয়ায়।” (৭৬-সূরা আদ দাহুর বা ইনশান : আয়াত-৮)

২১১. মনোযোগের সাথে আল্লাহর কানাম (বাণী) শুনুন

কুরআন তিলাওয়াত করুন এবং তেলাওয়াত শুনুন। এতে সুখ-শান্তি ও প্রশান্তি পাবেন। নবী করীম ﷺ তাঁর কোন মহান সাহাবীর মুখে কুরআন তেলাওয়াত শুনতে ভালোবাসতেন। কুরআন তেলাওয়াতের কাসেট শুনার জন্য আপনি প্রতিদিন কয়েক মিনিট বরাদ্দ করতে পারেন। আপনি রাত্তা-ঘাটে, কর্মস্থলে বা অফিসে যে শব্দ শুনেন তা অবশ্যই আপনার বিরক্তি উৎপাদন করে, তাই আপনার প্রভুর কিতাব (পুস্তক) পাঠ করে নিজেদের শক্তি দেয়ার জন্য কিছু সময় বের করুন।

“যারা ইমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর জিকিরে প্রশান্ত হয়। জেনে রাখা! আল্লাহর জিকিরে অন্তর প্রশান্ত হয়।” (১৪-সূরা র-আন : আয়াত-২৮)

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে-

“নবী করীম ﷺ ইবনে মাসউদ (রা)-কে কুরআনের নূরা লিঙ্গা পড়তে আদেশ করলেন। তিনি পড়তে থাকলেন আর নবী করীম ﷺ এর চোখের পানি (তাঁর) পাল বেয়ে পড়তে লাগল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, “যেটে হচ্ছে (এখন ভূমি খামতে পার)।”

“(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলে দিন : ‘যদি মানুষেরা ও জীবনেরা এই কুরআনের মতো কোন কিছু সৃষ্টি করার জন্য একত্রিত হয় তবুও তারা এর

মতো কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।" (১৭-সূরা বকী ইসরাঈল : আয়াত-৮৮)

لَا أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ حَسْبٍ لِّرَأَيْنَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ .

“যদি আমি এ কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি অবশ্যই পাহাড়কে আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিনীর্ণ হয়ে যেতে দেখতে পেতে।” (৫৯-সূরা আল হাশর : আয়াত-২১)

দৈনন্দিন জীবনের কার্যতালিকা মাঝে মাঝে উদাসীন করে তোলে, তাতে খাওয়া আর ঘুম ছাড়া কোন কিছুর প্রতি যত্ন নেয়া হয় না; এভাবে জানোয়ারের পর্যায়ে নেমে যেতে হয়। কিন্তু যখন কেউ তার প্রভুর বাধীর নিকে ফিরে আসে তখন সে আরাম ও শান্তি বোধ করে।

এখানে এটা উল্লেখ করা জরুরি যে, পান নয় বরং আল্লাহর কালামই শান্তি বয়ে আনে। পান হলো তৃষ্ণা, বাজে ও নিষিদ্ধ বিকল্প (যা শান্তির আশায় আল্লাহর কালামের বদলে ব্যবহার করা হয়। যেমন খাবারের অভাবে অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়া হয়-অনুবাদক।) আমাদের নিকট এর চেহে ভালো কিছু আছে যা নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ আগমন করেছেন।

لَا يَأْتِيهِ السَّاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ تَشْرِيبٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ .

“এ কুরআনের সামনে পিছনে কোন দিকেই বাতিল আসতে পারে না, এটা সকল প্রশংসার গ্রাহক মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।”

(৪১-সূরা হা-হীম-আস-সাজদাহ : আয়াত-৪২)

تَرَىٰ أَغْبَنَهُمُ تُفَيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ .

“তুমি তাদের চক্ষুসমূহকে অশ্রুতে ভেসে যেতে দেখবে। কেননা, তারা যে সত্য অনুধাবন করছে পেরেছে।” (৫-সূরা যারিয়া : আয়াত-৮৩)

কেবলমাত্র বোকারাই গানে শক্তি পায়-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ
الَّذِي يُفْتَرِ عَلَيْهِ .

“এবং মানুষের মাঝে এমন লোকও আছে যে শাকি অজ্ঞতাবশতঃ (মানুষকে) আত্মাহুত পথ হতে বিপথে চালিত করার জন্য বেহুদা কথা (যেমন- গান-বাজনা, গল্প-গুজব) ক্রয় করে।” (৩১-সূরা আন সাহাবাহ : আয়াত-৬)

২১২. সবাইতো সুখী হতে চায়, কিন্তু,

যে পথে চললে সুখ পাওয়া যায় সে পথে কম লোকই চলে। সুখের পথ সম্বন্ধে তিনটি বিষয় নিম্নে আপনাকে ভেবে দেখতে হবে।

১. যে ব্যক্তি আত্মাহুত সম্বন্ধীকৃত জীবনের প্রধান বিষয় বানায় না, সে অবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে শেষ হয়ে থাকে।

سَنَنْفِرُجَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ .

“আমি অচিরেই তাদেরকে ক্রমে ক্রমে শক্তি দিয়ে এমনভাবে ধ্বংস করে ফেলব যে তারা টেরও পাবে না।” (৭-সূরা আল আরাফ : আয়াত-১৮২)

২. সুখ লাভের আশায় মানুষেরা বিভিন্ন অতিল ও চাতুরীপূর্ণ পথ অনুসরণ করে। তারা খুব কমই জানে যে, ইসলাম ধর্মে তাদের জন্য একটি সহজতর পথ প্রস্তুত করাই আছে। সে পথ তাদের জন্য সর্বোত্তম ইহজীবন ও পরকাল ব্যয়ে আনবে।

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا وَعَدَظَرْنُ بِهِ لَكُنَّا عِزًّا لَهُمْ
وَأَزِيدُنَّافِيًّا .

“কিন্তু তোমাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল যদি তারা তা (অনুসারে কাজ) করত তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য ভালো হতো এবং (চিন্তের) হ্রাসতার জন্য তা দৃঢ়তর হতো।” (৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-৬৬)

৩. এ পৃথিবীতে অনেক শোক আছে যারা মনে করে যে, তারা অসহ্য কাজ করেছে। কিন্তু আসলে তারা ইহজীবনে ও পরকালে কতিয়ান্ত হচ্ছে। শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা সত্য বর্মকে পৃষ্ঠদর্শন করেছে।

وَكُنْتُ كَلْبَةً رَّيْتُكَ صِدْقًا وَعَدْلًا .

“আমি সত্য সত্যই এবং ন্যায়নসত্তভাবেই তোমার প্রভুর বানী পূর্ণ হয়েছে।”

(৬-সূরা আল আন'আম : আয়াত-১১৫)

২১৩. সুমিনে কৃতজ্ঞ থেকে দুর্দিনের জন্য প্রভুত থাকুন

আরামে, শান্তিতে ও সুস্থ থাকাকালে প্রায়ই প্রার্থনা করুন। সুমিনের চরিত্র হলো যে, সে শোকরওজার ও পরকা নিরন্তকারী (কৃতজ্ঞ ও হির সম্বন্ধ)। সে ধনুক ভীর থেকে নিক্ষেপ করার আগেই ছটাকে ধার নিয়ে নেয় এবং সুমিনেতে পড়ার (দুর্দশাগত হবার) আগেই সে আল্লাহর সুবাগেদী হয়। এ বিষয়ে সুমিনদের বিপরীত হলো ইতর কাকের ও অবিবেচক (বোকা) সুমিন।

“আমি যখন মানুষকে কোন কতি স্পর্শ করে তখন সে বিনীতভাবে বা একনিষ্ঠভাবে তার প্রভুকে ডাকে; অতঃপর যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তাকে কোন নেস্তমত দান করেন, তখন সে যে আগে তাঁর নিকট আবেদন করতে সে কথা সে ভুলে যায় এবং সে আল্লাহর সমরক দাঁড় করায়।”

(৩৯-সূরা আব যুযার : আয়াত-৮)

অতএব, যদি আমরা সত্যিই নিরাপদ থাকতে চাই তবে আল্লাহর নিকট আবেদন (সোরা) করায় এবং আল্লাহর প্রশংসায় আমাদেরকে অবশ্যই অটল থাকতে হবে। হাঙ্গামার বা সুবের সময় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য হলো (ইমাম হানীমির মতে) : আল্লাহর প্রশংসা করা, তাঁর শোখরিয়া আদায় করা ও তাঁর অপণিত করুণাকে অনুধাবন করা এবং একই সময়ে হেনায়েত ও সাহায্য চাওয়া। আপনার কুটি-বিভূতির জন্য কমা চাওয়াও জরুরি। আল্লাহর যে হক আপনার উপর আছে আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন তা আপনি কিছুতেই পূরাপুরিভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন না (এ কারণেই কমা ভিক্ষা চাওয়া জরুরি। -অনুবাদক)

নিরুদ্ভিগ্ন ও নিরাশদ অবস্থায় যে ব্যক্তি সে অধিকার সম্বন্ধে অমনোযোগী থাকে সে নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে উল্লেখিত লোকদের দলে পড়ে-

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .
فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ .

“আর যখন তারা নৌযানে চড়ে তারা আত্মাহুর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে ছাঁচ করে তাঁকে ডাকে, কিন্তু যখনই তিনি তাদেরকে স্থলভাগে উত্তীর্ণ করেন তখনই তারা আত্মাহুর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে।”

(২৯-সূরা আনকাবুত : আয়াত-৬৬)

২১৪. জান্নাত ও জাহান্নাম

মিতারানদের শাসনামলে এক ফরাসী মন্ত্রী আত্মহত্যার খবর বিশ্বব্যাপী সংবাদ মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছে। আত্মহত্যার শিক্সে যে কারণ ছিল তা এই যে, ফরাসী সংবাদপত্রগুলো তার নাম ও সুনামকে কলঙ্কিত করে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এক চরম যুদ্ধ চালিয়েছিল। কোন বিশ্বাস না পেয়ে বা কোন আশ্রয়স্থল না পেয়ে বা কোন সমর্থন না পেয়ে সে তার নিজের জীবনটাকেই ধ্বংস করে দিল। নিজের ধ্বংসের মাঝে আশ্রয়গ্রহণকারী এ হতভাগা লোকটি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত বর্ণীর সংক্ষিপ্তসার অনুসারে পঞ্চদশনির্গত (হেদায়েতপ্রাপ্ত) হলেন।

“এবং তারা যে বড়যন্ত্র করে তাতে মনে কষ্ট নিবেন না।”

(১৬-সূরা আন নাহল : আয়াত-১২৭)

لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى .

“সামান্য কষ্ট সেবা ছাড়া তারা কখনই তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।”

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقْرَأُونَ وَاجْجُرْهُمْ جَجْرًا جَمِيلًا .

“আর তারা যা বলে তাতে ধৈর্য ধরুন এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে এড়িয়ে চলুন।”

তার আত্মহত্যার কারণ এই ছিল যে, সে (সঠিক) পথ হারিয়ে ফেলেছিল ও সত্যের পথ থেকে বহুদূরে ছিল।

وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ .

“যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।”

অনেকে পরামর্শ দেন যে, নিপীড়িত ও দুর্ভাগাদের প্রাকৃতিক ভ্রমণে বের হওয়া, গান শোনা অথবা নাচা-পাশা বেলা উচিত।

কিন্তু ইসলামের অনুসারীগণ আরো কার্যকর ও আরোগ্যকর পন্থার দাবি করেন : তাহলো আযান ও জামায়াতের মাঝে আল্লাহকে স্মরণ (জিকির) করার জন্য, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করার জন্য এবং তাঁর বর্ণীয় বিধানের সত্ত্বট হওয়ার জন্য মসজিদে বসা। আর এর ওপর আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ আওয়াকুল (নির্ভর) করার সমান।

২১৫. আমি কি আপনার বন্ধকে প্রশস্ত করে দিই নি?

أَلَمْ نُنْشِئْ لَكَ صَدْرًا؟

“(হে মুহাম্মদ ﷺ) আমি কি আপনার বন্ধকে প্রশস্ত করে দিইনি?”

(৯৪-সূরা আল ইনশিরাহ : আয়াত-১)

নবী করীম ﷺ-এর উপর এমন কিছু বাণী নাখিল হয়েছে যা চরিত্রে প্রস্তুতিত হয়েছিল। তাঁর মন শান্তিতে ছিল এবং তিনি ছিলেন সাহসী। রাসূল ﷺ ছিলেন আশাবাদী ও সহজভাবে তাঁর কাজকর্ম করে যেতেন। তিনি মানুষের মনের মানুষ ও প্রকার পাত্র ছিলেন। যদিও তিনি (রাসূল ﷺ) জনগণের কাছে মানুষ ছিলেন, সদা হাসি মুখে থাকতেন তবুও সর্বদা তাঁর নিকট মর্যাদা ও সম্মানবোধ ছিল (অর্থাৎ তিনি সর্বদা মর্যাদা ও সম্মানজনকভাবে থাকতেন)। তাঁর চরিত্র ছিল পূর্ণ ও অনুগম।

তিনি অনেক কোমলতা দেখিয়ে শিশুদের সাথে খেলা করতেন এবং পরিদর্শককে প্রকাশ্যে বাগতম জানাতেন বা মেহমানকে খোলামনে অভ্যর্থনা করতেন। কেননা, তিনি আল্লাহর অনুকম্পা ও দয়ায় সুখী ছিলেন। ইতীশা ও বার্থতা তাঁর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। বরং তিনি অনুকূল আশাবাদকে

সমর্থন দিতেন। জাঁক, বড়াই, কৃত্রিমতা, মুনাকেকি, অপচয় ও অসংযম তাঁর নিকট খুবই ঘৃণার বস্তু ছিল। উপরোক্ত সকল চরিত্রের পরম পরাকাষ্ঠা তিনি ছিলেন— একথা সহজেই বলা যায়। সত্যিকার অর্থেই রাসূল ﷺ মহান ছিলেন, কেননা তিনি ছিলেন সত্য বার্তাবাহক, সম্মানজনক মুসলীতির অধিকারী। একটা গোটা জাতির জন্য আদর্শ এবং শিক্ষক, পারিবারিক ও সামাজিক মানুষ এবং বহুত্বের অধিকারী। সংক্ষেপে, তিনি (রাসূল ﷺ) ছিলেন সকল কল্যাণের নিকে পরিচালিত ব্যক্তি।

وَوَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ .

“তাদের উপর যে বোঝা ও শৃঙ্খল ছিল তিনি তাদের থেকে তা সরিয়ে দিলেন।” (৭-সূরা আল আরাফ : আয়াত-১৫৭)

وَحِمَّةٌ لِّلْعَالَمِينَ .

“সম্মত বিশ্ব জনত্বের জন্য বহুমতায়করণ।” (২১-সূরা আল আযিয়া : আয়াত-১০৭)

شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا .

“সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আগ্রাহর চক্কে তাঁর নিকে আহ্বানকারী এবং আলো বিস্তারণকারী ব্যক্তিরূপ।” (৩৩-সূরা আহযাব : আয়াত-৪৫ : ৪৬)

ইসলামও এর সহজ অনুসরণীয় বাণীর বিপরীত হলো খারিজীদের বাড়াবাড়ি, সুফীদের বোকামী ও বাড়াবাড়ি, কবিরের আবেগভাঙিত অনন্য ভালোবাসা এবং ইহুজীবন-গুজারীদের অসার দয়।

لَهُدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

“অতপর, মুমিনরা যে সত্য বিষয়ে মতপার্থক্য করত আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় (বা অনুগ্রহে) তাদেরকে সে বিষয়ে সত্য পথ প্রদর্শন করলেন। আর যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন।” (২-সূরা বাকারা : আয়াত-২৩২)

২১৬. ভালো জীবন

একজন পশ্চিমা চিত্রাশীল ব্যক্তি বলেছেন, “জেননালায় থেকেও আকাশের লানে ডাকানো ও পোশাপের দর পোকা আপনার পক্ষে খুবই সম্ভব। সমৃদ্ধি ও আরাম-আয়েশে ভরপুর প্রাসাদে থেকেও পরিবার ও সম্পদের বিষয়ে ত্রুটি ও অসন্তুষ্টি থাকতে চরমভাবে সম্ভব।

অতএব, সময় ও স্থানভেদে নয়, বরং আত্মাহর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই সুখ নির্ধারিত। আর আত্মাহর প্রতি বিশ্বাস মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে বসবস থাকে। এ বিষয়ে অন্তরের সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব রয়েছে। আত্মাহ অন্তরের দিকেই ডাকান (অর্থাৎ তিনি অন্তর দেখেন) ও (অন্তরেরই) পূজানুপূজা পরীক্ষা করেন। অন্তরে বিশ্বাস থাকলে দেহ-মনে সুখ-শান্তি বিরাজ করবে।

ইমাম আহমদ ইবনে হারম (র) একজন সম্মানিত আলিম ও মেধাবী হাদীস সংকলক ছিলেন। তিনি উৎপাদনশীল জীবন যাপন করতেন, তবুও ধনী ছিলেন না। তাঁর পোশাকে বিভিন্ন স্থানে তালি ছিল এবং যখন এটা নতুন করে ছিড়ত তখনই তিনি হাতে এটাকে সেলাই করে নিতেন। তিনি মাটির তৈরি তিন-ছত্রখিঁট একটি বাড়িতে থাকতেন। তিনি প্রায়ই শুধুমাত্র এক টুকরো রুটি খেতে পেতেন (আরবী পুস্তকে আছে রুটির সাথে একটু তেলও খেতেন। -অনুবাদক)

তাঁর জীবনী লেখকগণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সতের বছর ধরে একই জুতা পরতেন আর তাতে ফাঁটল দেখা গেলে তিনি নিজ হাতে তাতে প্রায়ই তালি লাগিয়ে নিতেন বা তা সেলাই করে নিতেন। মাসে মাত্র একবার তাঁর পাতে গোস্ত আসত এবং অধিকাংশ দিনই তিনি রোযা রাখতেন। হাদীসের সন্ধানে তিনি বহু স্থান ভ্রমণ করেছেন। তাঁকে এতসব কষ্ট শোহাতে হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন তৃপ্ত, তুষ্ট, স্বস্ত, সৌম্য, শান্ত ও নিরুদ্বেগ। তাঁর বীরত্বসূচক ধৈর্য, তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য সবচেয়ে তাঁর জ্ঞান, আত্মাহর কাছ থেকে তাঁর পুরস্কার চাওয়া এবং আখেরাত ও জান্নাতের জন্য তাঁর চেষ্টার কারণেই এসব গুণ সৃষ্টি হয়েছিল।

পক্ষান্তরে তাঁর সময়ের শাসকগণ যেমন- আল-মামুন, আল ওয়ালিদ, আল মু'তাসিম ও আল মুতাওয়াক্কিল এরা সবাই প্রাসাদে বাস করত। তারা

সেনা-রশার ভাগ্যের মালিক ছিল; একটা গোঁসি সেনাবাহিনী তাদের অধীনে ছিল; তারা যা চাইত তা সবই পেত। তাদের সকল পার্শ্ব সম্পদ সম্বন্ধে তারা অশান্তিতে জীবন-যাপন করত। তারা তাদের জীবনকে উবিগ্নতার ও মুক্তির কাটিয়েছে। মুক্ত-বিগ্রহ ও বিদ্রোহ তাদের জীবনে দুর্দশা বয়ে এনেছিল। ইতিহাসের বর্ণনায় আমরা এত পাই যে, তাদের অনেকেই মৃত্যুশয্যায় তাদের অসংখ্য ও ক্রটি-বিচ্যুতি বুঝতে পেরে পৃথিবীকে ভিত্তভাবে (অশান্তির স্থান বলে) ঘোষণা দিত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ হলেন আরেক উম্মাহরূপ : তিনি এ পৃথিবীতে পরিবারহীন, গৃহহীন, সম্পদহীন ও শ্রমমর্যাদাহীন জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর যা ছিল তা হলো কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন একটি কক্ষ, সারা দিন কাটানোর জন্য এক টুকরো কুটি ও দুটি জামা, মাঝে মাঝে তিনি মসজিদে ঘুমাতে। কিন্তু, যেমনটি তিনি নিজেই নিজের অবস্থা সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁর অন্তরে তাঁর জান্নাত ছিল, তাঁর হত্যাদেশ ছিল তাঁর জন্য শাহাদাত, কারাবন্দী ছিল শাস্তিপূর্ণ নির্জন বাস এবং বদেশ থেকে নির্বাসিত হওয়া ছিল পর্যটক হিসেবে বিদেশ ভ্রমণ। তাঁর অন্তরে কেবলমাত্র ইমানের বৃক্ষের দৃঢ় শিকড় থাকার কারণেই তাঁর মাঝে এ ধরনের মানসিকতার জন্মতে পেরেছিল। “এর তেল যেন আলো ছড়ায়, যদিও একে অন্ধন স্পর্শ করেনি। আলোর উপর আলো। আল্লাহ যাকে ইল্ম তাঁর নূরের (আলোর) দিকে পথ প্রদর্শন করেন।”

كُفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔

“তিনি তাদের থেকে তাদের পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তিনি তাদের অবস্থা ভালো করে দিবেন।” (৪৭-সূরা হুযাফা : আয়াত-২)

“আর যারা সংগত (হেদায়াত) গ্রহণ করে আল্লাহ তাদের সংগত থাকার কক্ষতা বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাদের ডাকুওয়া (খোলাসীতি) দান করেন।” (৪৭-সূরা হুযাফা : আয়াত-১৭)

“তুমি তাদের চেহারা সুশের আভা দেখতে পাবে।”

(৮৩-সূরা আল মুতাক্বিবীন : আয়াত-২৪)

সাহাবী আবু বর শিকারী (রা) তাঁর সংযমী জীবনযাপন এলাসীর জন্য এসিদ্ধ ছিলেন। খ্রী-পুত্র-কন্যাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি শহর ছেড়ে এক বিচ্ছিন্ন এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। (সেখানে) তাঁর গাড়ার পর তাঁর অধিকাংশ দিন গ্রহানত ইবাদত, কুরআন তেলাওয়াত ও গবেষণায় কেটেছে। অধিকাংশ দিন তিনি রোযা রাখতেন। তাঁর পার্শ্বিক সম্পদ বলতে ছিল একটি তাঁবু, কিছু ভেড়া ও অন্যান্য কিছু তুচ্ছ জিনিসপত্র। একবার তাঁর কয়েকজন বন্ধু তাঁকে দেখতে গিয়ে জিজ্ঞাস্য করেছিলেন, “দুনিয়া কোথায় (অর্থাৎ দুনিয়ার আসবাবপত্র বা অন্যান্য মানুষের আছে তা কোথায়)?” তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, “এ পৃথিবীর যা কিছু আমার দরকার সব আমার ঘরে আছে এবং নবী করীম ﷺ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের সামনে (বিচারের দিনে) এক অলঙ্ঘনীয় বাধা আছে এবং কেউ সে বাধা অতিক্রম করতে পারবে না, তবে শুধুমাত্র সে পারবে যার বোঝা হালকা।”

নিম্নলিখিত সরিহ জীবনযাপন সত্ত্বেও (তিনি মনে করতেন যে) এ পৃথিবীর যা কিছু তার দরকার ছিল, তার সবকিছুই তার ছিল। প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ সবকিছু তিনি মনে করতেন যে, এগুলো তাকে তাঁর গ্রহান উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করে দিবে এবং শুধুমাত্র তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ হবে।

২১৭. তাহলে সুখ কী?

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ .

“এ দুনিয়াতে এমনভাবে থাক যেন তুমি একজন বিদেশী অথবা পথিক।” (অর্থাৎ বিদেশীর মতো বা পথিকের মতো হুজা বোঝা নিয়ে জীবনযাপন কর।)

আব্দুল মালেক ইবনে হারওয়ানের প্রাসঙ্গে, হাক্কনুর রশীদের সেনাবাহিনীতে, ইবনে আসসাসের অষ্টালিকায়, কাজানের খনজাগারে অথবা গোলানগের বাগানে সুখ নেই।

কল্যাণ ও সুখ নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের (রা) ভাষণে ছিল, যদিও তারা গরীব ছিলেন এবং কঠিন জীবনযাপন করতেন। ইমাম বুখারী (র)-এর

সুখ ছিল হাদীস সংগ্রহের মাঝে, হাসান বসরীর সুখ ছিল তার সত্যবাদিতার মাঝে, ইমাম শাফীঈ (র)-এর সুখ ছিল তার অনুসিদ্ধান্তের মাঝে, ইমাম মালেক (র) এবং ইমাম আহমদের (র) সুখ ছিল তাদের অন্তর্দৃষ্টি ও আন্তর্জাতার (আত্মসংযমের) মাঝে এবং ছবিতে আল-বান্নাদির সুখ ছিল তাঁর ইবাদতে।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَرْطِنًا يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ ثِمَلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

“কেননা, আল্লাহর রাস্তায় তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্লেশ হয়, কাফেরদের ক্রোধ উদ্বেককারী যে পদক্ষেপ তারা নেয় এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যে আঘাতপ্রাপ্ত হয় তা তাদের জন্য আমলে সাগেহ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ আমলে সাগেহকারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।”

(৯-সূরা জাওহা : অয়াত-১২০)

সুখভোগ আর টাকার চেক, কেনা পাড়ি বা পাশ্প করে উঠানো ডেল নয়। সুখ হলো সত্যের উপর থাকার ফলে উৎপন্ন শান্তি, সুখ হলো সুসূক্তিপূর্ণ বিচক্ষণ, নির্ভরযোগ্য ও উপকারী নিয়মনীতি অনুযায়ী জীবন-যাপন করার ফলে অর্জিত যনের শান্তি এবং সুখ হলো ভালো জীবনযাপন করার ফলে সৃষ্ট শান্তিভাব।

আমরা ভাবতাম যে, যদি আমরা আরো বড় একটি ঝড়ি কিনতাম। আরো জিনিস-পত্র থাকত, যদি সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং জীবনকে সহজতর করে এমনসব মেশিন-পত্র কিনতাম, তবে আমরা সুখী ও আনন্দিত হতাম। কিন্তু পরে যখন দেখলাম এ জিনিসগুলোই আমাদের জীবনের দুশ্চিন্তা, উত্তাপিতা ও সমস্যার কারণ তখন আমরা এতে বিবিত হয়ে গেলাম।

وَلَا تَعْدَنَّ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَفِرَةً الْخَبْرَةِ الدُّنْيَا. لِنُثَبِّتَهُمْ فِيهِ.

“দুনিয়ার জীবনের যে আকর্ষণক ও সৌন্দর্য তাদের কিছু দলকে পরীক্ষা করার জন্য আমি জোশ করতে দিয়েছি, আপনি কিছুতেই সেদিকে আপনার জোশকে প্রসারিত করবেন না।” (২০-নূরা হাছা : আয়াত-১০১)

হেনায়েতের বার্তাবাহক মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক। আর্থিকভাবে তিনি ছিলেন দরিদ্র; মাঝে মাঝে ক্ষুধা মিটানোর জন্য একটি নিম্নমানের খেজুরও পেতেন না। এসব সমস্যা, জটিলতা ও কষ্ট সত্ত্বেও রাসূল ﷺ এমন এক অনুপম পর্যায়ের কল্যাণ ও শক্তির জীবনযাপন করতেন, যার প্রশংসা ও বিজ্ঞার মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

وَرَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ.

“আর আমি আপনার থেকে বোঝাকে (দুশ্চিন্তাকে) দূর করে দিয়েছি, যা আপনার পিঠ ভেঙ্গে দিয়েছিল (অর্থাৎ যা আপনার জন্য খুব কষ্টকর ছিল।)”

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.

“এবং আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ খুবই মহান।”

(৪-সূরা আন নিস : আয়াত-১১০)

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ.

“আল্লাহ জলোই জানেন কাকে তাঁর রিসালাত দিবেন।”

(৬-নূরা আন'আম : আয়াত-১২৪)

একটি নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন—

أَلْبِرُّ حُسْنَ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يُطْلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

“উত্তম চরিত্রই গুণ্য আর বোমার বিবেক যে কাজে বাধা দেয় এবং মানুষ তা জানুক তা তুমি শহন কর না তাই পাপ।”

গুণ্যকর্ম (আমলে সালেহ) বিবেক ও আত্মা উভয়কেই শান্ত করে বা শান্তি দেয়। নবী করীম ﷺ বলেছেন—

الْبِرُّ طَمَأْنِينَةٌ وَالْإِثْمُ رِيْبَةٌ .

“পুণ্যকর্ম হল মনের প্রশান্তি আর পাপ হলো মনের অনিশ্চয়তা (সন্দেহ)।”

পুণ্যকর্মকারী সর্বদা শান্তিতে থাকেন আর পাপী তার চারিদিকে কি হচ্ছে তা নিয়ে সর্বদা সতর্ক ও সন্দেহ গ্রহণ।

يَخْبُرُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ .

“জান্না মনে করে প্রতিটি টিৎকারই (শব্দই) তাদের বিরুদ্ধে (উদ্ঘাটিত হচ্ছে)।”

(৬৩-সূরা মুবাক্কিন : আয়াত-৪)

অন্যায় অত্যাচার ও পাপকারী উদ্বিগ্নতা থেকে সন্দেহে এবং অবশেষে বুদ্ধি বৈকল্য (নামক) রোগে ভোগে। এক আরব কবি বলেন-

إِذَا مَا يَفْعَلُ الْمَرْءُ سَأَلَتْ قُلُوبُهُ * وَصَدَّقَ مَا يَتَّخِذُهُ مِنْ تَوَهُّمٍ .

“কেউ মন কাজ করলে সে সন্দেহে ভোগে, আর তার মনে যে কল্পনা আসে সেটাকেই সে বিশ্বাস করে।”

যে সুখ তালাশ করে তার জন্য ভালো কাজ করা ও মন কাজ পরিহার করার মাঝেই স্পষ্ট সমাধান আছে।

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُسْتَقْرُونَ .

“যারা ইমান আনে এবং তাদের ইমানকে জুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলে না তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারা ই হেদায়াতপ্রাপ্ত।”

(৬-সূরা আন'আম : আয়াত-৮২)

আত্মিকভাবে সুস্থ মুসলিম হওয়া হোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের মালিক হওয়ার চেয়েও ভালো (ইংরেজি অনুবাদক এখানে নাম সংক্রান্ত জুল করেছেন তাই আমি ভাবানুবাদ করলাম। কেননা, এখানে নাম উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হলো একথা বুঝানো যে, পার্শ্বের বিশাল সম্পদের মালিক হওয়ার চেয়ে মুসলিমের নিকট আত্মার শান্তি বেশি ভালো -অনুবাদক) কেননা, ধর্ম (ঈদ

ইসলাম) আপনি বেহেশতের বাগানে বসতি গড়া পর্যন্ত আপনার সাথে থাকবে। ক্ষমতা ও পদসম্বাদা শুধুমাত্র কবছারী ও নম্বর।

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ.

“নিশ্চয় আমি পৃথিবী ও এর উপর যা কিছু আছে সব কিছুরই মালিক এবং আমার নিকটই সব কিছু ফিরিয়ে আনা হবে।” (১৯-সূরা যারইরাম : ৪০-৪১)

২১৮. ভালো কথা তাঁর নিকটই উদ্ধৃত হয়

আব্বাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে এমন কিছু সুন্দর সুন্দর নোয়া (প্রার্থনা ও মুনাজাত) শিখা দিয়েছেন, যা আকারে ছোট, কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ সুদূর-প্রসারী।

আবু বকর (রা) তাঁকে একটি নোয়া শিখিয়ে দেয়ার জন্য নবী করীম ﷺ এর নিকট আবেদন করলেন এবং নবী করীম ﷺ বলেছেন- “বলুন,

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

“হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার প্রতি অনেক জুলুম করেছি, আর আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না; সুতরাং আমাকে আপনি ক্ষমা করে দিন এবং আপনি আমাকে দয়া করুন; কেননা নিশ্চয় আপনি অতি কমাণীল পরম করুণাময়।”

নবী করীম ﷺ আব্বাস (রা)-কে বলেছেন-

إِسْأَلِ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ.

“আব্বাহর নিকট ক্ষমা ও সুস্থতা প্রার্থনা করুন।”

রাসূল ﷺ আলী (রা)-কে বলোছেন- “বলুন,

اَللّٰهُمَّ اَعِيْزْنِيْ وَصَدِّدْنِيْ.

“হে আল্লাহ! আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।”

রাসূল ﷺ উকাইদ ইবন হুছাইনকে (রা) বলোছেন- “বল,

اَللّٰهُمَّ اَلْهِنِّيْ رُشْدِيْ وَرَيْبِيْ شُرْتُفِيْ.

“হে আল্লাহ! আমাকে সঠিক পথের দিকে চালিত করুন এবং আমাকে আমার নিজের (আত্মার) কতি থেকে রক্ষা করুন।”

তিনি ﷺ সামান ইবনে আউস (রা)-কে বলতে বলোছেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِيْ الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرَّشْدِ
وَشُكْرَ يَمْنِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا
وَلِسَانًا صَادِقًا وَاَسْأَلُكَ مِنْ غَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوْبِ.

ভাবার্থ : “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট (দীনি) কাজে একনিষ্ঠতা চাই। সঠিক পথে থাকার হির সংকল্প, দৃঢ়তা ও অটলতা চাই। আপনার নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করার তওফীক ও আপনার ইবাদত উত্তমরূপে করার তাকদীর চাই। আপনার নিকট প্রশস্ত চিন্ত ও সত্য কথা বলার জিহ্বা চাই। আপনার অবগত সকল ভালো বিষয় আপনার নিকট চাই। আপনার জানা সকল মন্দ বিষয় হতে আপনার নিকট অপ্রিয় চাই। আপনার জানা আমার সকল পাপ থেকে আপনার নিকট ক্ষমা চাই। কেননা, আপনি অবশ্যই সকল অজানা (পায়েবি) বিষয় অবগত আছেন।”

উপরোক্ত দোয়াতে যেসব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারণার উপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে তা হলো- পরকালের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও কল্যাণ আল্লাহর নিকট

আমাদের চাওয়া উচিত। আল্লাহর হ্রোষ ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট আমাদের আকুল আবেদন করা উচিত এবং তাঁর ইবাদত ও তাঁর শোকরিয়া আদার করার জন্য তাঁর নিকট আমাদের তাওফীক চাওয়া উচিত। এসব ধারণার একটি সর্বসম্মত বা সাধারণ কারণ আছে। তা হলো— আল্লাহর নিকট যা আছে তা আমাদের চাওয়া উচিত আর এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে আমাদের মুখ ফিরায়ে নেয়া উচিত অর্থাৎ বক্তাব্যক্তই বিলীমমান পার্থিব জিনিসপত্রের প্রতি আমাদের লোভ করা উচিত নয়।

২১৯. তোমার প্রতিপালকের প্রেস্তার এমনই

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْءَانَ وَهُوَ ظَالِمٌ. إِنَّ أَخْذَ
الْيَمِّ نَدِيدٌ.

“যে সব শহরের অধিবাসীপণ জালিম আল্লাহ যখন সে সব শহরকে পাকড়াও করেন তখন তোমার প্রভুর পাকড়াও এমনই হয়।”

(১১-নূর হূব : আয়াত-১০২)

বিভিন্ন কারণে মানুষ হতাশ ও হতাশাগ্রস্ত হতে পারে; নিজে তার কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো— অন্যের সাথে অন্যায় আচরণ করা, অন্যের অধিকারকে জবর দখল করা এবং মানব জাতির নরম প্রকৃতির লোকদেরকে আঘাত দেয়া। কোন একজন বিজ্ঞ লোক বললেন— “তোমরা (অত্যাচারের) বিরুদ্ধে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সাহায্যকারী নেই তাঁকে ভয় করা।”

অত্যাচারীদের প্রায়ে তীক্ষ্ণ টদাহরণ সম্বলিত ইতিহাস আমাদের নিকট আছে।

আমের ইবনে জোফরয়েল নবী করীম ﷺ কে গোপনে হত্যা করার যত্ন গ্রহণ করেছিল তাই নবী করীম ﷺ তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। ফলে আমের গ্রহিণীতি রোগে আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এক ঘণ্টা পরে মারা যায়। আরবান ইবনে কায়সের একই বকর চক্রান্ত করার দুর্ভাগ্য হয়েছিল। আর নবী করীম ﷺ তার বিরুদ্ধে বদ মোতা করেছিলেন। আল্লাহ বক্রপাত ঘটিয়ে তাকে ও তার বাহন উটকে জ্বালািয়ে দিয়েছেন।

হুম্মাজ শায়ীদ ইবনে যুবাইরকে (রা)-কে হত্যা করার কিছু আগে শায়ীদ ইবনে যুবাইর প্রার্থনা করে বলেছিলেন, “হে আল্লাহ! আমার পরে তাকে আর কারো (সাথে অত্যাচার করার) ক্ষমতা দিও না।”

হুম্মাজের এক হাতে একটি ফেঁড়া হলো, পরে তা দ্রুত তার মাথা পায়ে ছড়িয়ে গেল। তার এত ব্যথা হলো যে সে গরুর মতো (হাফা হাফা) ডাকতে লাগল। অবশেষে করুণা উদ্বেককর অবস্থায় মারা গেল।

আবু জা'ফর মনসুরের হুম্বিন কারণে সুফিয়ান সাওরী (রহ) কিছুকাল আশ্রয় গণন করে ছিলেন। আবু জা'ফর মকায় কা'বার দিকে এগিয়ে যান। সে সময় সুফিয়ান (রা) কা'বার চত্বরে ছিলেন এবং তিনি আল্লাহর নিকট হারিয়া হয়ে আকুল আবেদন করেছিলেন যাতে আল্লাহর হতে আল্লাহ আবু জা'ফরকে প্রবেশ করতে না দেন। মক্কার বাহিনীমার শৌছার আগেই আবু জা'ফর মারা যায়।

কাজী আহমদ ইবনে আবু দাউদ হু'তামিলি ইমাম আহমদ (র)-কে কষ্ট দিচ্ছিল। ইমাম আহমদ (র) তার বিরুদ্ধে বদনোয়া করলেন, তাই আল্লাহ ইবনে আবু দাউদের অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত করে দিলেন। তাকে বলতে শুনা গেছে “আমার শরীরের এক (পক্ষাঘাতহীন) অর্ধাংশ যদি একটি মাছি উড়ে এসে বসে তবে আমার মনে হয় কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। আর বাকি (পক্ষাঘাতগ্রস্ত) অর্ধাংশকে কাঁচি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হলেও আমি কোন কিছু অনুভব করতে পারব না”

আলী ইবনে মায়্যাতও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-কে অত্যাচার করেছে। তাই ইমাম আহমদ (র) তাকেও বদনোয়া (অভিশাপ) দেন। কিছু সময় যেতে না যেতেই কেউ একজন তাকে চুলার আগুনে ফেলে ৩ মাথায় পেরেক চুকে অত্যাচার করে মারে।

হুম্মাজ বাসিন্দুনী বহু মুসলমানকে জামাল আব্দুন নাসিরের শাসনামলে জেলে রেখে অত্যাচার করে। সে টিটকারি নিয়ে বলত, “কোথায় তোমাদের খোদা? পোলে আমি (তাকেও) জেলখানায় ভরতাম। অত্যাচারীরা যা বলে আল্লাহ তা থেকে বহু দূরে। একদা সে কারো থেকে আলেকজেন্দ্রিয়াতে যাওয়ার সময় একটি গৌহা (বড়) বাহী ট্রাক তার টেরিটিকে দুহুড়ে দুহুড়ে দেয়। আর একটি বড় তার মাথায় তাবু নিয়ে চুকে তার নাড়িছুড়িতে চুকে যায়।

উদ্ধারকর্মীরা তাকে টুকরো টুকরো না করে তাকে তার টেলি থেকে বের করতে পারেনি (তাকে টুকরো টুকরো করে টেলি থেকে বের করা হয়)।

وَاسْتَغْبِرُواْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْإِثْمِ ۚ إِنَّهُمْ فِي الْبُخْلِ كَانُواْ هٰكِنًا ۖ
إِنَّمَا أَكْبَرُ جَعَلُواْ

“সে ও তার সেনাবাহিনী অন্যায়ভাবে জমিনের বুকে অহংকার করতে এবং তারা ভেবেছিল যে, তাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না।”

(২৮-সূরা আল কাহাফ : আয়াত-৩৯)

“এবং তারা বলত, আমাদের থেকে কে বেশি শক্তিশালী আছে? তারা কি মনে করত যে, তাদেরকে যে আয়াহ্ সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী?” (৪১-সূরা হা-যীম-আস-সাজ্জাহ : আয়াত-১৫)

জমিনে কুকর্ম ও অত্যাচার করার জন্য প্রসিদ্ধ আব্দুল নাসিরের সেনাপতি মালাহ নগরের ঘটনাও একই রকম। সে দশটি বেদনাদায়ক ও চিরস্থায়ী রোগে আক্রান্ত হয়। সে বহু বৎসর দুর্ভাগ্য বেঁচেছিল কিন্তু ডাক্তাররা তাকে আরোগ্য করতে পারেনি। অবশেষে সে যে সব নেতাদেরকে কাজে লাগাত তাদের জেলখানাতে বন্দী হয়েই সে অশ্রুনিভ হয়ে মারা যায়।

“যারা দেশে দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল। সেখানে তারা অনেক ক্ষেত্রে-ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা-গণ্ডগোল) করেছিল। অতএব, তোমার প্রভু তাদের উপর শাস্তির ক্যাম্বাত হানলেন।” (৮৯-সূরা আল কাহর : আয়াত-১১ : ১৩)

নবী করীম ﷺ বলেছেন-

إِنَّ اللَّهَ يُبْئِي لِلطَّالِمِ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَ لَمْ يُلِثْهُ .

“নিচয় আয়াহ্ জালেমকে কিছু সময় দেন। অবশেষে যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন, তখন তিনি তাকে পালাতে দেন না।”

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন-

وَأَنْتُمْ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيَسُنَّ بِمَنْهَا وَيَسُنَّ اللَّهُ حِجَابٌ .

“অত্যাচারিতের দোয়াকে ভয় কর। কেননা, এ দোয়ার মাঝে ও আয়াহর মাঝে কোন পার্থক্য নেই।”

২২০. মজলুমের দেয়া বা অত্যাচারিতের প্রার্থনা

ইব্রাহীম আদীমী একবার বলেছেন— “যখন কেউ আমার সাথে অন্যায় করে, তখন আমি কোন করুণাময় কাজের মাধ্যমে তার প্রতিদান দিই।”

খোরশানের এক ধর্মিক লোকের কিছু টাকা চুরি হয়ে গেলে সে কাঁদতে লাগল। ফুযাইল তাকে এ অবস্থায় দেখে অজ্ঞেয় করল, “কান্না কেন সে উত্তর দিল, “আমার মনে পড়ছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ আমাকে ও চোরকে একত্রিত করবেন এবং তার জন্য আমার মায়ী হচ্ছে তাই আমি কাঁদছি।”

এক লোক ইসলামের প্রাথমিক যুগের এক আলেমের গীবত করে। বদলে আলেম লোকটি তাকে খেজুর উপহার দিলেন এবং (কারো প্রশ্নের উত্তরে) বললেন, “তাকে খেজুর উপহার দেয়ার কারণ হলো— সে আমার উপকার করেছে” (গীবত করার কারণে গীবতকারীকে কেয়ামতের দিন আলেম লোকটিকে কিছু সওয়াব দিতে হবে বা আলেম লোকটির কিছু পাপ গীবতকারীকে দিতে হবে। এভাবে গীবত করে গীবতকারী আলেম লোকটির উপকার করেছে)।

২২১. ভালো বন্ধু থাকার গুরুত্ব

মনযোগ দেয়ার মতো, আনন্দ-বেদনা জ্ঞাপাত্মী করে দেয়ার মতো এবং ভালোবাসা বিনিময় করার মতো একজন সাহায্যকারী ও প্রিয় অই থাকে প্রত্যেক মুসলমানের প্রয়োজন।

وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ۚ فَرُوْنَ اَخِيْ ۚ اَشَدُّبِهٖ اَزِيْرِيْ ۙ
وَاشْرِكْهُ فِىْ اَمْرِىْ ۚ كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۙ وَنُذَكِّرُكَ كَثِيْرًا .

“এবং আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী নিয়োগ দিন। আমার তাই হাব্বনকে (নিয়োগ দিন)। তার দ্বারা আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং তাকে আমার কাজে শরীক করুন যাতে আমি বেশি করে আপনার পরিচর্যা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি এবং বেশি করে আপনার জিকির করতে পারি।” (২০—সূরা বাহা : আয়াত-২৯-৩৪)

“তারা একে অপরকে বন্ধু (বন্ধাকারী, সহায়াকারী)” (৫-সূরা হাশিরা : আয়াত-৪১)

“যাঁরা আত্মাহুত পথে সুদৃঢ় প্রাণীর মতো সারিবদ্ধভাবে বিহ্বল করেন, আত্মাহুত তাঁদেরকে ভালোবাসেন।” (৬১-সূরা আস সাক্ব : আয়াত-৪)

“একই তিনি তাদের অন্তরের মাঝে প্রীতি স্থাপন করেছেন।”

(৬-সূরা আনফাল : আয়াত-৬৩)

“মুমিনরা তো শুধুমাত্র ভাই ভাই।” (৪৯-সূরা হুজুরাত : আয়াত-১০)

আমাদের আলোচ্য বিষয়টি এ পুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে যথাযথ হয়েছে কেননা, একজন ভালো ও বেশ্য বন্ধু মনে আনন্দ বয়ে আনে।

أَيُّنَ الْمُتَعَابِرِينَ فِي جَلَالِي، أَلَيْسَ أَهْلُهُمْ فِي هِلَالِي، يَوْمَ
لَا هِلَالُ إِلَّا هِلَالِي۔

- ১৮ -

নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, আত্মাহুত বলেছেন- “আমার মর্যাদার (ভালবাসার) কারণে যারা একে অপরকে ভালোবাসতো তারা কোথায়! আজকের দিন- যেদিন আমার আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া নেই- আমি তাদেরকে আমার আরশের ছায়ার স্থান দিয়ে ছায়া দিব।”

২২২. ইসলামে নিরাপত্তা অবধারিত

“তাদেরই জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত।”

(৬-সূরা আল-আম : আয়াত-৮২)

“যিনি তাদেরকে ক্ষুধার সময় খাবার খাইয়েছেন এবং তাদেরকে ভয় থেকে নিরাপদ করেছেন।” (১০৬-সূরা কুরাইশ : আয়াত-৪)

“আমি কি তাদের জন্য একটি নিরাপদ পবিত্র আশ্রয়স্থল প্রতিষ্ঠিত করিনি?” (২৮-সূরা আল কাহাফ : আয়াত-২৭)

“আর যে কেউ এতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-৯৭)

“অতএব, তাকে তার নিরাপদস্থানে বা তাকে তার নিরাপত্তায় পৌঁছিয়ে দাও।” (৯-সূরা তওবা : আয়াত-৬)

নবী করীম ﷺ বলেছেন—

سَنُتَاتُ أَمِنًا فِي سِرِّهِ مُعَافِيًا فِي بَدَنِهِ عِثْلَةً قُوتٌ يَوْمَهُ
فَكَاثًا حِمَزٌ لَهُ الدُّنْيَا بِحَزَافِيرِهَا .

অর্থ : “যে ব্যক্তি প্রশান্ত চিত্তে সুস্থ শরীরে ও দিবসের খাবার নিয়ে (জোপাড় করে বা খেয়ে) রাত কটিল (দুশাল) সে যেন গোটা দুনিয়ার মালিক হলো।”

আত্মার নিরাপত্তা হলো ইমান ও সত্যকে নিশ্চিতভাবে জানা। শরীরের নিরাপত্তা হলো লজ্জা ও বিচ্যুতি হতে মুক্ত হওয়া এবং শান্তি ও স্বর্গীয় পথ নির্দেশে (এলাহী হেনায়েতে) ভরপুর হওয়া।

আমাদের জাতির নিরাপত্তা হলো তাসোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও শরীয়তের বাস্তবায়ন (আইন প্রয়োগ)। নিরাপত্তার শত্রু হলো ভয়।

“অতএব, সে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে ডাকাতে সেখানে থেকে পালিয়ে পেশ।” (২৮—সূরা আল কাহ্ফ : আয়াত-২১)

“সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর।”

(৫—সূরা মফিল : আয়াত-৩)

উপরে যে সব ধরনের নিরাপত্তার কথা বলার হয়েছে তার ভিত্তিতে প্রীতিমের জন্য বা কাকেরদের জন্য কোন নিরাপত্তা নেই। অস্ত্রাহর কসম এ পার্শ্ববর্তী জীবন কতই না করুণা উদ্দেশ্য কর। যদি আপনি আপনার জীবনের এক দিকে (বিষয়ে) সমৃদ্ধ হন তবে আপনি নিশ্চয় অপরদিকে (বিষয়ে) শোচনীয়। যদি একদিকে সম্পদ আসে তবে আরেক দিকে অসুখ আসে। যদি আপনার শরীর সুস্থ থাকে তবে অন্য কোন সমস্যা দেখা দিবে। আর যখন সব কিছু ভালোভাবে চলছে মনে হয় এবং আপনি চূড়ান্তভাবে স্থির বোধ করেন তখন তো আপনি শবাধারে রক্ষিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত।

নজদের আল আশা নামক কবি নবী করীম ﷺ এর দিকে এগিয়ে যাবলি তাঁকে ﷺ কবিতা আবৃত্তি করে তলাতে ও ইসলাম গ্রহণ করতে। আবু

মুফিয়ান (তিনি তখনও মুসলমান হননি) পাখে কবির সাথে সাক্ষাত করে তাকে তার উদ্দেশ্য থেকে কিরাতে ও তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য ১০০ (একশত) উট উপহার দেয়ার প্রস্তাব করল। কবি উপহার গ্রহণ করল। যাত্রা ফিরানোর (ফিরে যাওয়ার) জন্য সে যখন নাকি একটি উটে চড়ে বসল, আর এমনই সেটা কেশে গিয়ে তাকে ছুঁড়ে মারল, এতে সে মাথা ভূমিতে রেখে পড়ে গেল এবং আঘাতের কলে তার ঘাড় মটকে গিয়ে সে মরে গেল। সে স্বীন-মুনিয়া কোনটা অর্জন না করেই এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

২২৩. ক্ষণস্থায়ী মর্যাদা

সুখ যদি সজ্জিকার হয় তবে এটা অবশ্যই (উপস্থিতির দিক থেকে) স্থায়ী এবং (আকারে) পূর্ণ। সদা বিরাজমান বলতে আমি বুঝাতে চাই যে, এটা কখনও দুচ্ছিত্তা দ্বারা বিদ্রুপিত করা উচিত নয়। আর এটা দুনিয়া আশ্বেস্ত উত্তরের জন্যই বিদ্যমান থাকা উচিত। যখন এটা সমস্যা ও দুচ্ছিত্তা দ্বারা নষ্ট হয়ে না যায় বা কমে না যায় তখন এর পূর্ণতা বুঝা যায়।

ইরাকের এক সময়ের রাজা আব্দুল মান ইব্রুন্ মুন্জির এক সময় মদ্যপান করার জন্য একটি গাছের নিচে বসেছিল। তিনি আসী ইবনে যারেসকে এসে তাকে উপদেশ দেয়ার জন্য ডাকলেন। আসী বলল, হে বাদশাহ! আপনি কি জানেন এ গাছ কী বলে? রাজা বলল, “না, এটা কী বলে?” আসী উত্তর দিলেন (এটা বলে)-

رُبٌّ رَكِبَ فَذَاخَاوُوا حَوْنَنَا * يَمْزُحُونَ الْخَسَرَ بِالسَّاءِ الزَّلَالِ .

نُمَّ سَارُوا لِعِيبِ الدُّفْرِ بِهِمْ * وَكَذَاكَ الدُّهْرُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ .

ভাবার্থ : “আমার আশে পাশে কত লোকইনা আমার তাল্লাশ করল, বিতর্ক পত্রির সাথে মন মিশিয়ে পান করার জন্য।

অতএব তাদের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে গেল যে, যুগ তাদের সাথে খেলা করতে লাগল (তারার কালের চক্রে পড়ল)। আর যুগ জো এমনই যে, এটা যে সদা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে যায়।”

রাজার নিকট যে পরিস্থিতির কথা বর্ণনা হয়েছিল তা শুনে সে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে গেল এবং সে মনপান ছেড়ে দিল ও মৃত্যু পর্বতত শোচনীয় অবস্থায় ছিল।

ইরানের শাহ যখন পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ২৫০০ (দু'হাজার পাঁচশত) বছর উদ্‌যাপন করল, তখন সে তার রাজাঘের বাইরের অঞ্চলে তার কক্ষতা বিস্তারের পরিকল্পনা করল। তখন অনতিবিলম্বেই সে কক্ষতাদ্যুত হলো।

تُزَيُّ الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ وَتُزَيُّ الْمُلْكُ مِنْ تَشَاءُ.

“বাকে ইচ্ছা আপনি রাজ্য দান করেন এবং বাকে ইচ্ছা তার থেকে রাজ্য কেড়ে নেন।” (৩-সূরা আসে ইমরান : আয়াত-২৬)

তার প্রাসাদ ও তার দুনিয়া থেকে তাকে খাওয়া করে তাড়িয়ে দেয়া হয় এবং সে বহু দূর দেশে নির্বাসিত নীর অবস্থায় মারা যায়। কেউ তার অন্য গোবের পানি ফেলেনি।

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ وَزُرُوعٍ ۖ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۖ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَاهِنَ.

“কতইনা বাগ-বাগিচা, খর্দাখারা, সবুজ-শ্যামল কসলের মাঠ, সুন্দর-সুন্দর স্থান (সুরমা প্রাসাদসমূহ) ও ভোণ-বিলাস তারা ফেলে গেছে যেগুলোতে তারা আনন্দ-কুর্তি করত।” (৪৪-সূরা আদ সোখান : আয়াত-২৫ : ২৭)

কুমানিয়ার প্রাক্তন রাজা চসেকুরও একই ঘটনা। সে বাইশ বছর শাসন করেছিল এবং তার সম্রাট হাজার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছিল। কিন্তু অবশেষে তার নিজের লোকেরাই তার প্রাসাদকে ঘিরে ফেলে। তারা তার দেহ থেকে একটি একটি করে অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ لِيَّةٍ يُنْصِرُوهَ مِنْ دُونِ الْحُودِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ.

“তখন আব্রাহাম বিবশ্বে তাকে সাহায্য করার জন্য তার কোন দল ছিল না এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করার মতো ছিল না।”

(২৮-সূরা আল কাছাফ : আয়াত-৮১)

এভাবে সে হারা গেল কিন্তু তার সাথে কোন পার্শ্বব সম্পদ দিতে পারল না এবং আশেরাতের সাফল্যের কোন আশাও তার থাকল না।

আরেকটি উদাহরণ হলো ফিলিপিনের প্রাক্তন নেতা মার্কস। সে জনগণের উপর দুঃখ-দুর্দশা চাপিয়ে নিজের জন্য সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জন করেছে। যখন তাকে তার দেশ, পরিবার ও ক্ষমতা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল, তখন আব্রাহাম তাকে একই রকম দুঃখ-কষ্টে ভুগিয়ে ছিলেন। অশ্রয়হীন অবস্থায় সে লজ্জাজনকভাবে মারা যায়; এমনকি তার নিজের লোকজনরাও তাকে ফিলিপিনে দাফন করতে ধেয়নি।

اَلَيْمٌ يَّجْعَلُ كَيْدَ مُرِيٍّ تَضَلِيلًا

“তিনি কি তাদের চক্রান্তকে নস্যাৎ করে সেনলি?”

(১০৫-সূরা আল ফীল : আয়াত-২)

“সুতরাং আব্রাহাম তাকে পাকড়াও করে তার শেষ কথা ও প্রথম কথা শক্তি দিলেন।” (৭৯-সূরা আন নবি'আত : আয়াত-২৫)

তার শেষ কথা ছিল-

“আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।” (৭৯-সূরা আন নবি'আত : আয়াত-২৬)

তার প্রথম কথা ছিল : “হে নেতৃবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য আছে বলে আমার জ্ঞান নেই।” (২৮-সূরা আল কাছাফ : আয়াত-৬৬)

অতএব, আমি তাদের প্রত্যেককেই তার পাশের কারণে পাকড়াও করেছিলাম (শক্তি দিয়েছিলাম)।” (২৯-সূরা আন আনকাবুত : আয়াত-৪০)

২২৪. পুণ্যকর্মই সুখী জীবনের মুকুট

সুখ-শান্তি অর্জন করতে হলে আপনাকে অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যারা ধর্মীয় ও চমৎকার চমৎকার কাজে ব্যস্ত থাকে :

নবী করীম ﷺ বলেছেন-
 أَخْرُسُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ .

“যা তোমার উপকার করবে তা করার জন্য আত্মরক্ষা (চেষ্টা) কর এবং (তা করার জন্য) আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও।”

একজন সাহাবী (রা) জাহাযতে নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গী হওয়ার জন্য নবী করীম ﷺ-এর নিকট আবেদন করলে নবী করীম ﷺ উত্তর দিয়েছিলেন-

أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ
 سِجْدَةً إِلَّا أَرْتَعَكَ بِهَا فَارْجُءَ .

ভাবার্থ : বেশি বেশি সোজদা করে আমাকে তোমার সাহায্য করতে সাহায্য কর। কেননা, প্রতিটি সোজদার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার একটি করে মর্জবা বৃদ্ধি করে দিবেন।

আরেকজন সাহাবী (রা) নবী করীম ﷺ-কে আবদার করলেন, তাকে এমন এক আমল শিখিয়ে দিতে যা ব্যাপক কল্যাণকর। নবী করীম ﷺ তাকে বললেন-

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ .

ভাবার্থ : “আল্লাহর জিকিরে যেন তোমার জিহ্বা সদা ভবতাজ্জ থাকে।”

তৃতীয় এমন আরেকজন কল্যাণ জালালীর অবাধে নবী করীম ﷺ বলেছেন-

لَا تَسْتَنْ أَحَدًا، وَلَا تَعْشِرَ مِنْ يَدِكَ أَحَدًا وَإِنْ أَحْدَسْتُكَ
 بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تَسْأَلْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، وَلَا تَحْفِرَنَّ مِنَ
 الْمَرْوَةِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنَّ نُفْرَعَ مِنْ ذَلِكِ فَيُنْزِلَ إِلَيْنَا الْمُسْتَشْفَى .

ভাবার্থ : “কাউকে গালি দিবে না, তোমার হাত দ্বারা কাউকে মারবে না (আঘাত করবে না) কেউ যদি তোমার কোন সোণ-কুটি জমান কারণে তোমাকে গালি দেয়, তবে তুমি তার কোন কুটি জানা থাকলেও তাকে গালি দিবে না এবং কোন নেক আমলকে তুচ্ছ মনে করবে না (তা করতে অবহেলা করবে না) যদিও তা তোমার বালতি থেকে তৃষ্ণার্তের শায়ে গালি ঢালার কাজ হয়।”

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ

“এবং তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে জেমরা দ্বারা দাবিত হও।” (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৩০)

“সিঁচর তারা নেক কাজে প্রতিযোগিতা করত।” (২১-সূরা আল বাক্বা : আয়াত-৯০)

وَالسَّيْقُونَ السَّيْقُونَ

“আর যারা (এ পৃথিবীতে নেক কাজে) অগ্রসর তারা (আবেদনে জান্নাত প্রতিভে) অগ্রসর হবে।” (৫৬-সূরা আল ওরফেজাহ : আয়াত-১০)

নেক আমল করার সময় (মুযোগ) হলে তা করতে (কখনও) দেরী করবে না।

خِئْتُهُمْ بِشِكْلٍ ۖ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَنَافَعُ الْإِنْفَاقُونَ

“এবং সে বিষয়ে যেন প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে।”

(৮৩-সূরা মুতাফকিহীন : আয়াত-২৬)

উমর (রা) যখন শুক্লখাতকের হাতে ছুরির আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর রক্ত দরদর করে পড়িয়ে পড়ছিল, তখন তিনি একজন যুবককে তার লুঙ্গি মাটিতে হেঁচড়াতে দেখে বললেন, “হে ভাতিজা! তোমার কাপড় (লুঙ্গি) উপরে উঠাও। কেননা, এ কাজ অধিকতর স্বীনি ও তোমার কাপড়ের জন্য অধিকতর পবিত্র কর।” মৃত্যু-যন্ত্রণাকালেও তিনি অন্যদেরকে নেক আমল করার দাওয়াত দিলেন।

“তোমাদের যে (নেক আমল করে) আপে বাড়তে চায় বা (বদ আমল বা পাপ করে) পিছনে পড়তে চায় তার জন্য।” (১৪-সূরা আল হুদনচুহি : আয়াত-৩৭)

বেশি বেশি ঘুমিয়ে, আরাম ভালাশ করে বা আমাদের সান্নিধ্য করতে অনিশ্চুক হয়ে অবশ্যই সুখ পাওয়া যায় না।

“কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে অভিযোগ পাঠানো পছন্দ করলেন না, তাই তিনি তাদেরকে পিছনে বসিয়ে বিরত রাখলেন এবং তাদেরকে বলা হল, “পিছনে যে সব (মহিলা) মানুষেরা বসে থাকে তাদের সাথে বসে থাক।”

(৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৪৬)

অবহেলিত ও অলসদের যুক্তি হলো—

“এবং তারা বলল, “গরমে অভিযানে বের হওয়া না।” (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৮১)

“(তাদের মতো হওয়া না) যাবা তাদের ভাইদের সহজে বলে, যখন তারা পৃথিবীতে সফর করে বা যুক্ত করে, “যদি তারা আমাদের সাথে থাকত তবে তারা মরত না এবং নিহতও হতো না।” (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫৬)

নেক আমলের সময় হলে আমাদের পিছনে বসে থাকা নিষেধ।

“তোমাদের কি হলো যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়, তখন তোমরা মাটিতে নিতর পেড়ে শক্ত করে বসে থাকো” (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৩৮)

“নিশ্চয় তোমাদের মাঝে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি বা ডিলেমি করবেই।” (৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-৭২)

“কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে থাকল।” (৭-সূরা আল আত্বাক : আয়াত-১৭৬)

“আমি কি এই কাকটির মতোও হতে পারলাম না।” (৫-সূরা হাশিমা : আয়াত- ৩১)

“তা এ জন্য যে তারা দুনিয়ার জিন্দগীকে আখেরাতে ওপর প্রাধান্য দেয় বা অধিকতর ভালোবাসে।” (১৬-সূরা নাহল : আয়াত-১০৭)

وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْسُكُمُ وَتَدْمِبُ رِيحُكُمْ .

“আর তোমরা পরস্পর তর্ক করবে না, করলে তোমরা মনোবল হারিয়ে কেলবে এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে।” (৮-সূরা আনফাল : আয়াত-৪৬)

“আর যখন তারা সালামতে দাঁড়ায়, তখন তারা অলসভাবে দাঁড়ায়।”

(৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-১৪২)

নবী করীম ﷺ বলেছেন - **اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُسلِ** .

হে আল্লাহ! আমি অলসতা থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই।”

اَلْكِبَرُ مِنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ فَرَاَهَا وَتَتَتٰى عَلٰى اللّٰهِ الْاَمَانِىَ .

জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের (কু) প্রবৃত্তিকে দমন করে এবং মৃত্যুর পরে যা ঘটবে তার জন্য আমল করে, আর অক্ষম, দুর্বল ও নির্বোধ ব্যক্তি নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে (যদিও সে পুরস্কার লাভের যোগ্য) কোন নেক আমল করে না) অথচ আল্লাহর ওপরও কুখা (মিথ্যা) আশা রাখে।

২২৫. চিরস্থায়ী জীবন ও জ্ঞানাত সেখানে, এখানে নয়

আপনি কি বুঝক, তাহযান, ধনী ও অমর থাকতে চান? আপনি যদি এতলো চান তবে এতলো আপনি এ পৃথিবীতে পাবেন না তবে যাই হোক, আপনি এতলো পরকালে (আখেরাত) পেতে পারেন। মহান আল্লাহ এ পৃথিবীর জন্য দুঃখ কষ্ট ও ক্ষণস্থায়িত্ব নির্ধারিত করে নিয়েছেন। তিনি এ দুনিয়াকে ভুল ও ঘোকার উপকরণ বলেছেন।

বহুকাল পূর্বে একজন কবি ছিলেন। তিনি তার জীবনের অধিকাংশ সময়েই চরম দরিদ্র জীবন যাপন করেছেন। তার যৌবনের সিংহভাগে, তিনি টাকা-পয়সা ধন-সম্পদ চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা পাননি। তিনি খ্রীঃ চেয়ে ছিলেন কিন্তু তিনি সে চেষ্টাতেও ব্যর্থ হন। যখন তিনি বৃদ্ধ হলেন তার চুল পেকে (সাদা) হয়ে গেল ও তার হাড় দুর্বল (ভঙ্গুর) হয়ে গেল, তখন তিনি ধনী হলেন। বহু নারীরা তাকে তখন বিয়ে করতে চাইল (তার নিকট বিয়ে বসতে চাইল) এবং তিনি (তখন) আরামে জীবন যাপন করলেন। তার ঘটনার নির্মম পরিহাস হলো এ যে, যখন তিনি সব আরাম উপভোগ করতে সক্ষম ছিলেন তখন তিনি গরীব ছিলেন (তাই আরামের বস্তু সোপাড করতে

পারেননি ও তা উপভোগ করতে পারেননি) আর যখন তিনি বনী হুসেন তখন তিনি (বার্ষিকের কারণে) আর জীবনের আনন্দকে উপভোগ করতে পারেন না। তিনি তার জীবনের শেষ দিকে কবিতার এ চরণগুলো রচনা করেন-

مَا كُنْتُ أَرْجُو إِذْ كُنْتُ ابْنُ عَشْرِيْنَا * مَلِكُهُ بَعْدَمَا جَاوَزْتُ سَبْعِيْنَا
تَطْوُونَ مِنِّي مِنْ بَنَاتِ الشُّرَكِ أَغْرِيْنَا * مِثْلُ الطِّبَاءِ عَلَى كُفَّانٍ يَبْرِيْنَا
أَيْنُكَ طَوْلُ اللَّيْلِ بُسْهَرُنَا * فَمَا الَّذِي تَشْتَكِي فُلْتُ التَّمَانِيْنَا

১. “বিশ বছরকালে যা চেয়েছিলাম অশি বছরকালে তা পেলোম।
২. এখন আমার চারিধারে রেশমী শাড়ী ও নারী নারী অলংকার পরা ছুকা নারীরা গান করে।
৩. তারা বলে ‘আপনার গোষ্ঠনি আমাদেরকে সারা রাত জাগিয়ে রাখে। আপনার কী অসুবিধা? আমি বলি, “আশি বছর।”

“আমি তোমাদেরকে এতটা দীর্ঘ জীবন দেইনি। যাতে যে (ব্যক্তি) উপদেশ চায় সে (ব্যক্তি) যেন উপদেশ গ্রহণ করতে পারে? এবং তোমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল।” (৩৫-সূরা ফাতির : আয়াত-৩৭)

“আর তারা ভেবেছিল যে তাদেরকে আমার নিকটে ফিরিয়ে আনা হবে না।”
(২১-সূরা আন কাহ্ব্ব : আয়াত-৩৯)

“আর এ পার্শ্বের জীবন তো বেশ-তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়।”
(২৯-সূরা আনকাবুত : আয়াত-৬৪)

إِنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمُسَاوِيرٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ ظِلِّ الشَّجَرَةِ ثُمَّ دَهَبَ وَتَرَكَهَا .

এ দুনিয়ায় উদাহরণ হলো সে মুসাফিরের মতো, যে নাকি গাছের ছায়ায় বসে শ্রান্ত হতে থাকে। পরে সেখান ছেড়ে চলে যায়।

২২৬. দুনিয়ার হাল-হাকিকত

যে যে পরিমাণ আল্লাহর জিকির করে ও তাঁর কিতাব কুরআন তিলাওয়াত করে সে সে পরিমাণ সুখী হবে। এ মূলনীতিকে ভেবে দেখার পরই কেউ এ দুনিয়াতে ও আখেরাতে তার মূল্য নির্ধারণ করতে পারে।

“যদি না (কুমুদিত) মানুষদের একমত হওয়ার আশংকা থাকত তবে যার পরম করুণাময়কে অস্বীকার করে তাদের ঘর-বাড়ির জন্য আমি রূপার ছাদ ও যার ওপরে চড়ে তারা ওপরে উঠে সেই সিঁড়ি বানিয়ে দিতাম। এবং তাদের বাড়ি-ঘরের জন্য দরজা ও যাতে তারা হেলান দেয় সেই পালাক বানিয়ে দিতাম। এবং বর্ষ নির্মিত নানান সৌন্দর্যের উপকরণ ও অলংকারও বানিয়ে দিতাম। আর এসব কিছু তো দুনিয়ার জোপের সামগ্রী মাত্র। অথচ আপনার প্রভুর নিকট রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য আখেরাতের (অতি উত্তম) মহাপুরস্কার।” (৪৩-সূরা আয মুব্বরক : আয়াত-৩৩ = ৩৫)

এসব আল্লাত পরিকারভাবে পার্থিব পদমর্যাদার ও সামাজিক মানের ফলস্বামী (এবং সে কারণেই তুচ্ছ) মূল্যের ঘোষণা দেয়।

যখন আমরা সেবি যে কাফেররা প্রায়ই সমৃদ্ধ জীবন যাপন করে পশ্চাত্তরে মুমিনরা প্রায়ই পার্থিব আমোদ-শিথিল জীবন যাপন করে তখন আমাদের একথা বুঝা উচিত নয় যে, এ জীবনই সফলতার মাপকাঠি। পার্থিব আমোদ তো এমন লক্ষ্য যা কেবলমাত্র এ পৃথিবীর তুচ্ছ মূল্যেরই ইঙ্গিত করে।

নবী করীম ﷺ-এর প্রসিদ্ধ সাহাবী উদ্‌বা ইবনে গাজওয়ান (রা) এক জুমুআর দিন বুতনা দানকালে নবী করীম ﷺ-এর সাথে অতীতের দিনগুলি কী অবস্থায় কেটেছে তার স্মৃতিচারণ করে জোরে জোরে (উচ্চসরে) বলছিলেন, তিনি বলছিলেন কিতাবে নবী করীম ﷺ-এর সাথে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতেন, কিতাবে নবী করীম ﷺ-এর সুবার তাড়নায় খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা খেয়েছেন। তবুও ঐ সাহাবী (রা) সে সব দিনকে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখের দিন বলে ঘোষণা দিলেন। তারপর তিনি বর্ণনা দিলেন কিতাবে তিনি (রা) একটি অস্ত্রের শাসক হয়ে নবী করীম ﷺ-এর থেকে বিদায় নিলেন। এবং পার্থিব অবস্থার (মানের) উন্নতি সত্ত্বেও তিনি

(রা) আতর্কবোধ করলেন যে, নবী করীম ﷺ-এর ইত্তেকালের পর জীবনের সত্যিকার রূপ কতটা নিচে এসে গেছে।

সান্ন ইবনে আবু ওয়াল্লাস (রা) যখন সুফার খতর করছিলেন তখন নবী করীম ﷺ-এর ইত্তেকালে তিনি পাগলপারা হয়ে গেলেন। তিনিও নবী করীম ﷺ-এর জীবনকালে (তার সাথে খাদেমের অভাবে) গাছের পাতা ও মৃত পতর চামড়া বেয়েছেন, নবী করীম ﷺ-এর সাহচর্যে থাকাকালে তাঁর পুরাতন বাড়ির বাদ উপভোগ করার পর তিনি তাঁর নতুন জীবনের প্রাসাদকে সহ্য করতে পারলেন না।

وَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ .

“এবং নিশ্চয় আখেরাত তোমার জন্য দুনিয়ার তুলনার শ্রেষ্ঠ।”

(৯৩-সূরা আন নেহা : আয়াত-৪)

অতএব, আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার একটি গোপন রহস্য আছে।—আর তাহলো এ পৃথিবীর ভুলভ্রান্ত জ্ঞান। “তারা কি মনে করে যে আমি যে তাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভ্রান-সম্মতি বাড়িচ্ছি তাতে তাদের কল্যাণের ব্যাপারে ত্বরান্বিত করছি তা নয়, বরং তারা তা বুঝে না।”

(২৩-সূরা আন মুমিনুন : আয়াত-৫৫-৫৬)

উমর (রা) যখন নবী করীম ﷺ-এর ঘরে প্রবেশ করলেন তখন তিনি নবী করীম ﷺ পার্শ্ব দেশে খেজুরের চাটাইয়ের দাগ দেখতে গেলেন, যা চাটাইয়ে শোয়ার ফলে সৃষ্ট হয়েছে এবং তিনি ঘরের সৈন্যদলও দেখলেন। এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু মরমর করে গড়িয়ে পড়তে লাগল। সকলের আদর্শ ও নেতা আব্বাহর রাসূল ﷺ এমন অবস্থায়!

“আর তারা বলে এ রাসূলের কী হলো যে সে আমাদের মতো বা মানুষের মত খায়-দায় ও বাজারে চলা-ফিরা করে।” (২৫-সূরা যুহরফান : আয়াত-৭)

উমর (রা) বললেন, হে আব্বাহর রাসূল! আপনি তো জানেন যে খসফ ও আর কিভাবে জীবন হাগদ করে।

(আপনি তো সেভাবে জাঁকজমকভাবে জীবন হাগদ করতে পারেন। -অনুবাদক)

নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন-

أَفِيْ شَيْءٍ أَنتَ بَاطِلٌ الْخَطَابُ؛ أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُوْنَنَّ لَنَا
الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟

“হে খাড়াবের পুত্র! তুমি কি সন্দেহে ভুগছ? আমাদের জন্য আখেরাত আর তাদের জন্য দুনিয়া এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও?”

এটা হলো ন্যায়সঙ্গত ভাবসাম্যতা ও সুন্দর বর্ণনা। অতএব, তারা যদি ডলার, টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, দালান-কেঠা ও গাড়ি-মোটর সুখ বুঝে পায় তবে শাক। আল্লাহর কসম নিশ্চয় তারা কখনও সেসব জিনিসের মাঝে তা বুঝে পাবে না।

“যারা দুনিয়ার জীবন ও তার সৌন্দর্য চায় আমি সেখানে তাদেরকে তাদের পূণ্যকর্মফল দিই আর সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হয় না। তাদের জন্যই পরকালে (আখেরাতে) দোষ ছাড়া অন্য কিছু নেই এবং সেখানে (দুনিয়াতে) তারা যা করেছে তা আখেরাতে বুধা যাবে ও তারা যা (দুনিয়াতে) করত তা আখেরাতে বাতিল হয়ে যাবে।”

(১১-সূরা হূদ : আয়াত-১৫-১৬)

২২৭. সুখের চাবিকাঠি

যদি আপনি মহান আল্লাহকে চিনেন এবং তাঁর ইবাদত করেন তবে আপনি মাটির তৈরি কুঁড়েঘরে থাকলেও সুখ ও শান্তি পেয়ে থাকবেন।

কিন্তু যদি আপনি সত্য পথ থেকে সরে পড়েন তবে আপনি বিশাল অষ্টমিকায় বিলাসবহুল ও আরামের জীবন যাপন করলেও আপনার জীবন সত্যিই চরম দুর্ভাগ্যস্ত হবে। আপনি যদি সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকেন তবে আপনার নিকট সুখের চাবিকাঠি নেই।

“এবং আমি তাকে এমন এক ঘন ভাঙার দান করেছিলাম যার চাবিসমূহ একদল শক্তিশালী লোক (কষ্ট করে) বহন করত।”

(২৯-সূরা আল কাহফ : আয়াত-৯-৭)

২২৮. একটুখানি ভেবে দেখুন

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا .

“নিচের আল্লাহ মুমিনদেরকে (দুনিয়া ও আখেরাতের সকল ক্ষতি থেকে) রক্ষা করেন।” (২২-সূরা আল মুমিনুন : আয়াত-৩৮)

এ আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে জরান দান করে আলোকপাত করছেন, আমাদেরকে সতর্ক করছেন এবং আমাদেরকে শুভ সংবাদ দিচ্ছেন। আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের ঈমান (বিশ্বাস) অনুশাতেই মন বিয়দ দূর করেন। কাফেরদের ক্ষতি, শয়তানের কুসন্ত্রণা তাদের নিজেদের পাপ ও অন্যদের ক্ষতি এসব কিছুকে আল্লাহ একত মুমিনদের থেকে ফিরিয়ে রাখেন। যখন তাদের উপর বিপদ আসে, তখন এর বোঝা তাদের থেকে হালকা হয়ে যাবে। প্রত্যেক মুমিনেরই এ ঈশী নক্সাবাহেহে (এলাহী হেফাজতে) অংশ আছে। তবুও প্রত্যেকের ঈমানের স্তর অনুশাতেই এটা বিভিন্ন বকম হয় : কেউবা কম পাবে, কেউবা বেশি।

ঈমানের একটি ফল এ যে এটা সংকটের সময় মুমিনকে সাহুনা দেয়।

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ .

“আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে (রাখে) আল্লাহ তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে দেবেন।” (৬৪-সূরা তাগাবুন : আয়াত-১১)

এ আয়াতে সেই সংকটাপন্ন মুমিনের কথা বুঝায়, যে জানে যে এ বিপদ আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে এবং এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই লিখিত ছিল। সে সন্তুষ্ট এবং তাব জন্য যা পূর্বেই নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে সে তার প্রতি তার ইল্লাহকে সমর্পণ করে। এভাবে সংকটের মারাত্মক আঘাত তার উপর প্রভাব ফেলবে না। কারণ সে জানে যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং সে তার ধৈর্যের জন্য পুরস্কৃত হবে।

২২৯. তারা যেভাবে জীবন যাপন করতেন

আসুন পিছনে গিয়ে একটু দেখে নিই কীভাবে নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী জীবন যাপন করতেন। আলী ইবনে আবু তালেব (রা) যিনি নবী করীম ﷺ-এর কন্যা ফাতেমা (রা)-কে বিয়ে করেছিলেন (তিনি) একদিন ভোরে তার স্ত্রীকে নিয়ে জেগে উঠলেন এবং খাবার তাল্লাশ করলেন। কিন্তু তাদের নিময়ানের ঘরে কোন কিছু পাওয়া গেল না। শীতকালের কোন এক কনকালে ঠাণ্ডা দিনে এ ঘটনা ঘটেছিল। তাই আলী (রা) কিছু গরম কাপড় পরে বেরিয়ে গেলেন। তিনি নগরীর চারিধারে (কাজ) তাল্লাশ করলেন কিন্তু শেলেসেন না এবং অবশেষে তার এক ইহুদীর কথা মনে পড়ল, যার একটি বাগান ছিল।

আলী (রা) যখন বাগানে পৌঁছলেন তখন ইহুদী বলল, “হে আরবী লোক, এসে আমাকে খেজুর পেড়ে দাও, একটি বড় বালতি পুরিয়ে দিলে তোমাকে একটি খেজুর দিব।” তাই তিনি দীর্ঘ সময় যতকণ মা তার হাতে ও শরীরে বাধা হতে লাগল ততকণ কঠোর পরিশ্রম করলেন। তিনি যে সামান্য কয়টি খেজুর উপার্জন করেছিলেন তা নিয়ে তিনি নবী করীম ﷺ-কে সাথে করে বাগদাদর অন্য রাসূল ﷺ-এর নিকট চলে গেলেন। যে ক’টি বেঁচে গিয়েছিল তিনি ও ফাতেমা (রা) সে ক’টিকে বাকী দিনের জন্য রেখে দিলেন। এই ছিল তাদের জীবন। তবুও বহুবাদী মানসিকতা সম্পন্ন লোকের নিকট যা বিপরীত মনে হতে পারে তা হল- তাদের ঘর-বাড়ি আলোতে ও সুখে ভরা ছিল।

নবী করীম ﷺ-এর নিকট যে মহান মূলনীতি অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তাদের অন্তর ভরপুর ছিল। তাদের অন্তরের আধ্যাত্মিক আলোতে তারা সত্যকে উপলব্ধি করে তা গ্রহণ করেছেন এবং একই সাথে তারা মিথ্যাকে চিনে তা বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা সত্যের পাথে কাজ করেছেন এবং মিথ্যার পথ থেকে বহু দূরে সরে গেছেন। তারা বস্তুর স্বার্থ মূল্য বুঝতে পেরেছিলেন। হামানের মত লোকের সুখ কোথায়? সে তো এখনও অতিশয়।

“(এটাতো) বৃষ্টির পরে উৎপন্ন ফসলের মত, যা কৃষককে মোহিত করে, পরে শুকিয়ে যায় তখন তুমি এটাকে হলুদ দেখতে পাও, তারপর তা খড়কুটো হয়ে যায়।” (৫৭-সূরা আল হাদীদ : অয়াত-২০)

সভ্যিকার মুখ ছিল বিদ্যাল (রা)-এর, আমার (রা)-এর ও সালামান (রা)-এর। বিদ্যাল (রা) ছিলেন সত্যের আহ্বায়ক, সালামান (রা) ছিলেন সত্যবাদী ও আমার (রা) ছিলেন দায়িত্ব পালনে বিশ্বস্ত।

২৩০. ধৈর্য নিয়ে জ্ঞানীদের বাণী

বলা হয় আনুশের ওয়ান বলেছেন: “এ দুনিয়াতে দুদর্শা দু ধরনের। প্রথম প্রকারের প্রতিকার আছে; দৃষ্টিভঙ্গি হলো এর ঔষুধ। আর দ্বিতীয় প্রকারের কোন প্রতিকার নেই; ধৈর্যই এর আরোগ্যকর চিকিৎসা।

বলা হয় যে, “যে ধৈর্য ধরে সে সফল হয়”।

বলা হয়েছে যে, “মৃত্যু তালাশ করে বাঁচতে চেষ্টা কর। কেননা, মৃত্যু তালাশ করার কারণে কত লোকই না বেঁচে আছে। আর বেঁচে থাকতে চাওয়ার কারণে কত লোকই না ধ্বংস হয়ে গেছে। অবিকাশে সময়ই অনিচ্ছিত পথে চলার পরই নিরাপত্তা আসে।”

আরবরা বলত, “নিশ্চয়ই মন্দ কাজেরও ভালো-মন্দ জ্বর আছে,” আবু উবাইদাহ্ একবার ব্যাখ্যা করেন এভাবে, “আপনি যদি কোন সংকটে লড়ে থাকেন তবে জেনে রাখুন যে আপনি এর চেয়ে আরো অনেক বেশি মন্দ বা খারাপ অবস্থার শিকার হতে পারতেন। আপনার যদি এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে তবে আপনি আরো ভালোভাবে সংকটের মোকাবিলা করতে পারবেন।”

যখন সকল আশা ভরসা শেষ হয়ে যায়, অবিকাশে সময় তখনই সংকট নিরসনের (সমস্যা সমাধানের) উপায় বেরিয়ে আসে (পাওয়া যায়)।

“আমি তাদের নিকট থেকেই তাদের উত্তম আমলগুলো কবুল (গ্রহণ) করি এবং তাদের মন্দ (বদ) আমলগুলোকে আমি উপেক্ষা করি; তারা জালালবাদী হবে। এ নতুন অঙ্গীকারই তাদেরকে দেয়া হতো।”

(৪৬-সূরা আহকাফ : আয়াত-১৬)

(কাফেরদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল না তাই) এমনকি রাসূল ﷺ ও হত্যাশ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা ভেবেছিল যে তাদেরকে (তাদের জাতি কর্তৃক) অঙ্গীকার করা হলো এমন সময় তাদের নিকট আমার সাহায্য এলো।”

(১২-সূরা ইউনুস : আয়াত-১১০)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ-

“নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।” (২-সূরা বাকার : আয়াত-১৫৩)

“কেবলমাত্র ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের পুরস্কার পূর্ণমাত্রায় (পুরাপুরি) বেহিসাবে দেয়া হবে।” (৫৯-সূরা হুদার : আয়াত-১০)

মাকে মাকে যখন সকল আশা ভরসা শেষ হয়ে যায় এবং সব কিছু অন্ধকার মনে হয়, তখন আল্লাহ্ সকলতা ও শক্তি এনে দেন। আল্লাহ্‌র নিকট আশা করতে আমাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য তাঁর প্রতি পুরোপুরি নির্ভর ও বিশ্বাস করার জন্য এবং তখনও তাঁর সাহায্যের আশা ত্যাগ না করার জন্যই এমনটি হয় (আল্লাহ্ করেন)। বিপদগ্রস্ত অবস্থায়ও প্রত্যেকের এ কথা জেনে সন্তুষ্টি থাকা উচিত যে, সে ছোট খাট বিপদগ্রস্ত হয়েছে এবং বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে। ইছহাক (নামে এক আবেদ লোক) বলেছেন, “আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে বিপদগ্রস্ত করে পরে তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেন, তখন সম্ভবত তিনি তাকে (সে বিপদ দ্বারা) পরীক্ষা করেন। এভাবে বিপদাপদ (ছয়বোশে) এক মহাকল্যাণ।”

বলা হয়েছে যে, যে কষ্ট সহ্য করে এবং ধৈর্যশীল হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি সন্তুষ্টি থাকে। তাহলে সে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার কোন গোপন কল্যাণ হবে।

কোন কোন খ্রিস্টান বর্ণনা করেছে যে, তাদের কোন নবী বলেছেন,

“কষ্ট হলো আল্লাহ্ পক্ষ থেকে শিকাদান আর শিকাদান সব সময়ের জন্য নয়। অতএব, যখন কাউকে শিকাদান করা হয় ও সে ধৈর্য ধরে তার জন্য তত সংবান রয়েছে। এমন লোককে এমন দুকূট পরানো হবে যা হবে উন্নয়ন ও বিজয়ের প্রতীক; এমন বিজয়, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন যারা তাঁকে ভালবাসে ও তাঁর আনুগত্য করে।”

(আবেদ) ইছহাক আরো বলেছেন— “যদি তুমি কোন সংকটের খাবালো খাবায় ঘরা পড় তবে অভিযোগ করা থেকে সাবধান থেকো। কেননা নিরাপত্তার উপায় হলো কষ্টিন পথে চলা।”

২৩১. আশাশ্রম মনোভাবের গুরুত্ব

একজন লেখক যথার্থই বলেছেন, “আশা মানুষকে নিশ্চয় ধৈর্য ধরতে সাহায্য করে এবং ধৈর্যের পাখে পরিচালিত করে। আশাহর সম্বন্ধে সুধারণা থেকেই আশার সম্ভার হয়। আশাহর নিকট আশা বার্ষভার সম্ভাবনাকে প্রতিহত করে। কিন্তু কেন আমাদেরকে এতটা নিশ্চিত হতে হবে যে- আশা বার্ষভার সম্ভাবনাকে বাধা দেয়? আবার যদি মহামানবদের চরিত্র নিয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা করতাম তবে আমরা দেখতাম যে- যারা সাহায্যের জন্য তাদের শরণাপন্ন হতে তাদের কথা খুব জালো করে ভাবত, তারা তাদের বিশেষ যত্ন নিত। যারা তাদের অন্তত কামনা করত তারা তাদেরকে এড়িয়ে চলার প্রবণতাও দেখাত। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো- যারা সাহায্যের জন্য তাদেরকে নির্বাচিত করত তারা তাদেরকে আশাহত করত না। (সাহায্য প্রার্থীদেরকে তারা সাহায্য না দিতে ফিরিয়ে নিত না বরং তারা তাদেরকে সাহায্য করত। -অনুবাদক) (এই যদি মানুষের অবস্থা হয়) তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালুর অবস্থা কেমন, যার রাজ্য সাহায্যতম ও কমে না যখন কোন আশাবাদী প্রথমত তাঁর নিকট আশা করে আর তখন তিনি তাকে তার আশার চেয়েও বেশি দান দেবেন।”

একলোক জটিল-কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তির জোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি (অবশেষে আশাহর সাহায্য লাগয়ার পর) আশাহর এক বান্দার প্রতি (তার নিজের প্রতি অর্থাৎ ‘এক বান্দা’ বর্ণনাকারী নিজেরই) তাঁর (আশাহর) সর্বাপেক্ষা স্বর্ষভেমী উদারতা, বদান্যতা ও পথ-নির্দেশ প্রদর্শনের বর্ণনা দেন। সাহায্যের জন্য তিনি যাদের কাছে গিয়েছিলেন তাদের সকলের নিকট তার সব আশা হারানোর পর তিনি জবতে বাধ্য হলেন যে, একটি দরজা খোলা আছে এবং একমাত্র মহান আশাহি ছাড়া তার অন্য কারো কাছে আশা করা উচিত নয়। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, প্রথমত আশাহর নিকট আশা না করার কারণে তাকে সংশোধন করার জন্য শক্তি দেয়া হচ্ছে এবং তখনই (আশাহর পক্ষ থেকে) সাহায্য ও শক্তি আসল।

“নিশ্চয় আল্লাহকে ছাড়া তোমরা যাদেরকে আহ্বান কর, তারা তোমাদের মতই (আল্লাহর) বান্দা। অতএব, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তবে তারা যাকে তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেয় একজন তাদেরকে আহ্বান করে সেখ (তারা সাক্ষ্য দেয় কি-না) (যদি আহ্বান কর তবে সেখানে যে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে না)।” (৭-সূরা আল আ'রাক : অয়াত-১৯৪)

২৩২. ধৈর্য নিয়ে কিছু কথা

বর্ণিত আছে যে, ইবনে মাসউন (রা) বলেছেন : “ইমান ও পরিকৃষ্টি থেকেই শক্তি ও সাহায্য আসে। সমেহ ও ক্রোধ থেকে দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা ও দুঃখ-কষ্ট আসে।”

তিনি আরো বলেছেন—

“ধৈর্যশীল সর্বোত্তম লক্ষ্য অর্জন করে।”

আব্বাস ইবনে তাখলাফ বলেছেন—

“আমি এক মক্কাবাসী আরব বলে শুনলাম যে সে বলছে, ‘যখন কেউ অগ্নিশরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ধৈর্য ধরে তখন সর্বাপেক্ষা মহত্তম একটি গুণ প্রকাশিত হয়; তার ধৈর্য ও আশা তার উপর আশাশ্রয় (বঞ্চিত ও কাল্পিত) প্রভাবে ফেলে; এ যেন সে সদা নিজেকে সমস্যা থেকে রক্ষিত হতে দেখে; আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর সম্মুখে তার সুধারণার কারণে তার মানসিক অবস্থা এতটাই উচ্চমাত্রায় আশাশ্রয় (ও ব্যক্তি)।’

যখন কারো এসব গুণ থাকে তখন আল্লাহ তার হাজত (প্রয়োজন) পূর্ণ করে দিবেন ও তার জীবন থেকে সংকট (দুঃখ-কষ্ট-অভাব-অনটন ও সমস্যা) দূর করে দিবেন এ জন্য তাকে কখনও দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হয় না। তিনি নিরাপদ থাকবেন এবং তার ধর্ম ও সম্মানও নিরাপদ থাকবে।”

আল আসমা'রী বর্ণনা করেন যে, এক মক্কাবাসী আরব বলেছেন : “যখন আপনি নিজেকে ভালো অবস্থায় পান তখন আপনি ক্ষতির আশংকা করুন।

যখন আপনি মন্দ অবস্থায় থাকেন তখন তাদের আশা করুন। যারা মৃত্যুকে আকাক্ষ্য করেছে এমন আসেকেই বেঁচে গেছেন আর যারা বাঁচতে চেয়েছে এমন অনেকেই মরে গেছে। তারপর পথে চলার পরই অধিকাংশ সময় নিরাপত্তা আসে।”

কোন একজন জ্ঞানী লোক বলতেন : “জ্ঞানী ব্যক্তি সংকেটে পড়লে নিজেকে দু’ভাবে সাবুনা সেন। প্রথমটি হলো- পরিতৃপ্ত হওয়া। দ্বিতীয়টি হলো- তার উপর যে মুসিবত এসেছে তা থেকে নিকৃতির উপায়ের আশায় থাকা। মূর্খ লোক সংকেটের সময় দুভাবে বিভ্রান্ত ও দীত হয়। প্রথমটি হলো- যে সব লোকের কাছে সে সাহায্য চায় তাদের লেখা। দ্বিতীয়টি হলো- তার উপর যে মুসিবত এসেছে তার চেয়ে আরো মন্দ অবস্থা সহকে তার মনো ভয় ও আশংকা।”

এবং আমি পূর্বে যেমনটি উল্লেখ করেছি, বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ করিম সমস্যার মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দেন। এমন শিক্ষা যা অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুকে উন্মুক্ত করে। আল হাছান ইবনে সাহল বিগলাশনকে তুলো মন লোকদের জন্য আগরনী আহ্বান, ধৈর্যশীল লোকদের জন্য পুরস্কার লাভের উপায় এবং প্রত্যেকের জন্য কল্যাণের আরক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এবং আল্লাহর বিধান সর্বদাই উত্তম, বিশেষ করে তাদের জন্য, যারা তাদের বীরত্বের মাধ্যমে মৃত্যু তালাশ করছে মনে হয়- যারা ব্রহ্মীয় জীবন তালাশ করেছে এবং যারা তাদের মতো নয় তাদের বর্ণনা নিচের আয়াতে দেয়া হয়েছে-

“যারা তাদের (নিহত) ভাইয়ের সহকে বলল- {অথচ তারা (ঘরে) বসেছিল।} যদি তারা আমাদের অনুসরণ করত {আমাদের (কথা) মতো ঘরে বসে থাকত} তবে তারা মরত না।” (মুহাম্মদ ﷺ) আপনি বলে দিন, “যদি জোমরা সত্যবাদীই হয়ে থাক, তবে জোমরা জোমাদের থেকে মৃত্যুকে কিরিয়ে দাও।” (৩-সূরা আল ইব্রাহিম : আয়াত-১৬৮)

২৩৩. খানিক ভাবুন

إِنْ تَكُونُوا تَأْمِنُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْمِنُونَ كَمَا تَأْمِنُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ
 اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ.

“তোমরা যদি কষ্ট ভোগ করতে থাক তবে তারাও তো তোমাদের মতো কষ্ট
 ভোগ করছে, অথচ তারা যা আশা করতে পারে না তোমরা আল্লাহর কাছ
 থেকে তা (আল্লাহ) আশা করতে পার।” (৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-১৬৪)

ইমানদারদের জাল্লাত প্রাপ্তির কারণ এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে,
 সত্যিকারের ইমানদার যখন দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তখন তাদের উচ্চ পর্যায়ের ধৈর্য
 থাকে। সত্যিকার ইমানদারের মাঝে যে সব গুণ পাওয়া যায় তা হলো ধৈর্য,
 অধ্যবসায়, অটলতা, সৌম্যতা এবং আল্লাহর বান্দা হিসেবে নিজের দায়িত্ব
 পালনের বাঁটা ইচ্ছা। মা'বুল ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেন যে নবী করীম
 ﷺ বলেছেন—

يَقُولُ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَدَمُ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَثَلًا
 قَلْبَكَ غِنَى أَثَلَيْدَتِكَ رِزْقًا يَا أَدَمُ لَا تَبَاعِدْ مِنِّي ثَأْمَلًا
 ثَلْبَكَ فَقَرًا رَأْمَلًا يَدَيْكَ شُغْلًا.

জাব্বার : তোমাদের মোবারক, মহান প্রভু বলেন, “হে আদম সন্তান! আমার
 ইবাদতে সময় ব্যয় কর, তাহলে আমি তোমাদের অন্তরকে সম্পদে ভরে দিব
 ও তোমার হাতকে রিমিকে ভরে দিব। হে আদম সন্তান! আমার থেকে দূর
 হয়ো না, তাহলে আমি তোমার অন্তরকে অভাবে ভরে দিব ও তোমার
 হাতকে (নমন্যা দ্বারা) ব্যস্ততায় ভরে দিব।”

২৩৪. দরিদ্র হওয়াতে দুঃখ করবেন না; কারণ,

আলী (রা) বলেছেন, “মানুষ যে ভালো কাজ করে তা অনুশাতেই তার (প্রকৃত) মূল্য নির্ধারণ করা হয়।”

অতএব, এক জ্ঞানী, বিজ্ঞ, পবিত্র ও আলোম ব্যক্তির মূল্য তার জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়, তার জ্ঞান কি সীমিত না বিশাল এবং সে কী পরিমাণে তার জ্ঞানকে প্রসারিত করে তার ওপর ভিত্তি করে তার মূল্য নির্ধারিত হয়। অনুরূপভাবে কবির মূল্যায়ন হয় তার কবিতার মানের উপর এবং এ কারণে একথা প্রতিটি পেশার প্রতিটি লোকের জন্যই প্রযোজ্য। সে যে কাজ করে তার সৌন্দর্যের দ্বারা জনগণের নিকট তার মূল্য নিরূপিত হয়। পেশা অনুসারে নয় বরং ধর্ম অনুসারে এবং সাধারণত জীবন অনুসারে প্রত্যেকেরই উচিত, ভালো কাজ করে, তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার চর বৃদ্ধি করে, তাদের মনকে সংকুচিতমগ্ন ও সত্যাত্ম্য করে এবং তাদের ব্যক্তিত্বের মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে উন্মুক্ত করে তাদের মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করা।

২৩৫. পড়া নিয়ে একটি কথা

পাঠ মনকে উন্মুক্ত করে, নৈতিক চরিত্র সংশোধন করতে পরিচালিত করে এবং চিন্তাশক্তিকে ধারালো (প্রখর) করে। পঠন নিরাস ব্যক্তির জন্য সাফল্য, চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য উদ্বীপনামায়ক এবং পর্যটকের জন্য বাতি।

অপঠন (না পড়া) ব্যক্তিকে তার কথা চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে সীমিত করে দেয়। অধিকাংশ বইয়েরই কিছু না কিছু উপকারিতা আছে; তা জ্ঞানীদের প্রবাস-প্রচলন, মজাদার গল্প, অদ্ভুত বা বিস্ময়কর অঙ্কিমাত্রা অথবা নতুন জ্ঞান যাই হোক না কেন। এটাও বলা যেতে পারে যে পড়ার উপকারিতা গণনার অতীত। আর আমরা আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা বড় মুনিবত দুর্বল সংকেত ও ইচ্ছাশক্তি থেকে পানাহ (মুক্তি বা আশ্রয়) চাই।

২৩৬. হতাশ হবেন না

(আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গবেষণা করুন)

এ পৃথিবীতে ও বিশ্বজগতে আল্লাহর যেসব নিদর্শনাবলি আছে আপনি যদি তা নিয়ে গবেষণা করেন, তবে আপনি এমন সব বিস্ময়কর জিনিস পাবেন যা আপনার মুশ্কিলতা ও উদ্বিগ্নতা দূর করে দিবে; (কেননা) আল্লাহ আত্মব, বিস্ময়কর ও অদ্রুত বিষয়ে আনন্দ পায়।

ইমাম যোখারী (রহ) ও ইমাম মুসলিম (রহ) যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, “আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন এবং (সে অভিযানে) তিনি আবু উবাইদাহ (রা)-কে আমাদের নেতা (হিসেবে নিয়োজিত করলেন বা) বানিয়ে দিলেন। কোরাইশদের একটি কাফেলার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ করার কথা ছিল। তিনি যেহেতু আমাদের খাবারের জন্য অন্য কিছু পেলেন না, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সে যাত্রার জন্য মাত্র এক কৌটা খেজুর আমাদেরকে যোগাড় করে দিলেন। সুতরাং আমরা যেদিন বেরিয়ে পড়লাম সেদিন থেকে সামনের কিছু দিন পর্যন্ত আবু উবাইদাহ (রা) আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন একটি করে খেজুর দিতেন।”

হাদীসের রাবী (বর্ণনাকারী) যাবের (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, “ভায়া সে একটি করে খেজুর দিয়ে কী করত?” তিনি উত্তর দিলেন, “আমরা শিতদের মতো করে সে একটি খেজুর চুষে খেতাম। তারপর আমরা পানি পান করতাম। সারাদিনের মতো আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। (খেজুর শেষ হয়ে গেলে পরে) আমরা আমাদের লাঠি দিয়ে পাছের পাতা গেড়ে তা পানিতে তিজিয়ে খেতাম। তখন আমরা খাবারের তালাশে সমুদ্র তীরে ইঁটছিলাম এমন সময় একদিন আমরা এমন কিছু একটা দেখতে পেলাম যা দূর থেকে বিশাল আলুর পাহাড়ের মতো দেখাছিল।

যখন আমরা এটির কাছে পেলাম তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, এটা জিমি নামক এক বিশাল সামুদ্রিক সৃষ্টি। আবু উবাইদাহ (রা) এখানে বললেন যে, এ প্রাণীটি বিনা জবাইতে হালা পেছে (তাই এটা খাওয়া হারাম)।

(কিন্তু) পরে তিনি বললেন, “না, (আমরা) আন্তাহর রাসুলের দূত। আমরা আন্তাহর পথে আছি এবং আমরা তরাবিহ শৌচনীর অবস্থায় আছি। অতএব তোমরা সবাই এটা খাও।”

আমরা তিনশতজন সবাই একমাস ধরে এটা খেয়ে খেয়ে মুটিয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে পড়ে কীভাবে আমরা বর্ণা নিয়ে এটার চকু কোটরে ঢুকিয়ে দিতাম। চকু কোটরের ভিতর থেকে আমরা হাড়ের মতো বড় বড় চর্বির টুকরাসমূহ কেটে খেয়ে করে আনতাম। জন্তুটি এতই বিশাল ছিল যে, যখন আবু উবাইদাহ (রা) আমাদের তেরজনকে এটির চকু কোটরে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে বললেন, তখন এ তেরজনের সবার জন্য এটার চোখের ভিতরে বখেঁট জায়গা হলো। তিনি এর খাঁচার একটি হাড় নিয়ে মাটিতে খোঁড়া করেছিলেন। তারপর তিনি সবচেয়ে উঁচু একটি উঁট নিয়ে তার ওপরে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা একজনকে চড়াপেলেন এবং তারা এ খাঁচার হাড়ের নিচ দিয়ে পার হয়ে যেতে পারল।

অবশেষে যখন আমরা সে স্থান ত্যাগ করলাম তখন আমরা এর গোস্ত থেকে ফেরৎ যাত্রার জন্য খোরাক নিয়ে নিলাম। আমরা যখন মদীনায় পৌঁছে নবী করীম ﷺ-এর কাছে গিয়ে বা ঘটেছিল তা বললাম, তখন রাসূল ﷺ বললেন, “এ রিযিক আন্তাহ আমাদের জন্য সাগর থেকে বের করে এনেছেন। আমাদেরকে খাওয়ানোর মতো এটার কোন গোস্ত কি আমাদের কাছে আছে?” আমরা এর কিছুটা গোস্ত আন্তাহর রাসুলের নিকট পাত্রিয়ে নিলাম আর তিনি এর থেকে কিছুটা খেলেন।”

“আমাদের প্রভু তিনি যিনি প্রতিটি বস্তুকে এর আকৃতি দান করেছেন ও তারপর (একে) সঠিক পথ-প্রদর্শন করেছেন।” (২০-সূর ভাহ : আয়াত- ৫০)

মাটিতে যখন বীজ বপন করা হয় তখন যতক্ষণ পর্যন্ত না খুব সামান্য ভূমিকম্পন হয় ততক্ষণ পর্যন্ত (বীজ থেকে) অংকুর উদ্গম হয় না। এ সামান্য কাঁকিকে রিটার কেল (ভূমিকম্প-মাপক যন্ত্র) টের পায় বা নিরূপণ করতে পারে তখন বীজ ফেঁটে গিয়ে অংকুর উদ্গম হতে শুরু করে।

فَإِذَا آتَيْنَا عَلَىهَا الْمَاءَ امْقَرَّتْ وَرَبَّتْ وَآنَسَتْ مِنْ كُلِّ
فَوْجٍ بَهِيمٍ .

“(অতঃপর যখন) আমি জমিনের উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করি (তখন) তা আলোড়িত হয়, স্খীত হয় ও বর্ব প্রকার জোষ জুড়ানো উদ্ভিদ উপলব্ধ করে।”

(২২-সূরা হাশ্বা : আয়াত-৫)

رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ مَدَى .

“আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে এর আকৃতি দান করেছেন ও পরে (একে) সঠিক পথ-পদর্শন করেছেন।”

(২০-সূরা দ্বাহা : আয়াত-৫০)

বিশ্বতন্ত্র গবেষক ড. জপনুল আননাজ্জার তার একটি বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, বহুযুগ আগে একটি ধূমকেতু আগের গতিতে যাত্রা শুরু করেছে কিন্তু এখনও এটা পৃথিবীতে এসে পৌছতে পারেনি।

“অতএব, আমি নক্ষত্রযাত্রির অন্বেষণের শপথ করছি।”

(৫৮-সূরা আদ তরাজিয়াহ : আয়াত-৭৫)

“আমাদের প্রভু তিনি যিনি প্রতিটি বস্তুকে এর আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর (প্রত্যেককেই) সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।”

(২০-সূরা দ্বাহা : আয়াত-৫০)

১৯৫৩ সালে ‘সাম্প্রতিক ঘটনাবলি (Recent Happenings), নামক পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিশ্লেক্ষক ঘটনা হলো ‘ওনার কাহিনী’। বহু পুলিশের পাহারায় প্যাট্রিসে প্রবেশকারী ওনা ছিল ৮০,০০০ (আশি হাজার) কিলোগ্রামেরও বেশি ওজনের এক মোটা সেটি নরওয়ের জিমি (মাছ)। এ জটিকায় দৈত্যটিকে বহন করতে আটটি ট্রাকের লাগে। সবকটি ট্রাকটিকে একটি ট্রাকপোর্ট ট্রেইলারের সাথে বাধা হয়েছিল।

তিথিটিকে এক মাসব্যাপী প্রদর্শনীতে রাখবার কথা ছিল এবং পরিদর্শকদেরকে এটার বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে আলোকিত পেটের ভিতর

প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে বলে কথা ছিল। (কিন্তু) ব্যবস্থাপকগণ ও পুলিশরা এটাকে প্রদর্শন করার স্থানের ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। কারণ, যে দালালে বা রক্তায় এটাকে প্রদর্শন করা হবে তার জন্য এ ভক্তুর আকার ও গুজন হুমকিবহুল ছিল।

কটি বছর (মাত্র আঠার (১৮) মাস) হওয়া সত্ত্বেও এটা বিশ মিটারের এক বিঘটকর নৈর্ঘ্যে পৌঁছে গিয়েছিল।

এটা পত বছর মরুত্বের পানির প্রোক্তে ধরা পড়েছিল এবং এটাকে পরিদর্শনের জন্য ট্রেনে করে এক শহর থেকে আরেক শহরে নেয়ার কথা ছিল। (কিন্তু) এটার আকার ও গুজনের সমস্যার কারণে বাধ্য হয়ে এটাকে ত্রিশ মিটার নৈর্ঘ্যের এক বিশেষ ট্রাইপারে করে পরিবহন করতে হয়েছিল।

“আমাদের প্রভু তিনি, তিনি প্রতিটি জিনিসকে এর আকার (গঠন ও অবয়ব) দান করেছেন তারপরে একে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।”

(২০-সূরা বাক্বা : আয়াত-৫০)

মা'মার ইবনে তশীদ আল বসরী থেকে আব্দুর রাজ্জাক আসসুমানানী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, “আমি ইয়েমেনে এক বড় আকারের আতুরের বোকা দেখেছি, যা একটি পাখির পূর্ণ বোকা ছিল।”

“আর সারি সারি স্তম্ভযুক্ত (খোকা গুলো) লম্বা লম্বা বেজুর গাছ।”

(৫০-সূরা বাক্বা : আয়াত-১০)

সবল প্রকার বৃক্ষ ও উদ্ভিদ একই প্রকার পানি দ্বারা পুষ্ট হয়।

“অথচ আমি ফল হিসেবে তাদের কতককে কতকগুলোর উপর আমি প্রেরিত্ব নিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।” (১৩-সূরা রআদ : আয়াত-৪)

প্রতিটি উদ্ভিদই এর নিজস্ব বিশেষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দ্বারা সমৃদ্ধ। কিছুকে শক্ত করে (মজবুতভাবে) সৃষ্টি করা হয়েছে; কিছুর পায়ে কাঁটা আছে, যা দিয়ে এরা শিকারদেরকে রক্ষা করে এবং এগুলো ছাড়া অন্যান্য এমন কিছু আছে সেগুলো তিক্ত ও কঁাখাল।

“আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি সবকিছুকে এর অবকাঠামো দান করে একে সঠিক পথ দেখিয়েছেন।” (২০-সূরা তাহা : আয়াত-৫০)

নভোচরীরা বলেন যে, বেলুন যেভাবে প্রসারিত হয় এ মহাবিশ্ব সেভাবে অল্প অল্প করে প্রসারিত হচ্ছে।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ.

“আমি ক্ষমতা দিয়ে আকাশকে বানিয়েছি এবং অবশ্যই আমি (তা দিয়ে মহাশূন্যের প্রসারণকে) প্রসারিত করি।” (৫১-সূরা বারিযাত : আয়াত-৪৭)

অন্যরা বলেন যে, ভূমি যখন সংকুচিত হচ্ছে তখন সাগর-মহাসাগর প্রসারিত হচ্ছে।

“তবে কি তারা দেখে না যে, আমি অবশ্যই ভূমিকে এর চতুর্দিক থেকে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে (সংকুচিত করে) দিচ্ছি?” (২১-সূরা আযিয়া : আয়াত-৪৪)

১৯৮২ সালে “ফয়সাল ম্যাগাজিন” বাইশ কেজি ওজনের এক বাঁধা বপির কাহিনী বর্ণনা করেছিল যার ব্যাস ছিল ১ (এক) মিটার। একই খামারে তারা ২.৩ কেজি ওজনের একটি পিঁয়াজ পেয়েছিল যার ব্যাস ছিল ৩০ সেন্টিমিটার এবং ৬০ সেন্টিমিটার পরিধিবিধিটি একটি টমেটোও পেয়েছিল।

এতলোর ব্যতিক্রমধর্মী জিনিস যা মাত্র একজন মেক্সিকান কৃষকের খামারে পাওয়া গিয়েছিল।

“আমাদের প্রভু তিনি যিনি প্রতিটি বস্তুকে এর পঠন দান করে পরে একে সঠিক দিক নির্দেশন দিয়েছেন।” (২০-সূরা তাহা : আয়াত-৫০)

মাখার আছে চার বকম তরল পদার্থ : (তা থেকে) মুখে আছে তৃপ্তিদায়ক হাদ, যা হাদ ও পানীয়ের সাথে মিশে, নাকে আছে আঠালো স্রাব যা ধূলা-বালিকে ভিতরে প্রবেশে বাধা দেয়; সোখে আছে লোনা (বাদবুজ) (বা লবণাক্ত) পানি, যা শুষ্কতা প্রতিরোধ করে; এবং কানে আছে অগ্নিবল, যা প্রাণীকে পোকা-মাকড় থেকে এবং ব্যাপকভাবে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

“এবং তোমাদের নিজেদের মাঝে (আমার নির্দেশাবলি রয়েছে); তবে কি তোমরা তা দেখতে পাও না?” (৫১-সূরা আয বারিযাত : আয়াত-২১)

“এবং যা তুমি জানতে না তিনি (আব্বাহ) তোমাকে তা শিখিয়েছেন।”

(৪-সূরা আল নিসা : আয়াত-১১৩)

“তিনি (আব্বাহ) মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।”

(১৬-সূরা আল আলাক : আয়াত-৫)

“এবং আব্বাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃজঠর থেকে বের করেছেন এমন অবস্থায় যে তোমরা কোন কিছুই জানতে না। এবং তিনি তোমাদেরকে শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও হৃদয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন।”

(১৬-সূরা আল নাহল : আয়াত-৭৮)

“আর আমি তাকে (হুদ্বের) বর্মের খাতব কোটি নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম।” (২১-সূরা আল আশিরা : আয়াত-৮০)

“বরং তারা তা অবীকার করে যার জ্ঞান তারা অর্জন করেনি এবং এখনও যার ব্যাখ্যা তাদের নিকট এসে পৌঁছেনি।” (১০-সূরা ইউসুফ : আয়াত-৩৯)

“এবং আমি তাদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখাইনি, যা এর অনুরূপ নিদর্শন থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।” (৪০-সূরা আয যুখরুফ : আয়াত-৪৮)

“আমাদের প্রভু তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে এর পঠন দান করে একে পথ-নির্দেশ দিয়েছেন।” (২০-সূরা ছায়া : আয়াত-৫০)

আব্বাহ এর প্রভুকে অমান্য না করলে এটা পরিভ্রান্ত ও নিঃসঙ্গ বোধ করে না। হালান বসরী (রা) বলেছেন, “হে আদম নতান! মুসা (আ) যখন তিনবার খিযির (আ)-এর (কাজের) বিরোধিতা করেছিল বা (তার কাজের বিরুদ্ধে) আপত্তি করেছিল তখন খিযির (আ) বলেছিলেন, “এখনই তোমার ও আমার মাঝে বিদায়ের সময়।” তাহলে আপনার অবস্থা কেমন হবে- যে নাকি একদিনে বহুবার আপনার প্রভুর নাকবরমানী করেন? আপনি কি এতটা নিষ্কল্পতা বোধ করেন যে, তিনি একথা বলবেন না যে, ‘এটাই তোমার ও আমার মাঝে বিদায়ের কারণ (ঘটনা)।’”

২৩৭. হে আল্লাহ! হে আল্লাহ!

“(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলে দিন, ‘আল্লাহ তোমাদেরকে তা হতে এবং (অন্যান্য) প্রত্যেক দুঃখ কষ্ট হতে উদ্ধার করেন।’”

(৬-সূরা আল আন’আম : আয়াত-৬৪)

الْجِنُّ لِلَّهِ يَكْفِي عِبْدًا.

“আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?” (৩৯-সূরা আয হুমার : আয়াত-৩৬)

“(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলুন, ‘কে তোমাদেরকে হুলজণ ও সাপেরের অন্ধকার হতে উদ্ধার করেন?’” (৬-সূরা আল আন’আম : আয়াত-৬৩)

“এবং দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে আমি ইচ্ছা করলাম।” (২৬-সূরা আল কাহাফ : আয়াত-৫)

মহান আল্লাহ আনম (আ) সম্বন্ধে বলেছেন : “অতঃপর তার প্রভু তাকে মনোনীত করলেন, তার তওবা কবুল করলেন (তার প্রতি নয়াপরবশ হলেন বা তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শন করলেন) এবং তাকে পথ-নির্দেশ দান করলেন।”

(২০-সূরা জাহা : আয়াত-১২২)

وَوَعَا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَقْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.

এবং নবী নূহ (আ) সম্বন্ধে (আল্লাহ বলেছেন) : “আমি তাঁর তাকে সাড়া দিলাম, তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে মহাসংকট বা তীব্র দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিলাম।” (২১-সূরা আল আশিয়া : আয়াত-৭৬)

এবং ইব্রাহীম নবী (আ) সম্বন্ধে (বলেছেন)-

“আমি (আল্লাহ) বললাম, হে আতম। তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও।” (২১-সূরা আল আশিয়া : আয়াত-৬৯)

এবং ইয়াকুব নবী সম্বন্ধে : “হয়তোবা আল্লাহ তাদেরকে একসঙ্গে আমার নিকট এনে দিবে।” (১২-সূরা ইউসুফ : আয়াত-৮৩)

এবং ইউনুস নবী সন্থকে : “তিনি (আব্রাহ) অবশ্যই আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, কেননা তিনি আমাকে জেলখানা থেকে বের করে এনেছেন এবং আপনাদেরকে মরু অঞ্চল (বা বেদুইন জীবন) হাতে নিয়ে এসেছেন।”

(১২-সূরা ইউনুস : আয়াত-১০০)

এবং নবী দাউদ (আ) সন্থকে আব্রাহ বলেছেন : “অন্তএব আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং আমার নিকট তার জন্য রয়েছে নৈকট্য ও সুন্দর প্রত্যাশবর্তনস্থল (জান্নাত)।” (৩৮-সূরা ছোয়াফ : আয়াত- ২৫)

এবং আইয়ুব নবী সন্থকে : “আর তার যে কষ্ট ছিল আমি তা দূর করে দিলাম।” (২১-সূরা আল আখিয়া : আয়াত-৮৪)

এবং নবী ইউনুস (আ) সন্থকে : “আর আমি তাকে দুচ্ছিন্তা (দুঃখ-কষ্ট ও সংকট) হতে মুক্তি দিলাম।” (২১-সূরা আল আখিয়া : আয়াত-৮৮)

এবং মুসা (আ) সন্থকে : “কিন্তু আমি তোমাকে মনোকষ্ট থেকে মুক্তি দিলাম।” (২০-সূরা তাহা : আয়াত-৪০)

এবং নবী মুহাম্মদ (ﷺ) সন্থকে (আব্রাহ বলেছেন) : “যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর (তোতে কিছু যায় আসে না) কারণ, আব্রাহ তাঁকে অবশ্যই সাহায্য করেছেন।” (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৪০)

“তিনি কি তোমাকে এতিম পেয়ে আশ্রয় দেননি? এবং তিনি কি তোমাকে পথসঙ্কলী পেয়ে পথের সন্ধান দেননি? এবং তিনি কি তোমাকে দরিদ্র পেয়ে (আশ্রয়) দিয়ে স্বনির্ভর করে) ধনী করেননি?”

(৯০-সূরা আল মোহা : আয়াত-৬-৮)

“সর্বক্ষণ তিনি (কাউকে সম্মানিত করা, কাউকে অপমান করা, কাউকে জীবন দান, কাউকে মৃত্যুদান ইত্যাদি) কাজে ব্যস্ত থাকেন।”

(৫৫-সূরা আর রহমান : আয়াত-২৯)

প্রায়ই (সেবা যায় যে) সংকট কেবলমাত্র মেঘ (অর্থাৎ মেঘের মতো) যা দ্রুত সরে যায়।

“আব্রাহ হাড় কেউ এটাকে খুঁজ করতে পারে না।”

(৫৩-সূরা আল নাজম : আয়াত-৫৮)।

২৩৮. দুঃখ করবেন না, অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেই- ইনশাআল্লাহ

মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াই যখন মক্কার আরিম কারাগারে বন্দী হলেন তখন কুছাযিরে বলেছিলেন-

وَمَا رَوْنُكَ الدُّنْيَا بِبَائٍ لِّأَهْلِهَا * وَمَا خِذَّةُ الدُّنْيَا بِضَرْبَةٍ لِّأَزْمٍ لِّهِيَ
لِهَذَا وَهَذَا مُدَّةٌ سَوْفَ تَنْقُضِي * وَيُصْبِحُ مَا لَا قَبْلَهُ حِلْمٌ حَالِي.

অর্থ : “সমুদ্রশালীসের জন্য দুনিয়ার জাঁকজমক স্থায়ী হবে না, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট মারাত্মক আঘাত নয়; এটার জন্য ও এটার জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে যা শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে, আর আমি যে (জিত বা মগুর) অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা বগুদার বগু হয়ে যাবে।”

“আর এদের পূর্বে কত জনপদইনা ধ্বংস করেছে! তুমি কি এদের কারো চিহ্ন অনুসরণ করতে পার বা এদের কিস্ফিসানি সনতে পাও?”

(১৮-সূরা মারইয়াম ; আয়াত-৯৮)

একটি সহীহ হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : “(বিচারের দিন প্রত্যেককে তার) অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হবে; এমনকি শিং ছাড়া ভেড়াও শিংওয়ালার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।”

২৩৯. দুঃখ করে শত্রুদের আনন্দ দিবেন না

হতাশ ও দুঃখিত হয়ে আপনি আপনার প্রতিপক্ষকে আনন্দ দিবেন; এ কারণেই আমাদের ধর্ম শত্রুদের অন্তরে ভীতি-সঙ্কার কবর আদেশ দিয়েছে।

“এর দ্বারা তোমরা আত্মাহ্বর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে।” (৮-সূরা আনফাল ; আয়াত-৬০)

উহুদের যুদ্ধের দিন আবু দুজানাহ যখন মুসলমানদের সান্নিহ মাঝ দিয়ে (বীরের মতো) নেচে নেচে বা লাফিয়ে লাফিয়ে বা হেলে দুশে চমকে লাগল তখন নবী করীম ﷺ বললেন-

إِنَّهَا لَمُخَبَّةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ إِلَّا نِيَّ هَذَا الْمَوْطِنِ.

“মিন্‌দ্য আব্বাহ এ ধরনের ইঁটাকের এমন অবস্থার ছাড়া (অন্য সাধারণ সময়ের জন্য) গছন্দ করেন না।”

কাফেররা যখন মুসলমানদেরকে পাহাড়ের উপর থেকে পর্ববেষ্ণন করছিল, তখন নবী করীম ﷺ সাহাবীদের কাবার চারিধারে রমন করার (বীরের মতো ইঁটার) আদেশ মিলেন, যাতে মুশবিকরা মুসলমানদের শক্তি, সহ্য ও মনোবল দেখে ভড়কে যায়।

“সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে।” (৩০-সূরা আর জম : আয়াত-৪)

(অর্থাৎ পারস্যের বিরুদ্ধে রোমানরা যেদিন বিজয়ী হবে সেদিন মুসলমানরা খুশি হবে।)

(কাবর, পারসিকরা একদিকে যেমন অগ্নিউপাসক ছিল, অন্যদিকে তেমনই মুসলিম হিতৈষী ছিল না বরং মুসলিম বিদ্বেষী ছিল। আর রোমানরা খ্রিষ্টান ছিল (অগ্নি-উপাসক তথা মুশরিক ছিল না) এবং মুসলমানদের হিতৈষী ছিল। -অনুবাদক)

সত্যের শত্রুরা যখন দেখতে পার যে, আমরা সুখী বা আনন্দিত আছি তখন তারা বেদনা বোধ করে।

قُلْ مُرْتَرًا بِفَيْطِكُمْ.

“(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলে দিন, “তোমাদের রাগে তোমরাই মর।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১১৯)

“আপনার কোন কল্যাণ হলে তাদের খারাপ লাগে।”

(৯-সূরা তাহা : আয়াত-৫০)

“তারা তোমাদের সাংঘাতিক ক্ষতি কামনা করে।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১১৮)

নবী করীম ﷺ বলেছেন-

اَللّٰهُمَّ لَا تُشَبِّتْ بَيْنِيْ عَدُوًّا وَلَا حَاوِيًّا.

ভাবার্থ : “হে আব্বাহ! আমার দুর্ভাগ্যে কোন শত্রুকে বা কোন হিংসুককে হাজার সুযোগ দেবেন না।”

একজন আরব দেশীয় কবি বলেছেন—

كُلُّ الْمَصَابِرِ قَدْ تَمَدُّ عَلَى الْقَتْلِ * وَتَهْوُونَ غَيْرَ شِمَانَةِ الْأَعْدَاءِ . .

ভাবার্থ : “যুবক সব ধরনের বিপদাপদ সহ্য করতে পারে, তবে তার বিপদে শত্রুর আনন্দ সে সহ্য করতে পারে না।”

হিংসুক ও হারা অন্যের দুঃখে আনন্দ করে তাদের আনন্দকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য আমাদের পূর্বসূরী মুসলমানরা সংকটের মুখে থাকতেন এবং সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতেন।

“আল্লাহর পথে তাদের যে বিপদাপদ হয়েছিল, তাতে তারা মনোবল হারায়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি।” (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৪৬)

২৪০. আশাবাদ বনাম সন্দেহবাদ

“এটা মুমিনদের ইমান বৃদ্ধি করে এবং তারা আনন্দ করে। কিছু যাদের অন্তরে রোগ আছে এটা তাদের কলুষতার সাথে আরো কলুষতা যোগ করে এবং তারা কাকের অবস্থায় মারা যায়।” (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-১২৪, ১২৫) (এখানে কলুষতা বলতে সন্দেহ, কুফরি ও মোনাফেকী বুঝায়।)

আগেককার ধার্মিক মুসলমানগণ কোন জটিল-কঠিন অবস্থার সন্মুখীন হলে আশাবাদ মনোভাব নিয়ে থাকতেন। এ হিসেবে আশাবাদ মনোভাব নিয়ে থাকতেন যে, তারা জানতেন যদিও তারা সংকটের মোকাবিলা করছেন তবুও তাদের কিছু সুবিধা পাওয়ার কথা, কিছু ক্ষতি দূর হওয়ার কথা এবং কালের আবর্তে (কালক্রমে) তাদের শক্তি, বক্তি ও আরামের সাচ্চাং পাওয়ার ছিল (এবং তা পেয়েছেনও বটে)।

“সম্ভবত তোমরা এমন জিনিস অশঙ্ক কর, যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং সম্ভবত তোমরা এমন জিনিস পছন্দ কর, যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর।”

(২-সূরা বাকার : আয়াত-২১৩)

আবু দারদা (রা) বলেছেন, “আমি এমন তিনটি জিনিসকে ভালোবাসি, যা মানুষেরা অশঙ্ক করে; আমি দাখিল, অনুহুতা ও মৃত্যুকে ভালোবাসি।

কেননা, দরিদ্রতা হলো বিনয় এর কারণ, অসুস্থতা হলো পাপের প্ররচিত্ত (গুনাহ মাকের কারণ) এবং মৃত্যুর ফলে আত্মাহর সাথে সাক্ষাত হবে।”

কিছু কিছু আরব কবি দরিদ্রতাকে চরম ঘৃণা করত, যা নিম্নের কবিতার পর্যাপ্ত হতে বুঝা যায় যেখানে কবি দাবি করছেন যে এমনকি কুকুররাও দরিদ্রদেরকে ঘৃণা করে—

إِذَا رَأَتْ نَفِيرًا شَعْدًا * مَرَّتْ عَلَيْهِ وَكَثُرَتْ أَتْبَابُهَا .

অর্থ : “এটা (কুকুর) কোনদিন কোন দরিদ্র ও বিধে লোককে দেখলে ভয়ানক গর্জন, যত্নশূন্য ও খেঁচা খেঁচা করে এবং এটার শিকারী দাঁত বের করে মুখ ভেঙায়।”

নবী ইউসুফ (আ) জেলখানার বন্দী হওয়া সম্বন্ধে বলেছিলেন : “হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে যে দিকে ডাকে তার চেয়ে আমার নিকট জেলখানাই অধিক পছন্দনীয়।” (১২-সূরা ইউসুফ : আয়াত-৩৩)

অনেক ধার্মিকেরাই মৃত্যুকে স্বাগতম জানিয়েছেন।

মুয়াজ (রা) বলেছেন : “মৃত্যুকে অভিনন্দন— এটা এমনই প্রিয় যেটা (বহু মানুষের) প্রয়োজনের সময় এসেছে। এবং যে ব্যক্তি তার জীবনের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয় (ততলা করে) সে সফলকাম।”

যদিও অন্যরা মৃত্যু থেকে পালাতে চেষ্টা করেছে এবং এর আপদনকে অভিশাপ ও পালি দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইহুদীরা জীবনের জন্য বা বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে বেশি লোভী। মহান আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে বলেছেন—

قُلْ إِنْ الْمَرْتِ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَيْبِكُمْ .

“(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলে দিন, “যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়ান, তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাত করবে।”

(৬২-সূরা আল জুমআ : আয়াত-৬)

আত্মাহর স্বাক্ষর শহীদ হওয়া ধার্মিকদের (কাত্তিকত) স্বপ্ন এবং আনন্দদায়ক আকাঙ্ক্ষা।

“কেউ কেউ তাদের ব্রতপূর্ণ করেছে (অর্থাৎ শাহাদাত বরণ করেছে)। আর কেউ কেউ শাহাদাতের অপেক্ষায় আছে।” (৩৩-সূরা আল আহযাব : আয়াত-২০)

লক্ষ্যভরে, অন্যরা (অনেকেই) মৃত্যুকে অপছন্দ করেছে এবং মৃত্যু থেকে পালাতে চেষ্টা করেছে। এক মরুবাদী আরব বলেছে—

“আল্লাহর কসম, আমি আমার বিচ্ছিন্নায় থেকে মরতে অপছন্দ করি। অতএব কিভাবে আশা করা যেতে পারে যে, আগের কাজের বেয়ে আমি মৃত্যুকে বুকে বের করতে পারি?”

“(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলে দিন, “যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তবে তোমাদের থেকে মৃত্যুকে হটিয়ে দাও।” (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৬৮)

“(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলে দিন, “যদি তোমরা তোমাদের ঘরেও থাকতে তবুও বাসের জন্য মৃত্যুকে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল, তারা অবশ্যই (তাদের ঘর থেকে) বের হয়ে তাদের মৃত্যুস্থলে আসত (স্বা ফত)।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৫৪)

ইতিহাসের পাতায় পাতায় ঘটনা একটাই (আর তা হলো) : কর্মীরাই (অবস্থার কাল্পনিক) পরিবর্তন ঘটায়।

২৪১. হে আদম সন্তান, হতাশ হয়ো না

হে জীবনের প্রতি বিরূপ ব্যক্তি, যার দিন গুজরান কঠিন এবং যিনি জীবনের তিক্ত উপান-পতনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তিনি স্বরণ করুন যে, কষ্টের পরেই আরাম আসে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং আপনি যদি বাঁচি ও একনিষ্ঠ হন তবে বিজয় নিকটে।

“(এটা) আল্লাহর ওয়াদা, আল্লাহ তাঁর ওয়াদাকে ভুল করেন না, কিন্তু অবিকলশে লোকই তা ভাঙে না।” (৩০-সূরা আর রুম : আয়াত-৬)

আপনার সকেট যাই হোক না কেন, তার প্রতিকার আছে এবং আপনার সমস্যা যাই হোক না কেন তার সমাধান আছে।

“সকল প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ আল্লাহরই প্রাপ্য, যিনি আমাদের থেকে (সকল) দুষ্টিতা দূর করে দিয়েছেন।” (৩৫-সূরা ফাতির : আয়াত-৩৪)

হে মানব জাতি! তোমাদের সম্মুখকে ইমানের দ্বারা এবং তোমাদের পশ্চাৎ চিন্তা-চেতনাকে হেনায়েতের দ্বারা আরোণ্য করার সময় এসে গেছে। সত্যিকার সূর্যোদয়ের উজ্জ্বলতা দেখার জন্য তোমাদের অন্ধকারাচ্ছাদন তোমাদেরকে অবশ্যই দূর করতে হবে। তোমাদেরকে অবশ্যই তুষ্টির মিষ্টতা নিয়ে দুঃখের তিক্ততাকে টাঙ্গিত্ব করতে হবে।

হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা যে তরু মরু পাক্তি লিচ্ তা ছাড়িয়ে তোমরা সবুজ চারণ ভূমি ও উর্বর মাটি পাবে। সেখানে সব ধরনের ফল-ফলাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

হে মানুষ! যে নাকি বিনীত রজ্জী যাপনের কারণে গভীর রাত পর্যন্ত চিৎকার করছে, (তাকে বলছি,) ভূমি অরণ্য কর—

الْبَيْتَ الْمُنَجِّ بِقَرْنَيْهِ

“প্রভাত কি নিকটে নয়?” (১১-সূরা হূদ : আয়াত-৬১)

হে যার মন দুঃখে-কষ্টে দিশেহারা! ধীরে ধীরে কাজে লেগে পড় (কিছুকালের জন্য ধৈর্য ধর) কেননা, অদৃশ্য সিংহন্তে তোমার সমস্যার সমাধান ও উপায় আছে।

হে যার চোখ অশ্রুতে ভরা! তোমার আশির্জল সংবরণ কর ও তোমার চক্ষু-পল্লবকে বিশ্রাম দাও অর্থাৎ ঘুমাও। বিশ্রাম কর ও জেনে রাখ যে তোমার সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ রক্ষা করেন ও সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর ককথা তোমাকে শক্তি বয়ে এনে দিবে। হে আল্লাহর বান্দা! মনে মনে শান্তিতে থাক। কেননা, বর্ণীয় বিধান (তয্কীর) সিদ্ধ হয়ে গেছে এবং সবকিছু সিদ্ধান্ত করা হয়ে গেছে। এবং জেনে রাখ যে তোমার পুরকার তাঁর নিকট নিশ্চিত আছে। যিনি তাকে হতাশ করেন না, যে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চায়।

শান্তিতে থাকুন। কারণ, অভাবের পর সম্পদ আসে, শিলাসার পর পানীয় আসে, বিচ্ছেদের পর আনন্দময় মিলন ঘটে এবং অনিশ্চার পর গভীর ঘুম আসে।

“ভূমি জান না, হয়তো আল্লাহ এর পরে নতুন কিছু ঘটাবেন।”

(৬৫-সূরা আত তালাক : আয়াত-১)

ওহে, তোমরা যারা দেশে দেশে অত্যাচারিত আছ; খুধা, যাতনা, অসুস্থতা ও দারিদ্র্যতার ভূগছ একথা মেনে আনন কর যে, তোমরা শীঘ্রই খান্য পেয়ে পরিতৃপ্ত হবে এবং তোমরা সুখী হবে ও সুবাহ্যের অধিকারী হবে।

وَالَّذِينَ إِذَا أَذْبَرَ- وَالصَّبِيحَ إِذَا أَفْزَرَ-

“যারা অবসানকালের শপথ এবং প্রভাত আলোকিত হওয়ারাকালীন সময়ের শপথ।” (৭৪-সূরা আল হুদাঃ ৫৬-৫৮)

প্রত্যেক মুসলমানকে তার প্রভুর সন্ধানে অবশ্যই সুধারণা পোষণ করতে হবে এবং অবশ্যই তার দয়ার জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে হবে। কেননা, যে সত্তার এ ক্ষমতা আছে যে, তিনি কোন কিছুকে ‘হুও’ বলেন তা অমনি হয়ে যায়। তিনি তাঁর অসীকার অনুযায়ী বিশ্বাস স্থাপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তিনি ছাড়া কেউ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ হুম্মকে দূর করতে পারে না। কেননা প্রতিটি কাজের জ্ঞান তাঁর আছে এবং তিনি প্রতি মুহূর্তেই শক্তি বয়ে আনেন। তিনি রাতের পর প্রভাতকে আনয়ন করেন এবং তরুতার পর বৃষ্টি আনেন। তিনি এজন্য দান করেন যেন তার চকরিয়া আদায় করা হয়। (সব কিছু জানা সত্ত্বেও) কে ধৈর্যশীল তা তিনি (প্রমাণসহ) জানার জন্য পরীক্ষা করেন। অতএব, মুসলমানের সর্বাপেক্ষা লাভজনক কাজ হলো তার প্রভুর সাথে তাঁর সম্পর্ককে শক্তিশালী করা এবং তার নিকট আরো বেশি ঘনিষ্ঠ প্রার্থনা করা।

رَسَلُوا إِلَهُكَ مِنْ قَبْلِهِ-

“এবং আগ্রাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।” (৪-সূরা আল নিসঃ ৫২)

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً-

“তোমাদের প্রতিপালককে বিনীতভাবে ও গোপনে আহ্বান কর।”

(৭-সূরা আল আরাফঃ ৫৫)

আলা ইবনে হাযরামি (রা) নবী করীম ﷺ-এর কিছু সাহাবায়ে কেরাযকে নিয়ে এক মরুভূমির মাঝে নিরুপায় ও অসহায় অবস্থায় পতিত হন। তাদের

পানির সরবরাহ কুরিয়ে গিয়েছিল এবং তারা হৃদ্যের সীমানার পৌছে গিয়েছিলেন। আলী (রা) তার সর্বশ্রোতা ও তাঁর নিকট প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার সাজা দানকারী ঈদুকে ডেকে বললেন, “হে সর্বোচ্চ সত্তা! হে সর্বাপেক্ষা মহান সত্তা! হে সবচেয়ে বিজ্ঞ সত্তা! এবং হে সর্বাপেক্ষা বদান্য সহনশীল সত্তা।” সে যুহুতেই মুখলধারে কৃষ্টি পড়তে শুরু করল। তারা পান করলেন, অমু-পোমল করলেন ও তাদের গতজলোকে পান করালেন।

“এবং তারা হত্যাশ হয়ে যাবার পর তিনিই কৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তার অনুগ্রহকে ছড়িয়ে দেন। আর তিনি হলেন অভিজ্ঞবক ও প্রশংসনীয়।”

(৪২-সূরা আশ শূরা : অরাত-২৮)

২৪২. একটু ডেবে দেখুন

আল্লাহকে ভালোবাসা, তাঁকে বুঝা, তাঁকে যরণ করা বা তাঁর জিকির করা, তাঁর নিকট শান্তি চাওয়া, পরিপূর্ণ ভালোবাসা, ভয়, আশা ও নির্ভরতার জন্য একমাত্র তাঁকেই নির্বাচন করা— যখন কারো মাঝে এসব গুণের একত্র সমাবেশ হয় তখন পৃথিবীতেই তার জন্য জান্নাত তৈরি হয়। যে আল্লাহকে ভালোবাসে এসব গুণ তাকে এমন শান্তি হয়ে এনে দেয় যার তুলনা এ পৃথিবীতে নেই।

আত্মা যদি ভুট ও পরিতৃপ্ত থাকে এবং আল্লাহর সাথে যদি আত্মার শক্ত সঙ্গর্ক থাকে তবে আত্মা থেকে উদ্ভিগ্নতা, দৃষ্টিভ্রান্তা ও দুঃখ-বেদনা দূর হয়ে যাবে এবং এর বিপরীতে বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ যার আত্মার সঙ্গর্ক আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথে, যে আল্লাহর জিকির ভুলে যায় বা যে আল্লাহকে যরণ করতে ভুলে যায় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট নয়—তার চেয়ে বেশি আর কেউ দুঃখ-কষ্টে সংকীর্ণ নয়। যারা আমাদের পূর্বে (আগে) অতীত হয়ে গেছে (চলে গেছে) তাদের ঘটনাবলি নিয়ে গবেষণা করে আমরা এ ব্যক্তিবৃত্তিকে (সত্য কথাকে) সত্যায়িত করতে পারি।

২৪৩. ছদ্মবেশে কল্যাণ

“এবং আমি অবশ্যই তোমাদের আশে পাশের জনগণসমূহ ধ্বংস করেছিলাম।” (৪৬-সূরা আল আছকফ : আয়াত-২৭)

বারম্বাত পরিবারের বৈশ্বাদায়ক উদাহরণ হয়ে গেছে। এ পরিবার সমৃদ্ধ, আত্মার ও অতিরিক্ত ব্যয়বহুল জীবন-যাপন করত। যাহোক, তাদের ধারণা তাদের পরবর্তী সকল আরবদের জন্য শিক্ষা ও উদাহরণ হিসেবে কাজ করেছে। তাদের সময়কার শাসক বাদশা হুসুনের তৃতীয় বারম্বাত পরিবার ও তাদের সম্পত্তির ওপর এক অপ্রত্যাশিত আক্রমণের হুকুম জারি করেন। তাদের নিকটতম ব্যক্তির হাতে কোন এক সকাল বেলা তাদের উপর আত্মাহুত বিধান জারি হয়ে গেল। তিনি তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দিলেন, তাদের চাকর-বাকরদেরকে অধিকার (দখল) করে নিলেন এবং তাদের রক্তশাক ঘটালেন। তাদের প্রিয়জনরা ও সন্তানরা তাদের অপমানে কান্নাকাটি করল। আত্মাহুত ছাড়া কোন ইলাহু (উপাস্য) নেই। যারা গল্পটি জানেন তাদের এ দুনিয়ার কর্মভার ও সম্পদের কণস্থলী প্রকৃতিকে বিশেষভাবে অনুধাবন করা উচিত।

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

“অতএব হে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।”

(৫৯-সূরা আল হাশর : আয়াত-২)

তাদের অধ্যাপনায় মাত্র এক ঘণ্টা পূর্বেও তারা রেশমী পোশাক পরে আত্মপূর্ণে পট্টপট করে হাঁটছিল, আনন্দ ও আত্মপ্রসাদে পূর্ণ ছিল। সর্বপ্রকার ক্ষতি থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছিল এবং জীবনের উত্থান-পতন সবচেয়ে বেখবর ছিল।

“আর যারা নিজের প্রতি জ্বলুম করেছিল, তোমরা সে সব লোকের বাসভূমিকে বাস করতে এবং আমি তাদের সাথে কিছুশ আচরণ করেছিলাম তাও তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছিল। আর আমি তোমাদের অন্য বহু দুষ্টান্তও উপস্থাপন করেছি।” (১৪-সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৪৫)

তাদের খেল-তামাশার জিন্দিসিতে তারা বড়াই করে চলেছিল। যাহোক, তাদের জন্য এটা দুঃখজনক যে তারা মরীচিকাকে পানি বলে ভুল করেছিল এবং চিরস্থায়ী জীবনের বদলে তারা ইহকালীন জীবনকে বরণ করেছিল। তারা ভুল ভেবেছিল যে, তাদের ওপর ন্যায়বিচার বর্তাবে না এবং অত্যাচারিতের পক্ষে প্রমাণ, ন্যায়বিচার ও প্রতিশোধের ব্যবস্থা করা হবে না।

وَقُلُوا لَهُمُ الْبَنَاءُ لَا يُرْجُونَ.

“আর তারা ভেবেছিল যে তাদেরকে আমার নিকটে কিরিয়ে আনা হবে না।”

(২৮-সূরা আল কাসাস : আয়াত-৩৯)

সেদিন প্রাতে তো তারা আনন্দপূর্ণভাবেই জেগে উঠেছিল। কিন্তু রাত পড়াতে পড়াতে তারা তাদের কবরে চলে গিয়েছিল। এক রাতের মুহূর্তে ও যেখালের বেশে বাদশা হাক্‌নুর রশীদ তাদের ওপর আর ফোঁফের তরবারী উন্মুক্ত করেছিলেন এবং আ'ফন ইবনে ইয়াহইয়া বারমাকিকে তলে চড়িয়ে হত্যা করে তার মৃতদেহকে আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তার নিজা ইয়াহ্যাকে ও তাই ফযলকে কারাগারে বন্দী করেছিলেন। তাদের ঘন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তাদের দুর্দশা নিয়ে অনেক আরব কবি শোকগীতা রচনা করেছে। একজন আরব কবি বলেছেন-

“আমি যখন আফরের দেখে তরবারী বিদ্ধ দেখলাম, আর ইয়াহুইয়ার বন্দীর সংবাদ যখন একজন ঘোষককে বাদশার নিকট ঘোষণা করতে গুনলাম। তখন আমি এ দুনিয়ার জন্য বিলাপ করলাম ও সভ্যসভাই বিশ্বাস করলাম যে নিকট নিগড়ে এমন একটি দিন আছে যেদিন এ পৃথিবী থেকে একটি খালক বিনয় হবে, এক রাজা আরেক রাজাকে ও এক দেশ আরেক দেশকে উচ্ছেদ করে মার।

নাজ নেয়ামত জোপের পরই দুঃখ-দুর্দশার ঘটনা ঘটে, একজন যদি সুউচ্চ রাজপ্রাসাদে বাস করে, তবে আরেকজন দুঃখ-দুর্দশার সর্বনিম্ন পঙ্কীরতম প্রদেশে ঘুরে থাকে।”

কিন্তু এখন হাক্‌নুর রশীদ কোথায় আর বারমাক পরিবারই বা কোথায়? কোথায় হত্যাকারী আর কোথায় বা নিহত ব্যক্তি?

নিজের প্রাণাদে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন তিনি কোথায়? আর যাকে শুলে চড়ানো হয়েছিল তিনিই বা কোথায়? অতীত ও অতীতের কর্মীরা উত্তরই অতীত হয়ে গেছে। কিন্তু সর্বশেষে ন্যায়বিচারক তাদের মাঝে এমন একদিন ন্যায়বিচার করবেন। সেদিন সমস্ত কোন সন্দেহ নেই, যে দিনটি এমন একদিন, সেদিন কোন অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার হবে না।

“ওটাও জ্ঞান আমার প্রভুর নিকট নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে; আমার প্রভু ভুল করেন না এবং তিনি ভুলেও যান না।” (২০-সূরা আযা : অয়াত-৫২)

“সেদিন সকল মানুষ সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের সামনে (হিসাব-নিকাশ দেয়ার জন্য) দাঁড়াবে।” (৮৫-সূরা আল মুতাক্ব্বিন : অয়াত-৬)

“সেদিন তোমাদেরকে (বিচারের জন্য) হাজির করা হবে, তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না।” (৬৯-সূরা আল হাক্বাহ : অয়াত-১৮)

ইয়াহুইয়া ইবনে খালেদ বারমাকিকে এই মুসিবতের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “আপনি কি এর কারণ জানেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, “সম্ভবত আমরা কোন শোকের উপর অত্যাচার করেছিলাম এটা তার করিয়ান যা রাজস্বাতি তাদের অজান্তেই (আল জায়দার) পৌছে দিয়েছিল।” আব্দুল্লাহ ইবনে মুত্তাবিয়াহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাকর জেলখানায় থেকে তার বন্দী হওয়া সম্বন্ধে বলেছেন :

“আমরা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, অথচ এখনও আমরা দুনিয়ার অধিবাসী।”

আমরা না মৃত, না জীবিত; কোন না কোন কারণে যদি কারাবাসী তিতরে আসে, আমরা বিস্মিত হয়ে বলি; এ লোক পৃথিবী থেকে এসেছে। কোন বপু দেখলে আমরা অতি আনন্দিত হই কেননা, যখন আমরা জেগে উঠি তখন আমাদের অধিকাংশ আলাপই আমরা যে বপু দেখেছি তা নিয়ে হয়।

তা যদি ভালো বপু হয় তবে তা খুবই ধীরে ধীরে বাক্যবাহিত হয়। আর যদি তা দুঃবপু হয় তবে তা অশেখা না করে দ্রুত এসে পড়ে।”

শেষের দু'লাইনে অনেকটা নৈরাশ্য ও হতাশা আছে; এ সম্বন্ধে আমার জাহিরের কথা মনে পড়ে গেল।

“ভাক পিয়ন যখন আমাদের নিকট মন্দ ঘটনার সংবাদ নিয়ে আসে তখন সে সময় নষ্ট না করে দ্রুত এসে পড়ে। এভাবে ঘটনা মন্দ হলে একদিন এক

রাখি পরেই তা এসে পড়ে, আর ঘটনা জালো হলে সময় নিয়ে এক সঙ্কেত করে আসে।" সমৃদ্ধি ও অশচয়ের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছার পর আন্দালুসের সুসভান ইবনে আক্বাদ (বানশা) সংকটের সমুখীন হলো। যখন চপলতা, বাদ্যবন্ত্র ও মর্ত্তবী তাঁর রাজপ্রাসাদে প্রবল আকার ধারণ করল তখন রোমকগণ তাকে আক্রমণ করে বসল আর তাই সে মরক্কোর সুসভান ইবনে তাশফীনের নিকট সাহায্য চাইল। ইবনে তাশফীন তার সেনাবাহিনী নিয়ে মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ইবনে আক্বাদকে বিজয় এনে দিল। কিন্তু ইবনে তাশফীন অবস্থাকে সিংহের মত শিকারী দৃষ্টিভঙ্গি মনোভাব নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিল। এবং তার অন্যান্য মতলব ছিল।

সাত দিনদিন পরই ইবনে তাশফীন ও তার সেনাবাহিনী আন্দালুসের দুর্বল রাজ্যকে আক্রমণ করে বসল। ইবনে আক্বাদকে বন্দী করে তার সম্পদকে ব্যাজারায় করা হলো। তার প্রাসাদ ও বাগানকে ধ্বংস করে দিয়ে তাকে তার জনহুঁসি আশ্রমাত প্রদেশে বন্দী হিসেবে চালান করা হলো।

"আর দিনসমূহ তো এমনই (জালো বা মন্দ), এতলোকে আমি মানুষের মাঝে পলাতনমে দিই।" (৩-সূরা অলে ইমরান : আয়াত-১৪০)

আন্দালুসের রাজত্ব ইবনে তাশফীনের হাতে এসে পড়ল। তিনি নাবি করলেন যে, (আন্দালুসের) নেতৃত্ব ন্যায়সঙ্গতভাবেই তার। কারণ আন্দালুসের জনগণই প্রথমে তাকে মরক্কো থেকে তলব করে এসেছে।

দীর্ঘদিন পরে একদিন ইবনে আক্বাদের মেয়েরা তাকে জেলখানায় এসে দেখার সুযোগ পেল। তারা নম্রপদে, কুখার্ত অবস্থায়, শীর্ণ দেহে ও অশ্রুসজ্জল নয়নে (তাকে দেখতে) আসল। ইবনে আক্বাদ যখন তার মেয়েদের এ করুণ অবস্থা দেখল, তখন আত্ননাদ করে উঠল।

"আম্মার অতীত জীবনে আমি বিশেষ ঘনঘটা করে আমোদ করতাম, কিন্তু আগমাতে বন্দী অবস্থায় এ খী শোচনীয় ঘটনা।

তুমি তোমার মেয়েদেরকে শীর্ণ ও কুখার্ত দেখছ, তারা মানুষের সুতা কেটে দেয় আর তাদের কিছুই নেই। তারা জীন্ত-সরল ও দুর্বল অবস্থায়, বিষণ্ণ নয়নে ও ভগ্ন রূপে, নগ্নপায়ে কাদা মাড়িয়ে তোমাকে দেখতে এসেছে, যেন তারা কতু দামী সুপদ্ধি ও গোলাপ মাড়ায়নি।"

“অতএব যখন আমার আদেশ এলো তখন আমি (সমকামগ্রবণ নগরীসমূহকে) উলটিয়ে দিলাম।” (১১-সূরা হূন : আয়াত-৮২)

“দুনিয়ার উদ্ধারের জন্য এতদূর যেমন নাকি আকাশ থেকে আমি পানি (বুড়ি) বর্ষণ করি, তা দিয়ে ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে পড়ায়, যা মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু খায়। এমনকি যখন ভূমি সুশোভিত হয় ও নয়নাভিরাম হয় তখন এর মালিকেরা মনে করে যে, তারা গুহলোর উপর অমাত্যবান (যা এতলো তাদের আয়ত্বাধীন), এমন সময় কোন এক রাত্রে বা দিনে আমার নির্দেশ এসে পড়ে তখন আমি সেগুলোকে নির্মূল করে দিই যেন গুহলোর অতিক্রম গতকালও ছিল না। এভাবেই আমি চিত্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য আমার মিদর্শনাবলিকে বিশদভাবে বর্ণনা করি।” (১০-সূরা ইউনুস : আয়াত-২৪)

২৪৪. অল্পে ভুট্টির ফল

“আল্লাহ তাদের প্রতি সত্ত্বা এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সত্ত্বা।”

(৫-সূরা ফাযিল : আয়াত-১১৯)

অল্পে ভুট্টি বহু কল্যাণময় ফল বহন করে। যা তব্বীয়ে আশে অন্য যে কোন জিনিসের তুলনায় তার প্রতি বেশি সত্ত্বা হয়ে ইমান ও বিশ্বস্ততার সর্বোচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ করা যায়।

কেউ হয়তো শুধুমাত্র ভালোটিই তাদের উপর বর্জ্যক (বা আশুভিত্ত) হোক এমনটিই আশা করতে পারে, শুধুমাত্র সুখের জিনিসই তাদের জীবনে ঘটুক এমনটিই আশা করতে পারে। কিন্তু আল্লাহর বাস্তু এমনটা বুঝে না যে, বহু সত্যিকার ইমানদারদের বৈশিষ্ট্য হলো ধৈর্য, সম্পূর্ণ তাওয়াকুল, পরিতৃপ্তি, বিনয় ও আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ। যখন তারা অপ্রীতিকর অনস্থার সম্মুখীন হতেন তখন তাদের এসব গুণ প্রকাশিত হতো। অতএব, তব্বীয়ে সত্ত্বা ইওয়ার অর্থ এ নয় যে, কেবলমাত্র চাহিদানুযায়ী বা মনের মতো জিনিসের প্রতিই সত্ত্বা থাকা; (বরং) সত্যিকার পরিতৃপ্তির প্রকৃত মাপকাঠি তখনই নির্ণীত হয় যখন কেউ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করে। বাস্তব এ অধিকার নেই যে, সে তব্বীয়ের বিনয়াবলি নিয়ে মাতকরী

করবে; সে শুধুমাত্র খুশী বা বেজার হতে পারে এবং একবার কোন ব্যত্যয় (অন্যথা/ব্যতিক্রম) নেই যে, বেজার হয়ে সে শাপী হয়। এলাহী তক্বীদের (তর্পীর বিধানের) ব্যাপারে মানুষের পছন্দ করার বেশি কিছু নেই (বেশি কিছু নয় বরং কিছুই নেই-অনুবাদক)। তক্বীদের পছন্দ ও সিকান্ত করার বিষয় একমাত্র আল্লাহর নিকট। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বোচ্চ।

২৪৫. আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি হওয়া

আমাদের জানা উচিত যে, আমরা যদি তার প্রতি সন্তুষ্টি থাকি, তবে তিনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্টি থাকবেন। অতএব আপনি যদি অল্প পরিমাণ রিয়িকে সন্তুষ্টি থাকেন তবে তিনিও আপনার অল্প আমলে সন্তুষ্টি হয়ে যাবেন। অবস্থা যাই-ই হোক না কেন (তার বাছ-বিচার না করে) আপনি যদি সন্তুষ্টি থাকেন, তবে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনি আপনার প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন এবং বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টি একনিষ্ঠ বান্দাদের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক সন্তুষ্টি হন। অপরপক্ষে আছে মুনাফিকরা, আল্লাহ তাদের আমলকে প্রত্যাখ্যান করেন চাই তাদের আমল কম হোক বা বেশি হোক। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন, তারা তাতে অসন্তুষ্টি এবং তারা তাঁর সন্তুষ্টি চাইতে চুপা বা অশব্দ করে। এভাবে তাদের আমল বুঝা সম্পাদিত হয়।

২৪৬. অসন্তুষ্টিদের জন্য রয়েছে গজব

নিজের অবস্থার প্রতি অসন্তুষ্টি হয়ে এবং আল্লাহর সম্পর্কে অযৌক্তিক চিন্তা-ভাবনা করে নিজের দুষ্কিন্দা ও দুঃখের দ্বার খোলা হয় মাত্র। অপর পক্ষে নিজের অবস্থার প্রতি এবং আল্লাহর বিধানের (তক্বীদের-এর) প্রতি সন্তুষ্টি এমনকি আশেরাতের আগে মুনিয়াতেই বেহেশতের দুয়ার খুলে দেয়। যা তাপে নির্ধারিত হয়ে গেছে তা নিয়ে প্রশ্ন ও অভিযোগ আত্মতৃপ্তি ও মনের শান্তি দেয় না। বরং আত্মসমর্পণ ও গ্রহণের (যেমন নেয়ার বা কবুল করে নেওয়ার) মাধ্যমেই আমরা সেসব সত্তা পরিণতি ঘটতে পারি। কারণ, যিনি সব কিছুর রিয়িক দেন তিনি যা বিধান করেছেন তা নিয়ে কখনও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা উচিত নয়।

আমার এখনও প্রসিদ্ধ নাস্তিক দার্শনিক ইবনে রাওয়ান্দির কথা মনে পড়ে। সে এক সাধারণ মূর্খ লোককে দেখল যে, সে প্রাসাদসমূহে বাস করে ও খুব ধনী। ইবনে রাওয়ান্দি আকাশ গানে ডাকিয়ে চিৎকার করে বলল, “আমি হলাম আমার জাতির দার্শনিক, তবুও আমি দরিদ্র জীবন যাপন করি, অথচ এ মূর্খ সাধারণ লোকটি ধনী। এটা এলোমেলো ও অদ্ভুত বস্তু।” আল্লাহ তারপর ইবনে রাওয়ান্দির দুঃখ-দুর্দশা, অপমান ও দারিদ্র বৃদ্ধি করে দিলেন। (আল্লাহর বিধানে তার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন ও নাক গলানোর কারণেই আল্লাহ আরো হ্রস্ব হয়ে এমনটি করলেন। অনুবাদক)

“আর অবশ্যই আবেরাতের শাস্তি অধিকতর অপমানকর হবে অথচ তাদের কর্তনও কোনরূপ সাহায্য করা হবে না।”

(৪১-সূরা হ-মীম-আস-সাজ্জাহ : আয়াত-১৬)

২৪৭. অল্পে ভুট হয়ে যে লাভ হয়

কঠিন সময়ে কেউ যদি নিজের অবস্থার প্রতি সত্যি থাকে তবে সে শত্রু ও দুঃখ থাকতে পারে, অধিকতর সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অসীকাবের প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস দেখাতে পারে। এ যেন তার আত্মা শব্দ করে বলে—

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এ ওয়াদাই দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যি বলেছিলেন, আর এতে শুধু তাদের ইমান ও আত্মসমর্পণ বৃদ্ধি পায়।”

(৩৩-সূরা আল আহ্‌যাব : আয়াত-২২)

অন্যদিকে, অসত্যি চিত্ত, অসুস্থতা, সন্দেহ ও অস্থিরতাপূর্ণ এ ধরনের আত্মা বিদ্রোহী ও সমস্যাক্ষত থাকে। এ আত্মাও যেন শব্দ করে বলে তবে এটা যা বলে তা খুবই তিন্তরকম, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে প্রতারণা ছাড়া অন্য কোন অসীকার দেননি।” (৩৩-সূরা আল আহ্‌যাব : আয়াত-১২)

যাদের আত্মা এ ধরনের, তারা তাদের কাজকর্মে বিপরীতধর্মী। অন্যের নিকট যদি তাদের কোন অধিকার থাকে, তবে তারা সে অধিকার দাবি করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। যদি তাদেরকে তাদের অবশ্যই কর্তব্য কাজ করতে বলা হয় তবে

তারা আশ্বিল্য করে ফিরে যায়। তাদের যখন কোন কল্যাণ হয় তখন শান্ত ও পরিতৃপ্ত বোধ করে। কিন্তু যখন তাদেরকে পরীক্ষা করা হয় তখন কণ্ঠ শীত্ৰই না মনের জন্য তাদের পরিবর্তন ঘটে। তারা শুধুমাত্র ইহকাল নয় পরকালও হারিয়েছে।

ذٰلِكَ فَرَاغُ الشُّرَكَانِ الْمُزِينِ

“এ হলো স্পষ্ট ফলি।” (২২-সূরা আল হাক্ক : অরোত-১১)

অতএব এগুলো হলো দু'টি বিপরীত অবস্থা যার ফলও ইভাবত বিপরীত। তুষ্টি শক্তির পথে পরিচালিত করে, যা অবশেষে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে। আত্মাহুঁর বিধানের (তবুদীরের) প্রতি অসন্তোষ মুক্তিভার পথে পরিচালিত করে, যা অবশেষে স্বার্থতার দিকে ঠেলে দেয়। আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আত্মাহুঁ তাঁর বান্দাকে (এ দুনিয়ায়) যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত দান করতে পারেন তা হলো তাকে সৌম্যতা দান করা আর সৌম্যতা (মনের শান্ততাব) অর্জন করার সর্বশ্রেষ্ঠ এক পন্থা হলো সর্বদা আত্মাহুঁর প্রতি পরিতুষ্টি ও সন্তুষ্টি থাকা।

২৪৮. প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন না

অল্পে তুষ্টি হয়ে তাদের মতো হওয়া থেকে বাঁচা যায় যারা বিধান ও শাসনের ব্যাপারে তাদের প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এ কথা বুঝতে হলে ইবলীসের ঘটনার দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। সে তাঁর প্রভুর সাথে তর্ক করেছিল, কারণ সে তাঁর বিধান ও শাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিল। যারা আত্মাহুঁর প্রতি বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে, তারা এমনটা শুধু এ কারণেই করে যে তারা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণের পরিবর্তে তারা তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার ব্যাপারে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতে চায়, তখন তারা তাঁর আদেশসমূহকে পরিত্যাগ করে, যা হারাম তা করে এবং অসন্তোষ প্রকাশ করে তাঁর স্বর্ণীয় বিধানকে চ্যালেঞ্জ করে।

২৪৯. ন্যায্য বিধান

আল্লাহর বিধান তাঁর বাস্তব উপর অব্যাহত; এটা ঘটবেই এবং এটা ন্যায্য বিধান, যেমনটি (নিম্নোক্ত) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

مَا فِيَّ مِنْكُمْ عَدْلٌ فِي قَضَائِكِ .

ভাবার্থ : “আমার ব্যাপারে আপনার বিধান ঘটবেই এবং আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা ন্যায্যসঙ্গত ।”

আল্লাহ তাঁর বাস্তবের জ্বলুম করা নিজের উপর হারাম করে দিয়েছেন । আসলে মানুষেরাই অন্যায়-অত্যাচার করে । উপরে উল্লেখিত হাদীসের অংশ, “এবং আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা ন্যায্যসঙ্গত ।” পাপের বিধান, পাপের ক্ষমতা ও পাপের শাস্তিও অন্তর্ভুক্ত করে । পাপ এবং পাপের শাস্তি মধ্যস্থ আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে আল্লাহ সর্বশেষ ন্যায্যপ্রায় । তিনি তার কোন বাস্তব জন্য পাপের বিধান এমন সব কারণে করেও থাকতে পারেন যা আমাদের বুকের বাইরে । এমন কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে- যা শাখা বিস্তারে খুবই পটীর হওয়াতে একমাত্র তাঁরই জানা । আর এটাই মুসলমানদের বিশ্বাস ।

২৫০. অসন্তোষে কোন লাভ নেই

কাজে অবস্থা সত্ত্বে অসন্তোষ সাধারণত দু'কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে । হয়ত যা চায় তা অর্জন করতে না পারার কারণে অথবা যা সে ঘৃণা বা অপছন্দ করে তা ঘটান কারণে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়ে থাকে । তবুও কেউ যদি সত্যিসত্যিই মনে করে যে, যা তার জন্যে জোটেনি তা কখনও তার জন্য ছিল না এবং যা তাকে আকর্ষণ করেছে তা সর্বদাই তার জন্য প্রাপ্য ছিল তবে তার হতাশ বোধ করার কোন কারণই নেই ।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন-

حَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَانٍ يَا أَبَا عُرَيْرَةَ فَقَدْ فُرِعَ مِنَ الْقَضَاءِ
وَأُشْبِي مِنَ الْقَدْرِ وَكُنَيْتِ الْفَادِيرُ وَرَفِيعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ
الصُّحُفُ .

ভাবার্থ : “(হে আবু হুরায়রা) তোমার যা ঘটবে সে সম্বন্ধে লিখিত কলমের কালি অকিয়ে গেছে। বিধান লেখা শেষ হয়ে গেছে, তক্বদীর লেখা সমাপ্ত হয়ে গেছে, সবকিছুর তক্বদীর বা পরিমাণ লেখা হয়ে গেছে, কলম উঠিয়ে (চড়িয়ে) রাখা হয়েছে এবং লিখিত পাতাসমূহ অকিয়ে গেছে।”

২৫১. সত্ত্বষ্টিতেই নিরাপত্তা

সত্ত্বষ্টি আত্মাকে নিরাপত্তা দেয়। ফলে সত্ত্বট-চিন্ত বা আত্মা হয় সুস্থ, ধোঁকা, দুর্নীতি এবং হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত এবং সুস্থ আত্মাই আল্লাহর শান্তি থেকে নিরাপদ থাকবে। যে আত্মা সন্দেহ, কুফুরি ও শয়তানের বিভিন্ন চাল থেকে মুক্ত সে আত্মাই সুস্থ আত্মা। এ ধরনের আত্মা আল্লাহকে কিস্তাবে খুশি করা যাবে একমাত্র সে বিষয়েই সংশ্লিষ্ট থাকে।

“(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলে দিন, ‘আল্লাহ (এটি অবতীর্ণ করেছেন), অতঃপর তাদেরকে তাদের নিবর্ধক কথাবার্তার খেল-তামাশায় ছেড়ে দিন।’

(৬-সূরা আল আন’আম : আয়াত-৯১)

ভিত্ততা ও বিরক্তি সুস্থ আত্মার নিকট অপরিচিত আর সে কারণেই যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের প্রতি যত বেশি সত্ত্বট তার আত্মা তত বেশি সুস্থ হবে। শয়তানি, দুর্নীতি ও প্রভাবনা অসন্তোষের সঙ্গী হয় অথচ সন্তোষের সঙ্গী হয় সুস্থ আত্মা, ধার্মিকতা এবং একনিষ্ঠতা। হিংসাও অসন্তোষের আরেকটি ফল।

আল্লাহর প্রতি সত্ত্বট হওয়া এমন গুণ, যা বিতর্ক ইসলামী জাওহীদের বাগানে একনিষ্ঠতার পার্নিতে পুষ্ট ভালো কৃষ্ণের মতো। এর মূল হলো ঈমান ও এর শাখা প্রশাখা আমলে সালেহসমূহ। এটাও মিষ্ট ফলবাহী বৃক্ষ। নবী করীম ﷺ বলেছেন—

ذَانُ طَعْمِ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا
وَبِعَبْدِهِ نَبِيًّا .

ভাবার্থ : “ঈমানের স্বাদ সে ব্যক্তি গ্রহণ করল যে নাকি হুব (প্রভু বা প্রতিপালক) হিসেবে আল্লাহর প্রতি, ধর্ম বা ধীন হিসেবে ইসলামের প্রতি এবং নবী হিসেবে মুহাম্মদের ﷺ প্রতি সত্ত্বট হলো।”

২৫২. অসন্তোষ সন্দেহের দ্বার

অসন্তুষ্টি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ত্বক্বীনীত বা বিধানের প্রতি, তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের প্রতি সন্দেহের দ্বার খুলে দেয়। অভিযোগকারী এসব সন্দেহ থেকে মুক্ত হয় এমনটি খুব কমই দেখা যায়। এসব সন্দেহ তার আত্মায় মিশে থাকে এবং তার অস্তিত্বে ছড়িয়ে আছে। সে (অসন্তুষ্টি ব্যক্তি) যদি সং অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে নিজের বিষয়ে গভীর গবেষণা করে দেখত, তবে সে দেখতে পেত যে, তার ইমান নড়বড়ে ও সন্দেহমুক্ত। সন্তুষ্টি ও ইমান ভাইয়ের মতো, যা একে অপরের সাথে থাকে। শকাতরে, সন্দেহ ও অসন্তুষ্টির মধ্যে একই রকম জাতভেদের সম্পর্ক আছে। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন—

إِنْ اشْغَبَتْ أَنْ تَعْمَلَ بِالْإِيمَانِ الْيَقِينُ فَأَعْمَلَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَإِنَّ فِي الْحَبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ النَّفْسُ خَبْرًا كَثِيرًا.

ভাবার্থ : “যদি তুমি ইমানের সাথে সন্তুষ্টি প্রদর্শন করতে পার তবে ভা কর, আর যদি ভা না পার তবে আত্মা বা অপছন্দ করে তাতে ধৈর্য ধরার মধ্যে প্রচুত কল্যাণ আছে।”

অতএব দ্বারা অসন্তুষ্টি তাবা ভিতরে ভিতরে বিরক্ত, ক্রুদ্ধ এবং ক্রুদ্ধও বাটে, যদিও তাদের জেদে কথায় প্রকাশ পায় না। তাদের ভিতরে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন মিশে আছে, যেমন— এটি কেন ঘটল বা এটা কীভাবে হতে পারে?

২৫৩. সত্ত্বষ্টিই সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা

ঐশী বিধান সহজে যে ব্যক্তি তাঁর অন্তরকে সত্ত্বষ্টি দ্বারা পূর্ণ করে, আল্লাহ তাঁর অন্তরকে সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও শান্তি দ্বারা ভরে দেন। আর যে ব্যক্তি অসত্ত্বষ্টি হবে তাঁর অন্তর বিপরীত গুণাবলি দ্বারা পূর্ণ হবে এবং তাঁর অন্তর এমন সব বিষয় নিয়ে পূর্ণেই দুচ্চিন্তাযুক্ত হবে যা সুস্থ ও সফলতাকে ধ্বংস করে দিবে।

অতএব সত্ত্বষ্টি অন্তরকে সকল প্রকার অসামান্যকে আচরণ থেকে শূন্য করে দিয়ে একে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য ছেড়ে দেয়। অসত্ত্বষ্টি অন্তর থেকে আল্লাহর সকল চিন্তা দূর করে দেয়। সুতরাং সুস্থ, বিরক্ত ও অভিযোগকারী লোক— যে সর্বদা মনে করে যে, সে এক সমস্যা থেকে আরেক সমস্যায় পড়ছে তার প্রকৃত কোন জীবন নেই। সে মনে করে তার দৈনিক কর্ম, সে গরীব (দরিদ্র), তার সমস্যা নানাবিধ এবং সর্বোপরি সে মনে করে যে, সে আরো পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন মূলত সে সে বিষয়ে বা তা নিয়ে অসত্ত্বষ্টি। তাহলে এ ধরনের লোক কীভাবে স্বস্তি, শান্তি ও ভালো জীবন পেতে পারে?

“তা এজন্য যে, যা আল্লাহকে স্থাপনিত করত তারা তার অনুসরণ করেছিল এবং তাঁর (আল্লাহর) সত্ত্বষ্টিকে অপছন্দ করেছিল। তাই তিনি (আল্লাহ) তাদের আমলসমূহকে বাতিল করে দিলেন।”

(৪৭—সূরা মুহাম্মদ বা কেতাল : আয়াত-২৮)

২৫৪. সত্ত্বষ্টির ফল কৃতজ্ঞতা (শুকরিয়া)

অল্পে তুষ্টি শুকরিয়া আদায়ের পথে পরিচালিত করে, শুকরিয়া হলো ইমানের সর্বোচ্চ পর্যায়ের। আসলে এটাই ইমানের আসল রূপ। বীনদারির (ধার্মিকতার) বিভিন্ন পর্যায়ের সর্বোচ্চ শিখা বা ছড়া আল্লাহর শুকরিয়া আদায়, যে ব্যক্তি আল্লাহর কক্কা, শাসন, বিধান, তাঁর দান ও তাঁর ছিনিয়ে নেয়ার প্রতি সত্ত্বষ্টি নয় সে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ (শুকরগজার) নয়। প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞ লোকেগাই সর্বাপেক্ষা বন্য ও সমৃদ্ধ লোক।

২৫৫. অসন্তুষ্টির ফল অবিশ্বাস (কুকুরি)

বিরক্তি ও কুতূহল কারণে মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করে। ফলত এটা কুকুরির (আল্লাহকে অবিশ্বাসের) পথে নিয়ে যায়। বান্দা যদি প্রভুর প্রতি সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে তবে স্বভাবতই তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকল। অতএব, সে সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু যদি সে সন্তুষ্টিহীন হয় তবে সে বিরক্ত ও কুতূহলের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কাফেরদের পথ অনুসরণ করে। ইমানের মধ্যে মিথ্যা ও বিচ্যুতির অনুগ্রহেণ একমাত্র একারণেই ঘটেছে যে, আল্লাহর অনেক বান্দা নিজেরাই নিজের প্রভু হতে চেয়েছিল, এমনকি তাদের অনেকে নিজস্বের চাহিদা ও ইচ্ছাকে তাদের (বানানো) প্রভু কর্তৃক লিখিয়ে নিজে বা অনুমোদন করিয়ে নিজেও উদ্যোগ নিয়েছিল।

بِأَيِّهَا الدِّينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আগে বেড়ো না।”

(৪৯-সূরা আল হুজরাত : আয়াত-১)

২৫৬. অসন্তুষ্টি শয়তানের ফাঁদ

শয়তান মানুষকে বশে আনতে অধিকাংশ সময়ই দু'টি ক্ষেত্রে বিজয়ী হয়; (এক) অসন্তুষ্টি ও (দুই) ইচ্ছা। এ দু'টি ক্ষেত্রে শয়তান মানুষকে অভ্যস্ত নাজুক পায়, বিশেষ করে অসন্তোষ যখন পতীর হয়। এক্ষেত্রে সে এমন কিছু বলে, করে ও ভাবে যা তাঁর প্রভুকে অসন্তুষ্ট করে। স্পষ্টরূপে বর্ণিত এ কারণেই নবী করীম ﷺ তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যু সফরে বলেছেন—

بَحْرَنُ الْقَلْبِ وَتَذْمُعُ الْعَيْنِ وَلَا تَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبِّي .

ভাষার্থ : “মন বিষন্ন, চক্ষু হতে অশ্রু কতে তবুও আমরা আমাদের প্রভুকে যা সন্তুষ্ট করে, তা ছাড়া অন্য কিছু বলি না।”

একটি শিশুর মৃত্যু মনে অসন্তোষের সৃষ্টি করতে পারে। সে অবস্থায় অধিকাংশ মানুষই অসন্তুষ্ট থাকে, যার কারণে তারা এমন কিছু বলতে বা করতে পারে যা তাদের প্রভুকে অসন্তুষ্ট করতে পারে এ কারণেই এমন

অবস্থায় যা আসের প্রভুকে সন্তুষ্ট করে তা ছাড়া অন্য কিছু অবশ্যই না বলার জন্য নবী করীম ﷺ আমাদের অবগত করলেন।

যা ঘটেছে তা নিয়ে কেউ যদি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয় আর তখন তার নবদর্শণে (মাথায় বা মনে) যদি নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় রাখে তবে তার দুর্বিপাকের বোঝা স্বার্থার্থই হাফা হবে। তিনটি বিষয় হলো—

১. আল্লাহর প্রজ্ঞাকে বুঝা ও বিশ্বাস করা যে, যা তার বান্দাদের জন্য কল্যাণকর ও উপকারী, তিনি তা সর্বোত্তমভাবে জানেন।
২. আল্লাহর যে বান্দা বিপদগ্রস্ত হয়ে ধৈর্য ধরে, তাকে আল্লাহ যে মহান পুরস্কার ও প্রতিদান দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন তা সম্বন্ধে সচেতন থাকা।
৩. বিধান দেয়ার ও বিচার করার অধিকার (একমাত্র) আল্লাহর— এ কথা বুঝা ও মেনে নেয়া।

“তারা কি আপনার প্রভুর করণাকে বর্জন করে!”

(৪৩-সূরা আন নিসা : আয়াত-৩২)

২৫৭. অল্পে তুষ্টি নিয়ে আরেকটি কথা

পরিভূট মানুষের ইচ্ছা আল্লাহ তার বান্দা থেকে যা চান তার অনুগামীই হয়ে থাকে অর্থাৎ আল্লাহ যা ভালোবাসেন ও যে বিষয়ে আল্লাহ সন্তুষ্ট (তার পরিভূট বান্দা তাই ইচ্ছা করে)। এ কারণেই তুষ্টি ও নিজের ইচ্ছার অন্ধ অনুসরণ করণও একই আত্মায় (একসাথে) অবস্থান করতে পারে না। আর যদি কারো মনে উত্তরটার অংশই থাকে তবে তার মন উত্তরটার মধ্যে যেটি শক্তিশালী সেটি দ্বারা পরাকৃত (পরাজিত) হবে।

“আর হে আমার প্রভু! তুমি যাতে সন্তুষ্ট হও, এজন্য আমি তাড়াতাড়ি তোমার নিকট এসে হাজির হয়েছি।” (২০-সূরা দ্বাহা : আয়াত-৮৪)

নিম্নোক্ত হাদীসটি নিয়ে একটু গভীরভাবে ভেবে দেখুন—

تَعَرَّنَ إِلَى اللَّهِ فِي الرِّخَاءِ بِعَرَفِكَ فِي الشَّدَةِ .

অর্থ : “সুসময়ে আল্লাহকে চিন তাহলে তিনি দুঃসময়ে তোমাকে চিনবেন।” “সুসময়ে আল্লাহকে চিন” অর্থ হল তাঁর প্রতি অনুগত থেকে,

তঁার অনুযায়ীতার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে এবং মসিবত আসার পূর্বেই একনিষ্ঠভাবে তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁর নৈকট্য সন্ধান করা। “সুসময়ে” অর্থ হলো শান্তি, নিরাপত্তা, অনুগ্রহ ও সুখাত্তের সময়। তোমার সংকট মোচন করে এবং তোমাকে প্রতিটি জটিল অবস্থা থেকে মুক্ত করে “তিনি তোমাকে দুঃসময়ে চিনবেন।”

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, বাস্তব মনের মাঝে ও তাঁর প্রভুর মাঝে এমন এক বিশেষ সম্পর্ক থাকা উচিত, যে সম্পর্কের কারণে বান্দা তাঁর মনিবের একটাই নৈকট্য অনুভব করবে যে, তাঁর আর কারো প্রয়োজন হবে না। এভাবে সে যখন একাকী থাকে তখন সে সঙ্গ পায় এবং সে তাঁকে স্বরণ করার ও তাঁর নিকট প্রার্থনা করার মজা পায়। আগ্রাহর বান্দা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অনবরত জটিলতা ও কঠিনতার সম্মুখীন হতে থাকবে। কিন্তু তাঁর প্রভুর সাথে তাঁর যদি বিশেষ সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ সে যদি তাঁর অনুগত বান্দা হয়, তবে জীবনের সকল সঙ্কটই তাঁর জন্য সহজ হয়ে যাবে।

২৫৮. তাইদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করা

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

“ক্ষমা কর, সং কাজের আদেশ দাও এবং মূর্বদেরকে উপেক্ষা কর। (অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দিও না)” (৭-সূরা আল আ'রাক : আয়াত-১১৯)

আল্লাহর তাইদের দু'একটি ভুলের জন্য তাকে ত্যাগ করা আপনার উচিত নয়; বিশেষ করে, যদি তাঁর বাদ থাকি চরিত্রবলী প্রশংসনীয় হয়। যেহেতু আমরা জানি, আমাদের যে কোন লোকের পক্ষেই একেবারে নিখুঁত চরিত্রের অধিকারী হওয়া অসম্ভব।

আলকিন্দি বলেছেন—

“ভূমি কিতাবে আশা কর যে তোমার বন্ধু এক বিশেষ চরিত্রের অধিকারী হোক যখন নাকি তোমার নিজের আত্মাই—না নাকি তোমার সবচেয়ে নিকটতম সে-ই তোমার কথা সন্দেহ মানে না। তাহলে অন্যের আত্মা তোমার ইচ্ছার অনুসরণ করুক এ আশা করার কী অধিকার তোমার আছে?”

كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ نَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَمَيَّنُوا .

“তোমরা তো পূর্বে এমনই ছিলে, অতপর আল্লাহ তোমাদেরকে ককুপা করেছেন (তোমাদেরকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেছেন)।

(৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-৯৪)

“অতএব নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করো না। তিনি জানেন কে তোমাদের মধ্যে অধিক মোহনকী।” (৫৩-সূরা আন নাফয : আয়াত-৩২)

এটাই আপনার জন্য যথেষ্ট যে আপনি আপনার ভাইয়ের চরিত্রের প্রধান অংশের প্রতি সন্তুষ্ট।

আবু দারদা (র) বলেছেন-

مَعَانَةُ الْأَخِ خَيْرٌ مِنْ قَتْلِهِ .

“কোন দোষের কারণে তোমার ভাইকে একেবারে পরিত্যাপ করার চেয়ে তাকে বরং তিরস্কার করাই ভাল।”

কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন-

“আমরাই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট নই, সুতরাং অন্যের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার আশা আমরা কিভাবে করতে পারি?”

একথাও বলা হয়েছে যে, “যে ব্যক্তির কোন ভালো চরিত্র ও বিচক্ষণ বিচার আপনাকে প্রভাবিত করে তার ছোট খাটো এমন কোন কোন তুসের জন্য তার থেকে দূরে থাকবেন না, যা নাকি গুণের মহাসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত (তার এসব ছোট খাটো দোষ ছাড়া ও তার মহাসাগরের মতো বিশাল গুণ আছে। সুতরাং তাকে পরিত্যাপ করা বোকামী -অসুবাদক) আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন এমন সংকুতি, গুপ্ত ও উন্মত্ত একটি লোকও বুঝে পাবেন না, যে নাকি সকল কলঙ্ক ও পাপ থেকে মুক্ত। নিজের আত্মা সময়ে ভেবে দেখুন যে, এটা কত বেশি ভাল করে ও বিদ্যুত হয়। এ ধরনের অন্তর্দর্শন (আত্মদর্শন) অন্যের প্রতি আপনার চাহিদাকে অধিকতর তারসাম্যপূর্ণ করবে এবং আপনাকে পানীদের প্রতি সহনশীল করে তুলবে।”

একজন আরব কবি বলেছেন-

وَمَنْ ذَا الَّذِي تَرْضَى سَجَابَهُ كُفْلَهَا
كَفَى الْمَرَّةَ لُبًّا أَنْ تُعَدَّ نَعَائِبُهُ .

ভাবার্থ : “এমন কে আছে যে, যার পেটা চরিত্র নিষ্কলুষ? যার দোষ গণনা করা যায় (যার দোষ হাতে পোনা গুটিকতক বা যার দোষ শুনের তুলনায় কম) এটাই তার মহত্বের জন্য যথেষ্ট। (অর্থাৎ শুনের তুলনায় দোষ কম হওয়াই (তার) মহত্বের (পরিচয়ের) জন্য যথেষ্ট)।

কলা হয়েছে যে, জাইয়ের প্রতি সন্দেহ যেন বহুদিনের বিশ্বস্ততাকে ধ্বংস না করে। জাহর ইবনে মুহাম্মদ তার হেলেকে বলেছেন, “বৎস! তোমার যে ভাই তোমার প্রতি তিনবার রাগ করেছে এবং প্রতিবারই সে তোমার সম্বন্ধে সত্য কথা বলেছে, তাকে তুমি যিনিষ্ট বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর।”

হুসান ইবনে ওহাব বলেছেন : “পারম্পরিক ভালোবাসার অর্থ হলো ক্ষমা করা এবং ক্রটি-বিদ্রুতি ও অক্ষমতাকে উপেক্ষা করা।”

“অতএব তুমি মহান ক্ষমার মাধ্যমে তাদের তুল-ক্রটিসমূহকে উপেক্ষা কর।” (১৬-সূত্র আন নাহল : আয়াত-৮৫)

ইবনে কামী বলেছেন-

هُمُ النَّاسُ وَالْدُّنْيَا وَلَا بُدَّ مِنْ قُلْدَى * يُلِمُّ بِعَيْنٍ أَوْ يَكْتُمُ مَشْرَبًا -
وَمِنْ قِلَّةِ الْإِيمَانِ إِنَّكَ تَهْتَفِي * الْمَهْلَبَ فِي الدُّنْيَا وَلَكِنَّ الْمُهْلَبَ -

ভাবার্থ : এ-ই হলো মানুষ ও দুনিয়া, খুলি-ময়লা লোণ করা অসম্ভব। (খুলি) চোখে যাচনা দেয় ও (ময়লা) পরানিকে ময়লা করে।

দুনিয়াতে তুমি অবিবেচনার মাধ্যমে ভদ্র-সত্য মানুষ তালাশ করছ অথচ তুমি নিজেই সংকুচিত ও উন্নত নও।”

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا .

“জোমানের ওপর আত্মাহুর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে জোমানের কেউ কখনও (পাশ থেকে) পবিত্র হতে পারবে না।” (২৪-সূরা আন নূর : আয়াত-২১)
একজন কবি বলেছেন-

تَرِيدُ مَهْلًا لَا عَيْبَ فِيهِ * وَقُلْ عُوْدٌ يَنْفُوحُ بِلَادُخَانَ .

ভাবার্থ : তুমি নিরুদ্বেষ এক সত্য মানুষ খুঁজছ! কিন্তু মুসক্কর (ঘৃতকুমারী) কি ঝুঁয়া ছাড়া সুগন্ধি ছড়ায়।”

“অতএব নিজেরদের পবিত্রতা বর্ণনা করো না, তিনি জানেন কে অধিক মুস্তাকী।” (৫৩-সূরা আন নাভয : আয়াত-৩২)

২৫৯. সুস্থতা ও অবসরের সুবিধা ভোগ করুন

আপনি অবশ্যই আপনার সুস্থতা ও অবসর সময় নষ্ট করবেন না। অতীব জালা কাজের উপর নির্ভরতার ফলস্বরূপ আপনার শ্রমের আনুগত্যের কার্য সম্পাদনে অমনোযোগী হবেন না। কাজ করে ও প্রচেষ্টা চালিয়ে আপনার সুস্থতা ও অবসর সময়ের সুবিধা গ্রহণ করুন। মনে রাখবেন যে, আপনি সর্বদা হারানো সময়কে পুণিয়ে নিতে পারবেন না এবং আপনি যে সময়কে অলসতায় নষ্ট করেছেন তার জন্য দুদিন আগে বা পরে আপনি আত্মসোস (অনুতাপ) করবেন।

বাজরজামহার বলেছেন, “কাজ যদি কাউকে ক্লান্ত করে তবে কর্মহীনতা তাকে ধ্বংস করবে।”

একজন বিজ্ঞানোক বলেছেন, এমন কাজ করে আপনার দিন নষ্ট করবেন না, যা আপনার কোন উপকারে আসবে না এবং আপনার সম্পদকে কোন একক্রে বিনিয়োগ না করে অলস পড়ে থাকতে দিবেন না। কেননা, কারো জীবনে সময় এত অল্প যে, এটাকে অনুপকারী কোন কিছুর উপর নিবেশ করা যায় না (অর্থাৎ এটাকে বাজে কাজে নষ্ট করা উচিত নয়। -অনুবাদক)

এবং কারো টাকা-পয়সার সরবরাহ এত কম নয় যে, এটাকে কোন কাজে বিনিয়োগ করা যায় না। অতএব, জানী ব্যক্তি এতটাই বিচক্ষণ যে, সে তার

সময়কে কাজে কাজে নষ্ট করতে পারে না এবং তার টাকা-পয়সাকে এমন কাজে ব্যয় করতে পারে না, যা কোন লাভ বয়ে আনবে না।”

এর চেয়ে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো ইসা (আ)-এর বাণী : “খার্বিকতার প্রমাণ তিন কাজে— কথা, দর্শন ও নীরবতার। যার কথা আল্লাহর শরণ ছাড়া অন্য বিষয়ে হয় তার কথা বাজে কথা। যে কোন কিছু শিক্ষা কথার চেয়ে ছাড়া দেখে (ভাকায়) সে (তার আসল উদ্দেশ্য) ভুলে যায় এবং যার নীরবতা ধ্যান-গবেষণাহীন সে অসতর্ক ও অমনোযোগী।”

২৬০. বিশ্বাসীদের আল্লাহ রক্ষা করেন

প্রতিটিই মানুষেরই একজন প্রভুর প্রয়োজন— সে এটা স্বীকার করুক বা না-ই করুক। আর প্রভুর অবশ্যই সর্বশক্তিমান, ক্ষমতা, ধনাত্মতা ও চিরজীবতা এ ধরনের কিছু গুণ থাকা উচিত। যার এসব গুণ ও অন্যান্য পরম ও নিখুঁত গুণ আছে তিনি হলেন সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ।

অতএব, একনিষ্ঠ সত্যপ্রেমী ব্যক্তি আল্লাহ অভিমুখী হয় এবং তারপর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে শান্তি খুঁজে পায়। তিনি (আল্লাহ) দুর্বল ও অশ্রদ্ধাশীলদের অশ্রয়।

“তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য চাখিলে, তাই তিনি তোমাদের জাকে সাড়া দিয়েছিলেন— সে কথা শরণ কর।”

(৮-সূরা আনফাল : আয়াত-৯)

“তিনি সকলকে রক্ষা করেন, শক্তিতে তাকে রক্ষা করতে হয় না। (আল্লাহ যদি কাউকে রক্ষা করেন তবে কেউ তাকে শক্তি দিতে পারে না বা কেউ-তার ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ যদি কাউকে শায়েস্তা করেন বা কারো ক্ষতি করেন তবে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না।)

(২০-সূরা মুমিনুল : আয়াত-৮৮)

“যখন তাদের জন্য তিনি (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কোন অভিভাবক এবং সুপারিশকারী থাকবে না। (৬-সূরা ময়িদা : আয়াত-৫১)

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করে, যদিও সে তাকে (আল্লাহকে) কিছু পরিমাণে ভালোবাসে তবুও সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির চেয়েও অনেক বেশি খারাপ যে নাকি বিখ্যাত খাবার খেতে মজা পায়।

“যদি এতদূতরে (আসমানে ও জমিনে) আত্মাহ হাড়া অন্য কোন ইলাহ থাকত তবে অবশ্যই এতদূতর (আসমান ও জমিন) ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা তার সহক্ষে যে মিথ্যা বর্ণনা দেয়, আবেশের অধিপতি আত্মাহ তা থেকে পবিত্র।” (২১-সূরা আল আযিয়া : আয়াত-২২)

আমরা ক্ষণস্থায়ী, তিনি চিরস্থায়ী। আমরা দুর্বল তিনি সর্বশক্তিমান। আমরা দরীদ্র, তিনি সর্বলোকা ধনী। এই কাল্পনিক সম্পর্কের দ্বারাই দেবা যায় যে, আমাদের আত্মাহর গ্রয়োজন। আর যে ব্যক্তি আত্মাহকে তাঁর প্রতিপালক ও প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে না, সে খুব সম্ভব আত্মাহ হাড়া অন্য কাউকে দেবতা হিসেবে গ্রহণ করবে। উদাহরণস্বরূপ সে নানান ছবিকে, প্রেমের বস্তুসমূহকে বা নিজের আকাঙ্ক্ষাসমূহকে নিজের দেব-দেবী হিসেবে গ্রহণ করবে এবং তখন সে মিথ্যা দেব-দেবীর গোলাম ও চাকর হয়ে যাবে।

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ مَوًّا.

“তুমি কি ভাবো দেখেছ যে নিজের কামনা-বাসনাকে নিজের ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে?” (২৫-সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৪৬)

“অথচ তারা তাঁকে (আত্মাহকে) ছাড়া অন্যান্য দেব-দেবী গ্রহণ করেছে।”

(২৫-সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৫)

হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

بَا حُصَيْنُ كُمْ تَعْبُدُ؟ قَالَ أَعْبُدُ سَتَعَةً : سِتَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ : قَالَ : فَمَنْ لِرَبِّكَ وَلِرَبِّكَ قَالَ : الَّذِي فِي السَّمَاءِ قَالَ : فَاتْرُكِ النَّسِيَّ فِي الْأَرْضِ وَأَعْبُدِ الَّذِي فِي السَّمَاءِ .

নবী করীম ﷺ একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি ক’জনের ইবাদত কর?” শোকটি উত্তর দিল, “আমি সাতজনের ইবাদত করি। ছয়জন জমিনে, একজন আসমানে।” নবী করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তাদের মধ্য থেকে কার কাছ থেকে তুমি কোন কিছু পাওয়ার আশা কর ও কারে তুমি ভয়

করা" সে উত্তর দিল, "আকাশে যিনি আছেন।" নবী করীম ﷺ বলেন, "তাহলে জমিনেরওমোকে ত্যাগ করে আসমানে যিনি আছেন, তার ইবাদত কর।"

জেনে রাখুন যে, আগ্নাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত না করে তাঁর ইবাদত করা বাপার যে প্রয়োজন তা বাহু গ্রহণের প্রয়োজনের চেয়েও বেশি জরুরি।

ব্যক্তির বাস্তবতা (অস্তিত্ব) তার হৃদয়ে ও অন্তরে থাকে। আগ্নাহর ইবাদত ছাড়া কারো হৃদয় সুস্থ নয়, আত্মাও সুস্থ নয়। একজন কবি বলেন—

رَمَزِيْنَا، اللّٰهُ قَدْ أَحَبَّا * كَأَنَّهُ اللّٰهُ أَفْدَحَبَّا .
وَعَمَلُهُ الْكَفَّارُ قَالَهُ إِشَالُ * رَحْمَتُهُ نُحْلًا وَلَا تَكِلُ .

ভাবার্থ : "যে ব্যক্তি আগ্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, আগ্নাহ তাকে অধিক ভালোবাসেন। আর যে আগ্নাহকে ভালোবাসে না তার জন্য বিপরীত অবস্থা (অর্থাৎ, আগ্নাহও তাকে ভালোবাসেন না।) অতএব, বরকতের জন্য আগ্নাহর নিকট রহমত চাও। কিন্তু বসে থেকে না (বরং আমলে সালেহ কর)।"

যদিও কেউ মহান আগ্নাহ অর্থাৎ অন্যের মাঝে সন্তুষ্টি বা আনন্দ বুঁজে পায় তবে তা টিকবে না। কেননা যখন কেউ কোন কষ্ট বা ব্যক্তির প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় তখন সে অন্যটা ভালো করে। সে এ লোকের নিকট এক সময় কল্যাণ বুঁজে পাবে এবং অন্য সময় একই ব্যক্তির নিকট সে বিরক্তবোধ করবে। আসলে সে এমনকি তাকে ঘৃণাও করতে পারে, যে নাকি এক সময়ে তাকে চরম আনন্দ দিয়েছে। সবার জন্য, সর্ববৈহারা ও সব সময়ে আগ্নাহর প্রয়োজন।

একজন কবি বলেন—

عَسَاكَ تَرْمِضِيْ وَكُلُّ النَّاسِ غَاظِبَةٌ * إِذَا رَحِبْتَ فَهَذَا مُنْتَهَى أَمَلِيْ

ভাবার্থ : "আমি চাই যে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। পক্ষান্তরে, সব মানুষ আমার প্রতি রাগান্বিত থাকুক (তাতে কিছু যায় আসে না)। আপনি যখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট, তখন এটাই আমার চরম ও পরম পাওয়া (আকাঙ্ক্ষা)।"

নবী করীম ﷺ বলেছেন—

وَمَنْ أَرْضَى اللَّهَ يَسْخَطِ النَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى
عَنْهُ النَّاسَ وَمَنْ أَشْخَطَ اللَّهَ يَرْضَا النَّاسَ سَخِطَ اللَّهُ
عَنْهُ وَأَشْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ.

ভাবার্থ : “যে ব্যক্তি মানুষকে রাগান্বিত করে হলেও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন, আর যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহকে রাগান্বিত করে আল্লাহ তাঁর প্রতি রাগান্বিত হন এবং মানুষকেও তার উপর রাগান্বিত করে দেন।”

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

“আর এভাবে আমি তাদের কৃতকর্মের ফলে জালিমদের কৃতকর্মে কৃতকর্মের (জন্য) অভিভাবক বানিয়ে দিই।” (৬-সূরা আল আন’আম : আয়াত-১২৯)

২৬১. অন্বেষণকারীর পথের নিশানা

যদি কেউ জানতে চায় যে সে সফলতার দিকে উচ্চত্বরে উঠেছে কি-না তবে তার উল্লুতি নির্ধারিত ও নিশ্চিত করতে তাকে সাহায্য করার জন্য কতিপয় নিশ্চিত চিহ্ন ও নির্দেশনা আছে।

১. যে যত বেশি জান্নী সে তত বেশি বিনয়ী ও অন্যদের প্রতি তত বেশি দয়া পরবশ হয়। একটি দামী মৃত্যুর কথা ভাবুন : এটা যত বেশি ভয়ী ও দামী হয় তত বেশি খজীর মহাসাগরে এটা থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে, জ্ঞান যদিও দানরূপে তবুও আল্লাহ তাকে জ্ঞান দান করেছেন তাকে তিনি জ্ঞান দ্বারা পরীক্ষা করেন। যখন কেউ জ্ঞানকে দান স্বরূপ দেখে কৃতজ্ঞ থাকে তখন তার হৃদয় বুদ্ধি পায়।

يَرْقَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.

“তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং তাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।”

(৫৮-সূরা আল মুজাদলা : আয়াত-১১)

২. যে যত বেশি আমলে সাঙ্গোহ করে সে তত বেশি সতর্ক, সীক ও মোস্তাকী হয়। এ আশঙ্কায় যে সে ভুল থেকে (নিজেকে) নিরাপদ বা মুক্ত ভাবে না, যেমন নাকি কথার ভুল, অন্তরেব পরিবর্তন (পাপ চিন্তা)। সে সর্বদা নিজেকে পাহারা দেয় ও সতর্ক থাকে। সে সতর্ক পাখির মতো। যখনই সে পাছের কোন ডালে বসে তখনই সে দক্ষ শিকারী ও তার গুলির ভয়ে এটাকে ছেড়ে আরেক ডালে উড়ে চলে যায়।
৩. যে যত বেশি ব্যয় বা বৃদ্ধ হয় এ দুনিয়ার প্রতি তার তত কম সোজী হওয়া উচিত। কেননা সে নিশ্চয় বুঝতে পারছে যে, তার সময় নীত্বই শেষ হয়ে যাবে।
৪. যে যত বেশি সম্পদশালী হয়, তার অন্যের প্রতি তত বেশি বদান্য ও উদার হওয়া উচিত। একজন ধনী মুসলিমের বুঝা উচিত যে, তার সম্পদ তাকে আমানতবস্তুর দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে সে সম্পদের মাঝে পরীক্ষা করছেন এ মনেস্তাব গোখণ করা।
৫. সমাজে যার যত বেশি পদমর্যাদা হয়, জনগণের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করে ও তাদের প্রয়োজন পূরণ করে তার তত বেশি তাদের নিকটবর্তী হওয়া উচিত।

কিন্তু অবনতির চিহ্নও আছে

১. যে যত বেশি জ্ঞানার্জন করে সে তত বেশি উদ্ধত হয়। এ ধরনের সোকেব জ্ঞান কল্যাণকর নয়। তার হৃদয় শূন্য ও তার সব দুর্বিসহ।
২. যে যত বেশি কাজের হয়, তত বেশি সে গর্বিত হয় এবং তত বেশি সে অন্যদেরকে অবজ্ঞা করে। সে শুধুমাত্র নিজেকেই সন্দেহের কল্যাণ (কতি ও কাস- অনুবাদক) দান করে। এভাবে সে ভাবে যে, সেই শুধুমাত্র মুক্তি অর্জন করেছে। আর অন্যেরা সবাই ধ্বংসে হতে বাধ্য।
৩. যে যত বেশি ব্যয় হয় তত বেশি কৃপণতা ও অর্থ-লিপ্স তার চরিত্রের অংশ হয়। সে সঞ্চয় করে কিন্তু সে কখনও বিলি করে না। দুর্বোপ-দুর্বিপাক ইত্যাদি তাকে অন্যদের প্রতি বদান্য হতে লাড় দিতে ব্যর্থ হয়।

৪. সমাজে তার যত মর্যাদা হয়, তার ঈজতের মাত্রাও ততবেশি হয়।

নবী করীম ﷺ বলেছেন-

يُخْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةِ الذَّرِّ يَطْوَعُمُ
النَّاسُ بِأَقْدَامِهِمْ .

অর্থ : “বিচার দিবসে অহংকারীদেরকে শিপাঁড়ার আকারে জমিয়েত করা হবে। মানুষেরা তাদেরকে পদদলিত করবে।”

উপরে বর্ণিত প্রতিটি বিষয়েই আমি আল্লাহুর এমন কিছু কল্পনার কথা উল্লেখ করেছি। যা দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন, সে সব বান্দাদের কিছু বান্দা পরীক্ষায় পাস করবে অন্যরা হবে ব্যর্থ।

২৬২. সম্মানে ভূষিত হওয়াও পরীক্ষা

কেউ যদি ক্ষমতা, সম্মান, সামাজিক মান, পদমর্যাদা ও সম্পদ দ্বারা ভূষিত হয়, তবে তাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে সে পরীক্ষিত হচ্ছে। মুলাইমান (আ) যখন বাধী বিলকিসের সিংহাসনকে তার সামনে হাজির দেখলেন তখন তিনি বলেন-

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. لِيَبْلُوَنِي. أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ.

“এটাতো আমার প্রতিপালকের দয়ার বদৌলতে, আমাকে পরীক্ষা করার জন্য- আমি কি কৃতজ্ঞ হই নাকি অকৃতজ্ঞ হই।”

(২৭-সূরা আন নামল : আয়াত-৪০)

এরূপে আল্লাহ কাউকে কোন কল্যাণ দান করে দেখতে চান যে, কে এর জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে এটাকে হেফাজত করে এবং সব উপায়ে এর সুবিধা ভোগ করে এটাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে এবং এত দেখতে চান যে, কে অকৃতজ্ঞ হয়ে কল্পনাকে অপচয় করে অথবা এমনকি প্রথমত যিনি তাকে এটা দান করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এটাকে ব্যবহার করে এটাকে (নেয়ায়তকে) অধীকার করে।

অতএব, আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, নেয়ামত-রাশি হলো আত্মাহর পক্ষ থেকে অগ্নিশরীকায়রূপ।

কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়েই কৃতজ্ঞদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হয়, পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞরাও চিহ্নিত হয়ে যায়। আর আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ আমাদেরকে দুসময়ে এবং দুঃসময়েও পরীক্ষা করেন।

“আর মানুষতো এমন যে, যখন তার প্রতিপালক তাকে সম্মানিত করে ও তাকে অনুগ্রহ দান করে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে, “আমার প্রভু আমাকে সম্মানিত করেছেন।”

কিন্তু যখন তিনি তার বিখিককে সংকুচিত করে নিয়ে তাকে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে, “আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করেছেন।” কখনও না....।” (১৯-সূরা আল ফাজর : আয়াত-১৫-১৭)

২৬৩. চিরস্থায়ী ধন-ভাগ্য

মানুষ পরকালের জন্য যা সাথে করে নিয়ে যায় তাই প্রকৃত ধন-ভাগ্য। ইসলাম, ঈমান, আমলে সালেহ, জিহাদ ও তওবা-এসব হলো এমন চিরস্থায়ী ধন-ভাগ্যের উদাহরণ বা উপমা।

“সালাতে তোমাদের সুখমণ্ডলসমূহকে পূর্বদিকে ও পশ্চিম দিকে ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই, বরং পুণ্য আছে কেউ আল্লাহর প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, (সমস্ত) কিছাবের প্রতি ও নবীদের প্রতি ঈমান আনলে এবং সম্পদের প্রতি মহকরত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর মহকরতে আত্মীয়-বজনকে, ইয়াতীমদেরকে, অন্ডাবগ্নতদেরকে, পর্যটকদেরকে, সাহ্যযোগ্যরাষ্ট্রীদেরকে ও দাসমুক্তির জন্য অর্থ-সম্পদ দান করলে এবং সালাত কায়েম করলে, যাকাত আদায় করলে, প্রযাদ দিয়ে তা পূর্ণ করলে এবং অর্থ সংকটের সময়ে, দুঃখ-কষ্টের সময়ে ও যুদ্ধের কষ্টে ধৈর্য ধারণ করলে। (আর যারা এসব আমলে সালেহ করে) তারাই ন্যায়পরায়ণ এবং তারাই মুত্তাকী।” (২-সূরা বাকার : আয়াত-১৭৭)

২৬৪. দৃঢ় প্রত্যয় অলঙ্ঘনীয় বাধাকেও অতিক্রম করতে পারে

যখন কারো মহান দৃঢ় ইচ্ছা থাকে, তখন সে আব্রাহাম ইচ্ছায় পুণ্যের সুমহান উচ্চতায় আরোহণ করতে পারে। একজন মুসলমানের একটি চরিত্র এত যে, তার কেবলমাত্র উচ্চ ও মহৎ উদ্দেশ্য থাকে তাই নয়, বরং তার দৃঢ় ইচ্ছাও থাকে কেননা, দৃঢ় প্রত্যয় হলো জ্ঞাননিবন্ধন, যা তাকে উচ্চতর গুণাবলির দিকে চালিত করে।

আব্রাহাম ইচ্ছায় হির সংকল্প বা দৃঢ় সংকল্প আপনাকে মহাকল্যাণ বয়ে এনে দিবে। লোকজন আপনাকে এমন দেখতে পাবে যে নাকি শিখছে, ভালো কাজ করছে, উচ্চতর উদ্দেশ্যের জন্য কলজ করে যাচ্ছে অথবা মূলত যে নাকি সাফল্য অর্জন করছে। যা হোক, দৃঢ় প্রত্যয়কে ঐচ্ছিকতার সঙ্গে ভালোপাল পাকিয়ে ফেলার ভুলে পতিত হবেন না। এ দুয়ের মাঝে আসমান জমিন ফারাক বিদ্যমান। যার হির সংকল্প আছে সে প্রতিটি হারানো সুযোগের জন্য অনুভব হয় এবং সে জন্য সে তার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য অনবরত নিজেকে সমুপে চালিত করে। দৃঢ় সংকল্প বা পাকা মিরত ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ ও একনিষ্ঠদের চরিত্র। পক্ষান্তরে, ঐচ্ছিক্য হলো অসুস্থতা বা অত্যাচারী ও হিংস্রাঙ্গাদের মাঝে প্রাধান্য বিস্তার করে (যারা অত্যাচারী, কলে পরকালে হত্যাকাণ্ড তাদের প্রধান চরিত্র হলো ঐচ্ছিক্য)। —অনুবাদক)

হির সংকল্প মানুষকে উপর দিকে বহন করে নিয়ে যায়। অর্থাৎ উচ্চতা মানুষকে অধ্যপতিত করে তাকে অশযশ ও কলহের গভীরতম প্রদেশে টেনে নিয়ে যায়। হে জালী জামপিপাসু ছাত্রা! তোমরা যে পথে আছ, তাতে দৃঢ় ও দৃঢ় সংকল্প থাকো এবং ভয়ে পশ্চাৎপদ (পিছপা) হয়ো না।

২৬৫. জ্ঞানার্জনের জন্য পঠন

জ্ঞানীদের বাগী পঠি করা ও তা নিয়ে গবেষণা করা মনে আনন্দ বয়ে আনে। জ্ঞানীদের অগ্রণী হলেন নবী মুহাম্মদ (ﷺ)। অন্যরা কোনভাবেই তার তুল্য হতে পারেন না। কেননা, তিনি অহীর মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্ত মো'জেজার মাধ্যমে নিশ্চিত এবং স্পষ্ট নিদর্শনসহ আমাদের নিকট প্রেরিত।

২৬৬. আর আমি যখন অসুস্থ হই তিনিই আমাকে সুস্থ করেন

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي -

“এবং আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন তিনিই আমাকে সুস্থ করে তোলেন।” (২৬-সূরা আল শোয়ারা : আয়াত-৮০)

এখানে বিভিন্ন বিষয়ে এমন কিছু উপদেশ উল্লেখ করা হলো, যেগুলো জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট থেকে আমাদের নিকট এসেছে।

আবকারাত বলেছেন, “কঠোর পরিশ্রম করে, অলসতা পরিহার করে, মন্যপান ত্যাগ করে এবং অতিরিক্ত বা বেশি খাবার খাওয়া থেকে বিরত থেকে দীর্ঘকাল সুস্থ থাকুন।”

কোন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, “যে সুস্থতা কামনা করে তার উচিত যথাযথভাবে ও উত্তমরূপে আহ্বার করা। তার পরিমিত পানি পান করা উচিত। দুপুরের আহ্বারের পর সামান্য সময় শুয়ে বিশ্রাম করা ও রাতের খাবারের পর কিছুক্ষণ হাঁটা বিধেয়। শেট করে আহ্বার করার ঠিক পরেই পোসল করা থেকে সাবধান থাকতে হবে।”

আল হারিছ বলেছেন, “যে ব্যক্তি সুস্থ থাকতে চায় তার উচিত দুপুরের খাবার ও রাতের খাবার আদেশভাষে গ্রহণ করা (খাওয়া)।”

প্রেটো বলেছেন, “গাঁচটি জিনিস শরীরকে দুর্বল করে : এমনকি হাফে মাঝে মারাত্মকও হয়ে যায়।

১. দরিদ্র হওয়া।
২. প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।
৩. টক পানীয় পান করা (অল্প পরিমাণ টক পানীয় অবশ্য শরীরের পক্ষে ভালো আর বেশি পরিমাণে টক পানীয় পান করা ক্ষতিকর। -অনুবাদক)
৪. উপদেশ গ্রহণাখ্যান করা এবং
৫. অধুমাত্র মূর্খ থাকাই নয় বরং জ্ঞানীদেরকে উপহাস করা।”

চারটি জিনিস শরীরকে দুর্বল করে

১. অতিরিক্ত কথা বলা,
২. অতিরিক্ত ঘমাসে

৩. অতিরিক্ত বাওয়া এবং

৪. অতিরিক্ত যৌন ক্রিয়া করা।

অতিরিক্ত কথা মত্বিকের শক্তি ও সীমিততাকে দুর্বল করে দেয় এবং মানুষকে দ্রুত বুদ্ধ করে দেয়। অতিরিক্ত ঘুম অন্তরকে অক্ষ করে দেয় এবং মানুষকে অলস ও নির্ভয় করে দেয়। ঘন ঘন যৌন ক্রিয়া মানুষের শক্তি কমিয়ে ফেলে এবং শরীরের উপর ব্যাপক কঠিক প্রভাব ফেলে।

চারটি জিনিস শরীরকে ধ্বংস করে দেয়

১. উদ্ভিগ্নতা, দুশ্চিন্তা বা টেনশন,

২. দূষণ,

৩. কুখা এবং

৪. অবিদ্যা বা নিদ্রাহীনতা।

চারটি জিনিস হৃদয়ে প্রশান্তি বয়ে আনে

১. শ্যামলশোভা, শ্যামসিমা বা সবুজ পাহাড়-পালার দিকে তাকানো,

২. প্রবাহিত পানির দিকে তাকানো,

৩. প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং

৪. ফলন্ত গাছের ফলের দিকে তাকানো।

চারটি বিষয় বা কাজ চোখের দৃষ্টি শক্তিকে দুর্বল করে দেয়

১. খালি পায়ে হাঁটা।

২. খুব জোরে ও ঘুমানোর আগে ঝুঁকুটি করে তাকানো,

৩. ঘন ঘন কান্দা এবং

৪. কুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত লেখা পাঠ করা।

চারটি জিনিস বা কাজ শরীরকে শক্তিশালী করে

১. কোমল পোশাক পরিধান করা,

২. পরিমিত তাপের পানিতে গোসল করা,

৩. মিষ্ট ও সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া (মিষ্ট খাবার এমনকি যে কোন ধরনের খাবারই অধিক পরিমাণে খাওয়া কঠিন) এবং
৪. সুদ্রাণ নেয়া।

চারটি জিনিস চেহারা হালি খুশিভাব ও উজ্জ্বলতা হরণ করে

১. মিথ্যা কথা,
২. অহংকার করা
৩. মূর্খের মতো অতিরিক্ত আবাক্য গ্রহণ করা এবং
৪. ঘন ঘন পাপ কাজ করা।

চারটি জিনিস চেহায়া উজ্জ্বলতা ও হালি খুশিভাব এনে দেয়

১. আত্মসম্মান বোধ;
২. অস্বীকার পূরণ করা;
৩. উদারতা, মহানুভবতা ও বদান্যতা; এবং
৪. ধার্মিকতা বা তাকওয়া।

চারটি কারণে অন্যের আঁপনাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করবে

১. মূর্খতা,
২. হিংসা,
৩. মিথ্যা কথা এবং
৪. অন্যের সম্বন্ধে মিথ্যা গুজব রটানো।

চারটি কারণে আপনার নিকট অবস্থে বিধিক আসবে

১. রাত জেগে দাঁড়িয়ে সলাত পড়া,
২. পবিত্র রাত্তে স্তব্ধতা করা,
৩. অত্যাশংকিতভাবে দান করা এবং
৪. দিনের শুরুতে ও শেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে স্মরণ করা ও তাঁর জিকির করা।

চারটি জিনিস আপনার নিকট বিধিক আসতে বাধ্য দেয়

১. সকালে ঘুমানো,
২. ঘন ঘন প্রার্থনা না করা,
৩. অলসতা ও
৪. আয়ামতের খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা।

চারটি জিনিস মানুষের মন ও হৃদয় শক্তিকে দুর্বল করে দেয়

১. সর্বদা টক খাদ্য ও ফল খাওয়া (অল্প পরিমাণে নিয়মিত টক খাদ্য ও ফল উপকারী। -অনুবাদক)।
২. চিং হয়ে ঘুমানো
৩. দুশ্চিন্তা এবং
৪. উদ্বেগের বোধ (টেনশন ফিল) করা।

চারটি জিনিস মানুষের হৃদয় শক্তিকে বাড়াতে সাহায্য করে

১. হৃদয় মন,
২. অতিরিক্ত পানাহার না করা,
৩. খাদ্যে মিষ্ট ও সবুজ খাবার যোগ করা এবং
৪. অতিরিক্ত শারীরিক যোগ থেকে মুক্ত হওয়া।

২৬৭. সতর্কতা অবলম্বন করুন

মানুষের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে, পটে ও ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং প্রতিটি কাজের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে জেবে দেখা উচিত কেননা, সতর্ক হলে ভবিষ্যতে আশ্চর্য তিরস্কার করার কোন কারণ থাকবে না। যদি কারো প্রচেষ্টার ফলাফল তত হয় তবে অবশ্যই তার উচিত আগ্রাহের তকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করা ও তাঁর প্রশংসা করা। আর যদি কারো প্রচেষ্টার ফলাফল ততটা ভালো না হয় তবে তার বলা উচিত, “আগ্নাহ তাঁর বিধানেকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তিনি যা চান, তা-ই করেন।”

২৬৮. কোন কিছু করার স্থির সিদ্ধান্ত নিন ও পরে তা করুন

এ পুস্তকে আমি কুরআনের যেসব আয়াত, নবী করীম ﷺ-এর হাদীস, কবিতার শব্দভি, গল্প ও জ্ঞানীদের কথা, বাণী ও গ্রন্থ-গ্রন্থন লিখেছি—এসব কিছুই আপনাকে এমন এক জীবন শুরু করতে আহ্বান করে, যা শুভ ও কল্যাণজনক সমাপ্তির আশায় ভরা। যা হোক সত্যিকার স্থির সঙ্কল্প, দৃঢ় সঙ্কল্প এবং জিনিসকে দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও বাস্তবিকতা বা ভয়ভীতি থেকে মুক্ত করার একনিষ্ঠ ইচ্ছা ছাড়া আপনি এ পুস্তক থেকে উপকৃত হতে পারবেন না এবং আপনি একথা মনে রাখলে ভালো করবেন যে, আল্লাহ সেনাব নবীদেরকে আশ্বাসা মর্যাদা দান করেছেন যাদের দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি ছিল।

“অতএব (মুহাম্মদ ﷺ) আপনি তেমনি ধৈর্য ধরুন যেমন নাকি দৃঢ়-সঙ্কল্প নবী-রাগুলগণ ধৈর্য ধরেছেন।” (৪৬-সূরা আল আহ্কাফ : আয়াত-৩৫)

আদম (আ) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

“কিন্তু সে ভুলে গেল এবং আমি তার কোন দৃঢ়-সঙ্কল্প পেলাম না।”

(১০-সূরা ইউনুস : আয়াত-১১৫)

এবং তাঁর সম্ভাবনের ঘটনাও অনুরূপ। পিতার অনুকরণ করা অন্যায় নয়। কিন্তু একপক্ষে পাণ করে অপনপক্ষে তওবা না করে তাঁকে অনুকরণ করা কারো উচিত নয়। আর একমাত্র আল্লাহই আমাদেরকে সাহায্য করেন।

২৬৯. এ পার্শ্ব জীবন

মানুষের পরকালীন কল্যাণ নির্ভর করে কিভাবে সে এ জীবনে নিজের সাথে আচরণ করে তার উপর। এ জীবন ও পরবর্তী জীবনের মাঝে যে সম্পর্ক তা মনে রাখা প্রত্যেক মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কেননা, কেউ কেউ ভুলক্রমে ভেবে নিয়েছে যে, একমাত্র এ পৃথিবীই সব (পরকাল বলাতে কিছু নেই)। তারা সম্পদ জমা করে এবং এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি আসক্ত হয়ে তাদের সময় অতিবাহিত করে। আরপর তারা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তাদের বুকের ভিতর অপরূপ রাখে এবং তা ভুলে গিয়ে মাঝে যায়।

মাঝে মাঝে আমি এ পৃথিবীতে আমাদের দীর্ঘকালীন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও এমন জীবনের জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ প্রত্যাশাতে বিষয়বোধ করি যে, জীবনে মানুষ যে কোন মুহুর্তে মারা যেতে পারে।

وَمَا تَذَرِي نَفْسًا ذَا نَسَبٍ غَدًا - وَمَا تَذَرِي نَفْسًا
بِأَيِّ لَرٍحٍ تَمُوتُ .

“কেউ আসে না সে আগামীকাল কী উপার্জন করবে আর কেউ আসে না সে কোথায় মরবে।” (৩১-সূরা শোবুহান : আয়াত-৩৪)

নিজেকে এ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করুন

১. আপনি কি সত্যি সত্যিই মনে করেন যে, আপনার প্রভুর প্রতি অসন্তুষ্টি থেকে বা তার তন্তুদীর বা বিধানের প্রতি অসন্তুষ্টি থেকে এবং আপনার রিযিক ও মেধা নিয়ে অসন্তুষ্টি থেকে আপনি শান্তি ও প্রশান্তি খুঁজে পাবেন?
২. আপনি কি আপনার প্রভুর কল্যাণ ও অনুগ্রহের জন্য যথায়যথায় দানদান দিয়েছেন, যাতে আপনি অন্যান্য অনুগ্রহ চাপ্তার বোণ্য হতে পারেন? যে ব্যক্তি আল্লাহ কাজ পরিচালনা করতে অক্ষম, তার তো অধিক কাজ পরিচালনা করতে আরো বেশি অক্ষম হওয়ার কথা।
৩. আল্লাহ আমাদেরকে যে মেধা দান করেছেন তাকে যখন আমরা উন্নত ও সংকর করতে ব্যর্থ হই, তখন কেন আমরা তিনি যেটুকু মেধা দিয়েছেন তা থেকে উপকৃত হই না? যদি সে মেধাকে কাজে লাগাতাম তবে আমরা অন্যদেরকে কিছু নিতে পারতাম এবং সমাজে অবদান রাখতে পারতাম।

কারিগত গুণাবলি ও মেধা প্রায়ই আমাদের ভিতরে লুকায়িত থাকে। তবুও আমাদের অনেকের মাঝে মেধা মূল্যবান খনিজ পদার্থের মতো কু-গর্ভে লুকায়িত থাকে। এসব খনিজ পদার্থকে একমাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তিই খুঁড়ে বের করতে পারে এবং ধুয়ে-মুছে ও ঘষে-মেজে চক্চকে করে তুলতে পারে।

সুতরাং আমাদের কাজ হলো আমাদের মেধাকে খুঁড়ে তোলা ও তারপর একে উন্নত করা।

২৭০. ক্ষতি থেকে পলায়ন ক্ষণস্থায়ী সমাধান

আবুল গবি আল আমির লিখিত ‘আলমুজাহাযন’ বা ‘পলাতক’ নামক পুস্তকখানি আমি পড়েছি। এটি একটি মজাদার পুস্তক। এতে তাদের কাহিনী বর্ণিত আছে যারা তৎকালীন নির্ভয়, উৎপীড়ক, সার্বভৌম শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট বন্দী হয়ে আসার ভয়ে পানিয়ে দিয়েছিল।

আবু উমর ইবনুল উলা তাঁর কঠোর কথা বলেছেন, “আমাকে যখন হাজ্জাজ হুমকি দিল তখন আমি ইয়েমেনে পানিয়ে গিয়ে সানদ্রাতে এক গৃহে ছিলাম। রাত্রে আমি ছানে বসে থাকতাম আর দিনে ঘরে লুকিয়ে থাকতাম। এক রাত্রে ছানে থাকাকালে তিনি এক লোককে আবৃত্তি করতে তুললেন—

رَبَّنَا نَجْزِعُ النَّفْسَ مِنَ الْأَمْرِ * لَهُ فُرْجَةٌ كَحَلِّ الْعِقَالِ .

অর্থ : “আমরা হয়তো এমন বিছরের ভয়ে ভীত, গিরা খোলার মতো যার সমাধান রয়েছে।”

আবু উমর আরো বলেছেন, লোকটি যখন বলল, ‘সমাধান’ তখন আমি আশার আলোর বিক্ষুরণ অনুভব করলাম ও নিজেকে সুবীবোধ করলাম। আর আমি তুললাম যে আরেক লোক ঘোষণা দিলে, হাজ্জাজ মারা গেছে। এতে বাকি কথার ব্যাখ্যা হয়ে গেল।

আল্লাহর কলম, আমি জানি না যে, ‘সমাধান’ ও ‘হাজ্জাজ মারা গেছে’ এ দু’টি কথার কোনটি আমাকে আনন্দিত করেছে।

একমাত্র একটি সিদ্ধান্ত বা ফয়সালা আছে আর তা অবশ্যম্ভবী ও অবশ্যই তা বাস্তবায়িত হবে। আর সে সিদ্ধান্তের ফয়সালা হল তাঁর সিদ্ধান্ত বা ফয়সালা হীর হাতে আলমাম-জমিনের নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব ও শাসন।

“সর্বনা তিনি কাজে রত।” (৫৫-সূরা আর রহমান: আয়াত-২৯)

(অর্থাৎ, কাউকে সম্মান দান, কাউকে অসম্মানিত করা, কাউকে জনের মাধ্যমে জীবন দান, কাউকে মৃত্যু দান করা ইত্যাদি কাজে আল্লাহ সর্বনা ব্যস্ত থাকেন।)

হাসান বসরী (৪)-কেও হাঙ্কাজ বিন ইউসুফ থেকে পালাতে হয়েছিল, হাঙ্কাজের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে হাসান বসরী (৪) সেজদা করে আল্লাহর তবরিকাত আনায় করেছিলেন।

“তাদের জন্য আসমান-জমিন কেউ কাঁদেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি।” (৪৪-সূরা আদ গোবান : আয়াত-২৯)

ইব্রাহীম আনুনাখাতীও আরেকজন যিনি হাঙ্কাজের কাবণে লুকিয়ে ছিলেন। হাঙ্কাজের মৃত্যু সংবাদ বখান তার নিকট পৌঁছল তখন তিনি আনন্দে কেঁদে ফেলে বললেন-

طَفَعَ السُّرُورُ عَلَى حُثِّيْ اِثْنَيْنِ * مِنْ عِظَمِ مَا قَدْ سَرَّيْنِيْ اَبْكَائِيْ.

ভাবার্থ : আনন্দ আমাকে একটাই পরাভূত (আশ্বহারা) করেছে যে, আমি আনন্দে কেঁদে ফেলেছি।”

“আর আমি তোমাদের কতককে কতকের জন্য শরীকায়রূপ করে নিয়েছি। তোমরা যৈয ধরবে কি? আর তোমার প্রতিপালক তো সর্বদ্রষ্টা।”

(২৫-সূরা আল ফুরকান : আয়াত-২০)

একবার হুমরাহ নামে এক লাল বর্ণের ঘুঘু জাতীর কবুতব নবী করীম ﷺ-এর মাথার উপর দিয়ে গড়গড় করে উড়ছিল। এটা কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল। নবী করীম ﷺ বললেন-

مَنْ قَبَّحَ عَلَيْهِ بِأَفْرَاحِهَا؟ رُؤُوا عَلَيْهَا أَفْرَاحَهَا .

“কে এটার ছানাকে হিনিয়ে নিয়ে এটাকে কই দিচ্ছে এটাকে এর ছানা ফিরিয়ে দাও।”

এ বিষয়ে মন্তব্য কবে একজন বলেছেন-

جَاءَتْ اِلَيْكَ حَمَامَةٌ مُّشَافَةً * تَشْكُرُ اِلَيْكَ بِقَلْبٍ صَبٍّ وَاحِدٍ .

مَنْ اَخْبَرَ الْوَرَقَا، اَنْ مَكَانَكُمْ * حَرَمٌ وَّاَنْكَ مَلْجَأٌ لِلْخَائِبِ .

জাব্বার্ব : “এক কবুতর আশা করে আপনার নিকট এসে আস্থির প্রেমিকের আশ্রয় নিয়ে আপনার নিকট অভিযোগ করল। যুহুকে কে জানাল যে, আগনি নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং ভীত-সন্ত্রস্তদের জন্য অতঃর আশ্রয়স্থল।”

সাদিদ ইবনে যুবাইর (রা) বলেছেন, “আল্লাহর কসম, আমি কিছুকাল সর্বনা হাজ্জাজ থেকে পালিয়ে বেড়াইতাম। অবশেষে আমি লজ্জিতবোধ করলাম।” একথা বলার অল্পকাল পরেই তাঁকে হাজ্জাজের সামনে হাজির করা হলো। যখন তবাবি রাশতুক করে তাঁর মাথাব উপর তুলে ধরা হলো, তখন তিনি হাসলেন। হাজ্জাজ বলল, “আপনি কেন হাসছেন? তিনি উত্তর দিলেন, “আমি যখন পতীরভাবে চিন্তা করছিলাম, তখন আমার মনে একটি ধারণা হলো (বা চিন্তা চুকল) আর তাহলো, আল্লাহর প্রতি তোমার ঘৃণতা, ঔদ্ধত্য, নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা এবং তোমার প্রতি আল্লাহর করুণা দেখে আমি বিধিত হয়ে পিয়েছিলাম।” ঐ পরিস্থিতিতে বিষয়াদিকে ঐ আলোকে দেখা অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতা ও আল্লাহর অঙ্গীকারের প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) ও নির্ভরতা প্রদর্শন করেছে।

২৭১. মনে রাখুন যে আপনি পরম করুণাময়ের সাথে লেনদেন করছেন

নিম্নোক্ত হাদীসটি আমি যখন পড়েছি তখন আমাকে এটা পতীরভাবে নাড়া দিয়েছে এবং এটা যদি আপনার ওপরেও একই প্রভাব ফেলে তবে আমি এতে বিস্মিত হব না। ইমাম আহমদ (র), ইমাম আবু ইয়া'লা (র), ইমাম বাজ্জার (র), এবং ইমাম তবারানী (র) সকলেই নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

“একবৃদ্ধ লোক লাঠিতে ভর করে নবী করীম ﷺ এর নিকট এসে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি অনেক বিশ্বাসঘাতকতা ও পাপ করেছি। আমাকে কি মাফ করা হবে?” রাসূলুত্তাহ ﷺ বললেন, “আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর

রাসূল” লোকটি বলল, “হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল” নবী করীম ﷺ বললেন, “নিশ্চয় আল্লাহ আপনার বিশ্বাসঘাতকতা ও পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।” “আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ (আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর)” (একথা) বলতে বলতে লোকটি চলে গেল।”

এ হাদীস থেকে কিছু বিষয় বুঝা যায়। তার একটি হলো— আল্লাহর করুণার বিশালতা। আরেকটি হলো— ইসলাম গ্রহণ বা তওবা অতীতের পাপ মাফ করে দেয়। (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলে বা তওবা করলে আল্লাহ অতীত পাপকে ক্ষমা করে দেন।)

আরো একটি বিষয় হলো যে, যিনি সবকিছু জানেন তাঁর ক্ষমার তুলনায় পাছাড় পরিমাণ ওনাহ কিছুই নয়। অবশেষে আল্লাহর ব্যাপক উদারতার প্রতি এবং তাঁর সুদূর প্রসারী করুণার প্রতি আশাবিত্ত হওয়ার পাশাপাশি আপনার প্রতিপালকের সম্বন্ধে আপনার সুধাবর্ণনা গোষণ করা আপনার অন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

২৭২. আশাবাদ

ইবনে আব্বি দুইয়ার ‘ইসনুয়ুয়ল্ল বিল্লাহ বা আল্লাহর প্রতি সুধাবর্ণা’ নামক কিতাবে (পুস্তকে) কুরআন-হাদীস থেকে দেড়শতামিক পাঠ সন্নিবেশিত আছে, যেগুলো ঈমানদারকে অনুরোধ করে আশাবাদী হতে, হত্যাশাকে ছুঁড়ে ফেলতে এবং কাজের মাধ্যমে কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে এবং একটি আশাব্যঞ্জক ব্যাপার হলো— নেক আমলের কারণে কল্যাণ পাওয়া যাবে—এ অস্বীকার প্রদানকারী আয়াতের সংখ্যা সে সব আয়াতের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি, যেসব আত্মাত পাপকাজ করার কারণে আসন্ন শাস্তির হুমকি দেয়। আর মহান আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য পরিমাপ (তকদীর বা বিধান) তৈরি করেছেন।

২৭৩. গোটা জীবনটাই পরিশ্রম

আপনার জীবনের উত্থান-পতন নিয়ে দুঃখ করবেন না; কারণ, আপনি দুঃখ-কষ্ট এড়াতে পারবেন না।

জীবন সাধারণত কাজ ও দায়িত্বের সাথে সম্পর্ক রাখে; জীবনের অর্থই হলো—কাজ ও দায়িত্ব। সুখ হলো একটি ব্যতিক্রম বা একটি ক্ষণস্থায়ী পর্ব, যা বিকিণ্ডভাবে আসে যায়। আপনি এ জীবনের আশা করেন, অথচ আপ্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এটাকে স্থায়ী আবাস ইওয়া পছন্দ করেন না।

এ পৃথিবী যদি পবীক্ষার স্থান না হতো তবে এটা রোগ-বালাই ও দুঃখ-কষ্ট মুক্ত হতো। সর্বশ্রেষ্ঠ মানব নবী বাসুলগণের জন্য এটা আরামদায়ক আবাস হতো। আদম (আ) এ পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার দিন পর্যন্ত দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যার মোকাবেলা করেছেন। নূহ (আ)-এর বজাতিই তাকে উপহাস করেছে। নবী ইব্রাহীম (আ) আত্মন ছাড়া ও নিজের পুত্রকে জবাই করার হুকুম (আদেশ) দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছেন। নবী ইয়াকুব (আ) তাঁর পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং কাদতে কাদতে অঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন। নবী মুসা (আ) ফেরাউনের অত্যাচার সহ্য করেছিলেন এবং পর্বতসীতে তাঁর বজাতির অবাধ্যতাও সহ্য করেছিলেন। ইসা (আ) দরিদ্র ছিলেন। নবী মুহাম্মদ ﷺ দাবিদ্রতা ও তাঁর বজাতির খুঁটতা সহ্য করেছিলেন এবং তিনি তাঁর প্রিয় চাচা হামজা (ব)-এর (মৃত্ত-জনিত) বিয়োগ বাথা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন—

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَعَنْةُ الْكَافِرِ .

“দুনিয়া মুমিনের জেলখানা ও কাফেরের জন্মাত।”

আর অফেরিক অর্থেই ইমানের কারণে মুত্তাকী, আলেম ও সিন্দীকদের কারাবন্দী হওয়ার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

২৭৪. একটু ভেবে দেখুন

যায়েদ ইবনে সাবিত (র) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছেন—

مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ
بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتْ
الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ
الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ.

ভাবার্থ : “দুনিয়া যার প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহ তার কাজকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিবেন এবং তার চোখের সামনে দরিদ্রতাকে বড় করে ধরবেন আর তার ভরসা হবে যা আছে, তা ছাড়া দুনিয়া থেকে কোন কিছুই তার নিকট আসবে না (ভরসার অতিরিক্ত কোন কিছুই সে পাবে না)। আর পরকাল যার উদ্দেশ্য আল্লাহ তার কাজকে সুসংহত করে দিবেন তাঁর অন্তরে ধনাঢ্যতা দান করবেন এবং দুনিয়া লঙ্ঘিত হয়ে (বাধ্য হয়ে) তাঁর নিকট আসবে।”

আব্দুল্লাহ ইবনে যাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছেন—

مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ
وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا كَمْ يُبَالِ اللَّهُ
فِي أَيِّ أَوْدِيَّتِهَا هَلَكَ.

ভাবার্থ : “যার আবেগান্তের উদ্দেশ্যই একমাত্র উদ্দেশ্য (হয়) আল্লাহ তাঁর দুনিয়ার উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট (হয়) আর দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে যার উদ্দেশ্য (হয়) সে দুনিয়ার কোন্ উপত্যকায় ধ্বংস হবে, সে বিষয়ে আল্লাহ কোন পরোয়া করেন না।”

২৭৫. মধ্যম পন্থা ধ্বংস থেকে রক্ষা করে

দুটি বিষয় মানুষকে সুখী জীবন পরিচালনা করতে সাহায্য করে-

১. বরণে আত্মসংযম । ২. আশা পূরণে আত্মসংযম ।

প্রত্যেককে তার আশা পূরণে আত্মসংযমী হতে হবে। অন্যথায় তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা এতটা বেড়ে যাবে যে, সে সর্বদা পরিতুষ্ট হতে চাইবে। ফলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। রাগ সবদেও একই কথা বলা যেতে পারে। কেননা এটাও ধ্বংস করে দিতে পারে।

সকল কাজে যা প্রয়োজন তা হলো মধ্যম পন্থা। অতিরিক্ত শক্তি উদ্ভা, হিংস্রতা ও হত্যাতে সহজ করে তোলে। পক্ষান্তরে, যদি শক্তির ঘাটতি থাকে তবে কেউ অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু যখন কেউ শক্তিকে পরিমিতভাবে ব্যবহার করে তখন সে ধৈর্য, ধীরত্ব ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি গুণাবলীকে যথাস্থানে ও যথাসময়ে প্রদর্শন করতে পারে। একই কথা আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্যও চলে। যদি অতিরিক্ত কামনা-বাসনা থাকে তবে শয়তানি ও দাম্পট্যতা প্রাধান্য পাবে। আর যদি খুব কম আশা-ভরসা থাকে তবে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়বে। যা হোক, আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি পরিমিত পরিমাণে থাকে তবে চারিত্রিক পবিত্রতা ও পরিতৃপ্তি উভয়ই অর্জন করা যাবে। স্রষ্টার শরীকে আছে-

عَلَيْكُمْ قَدِيًّا نَاصِدًا

“তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী হোয়ায়েত অনুসরণ করতে হবে।”

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا .

“আর এক্ষেপে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী জাতি বানিয়েছি।”

(২-সূরা বাকার : আয়াত-১৪৩)

২৭৬. প্রধান বৈশিষ্ট্য দ্বারাই মানুষকে গণ্য করা হয়

সফল হওয়ার অর্থ হলো আপনার এমন ভালো গুণাবলী থাকতে হবে, যা আপনার মন্ব গুণাবলীকে সংখ্যায় ছড়িয়ে যাবে ও সেগুলোকে জান করে দিবে। আপনার জীবনে এ অবস্থা যখন বাস্তব রূপ নিবে তখন জনগণ আপনাকে গুণের মালা পরিয়ে দিবে এমনকি যে গুণ আপনার সেই তার জন্যও। জনগণ আপনার সম্বন্ধে কোনরূপ সমালোচনাও গ্রহণ করবে না; যদিও আপনার সম্বন্ধে যা বলা হচ্ছে তা সত্যি। (ব্যাপারটি তেমনই যেমন নাকি) একটি পাহাড়ের একটি পাখির বাড়লে বা কমলে পাহাড়ের কিছুই কমে বা বাড়ে না।

যদিও আমি এখানে ওখানে মহান উল্লর ও বদান্য আরব কায়েসের এবং বিখ্যাত নেতা কুতাইবা ইবনে মুসলিমের কিছু সমালোচনা পড়েছি তবুও আমি সেরব লোকের সেরব সমালোচনা ও নিন্দাকে পুঙ্ক্তকারলিতে ব্যাপক আকারে পাইনি এবং সেগুলো রূপের নিকট গৃহীতও হয়নি। এর কারণ এই যে, তাদের মন্ব গুণাবলী হারিয়ে গেছে এবং তা তাদের ভালো গুণাবলীর অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে। অপরপক্ষে, হাজ্জাজ, আবু মুসলিম খোরাসানী ও উবাইদী সম্বন্ধেও আমি ভালো কিছু পড়েছি।

কিছু কেউ সে সব প্রশংসার কথা মনে করে না এবং কেউ বিশ্বাস করে না যে, এমন ধরনের লোকদের মাঝে কোন ভালো গুণ ছিল। এর কারণ হল তাদের বিপুল মন্ব কাজের মাঝে এসব ভালো গুণ হারিয়ে গেছে। আব্দুল্লাহ তাঁর সৃষ্টির ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে কতই না নিযুক্ত ও ন্যায়পরায়ণ।

২৭৭. মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য

নবী করীম ﷺ বলেছেন—

كُلُّ مُبْرَرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ

ভাবার্থ : “যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সে কাজ সহজ ।”
তাহসানে প্রতিজ্ঞাকে কেন অবজ্ঞা করে ছুড়ে ফেলা হয়? সবচেয়ে শোচনীয় হতজাশা সে ব্যক্তি, যে নাকি (নিজের বজ্রপ বাস নিয়ে) অন্য আরেকজন হতে চায় (হব্বু অন্যের অনুকরণ করতে চেষ্টা করে) । বুদ্ধিমান ও জানী সে ব্যক্তি যে নাকি নিজেকে নিয়ে গবেষণা করে এবং তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা পূর্ণ করে । যদি ভ্রাইতার হওয়ার কথা থাকে তবে পাড়ি চালাবে । যদি কৃষক হওয়ার কথা থাকে তবে সে চাষাবাদ করবে । আরবী ব্যাকরণবিদ ‘সীবাওয়ইহ’ হাদীসশাস্ত্র নিয়ে গভীরান্বিত করেছিলেন । কিন্তু এ শাস্ত্র তার কাছে কঠিন লাগল । তাই তিনি (আরবী) ব্যাকরণ নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন এবং শুধুমাত্র দশই হলেন না, অধিকন্তু, ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ একজন (আরবী) ব্যাকরণবিদ হয়ে গেলেন ।

একজন জানী লোক বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন কাজ করতে চেষ্টা করে যা তাকে মানস্য না সে ঐ লোকের হতো যে-নাকি দামেকে খেজুর গাছ লাগায় অথবা তার হতো যে নাকি আরব উপদ্বীপে লেহুগাছ লাগায় ।”

ভেবে দেখুন : হাসান বিন্ সাবিত (রা)-এর গলার আগুয়াল মুয়াজ্জিদ হওয়ার উপযোগী ছিল না । কেননা তিনি বিলাল (রা) ছিলেন না এবং খাদিদ বিন্ ওয়ালিদ (রা) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টন করতেন না কারণ তিনি যাদিদ বিন্ সাবিত (রা) ছিলেন না । {যাদিদ বিন্ সাবিত (রা) ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে সুবিদ্ধ ছিলেন ।} অতএব, বিষয়ের পরিকল্পনায় আপনার অবস্থান ভালো করে তা নির্দিষ্ট করুন । (অর্থাৎ, আপনার জন্য উপযুক্ত কাজটি- আপনার জন্য বেছে নিন ।

একজন আরব কবি বলেছেন—

وَلِمَعَارِكِ أَطْلَالَهَا خُلْفُوا * وَلِلدَّرَاوِينِ حُسَابٌ وَكُنَابٌ

ভাবার্থ : যুদ্ধের জন্য বীর (সৃষ্টি করা) আছে আর বইয়ের জন্য লেখক ও কবি (সৃষ্টি করা) আছে ।” (ইংরেজি পুস্তক অনুসারে অনুবাদ করা হলো ।)

২৭৮. শুধুমাত্র বুদ্ধিমান হওয়াই যথেষ্ট নয়- হেদায়াত ও প্রয়োজন

খবর শোনাকালে আমি তখনই পারলাম যে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী নাজিম নাজিব মাহমুজকে গোপনে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যখন সংবাদ তুলেছিলাম তখন আমার চিন্তা-ভাবনা তার নিষিদ্ধ যে সব পুস্তক আমি পড়েছিলাম সে দিকে মোড় নিল এবং আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম। এই স্পষ্ট চতুরতা সত্ত্বেও সে এই সত্য সম্বন্ধে কতই না মূর্খ যে- বাস্তবতা কল্পনার চেয়ে উৎকৃষ্ট। চিরস্থায়ী জীবন অস্থায়ী জীবনের চেয়ে উত্তম এবং ঐশী বিধান মানববচিত্ত বিধানের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চতর (ত্বরের)।

أَسْرَئِلُ يَهْدِي إِلَى الْحَيِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِي .

“যিনি সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করেন তিনি বেশি আনুগত্যের ইচ্ছার নাকি সে যাকে পথ প্রদর্শন করা না হলে সে পথ পায় না?” (১০-শুরা ইউনুস: অয়াত- ৩৫)
তার বিশ্বাসের দৃষ্টিপোচের করার, উপস্থাপন করার ও অনুপ্রেরণা দান করার ক্ষমতাকে গ্রহণ করে তিনি তার কল্পনা থেকে তার নটক নিয়েছেন। যা হোক শেষ পর্যন্ত তিনি শুধুমাত্র গল্পই রচনা করেছেন-সত্যের মাঝে যার কোন জিহা নেই।

তার জীবনী পড়ার পর আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিকে অনুধাবন করতে পেরে এটাকে আর্কড়িয়ে ধরেছি। (আর তা হলো) কেউ নিজের সুখকে বিসর্জন দিয়ে অন্যকে সুখী করতে পারে না। আপনি যখন নিজেই দুঃখী ও শোচনীয় অবস্থায়, তখন আপনি অন্যকে সুখী করবেন এটাকে সঠিক মনে করা যেতে পারে না এবং কখনও স্বাভাবিক মনে করবেন না। কিছু কিছু লেখক প্রতিভাবান লোকদের প্রশংসা করেছেন এ কারণে নয় যে, তারা সুখ-শান্তিকে অনুধাবন করতে পেরেছেন, বরং এ কারণে যে, তারা অন্যের নিকট আলো নিয়ে আসার জন্য নিজেদের অন্ধরে আলো জ্বলতে দিয়েছেন। যা হোক সত্যিকার প্রতিভাবান হলো সে ব্যক্তি, প্রথমে যার অন্ধর আলোকিত হয় এবং পরে অন্যদেরকে পথ প্রদর্শন করে। সে সর্বপ্রথমে নিজের জন্য হেদায়েতের ও কল্যাণের একটি ভিত্তি তৈরি করবে এবং পরে অন্যদের জন্য। আপনি নাজিম মাহমুজের লেখানুযায়ী পরকাল ও অদৃশ্য জগৎ সম্বন্ধে কোন ধারণা পাবেন না। যা আপনি পাবেন, যদিও তা কল্পনা, স্বপ্ন ও আবেগের

জগৎ তবুও তার রচনাবলি প্রলুব্ধকর ও মুগ্ধকর আর এ কারণে সেতলো জনপ্রিয় ও সফল হয়েছিল। কিন্তু এ বিশাল রচনা সত্ত্বেও কোথায় কেউ উচ্চতর উদ্দেশ্য ও মহা সংবাদ বুঝে পাবে? সত্য বলতে কি, তার বই-পুস্তকে এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে— এমনটি আপনি পাবেন না।

كُلَّ لَيْدٍ فَزَلًا، وَهَزَلًا، مِنْ عَطَا، رَبِّكَ. وَمَا كَانَ عَطَا، رَبِّكَ،
مَعْظُورًا.

“আমি তোমার প্রভুর দান থেকে এদের ও তাদের প্রত্যেককে হাদান করি। আর তোমার প্রভুর দান নিষিদ্ধ নয়।” (১৭-সূরা বনি ইসরাঈল আয়াত-২০)

আমি স্বীকার করি যে, নাজিব মাহফুজ যে কাজ করতে শুরু করেছিলেন তা তিনি বুঝেছিলেন, কিন্তু মানুষ সব সময় যা বুঝতে চেষ্টাচ্ছে তা বুঝার জন্য এটা যথেষ্ট নয়। যা প্রয়োজন তা হলো আল্লাহ যা চান তা পূর্ণ করা।

“আল্লাহ চান তোমাদের নিকট (হাদান-হারামের বিধান) স্পষ্টরূপে বর্ণনা করতে। তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি তোমাদেরকে প্রশ্রয় করতে এবং তোমাদেরকে কমা করতে। আর আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞ। আর আল্লাহ তোমাদেরকে কমা করতে চান অথচ যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে তোমারা ভীষণভাবে লক্ষ্যহীন হয়ে যাও।”

(৪-সূরা নিশা : আয়াত-২৬-২৭)

আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে। তবে জান্নাত বা জাহান্নামের দিকে ধাবিত (অগ্রসর) হচ্ছে বলে অহীরা মাধ্যমে যে ব্যক্তি সনাক্ত হয়েছে তার কথা ভিন্ন। ব্যাপারটা ওরকম হওয়াতেই আমি লোকদেরকে তাদের কথা ও কাজ দ্বারা বিচার-বিবেচনা করতে পারি।

“কিন্তু তুমি অবশ্যই তাদের কথাও চুপে তাদেরকে চিনতে পারবে।”

(৪৭-সূরা মুহাম্মদ বা ফেতল আয়াত-৩০)

বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখলে পক্ষার্থচিন্তা এই হয় যে, যখন কারো অন্তর থাকে বিশেষপামী ও মিথ্যায় ভরপুর, তখন যদি সে রাজাও হয় তবে এতে তার কি লাভ হবে? মেধা ও সফলতা যদি কাউকে মুক্তির পথে পরিচালিত না করে তবে তারা কোন সত্য কাজের জন্য চেষ্টা করেও বার্থ হবে।

২৭৯. অন্তরের সৌন্দর্যে বিশ্বজগতের সৌন্দর্য উপলব্ধি

সত্যিকার সুখী হতে হলে জীবনের সৌন্দর্য ও জীবনকে উপভোগ করা উচিত। এই আমোন-প্রমোন কেবলমাত্র ইসলাম গ্রন্থ (ইসলামের) সীমানা দ্বারাই সীমাবদ্ধ। আব্রাহাম আমাদের জন্য সুন্দর সুন্দর জাদুঘর এজন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তিনি নিজেই সুন্দর ও সুন্দরকে ভালবাসেন আর তাঁর নিদর্শনাবলি নিয়ে যাতে আমরা গবেষণা করি এজন্য তার চমৎকার সৃষ্টির মাঝে তাঁর (চমৎকার) নিদর্শনাবলি রয়েছে।

“পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছু তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।” (২-সূরা বাকারা : আয়াত-২৯)

সুস্বাদু, সুস্বাদু খাবার ও বিশ্বব্যবস্থার বীথি-এসব কিছুই অন্তরে উপলব্ধি, হাসি মুখের ও সুখ করে আনে।

নবী করীম ﷺ বলেছেন—

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُثْيَاكُمْ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجَعِلَتْ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

ভাবার্থ : “তোমাদের দুনিয়া থেকে আমার নিকট সুগন্ধি ও নারীদেরকে বিহ্বল করে দেয়া হয়েছে আর সালাতের মাঝে আমার চোখের শক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে।”

চরম ও কঠোর আত্ম-সংযম কারো কারো জীবনের চমৎকারিত্বকে মেঘাচ্ছন্ন ও বিকৃত করে দিয়েছে। তারা কুমারের জীবন যাপন করে, তারা ইচ্ছা করেই চরম দরিদ্র জীবন-যাপন করে এবং তারা তাদেরকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করে।

আব্রাহাম রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَكِنِّي أَصُومُ وَأَقْطُرُ وَأَقْرُمُ وَأَقْشُرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَأَكُلُ
اللَّحْمَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي لَكِنِّي لَكِنِّي مَيِّتٌ

ভাবার্থ : “কিন্তু আমি কখনও রোযা রাখি আমার কখনও রোযা ভেঙে ফেলি, কখনও আমি রাত জেগে সালাত আদায় করি আমার কখনও বিশ্রাম করি,

আমি নারীদেরকে বিবাহ করি এবং পোস্তও খাই; অতএব, যে ব্যক্তি আমার রীতি নীতিকে অশঙ্কন করবে (বা আমার তরীকা থেকে সরে যাবে) সে আমার দলভুক্ত নয়।”

কিছু কিছু সম্প্রদায়ের অনুসারীদেরকে এমন কিছু কাজ বশ করে রেখেছে যা দেখতে অদ্ভুত ও বিব্রতকর; কেউ কিছু নির্দিষ্ট খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকবে; অন্যেরা হাসি ছেড়ে দিয়েছে এবং অন্যান্য এমনও লোকজন রয়েছে, যারা নিজেদেরকে ঠাণ্ডা পানি পান করা থেকেও বিরত রেখেছে। যেন তারা বুঝে না যে এসব কাজ নিজেদেরকে অত্যাচার করার ও নিজের আত্মার উদ্ধৃত্যাকে নিজিয়ে ফেলার শামিল।

“(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলে দিন, ‘আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে এবং হালাল ও পবিত্র খাদ্যকে কে হারাম করেছে?’ (৭-সূরা আল আ’রাক : আয়াত-৩২)

আল্লাহর রাসূল ﷺ মধু খেতেন অথচ তিনি সর্বাপেক্ষা ধার্মিক মানুষ ছিলেন। কারণ আল্লাহ মধুকে খাওয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

“তাদের (মৌমাছির) গুঁট থেকে নানা রংয়ের (মধুর) পানীর বের হয়, তাতে মানব জাতির জন্য আরোণ্য রয়েছে।” (১৬-সূরা আন নিসা : আয়াত-৬৯)

আল্লাহর রাসূল ﷺ একজন কুমারীকেও বিয়ে করেছিলেন এবং তিনি এমন নারীদেরকেও বিয়ে করেছিলেন, যারা হযরত বিধবা নব্বতো জালালগাথা ছিল।

“অতএব তোমরা তোমাদের পছন্দসই নারীদের থেকে দুটি, তিনটি অথবা চারটি (করে) বিয়ে কর।” (৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-৩)

তিনি ধর্মীয় আনন্দের দিনসমূহে এবং অসামান্য বিশেষ সময়েও উত্তম পোশাকাদি পরিধান করতেন।

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

“প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা তোমাদের সুন্দর সুন্দর পোশাক পরিধান করো।” (৭-সূরা আল আ’রাক : আয়াত-৩১)

যে নবী করীম ﷺ-কে অনুসরণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য, যিনি সত্য ধর্মসহ প্রেরিত হয়েছেন, তিনি দেহ-মন উভয়েরই হক আদায় করেছেন।

২৮০. দুঃখ-কষ্টের পরেই আরাম-আরেশ

দুঃখ-কষ্ট যতই কঠিন ও সুদুঃখসারী হোক না কেন তা কখনই চিরস্থায়ী হয় না, যবৎ কারো পরিস্থিতি যতই জটিল-কঠিন হয় ততই সে স্বাস্থ্য, বস্তু ও আরাম-আরেশের নিকটবর্তী হয়। তখন আত্মাহুত পক্ষ থেকে সাহায্য নেমে আসে। প্রতিটি অন্ধকার রাত্রির শেষ কি আলোকিত সকাল নয়।

২৮১. আপনি হিংসার উর্ধ্বে

সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তিনি, যিনি পরকাল চান এবং আত্মাহুত মানুষদেরকে বা দান করেছেন তার জন্য তিনি তাদেরকে হিংসা করেন না। তিনি হলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি উচ্চতর মূলনীতির বাধী বহন করেন এবং অন্যদেরকে এ বাধী জানাতে চান। তিনি যদি তাদের কোন উপকার করতে না পারেন তবে তিনি কমপক্ষে তাদের কোন ক্ষতি করেন না। উদাহরণস্বরূপ বিদ্যাসাগর ও মুফাখিরে কুরআন ইবনে আক্বাস (রা)-এর কথা ধরুন। (এখানে বিদ্যাসাগর বলতে ইব্রাহিম বিদ্যাসাগর নয়-বরং ইবনে আক্বাস (রা)-কে বিদ্যাসাগর বলা হয়েছে-বঙ্গানুবাসক) তিনি তার উল্লত আচরণ এবং উদার- ও মহানুভব আচার মাধ্যমে শত্রু উমাইয়া গোত্র, মারওয়ান গোত্র ও তাদের সমর্থনদেরকে বন্ধুতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে বেশি লোক তাঁর জ্ঞান ও বুঝ থেকে উপকৃত হতে পেরেছিল।

তিনি জনসমাবেশকে জ্ঞান ও আত্মাহুত জিকির দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তিনি জাফে জামাল ও সিমফিনের যুদ্ধ ভূলে গিয়েছিলেন এবং সেসব যুদ্ধের আগে পরে যা ঘটেছিল তা তিনি পিছনে ফেলে রেখেছিলেন। গঠন করতে, একত্রিত করতে এবং ঐক্যমত্যে সংশোধন করতে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁকে ভাসবাস্ত এবং তিনি উম্মতে মুহাম্মদী তথা মুসলিম জাতির “বিখ্যাত পণ্ডিত” হয়েছিলেন।

অপরপক্ষে, ইবনে যুবাইর (রা) সাহায্য, উদারতা ও একনিষ্ঠ ইবাদতের পরম পরাকাষ্ঠা ছিলেন। যা হোক, তিনি ব্যক্তিগত অধিকারকে ত্যাগ করার

চেয়ে বরং এর জন্য মোকাবেলা কবচটিকে এতটাই পছন্দ করতেন যে, তিনি একমুহুরে মনকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন। ফলে অনেক সুসঙ্গম হাণ হারিয়েছিল। তখন সর্বাপেক্ষা মন্দ ঘটনা ঘটে। কাবা খর যুদ্ধের স্থান হয়ে যায়; কারণ, তাঁর শত্রুরা তাঁকে কাবা চত্বরে পেয়ে বার এবং অনেকেই নিহত হয়। অবশেষে তিনি নিজেই নিহত হন এবং পরে তাঁকে শূণ্য চড়ানো হয়।

“আর আল্লাহর আদেশ পূর্ণ হবেই।” (৩৩-সূরা আল আঙ্কাব : আয়াত-৩৮)

আমি কারো অবজ্ঞা করতে বা কারো প্রশংসা করতে চাই না। আমি শুধুমাত্র নৈতিকতা ও শিক্ষা আবেষণ করার দৃষ্টিগোচরে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করছি মাত্র। কোমলতা, ত্যাগ স্বীকার ও কমা প্রদর্শন - এসব গুণ খুব কম মানুষের মাঝেই বিরাজমান। কারণ, এসব গুণ অর্জন করা ও এসব গুণকে নিজের চরিত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বড় বড় আশাকে ভুলে গিয়ে অবশ্যই নিজেকে দমন করতে হয় এমনকি নিজেকে অবশ্যই কণে আসতে হয়।

২৮২. একটু ভাবুন

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন-

نَعْرِفُ إِلَى اللّٰهِ فِي الرِّجَالِ بِمَعْرِفِكَ فِي الْقَبْرِ.

ভাবার্থ : “সুসময়ে আল্লাহকে চিনে রাখ, তাহলে দুঃসময়ে তিনি তোমাকে চিনবেন।”

কেউ যদি সুসময়ে আল্লাহকে জয় করে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধসমূহ মান্য করে তবে সে আল্লাহকে চিনে। অধিকন্তু তাঁর মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তাহলে আল্লাহ তাকে দুঃসময়ে চিনবেন - এ কথাটির অর্থ হলো, সুসময়ে আল্লাহর আনুগত্য করার কারণে আল্লাহ তাকে দুঃসময়ে সাহায্য করবেন। “তাকে চিন” এবং “তিনি তোমাকে চিনবেন” একথা দু’টি এমন এক বিশেষ জ্ঞানের কথা বলে, যা আল্লাহর ও তাঁর বিশ্বাসী (মুমিন) বাস্তব মাঝে নৈকট্যের কথা এবং সে বাস্তব জন্য আল্লাহর ভালোবাসার কথা বলে।

সত্যিকারভাবে ধৈর্য ধারণ করলে বিপদাশ্রয় কল্যাণে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এটা সম্পূর্ণরূপে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনের ধরনের বিষয়। আল্লাহ আমাদেরকে ধরেন্স করার জন্য পরীক্ষা করেন না বরং আমাদের ধৈর্য ও ঈমানের স্তরের মূল্য নির্ণয় করার জন্যই তিনি আমাদেরকে পরীক্ষা করেন। কারণ সুসময়ে যেমন আল্লাহর ইবাদত (দাসত্ব) পাওয়ার অধিকার আছে দুঃসময়েও ঠিক তেমনিই তার দাসত্ব পাওয়ার অধিকার আছে। অধিকাংশ লোকই এমন যে, যখন তার সবকিছু ভালোভাবে ও তাদের মনমত চলতে থাকে, তখন তারা কর্তব্য পালনে বিশ্বস্ত ও আদেশ পালনে সায়িত্বশীল থাকে। একটি চূড়ান্ত ও জটিল বিষয় বুঝার আছে; আর তা এই যে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে আদেশ তা মান্য করার মাঝেই অধিকাংশ সময়ে প্রকৃত পরীক্ষা থাকে। আর এক্ষেত্রেই মানুষের ঈমানের কম-বেশি হয়। ঐ অবস্থার কিতাবে তারা ইবাদত করে তার উপর আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা নির্ধারিত হবে।

২৮৩. জ্ঞানই শান্তির চাবিকাঠি

জ্ঞান ও সহজ প্রকৃতি হল দু'জন অবিচ্ছেদ্য সঙ্গীর মত; যদি প্রথমটি (জ্ঞান) বর্তমান থাকে তবে দ্বিতীয়টিও (সহজ প্রকৃতিও)-এর সঙ্গী (জ্ঞানের সঙ্গী) হয় বলে মনে করা যায়। আপনি যদি ইসলামের মহান পণ্ডিতদের (আলেমদের) জীবনী নিয়ে গবেষণা করে দেখেন তবে আপনি দেখবেন যে, তারা সাধারণ জীবন-যাপন করতেন এবং তারা আচার-আচরণে, কায়-কারবারে ও লেন-দেনে সহজ ছিলেন, তারা জীবনের (আসল/প্রকৃত) উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন এবং কোন্ বিষয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন্ বিষয় কম গুরুত্বপূর্ণ তারা তা জানতেন।

যাহোক, আপনি দেখতে পাবেন যে, জ্ঞান না থাকার কারণে কঠোর তপস্বীরাই সবচেয়ে বেশি পৌঁছার। তারা নাখিলকৃত কিতাবালিকে (অবতীর্ণ পুস্তকবলীকে) ভুল বুঝেছে এবং তারা ধর্মীয় বিষয়াবলীতে অজ্ঞ। খারিজীদের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ হল জ্ঞান এবং বুকের স্বল্পতা, তারা এ বিষয় বুঝতে পরিচালিত হয়নি যে, এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমাদের দীনে (ধর্মে) প্রধান এবং সেগুলো অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। আর এ কারণেই তারা অপ্রধান বিষয়ে উৎকর্ষতা অর্জন করেছে, যখন নাকি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে— মূল বিষয়টির কথা তো বানই থাকল।

২৮৪. তুল পদ্ধতি

আমি সম্প্রতি দু'টি বই পড়েছি। দুটিই সে সহজতা ও সরলতা হতে বঞ্চিত বা শরীয়ত আমাদের জন্য চায়।

প্রথমটি হলো ইমাম গাজালীর 'একুইয়াউ উলুমুদীন'। তিনি এতে এমন কিছু হাদীস জমায়েত করেছেন, যার অধিকাংশই দুর্বল। তিনি সেসব হাদীসের উপর ভিত্তি করে এমন কিছু নিয়ম-নীতি তৈরি করেছেন যেগুলোকে তিনি বাস্তবে তার গ্রন্থের নিকটতর করার শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করেছেন। এ পুস্তককে 'বুখারী' ও 'মুসলিম'ের সাথে তুলনা করে আমি স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করেছি। প্রথম পুস্তকে বাড়াবাড়ি, কঠোরতা ও কৃত্রিমতা আছে। পক্ষান্তরে বুখারী ও মুসলিমের সরলতা ও মধ্যমপন্থা আছে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, বুখারী ও মুসলিম আমাদের জন্য শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য হাদীসই বর্ণনা করেন। এ সকল কিতাবের তুলনা করে আমি নিম্নোক্ত আরাতের অধিকতর খটীর অর্থ পেয়েছি।

"(হে মুহাম্মদ ﷺ) আমি তোমাদের জন্য সহজ পথ ও আমলকে আরো সহজে করে দিব।" (৮৭-সূরা আল আ'ল : আয়াত-৮)

দ্বিতীয় বইটি হলো আবু তালিব মক্কীর 'কুতুল কুলুব'। এতে তিনি পাঠককে এ জীবন পরিচালনা করতে, কাজ ত্যাগ করতে, এমনকি হালাল আনন্দ থেকে বিরত থাকতে এবং কঠোর আত্ম-সংযম ও কৃষ্ণতা বাধন করার চেষ্টা করতে উৎসাহ দেন।

আবু হাম্বীদ গাজালী এবং আবু তালিব মক্কী দু'জনের লেখকেরই ভালো উদ্দেশ্য ছিল। তবুও সমস্যা এ ছিল যে তাদের হাদীসের জ্ঞান অস্পষ্ট ও দুর্বল ছিল। এ কারণে তাদের চিন্তাধারায় তুল চুলিসের তুলে গেছে। তাদের তুল থেকে আমাদের এ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, পথ প্রদর্শককে অবশ্যই দক্ষ হতে হবে। তার অবশ্যই এমন একটি নির্ভুল মনোচিত থাকতে হবে, যা কারো গুরুত্বো পৌছায় বিভিন্ন পথ প্রদর্শন করে।

وَلَكِنْ كُوتِبُوا بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ بِمَا
كُنْتُمْ تُدْرَسُونَ۔

“করং তোমরা রাসুলানী (ইলাহের সাধক) হয়ে যাও; যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা নিচ্ছ এবং যেহেতু তোমরা (কিতাব) অধ্যয়ন করছ।”

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৭৯)

(রাসুলানী অর্থ হলো- ইলাহের সাধক বা রবের গুণে গুণাবিত বা আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী এবং সে অনুযায়ী যে ব্যক্তি আমল করে এবং অন্যকে সে জ্ঞান শিক্ষা দেয়।)

২৮৫. সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চরিত্রের কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল- পরিতুষ্টি, আশাবাদ ও উদার হৃদয়। তিনি সুসংবাদবাহী ছিলেন। তিনি মানুষকে কঠোর আত্মসংযম ও কঠোর তপস্কর্যা করতে নিষেধ করতেন। কারণ; এগুলো মানুষকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। হতাশা ও ব্যর্থতা রাসূল ﷺ-এর অভিধানে ছিল না। রাসূল ﷺ-এর মুখে সদা মুচকি হাসি ছিল এবং তাঁর অন্তর ছিল পরিতৃপ্ত। অধিকন্তু, রাসূল ﷺ-এর আদেশ মান্য করা সহজ ছিল। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কষ্ট লাঘব করা এবং মিথ্যার শিকলকে দূর করা, যা মানুষকে নত করে রাখে।

২৮৬. এক সময়ে একটি মাত্র পদক্ষেপ

জানগণের উদ্দেশ্যে জাষণদানকালে বক্তাকে অবশ্যই পর্যায়ক্রমিক, নিয়মতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক বলতে বুঝায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রথমে আলোচনা করা উচিত। নবী করীম ﷺ যখন মুরাজ (রা)-কে ইয়েমেনে পাঠান তখন রাসূল ﷺ তাঁকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা দ্বারা এ কথার সত্যতার সমর্থন পাওয়া যায় (আর তা হলো)-

فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوْنَ إِلَيْهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاتِّبَاعُ رِسْوَلِ اللَّهِ.

তাবার্ব : “প্রথমে তাদেরকে তোমরা যে কাজের প্রতি আহ্বান করবে তাহলো এ কথাই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ হাড্ডা কোন ইলাহ নেই এবং আমি মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ।”

আমাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আমরা অনেকেই বুঝি যে, আমাদের ক্রমশঃ উন্নতি চাওয়া উচিত,। তবে কেন আমরা একসাথে সবকিছু মানুষের পলার ভিতর চুকিয়ে দেই।

“এবং কাকেররা বলল, “তবে কেন গোটা কুরআন একসাথে, একবারে তার উপর অবতীর্ণ হলো না? এর দ্বারা আগনার অন্তরকে আমি মজবুত করার জন্যই এভাবে (ধাপে ধাপে) অগ্নি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং একে স্পষ্টরূপে, ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে আবৃত্তি করেছি ও আগনার নিকট অবতীর্ণ করেছি।” (২৫-সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৩২)

ইসলামের শিক্ষা অর্জনে মুসলমানদের শান্তি ও আরামবোধ করা উচিত, বিশেষ করে এ কারণে যে, ইসলাম মানুষকে অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা করার জন্য এসেছে।

‘অকসীফ, কথার একটি গুচ্ছার্ঘ হলো, বোঝা চাপান, যা কুরআনে নেতিবাচক অর্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

“আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যাভীত বোঝা চাপান না।”

(২-সূরা বাকরা : আয়াত-২৮৬)

সাহাবীগণ যখন নবী করীম ﷺ-এর নিকট সাধারণ উপদেশ বা দিক-নির্দেশনা চাইতে আসতেন তখন তিনি তাদেরকে ব্যাপক অর্থবোধক কিছু সংক্ষিপ্ত কথায় উপদেশ দিতেন, যা সহজেই মনে থাকত। প্রশ্নকারীর অবস্থা বুঝার পর আল্লাহর নবী ﷺ সর্বদা বাস্তব ও সহজ উত্তর দিতেন।

যখন আমরা শ্রোতার নিকট আমাদের অধিকারে (আয়ত্বে) বসে উপদেশ, শিক্ষা, আচার-আচরণ ও প্রজ্ঞা আছে তার সবটাই উপস্থাপন করার চেষ্টা করি, তখন আমরা সাংঘাতিক ভুল করি।

“আর কুরআনকে আমি (আয়াতে আয়াতে) বিভক্ত করেছি যাতে তুমি একে মানুষের নিকট খেমে খেমে পাঠ করতে পার।”

(১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-১০৬)

২৮৭. কম থাক বা বেশি থাক কৃতজ্ঞ হতে শিখুন

শীতল, বিতল পানির জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, সে অষ্টালিকা ও জমকালো পাড়ির জন্যও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে না।

গরম রুটি (টোটকা খাবার) খেয়ে যে কৃতজ্ঞ হয় না সে হঠাৎ করে দামী খাবারে খন্য হলেও কৃতজ্ঞ হবে না; কেননা, অকৃতজ্ঞ কম ও বেশিকে একই রকম নেখে। আমাদের পূর্বে বহু লোকই আল্লাহর সাথে বাধ্যবাধকতাপূর্ণ অঙ্গীকার করেছে যে, যদি আল্লাহ তাদেরকে সেরামিত দান করেন, তবে এর বদলে তারা কৃতজ্ঞ হবে ও দান-যত্নরাত করবে।

“আর তাদের (মধ্য থেকে) কেউ কেউ আল্লাহর সাথে এ অঙ্গীকার করেছিল যে, ‘যদি তিনি নিজ অনুগ্রহ থেকে আমাদেরকে কিছু দান করেন তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই সদকা দিব ও অতি অবশ্যই সংকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব।

যখন তিনি তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ থেকে কিছু দান করলেন, তখন তারা সে বিষয়ে কার্পণ্য করল এবং বিতরণভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল।”

(৯-সূরা আত্বা : আয়াত-৭৫-৭৬)

প্রতিদিনই আমরা এ ধরনের লোক দেখি, তারা মানসিকভাবে দুঃখিত, অন্তঃসারশূন্য ও তাদের প্রভুর প্রতি ত্যাগ-বিরক্ত আর তা এ কারণে যে, তিনি তাদেরকে আরো বেশি দান করেননি।

তারা সুস্থ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও এবং তাদের প্রতিদিনের পুষ্টিকর খাবার সত্ত্বেও তারা এ রকমটা ভাবে। তাদের যে সব মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিস আছে তার সবটা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তারা এসব জিনিসের জন্য কৃতজ্ঞও নয় এবং তাদের যে অবসর সময় আছে তার জন্যও কৃতজ্ঞ নয়। যদি তাদেরকে প্রাসাদ বা অষ্টালিকা দান করা হতো তাহলে কি ঘটনা ঘটত! আসলে তারা তাদের প্রভুর পথ থেকে এমনকি আরো বেশি বিচ্যুত হয়ে যেত এবং তারা আরো বেশি ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞা প্রকাশ করত।

যে খালি পায়ের হাঁটে সে বলে, “আমার প্রভুর প্রতি আমি তখন কৃতজ্ঞ হব, যখন তিনি আমাকে জুতা দিয়ে (দানে) ধনা করবেন।” অথচ জুতাওয়ালা একটি দামী পাড়ি পাওয়ার পর্যন্ত তার কৃতজ্ঞ হওয়াকে বিলম্বিত করে। আমরা কল্যাণকে নগনে গ্রহণ করি আর বাকিতে কৃতজ্ঞ হই। আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের আশা অশেষ। অথচ তাঁর আদেশ পালালে আমরা দীর ও অলস।

২৮৮. তিনটি সাইন বোর্ড

এক জনী ব্যক্তি তার অফিসে তিনটি সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে দিয়ে তা তিনি প্রতিদিন পড়তেন।

প্রথমটিতে লিখা ছিল, “আপনার আজকের দিন, আপনার আজকের দিন।” অর্থাৎ কাজ করে এবং প্রচেষ্টা করে আজকের সীমার মধ্যেই জীবন যাপন করুন (এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পুস্তকের প্রথম দিকে আছে। -অনুবাদক)

দ্বিতীয়টিতে লেখা ছিল, “ভাবুন ও কৃতজ্ঞ হোন।” অর্থাৎ আপনার উপর আল্লাহর করুণার কথা ভাবুন ও পরে কৃতজ্ঞ হোন।

আর তৃতীয়টিতে লেখা ছিল “রাগান্বিত হবেন না।”

২৮৯. একটু ভেবে দেখুন

যখন আমরা দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন ও শক্তির বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করি তখন আমাদের দুটি বিষয় মনে রাখা উচিত।

প্রথমটি হলো- যখন কেউ তার সংকট সহ্য করতে পারে না, তখন মানুষের নিকট তার কোন আশা থাকে না। ফলে, তার আত্মা একমাত্র আল্লাহর উপরেই নির্ভর করবে।

দ্বিতীয়টি হলো- সত্যিকার মুমিন লোক যখন মুশকিলে পড়বে, শক্তি হীরে আসবে এবং যখন সে মুশকিলে পড়বে, তার প্রার্থনার উত্তর দেয়া হচ্ছে না তখন সে শুধুমাত্র নিজেকেই দোষারোপ করবে। সে নিজেকে বলবে, “একমাত্র তোমার কারণেই আমি এ অবস্থায় আছি।” এ ধরনের আত্ম-তিরকার আল্লাহর নিকট বহু নেক আমল থেকেও বেশি মূল্যবান। আল্লাহর কোন বাসনা যখন এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্দর্শন ও আত্ম-তিরকার করে তখন সে তার প্রভুর সামনে ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে ভেঁলে নিয়ে নত হয়ে পড়ে, তার জটিল-বিচ্যুতি স্বীকার করে তার উপর যে মুসিবত এসেছে সে তার যোগ্য-একথা সে স্বীকার করে এবং এটাও স্বীকার করে যে, সে তার প্রার্থনার উত্তর পাওয়ার যোগ্য নয়। এ অবস্থায়ই তার প্রার্থনার উত্তর দ্রুত আসে এবং তার ওপরের কালোমেঘ অদৃশ্য হয়ে যায়।

ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহ) বলেছেন : “রাজ-বাদশারা যদি আমাদের জীবনের প্রকৃতি জানত, তবে তারা এর জন্য তরবারী দ্বারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করত।”

ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেছেন, “মাঝে মাঝে আমার আবা কয়েক ঘণ্টা ধরে এক অবর্ণনীয় অনুভূতি বোধ করে। তখন আমি বলি, ঠিক এ মুহূর্তে আমি যে অবস্থায় আছি বেহেশতবাসীর যদি এই অবস্থায় থেকে থাকে তবে তারা উত্তম জীবন যাপন করছে।”

২৯০. দুশ্চিন্তা, উষ্মতা ও ভয় থেকে মুক্ত হোন

“আল ফারাজু বা দাশ্শিদাহ (الْفَرَجُ بَعْدَ الشِّدَّةِ) দুঃখ-কষ্টের পরে আরাম-আয়েশ” নামক পুস্তকের ত্রিশটিরও বেশি অধ্যায়ে আরাম-আয়েশ ও দুঃখ-কষ্ট নিয়ে লিখা। কিতাবটি এ বিষয়ের উপর জোর প্রদান করে যে, আমরা দুঃখ-কষ্ট দ্বারা যত বেশি আচ্ছন্ন হই, তত বেশি আরাম-আয়েশের নিকটবর্তী হই। এ কিতাবের দুঃশতাবধিক গল্প আছে, এ সবগুলোই এ বিষয়ে। সংকট যাই হোক না কেন, তা মুনির আসার পূর্বের কয়েকটি দিনের ব্যাপার মাত্র।

আত্‌তানুসি বলেছেন—

“শান্ত থাক। কেননা তোমার পূর্বে অনেকেই এসেছিল, যারা এ পথ মাড়িয়েছে।”

وَلْيَبْلُغُوا نَفْسًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَفْسًا مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرِتِ -

‘এবং আমি অতি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলাদির ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব।’ (২-সূরা বাকারা : আয়াত-১৫৫)

“এবং আমি সত্যিই তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম।”

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-২৯)

এ পরীক্ষার যুগেও ঠিক সে তেমনই আমাদের আয়ুহু পরীক্ষা চলতে থাকবে এবং সুসময়ে আমাদের যেমন আগ্রাহর ইবাদত করার কথা, দুসময়েও ঠিক তেমনই আমাদের আগ্রাহর ইবাদত করার কথা। সর্বশক্তিমান মহান আগ্রাহ নিব-রাহির পরিবর্তনের মতো আমাদের অবস্থা পরিবর্তন করে থাকেন। তবে কেন ক্রোধ, কেন অবাধ্যতা এবং কেন অভিযোগ।

“আর যদি আমি তাদেরকে আদেশ নিতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও তবে তাদের অল্প সংখ্যকই এ কাজ করত।” (৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-৬৬)

২৯১. দান কর্ম

আবু বকর (রা) সফিকত্বকারে অর্থচ ব্যাপক অর্থবোধকভাবে বলেন—

صَنَاعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ .

অর্থার্থ : “দান কর্ম মানুষকে গ্রীবনের উদ্যান-গভন থেকে রক্ষা করে।” এ কথা অহী ও সুহু হুক্তি দ্বারা সমর্থিত। (ইহেরেজি পুত্রকে এভাবেই অনুবাদ করা হয়েছে— এর শাফিক অর্থ হবে নেক আমল— দুর্খটনা ও বিপদাপন থেকে রক্ষা করে— অনুবাদক)।

“যদি না ইউনুস (জ) আগ্রাহর ভসবীহ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতো, তবে কিয়ামত (পুনরুত্থান) দিবস পর্যন্ত তিনি এর (মাছের) পেটে থাকত।”

(৩৭-সূরা আস সাকফাত : আয়াত-১৪৩-১৪৪)

খাদিজা (রা) নবী করীম ﷺ কে বলেছিলেন : “কখনও নয়, আগ্রাহর কসম, আগ্রাহ আপনাকে কখনও পরিত্যাগ করবেন না। কেননা, নিশ্চয় আপনি আত্মীরদের নিকট ভালো বা আত্মীরদের জন্য কল্যাণকর, আপনি অন্যদের থেকে বহন করেন, আপনি আত্মীরদের খাদ্য যোগান এবং যে সব লোকদের দুঃসময় চলেই আপনি তাদেরকে সাহায্য করেন।”

লক্ষ্য করুন যে, তিনি কতটাই বুকেছিলেন যে, আমনে সালেহ অবশ্যই সুফল বয়ে আনে এবং মহান বা তত সূচনার বিজয়ী সমাপ্তি ঘটে।

সাবাবি (আরবী পুস্তকে আছে 'সাবী')-এর 'আলওয়ালাহ' ইব্রুন্স জাওয়ীর 'আল হুনজা'যিম' ও তানুখির 'আল ফারাজ বা'নাশ' শিমাহ' এসব ক'টি পুস্তকেই নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে।

ইব্রুন্স ফুরাত নামে এক গভর্নর সর্বদা আবু জা'ফর ইবনে বিস্তুজামের কৃতি করতে জাইত। এ কারণে আবু জা'ফর অনেক কষ্ট ভোগ করেছেন।

আবু জা'ফর যখন শিশু ছিলেন তখন তার বাবিশের নিচে তার মা একটি কুটি রেখে দিত। পরদিন সকালে তার মা তার ছেলের পক্ষ থেকে এ কুটিকে একজন অভাবী লোককে দান করে দিত। পরবর্তী জীবনে আবু জা'ফর কোন না কোন কাজে ইব্রুন্স ফুরাতের নিকট গিয়েছিল। ইব্রুন্স ফুরাত তৎক্ষণাৎ বলল, তোমার ও তোমার মায়ের মাঝে কুটি নিয়ে কোন ব্যাপার আছে কি? সে উত্তর দিল, "না।"

ইব্রুন্স ফুরাত গৌ ধরল, "আমার সাথে তোমাকে অবশ্যই সত্য কথা বলতে হবে।" আবু জা'ফর সম্ভবত কিছুটা বিব্রত হয়ে ঘটনাকে এমন ভঙ্গিমাতে পূর্ণানুপূর্ণ বর্ণনা করল যাতে তার (মায়ের) প্রতি ও সাধারণভাবে নারী জাতির প্রতি মজা করা হলো। ইব্রুন্স ফুরাত বলল, "এমন (কৌতুকের) চায়ে কথা বল না। কেননা, গতরাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমি একটি পরিকল্পনা করেছি, তা যদি সফল হতো তবে তুমি ধ্বংস হয়ে যেতে। আমি যখন ঘুমিয়ে পড়লাম তখন আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম, আমি যেন দু'হাতে একটি স্থাপনকৃত তরবারী উঠিয়ে তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে দৌড়ে গেলাম।

তোমার মা আমাকে অটকিয়ে দিল আর তার হাতে একটি কুটি ছিল, যা সে তোমাকে আমার কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করেছিল, ফলে তোমার নিকট পৌঁছতে পারিনি, আর এরপর আমি খুম থেকে জেগে উঠলাম।" তাদের মাঝে ধীরে ধীরে যে শঙ্কতা গড়ে উঠেছিল তার জন্য আবু জা'ফর তাকে মৃদুভাবে তিরস্কার করল এবং এ ঘটনা তাদের মাঝে কলহ বিরতির পথ খুলে দিল। ইব্রুন্স ফুরাত আবু জা'ফরকে তার কাজে ব্যাপকভাবে সাহায্য কবলেন আর তার অচিরেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেল। এ ঘটনার পর ইব্রুন্স ফুরাতকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "আব্রাহার কসম, এরপর তুমি আমার পক্ষ থেকে কোন ক্ষতি দেখতে পাবে না।"

২৯২. বিনোদন ও বিশ্রাম

শরীয়তের দু'টি প্রধান ও প্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্ট্য হলো শিবিলতা ও সরলতা। এ দুটি গুণ মুসলমানকে তাঁর ইবাদতে এবং কাজ-কর্মে-আচার-আচরণে সাহায্য করে।

وَأَنۡتَ مُوَٰضِعُكَ رَآكُمۡۙ

“আর তিনিই (যাকে ইচ্ছা) হাসান আর (যাকে ইচ্ছা) কাদান।”

(২৫-সূরা আন নাজয ; আয়াত-৪৩)

আব্বাহর রাসূল ﷺ হাসা ও কৌতুক করা এই উভয় কাজই করতেন। কিন্তু সত্য হাড়া অন্য কিছু (তথ্য মিথ্যা) বলতেন না। তিনি আরেশা (রা)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন এবং তিনি স্পষ্ট ভাষায় কৃত্রিমতা ও কঠোরতা নিষেধ করেছেন। রাসূল ﷺ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, কেউ যখন ধর্ম খুব বেশি কঠিন করে ধর্ম তখন তাকে অসহ্য করে ফেলবে।

অন্য একটি হাদীসে আমাদেরকে অবগত করা হয়েছে যে, ধর্ম দৃঢ়। অতএব ধীরে ধীরে আমাদেরকে গভীরে প্রবেশ করতে হবে। আমাদেরকে এ কথাও জানানো হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের জীবনী শক্তির একটি স্তর আছে এবং যে ব্যক্তি অতি কঠোর সে অবশ্যই ও অবশেষে ভেঙ্গে পড়বে। সে মটকে যাবে (মট করে ভেঙ্গে যাবে) এ কারণে যে, সে শুধুমাত্র বর্তমান অবস্থাটি দেখে এবং নেসব অবস্থা সে দেখে না, যে অবস্থাতে সে ভবিষ্যতে থাকতে পারে। সে তার মনোভাবের দীর্ঘকালীন প্রভাব ও অতিরিক্ত কঠোরতার ফলে সৃষ্ট বিরক্তির কথা ভুলে যায়। অধিকতর জানী তিনিই, যিনি সর্বদা অল্প পরিমাণ কাজ করে যান, পরিবেশ পরিস্থিতি যাই হোক না কেন (তিনি কান্না বাদ দেন না)। হঠাৎ যদি তিনি কোন নির্দিষ্ট দিনে বেশি উৎসাহী হয়ে যান, তবে তিনি অতিরিক্ত কাজ করেন। কিন্তু যদি তিনি দুর্বল হয়ে যান তবে কমপক্ষে তিনি তার দৈনিক কঠিনতার অংশ বিশেষ হলেও সম্পাদন করেন (তবুও একেবারে কাজ ছেড়ে দেন না)।

একজন সাহাবী (রা)-এর নিম্নোক্ত কথার সম্ভবত এটাই অর্থ—

“আমরা এক সময়ে আগে বাড়ে, এক সময়ে পিছু হটে। যে সময় এটা আগে বাড়ে, তখন সুবিধা জোগ কর আর যখন এটা পিছু হটে তখন এটাকে একা ছেড়ে দাও।”

আমি এমন অনেক লোক দেখেছি, যারা ভালো নিয়্যতে অত্যধিক পরিমাণে নফল সালাত পড়েছে এবং তাদের ধর্ম-কর্মে চরম বাড়াবাড়ি করেছে। কিন্তু যা হোক অবশেষে তারা তাদের উৎসাহ-উদ্বীপনা বোধ করার পূর্বে যে (স্বাভাবিক) অবস্থায় ছিল তার চেয়েও অধিকতর দুর্বল অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। অনেকে যে বিষয়টি উপেক্ষা করে তা হলো ধর্ম মূলতঃ মানুষের নিকট সুখ-সমৃদ্ধি বয়ে আনার জন্যই এসেছে।

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ .

“(হে মুহাম্মদ ﷺ) তোমার ওপর আমি কুরআন এজন্য নাখিল করিনি যাতে তুমি কষ্ট পাত।” (২০-সূরা বাক্বা : আয়াত-২)

যারা নিজেদের ওপর সাধ্যাতিত বোঝা চাপায়, আল্লাহ তাদেরকে তিরস্কার করেন। নিজেদেরকে বাস্তব জগৎ থেকে সরিয়ে দেয়ার কারণে তারা তাদের পূর্বকৃত গুনাহা থেকে ঘিরে গিয়ে শেষ হয়ে যায়।

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِهَا .

“আর সন্ন্যাসবাদ বা বৈরাগ্যবাদ, তারা একে আবিষ্কার করেছিল, আমি তাদের ওপর এ বিধান দেইনি। তবে তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা পালন করত। কিন্তু এটাকেও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি।”

(৫৭-সূরা আল হাদীদ : আয়াত-২৭)

ইসলাম দেহ-মনের প্রতি সমগ্রণ দৃষ্টি রাখার কারণে, ইহ-পৃথিবীতে পাশ্চাত্য যোগান দেয়ার কারণে এবং সকলের নিকট স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত করার কারণে অন্যান্য ধর্ম থেকে ব্যতিক্রমধর্মী।

“সেটিই সঠিক ধর্ম।” (৯-সূরা আওবা : আয়াত-৩৬)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন-

“একজন যক্ষবাসী আবু ব এসে আব্বাহর রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আব্বাহর রাসূল! কোন শোক সর্বাপেক্ষা উত্তম?’ তিনি ﷺ উত্তর দিলেন-

مُؤْمِنٌ مُّجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ رَجُلٌ
مُعْتَزِلٌ فِي ثَعْبٍ مِنَ الثَّعَابِ يَفْعِدُ رِيَّةً.

“যে মুহিম নিজের জ্ঞান-মান দিয়ে আব্বাহর রাস্তায় জিহাদ করে সে-ই উত্তম। পরবর্তী স্তরের শোক হলো সে, যে তার প্রভুর ইবাদত করার জন্য কোন উপত্যকায় (বা গিরিপথে) থেকে এককণী বাস করে।”

অন্য একটি বর্ণনার আছে, তিনি ﷺ বলেছেন-

يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

“সে স্বাক্ষি (উত্তম), যে নাকি আব্বাহকে ভয় করে এবং তার স্বাক্ষি থেকে নিরাপদ রাখার জন্য লোকদেরকে ছেড়ে চলে যায়।”

আবু সাঈদ (রা) নিম্নোক্ত হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন-

بُؤْسُكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شُعَفَ
الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفْرِدُ بِهِ مِنَ الْفَنَنِ.

ভাবার্থ : “অচিরেই মুসলমানের উত্তম সম্পদ হবে ভেড়া-হাগল-বকরী। তা নিয়ে সে পাহাড়ের পাদদেশে চারণভূমিতে শু বৃষ্টিবহুল স্থানে ঘুরে বেড়াবে। সে ফেননা-ফাসাদের ভয়ে তার ধর্ম (বক্ষার্থে তা) নিয়ে পালিয়ে বেড়াবে।”

উমর (রা) বলেছেন- خُذُوا عَظْمَكُمْ مِنَ الْمُزَكَّةِ

ভাবার্থ : “নিঃসঙ্গ জীবনের যে অংশ তোমার ভাগে আছে তা গ্রহণ কর।”

মুনাঈদ (রহ) কত সুন্দরই বলেছেন-

مُكَابِدَةُ الْمُزَكَّةِ أَسْرَمُ مِنْ مُدَارَاةِ الْخُلْطَةِ.

ভাবার্থ : “মানুষের তোষামোসের চেয়ে নিঃসঙ্গ জীবন ভোগ করা সহজ।”

খাত্তাবী বলেছেন—

“একাকী জীবন যাপনের অর্থ যদি সৌরভ থেকে নিরাপদ থাকে হয় এবং সে সব মন কাছ দিয়ে থাকে হয়, যার পরিবর্তন সাধন করা আপনার সাধ্যাতীত। তবে এটা খুব উপকারী কোন কিছু।”

হাকীম (র) তার ‘মুহত্বাদরাক’ কিতাবে আবু যর (রা) থেকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার সাথে শেষোক্ত খাত্তাবীর কথার অর্থের মিল আছে আর তাহলো—

الرَّخْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ

ভাবার্থ : “মন সাথীর চেয়ে একাকিত্ব ভালো।” এ হাদীসের সনদ হাসান। খাত্তাবী (রহ) বুঝাতে চান যে, আমাদের ধর্মের তথা ইসলাম ধর্মে সন্যাসবাদ ও সামাজিকতার বিধান নির্ভর করে পরিবেশ পরিস্থিতির উপর। ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে— বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষের সাথে মিলে থাকতে, জানী লোকদের অনুসরণ করতে এবং ধর্মীয় ব্যাপারে সমাজের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে। যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম রক্ষায় এবং সম্পদ অর্জনে নিজেই যথেষ্ট, তার জন্য একাকিত্বই উত্তম। তবে প্রয়োজনের সময় ও ভালো কাজে অন্যদের সাথে মেশা দরকার। তা সত্ত্বেও তাকে জরুরি কাজগুলো অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে; যেমন— জামায়াতে সালাত আদায়, সালামের উত্তর প্রদান, রোগী দেখতে যাওয়া, জানাযার সালাতে হাজির হওয়া ইত্যাদি। যা দরকার তা হলো অভিযাত্রায় সামাজিক না হওয়া।

কেননা, এমন অতি মাত্রায় সামাজিক হওয়ার ফলে সময় নষ্ট হবে এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অবহেলা করা হবে। সেহের জন্য পানাহারের প্রয়োজন যেমন, সমাজের অন্যদের সাথে মিলাশিশা করা তেমন। উভয় ক্ষেত্রেই যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু গ্রহণ করা উচিত। এটাই দেহ-মনের জন্য পরিষ্কার আর আত্মাহুই সবচেয়ে বেশি জরুরি। কুশাইরী (রহ) ‘একাকীত্ব’ বিষয়ে তার গবেষণামূলক গ্রন্থে বলেছেন, যে নিসেসতা অল্লেহুশ কবে তার একথা মনে (ধারণা) করা উচিত যে, সে এ কাজ করছে তার কতি থেকে জনগণকে বাঁচানোর জন্য এবং এর বিপরীতটা নয় (অর্থাৎ, জনগণের কতি থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য নয়)। এর কারণ এই যে, প্রথমজন নিজের সত্ত্বে বিনয়ী মনোভাব পোষণ করে (জনগণকে নিজের চেয়ে ভাল মনে

করছে)– যা ধর্ম (ধীন) চায়। দ্বিতীয়জন অন্যদের উপর নিজের বড়ত্ব আরোপ করেছে (জনগণকে নিজের চেয়ে খারাপ মনে করেছে)– যা মুমিনের চরিত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

এ বিষয়ে জনগণকে (মানুষকে) তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। দুটি বিপরীত (পরস্পর বিপরীতধর্মী) আর তৃতীয়টি সে দুটির মাঝামাঝি অবস্থানে আছে। প্রথমে শ্রেণীর লোকেরা নিজেকেবকে লোকজন থেকে একটাই আলাদা করে রাখে যে, তারা জুময়ার সালাতে হাজির হয় না। জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করে না এবং কল্যাণকর সমাবেশে যেমন ওয়াজ মাহকিলে যোগ দেয় না।

ঐ শ্রেণীর লোকেরা স্পষ্টভাবে ভাঙ। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা একটাই সামাজিক যে, তারা মক্কা সমাবেশে অংশগ্রহণ করে– যেখানে নাকি মিথ্যা ওজব ও সময়ের অপচয়ই বেশি। এরাও ভ্রমে পতিত। মধ্যমপন্থী (তৃতীয় শ্রেণীর) লোকেরা যে সব ইবাদত অবশ্যই জামায়াতে আদায় করতে হয় সেসব ইবাদতের ব্যাপারে অন্যদের সাথে একত্রিত হয়। ধর্ম প্রচারে, পুরকার অর্জনে এবং আরো বেশি ব্যাপকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়– আত্মাহকে সজুট করতে তারা অন্যদের সাথে অংশগ্রহণ করে। যে সব সমাবেশে শয়তানী, মিথ্যা ও অপচয় বেশি তারা সে সব সমাবেশকে এড়িয়ে চলে।

“এরূপে আমি তোমাদেরকে একা মধ্যমপন্থী আভিভূষণে প্রতিষ্ঠিত করেছি।”

(২-সূরা বাকরা : আয়াত-১৪৩)

২৯৩. একটু ভাবুন

উবাদাহ ইবনে সামিত (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আত্মাহর রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে,

عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُدْعَى اللَّهُ بِهِ الثَّمَّ وَالْثَمَّ .

ভাষার্থ : “আত্মাহর রাসূল জিহাদে লিগ থাক; কেননা, তা আত্মাহের একটি দরজা, এর মাধ্যমে আত্মাহ দুচ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা (ট্রেনশন) দূর করে দিবে।”

মানুষের উপর আত্মাহুত রাস্তায় জিহাদের প্রস্তাব আমরা স্বীকার নাও করতে পারি; কিন্তু আমাদের যিনেব তা গ্রহণ করে। আত্মা যখন মন্দের সাথে লড়ে না, তখন এর ভয় ও উদ্বিগ্নতার মাত্রা বেড়ে যায়। কিন্তু আত্মা যখন আত্মাহুত পক্ষে জিহাদ করে, আত্মাহুত তখন এর ভয় ও উদ্বিগ্নতাকে সুখ ও শক্তিতে রূপান্তরিত করে সেন।

“তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যাতে আত্মাহুত তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন, তাদেরকে লাহিত করতে পারেন, তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করতে পারেন। এবং মুমিনদের অন্তরের হ্রেনধকে দূর করতে পারেন।” (৯-সূরা তাওবাহ; আয়াত-১৪-১৫)

অতএব, উদ্বিগ্নতা, দুঃখ-কষ্ট ও নৃশিষ্টতার সাথে লড়াই করার জন্য আত্মাহুত রাস্তায় জিহাদ করা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী একটি ঔষধ; আর সাহায্যের জন্য আমরা আত্মাহুত হুযাপেক্ষী।

২৯৪. বিশ্বজগৎ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন

সৃষ্টির মাঝে যে নিদর্শনাবলি আছে তা দেখুন ও তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করুন। মদী-নালা, গাছ-পালা, ফুল, পাহাড়, আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য ও রাত-দিন এ সব কিছুই আপনাকে সব কিছুর স্রষ্টার কথা মনে করিয়ে নিবে। এভাবে আপনার হার্মিকতার (ধীনদারির) হারাণ্ড বৃদ্ধি পাবে।

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْآبْصَارِ .

“অতএব, হে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।”

(৫৯-সূরা আল হাশর : আয়াত-২)

ইসলাম গ্রহণকারী এক দার্শনিক বলেছেন—

“সন্দেহ যখন আমাকে ঘিরে রেখেছিল তখন আমি সৃষ্টির পুস্তকে (অর্থাৎ পৃথিবীর নিচে) তাকিয়ে দেখতাম, যার অক্ষরগুলো (নিদর্শনগুলো) আমাকে বিশ্বয়কর ও পবন দক্ষতার কথা বলত। তখন আমার ইমান তথুমায়ে স্বাভাবিকই হতো না, অধিকন্তু তা বেড়েও যেত।”

২৯৫. গবেষণালব্ধ পরিকল্পনার অনুসরণ করুন

আল্লামা শাহওয়ানী (রহ) বলেছেন- “কিছু সংখ্যক আলেম আমাদের উপদেশ দিয়েছেন যে, সেখা ছেড়ে দেয়া আমার কণ্ঠনও উচিত হবে না, যদি সে সেখা প্রতিদিন দু'লাইনও হয়। আমি এ উপদেশ অনুসারে কাজ করেছি এবং এর ফলও ভোগ করেছি।”

আর নিম্নোক্ত হাদীসের এটাই অর্থ-

خَيْرُ الْعَمَلِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ .

ভাবার্থ : উত্তম আমল হলো তা যা আমলকারী নিয়মিত করে, যদিও তা অল্প।”

আব একথা বলা হয় যে, ফেঁটা ফেঁটা পানি (জমেই) মহাগুণবন ঘটায়।

আমরা সবকিছু একই সময়ে বা একসাথে করতে চাইলে সবকিছু ভালোপাল পাکیয়ে যাবে। তখন ফল যা হবে তা হলো বিরক্তি, ক্লান্তি ও সর্বশেষে খারাপ বা ঘটবে তাহলো কর্মত্যাগ। আমরা যদি আমাদের কাজকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে এক সময়ে একটি মাত্র স্তরের কাজ করি বা একটি পদক্ষেপ নেই তবে আমরা অনেক বেশি অর্জন করতে পারব। সালাতের কথা হেবে দেখুন। একদিনে পাঁচ ওরাত সালাত বিভিন্ন সময়ে আমাদেরকে আদায় করতে আদেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন সালাতের মধ্যবর্তী বিরতিসমূহের কারণে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি অন্যান্য কাজ করার সুযোগ পায় এবং এক সালাত থেকে অপর সালাতের মাঝে ঠিক ততটা পর্যাপ্ত সময় থাকে যতটুকু সময়ের মধ্যে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি উৎসাহভরে আবার আরেক সালাতের জন্য ফিরে আসতে পারে। সকল সালাত যদি একই সময়ে পড়া বাধ্যতামূলক হতো তাহলে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে যেত।

একটি বিশেষ হাদীসের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি দীর্ঘ যাত্রাপথে তার যোড়াকে পূর্ণ বেগে দৌড়ানোর জন্য খোঁচা মারে সে শুধুমাত্র খোঁচা হারাবে তা-ই নয়, অধিকন্তু সে তার পশুবাহুলে পৌছতে পারবে না।

অনেক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিম্নোক্ত কথাটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে (আর তা হলো) : যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে নিম্নমিত কাজ করে সে তার চেয়ে বেশি কাজ করতে পারে যে নাকি এক সময়ে সব কাজ করে।

সালাত যে আমাদেরকে আমাদের সময়ের ব্যাপারে সুনিয়ন্ত্রিত করে এতে এমন এক শিক্ষা আছে যা আমি জানি লোকদের থেকে শিখেছি আর এ শিক্ষা আমার জীবনে আমাকে অনেক লাভবান করেছে। নিম্নোক্ত আয়াত থেকে এ শিক্ষা অনুমান করা যায়।

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّرْقُومًا .

“নিশ্চয় সালাত মুমিনের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে আনায় করা অত্যাবশ্যিক।”

(৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-১০৩)

কোন লোক যদি তার পার্শ্ব ও ধর্মীয় কর্তব্যসমূহকে সালাতকে কেন্দ্র করে ভাগ করে নিত, তবে সে দেখতে পেত যে তার সময়ে করকত হয়েছে এবং তার সময় উত্তমরূপে কাজে লেগেছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন মুসলমান ছাত্র ফজরের সালাতের পরের সময়কে মুখ্য করার জন্য, জোহরের সালাতের পরের সময়কে পড়ার জন্য বা পাঠ সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার জন্য, আসরের সালাতের পরের সময়কে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরবেশনা করার জন্য, মাগরিবের সালাতের পরের সময়কে মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও বিশ্রামের জন্য এবং এশার সালাতের পরের সময়কে সম-সাময়িক বিষয়ে অনেক কিছু পড়ার জন্য ও পরিবারের সদস্যদের সাথে বসার জন্য ভাগ করে নেয় তবে সে অনেক কিছু অর্জন করবে।

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা যদি আত্মাহুকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদের জন্য সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী মানদণ্ড মনোনীত করবেন। তোমাদের পাপ মোচল করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আত্মাহু তেঁা মহাকল্যাণের অধিকারী।” (৮-সূরা আনফল : আয়াত-২৯)

২৯৬. কাজকর্মে অগোছালো হবেন না

অণু, পার্থিব দায়িত্ব ও পাপনা পরিশোধ বিষয়তা ও উদ্বিগ্নতা উৎপাদনে তরুত্বপূর্ণ হুমিকা রাখতে পারে। এ বিষয়ে তিনটি মূলনীতি আছে- যা আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে ও গ্রহণ বা বাস্তবায়িত করতে হবে।

১. বিচক্ষণ লোক অন্যের উপর নির্ভর করবে না। প্রয়োজন হাফিজ খরচ করে ও অশচয় না করে যে ব্যক্তি ব্যয় করবে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য পাবে।

إِنَّ الْمُبْلِيْنَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ -

“নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।” (১৭-সূরা বাকী ইসরাইল : আয়াত-২৭)

“আর তারা যখন ব্যয় করে তখন তারা অশচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না এবং তারা এতদূত্বের মাঝে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে।”

(২৫-সূরা আল নূর : আয়াত-৬৭)

২. হালাল উপায়ে আপনার বিধিক উপার্জনের চেষ্টা করুন। কেননা, আল্লাহ নিজে পবিত্র এবং পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু তিনি কবুল করেন না। হারাম উপায়ে অর্জিত বিধিকে আল্লাহ করকত দেন না।

وَلَوْ أَغْنَىٰكَ كَثْرَةُ الْعَبِيْثِ -

“যদিও যম্বের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে।”

(৫-সূরা মাদিলা : আয়াত-১০০)

৩. হালাল উপায়ে সম্পদ উপার্জন করার জন্য অব্যবসায়ের সাথে কাজ করে যান এবং অকর্মণ্য ও অলস হওয়া পরিহার করুন। আব্দুল্লাহ ইবনে আউফ (রা) যখন মদীনাতে হিজরত করেন, তখন তিনি তার সঙ্গে কিছুই নেননি। মদীনার আনসারদের একজন তাঁকে তাঁর সম্পদের অর্ধেক দেয়ার প্রস্তাব করলেন। কারণ নবী করীম ﷺ তাঁর মাঝে ও ইবনে আউফ (রা)-এর মাঝে আত্মহের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আউফ (রা) এই উদার উপহারকে নিজে নারাজ হলেন এবং শুধুমাত্র বললেন, “আমাকে বাজারের পথ দেখিয়ে দিন।”

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

“অতপর, যখন (হুতশের) সালাত শেষ হতে যায় তখন তোমরা ভূমিতে ছড়িয়ে পড় ও আত্মাহুত করণ (বিষয়) অনুসন্ধান কর এবং আত্মাহুত বেশি বেশি স্মরণ কর যাতে তোমরা সফল হও।”

(৬২-সূরা আল হুতশা : আয়াত-১০)

২৯৭. আপনার ঈমান ও চরিত্র অনুসারে আপনার মূল্য

তিনি ছিলেন দরিদ্র, মলিন ও দুর্বল। তিনি বহুতালি বিশিষ্ট হেঁড়া পোশাক পরতেন। তিনি ছিলেন নগ্নপদ ও ক্ষুধার্ত। অজ্ঞাতবুল হওয়ার পাশাপাশি তাঁর না ছিল কোন সামাজিক মর্যাদা, না ছিল কোন সম্পদ আর না ছিল কোন পরিবার। আশ্রয় নেয়ার জন্য তাঁর কোন ছাদ-ওয়ালা ঘর ছিল না, তিনি মসজিদে ঘুমাতে ও সরকারী কর্পার পানি পান করতেন। তাঁর বালিশ ছিল তাঁর নিজের হাত আর তাঁর মাদুর ছিল তাঁর দেহের নিচের অমসৃণ, ককর্ষ ভূমি। কিন্তু তিনি সর্বদা তাঁর প্রভুকে স্মরণ করতেন ও সর্বদা আত্মাহুত কিতাবের আয়াত তেলাওয়াত করতেন। তিনি সালাতের ও যুদ্ধের প্রথম কাতার থেকে অনুপস্থিত থাকতেন না।

একদিন তিনি নবী করীম ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। নবী করীম ﷺ তাকে দেখে তাঁর নাম ধরে ডেকে বললেন, “হে জুলাইবী! তুমি কি বিয়ে করবে না?” তিনি (রা) নস্ত্র ও অস্ত্রভাবে উত্তর দিলেন, “কে আমাকে তাদের কন্যা দিবে?” তিনি (রা) আরো দুজনের সাথে সাক্ষাৎ করলেন তারাও তাঁকে একই প্রশ্ন করলেন এবং তিনি (রা) সে প্রশ্নের একই উত্তর দিলেন। নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, “তুমি অয্যক আনসারীর নিকট গিয়ে তাকে বল, আত্মাহুত রাসুল ﷺ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং “আপনার মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দেয়ার অনুমতি জানিয়েছেন।”

সে আনসারী ছিলেন মহান ও শ্রদ্ধের পরিবারের। জুলাইবী (রা) যখন নবী করীম ﷺ-এর আদেশ পালন করলেন তখন আনসারী উত্তর দিলেন, “এবং

আব্বাহর রাসুলের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। হে জুলাইবীব! আমি কীভাবে তোমার নিকট আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে পারি, যখন মাকি তোমার কোন সম্পদও নেই এবং পদমর্যাদাও নেই?” তাঁর স্ত্রীও সংবাদটি শুনে বিষিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, “জুলাইবীব! যার কোন সম্পদও নেই, কোন সামাজিক মর্যাদাও নেই।”

কিন্তু তাদের ইমানদার কন্যা জুলাইবীবের কথা তুলল, তার সম্বন্ধে কথা, যাতে আব্বাহর রাসুলের বাণী আছে। তিনি তাঁর শিতাকে বললেন, “আশঙ্ক্য কি আব্বাহর রাসুলের অনুরোধকে অগ্রাহ্য করছেন? আব্বাহর কসম, তা হবে না।” সাথে সাথে সে বরকতময় বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। তাদের বাসর রাতে রাত্তার এক ঘোষক আসলু জিহাদের ঘোষণা দিচ্ছিল। জুলাইবীব অবিলম্বে যুদ্ধের ময়দানের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। নিজ হাতে সাতজন কাম্বেরকে হত্যা করে জুলাইবীব নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন। আব্বাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এবং যে আদর্শের জন্য তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তিনি মৃত্যুকে আলিমন করেছিলেন। যুদ্ধের পর আব্বাহর রাসুল ﷺ শহীদদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, লোকজন রাসুল ﷺ কে নিহতদের সম্বন্ধে জানাতে লাগলেন।

কিন্তু অরা জুলাইবীবকে তাঁর পরিচয়হীনতার কারণে ভুলে গেলেন। তা সত্ত্বেও মদীজীর কিছু তার কথা মনে পড়ে গেল এবং তিনি বললেন, “কিন্তু আমি জুলাইবীবকে হারিয়েছি।” তাবশব রাসুল ﷺ জুলাইবীবের মৃতদেহ খুঁজে বের করলেন, যাব মুখ ধুলিতে ঢেকে ছিল। রাসুল ﷺ তাঁর মুখ থেকে ধূলি ঝেড়ে ফেললেন এবং বললেন, “তুমি সাতজনকে হত্যা করে তুমি নিজেই নিহত হলে! তুমি আমার, আমি তোমার; তুমি আমার, আমি তোমার; তুমি আমার, আমি তোমার!” আব্বাহর রাসুলের গণ্ড থেকে এই ‘সম্মান-পদবী’ই অনেক বড় পুরস্কার।

আব্বাহর রাসুলের প্রতি ও যে আদর্শের জন্য তিনি (জুলাইবীব) নিহত হয়েছেন তার প্রতি ইমান ও ভালোবাসার কারণেই জুলাইবীব (রা)-এর এতটা মূল্য হয়েছিল। তাঁর দীন-হীন অবস্থা এবং অজরতকুল পরিচয় তাঁকে তাঁর মহা সম্মান থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। তাঁর অল্প সম্পদ নিয়ে তিনি শাহাদাত, সন্তুষ্টি এবং এ পৃথিবী ও পরকালের সুখ অর্জন করেছিলেন।

“আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা দান করেছেন, তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে যারা তাদের নিছনে রয়ে গেছে, এমনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। এ কারণে (আনন্দ প্রকাশ করে) যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুচ্চিন্তামুক্তও হবে না।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৭০)

অতএব, একথা মনে রাখুন যে, আপনার আদর্শ ও চরিত্রই আপনার দ্বারা নির্ধারণ করে। মর্যাদার পথে ও উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের পথে দুরিদ্ কখনও অনড় হয়ে দাঁড়ায়নি।

২৯৮. সাহাবীদের সৌভাগ্য

সাহাবীগণ বিভিন্নভাবে ধন্য হয়েছেন; তার মধ্যে একটি হলো যে, ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে তাদের মর্যাদা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতটি—

১. আবু বকর (রা) সবচেয়ে বাগিল হয়েছে—

“আর ওহির জন্য তার সম্পদ দান করে।” (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-১৭-১৮)

২. নিম্নোক্ত হাদীসে উমর (রা) সবচেয়ে শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে—

وَأَيُّ نَصْرًا أَبْضَرَ فِي الْجَنَّةِ ثَلَاثَ لِمَنَ هَذَا الْقَصْرُ فَبَلَ
لِي لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

ভাবার্থ : “জন্মান্তে আমি একটি সাদা প্রাসাদ দেখলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম; এটি কার? আমাকে বলা হলো : এটি উমরের।”

৩. উসমান (রা)-এর জন্য নবী করীম ﷺ সোয়া করেছেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُمَرَ اَنَّا قَدَّمْنَا مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا نَاخِرُ.

ভাবার্থ : “হে আল্লাহ! আপনি উসমানের আগে-পিছের সব পাপ কমা করে দিন।”

৪. আলী (রা) সহজে নবী করীম ﷺ নিম্নোক্ত কথা বলেছেন-

رَجُلٌ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ .

আবার্থ : “(আলী) এমন লোক যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালোবাসেন।”

৫. শা'দ ইবনে মুয়াত্তা সহজে নবী করীম ﷺ বলেছেন-

أَهْنَزُكَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ .

আবার্থ : “পরম করুণাময়ের আরশ তাঁর জন্য কেঁপে উঠেছে।”

৬. হানখালাহুর (রা) ইনতেকালের পর তাঁর সহজে রাসূল ﷺ বলেছেন-

فَلَيْتَ لَكَ مَلَكُ الرَّحْمَنِ .

আবার্থ : “পরম করুণাময়ের কেরেশতারা তাকে গোদন দিয়েছে।”

২৯৯. কাফেরদের দুর্ভাগ্য

১. ফেবাউন সহজে আব্রাহাম বলেন-

أَنْتَارُ بَعْرُضُونَ عَلَيْهَا غَدْرًا وَعَشِيًّا .

“সকাল-সন্ধ্যা তাদেরকে আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয়।”

(৪০-সূরা আল মুমিন : আয়াত-৪৬)

২. কানুন সহজে আব্রাহাম বলেন-

فَقَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ .

“তাই আমি তাকে ও তার বানগৃহকে মাটিতে প্রোথিত করে দিলাম।”

(২৮-সূরা আল কাসাস : আয়াত-৮১)

৩. ওয়াশীল ইবনে মুপীরাহ সহজে আব্রাহাম বলেন-

سَأَرْفِقُهُ صَعُودًا .

“আমি অচিরেই তাকে শান্তির পাহাড়ে চড়াব।”

(৭৪-সূরা আল হুদাশুখির : আয়াত-১৭)

‘স’ উন’ হলো জাহান্নামের আগুনের মাঝে এক চালু ও শান্তিদায়ক পাহাড়।

৪. উমাইয়া ইবনে খালফ সছবে আব্বাহ বলেন—

وَلِكُلِّ مَمْرَةٍ لَمْرَةٍ

“সম্মুখে ও পশ্চাতে নিন্দাকরীর প্রত্যেকের জন্য রয়েছে নুর্জোশ।”

(১০৪-সূরা আল হুমাহ : আয়াত-১)

৫. আবু লাহাব সছবে আব্বাহ বলেন—

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

“আবু লাহাবের দু’হাত ধরে হোক এবং সে নিজেও ধরে হোক।”

(১১১-সূরা আল লাহাব বা মাসাদ : আয়াত-১)

(আবু লাহাব ছিল নবী করীম ﷺ এর একজন চাচা)

৬. এবং আস ইবনে ওয়ালী সছবে আব্বাহ বলেন—

كَلَّا، سَفَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَسَذْتُ مِنَ الْعَذَابِ مَذًا

“কখনও নয়! সে যা বলে তা আমি লিখে রাখব এবং (জাহান্নামে) আমি তার শাস্তিকে বাড়িয়ে দিব।” (১৯-সূরা মারইয়াম : আয়াত-৭৯)

৩০০. একটু খনি ভেবে দেখুন

পাপ ও আব্বাহর জিকির সছবে পাকেন হওয়ার নিম্নবর্ণিত কুফলগুলো ভেবে দেখুন : একাকীত্ব, প্রার্থনার উত্তর না পাওয়ার, হৃদয়ের কঠোরতা, বাস্তু ও সম্পদে বরকতহীনতা, জ্ঞানার্জনে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, অপমান, উদ্বিগ্নতা (টেনশন) এবং হৃদ সার্থী দ্বারা আত্মকে কলুষিত করে তাদের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া। উপরোক্তবিত্ত ফলাফলের পরে পাপ কাজ বাড়ে যেমন নাকি পানি দেয় হলে গাঁছ বাড়ে।

তাহলে একসোই খনি পাপের ফল হয় তবে একমাত্র ভগবান মধ্যেই ঠুসুখ নিহিত আছে।

৩০১. নারী জাতির প্রতি কোমল থাকুন

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

“এবং তাদের সাথে তোমরা সৎভাবে বা সম্মানজনকভাবে জীবন যাপন কর ।” (৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-১৯)

“এবং তিনি তোমাদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা ও করুণার সৃষ্টি করেছেন ।” (৩০-সূরা আর রুম : আয়াত-২১)

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ .

ভাবার্থ : “নারীদের হিতাকাজকী হও, কেননা, তারা তোমাদের হাতে বন্দী ।”

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَقْلِبِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَقْلِبِي .

ভাবার্থ : “তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের জন্য ভালো আর আমি আমার পরিবারের জন্য তোমাদের সবাই চেয়ে উত্তম ।”

সুখী পরিবার প্রেম-ভালোবাসা, সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তি এবং মহান আল্লাহর ভয়ে পূর্ণ থাকে ।

“তবে কি সে উত্তম যে নাকি আল্লাহর ভয় ও সন্তুষ্টির উপর তাঁর দামানের ভিত্তি স্থাপন করে, নাকি সে উত্তম যে নাকি খাড়া উঁচু পিরিহুড়ার ধসোমুখ কিনারায় তার দামানের ভিত্তি স্থাপন করে, ফলে তা তাকে নিয়ে জহান্নামের আগুনে ধসে পড়ে? আর আল্লাহ্ জালিমদের হিনায়াত (সঠিক পথ প্রদর্শন) করেন না ।” (৯-সূরা আওরা : আয়াত-১০৯)

জালিম বলতে বুঝায় নিষ্ঠুর, হিংস্র, অহংকারী, নৃশংসিক (বহু ঈশ্বরবাদী বা অংশীবাদী) এবং অন্যায়কারী ও অত্যাচারী ।

৩০২. প্রতিদিন ভোরে একবার হাসুন

সুন্দরভাবে বিছানা ছেড়ে উঠতে হলে ও সুন্দরভাবে দিনের শুরু করতে হলে বামীর উচ্চিৎ তার রীত সাথে সাক্ষাৎকালে মুচকি হাসা এবং রীতও অনুসরণ করা উচিত। এ হাসি হল সবুটি ও আশস-মীমাসের প্রাথমিক ঘোষণা।

নবী করীম ﷺ বলেছেন-

وَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ.

ভাবার্থ : “আর তোমার ভাইয়ের মুখের সামনে তোমার মুচকি হাসি সৎকা বরাদ্দ।”

আর আন্তাহুর রাসুলের মুখে সদ্দা হাসি ফুটে থাকত।

“তোমরা একে অপরকে সালাম দাও, এটা আন্তাহুর শব্দ থেকে এমন এক অভিবাদন যা বরকতময় (মোবারক) ও পবিত্র।”

(২৪-সূরা আন নূর : আয়াত-৩১)

“যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় তখন তোমরা এর চেয়ে উত্তম অভিবাদন কর অথবা এর অনুরূপ উত্তর দাও।” (৪-সূরা আন নিস : আয়াত-৮৬)

আর ঘরে প্রবেশ করার সময় নিম্নোক্ত দু’আ পড়তে হয়-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوَلِیِّ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِاسْمِ اللّٰهِ
وَلَجْنَا وَبِاسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَرْكَلْنَا .

ভাবার্থ : “হে আন্তাহু! আমি আপনার নিকট উত্তম প্রবেশ ও উত্তম প্রস্থান কামনা করি, আন্তাহুর নামে আমরা প্রবেশ করি এবং আন্তাহুর নামেই আমরা বের হই এবং আমাদের প্রভু আন্তাহুর উপরই আমরা তরসা করি।”

কবু সুলত চংরে কথা বলেও বাড়িতে সমঝোতাব সৃষ্টি হয়।

“আমার বান্দাদেরকে যা সর্বোত্তম ব্য সবচেয়ে ভালো তা বলতে বল।”

(১৭-সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত-৫৩)

এমন যদি হতো যে বামী-স্ত্রী উভয়েই উভয়ের সোধক্ৰটি ভুলে গিয়ে একে অপরের তপের কথাই মনে রাখত। বামী যদি স্ত্রীর সোধের কথা ভুলে গিয়ে (তখুমার) তার তপের কথাই মনে রাখে তবে সে সুখ-শান্তি পাবে। একজন আরব কবি বলেছেন-

مَنْ ذَا الَّذِي تَأْسَاءُ لَطُ * رَمَنْ لَّهُ الْحُسْنَى نَطُ .

ভাবার্থ : “এমন কে আছে যে কখনও ভুল করেনি? আর এমন কে-ই-বা আছে যে তখুমার কল্যাণেরই অধিকারী?”

“আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও নয়া না থাকত তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারত না। কিন্তু, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে পবিত্র করেন। আর আল্লাহ্ তো সর্বশ্রেষ্ঠ, মহাজ্ঞানী।”

(২৪-সূরা আন কাবাস : আয়াত-২১)

ছোট খাট ব্যাপারই অধিকাংশ পারিবারিক সমস্যার কারণ এবং আমি নিজেই এমন অনেক বিবাহ ভেঙ্গে যেতে দেখেছি যেগুলো আশোষ-বীমাসোর অসাধ্য বিবাহের কারণে ভেঙ্গে গেছে তা নয়, বরং ছোট-খাট গুরুত্বহীন কারণে তা ভেঙ্গে গেছে। এ ধরনের একটি পারিবারিক বিবাদ বেঁধেছিল ঘর পরিষ্কার ছিল না বিষয়; আরেকটি বাঘে সময়মতো খাবার রান্না হয়নি বিষয়, অন্য আরো একটা কণ্ডার কারণ ছিল স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অত্যধিক সংখ্যায় মেহমান আসার কারণে স্ত্রীর আপত্তি।

এসব ও অন্যান্য সমস্যার একটি তালিকা পারিবারিক সম্পর্কচ্ছেদ- যা সন্তান-সন্ততিদেরকে হাত-পিত্তাহীন করে- তার সমাপ্তি ঘটাতে পারে।

আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হলো বাস্তব জগতে বাস করা (বিশেষ করে সম্পত্তির ব্যাপারে) এবং কল্লরাজ্যের স্বপ্ন না দেখা এবং ঘরেই কল্লরাজ্যকে অনুভব করা। মানুষ হিসেবে আমরা বাধ্যন্বিত, খিটখিটে দুর্বল হতে পারি এবং ভুল করতে পারি। অতএব আমরা যখন পারিবারিক কল্যাণ সম্বন্ধে কথা বলি বা পারিবারিক কল্যাণ চাই তখন আবেগিক বা ভুলনামূলক সুখের কথা

আমাদের মনে রাখা উচিত— পরিশূৰ্ব সুখের কথা বা পরম সুখের কথা (মানে রাখা উচিত) নয় ।

ইমাম আহমদ ইবনে হাখলের অমায়িক বক্তবে ও উল্লেখ সাহচর্যের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য । তাঁর গ্রীষ্ম মৃত্যুর পর তিনি বলেছিলেন “সে চল্লিশ বছর আমার সঙ্গীনি ছিল, কিন্তু এ দীর্ঘ সময়েও তার সাথে আমার কখনও মনেরমালিন্য হয়নি ।”

গ্রীষ্ম যখন রাগান্বিত হয় স্বামীকে তখন অবশ্যই শান্ত থাকতে হবে এবং এর বিপরীত (স্বামী রাগান্বিত হলে গ্রীষ্মকে অবশ্যই চুপ থাকতে হবে), কমপক্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ রাগ না কমে ও বড় না খামে ।

ইবনুল জাওবী তাঁর রচিত ‘হুইদুল খাতির (حُؤْدُ الْخَاتِرِ)’ নামক কিতাবে বলেছেন । “আপনার সঙ্গী যখন আপনাকে অন্যায় কোন কিছু বলে তখন এটাকে খুব কঠিনভাবে আপনার গ্রহণ করা উচিত নয় । তার অবস্থা মাতাল লোকের মতো যে— কী বলছে সে বিষয়ে সে বেশবর । এর বদলে আপনি অল্প সময় ধৈৰ্য ধারণ করুন । আপনি যদি তার সাথে কঠোর ভাষায় কথা-কাটা কাটি করেন তবে আপনি তো সেই সুস্থ ব্যক্তির মতো হলেন যে নাকি পাগলের উপর প্রতিশোধ নিতে চায় অথবা সেই সচেতন লোকের মতো হলেন যে নাকি অচেতন লোকের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায় । তার কাজের জন্য তার দিকে দয়া-মায়ার দৃষ্টিতে ভাবুন ।”

জেনে রাখুন যখনই সে তার অবস্থা থেকে জেগে উঠবে তখনই সে বা যাটেছে তার জন্য অনুতপ্ত হবে এবং আপনার ধৈর্যের জন্য আপনার মূল্য বুঝতে পারবে । আপনাকে বিশেষ করে তখন ধৈৰ্য করতে হবে যখন ক্রুদ্ধ ব্যক্তি দম্পতির একজন বা মাতা-পিতার কেউ হন । তারা যতক্ষণ শান্ত না হন ততক্ষণ তাদেরকে তাদের বা মনে চায় তা বলতে দিন এবং তাদেরকে তাদের কথার জন্য দায়ী মনে করবেন না । ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সাথে রাগ করা হলে তার রাগ কমবে না । এমনকি তার মাতলামি অবস্থা চলে গেলেও না ।

৩০০. প্রতিশোধ গ্রহণের মোহ বিষ বিশেষ, যা কল্প বাস্তব প্রবাহিত হয়

“ইতিহাসে যারা শূন্য চড়েছেন (The Cruified Ones in History) الْكَرُوفُونَ فِي التَّارِيخِ” নামক বইটি সে সব প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছুদের পক্ষে তবু যারা তাদের শত্রুদেরকে কঠোর শাস্তি দিয়েছে। বইটি যখন কেউ পড়ে তখন বুঝতে পারে যে, শত্রুদেরকে হত্যা করাই প্রতিশোধ গ্রহণের তৃক মিটাতে যথেষ্ট নয়। (সম্ভবত গ্রহণকারও আমাদেরকে একথাই বুঝাতে চেয়েছেন।) গ্রহণকার যে প্রকল্প বিকল্প করেছেন তা হলো কল্মবিক্র লোকের সেই থেকে আত্মা বের হয়ে যাবার পর সে আর যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে না। অথচ প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছু হত্যাকারী কখনও সুখ-শান্তি পাবে না, একারণে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের আগুন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে বা তার সর্বসম্পদকে দখল করে ফেলেছে।

এ পুস্তকে আক্বাস গোজের কিছু নেতার জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে। তারা উমহিয়া গোজের অধা থেকে তাদের প্রতিদ্বন্দীদের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পায়নি শুধুমাত্র এ কারণে যে, আক্বাস গোজ কমতা নবলের পূর্বেই উমহিয়া গোজের প্রতিপক্ষরা মারা গিয়েছিল। (এতেও তাদের রাগ কমেনি) তখনও হুজ্ব এমন একজন তার শত্রুকে কবর থেকে তুলে চাবুক মেরে তলে চড়িয়ে শেষে আক্বাসে জ্বালিয়ে দিয়েছে। অতএব, একথা বুঝুন : প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছু সর্বদাই তার প্রতিপক্ষ থেকে বেশি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে; কারণ, সে শান্তি ও সৌমত্য উভয়ই হারিয়েছে।

একজন আরবী কবি বলেন—

لَا يَبْلُغُ الْأَعْدَاءُ مِنْ جَاهِلِيٍّ * مَا يَبْلُغُ الْجَاهِلُ مِنْ نَفْسِهِ

ভাবার্থ : “দুর্ঘ মিছে তার যতটা ক্ষতি করে— শত্রুরা তার ততটা ক্ষতি করতে পারে না।”

“আর যখন তারা জোমাদের সাথে সাক্ষাত করে তখন (ডারা) বলে, ‘আমরা ইমানদার!’ আর যখন একাকী থাকে বা নিভৃতে মিলিত হয় তখন তারা জেনেবে আব্বুলের ডগা কামড়ান। আপনি বলুন, ‘জোমাদের জেনেবে জোমবাই মর।’ (৩-সূরা আল ইমান : আয়াত-১১৯)

৩০৪. কণিক ভাবুন

ইমানদার যখন দুর্ভাগ্য-পীড়িত হয় তখন কেবলমাত্র তত্ত্বাব সাধ্যমেই সে সত্যি সত্যি সংকট থেকে মুক্তির পথ পেতে পারে। ইমানদারের উচিত মসিবতের কারণ বাহিরে তালাশ না করে বরং নিজের ভিতরে সন্ধান করা এবং এটা মনে করা যে, সে-ই সোয়ী এবং তার উপর যে মসিবত এসেছে সে তার যোগ্য। যখন সে এ দ্বরের সচেতনতায় পৌঁছবে একমাত্র তখনই সে সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে ভুলের প্রতিকার করতে পারবে এবং অতীতের ভুলের জন্য আল্লাহর নিকট তত্ত্বাব করতে পারবে। আর যখন সে নিজের ভিতরের এসব বিষয়ে খেয়াল রাখবে তখন আল্লাহ তার বাইরের বিষয়ে খেয়াল রাখবেন। এ কথা একেবারে সহজ মনে হতে পারে কিন্তু খুব কম লোকই বাস্তবে এর প্রয়োগ করে (খুব কম লোকই এ কথা উপর আমল করে)।

৩০৫. অন্যের ব্যক্তিত্বে নিজেকে বিলিয়ে দিবেন না

মানুষ তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে : ১. অনুকরণ, ২. নির্বাচন ও গৃহণ, ৩. আবিষ্কার ও সৃষ্টি করার গুণ (সৃজনশীলতা)। অন্যের ব্যক্তিত্ব ও আচার-আচরণের অনুকরণ করা হয় হয়তবা যে ব্যক্তিকে অনুকরণ করা হচ্ছে তার প্রচণ্ড ভালোবাসার কারণে অথবা তার সাথে চরম স্পর্শ থাকার কারণে। যখন অন্যের অনুকরণ চর্চা চরম আকারে করা হয়, যখন অনুকরণকারী অন্যের গলার বরেরও নকল করে অথবা অন্যের শারীরিক ভঙ্গিরও (অঙ্গভঙ্গিরও) অনুকরণ করে তখন আসলে সে যা করছে তা হলো তার নিজের ব্যক্তিত্বকে কবর দিচ্ছে।

আজকালকার তরুণদের দিকে তাকান, হাস্যকর মনে হলেও দেখতে পাবেন যে, তারা নামকরা লোকদেরকে তাদের হ্যাটা-চলা, কথা বলা ও নড়াচড়াতেও অনুকরণ করছে। তাদের মূর্তিদের অনুকরণ করার খাতিরে তাদের সকল স্বভাব বৈশিষ্ট্য পরিত্যক্ত হয়। যদি তারা মহান বৈশিষ্ট্য ও মহান ব্যক্তিত্বকে অনুকরণ করতে থাকত তবে আমি তাদেরকে তা করতে সুপ্রাণিশ করতাম

(তাদেরকে এ কাজ করার জন্য) প্রশংসা করতাম; কেননা, জ্ঞান অন্বেষণে, উদার ও মহৎ হতে বা সদাচরণ অর্জনকল্পে অন্যের অনুকরণ করা সচিহ্নই মহৎকাজ।

পূর্বে আমি যা বলেছি এখানে তার পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হচ্ছি (আর তা হলো) : আপনি এক অনন্য সত্তা এবং আল্লাহ্‌র আদর (আ)-কে সৃষ্টি করা থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত কোন দু'জন শোককেও দেখতে হুবহু একই রকম করে সৃষ্টি করেননি।

“এবং তোমাদের ভাষায় ও রঙের বিভিন্নতা।” (৩০-সূরা আল রুম : আয়াত-১২)

তবে কেন আমরা অন্যান্য বিষয়ে, যেমন- বৈশিষ্ট্য ও মেধায় হুবহু একই রকম হতে চাই?

আপনার বরের সৌন্দর্য এর অনুপমতায় এবং আপনার চেহারা সৌন্দর্য আপনার জন্য এর নির্দিষ্ট হওয়ার মাঝেই।

“আর পাহাড়ের মাঝে রয়েছে নানা রঙের পথ (সেতেলো) সাদা, লাল ও ঘিশমিশে অলো।” (৩৫-সূরা ফাতির : আয়াত-২৭)

৩০৬. আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করা

সাবিত ইবনে কুইস (রা) একজন ব্যপী বক্তা ছিলেন। তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ও ইসলামের পক্ষে কথা বলতেন। যাহোক, তিনি (রা) বৃত্ত্বা ভাষণদানকালে প্রায়ই তার স্বর উচু করে ফেলতেন এবং মাঝে মাঝে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উপস্থিতিতেই এ ঘটনা ঘটত।

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর আওয়েজের চেয়ে তোমাদের আওয়াজ উচু করিও না এবং তোমরা পরস্পর যেভাবে কথাবার্তা বল সেভাবে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলো না, (এ কাজ করে) পাছে আবার তোমাদের আমল এমনভাবে ব্যতিল হয়ে যেতে পারে যে তোমরা তা টেরও পাবে না (এ বিষয়ে লক্ষ্য রেখো)।” (৪৯-সূরা আল হুজরাত : আয়াত-২)

এ আঘাত যখন নাথিল হয় সাবিত (রা) ভাবলেন যে, (এ আঘাতে) তার কথা বলা হচ্ছে, তাই তিনি তাঁর ঘরে একাকী থেকে সর্বদা কান্নাকাটি করছিলেন। একটি হজরতের আন্তাহুর বাসুল عليه السلام সাবিত (রা)-এর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করলেন এবং তার সমস্ত বিস্তারিত জানতে চাইলেন। সাহাবীরা নবী করীম عليه السلام কে যা ঘটেছে তা জানালেন এবং নবী করীম عليه السلام উত্তর দিলেন “কখনো না বরং সে জান্নাতবাসী (হবে)।”

এভাবে সাবিত (রা)-এর ব্যাপারে কর্তৃত্ব সত্যকর্তা তত সংবাদে পরিণত হয়ে গেল।

আয়েশা (রা) একমাস দিনরাত কেঁদেছিলেন। কেননা, তাকে নিকুটকাণ্ডের অন্যায় অপবাদ (তোহমত) দেয়া হয়েছিল। অভিযোগের সাংঘাতিক প্রকৃতির কারণে জীর্ণ-শীর্ণ ও বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। তখন হঠাৎ করে আন্তাহুর লক্ষ থেকে সাহায্য আসল এবং কুরআন তাঁকে নিরাপত্তা প্রদান করে বলে ঘোষণা করল।

“সতী-সাম্মী সরলমতি যারা তাদের সতীত্বে কোনরূপ কলঙ্ক-শর্শের কল্লাণ্ডও করেনি এমন ইমানদার নারীদের প্রতি যারা অপবাদ দেয় তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত।” (২৪-সূরা আন নূর : আয়াত-২৩)

তাঁর মর্যাদা বাড়ানো হয়েছিল তাই তিনি আন্তাহুর প্রশংসা করলেন আর ইমানদারগণও তাঁর সাথে আনন্দ বোধ করেছিল।

যখন তাবুকের যুদ্ধের ডাক পড়েছিল তখন তিনজন মুমিন লোক (যুদ্ধে না গিয়ে) পিছনে রয়ে গিয়েছিল। যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে আল্লা শক্তির ইশিয়ারী নিয়ে সর্বশক্তিমান আন্তাহু কুরআনের আয়াত নাথিল করলেন।

এতে উপরোক্ত তিনজন ইমানদার ব্যক্তি যারপরনাই দুঃখী হলেন এবং খাঁটি তওবা করলেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে আন্তাহু ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই এবং অল্পকাল পরেই (কিন্তু অল্প সময় তাদের সীমাহীন মনে হয়েছিল) তাদের ক্ষমার সুসংবাদ নিয়ে আঘাত নাথিল হলো।

৩০৭. যে কাজ করতে আপনার আনন্দ লাগে সে কাজ চালিয়ে যান

আল্লামা ইমাম ইবুনে তাইমিয়াহ (৫) বলেছেন—

“একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম আর চিকিৎসকগণ আমাকে বলল যে, পাঠ করা ও পাঠদান করা শুধুমাত্র আমার (অসুস্থ) অবস্থাকে আরো খারাপ করবে। আমি তাকে বললাম যে, আমি সে সব কাজ বাদ দিতে পারব না এবং যদি সম্ভব হয় তবে আমি তার নিজেসব জ্ঞানকেই আমাদের মাঝে বিচারক বানিয়ে চাইলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, ব্যাপার কি এ নয় যে, যখন যদি সুখ ও আনন্দবোধ করে তবে সেহ শক্তিশালী হয় ও রোগ দূর হয়ে যায়? চিকিৎসক ইঁা বাচক উত্তর দিলেন। আমি তাকে বললাম, অতএব, আমার অস্বা জ্ঞান চর্চায় আনন্দ, আরাম ও শক্তি পায়। চিকিৎসক আশ্বাসমর্পণ করলেন এবং স্বীকার করলেন যে আমার অবস্থা তার চিকিৎসা শাস্ত্রের চৌহদ্দির বাইরে।”

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمۡ ۚ بَلۡ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمۡ ۚ

“এটাকে তোমাদের জন্য খারাপ বা ক্ষতিকর মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য উত্তম বা উপকারী। (২৪-সূরা আন নূব: আয়াত-১১)

৩০৮. ক্ষণকাল ভেবে দেখুন

যারফালির ‘আ‘আম’ (أَعْلَامُ إِلَى كَلِمَةٍ) নামক কিতাবে প্রাজেকের ও প্রাজীজের (পাক্তাজের) রাজনীতিবিদ, পণ্ডিত, লিখক ও চিকিৎসকদের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত যে কারণে তাদের সম্বন্ধে লেখা হয়েছে তা তাদের সবার মাঝেই সাধারণ (ব্যাপক) আর তা হলো তাদের প্রত্যেকেরই অন্যদের উপর গভীর প্রভাব ছিল। তাদের জীবনী পড়ার পর আমি আল্লাহর অস্বীকার ও কর্মশক্তি বুঝতে শুরু করলাম (আর তা হলো) : এ দুনিয়াতে কেউ কোন কিছু পেতে চেষ্টা করলে সে তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিখ্যাত, জনপ্রিয়, ক্ষমতাশালী অথবা ধনী হওয়ার মাধ্যমে তার ন্যায্য অংশ বা অধিকার পায়। (এ দুনিয়াতে যে যা পাওয়ার বা হওয়ার চেষ্টা করে সে তা

পায় বা হয়। আর এ পাওয়া বা হওয়া তার চেঁচান করার জন্য এবং আল্লাহর অসীকারের কারণে তার ন্যায় অধিকারও বটে। -অনুবাদক)

আর যে ব্যক্তি পরকালের জন্য চেঁচা করে সে অন্যদের উপকার করার মাধ্যমে ও আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করার মাধ্যমে দুনিয়াতে ও আখেরাতে উত্তরস্থানেই স্থল পাবে।

كَلَّا نَبِيذٌ مَّرْكُومٌ. وَمَوْلَاكَ مِنْ عَطَاءٍ رَبِّكَ. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا.

“আসি এদেরকে এবং তাদেরকে প্রত্যেককেই তোমার প্রতিপালকের দান থেকে সাহায্য করে থাকি। আর তোমার প্রভুর দান নিষিদ্ধ নয়।”

(১৭-সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত-২০)

আমি যাত্রাবিহীন পুস্তক পড়ার সময় লক্ষ্য করেছি যে, অমুসলিম ব্যক্তিত্বের বিশেষ করে যারা শিল্পকলা নিয়ে চেঁচা করেছে তারা নিজেদেরকে সুখ না দিয়ে বরং অন্যদেরকে সুখ দিয়েছে। তাদের কেউ কেউ শোচনীয়ভাবে ব্যক্তিগত জীবন বাপন করেছে, অন্যরা সর্বদাই অন্ধ ছিল, যখন নাকি কেউ কেউ এমনকি অসুস্থতার দাবীপ্রত্যেক নিয়েছিল। আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম : নিজে শোচনীয় থেকে অন্যদেরকে আনন্দিত বা সন্তুষ্ট করে কি লাভ?

একজন কবি বলেন—

“তুমি অনেকতে সুখ দিলে অথচ তুমি নিজে অসুখী,
তুমি মানুষদেরকে হাসালে অথচ তুমি নিজে কান্দছ।”

আমি দেখতে পেলাম যে, আল্লাহ তাঁর অসীকার বাস্তবায়ন করে তাদের প্রত্যেককে যে যা প্রত্যাশা করেছিল তাই দিয়েছিলেন। তাদের কেউ কেউ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল, কারণ, তারা তাই চেয়েছিল এবং এর জন্য চেঁচাও করেছিল, অন্যরা বিখ্যাত হয়েছিল, কারণ এটাই ছিল তাদের উচ্চতর লক্ষ্য; অন্যরা তাদের অর্থসীতি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠার কারণে ধনী হয়েছিল। যা হোক, আল্লাহর এমন কিছু ধার্মিক বান্দাও ছিল যারা মুনিয়া ও আখেরাতের পুরস্কার লাভ করেছিল : এরা এমন লোক যারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টিই অর্জন করতে চেঁচা করেছেন।

আরব উপদ্বীপের একজন সাধারণ মেঘপালকও (গাখাল) মনের দিক থেকে টলটলের চেয়েও সুখী। কেন? রাখাল সরল, অকৃত্রিম জীবন-যাপন করতেন, তিনি জানতেন যে, দুনিয়া ও আখিরাতের তার পত্তব্য কোথায় বা তিনি কোথায় যাচ্ছেন। টলটল কখনও তার আকাঙ্ক্ষা পূরাপুরি মিটাতে পারেনি এবং সে কোথায় যাচ্ছে সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণা ছিল না।

মানুষের জ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষুধ মুসলমানদের আছে। আর তা হলো স্বর্গীয় বিধান তথা তাক্বীয়ে বিদ্বাস। এ সম্বন্ধে এ পুস্তকে আমি প্রায়ই আলোচনা করেছি আর তা করেছি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই। আমি জানি যে, আমি ও আমার মতো অনেকেই অবস্থায় যখন আমাদের পছন্দমত চলে তখন আমরা তাক্বীয়ে সম্বন্ধে ইসলামী আক্বীদায় বিশ্বাস করি; কিন্তু অবস্থা যখন আমাদের মনের চাহিদার বিপরীতে যায় তখন আমরা অভিযোগ করার প্রবণতা দেখাই। আর এ কারণেই আমাদের ইমানের একটি শর্ত হলো—

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّذِّئِ خَيْرٍ وَشَرٍّ، حُلِيِّ وَمُرٍّ.

তাবার্ক : “তাক্বীয়ের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা- তা মিষ্ট হোক বা তিক্ত হোক।”

৩০৯. হিদায়াত হলো ইমানের স্বাভাবিক ফল

এখানে তাক্বীয়ে সম্পর্কিত কয়েকটি গল্প দেখা হলো।

বুডলী অনেক পুস্তক লিখেছেন। (কমপক্ষে ১৬টি হবে) তার মধ্যে আছে প্রেরিত পুরুষ (The Messenger)। ১৯১৮ সালে তিনি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় যাবাবর গ্রাখাল জাতীয় মরুবাসীদের মাঝে বসতি স্থাপন করেন। এসব মুসলমানপন সালাত পড়তেন, রোযা রাখতেন ও আত্মাহুত গ্রিকিব করতেন। তিনি (বুডলী) পরবর্তীতে তাদের সম্বন্ধে তার কিছু অভিজ্ঞতার কথা লিখেন। এভাবেই তিনি এক বিশেষ গল্প শুরু করেন—

“একদিন এক জীঘণ বালি ঝড় শক্তি সম্ভার করতে শুরু করল (অর্থাৎ তা ক্রম্বাহারে জীঘণ থেকে জীঘণতর হতে লাগল)। ঐচব বায়ুপ্রবাহ অনেক ধ্বংস সাধন করল। আমার মনে হচ্ছিল যেন পঙ্গল হয়ে যাচ্ছি। আমার নিকট

আশ্চর্য লাগে যে, তবুও (এক কষ্টকর অবস্থা সত্ত্বেও) আরবরা আন্দৌ কোন অভিযোগ করল না। তারা আত্মসমর্পনের সাথে কাঁধ ঝাড়া নিয়ে বলল যে, এটা তাদের তাক্বীনে লিখা ছিল। তখনই তারা শক্তিমত্তার সাথে তাদের সৈন্যবিন কায়ে বেগে গেল। দলপতি বললেন, আমরা যদি মনে করি যে, আমাদের সব কিছু হারানোর কথা ছিল তবে আমরা খুব বেশি হারাইনি। বরং সকল হাশংসা ও কৃতজ্ঞতা (হাম্দ ও শুকর) আল্লাহরই গ্রাণ্য; আমাদের এখনও চল্লিশ শতাংশ পণ্ড সম্পদ আছে আর আমরা নতুনভাবে জীবন যাত্রা শুরু করতে পারি।”

আরেকটি ঘটনা

“আমরা যখন গাড়িতে করে মক্কাতুমির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করছিলাম তখন আমাদের গাড়ির একটি চাকা কেটে গেল। আরো ভীষণ বিপদের কথা হলো যে, ড্রাইভার অতিরিক্ত চাকা সাথে নিতে ভুলে গিয়েছিল। আমার রাগও হলো আবার দুশ্চিন্তাও হলো। আমি আমার আরও সঙ্গীদেরকে সিজ্জেস কবলাম যে আমরা কি করতে যাচ্ছি (এখন আমরা কী করব? এখন আমাদের উপায় কি হবে?) তারা শান্তভাবে আমাকে মনে করিয়ে দিল যে, রাগ করে কোন লাভ হবে না বরং অবস্থা আরো খারাপ হবে, আমরা তিনটি ভালো চাকা ও একটি ফটা চাকার উপর ভর করে অত্যন্ত বিরক্তকর দীর্ঘপন্থিতে অগ্রসর হতে লাগলাম।

ক্রমেই আমরা একেবারে খেমে গেলাম (আমাদের যাত্রা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল)। চাকার অবস্থা এর কারণ ছিল না, বরং আমাদের গাড়ির ফুলাদি (তেল)ও ফুরিয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনা যখন ঘটল এমনকি তখনও আমার সঙ্গীরা শান্ত থাকলেন। অধিকন্তু তারা হাসি মুখে সুতের জালে জালে গান গাইতে গাইতে পদযাত্রা শুরু করলেন। এই আশ্চর্য ব্যাবার জাতীয় রাখালদের সাথে সাত ঘণ্টা সময় কাটানোর পর আমার পুরাপুরি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, ইউরোপ ও আমেরিকার সুবিকৃত মাতলামি, পাগলামি বা মানসিক রোগ ও হুজাশা হলো ব্যক্ততম শহুরে গ্রীবনের ফল।”

তিনি আবার বলেছেন—

‘মরুভূমিতে বাসকরাকালীন আমি কখনও টেনশন অনুভব করিনি। আমার মনে হয়েছিল আমি যেন আল্লাহর আগ্রহে অবস্থান করছি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি বুঁজে পেয়েছি। অনেক লোক আরবদের অনৃষ্টবাদী (তাকদীরে) বিশ্বাসকে অবজ্ঞাতরে উপহাস করে। কিন্তু কে জানে! হয়তোবা অবশেষে আরবদের নিকট সত্য আছে; কারণ, অতীত সময়ে আমার যেমনটি মনে পড়ে এতে আমার নিকট এটা স্পষ্ট যে, আমার জীবনটা কিছু বিক্ষিপ্ত সময় নিয়ে গঠিত যা (এমন) কতগুলো ঘটনা-দুর্ঘটনার ফল যা আমার পছন্দ ছাড়াই ঘটেছিল।

আরবরা এসব ঘটনাকে আল্লাহর তাকদীর (পূর্বনির্ধারিত বিধান বা অনৃষ্ট বা ভাগ্যনির্দিষ্ট) বলে। সংক্ষেপে বলছি, আমি মরুভূমি ছেড়ে এসেছি সন্তেরো বছর হয়ে গেল, এখনও আমি আল্লাহর তাকদীর সন্তোষে আরবদের উন্মত্ততার মনোভাব সূচক নৃষ্টিভঙ্গিতে আঁকড়িয়ে ধরে আছি। যে ঘটনা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে সে সব ঘটনাকে আমি সৌম্যতা, শান্তভাব, তৈরুথ বা আত্ম সংবরণের সাথে গ্রহণ করি। এই যে গুণ যা আমি আরবদের কাছ থেকে শিখেছি তা আমার ব্রাদারকে শান্ত করতে ও আমার টেনশনের মাত্রাকে কমাতে যা করেছে তা হুমের বিভিন্ন হাজারো প্রশিক্ষণশন যা করতে পারে তার চেয়েও বেশি।”

বুড়ীলীর কথার উপর মতব্যা করার জন্য আমি প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই যে, আরবদের বিশ্বাসের উৎস ছিলেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)। তাঁর বাণীর মূলকথা ছিল মানুষদেরকে হতাশ বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা— তাদেরকে অন্ধকণ্ঠ থেকে বের করে আনা ও তাদেরকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়া। রাসূল (সা) তাঁর বাণীতে শান্তি ও সুস্থির রহস্য ছিল : অর্থাৎ আল্লাহ তাহালার সব কিছু পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছেন একথা বুঝা। অশ্রুপাক, কাঙ্ক্ষিত লাঞ্চে পৌঁছার জন্য প্রত্যেককে অবশ্যই কাজ (আমল) করতে হবে এবং তাদের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বিপর্যয়ে আপনার স্থান বা অবস্থান সেখানেই জন্য ইসলামের মহান বাণী এসেছে, যাতে করে আপনি এমন আদর্শ ব্যক্তি হতে পারেন যে নাকি মানব জীবনের রহস্য ও উদ্দেশ্য জানে।

৩১০. মধ্যমপন্থা

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا .

“এরূপে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী জাতি বানিয়েছি।”

(সূরা-২ বাকারা : আয়াত-১৪৩)

দু’টি চরম অবস্থার মাঝে সুখ পাওয়া যায় না: বাড়াবাড়ি ও অবহেলা। মধ্যমপন্থা হলো বর্গীয় (জাল্লাতী) নির্দেশিত পথ যা আমাদের দুই চরম পন্থার স্পষ্ট মিথ্যা থেকে রক্ষা করে। আর তা হলো ইহুদীদের চরম বাড়াবাড়ি ও খ্রিস্টানদের চরম অবহেলা। ইহুদীদের জ্ঞান ছিল কিন্তু তারা আমল করত না : খ্রিস্টানরা আমল করত কিন্তু তারা তাদের নিকটে অবতীর্ণ বর্গীয় (জাল্লাতী) কিতাবের আনিকে পরিত্যাগ করেছিল। জ্ঞান ও আমল উভয়টি নিয়েই ইসলাম এসেছে; এ ধর্ম দেহ-মন উভয়ের জন্যই যত্নবান; এ ধর্ম ওস্তী ও মন উভয়কেই অনুধাবন করেছে এবং প্রত্যেককেই তার ন্যায্য স্থান দিয়েছে।

আপনি ইবাদতের ব্যাপারে যখন মধ্যমপন্থী থাকেন তখন আপনি মধ্যম পন্থের অনুসরণ করছেন। এর অর্থ হলো আপনার এত বেশি নফল ইবাদত করা উচিত নয় যাতে আপনি আপনার শরীরের ক্ষতি করে ফেলেন ও শরীরকে দুর্বল করে ফেলেন এবং নফল ইবাদত একেবারে ছেড়ে দেয়াও আপনার উচিত নয়। ব্যয়ের ব্যাপারেও প্রচুর পরিমাণে আপনার সম্পদ ব্যয় করে অপচয়কারী হওয়া আপনার উচিত নয় এবং কৃপণ হওয়াও আপনার উচিত নয়। চরিত্রের মধ্যমপন্থা বলতে বুঝায় কঠোর ও অতিরিক্ত কোমল হওয়ার মাঝামাঝি অবস্থা অবলম্বন করা, সর্বদা ক্রুদ্ধ হওয়া ও সর্বদা হাস্যর মাঝামাঝি অবস্থা অবলম্বন করা এবং নিঃসঙ্গ একাকীত্ব ও অতিরিক্ত সামাজিকতার মাঝামাঝি অবস্থা অবলম্বন করা।

ইসলাম সকল ব্যাপারেই মধ্যম (পন্থী) ও ন্যায় মম্বর পদ্ধতির আশ্রয় দেয়।

৩১১. চরমশত্ৰু পরিহার করা

মুজাব্বিরক ইবনে আব্দুল্লাহ বলেছেন- “সবচেয়ে খারাপ ভ্রমণ হল হাক্‌হাক্‌হা।” এমন ভ্রমণকে বলে যাতে ভ্রমণকারী বেগে ধানিত হয় ফলে সে নিজে ও তার বাহন উভয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একখানি হাসীসে আছে, নবীজী ﷺ বলেছেন যে, সবচেয়ে খারাপ নেতা সে, যে নাকি তার অধীনস্তদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করে। মনে রাখুন যে, উদারতা হল অপচয় ও কৃপণতার মাঝামাঝি আর সাহস হল কাপুরুষতা ও বেপরোয়াভাবের মাঝামাঝি। মুচকি হাসি হলো ক্ষমতা ও অট্টহাসির মাঝামাঝি। ধৈর্য হলো কঠোরতা ও নুতনুতনে তাবের মাঝামাঝি। অপচয় ও বাড়াবাড়ির একটি ঐযুধ আছে; তা হলো আবেগের একাংশ বুকে ফেলা। আর অবহেলার ঠিকিৎসা হলো দু' ইচ্ছার শক্তিশালী ত্বরে উন্নীত করার মাধ্যমে কথাখাত করে নিজেকে গঠন করা।

“আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করুন- আমাদের পথ হাদের উপর আপনি করুণা করেছেন- যার অভিশপ্তও নয় আর পবিত্রও নয়”

(১-সূরা কতিয্য: বায়ত-৬-৭)

৩১২. ক্ষণকাল ভাবুন

ধৈর্য ধরার চেয়ে কঠিন কোন তথ্য নেই- হোক তা শ্রিয়মানের বিচ্ছেদের পর অথবা অস্বীকৃতির ঘটনা ঘটার পর কাল্পিত ধৈর্য (তোতে কোন শার্ক্য নেই, উভয়টার ব্যাপারেই একই কথা প্রযোজ্য)। অপেক্ষার সময় যখন নির্ধারিত হয় অথবা হতাশা যখন পেয়ে বসে তখন ধৈর্য ধরা সবচেয়ে কঠিন। এ সময় প্রকৃতির শাস্রোজন, অবস্থাজেনে বিভিন্ন বকম প্রকৃতির প্রয়োজন-

১. আপনি যে সংকট অভিক্রম করছেন মাঝে মাঝে তার মাত্রার দিকে তাকানো উচিত এবং বুঝা উচিত যে- অবস্থা আরো অবনতি হতে পারত।
২. এ দুনিয়াতে আপনার ভোগান্তির কারণে (আবেগব্রাত) আরো আপনারকে প্রতিদান দিচ্ছে অস্তিত্বের নিকট এ আশা করুন।
৩. আবেগব্রাতের গুরুত্বের কথা মনে রাখুন।

৪. জেসে রাখুন যে, উচিগ্ন হয়ে (ট্রেনশন করে) শু অস্থির হয়ে কোন লাভ নেই।

সংকটের সময় বৈধ্ব্য ধরতে যা আপনাকে সাহায্য করবে এ তালিকার সাথে তা যোগ করে নিন।

৩১৩. ধার্মিক কারা?

সালাতের সময় হুওয়ার আগেই মসজিদে হাজির হয়ে সালাতের আজানের জন্য অপেক্ষা করা, অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কোন রোষ না রাখা, অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক না গলানো, জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয় পেয়ে সন্তুষ্ট থাকা

কুরআন-হাদীস পাঠ করা, অন্যান্য মুসলমানদের দুঃখ-কষ্টে উদ্বেগ বোধ (ট্রেনশন ফীল) করা অর্থাৎ মুসলমানদের ব্যাঘাত ব্যথিত হওয়া এবং নিজের সম্পদ দান করা—এসব হলো ধার্মিক লোকদের গুণাবলি।

সম্পদ সবচেয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের খুব জোড়ালোভাবে সুপাঠিশ করা হয়েছে। (আপনি যদি আত্মাহুর গাধে আপনার সম্পদকে বিজ্ঞতার সাথে ও উদারতাব সাথে ব্যবহার না করেন তবে অবশ্যই) সমৃদ্ধির ত্বর সন্ধান করা আপনার উচিত নয়, কেননা সমৃদ্ধি আপনাকে কুণ্ঠে চলতে প্রলুব্ধ করতে পারে এবং দারিদ্র্যের স্তরও চাওয়া আপনার উচিত নয়, কেননা আ আপনাকে পরকালের কথা ভুলিয়ে দিতে পারে।

বহু ইমানেদারের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম অবস্থা হলো তাদের সকল কাজ হালসিভাবে সম্পাদন করার মতো পর্যাপ্ত সম্পদ থাকা আর চেয়ে কমও নয় এবং তার চেয়ে বেশিও নয়। মৌলিক প্রয়োজন এক ঘোড়ার তুলনায় আরেকজনের কম-বেশি হতে পারে, তবে সাধারণত বাসগৃহ, যার কাছে শান্তি পাওয়া যায় এমন ট্রী, একটি উপযুক্ত পাড়ি বাতে চড়ে এনিক ওদিক চলাফিরা করা যায় এবং প্রয়োজনীয় রসদ জুয়ের মতো পর্যাপ্ত টাকা-পয়সা হলো মৌলিক প্রয়োজন। [এটাতো বর্তমান প্রেক্ষাপটে আরবদের কথা। কারণ, মূল আরবী গ্রন্থের গ্রন্থকার আরবদেশী। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিজস্ব একটি পাড়ি ও শহরে নিজস্ব একটি বাড়ির আশা অবিকারশ লোকের জন্যই মানসিক যাতনার কারণ।— অনুবাদক।]

৩১৪. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ালু

রিয়াদ পৌরসভার একজন উচ্চ পর্যায়ের সদস্য আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, ১৩৭৬ হিজরীতে জুবাইল শহরের একদল জেলে সাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং তিনদিন তিন রাত্র অতিবাহিত করার পরও তারা এমনকি একটি মাছও ধরার ব্যবস্থা করতে পারেনি। ইতোমধ্যে নিকটবর্তী আরেকদল জেলে অনেক মাছ ধরে ফেলল। তাদের ব্যর্থতা ও অন্যদলের সফলতার মাঝে তখুমাত্র প্রভেদের কারণেই তারা বিব্রিত হুল না, অবিকল, তারা বিব্রিত হয়েছিল এ কারণেও যে, তারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদার করা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছিল, পক্ষান্তরে, অন্যদল সালাত না পড়া সত্ত্বেও সফল হয়েছিল।

সালাত আদারকারী দলের একজন বলল। “সুব্হানাল্লাহ! (আল্লাহ কতই না পবিত্র!) আমরা প্রতি ওয়াক্তের সালাত পড়েছি অথচ আমরা কিছুই পাইনি, আর অন্য দলটি গত কয়েকদিনে আল্লাহকে এমনকি একটি সিঁজদাও করেনি অথচ চেয়ে দেখে ঐ যে তাদের কত কষ্ট মাছ।” তখন শরতান তাদেরকে সালাত না পড়ার কুমন্ত্রণা দিল। পরের দিন তারা ফজরের সালাত পড়তে খুম থেকে উঠল না। তারা জোহরের ও আসরের সালাতও পড়ল না।

আসরের ওয়াক্ত হওয়ার পর তারা (মাছ ধরতে) সাগরে চলে গেল। এবার তারা একটি মাছ পেল। মাছটিকে কাটার তারা এর পেটে একটি মুক্তা পেল—একটি বহুমূল্যবান মুক্তা। তারা মুক্তাটি হাতে নিয়ে এর নিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, “সুব্হানাল্লাহ! (আল্লাহ কতই না পবিত্র!) আমরা যখন তাঁর আনুগত্য করেছি তখন আমরা কিছুই পাইনি, আর যখন আমরা তাঁকে অমান্য করলাম তখন আমরা এ জিনিস পেলাম! আমাদের সামনে এই যে বিসিখ তা অবশ্যই সমেজনক প্রকৃতির।” তারপর তিনি মুক্তাটিকে হাতে নিয়ে তা সাগরে ছুঁড়ে ফারলেন এবং বললেন, “আল্লাহ আমাদেরকে এর চেয়েও ভালো জিনিস দিয়ে প্রতিদান দিবেন।

আল্লাহুর কসম, আমি এটা নিব না ; কেননা, সালাত ছাড়ার পর আমরা এটা পেরেছি। জে আমরা আমার সাথে আস এবং চল, যে স্থানে আমরা আল্লাহুর আদেশ অমান্য করেছি সেস্থান ছেড়ে আমরা চলে যাই।” তাবা তিন মাইল দূরে গিয়ে রাতের জন্য তাবু খটাল। তার কিছুক্ষণ পর তারা আবার মাছ

শিকারে গেল এবং তখন তারা একটি বেশ বড় আকারের মাছ পেল। যখন তারা এটিকে কাটল তখন এর পেটে সেই একই মূল্যবান মূক্তাটি পেল তখন তারা বলল— “সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে উত্তম (পবিত্র) রিযিক দান করেছেন।” সালাত পড়ার পর, আল্লাহর জিকির করার পর এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়ার পর তারা মাছটি ধরেছিল, তাই তারা এবার মাছটি রাখল।

একটি শুক্লত্বপূর্ণ পার্শ্বক্য আশনার লক্ষ্য করা উচিত; জিনিস একটিই ছিল, কিন্তু আল্লাহকে অমান্য করার সময় যখন তারা এটি পেল তখন এটি অপবিত্র ছিল।

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা দান করেছেন যদি তারা তাতে সন্তুষ্ট হতো এবং বলত, “আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, (আর) অচিরেই আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও (দান করবেন)। নিশ্চয় আমরা আল্লাহর নিকট সর্নির্বদ্ধ অনুরোধ করি (যাতে তিনি আমাদেরকে ধনী করেন);” (তবে কতইনা ভালো হতো!)”

(৯-সূরা ভাওবা : আয়াত-৫৯)

নিশ্চয় এটা আল্লাহর দয়া। অতএব যখন কেউ আল্লাহর জন্য কোন কিছু ত্যাগ করে তখন আল্লাহ তাকে তার চেয়ে ভালো জিনিসের আশ্বাস দেন।

এতে আলী (রা)-এর একটি গল্প আমায় মনে পড়ে গেল। একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি দু'রাকাত নফল সালাত পড়ার জন্য কুফার মসজিদে প্রবেশ করলেন। প্রবেশের পূর্বে তিনি একটি ছেলেকে দরজায় দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। তিনি ছেলেটিকে বললেন। এই যে ছেলে! শোন, আমি সালাত শেষ করা পর্যন্ত তুমি আমার বন্ধরটিকে ধরে রেখো।”

মসজিদে প্রবেশের সময় আলী (রা) নিয়ত করেছিলেন যে, ছেলেটিকে তার কাজের বিনিময়ে এক মিহহাম দিবেন। ইতোমধ্যে ছেলেটি বন্ধরের লাগাম খুলে এটিকে (লাগামটিকে) বিক্রি করার জন্য বাজারের দিকে প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হলো। আলী (রা) যখন মসজিদ থেকে বের হলেন তখন তিনি কোন ছেলেকে দেখতে পেলেন না এবং বন্ধরটিকে লাগামহীন দেখতে পেলেন।

তিনি একজন লোককে ছেলেটিকে ধরার দায়িত্ব দিলেন ও তাকে বাজারে যেতে আদেশ করলেন, যেহেতু ছেলেটি লাগামটিকে বিক্রি করার জন্য

বাজারে যাওয়ার সজ্জাবনাই বেশি ছিল। লোকটি দেখতে পেলেন যে, ছেলেটি এর (লাগামের) দর হাঁকছে আর তিনি ছেলেটির থেকে এক দিরহামের বিনিময়ে এটিকে (লাগামটিকে) কিনে নিয়ে এসেন। তিনি আলী (রা)-এর নিকট গিয়ে এসে যা ঘটেছে তা তাকে জানানেন। যা ঘটেছে তা শুনার পর আলী (রা) বললেন, সুব্হান্নাহ! (আল্লাহ্ কতইনা পবিত্র!) আল্লাহ্ শপথ, আমি তাকে একটি হালাল দিরহাম দেয়ার নিয়ত করেছিলাম কিন্তু সে এটাকে প্রত্যাখ্যান করে বরং হারামভাবে এক দিরহাম নিল।

“(হে মুহাম্মদ ﷺ) আপনি যে কাজে বা যে অবস্থায়ই থাকেন না কেন আর সে বিষয়ে আপনি কুরআনের যে অংশই তেলাওয়াত করেন না কেন আর তোমরা যে আমলই (কাজ) কর না কেন যখন তোমরা তা কর বা তাতে প্রবৃত্ত হও তখন আমি তোমাদের সাক্ষী বা পরিদর্শক হয়ে থাকি। আর আসমানসমূহে ও ভূমিতে অনুপরিমাণ কোন কিছু, তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর কোন কিছু এবং এর চেয়েও বৃহত্তর কোন কিছুই তোমার প্রভুর নিকট থেকে গোপন থাকে না।” (১০-সূরা ইউনুস : আয়াত-৬১)

৩১৫. আল্লাহ্ মুত্তাকীকে এমন উৎস থেকে রিযিক দিবেন

যে সে করুণাও করতে পারবে না

“আর আল্লাহ্ মুত্তাকীকে এমন উৎস থেকে রিযিক দিবেন যে সে তা করুণাও করতে পারবে না। (৬৫-সূরা আত তালাক : আয়াত-৩)

তানুযী তার ‘আলফাযাখু বা ‘দাশশিদাহ’ নামক পুস্তকে একটি গল্প বলেছেন। এক লোক চরম দরিদ্র অবস্থায় পড়ে। তার সামনে সম্ভ্রান্তার সকল দ্বার শক্তভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একদিন তার অবস্থা এতই ভয়ানক হয়ে গিয়েছিল যে, তার ও তার পরিবারের খাওয়ার মতো কোন কিছু ঘরে ছিল না। পরে সে বলেছিল “প্রথম দিন আমবা ক্ষুধার্ত কাটালাম। দ্বিতীয় দিনও একইভাবে কাটল এবং সূর্য যখন তুবুতুবু তখন আমার স্ত্রী আমাকে বলল, বের হয়ে দেখ আমাদের খাওয়ার জন্য কোন কিছু পাও কি-না, কেননা, আমরা মরতে বসেছি প্রায়।

আমার এক আত্মীয়ের কথা আমার মনে পড়ল এবং তার বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। তার সাথে সাক্ষাৎকালে আমি আমাদের করুণ অবস্থার কথা জানালাম। সে বলল যে, একটি পঁচা মাছ ছাড়া তাদের ঘরে আর কিছু নেই। তা সত্ত্বেও (এটা পঁচা হওয়া সত্ত্বেও) আমাদেরকে এটা দেয়ার জন্য আমি তাকে বললাম। যেহেতু আমরা না খেয়ে মরতে বসেছিলাম প্রায়। আমার সাথে করে আমি এটাকে বাড়িতে নিয়ে আসলাম এবং আমি খিঁচিৎ হয়ে গেলাম কেননা এটাকে কাটার পর এটার পেটে আমি একটি মুক্তা পেলাম।

আমি এ মুক্তাটিকে কয়েক হাজার মীনারে বিক্রি করলাম এবং যা ঘটেছিল তা আমি আমার আত্মীয়কে জানালাম। সে বলল যে, সে এর অংশ নেবে কিছু শূরোটা নেবে না। এ ঘটনার পর আমার অবস্থা খুবই উন্নত হয়ে গেল এবং লজ্যাংশ নিয়ে আমি আমার ঘরকে সাজালাম। আর আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা আল্লাহুর রহমত ছিল, অন্য কিছু নয়।”

আর তোমাদের নিকট যত নেহামত আছে তা আল্লাহুর শপক থেকেই।”

(১৬-সূরা আন নাহল : আয়াত-৫৩)

إِذْ نَفِثْنَا نُونًا فِي كُمٍ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ۔

“(তখনকার কথা স্মরণ কর) যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য চাচ্ছিলে ফলে তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।”

(৮-সূরা আনকাল : আয়াত-৯)

‘এবং তিনিই কুঠি কর্বন করেন।’ (৪২-সূরা আশ শূরা : আয়াত-২৮)

এক ধার্মিক ইবাদত শুদ্ধর ব্যক্তি যখন তার পরিবারসহ মরুভূমিতে ছিলেন তখন যা ঘটেছিল তা তিনি আমাব নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন-

“আমরা মরুভূমিতে থাকাকালে আমাদের পানি ফুরিয়ে যায়। আমি পানির খোঁজে বের হয়ে পড়লাম ও দেখতে পেলাম যে, আমাদের নিকটবর্তী অতি ছোট নদীটিও শুকিয়ে গেছে। আমি চকুদীর্ঘে অনবরত পানি খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু এককোঁটা পানিও আমি খুঁজে পেলাম না। এরপর অতিরেই

আমরা শিশুসায় কান্ডর হয়ে পড়লাম। আমার সন্তানদের কোন কিছু পান করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। দুর্দশাশ্রুতের ডাকে যিনি সাড়া দেন আমি আমার সে প্রভুকে ঘরন করলাম। আমি উঠে দাড়লাম ও বাবু নিয়ে ভায়াসুম করে কেবলামুখী হয়ে দু'রাকাত সালাত পড়লাম। ভায়াগর আমি আমার হাত উঠিয়ে কান্না করলাম। যখন আমি আন্তাহুর নিকট সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন করছিলাম তখন আমার চোখের পানি প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল। এখন আমার মনে পড়ছে যে, নিম্নোক্ত আয়াতটি ব্যস্ততার আমার মনে পড়েছিল :

(তারা যাদেরকে শরীক করে সেসব সেবতারা ভালো) না কি তিনি ভালো যিনি দুর্দশাশ্রুতের ডাকে তখন সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে।

(২৭-সূরা আন নামঃ : আয়াত-৬২)

আর আন্তাহুর কসম, যেই আমি আমার সালাতের স্থান থেকে উঠে দাড়লাম অমনিই মক্কামিতে ঠিক আমাদের স্থানেই এক বড় মেঘ ধরে আসল (অবচ সেখানে আকাশে কোন মেঘ ছিল না।) এটা ঠিক আমাদের উপরেই থামল এবং প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হতে লাগল। আমাদের পাশের চক্রাকার ছোট নদীটি আবার ভরে গেল। আমরা পানি পানি করলাম, পোসল করলাম ও অধু করলাম। একটু পরেই আমি যে স্থানে বৃষ্টি হয়েছিল সে স্থান থেকে অন্যস্থানে গেলাম এবং দেখতে পেলাম যে চতুর্দিশের এলাকা ছিল ওক উষর; আমরা যেখানে ছিলাম কেবলমাত্র সেখানেই বৃষ্টি হয়েছে। আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার প্রার্থনার উত্তরে আন্তাহু আমাদের জন্য মেঘ এনে দিয়েছিলেন, তাই আমি তাঁর প্রশংসা করলাম। ”

“আর তারা নিরাশ হয়ে যাবার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং (তিনিই) তার কবলকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেন, আর তিনি হলেন অভিভাবক ও প্রশংসার যোগ্য। ” (৫২-সূরা হু-মীয-আন-সাজ্জাহ : আয়াত- ২৮)

অধ্যবসায়ের সাথে বা ধৈর্য সহকারে আন্তাহুর নিকট আমাদেরকে সাহায্য চাইতে হবে; কেননা, একমাত্র তিনিই তার বান্দাদের জন্য হেনায়াত ও

সাহায্যের আঞ্জাম দিতে পারেন। আল্লাহ তাঁর একজন বাঙ্গুলের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—

وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْـَٔرِعُونَ فِي الْخَيْرِ
وَيَذَرُونَا رُغْمًا وَرَهْمًا. وَكَانُوا لَنَا خُشْعِينَ.

“আর আমি তাঁর স্ত্রীকে সুস্থ করে দিলাম (যাতে সে সন্তান ধারণ করতে পারে)। নিশ্চয় তারা নেক কাজে প্রতিযোগিতা করত এবং আশা ও ভয়ের সাথে তারা আমাকে ভ্যকত এবং আমার জন্য তারা বিনীত থাকত।”

(২১-সূর আল আযিয়া : আয়াত-৯০)

৩১৬. ত্বরিত প্রতিদান

ইবনে রজব হাম্বলী (বহ.) ও আরো অনেকেই কর্ণা করেছেন যে, বকায় থাকাকালে এক আবেদের সবল সম্পদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি চরম কুখ্যাত হয়ে পেলেন ও বাসের অভাবে মরণাপন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন মক্তার চত্বরে হেঁটে বেড়ানোর সময় তিনি একটি হার পেলেন। এটাকে তিনি তার আত্মনের তিতরে রেখে মসজিদের উদ্দেশ্যে বণ্ডালনা হলেন। পথে একজন মানুষের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো যিনি ঘোষণা দিচ্ছিলেন যে তিনি একটি হার হারিয়েছেন। পরীক্ষা লোকটি পরে বলেছেন যে, আমি আমার নিকট এর বিবরণ দেয়ার জন্য তাকে বললাম।

আর তিনি এত নিষ্ঠুরভাবে এর বিবরণ দিলেন যে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না। আমি তার কাছ থেকে কোনরূপ পুরস্কার গ্রহণ না করেই তাকে হারটি দিয়ে দিলাম। আমি বললাম : হে আল্লাহ! আমি এটাকে তোমার কারণে দিয়ে দিয়েছি, অন্তএব, যা এর চেয়ে উত্তম তা দিয়ে আমাকে প্রতিদান দিন।” এরপর তিনি সাপরে গিয়ে ছোট একটি নৌকার করে যাত্রা শুরু করলেন। অল্প সময় যেতে না যেতেই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ুসহ এক বড় ঝল আর (ভার) নৌকাটিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল। নৌকাটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল আর লোকটি একটি কাঠের টুকরো ধরে কুলে থাকতে বাধ্য হলেন।

প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু তাকে ডানহে বামে নিয়ে গেল। অবশেষে তিনি ভাসতে ভাসতে একটি বীপের তীরে পেলেন। সেখানে লোকজন ভরা একটি মসজিদ পেলেন— লোকেরা সেখানে সালাত পড়ছিল, তাই তিনিও তাদের সাথে সালাতে যোগ দিলেন। তিনি অংশ বিশেষ লিখিত কিছু কাগজ পেলেন ও সেগুলো পড়তে শুরু করলেন। বীপের লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি কুরআন পড়ছেন? তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” তারা বলল, “আমাদের শিওসেরকে কুরআন শিক্ষা দিন।” তাই তিনি ওদেরকে শিক্ষা দেয়া শুরু করলেন ও তাঁর কাজের জন্য তিনি একটি ভাতা (বেতল) গ্রহণ করলেন। একদিন তাহা তাকে লিখতে দেখল ও জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আমাদের শিওসেরকে লেখা শিখাবেন? আবারও তিনি “হ্যাঁ” বললেন ও একটি বেতনের বিনিময়ে ওদেরকে শিক্ষা দেয়া শুরু করলেন।

কিছুদিন পর তারা তাকে বলল, “আমাদের নিকট একটি এতীম বালিকা আছে। তার পিতা খুব ভালো মানুষ ছিলেন। আপনি কি তাকে বিয়ে করবেন?” তিনি বিস্ময়ে রাজী হলেন। তিনি পরে বর্ণনা করেছেন, আমি তাকে বিয়ে করে যখন বাসর হাতে তার নিকে ডাকলাম তখন আমি দেখতে পেলাম যে, সে হুবহু একই হার পরে আছে। আমি তাকে বললাম আমাকে হারের গল্প বলতে। সে বলল যে, তার পিতা এটাকে মক্কায় হারিয়ে ফেলেছিল এবং একটি লোক এটাকে পেয়ে তার নিকট এটাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। সে বলল যে, তার পিতা সর্বদা সেজদার সময় তার মেয়ের জন্য দু’আ করত সে যেন ঐ লোকের মতো সৎ স্বামী পেয়ে ধন্য হয়। আমি তখন তাকে জানালাম যে আমিই সে লোক ছিলাম।”

তিনি আল্লাহর জন্য কোন কিছু ত্যাগ করেছেন, তাই আল্লাহ তাকে এমন জিনিস দিয়ে প্রতিদান দিলেন যা ছিল আরো ভালো।

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا .

ভাবার্থ : “নিশ্চয় আল্লাহ উত্তম ও পবিত্র এবং তিনি উত্তম ও পবিত্র জিনিস হাড়া অন্য কিছু গ্রহণ (কবুল) করেন না।”

৩১৭. তুমি যখন সাহায্য চাও, তখন তুমি তা আল্লাহর নিকটেই চাও

আল্লাহর দয়া আমাদের প্রতি নিকটেই। তিনি সব কিছু শোনেন ও আমাদের প্রার্থনার জবাব দেন। আমরা তুলে ভরা এবং তাই নাছোড় বান্দা হয়ে প্রার্থনা করা আমাদের খুবই প্রয়োজন। ক্লান্তি, বিরক্তি ও হতাশা যেন কখনই আমাদেরকে আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন করা থেকে বিরত না রাখে। আর আমাদের কেউ যেন না বলে : “আমি প্রার্থনা করেছি তবুও আমার প্রার্থনার জবাব দেয়া হয়নি।” বরং আমাদের উচিত বিনয়ের সাথে জমিনে মাথা ঠেকানো ও আল্লাহর নিকট থেকে সাহায্য ভিক্ষা চাওয়া। এ কাজ করার সর্বোত্তম পন্থা হলো তাঁর পবিত্র নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া। কিন্তু তিনি জবাব না দেয়া পর্যন্ত আমাদেরকে অবশ্যই নাছোড় বান্দা হয়ে তার নিকট সাহায্য চাইতে হবে।

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا.

“ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ও গোপনে তোমাদের প্রভুকে ডাক।”

(৭-সূরা আল আন'আম : আয়াত-৫৫)

একজন লেখক নিম্নোক্ত এই গল্পটি বর্ণনা করেছেন—

“একজন মুসলমান শরণার্থী হিসেবে এক দেশে গেলেন এবং সেখানে তাঁর নাগরিকত্ব স্বত্ত্বের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করলেন। তাঁর সাথে সকল দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। অন্যদের নিকট নাছোড় বান্দা হয়ে কান্ডাতি করার সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর সকল যোগাযোগ ব্যর্থ হলো। একদিন এক ধার্মিক আলেমের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো এবং তিনি তাঁর নিকট তাঁর দুর্ভাগ্যপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল অবস্থার একটি বর্ণনা দিলেন। আলেম লোকটি তাঁকে বললেন, তোমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর; কেননা তিনিই সব কিছু সহজ করে দেন। এ উপদেশের তাৎপর্য নিম্নোক্ত হাদীসে পাওয়া যায়—

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعِذْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
وَأَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ
يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ.

আবার্খ : “তুমি যখন সাহাব্য চাও তখন তুমি আত্মাহুর নিকটেই সাহাব্য চাও। আর জেনে রাখ যে, গোটা জাতি যদি তোমার কোন উপকার করার জন্য একত্রিত হয় তবে আত্মাহু তোমার জন্য যা দিবে রেবেছেন তা ছাড়া তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না।”

শরণার্থী এরপর বর্ণনা করেছেন—

“আত্মাহুর কসম, আমি মানুষের নিকট সাহাব্যের জন্য অথবা মধ্যস্থতার জন্য যাওয়া বন্ধ করে দিলাম এবং তার বদলে আমি বরং আলেম আমাকে যেমনটি বলেছেন ঠিক তেমনকি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আত্মাহুর নিকট প্রার্থনা করা শুরু করলাম। ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার ঠিক পূর্বে আমি আত্মাহুকে ডাকতাম এবং তাঁর নিকট আকুল আবেদন করতাম। মাত্র কয়েকদিন পর, আমার পক্ষে ওকালতি (মধ্যস্থতা) করার জন্য কোন পদস্থ ব্যক্তির সাহায্য ছাড়াই আমি নাগরিকদের জন্য একটি দরখাস্ত জমা দিলাম। আরো কয়েকটি দিন গেল আর তখন আমাকে বিখিত করে ইঠাং করে আমার নাগরিকদের জন্য আবেদনপত্র তোলার জন্য আমাকে ডাকা হলো। ওসব কাগজে গীল মাঝ ছিল— অনুমোদিত।”

اَللّٰهُ طَيِّفٌ بِمِاَدٍ .

“আত্মাহু তাঁর বান্দাদের প্রতি খুবই মেহেরবান। (সূরা-৯২ আশ শুরা : আয়াত-১৯)

৩১৮. মূল্যবান মুহূর্ত

আহু তানুখী কাগদাদের এক গভর্ণরের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেই গভর্ণর তার প্রদেশের এক বৃদ্ধা মহিলার সম্পদকে জবর দখল করে নিয়েছিল। সে বৃদ্ধা মহিলার সকল অধিকার হরণ করে নেয় ও তার সম্পদকে কব্জাধারে বাজেয়াপ্ত করে দেয়। বৃদ্ধা তার নিকটে গেল, তার সামনে কান্না-কান্না করল ও তার অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। গভর্ণর যা করেছে তার জন্য সে না হলো অনুতপ্ত আর না হলো লজ্জিত। রাগান্বিত হয়ে বৃদ্ধা বলে ফেলল— “আমি তোমার বিরুদ্ধে বদ সোয়া করব।” গভর্ণর উপহাসের হাসি হেসে বৃদ্ধাকে বলল, তাহলে তুমি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আপনার প্রার্থনা করা উচিত।

তার ঊর্দ্ধত্যই তাকে বাধ্য করেছিল বৃদ্ধাকে একথা বলতে। বৃদ্ধা চলে গেল এবং গভর্নরের ক্রিয়ানুসৃত উপদেশ অনুসারেই বৃদ্ধা অবিচলিতভাবে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে প্রার্থনা করতে থাকেন। মাত্র কয়েকদিন যেতে না যেতেই গভর্নরকে অকিস থেকে প্রচণ্ডভাবে অপসারণ করা হলো। তার অত্যাচারের ফলাফল তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং তাকে প্রকাশ্যে (জনগণের সামনে) চাকচিক্যে ভরপুর হাঙ্গামা করা হলো। হাঙ্গামার পর, বৃদ্ধা তার পাশ দিয়ে গেল ও তাকে বলল, 'তুমি খুব ভালো কাজ করেছ। তুমি আমাকে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে প্রার্থনা করতে বলেছ আর (তদনুসারে) আমি সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক ফলাফল পেয়েছি।"

রাতের শেষ তৃতীয়াংশ আমাদের জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান সময়। কেন? এ সময় মহান আল্লাহ্ বলেন—

هَلْ مِنْ مَّائِلٍ فَأَعْطِيَهُ ؟ هَلْ مِنْ مُتَغَفِّرٍ فَأَغْفِرْ لَهُ ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَجِبْهُ .

অর্থ : "কোন প্রার্থী আছে কি যাকে আমি দান করব? কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি যাকে আমি ক্ষমা করব? কোন আত্মশোধকারী আছে কি যার ডাকে আমি সাড়া দিব?"

শিশুকাল থেকে নিজে এখন পর্যন্ত আমি কিছু ঘটনা মনে করতে পারি যাতে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সাহায্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।

প্রায় দশ বছর আগে, আমি বিমানে চড়ে আবহা থেকে রিয়াদে বাছিলাম। বিমান উড্ডয়নের কিছুকাল পরেই ঘোষণা দেয়া হলো যে, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বিমান আবহাতে ফিরে যাবে। অতপর তারা সমস্যা সমাধান করেছে বলে দাবি করল এবং আমরা বিতীফবারের মতো আকাশে উড়লাম। রিযাদে বানওয়ারের নিকটবর্তী হওয়ার সময় অবতরণের চাকাগুলো খুলছিল না। আমরা পুরো একঘণ্টা রিয়াদ শহর প্রদক্ষিণ করলাম। শাইলট বিমান অবতরণ করার জন্য দশবার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হওয়ায় পিয়ার কাজ করল না। আমরা যখন আকাশে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে ছিলাম তখন বিমানের বহু লোক আতংকগ্রস্ত হয়ে গেল এবং প্রচুর পরিমাণে

চোখের পানি ফুরতে লাগল। সেই মুহূর্তে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে, জীবন কত দুঃখ ও কণকায়ী এবং আমাদের আত্মা পরকায়মুখী হয়ে গিয়েছিল। আমরা বারবার বলতে লাগলাম।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

অর্থ : “একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, তার কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য আর তিনি সকল বিষয়ের উপরই ক্ষমতাশীল।”

এক বৃদ্ধ লোক দাড়িয়ে লোকজনকে আল্লাহুর নিকট তওবা করার জন্য, তাঁর নিকট প্রার্থনা করার জন্য, ক্ষমা চাওয়ার জন্য এবং অনুতত্ত্ব হওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন।

আর আল্লাহ্ মানুষ সবকিছু বলেছেন—

“আব যখন তারা জাহাজে (নৌবানে) চড়ে তখন তারা আল্লাহুর প্রতি ইয়ানকে খাতি করে তাঁকে (আল্লাহকে) ডাকে (তাঁর নিকট আকুল অববেদন করে)।” (সূরা-২৯ আল আনকাবুত : আয়াত-৬৫)

আমরা (একমাত্র) তাঁর নিকটেই সনির্বন্ধ অনুরোধ করলাম যিনি বিপদগ্রস্তদের ডাকে সাড়া দেন। এগার বাতের চেষ্টার সময় আমরা নিরাপদে অবতরণ করলাম। আর যখন আমরা অবতরণ করলাম তখন আমরা যেন কবর থেকে ফিরে আসছিলাম।

চোখের পানি শুকিয়ে গেল, মুখে হাসি ফুটল আর আমাদের মনের শান্তি ফিরে এল। আল্লাহ্ কতইনা করুনাময় ও দয়ালু!

একজন আরবী কবি বলেছেন।

كَمْ نَطْلُبُ اللَّهَ فِي مَرِّ بَحْلٍ بِنَا * فَإِنْ تَوَلَّتْ بَلَايَا نَسِينَا
تَدْمُرُهُ فِي الْبَحْرِ أَنْ يَتَجَى سَفِينَتَنَا * فَإِنْ رَجَعْنَا إِلَى الشَّامِ عَصِينَا
وَتَرَكِبُ الْجَوْ فِي أَمْنٍ وَفِي دَعَا * وَمَا سَقَطْنَا لِأَنْ الْحَانِظُ أَلَّهُ.

অব্যর্থ

১. “কতবারইনা যখন আমরা বিপদগ্রস্ত হয়েছি তখন আমরা আল্লাহুর কাছে সাহায্য চেয়েছি। কিন্তু যখন আমাদের বিপদ কেটে গেছে তখন আমরা তাকে ভুলে গেছি।
২. সাগরে থাকাকালে আমাদের জাহাজকে রক্ষা করার জন্য আমরা তাকে ডেকেছি। কিন্তু যখন আমরা নিরাপদে তীরে ডিড়েছি তখন আমরা তাঁর অবাধ্যতা করেছি।
৩. আর আমরা (বিমানে করে) নিরাপদে ও শান্তিতে আকাশে উড়ি; অথচ আমরা পড়ে যাই না; কেননা, (আমাদের) রক্ষক হলেন আল্লাহ।”

৩১৯. ইলাহী তাকুদীর বা স্বর্গীয় পূর্বনির্ধারিত বিধান

সিরিয়া থেকে প্রকাশিত “আলক্বাসীম” নামক পত্রিকায় এক যুবক সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। যুবকটি বিদেশ ভ্রমণের জন্য ক্লাইটে একটি সিট বুকিং করেছিল। সে তার মাকে ক্লাইটের সময়ের কথা জ্ঞানিয়ে অনুরোধ করেছিল বিমান ছেড়ে যাওয়ার কিছু আগে তাকে জাগিয়ে দিতে। সে ঘুমিয়ে পড়ার পর তার মা রেডিওতে সংবাদ তখন যে, আবহাওয়ার অবস্থা খুব খারাপ ও প্রচণ্ডভাবে কণ্ডা বায়ু বইছে। তার একমাত্র সন্তানের জন্য তার মায়ী হলো তাই সে তাকে জাগাল না এ আশায় যে, যাতে সে ক্লাইট মিস করে (ক্লাইট ধরতে না পারে)। যখন সে নিশ্চিত হলো যে বিমান ছেড়ে গেছে তখন সে তার ছেলেকে জাগাতে গেল। ছেলের ঘরে ঢুকে মা ছেলেকে বিছানায় মৃত শায়িত পেল। (ভাপোর কী নির্মম পরিহাস!)

৩২০. মৃত্যু

শাইখ আলী আব্দুল-জান্নাতাবী বর্ণনা করেছেন যে, এক বোক সিঁড়িয়াতে ট্রাক চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় একজন যাত্রীকে পার করে দেয়ার জন্য ট্রাকে তুলে নিলেন। যাত্রীটি পিছনে বসলেন যেখানে না ছিল কোন ছাদ আর না ছিল কোন ঢাকনা। সেখানে মৃতকে বহনের জন্য প্রস্তুতকৃত একটি খাঁটিয়া ছিল। তখন বৃষ্টি হতে শুরু করল আর লোকটি লক্ষ্য করে দেখল যে খাঁটিয়াটি বেশ বড়সর তাই সে এটার ভিতরে আশ্রয় নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আরেকটি যাত্রীও ট্রাকের পিছনের খোলা যায়দার উঠল। তখনও বৃষ্টি চলছিল। তাই সেও খাঁটিয়ার ভিতরে বসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

দ্বিতীয় যাত্রীটি ভেবেছিল সে ট্রাকে একাই (সুতরাং এ কাজ করতে কেউ তাকে দেখবে না)। কিন্তু, বৃষ্টি কমেছে কিনা তা যাচাই করার জন্য প্রথম ব্যক্তিটি কোন রূপ সতর্কসংকেত ছাড়াই (দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিমিত্ত করে নিয়ে) খাঁটিয়া থেকে তার একটি হাত বের করল। এটা দেখে দ্বিতীয় যাত্রী একথা ভেবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল যে, মৃত ব্যক্তিটি জীবিত হচ্ছে। মৃত্যুর্ভের মধ্যে চরম আতঙ্কে লোকটি হোঁচট খেয়ে ট্রাক থেকে পিছন দিকে বাস্তার পড়ে গেল। এবং তার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। সে সাথে সাথে মারা গেল। এ অপ্রত্যাশিত মৃত্যু সেভাবেই ঘটল যেভাবে আব্বাহু এ লোকটির অন্য লিখে রেখেছিলেন।

একজন কবি বলেন—

كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ * وَالْمَنَابِأُ عِبْرٌ أَوْ عِبرٌ .

জাবার্ব : “ভান্দুনীরের ফরসালা অনুসারেই সব কিছু ঘটে, আর অন্যদের মৃত্যুর মাঝে রয়েছে শিক্ষা।” (ইংরেজি পুস্তক অনুসারে অনুবাদ করা হলো।)

আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, মৃত্যু আমাদের মাথার উপরে (চিলের মতো) ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিনে-রাত্রে যে কোন সময় মৃত্যু আসতে পারে। আলী (রা) অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় মৃত্যুর বাস্তবতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—

إِنَّ الْآخِرَةَ قَدِ ارْتَحَلَتْ مُقِيلَةً، وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدِ ارْتَحَلَتْ مُدْبِرَةً،
فَكُوْنُوا مِنْ آتِنَاءِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُوْنُوا مِنْ آتِنَاءِ الدُّنْيَا،
فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ .

ভাবার্থ : “আখেরাত আমাদের নিকে এগিয়ে আসছে আর দুনিয়া আমাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। তাই আখেরাতমুখী হও এবং দুনিয়ামুখী হয়ো না। কেননা, দুনিয়া আমাদের জায়গা, হিসাব বা বিচারের জায়গা নয়, আর আখেরাত হিসাব বা বিচারের জায়গা, আমাদের জায়গা নয়।”

এ বাণী থেকে বুঝতে পারি যে, আমাদেরকে উন্নত করা, নতুনভাবে তওবা করা এবং পরম কল্যাণময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে আমরা পেন-দেন করছি একথা বুঝা কতটা বাধ্যতামূলক।

মৃত্যু আসার পূর্বে না কারো অনুমতি চায় আর এটা যে শবে আসে (অর্থাৎ আসছে) এ বিষয়ে কউকে না কোন সতর্ক সংকেত দেয়।

وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا . وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ رِّبَايَ
أَرْضِي تَمُوتُ .

“কেউ জানেনা যে, সে আগামীকাল কী উপার্জন করবে আর কেউ জানেনা যে, সে কোন ভূমিতে মরবে।” (৩১-সূরা লোকুমান : আয়াত-৩৪)

لَكُمْ مَبْعَادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِرُونَ .

“তোমাদের জন্য রয়েছে এক নির্ধারিত দিনের সাক্ষাৎকার- যেটাকে তোমরা না পারবে এক মুহূর্ত বিলম্বিত করতে আর না পারবে এক মুহূর্তে ত্বরান্বিত করতে।” (৩৪-সূরা আস সাবা : আয়াত-৩০)

আত্মজানুভাবী অরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা সম্ভাব্যেই মৃত্যুর অপ্রত্যাশিততাকে ব্যাখ্যা করে। একটি বামীতরা বাস চলতে ছিল; এমন

সময় ড্রাইভার হঠাৎ করে ব্রেক করল। কী সমস্যা হয়েছিল যাত্রীরা ভাকে তা জিজ্ঞেস করল। সে উত্তর দিল, “এই যে বৃহ লোকটি বাসে উঠার জন্য হাত নাড়ছেেন তার জন্য আমি বাস থামাচ্ছি। তারা সবাই বিমিত্ত হয়ে বলল “আমরা তো কাউকে নেবছি না। সে বলল, ঐ যে ওখানে তার দিকে তাকান।” আবারও তারা বলেন যে, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, “এখন দেখুন, সে বাসে উঠার জন্য আসছে।” তখন তো অবস্থা বিষয়ভাকৈও ছাড়িয়ে গেছে, আর তারা বিষয়ে চিন্তার করে বলল, “আল্লাহর কসম, আমরা কাউকে নেবছি না।” তারপর, এক মুহূর্তের মধ্যেই, ড্রাইভার তার আসনে মারা গেল। এভাবে মৃত্যু তার নিকট সর্বাপেক্ষা অতুত ও অপ্রত্যাশিত আকারে আসল।

“যখন তাদের শেষ মুহূর্ত খনিয়ে আসবে তখন তারা না পারবে এটাকে এক মুহূর্ত শিছাতে আর না পারবে এক মুহূর্ত আঘাতে।”

(৭-সূরা আরাক : আয়াত-৩৪)

বিশ্বের সমুখীন হলে মানুষ ভীক হয়ে যায়; যখন মৃত্যুর সম্ভবনা দেখা দেয় তখন তার হার্টবিট বেড়ে যায় বা কুকথড়কড় করতে থাকে এবং তখন কোনরূপ পূর্ব-সতর্কসংকেত ছড়াই এক নিরাপদ মুহূর্তে সে মারা যায়।

“তারাই যেরে বসে ছিল, অথচ (পরে) তাদের মৃত ভাইদের সবকে বলেছিল-

“যদি তারা আমাদের কথা তনতো তবে তারা মারা যেত না।”

(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলুন, “যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে তোমরা তোমাদের নিজেরদের থেকে মৃত্যুকে হাটিয়ে দাও।”

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৬৮)

অতুত বিষয় হলো এই যে, আমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কথা ভাবি না বা এ জীবনের কনসুয়ারী প্রকৃতির কথা ভাবি না।

৩২১. আল্লাহ একাই সর্বশক্তিমান

এটা খুব ছোটখাট ঘটনা যে, মানুষ মাঝে মাঝে জীবনের বাস্তবতা বুঝতে পারে। ১৪১৩ হিজরীতে আমার এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য রিয়াদ সফর করেছিলাম। রিয়াদে আমার আগমনের দিন তাকে দিনের শেষ নাগাদ কাজ করতে হয়েছিল, তাই আমি সরাসরি আমার (আবাসিক) হোটেলে চলে গেলাম। কুনি আমাকে হোটেল কর্মচারীদের কাজকর্মের স্থান থেকে অনেক দূরে পঞ্চম তলার একটি কক্ষে নিয়ে গেল। ঘরে প্রবেশ করার পর বিছানার উপরে আমার ব্রিককেস্ রেখে অল্প করতে গোসল বাসনা পেলাম।

দরজা বন্ধ করে গোসল করার পর ঘের হওয়ার জন্য দরজার কাছে গেলাম। বিরক্ত হয়ে পেলাম, (কেননা,) দরজা আটকে থাকল, যতই চেষ্টা করলাম কিছুতেই কিছু হলো না— আমি দরজা খুলতে পারলাম না। শীঘ্রই আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি এই সংকীর্ণ স্থানে আটকা পড়ে গেছি, যেখানে নেই কোন জানালার, নেই কোন টেলিফোন আর সবচেয়ে খারাপ যা হলো, নিকটে এমন কেউ ছিল না যাকে সাহায্যের জন্য ডাকতে পারতাম।

আমি আমার প্রভুকে স্বরণ করলাম এবং সাহায্যের জন্য তার নিকট আকুল আবেদন করলাম। আমি সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে বিশ মিনিটে দাঁড়িয়ে রইলাম, (যদিও বিশ মিনিট) তবুও এটা আমার নিকট তিন দিন মনে হয়েছিল, সে বিশ মিনিটে আমি যেমে গিয়েছিলাম, আমার হাটবিট তখন বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গিয়েছিল আর আমার শরীর কাঁপতে শুরু করে দিয়েছিল। আমার জীষণ অভাবের প্রধান কারণ এই ছিল যে, কোনরূপ সতর্কসংকেত ছাড়াই এ ঘটনা হঠাৎ করে ঘটেছিল এবং এও (একটি কারণ ছিল) যে, আমি এমন এক অদ্ভুত স্থানে ছিলাম যেখানে সাহায্যের জন্য কারো সাথে যোগাযোগের কোন উপায় ছিল না।

আমার কাছে মনে হয়েছিল যে, সেখানে আমি এক জীবনকাল কাটালাম, এরপর আমি শারীরিক শক্তি খাটিয়ে দরজাটিকে জোর করে খোলার চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি আমার দুর্বল অস্থি চর্মসার শরীর নিয়ে দরজাটিকে ঝাঁকঝাঁকি শুরু করে দিলাম। আমি অনবরত ঝাঁকতে ঝাঁকতে দুর্বল হয়ে পড়লাম ও বিশ্রাম করার প্রয়োজন বোধ করলাম।

যখনই আমি দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম তখনই আমি বিশ্রাম নিয়ে— একভাবে কিছুক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে পেলাম। অবশেষে দরজা খুলে গেল এবং আমি এমন ধরনের অনুভূতি নিয়ে বেরিয়ে এলাম যা কিনা সে লোকের থাকতে পারে যে

নাকি তার কবর থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমি আল্লাহর প্রশংসা ও তকরিয়া আদায় করলাম। আমি স্বরণ করলাম যে, মানবজাতি কতইনা দুর্বল আর এক মুহূর্ত অতিক্রম করার সময় আমরা কতইনা অসহায় হয়ে যেতে পারি। তখন আমি আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা ও আমাদের পরকালকে ভুলে যাওয়ার কথা মনে করলাম।

“আর তোমরা সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট ফিরিয়ে আনা হবে।” (২-সূরা বাকার : আয়াত-২৮১)

أَيُّنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ.

“তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে বসবেই, যদিও তোমরা মজবুত ও সুউচ্চ দুর্গে থাকনা কেন।” (৪-সূরা নিসা : আয়াত-৭৮)

মৃত্যু এমনভাবে আসে যা আমরা প্রত্যাশা করি না। আমি এমন কিছু লোকের কথা পড়েছি ও শুনেছি যারা মৃত্যুকে চেয়েছিল, কিন্তু, অবশেষে তারা দীর্ঘ জীবন পেয়েছিল। পক্ষান্তরে এমন অন্যান্যরা আছে যারা নিরাপত্তা চেয়েছিল, কিন্তু তারা যে স্থানকে সবচেয়ে বেশি নিরাপদ করেছিল ঠিক সে স্থানেই তারা গিয়ে তারা শেষ হয়ে গিয়েছিল। কেউ একজন রোগের জন্য চিকিৎসার সন্ধান করে আর এভাবে (চিকিৎসার মাধ্যমে) সে তার মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ করে। অপর পক্ষে আরেকজন উদারভাবে জীবন বাপন করে ও নিরাপদ থাকে। মহান আল্লাহ কতইনা নিবৃত্ত ও পবিত্র! তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর এলাহী প্রজ্ঞা অনুসারে সবকিছুর পরিকল্পনা করেছেন।

৩২২. অপ্রত্যাশিত সাহায্য

ইদানীং আমি একটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর গর পড়েছি। সে তার বাড়িতে করেক বছর শয্যাশায়ী হয়েছিল এবং অবশেষে তিক্ততা ও ব্যর্থতার অনুভূতী তাকে পেয়ে বসল। চিকিৎসকরা তার কোন উপকার করতে পারেন না। একদিন সে যখন বাড়িতে একাকী ছিল তখন ঘরের ছাদ থেকে একটি বিছা নেমে এল। যদিও সে এটাকে আসতে দেখেছিল কিন্তু সে নড়াচড়া করতে অক্ষম ছিল। বিছাটি তাঁর মাথার উপর নেমে তাকে বাহুবায় দংশন করল। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা শরীরে বিছানী হতে লাগল।

সে বিবিত্ত হয়ে গেল যে ধীরে ধীরে তার অশ-প্রত্যঙ্গে অনুকৃতি ফিরে এল আর কিছুক্ষণ পর সে নিজেকে ঘরের ভিতরে এদিক-ওদিক ইটতে দেখতে গেল। এরপর সে মরজা খুলে তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিকট গেল। তারা যখন তাকে তাদের সামনে দাঁড়ানো দেখল তখন তারা তাদের চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারলনা (যে তারা একি অবিস্ম্য দৃশ্য দেখছে!)। কেবলমাত্র তারা চূড়ান্তভাবে শান্ত হওয়ার পরই সে তাদেরকে যা ঘটেছিল তা বুঝতে সক্ষম হলেন।

এ ঘটনা আমি একজন চিকিৎসকের নিকট উল্লেখ করলাম আর তিনি এর সংঘটনকে যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করলেন (আর যে কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকই তা করবেন- তা তিনি যে কোন বিজ্ঞান সম্বন্ধে চিকিৎসা পদ্ধতির হোন না কেন- অনুবাদক)। তিনি আমাকে বললেন যে, কিছু বিষাক্ত সিরাম আছে, যখন এ গুলোর বিষাক্ততা বাসায়নিকভাবে কমানো হয় তখন এগুলো চিকিৎসক কর্তৃক পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

প্রিয় পাঠক! আমি একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসেবে এ ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমার জানা আছে এবং আপনাদের উপকারার্থে আমি আপনাদেরকেও এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে একটু ধারণা দিতে চাই। হোমিওপ্যাথির মূল কথা হলো- “সদৃশ সদৃশকে ধ্বংস করে।” সাধারণের মাঝে একথা এভাবে প্রচলিত আছে- “সমানে সমান নাশ বা বিষে বিষ নষ্ট।” আর এ কথার ব্যাখ্যা হিসেবে উপরোক্ত ঘটনাটি মনে পড়। কোন কারণে শরীরের ভিতরে সৃষ্ট বিষ থেকে বা বহিরাগত বিষের কারণে (অন্যান্য কারণও আছে) পক্ষাঘাত রোগ হতে পারে। আর পূর্বোক্ত ঘটনার দেখা গেল যে বহিরাগত (বিছার) বিষের প্রভাবে পক্ষাঘাত ভালো হয়ে গেল।

হোমিও চিকিৎসার কলা-কৌশল না জেনেই আপনাবা যেমন আবার পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে (বিষাক্ত) বিছার দংশন না খাওয়া- এমন্য প্রিয় পাঠকবর্গকে অনুরোধ করা যাচ্ছে; কেননা চিকিৎসার কলা-কৌশল ভালোভাবে না জেনে, না বুঝে প্রয়োগ করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। -অনুবাদক

আম্রাহ এমন কোন রোগ দেননি যার চিকিৎসাও দেননি (অর্থাৎ আত্মা যে রোগ সৃষ্টি করেছেন, তিনি সে রোগের চিকিৎসাও সৃষ্টি করেছেন)।

৩২৩. আউলিয়াদের জন্য কারামত আছে

দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন ধার্মিক মুসলমান (مِلَّةُ بَرِّ النَّبِ) সিলাহ ইবনে আশুইয়াম আত্মাহুত পথে সফর করছিলেন। যখন রাত হলো তখন তিনি পার্শ্ববর্তী এক জংগলে আশ্রয় নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি জংগলে ঢুকে অয়ু করে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। কোনরূপ হুঁশিয়ারী সংকেত (অর্থাৎ তর্জান-গর্জন ও হুংকার) ছাড়াই একটি সিংহ তার দিকে ধেঁরে আসছিল, সিংহটা যখন বিপজ্জনকভাবে তার নিকটে আসল। সিলাহ তখন অনবরত সালাত পড়তেই ছিলেন।

সিংহটা সিলাহর চরিত্রিকে খুবতে ছিল তবুও তিনি তার সালাত জাহেদ নি, বরং অধ্যবসায়ের সাথে আত্মাহুত নিকট আকুল আবেদন করতে ছিলেন। তিনি সালাম ফিরানোর মাধ্যমে সালাত শেষ করে সিংহকে বললেন, “আমাকে হত্যা করার জন্য যদি তোমাকে আদেশ দেয়া থাকে তবে তুমি তা কর মতো (আর যদি তোমাকে তা করার আদেশ করা হয়ে না থাকে তবে) আমাকে একাকী ছেড়ে দাও, যাতে নাকি আমি আমার প্রভুর সাথে একান্তভাবে কথা বলতে পারি।” এ কথা বলার পর সিলাহকে একাকী রেখে সিংহটি শান্তভাবে প্রস্থান করল।

“আল বিদারাহ ওয়াল্লিহামাহ নামক কিতাবে আত্মাহা ইবনে কাইদ এ ঘটনার মতোই একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আত্মাহুর বাসুল (রাঃ) এর আহাদকৃত গোলাম সাফীনাহ (রাঃ) সঙ্গী সাখীসহ সাগর তীর দিয়ে অমশ করতে ছিলেন। যখন তারা স্থলভাগের দিকে এগিয়ে গেলেন তখন একটি সিংহ ভয়ংকরভাবে তাদের দিকে এগিয়ে আসল। সাফীনাহ (রাঃ) বললেন, “হে সিংহ! আমি আত্মাহুর বাসুল (রাঃ) এর একজন সাহাবী ও তাঁর (রাঃ) এর সেবক। আর এরা আমার সঙ্গী-সাবী; অতএব, আমাদের বিরুদ্ধে তোমার কিছুই করার নেই।” সিংহ তাদের নিকট থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

এমন অনেক ঘটনাই সভ্য এবং নির্ভরযোগ্য উৎসের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। যা হোক, যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এসব ঘটনা থেকে এটা অনুভব করব যে, আমাদের প্রভু হলেন পরম দয়ালু ও পরম বিজ্ঞ এবং বিশ্ব জগতে যা কিছু ঘটছে সে সব বিষয়ে তিনি অবগত আছেন।

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ وَابِعُهُمْ وَلَا خَشِيَةَ إِلَّا هُوَ
سَادِسُهُمْ -

“তিন জনের গোপন পরামর্শে তিনি (আল্লাহ) চতুর্থজন হিসেবে এবং পাঁচ জনের (গোপন পরামর্শে তিনি) ষষ্ঠজন হিসেবে থাকেন।”

(৫৮-সূরা যুজাসাদা আয়াত-৭)

[আল্লাহ সাত আসমানের উপরে তাঁর আবশ্যে (সিংহাসনে) থেকেই তিনি তাঁর (কুদরতী) জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সাথে থাকেন- তারা যেই হোক না কেন।]

৩২৪. কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট

ইমাম বুখারী (র) সহীহ হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, বনী ইসরাঈলের এক লোক আরেকজনের কাছ থেকে এক হাজার দিনার ঋণ চাইল। দ্বিতীয় জন বলল, “(এ চুক্তির জন্য) তোমার কি কোন সাক্ষী আছে?” প্রথম জন বলল, “আল্লাহ ছাড়া আমার কোন সাক্ষী নেই।”

দ্বিতীয় জন তখন জিজ্ঞেস করল, “তোমার কোন জামিনদার আছে কি?” প্রথম জন তখন বলল, “আল্লাহ ছাড়া আমার কোন জামিনদার নেই।” দ্বিতীয় জন তখন বলল, “কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই চিরকাল যথেষ্ট।” তারপর সে তাকে এক হাজার দিনার ঋণ দিল। ঋণ পরিশোধের সময় সম্মুখে তাদের মাঝে এক চুক্তি হওয়ার পর তারা চলে গেল। এ চুক্তির সময় তারা দু’জন নদীর দু’পারে বাস করত। চুক্তির সময় যখন ঘনিষ্ঠে এল তখন ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে ওপারে যওয়ার জন্য নদীর ধারে গেল নৌকা খুঁজতে।

কোন নৌকা না পেয়ে সে হত্যাশ হয়ে গেল। সে রাত হয়ে যাওয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করল কিন্তু তাকে নদীর ওপারে পার করে দেয়ার মতো কাউকে সে পেল না। তখন সে বলল, “হে আল্লাহ! সে আমার নিকট সাক্ষী চেয়েছিল, কিন্তু আমি আপনাকে ছাড়া কাউকে খুঁজে পাইনি; সে আমার নিকট জামিন চেয়েছিল, কিন্তু আমি আপনাকে ছাড়া কাউকে খুঁজে পাইনি। হে আল্লাহ! এ চিঠিখানিকে তার নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন।”

তখন সে এক টুকুরো কাঠ নিয়ে, এটাকে খালি করে চিঠির সাথে এক হাজার দিনার এর ভিতরে ভরে দিল। তারপর সে কাঠের টুকরাটিকে নদীতে নিক্ষেপ করল। আল্লাহর হুকুমে এটা সঠিক পথে ভেসে গেল। ঋণদাতাও কথা রাখার জন্য নদীর তীরে (সময়মত) গিয়েছিল। সেও তখন পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল, যখন সে দেখল যে ঋণ গ্রহীতা আসল না, তখন সে মনে মনে বলল, “আমার পরিবারের জন্য কমপক্ষে কিছু জ্বালানি কাঠই বা আমি নেই না কেন?” সে কাঠের টুকরাটির কাছে গিয়ে তা সে বাড়িতে নিয়ে গেল। এটাকে ফাঁকা দেখে সে এটাকে ভেসে ফেলল এবং চিঠির সাথে টাকটি গেল।

“ইমানদারদের উচিত আল্লাহর উপরেই তাওযাকুল (নির্ভর) করা।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১২২)

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔

“যদি তোমরা সত্যিকার মুমিন হয়ে থাক তবে আল্লাহর উপরই ভরসা রাখ।”

(৫-সূরা মাইদা : আয়াত-২৩)

এসব ঘটনা এখানে আমি এজন্য উল্লেখ করছি যাতে আল্লাহর অসীকারের প্রতি আপনার বিশ্বাস আরো বাড়ে এবং যাতে আপনি নিয়ামায় তাঁর নিকট প্রার্থনা ও আকুল আবেদন করেন। সর্বশক্তিমান, পরম ককুণাময় আল্লাহ (নিম্নোক্ত আয়াতে) আপনাকে নিম্নোক্ত আদেশ করেছেন-

“আমার নিকট আবেদন কর, আমি তোমার আবেদনে সাড়া দিব।”

(৪০-সূরা আল মুমিন : আয়াত-৬০)

“(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আমার বান্দরা যখন আপনাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে তখন (আপনি তাদেরকে বলে দিন যে)- আমি (আমার কুদরতী জ্ঞানের দ্বারা তাদের) নিকটেই, আমি প্রার্থীর প্রার্থনায় তখন সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে।” (২-সূরা বাকারাহ : আয়াত-১৬৬)

হাজ্জাজ হাসান বসরীর অভি কবার জন্য তাকে ধরে আনার আদেশ দিল। হাসান বসরী (৪) যখন হাজ্জাজের নিকট হাজিল তখন আল্লাহর বক্ষা ও

দয়ার কথা তাঁর মনে ছিল। আব্দুল্লাহর অঙ্গীকারের প্রতি অটল বিশ্বাস রেখে হাসান বসরী (রহ) আব্দুল্লাহর পবিত্র নামসমূহের গুণাবলির ওসীলার তাঁর নিকট প্রার্থনা করা শুরু করলেন, আব্দুল্লাহ হাজ্জাহের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে এটাকে (হাজ্জাহের অন্তরকে) পরিবর্তন করে দিলেন। হাসান বসরী (রহ) যখন হাজ্জাহের নিকট উপস্থিত হলেন তখন তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন এটা দেখে যে, হাজ্জাহ তাঁকে বহুসুলভভাবে বাখতম জানাল। সাক্ষাৎকালে হাজ্জাহ ছিল নর-জব্র, কিনী, কোমল ও হাসান বসরী (রহ)-এর আজ্জাবহ।

“এমন কোন কিছু নেই যা তাঁর সগ্ৰহণে পবিত্রতা ঘোষণা করে না। কিন্তু তোমরা তাদের ভাস্বীহু বুঝতে পার না। নিশ্চয় তিনি চির ধৈর্যশীল, পরম কহানীশ।” (১৭-সূরা ক্বী ইলরায়িল : আয়াত-৪৪)

কুরআন ও হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, সুলাইমান (আ) পশু-পাখির ভাষা জানতেন। একদিন তিনি লোকজনসহ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে বের হলেন এবং মসজিদে যাওয়ার পথে তিনি একটি শিশুটাকে দু’গা উঠিয়ে রাখতে দেখলেন, এটা আব্দুল্লাহর নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছিল, সুলাইমান (আ) বললেন, “হে লোক সকল! তোমরা ফিরে যাও, কেননা অন্যের প্রার্থনাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।”

শিশুটার দোষার কারণে ঘুঘলধারে বৃষ্টি পড়তে লাগল। সুলাইমান (আ) শিশুটার কথা বুঝতে পেরেছিলেন। একবার যখন তিনি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন তখন একটি শিশুটা অন্যদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিল।

قَالَ نَسُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَلُونَ عَصَاكَ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِسُحُورِكُمْ لَا يَخْطِئَنَّكُمْ
سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ ۖ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ فَنَظِمْنَ صَاحِبُكَ مِنْ قَوْلِهَا ۚ

“একটি শিশুটা বলল, ‘হে শিশুটা সকল! তোমরা তোমাদের বাসগৃহে প্রবেশ কর, বাতে সুলাইমান (আ) ও তাঁর বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদদলিত করতে না পারে।’ তাই সুলাইমান (আ) শিশুটার কথায় আনন্দিত হয়ে মৃদু হাসলেন।” (সূরা-২৭ আন নাযল : আয়াত-১৮-১৯)

জীব-জন্তুর কারণে প্রায়ই আল্লাহর দয়া আসে। আবু ইয়্যাসা একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন—

لَوْلَا نُبْرُحُ رُحٌّ وَأَطْنَالُ رُحٍّ وَهَانِمُ رُحٍّ لَمَنْعَتْ عَنْكُمْ
نَظْرَ السَّمَاءِ .

ভাবার্থ : “অরাজীর্ষ বৃদ্ধ, দুধের শিশু, বাসের মাঠে বিচরণশীল জন্তু না থাকলে আমি তোমাদের উপর আকাশের বৃষ্টির ফোঁটা পড়া বন্ধ করে দিতাম।”

৩২৫. বিশ্বজগতের সবকিছুই আল্লাহর মহিমা কীর্তন করে

পাখির জগতের মধ্যে থেকে এক বিখ্যাত হুদহুদ পাখি এর প্রভুকে চিন্তা। আল্লাহ সুলাইমান (আ) সম্বন্ধে বলেন : “তিনি পাখিদেরকে পরিদর্শন করে বললেন, “কি ব্যাপার! আমি হুদহুদকে দেখছি না যে? না কি সে অনুপস্থিত? অবশ্যই অবশ্যই আমি তাকে জীবন শক্তি দিব অথবা অতি অবশ্যই আমি শুকে জবাই করে দিব যদি না সে আমার নিকট তার অনুপস্থিতির স্পষ্ট চুক্তি পেশ করতে পারে।” কিন্তু ওটা দীর্ঘক্ষণ সেখানে থাকল না এবং আসার পর বলল, “আমি এমন জিনিসের জ্ঞান অর্জন করেছি যা আপনি জানেন না এবং আমি মাঝে থেকে সভ্য সংবাদ নিয়ে আপনার নিকট এসেছি।

আমি এমন এক মহিলাকে দেখতে পেলাম যিনি তাদেরকে শাসন করছেন এবং তাকে সজাব্য সবকিছু দেয়া হয়েছে আর তার আছে এক বিশাল সিংহাসন। আমি তাকে ও তার জড়িকে আল্লাহর পরিবার্তে সূর্যকে সিজদা করতে দেখলাম। কারণ, শয়তান তাদের নিকট তাদের আমলসমূহকে সুশোভিত করে দিয়েছে, এভাবে সে (শয়তান) তাদেরকে সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে, তাই তারা সঠিক পথ পান্বে না।

অর্থাৎ তারা সে আল্লাহকে সিজদা করছে না যিনি [এ অংশের আরেকটি জোরালো অর্থ হলো শয়তান তাদেরকে সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে এমনকি যে দিতে তারা সে আল্লাহকে সিজদা না করে যিনি] আসমানসমূহ ও

জমীনে যা কিছু লুকায়িত আছে তা বের করেন এবং যা তোমরা খোঁপন রাখ আর যা তোমরা প্রকাশ কর তিনি তা জানেন। আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি মহান আরশের অধিপতি।” সুলাইমান (আ) বলল, “আমি শীঘ্রই দেখব যে তুমি কি সত্য বলেছ নাকি তুমি মিথ্যাবাদী, আমার এই চিঠি নিয়ে গিয়ে তাদের নিকট (নিবেশ করে) নাও, তারপর সরে গিয়ে (দূর থেকে গোপনে) লক্ষ্য কর তারা কী প্রতিক্রিয়া করে।” (২৭-সূরা নামল : আয়াত-২০-২৮)

হুদহুদ (আদেশ অনুযায়ী) চলে গেল আর পরবর্তীতে সাবার রানী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কারণ এই ছিল যে, হুদহুদ তার প্রভুকে চিনত। কিছু আদেশ বলেছেন যে, “আজব ব্যাপার! ফেরাউনের চেয়েও হুদহুদ বেশি বুদ্ধিমান ছিল, অবস্থা যখন ভালো ছিল ফেরাউন তখন কুমুরী করেছিল; এ কারণেই শেষ মুহূর্তের ইমান তাকে সাহায্য করেনি। শক্তান্তরে সুন্দর্যে হুদহুদ এর প্রভুর প্রতি ইমান রেখেছিল আর সে ইমান তাকে তখন উপকার করেছিল যখন ব্যাপারটি জটিল ও কঠিন হয়ে পড়েছিল।”

হুদহুদ বলেছিল—

(শয়তান তাদেরকে সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল এই আশংকায় যে,) তারা যেন সিজদা না করে আল্লাহকে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গোপন বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন, যা তোমরা খোঁপন কর এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর। (২৭-সূরা নামল : আয়াত-২৫)

ফেরাউন বলেছিল : “আমি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ আছে বলে আমার জানা নেই।” (২৮-সূরা আল কাসাস : আয়াত-৩৬)

যে নাকি হুদহুদের চেয়েও কম বুদ্ধিমান এবং একটি শিশুর চেয়েও কম বুদ্ধি রাখবে সে সত্যিই হত্যাকাণ্ড।

“তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা বুঝে না, তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে শোনে না।” (৭-সূরা আল আ'রাক : আয়াত-১৭৯)

মৌমাছির জগত তো বিষয়ে ভরা। এতে আল্লাহর মতের কথা আমাদের মনে পড়ে। ছোট্ট মৌমাছিটি নিজেই বাসা ছেড়ে আহার সম্ভারের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে। এটা ভালো, বিতর্ক ও পবিত্র ফুলের উপর বাসে যত্ন চুষে বের

করে। এরপর এটা এমন এক তরল পদার্থ নিয়ে ফিরে আসে যা মানুষের জন্য ঔষুধের যোগান দেয়। আর এটা সর্বদাই নিজের বাসায় ফিরে আসে, কখনও পথ হারায় না।

“আর তোমার প্রভু মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিতে বলেছেন যে, ‘পাহাড়ে, পাখে আর মানুষেরা যে ঘর বানায় তাতে বাসা বানায়। তারপর সব ধরনের ফল-ফসলের ফুল থেকে মধু খাও, অতপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর।’ ওদের পেট থেকে নান্ন রংয়ের (মধুর) পানীয় বের হয় যাতে রয়েছে মানুষের জন্য শিকার বা গোণমুক্তি। নিশ্চয় চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।” (১৬-সূরা আল নাহল : আয়াত-৬৮-৬৯)

আপনি যখন এসব ঘটনা পড়েন তখন আপনার বুঝা উচিত যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে গোপন যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ আছে এবং আপনার সকল প্রয়োজনের জন্য একমাত্র তাঁর নিকটেই আপনার আবেদন ও প্রার্থনা করা উচিত। আপনার বুঝা উচিত যে, এ বিশ্ব জগতের অন্য সবাই দুর্বল ও অসহায়, তাদেরও দরকার আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁর নিকট বিধিক চাওয়া, সাহা চাওয়া এবং সুখ চাওয়া, কেননা, তিনিই সবকিছুর মালিক।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الْفَقْرَاءَ إِلَى اللَّهِ - وَاللَّهُ مُرَافِقُ الْغَيْبِ الْحَبِيدُ -

“হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষী (অভাবী), কিন্তু আল্লাহ অনুখাপেক্ষী (সর্বপ্রকার অভাব ও প্রয়োজন থেকে মুক্ত), প্রশংসনীয়।” (৩৫-সূরা ফাতির : আয়াত-১৫)

আল্লাহর প্রতি আপনার অবশ্যই অটল ইমান (বিশ্বাস) থাকতে হবে এবং আপনার জানা উচিত যে, আপনার সকল আবেদন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা আল্লাহর অজিযুহী হতে হবে- দুর্বল অসহায় মানুষের অজিযুহী নয়। তখন আপনি সত্যি সত্যিই আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহরাজিকে অনুধাবন করতে পারবেন তখন আপনি চিরঞ্জীবের নিকট ক্ষবহুদী জীবের প্রয়োজন, সর্বপেক্ষা ধনীর নিকট গরীবের নির্ভরতার এবং সর্বশক্তিমানের নিকট দুর্বলের প্রার্থিত রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করতে পারবেন। সত্যিকার অমরতা, সম্পদ এবং চিরস্থায়িত্ব একমাত্র আল্লাহরই।

আপনি যদি এসব কিছু বোঝেন তবে অবশ্যই আপনাকে আপনার জ্ঞান কাজে লাগাতে হবে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। আপনি যদি তাঁর নিকট ক্ষমা চান তবে তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন। যদি আপনি তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনা করেন তবে তিনি আপনাকে দিবেন। আপনি তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করেন তবে তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন। আপনি যদি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকেন (অর্থাৎ আপনি যদি তাঁর তকরিয়া আদায় করেন) তবে তিনি আপনার উপর তাঁর অনুগ্রহরাজি বৃদ্ধি করে দিবেন।

৩২৬. আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি থাকুন

وَحِبَّتُ الْبُورِثَا وَالْإِسْلَامِ دِينَنَا وَمُحَمَّدٍ نَبِيَّنَا.

ভাবার্থ : “প্রভু হিসেবে আল্লাহর প্রতি, ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রতি এবং নবী হিসেবে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি আমি সন্তুষ্ট।”

এ কথার প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) রাখার পাশাপাশি আপনাকে অবশ্যই আল্লাহর তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

তাক্বদীরে বিশ্বাসের ব্যাপারে যখন আপনার গছন্দ-অপছন্দ থাকে তখন আপনার বিশ্বাস (দৈমান) সঠিক নয়।

তাক্বদীরে বাছ-বিচার থাকার অর্থ হলো শুধুমাত্র আপনার ইচ্ছার সাথে মানানসই তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্ত থাকা এবং একই সময়ে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে তাক্বদীর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ও এর প্রতি রোষ (রাগ) পোষণ করা।

কিছু কিছু লোক তাদের প্রভুর প্রতি তখন খুশি হতো যখন নাকি সবকিছু সহজ থাকত কিন্তু যখন সবকিছু কঠিন হতো তখন তারা তাঁর তাক্বদীরে রুষ্ট থাকত।

এদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন—

“যদি তার কোন কল্যাণ হয় তবে সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু যদি তার কোন বিপদ হয় তবে সে দুঃখ ফিঁড়িয়ে নেয় (অর্থাৎ পূর্ববিকল্প ফিরে যায় তথা ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় কাফের হয়ে যায়)। সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টাই হারায়।” (২২-সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-১১)

কিছু কিছু হুমকিসহী আরব প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করত এবং বা অবতীর্ণ হয়েছে ভাতে (অর্থাৎ কুরআনের দ্বারা) তারা যখন হুমকিতা ও উপকার পেত তখন তারা বলত, “এটা উত্তম ধর্ম।” তখন তারা হকুম মানত ও ধর্মীয় কর্তব্য পালন করত।

কিছু যখন তারা বিপরীত অবস্থা অবলোকন করত, উদাহরণস্বরূপ— খবর ও দাবিদ্র, তখন তারা হতাশায় তাদের ধর্মকে পরিত্যাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিত। এভাবে যে ব্যক্তি ইসলাম চর্চা করে সে সর্বদাই তার ইচ্ছা পূরণার্থে হামলা ও হুমুই আশা করে।

আল্লাহর ইবাদত করার জন্য এবং ইসলামের পতাকা বহন করার জন্য তাকে মনোনিবেশ করা হয়েছে, কিন্তু সে এ সময়ে সজুট নয়, সে চিরস্থায়ী শক্তির যোগ্য।

“তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ (নিদর্শনাবলী) দিয়েছিলাম, কিন্তু সে সেগুলোকে থেকে দূরে সরে যায় (গতগুলোকে দূরে নিক্ষেপ করে), তাই শয়তান তার পিছু নেয়, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।” (৭-সূরা আল আ’রাক : আয়াত-১৭৫)

আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তরা যে জীবন বিধান অনুসরণ করেছেন সে উচ্চতর জীবন বিধান অনুসারে যার জীবন বাণন করতে চান তারাই অল্পে তুষ্টির পথ অনুসরণ করেন।

হুদাইনের হুকের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ গনীমতের মাল বন্টন করলেন। বিভিন্ন পোষণপত্র ও বিলাসে বা দেহীতে ইসলাম গ্রহণকারী আরবদেরকে তিনি গনীমতের মাল বন্টন করে দিলেন। তিনি আনসারদের তুষ্টি ও ইমানের প্রতি আশ্বস্ত হয়ে তাদেরকে গনীমতের মাল দিলেন না। সম্ভবত তাদের কেউ কেউ এ বন্টন থেকে তাদের বান পড়ার কারণ পূরণপূরি বুঝতে পারেনি, তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদেরকে বান পেচার কারণ তাদের নিকট ব্যাখ্যা করার জন্য তাদেরকে একত্রে জমায়েত করলেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে তাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা জানালেন এবং এও জানালেন যে, ইসলামের নিকটবর্তী করার জন্যই শুধুমাত্র তিনি অন্যদেরকে (গনীমতের সব মাল) দিয়েছেন, তাদের ইমানের দুর্লভতার কারণেই একাজ করা হয়েছে, তাদের ইমানকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন ছিল। তিনি আনসারদেরকে বললেন :

“যখন নাকি লোকেরা উট ও ভেড়া নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন তোমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ কে নিয়ে যাস্থ এতে কি তোমরা সন্তুষ্ট নও। আনসারগণ আমার অন্তর্বাসের (গেঞ্জি ইত্যাদির) মতো আর অন্তর আমার বহির্বাসের (কোর্গে ইত্যাদির) মতো (অর্থাৎ মর্যাদাসম্পন্ন)।

আল্লাহ যেন আনসারদেরকে, আনসারদের সন্তানদেরকে এবং আনসারদের বংশধরদেরকে কক্ষণা করেন। সব মানুষ যদি কোন উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলে তবে আনসারগণ অন্য উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে ভ্রমণ করবে আর আমিও আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলব।”

তখন তারা সন্তুষ্ট হলো, তাদের উপর আনন্দ ও প্রশান্তি নেমে আসল। অধিকতর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।

যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় তারা এমনকি খোঁটা দুনিয়াবিনিময়েও এ সন্তুষ্টিকে বিক্রি (কিনীন) করে দিবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টির পুরস্কারের সাথে কোন কিছুই তুলনা হয় না।

এক মক্কাবাসী আরব আল্লাহর রাসূলের উপস্থিতিতে ইনশাআল্লাহ করলেন। তখন নবী করীম ﷺ তাকে কিছু টাকা-পয়সা মিলেন। আরব্য লোকটি তখন বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অনুগত্য করার ব্যয় (অসীকার) আমি এর জন্য করিনি।” নবী করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, “তাহলে কেন তুমি আমাকে অনুসরণ করার বাইয়াত করেছ?” তিনি উত্তর দিলেন, “আমি আপনার বাইয়াত এজন্য করেছি যাতে একটি তীর (তার গলা দেখিয়ে বলল) আমার এখান দিয়ে চুকে (এবার তার ঘাড়ের পিছন দিক দেখিয়ে বলল) এখান দিয়ে বের হয়ে যায়।” আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, “তুমি যদি আল্লাহর নিকট সং থাক তবে আল্লাহ ও তাঁর অঙ্গীকারের ব্যাপারে) ডোমাব সাথে সং থাকবেন।” লোকটি একটি হুন্ডে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং একটি তীর তাকে ঠিক সেভাবেই আঘাত করেছিল যেভাবে তিনি আকাজব করেছিলেন।”

আরেকবার আল্লাহর রাসূল ﷺ কিছু সম্পদ বিতরণ করেছিলেন, যারা ধীনের ব্যাপারে দুর্বল ছিল রাসূল ﷺ তাদেরকে মিলেন; কিন্তু, আল্লাহর রাজ্য জিহাদ করে যাদের তববারি রূতে বঞ্চিত হয়েছিল, ধীন হক্কার্থে যারা তাদের দেহ ও সম্পদ ব্যবহার করেছিলেন রাসূল ﷺ তাদেরকে মিলেন না। আল্লাহর রাসূল ﷺ জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে বললেন—

“আল্লাহ্‌ বাসের অন্তরে লোভ ও উদ্ভিগ্নতা নিয়েছেন আমি তাদেরকে সেই আর অন্যান্যদের অন্তরে আল্লাহ্‌ ইমান ও কল্যাণ দেয়ার কারণেই আমি তাদেরকে দিই না। তাদের একজন হলেন আমার ইবনে তাফলাব।”

আমর (রা) বললেন, “এ সব (আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর) এমন কথা-যেগুলোর বিনিময়ে আমি গোটা দুনিয়াটাকেও কিনব না।” এ হলো পরম সন্তুষ্টি ও মহান আল্লাহর নিকট যা আছে তার চরম অবৈষণ। তাদের কারো নিকটে গোটা দুনিয়ার মূল্যও আল্লাহর রাসূলের হাসির সমান ছিল না।

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অসীকার ছিল : আল্লাহর পুরস্কার, তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাত। রাসূল ﷺ তাদেরকে অট্টালিকা, পদমর্যাদা ও জমিজমার অসীকার দেননি। রাসূল ﷺ তাদেরকে বলতেন, “যে ব্যক্তি অমুক অমুক কাজ করবে তার পুরস্কার হবে জান্নাত।” আর রাসূল ﷺ অন্য কাউকে বলতেন, “যে ব্যক্তি অমুক অমুক কাজ করবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।” পার্শ্বি বৃদ্ধ যুদ্রা দ্বারা সাহাবীদের বিশাল ত্যাগ ও প্রচেষ্টার প্রতিদান দিতে পারা যায় না। পরকালে তাদেরকে ন্যায্য প্রতিদান দিতে পারা যাবে।

ইমাম তিরমিযী (রহ) বর্ণনা করেছেন যে, উমর (রা) মক্কার হজ্জ করতে যাবার জন্য নবী করীম ﷺ-এর অনুমতি নিতে গেলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, لَا تَسْأَلُنَا مِنْ دُعَائِكَ يَا أَجِي, “হে আমার ভাই। তোমার প্রার্থনায় আমাদেরকে ভুলে যেও না।”

এ অনুরোধের বক্তা বা কথক ছিলেন হেদায়েতের বার্তাবাহক, যিনি নিশ্চাপ ছিলেন এবং যিনি ইচ্ছানুসারে কথা বলতেন না বরং অহী অনুসারে কথা বলতেন। উমর (রা) নবী করীম ﷺ-এর অমূল্য ও হৃদয়ের কাঙ্ক্ষিত রাণী সম্বন্ধে বলেছেন, “গোটা দুনিয়ার বিনিময়েও আমি একমুহুরেও বিক্রি করব না।”

কল্পনা করুন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনাকে বলেছেন, “হে আমার ভাই। তোমার দোস্তার আমাদেরকে ভুলনা যেন।” তখন আপনার কেমন লাগবে?

আল্লাহর নিকট নবী করীম ﷺ-এর সন্তুষ্টির ও আনন্দের মাত্রার গুরু বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যাতীত। রাসূল ﷺ হৃদয়ঙ্গমতার সময় ও সান্নিধ্যের সময়, সুস্থতার সময় ও অসুস্থতার সময় এবং সুখে ও দুঃখে বা দুঃসময়ে ও সুসময়ে তার প্রতিপালকের প্রতি সন্তুষ্টি ছিলেন।

রাসূল ﷺ এতীম হওয়ার তিক্ততা ও দুখে ভোগ করেছেন। তার জীবনে মাঝে মাঝে তিনি খাওয়ার জন্য একটি নিম্নমানের খেজুরও সংগ্রহ করতে পারতেন না। ক্ষুধার যন্ত্রণা নিবারণ করতে রাসূল ﷺ পেটে পাথর বাঁধতেন। এক ইহুদীর কাছে থেকে গম ষণ করার জন্য তাঁকে তার নিকট তাঁর বর্মকে বন্ধক (জামানত) হিসেবে রাখতে হয়েছিল। তাঁর বিছানা ছিল খড়কুটার ঘাতে তাঁর পার্শ্বদেশে লাগ বসে যেত ও ব্যথা করত। মাঝে মাঝে খাবার যোগাড় করতে তিনটি পোচি দিন (বা পুরা তিন দিন) কেটে গেছে। এতদসব দুঃখ-কষ্ট ও সংকট সত্ত্বেও রাসূল ﷺ সমগ্র বিশ্বভ্রমণের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

“তিনি কতইনা মহান যিনি ইচ্ছা করলেই তোমার জন্য সৃষ্টি করে দিতে পারেন এর চেয়ে উত্তম জাদুঘর (উনয়ান) সমূহ যাদের নিম্ন (শাদ) সোপ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে নদী-নালা, আরো তিনি (ইচ্ছা করলেই) তোমার জন্য সৃষ্টি করে দিতে পারেন অট্টালিকাসমূহ।” (২৪-হূরা আল কুবরান : আয়াত-১০)

তাঁর দীন প্রচার অভিযানের প্রাথমিক বছরগুলোতে তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম সময়ও রাসূল ﷺ আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। খোটা দুনিয়া তাদের জনসংখ্যা নিয়ে, তাদের সম্পদ নিয়ে ও তাদের ক্ষমতা নিয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। এ সময় তাঁর চাচা আবু তালিব ও তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা) উভয়েই ইন্তেকাল করেছেন। কুরাইশরা তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে সব বরকমের শাস্তি দিয়েছিল। মিথ্যুক, জাদুকর, গণক, পাগল ও কবি হওয়ার অভিযোগ দিয়ে তাঁর জাতি তাঁকে অপবাদ দিয়েছিল।

তাঁর অনুভূতি মক্কা- যেখানে তিনি শিশু হিসেবে (শিশুকালে) খেলা-ধুলা করেছেন ও বড় হয়েছেন সেখান থেকে তাঁকে যেদিন তাড়িয়ে দেয়া হয় সেদিনও রাসূল ﷺ তাঁর প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। মক্কার দিকে ফিরে তাঁর নয়নমুগল আঁখিজলে টসটসে হয়ে গিয়েছিল আর তিনি ﷺ বলেছিলেন-

إِنَّكَ أَحَبُّ بِلَادِ اللَّهِ إِلَيَّ وَكَلِمَةُ أَنْ أَهْلَكَ أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا خَرَجْتُ.

“আল্লাহর জমিনের মধ্যে তুমিই আমার নিকট সর্বাঙ্গেকা প্রিয়, তোমার অধিবাসীরা যদি তোমার কাছ থেকে আমাকে তাড়িয়ে না দিত তবে আমি (তোমাকে) ছেড়ে যেতাম না।”

যখন রাসূল ﷺ তাঁর মহান স্বামী পৌছানোর জন্য তায়েফে গমন করলেন আর তাঁকে স্বাণ্ডম জানানোর পরিবর্তে বরং তাকে পাথর নিক্ষেপ করে সর্বধ্বনা জানানো হয়েছিল। ফলে তাঁর পা নিয়ে রক্ত ঝরেছিল তখনও রাসূল ﷺ তাঁর প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। আন্তাহর রাসূল ﷺ উহনের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন, তাঁর এক চাচা নিহত হয়েছিলেন, তাঁর বহু সাহাবীদেরকে অস্বাস্থ্য করা হয়েছিল তবুও রাসূল ﷺ যুদ্ধের পরক্ষণেই বলেছিলেন—

سُرّاً وَرَأْسِي لِأَتْبِي عَلَى رَأْسِي

“তোমরা আমার পিছনে কাজার বেঁধে দাড়াও, যাতে আমি আমার প্রভুর প্রশংসা করতে পারি।”

সংক্ষেপে, তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তিনি তাঁর প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন— যার পুরস্কার নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে—

وَلَمَّا وَفَّيْتُكَ بِرَأْسِي كَرَّمْتَنِي

“আর নিশ্চয় শীঘ্রই আপনার প্রভু আপনাকে (এমন জিনিস) দান করবেন যার ফলে আপনি সন্তুষ্ট (আনন্দিত) হয়ে যাবেন।” (৯৩-নূহ আন গেহর আয়ত-৫)

৩২৭. নাখলাহ উপত্যকা থেকে গারেমী আওয়াজ

নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে তাঁর পরিবারের, সম্ভান-সন্ততির ও জনস্বার্থের হান মক্কা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। রাসূল ﷺ তায়েফে আশ্রয় চেয়েছিলেন— সেখানে তাঁর সাথে অবজার সাথে আচরণ করা হয়েছিল; যত্নরা তাকে গালি-পালাজ করেছিল আর ছোটরা তাকে ডেঙটি কেটেছিল ও তাঁকে পাথর মেরেছিল, দুঃখের অশ্রু নরমর করে তাঁর গাল বেয়ে ঝড়েছিল ও তাঁর পা নিয়ে রক্ত ঝরেছিল। কোথায় তাঁর ফিলার জায়গা ছিল? কোথায় তাঁর আশ্রয় নেয়ার স্থান ছিল? একমাত্র যার নিকট কেউ অগ্রণে চাইতে পারে তিনি হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। মুহাম্মদ ﷺ কা'বায নিকে মুখ তিরাবেন, আন্তাহর শুকরিয়া আদায় করলেন, তাঁর (আন্তাহর) প্রশংসা করলেন এবং তাঁর দুঃখ-কষ্টের সময় তাঁকে সাহায্য করার জন্য তাঁর (আন্তাহর) নিকট

আকুল আবেদন করলেন। তারেই তাঁর ভিত্তি অভিজ্ঞতার গুর তাঁর প্রভুর নিকট তাঁর নিম্নোক্ত আর্থনাটি পড়ুন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مَعْفَاةَ قُرْبِىْ وَفِلَّةَ حِيلَتِىْ وَهَوَانِىْ
عَلَى النَّاسِ، اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَرَبُّ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ
وَاَنْتَ رَبِّىْ، اِلَى مَنْ تَكِلْنِىْ؟ اِلَى قَرِيْبٍ يَّتَجَهَّمُنِىْ؟ اَوْ اِلَى
عَدُوِّ مَلِكَّتِهِ اَمْرِئٍ؟ اِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلٰى غَضَبٍ فَلَا اَبَا لِىْ،
غَيْرَ اَنْ عَافَيْتَكَ هِىَ اَوْسَعُ لِىْ، اَعُوْذُ بِتَوْبِىْ وَجِهْكَ الَّذِىْ
اَسْرَقْتَ لَهٗ الطُّلُمَاتِ وَصَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اَنْ
يَنْزِلَ بِىْ غَضَبِكَ اَوْ يَجِلَّ بِىْ مَخْطَاكَ، لَكَ الْعُشْبٰى حَتّٰى
تَرْضٰى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ .

ভাবার্থ : “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার দুর্বলতা, আমার কৌশলের অভাব ও মানুষের নিকট আমার অবমাননার অভিযোগ করছি। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময় এবং দুর্বল, নিপীড়িত, অসহায়, নিঃশেষ ও দরিদ্রদের প্রভু, আর আপনি আমারও প্রতিপালক। কার নিকট আপনি আমাকে সোপর্ন করছেন? এমন আশীয়েঁর নিকটে কি আমাকে সোপর্ন করছেন যে আমাকে ভ্রমকুটি করে? অথবা কোন শত্রুকে আমার ব্যাপারে কর্তৃত্ব নিচ্ছেন? আমার উপর যদি আপনার কোন রাগ না থাকে তবে আমি এতে (মানুষের মন আচরণে) কিছু মনে করি না; তা ছাড়া আপনার নিরাপত্তা ও ক্ষমা আমার জন্য সহজতর ও প্রশস্ত। আমার উপর আপনার ক্রোধ আপত্তিক হওয়া থেকে আমি আপনার সত্ত্বার সে দূরের ওসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার কারণে অস্বকর দূরীকৃত হয়ে আলো বিকশিত হয়েছে আর দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপার (বিধান) ঠিক (নির্ধারিত) হয়ে গেছে। আপনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি আপনার সন্তুষ্টি চাইব বা আপনাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করব। আর আপনার সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে বাঁচার ও নেক আমল করার) কারে কোন সাধ্য নেই।” (আবু হুশায়র, হাদীস নং-১৪৮৩)

৩২৮. প্রথম মুসলিম জাতি

“আল্লাহ্ অবশ্যই মুসলমানদের উপর তখন সত্ত্বটি হরে গিয়েছেন বরন তারা পাছের নিচে আপনার নিকট আনুগত্যের অঙ্গীকার করছিল। (এ বাইয়াতের) ফলে তাদের অন্তরে যা ছিল তা আল্লাহ্ (প্রমাণসহ) জেনে নিলেন। তাই তিনি তাদের উপর শক্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।” (৪৮-সূরা আল কাহ্ফ : আয়াত-১৮)

এ আয়াত মুহিমদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহর সত্ত্বটি অর্জনের কথা বুঝায়। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান যে জিনিস আপনাকে অর্জন করতে হবে তাহলো আপনার প্রতি আল্লাহর সত্ত্বটি হওয়া। প্রথম মুসলিম জাতির প্রতি আল্লাহর সত্ত্বটির কথা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য আয়াতে তিনি (আল্লাহ্) তাদের প্রতি স্বপ্নার কথা উল্লেখ করেন—

“যাতে আল্লাহ্ তোমার আপে-পিছের সব পাশ কমা করে দেন।”

(৪২-সূরা আশ শূরা : আয়াত-২)

“আল্লাহ্ অবশ্যই নবী করীম ﷺ-কে, মুহাজিরদেরকে এবং আনসারদেরকে কমা করে দিয়েছেন।” (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-১১৭)

মক্কা থেকে হিজরত করে যেসব মুসলমান মদীনায মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট গিয়েছিলেন তাদেরকে মুহাজির আর মদীনার যে সব মুসলমান মুহাজিরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন তাদেরকে আনসার কলা হয়।

“আল্লাহ্ আপনাকে (হে মুহাম্মদ ﷺ) কমা করুন। আগনি কেন তাদেরকে অব্যাহতি নিলেন?” (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৪৩)

আল্লাহর সত্ত্বটি অর্জনের জন্য তারা পাছের নিচে তাদের জীবন উৎসর্গ করার অঙ্গীকার করেছিলেন। কেন? তাদের শাহাদাতের মাধ্যমেই বীন বেড়ে উঠেছিল ও চারিদিকে স্বর্ভিত্যে নড়েছিল।

মহান আল্লাহ্ জানতেন যে, তাদের অন্তরে উন্মত্তত্বের দৈমান ছিল। তারা গুচোটা করেছেন, না পেয়ে থেকেছেন এবং অত্যাচারিত হয়েছেন কিন্তু তারা যা গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন তা হলো আল্লাহ্ তাদের প্রতি রাজি-বুশি হয়েছেন কি-না। তারা তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, তাদের সম্পদ ত্যাগ করে ও তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে মক্কা ভ্রমণের তিত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে তিন

দেশে পারি জবিয়েছিলেন, কিন্তু তারা শুধুমাত্র আল্লাহকে এবং তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি হওয়াকে পাইতে চেয়েছিলেন বা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চেয়েছিলেন। ইসলামের এসব রক্ষকদের পুরস্কার কি উট, ছাগল বা টাকা-পয়সা ছিল? আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অন্তরকে শান্তি করার ক্ষমতা এসব জিনিসের ছিল? কখনও নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি তাঁর ক্ষমা ও তাঁর চিরকালীন পুরস্কারই তাদের অন্তরকে শান্ত করেছিল।

“আর তারা যে ঈর্ষ করেছিলেন এজন্য তাদের পুরস্কার হবে আল্লাত ও রেশমী পোশাক। সেখানে তারা সুউচ্চ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে; তথায় তারা সূর্যের অতি উজ্জ্বল ও (চন্দ্রের) অতিশয় শীতলতা দেখবে না (যেহেতু আল্লাতে চন্দ্র-সূর্য থাকবে না)। (সেখানে বৃক্ষের) ছায়া তাদের নিকটেই থাকবে এবং এর ফলমূল সম্পূর্ণরূপে (তাদের) আয়ত্বাধীন করা হবে। আর তাদেরকে (পানির) পরিবেশন করা হবে রূপায় পানপাত্রে এবং রক্তরসকে কীচের পেয়ালায় করে। রূপায় রক্তে রক্তরসকে কীচের পাত্রগুলোতে ভরা (পরিবেশন করিলা) যথাযথভাবে (পানির দ্বারা) পরিপূর্ণ করবে।”

(৭৬-সূরা নাহর বা ইনশান : আয়াত-১২-১৬)

৩২৯. ধাংস হওয়ার পরেও সন্তুষ্টি

বনী আবুল মোত্তেবের একলোক তার হারিয়ে যাওয়া কতগুলো উটের সন্ধানে তার শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। তিন দিন সে তার বাড়ি থেকে দূরে ছিলেন। তিনি একজন ধনীলোক ছিলেন, আল্লাহ তাকে (উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি) বহু সম্পদ ও একটি বড় পরিবার (বহু সন্তান-সন্ততি) দান করে ধনী করেছিলেন।

তার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এক বিশাল ভূ-সম্পত্তির উপর থাকত। তাকে ও তার পরিবারকে শান্তি ও সমৃদ্ধি ঘিরে রেখেছিল—কখনও তাদের কোন বিপর্যয় ঘটেনি।

তাদের শিকার অনুপস্থিতির সময়ে এক রাতে গোটা পরিবারটাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। (তখন) আল্লাহ তাদের উপর প্রবল স্রোতপূর্ণ বন্যা পাতিয়ে দিলেন কার সাথে এমনভাবে পাথর আসছিল যেমন নাকি প্রচণ্ড বজ্র বায়ুর সাথে বালি উড়ে আসার আশা করা যায়। (তার) বাড়িটি সমূলে উৎপাটিত হয়ে

শেল এবং অনুপস্থিত পিতার গোটা পরিবার ও সম্পদ জ্বলে হয়ে গেল। আবহাওয়া শান্ত হওয়ার পর না থাকল পরিবারের কোন চিহ্ন, আর না থাকল সম্পদের কোন চিহ্ন। যেন তারা কখনও ছিল না পরিবেশ-পরিস্থিতি এমন হয়ে গেল। তিন দিন পরে সে তার বাড়িতে ফিরে এসে দেখতে পেল ফাঁকা ও শূন্য একটি ভূমি যাতে জীবনের কোন চিহ্নও দেখা পেল না। সে যে মানসিক আঘাত পেয়েছিল তাতে সে যে সবকিছু হারিয়েছিল তা সভ্যবলে বিশ্বাস করতে কিছু সময় লেগেছিল।

তারপর আরো খাবার ব্যাপার হলো যে, তার একটি উঁট পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল। সে এটাফে লেগে ধরে রাখতে চেষ্টা করল, কিন্তু এটা এর পিছনের পা নিয়ে তার দু'চোখে লাগি মেয়ে তাকে অন্ধ বানিয়ে দিল। মক্কভূমিতে একাকী লোকটি তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার কারো উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে লাগল। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর অবশেষে সে একজন মক্কবাসী আরবকে তার তাকে সাড়া দিতে চমক, মক্কবাসী আরব তাকে দামেস্কের বলিফা ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেকের নিকট নিয়ে গেল। লোকটি তার ঘটনা বলল, আর বলিল তাকে সিজেস করলেন, “(এখন) আপনি কেমন আছেন?” লোকটি দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলেন, “আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট আছি।”

এই যে মুসলিম- যার অস্তরে সত্যিকার তাওহীদ (ইসলামী একত্ববাদ) বহন করেছিল- তিনি এই যে “শক্তিশালী কথাগুলো” বললেন- তা তাঁর পরবর্তী জাতির জন্য শিক্ষা ও নৈতিক উপদেশ হয়ে গেল। কী ছিল এই নৈতিক শিক্ষা? (তা ছিল) সর্বদা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

যে লোক আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট নয় সে যদি চায় তবে সে অন্য পথ বোজার চেষ্টা করুক-

سَنَ كَانَ يَطْنُ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
فَلْيَمْدُدْ يَسَبَّ إِلَى السَّمَاءِ نَمَّ لِيَقْطَعَ فَلْيَنْظُرْ مَنْ
يُدْعِيَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ .

“যে কেউ মনে করে, আল্লাহ তাকে কখনই দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করবেন না, সে আকাশের দিকে একটি রজু প্রসারিত করুক; পরে তা বিছিন্ন করুক। অতপর সে দেখুক যে তার কৌশল তার ক্রোধ দূর করে কি-না।

(২২-সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-১৫)

৩৩০. সিদ্ধান্ত নিতে দৃঢ় প্রত্যয়ী হোন

“তাহলে তুমি যখন দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিবে তখন তুমি আল্লাহর উপর নির্ভর করিও।” (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৫৯)

“নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৫৯)

যখন সিদ্ধান্ত নিতে হয় তখন আমাদের অনেকেই বিধা-দ্বন্দ্ব ভ্রোশে ও এর ফলে প্রায়ই মাথা ব্যাথা হয়। যখন পছন্দের বিষয় আসে বা পছন্দের ব্যাপার ঘটে তখন মুসলমানের উচিত অন্যদের (মুসলিমদের) সাথে পরামর্শ করা এবং এতদ্বারার সালাত পড়া (সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য এ সালাতের বিধান দেয়া হয়েছে)। হুজুত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে বা কোন দিকে প্রথম পদক্ষেপ নেয়ার মতো ব্যাপার নিয়ে গুল্মানুগুল্মরূপে ভেবে দেবা আপনার উচিত; কিন্তু, যদি নিশ্চিত হন যে এ পথ অপরটির চেয়ে ভালো তবে বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই আপনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। তখন পরামর্শ ও পরিকল্পনার সময় শেষ এবং কাজের সময় শুরু।

আল্লাহর রাসূল ﷺ উহূদের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। তাঁরা রাসূল ﷺ কে যুদ্ধে বের হওয়ার পরামর্শ দিলেন আর তাই রাসূল ﷺ তাঁর বর্ম পরিধান করলেন ও তাঁর তরবারি (হাতে) নিলেন। যখন তাঁর সাহাবীগণ বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা সর্ববৃত্ত আপনাকে বের হওয়ার জন্য জোর করলাম।” তখন তিনি উত্তর দিলেন।

مَا كَانَ لِنَبِيِّ إِذَا لَيْسَ لَأَمْنُهُ أَنْ يَنْزِعَهَا حَتَّى يَفْضِيَ إِلَهُ
بَيْنَهُ رَيْنٌ عَلَيْهِ .

“কোন নবীর শোভা পায় না যে সে যুদ্ধের জন্য বর্ম পরিধান করে এবং আল্লাহ তাঁর মাঝে ও তাঁর শত্রুর মাঝে কোন ফয়সালা করার আশেই সে তা বুলে ফেলে।”

আব্বাহর রাসূল ﷺ একবার বের হওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলে তাঁর জন্য বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন ছিল না, বরং দৃঢ়প্রত্যয় বা দৃঢ় ইচ্ছা, কাজ, নেতৃত্ব ও বীরত্বের প্রয়োজন ছিল।

অনুকূলভাবে বদরের যুদ্ধের আগেও আব্বাহর রাসূল ﷺ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন।

“আর কাজের বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।”

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৫৯)

“আর তাদের কাজ হলো তাদের মাঝে পারস্পরিক পরামর্শ করা (অর্থাৎ তারা পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে তাদের কাজ (নির্ধারণ) করে।”

(৪২-সূরা আশ শূরা : আয়াত-৩৮)

তারা তাদের মতামত জানালেন, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো এবং তারা তখন যুদ্ধ করতে এগিয়ে গেলেন।

সর্বদা বিধাঘনু করা চরিত্রের শেষ বিশেষ এবং প্রায়ই (একাজ) মানুষকে ব্যর্থতার পথে নিয়ে যায়। আমি এমন কিছু লোকের কথা জানি যারা বহুরকে বহুর সিদ্ধান্ত নিতে বিধা-ঘনু করেছে। অর্থাৎ সে সব কাজ নিয়মিত ও সহজ হওয়া উচিত ছিল। তারা নিজেরাই ব্যর্থতা ও হতশায়ে তাদের জীবনে প্রবেশ করার জন্য নিমন্ত্রণ (আমন্ত্রণ দাওয়াত) করেছে।

আপনার পরিকল্পনা ও ধারণার বাস্তবতার বিষয়ে আপনার গবেষণা করা উচিত। বিষয়াদি সহজে গুল্পানুগূল্যভাবে ভেবে দেখার জন্য নিজেকে সময় দিন, অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকের নিকট পরামর্শ চান এবং একাধিক পক্ষের মাঝে সর্বোত্তম বিষয়ের দিকে আপনাকে পথ-প্রদর্শন করার জন্য আপনার প্রভুর নিকট আপনি প্রার্থনা করুন। কিন্তু অবশেষে কাজের পদক্ষেপ দিন এবং সিদ্ধান্ত করতে বিলম্ব করবেন না।

আব্বাহর রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করার পর অনেক আরব গোত্র যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করল। আবু বকর (রা) এ অবস্থায় কী করা যায় সে বিষয়ে

জনগণের সাথে পরামর্শ করলেন। উমর (রা) সহ স্বেচ্ছাক্রমে তাকে এসব পোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা না করার পরামর্শ দিলেন। বিভিন্ন তর্ক-বিতর্ক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও আবু বকর (রা) সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে।

আবু বকর (রা) খুব সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তিনি একটুও বিধা-বন্দু করেননি। তিনি বলেছিলেন : “যদি হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, যে ব্যক্তি সালাত ও হাকমতের মাঝে কোনরূপ পার্থক্য করবে আমি তাকে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসুলের কাছে তারা যে লাণ্ঠাম (বা পতর গলার রশি) দিত তাও যদি তারা দিতে অস্বীকার করে তবে এর জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব।” উমর (রা) বললেন, “তখন আমি যুদ্ধে লাণ্ঠাম যে আল্লাহ আবু বকর (রা)-এর অন্তরকে (জিহাদ করার জন্য) খুলে দিয়েছেন বা গ্রহণ করে দিয়েছেন, আমি যুদ্ধে লাণ্ঠাম যে, তিনি সঠিক ছিলেন।

বিভিন্ন মতামতের মূল্য নির্ধারণ করার পর আবু বকর (রা) সেই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারা মুর্তাদদের (বখরজ্যাবীদের) সাথে জিহাদ করে বিজয়ী হলেন।

মুনাক্কিনদের একটা চরিত্র হলো যা করা যেত তাকে সীমাহীন গ্রন্থ করে মন্যাত করা এবং যা আরো বিশেষভাবে বিবেচিত (বিসংহিত) হওয়ার কথা তা (ভাড়াভাড়া করার জন্য) অনুপ্রাণিত করে তা মন্যাত করা।

“যদি তারা তোমাদের সাথে (জিহাদে) বের হতো তবে তারা শুধুমাত্র তোমাদের (মাকে) বিশৃঙ্খলাই বৃদ্ধি করত এবং ফিতনা করার জন্য তোমাদের মাঝে তারা অবশ্যই ছুটাছুটি করত।” (৯-সূরা আলা : আয়াত-৫৭)

“তারাও তাদের মৃত ভাইদের সবচেয়ে ভালো ছিল, “যদি তারা আমাদের কথা শুনত তবে তারা নিহত হতো না।” অর্থাৎ তারা খবর বসেছিল। (হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলে দিন, “যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তবে তোমরা তোমাদের নিজস্বদের থেকে যুদ্ধকে ফিরিয়ে রাখ।””

(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৬৮)

‘তাদের ষড়যন্ত্র হলো ‘যদি’, ‘হায়’ এবং ‘সম্ভবত’। তারা নড়বড়ে ভিত্তির উপর সর্বদা বিধা-বন্দু তোলে।

“তারা সেদিনার সোদুল্যমান, না এদের নিকে না ওদের নিকে।”

(৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-১৪৩)

মাঝে মাঝে তারা আমাদের সাথে আর মাঝে মাঝে তারা ওদের সাথে।
সংকটের সময় তারা বলে—

“যদি আমরা জানতাম যে, যুদ্ধ হবে তবে অবশ্যই আমরা তোমানের
অনুসরণ করতাম।” (৩-সূরা আশ ইয়রান : আয়াত-১৬৭)

তারা সর্বদা মিথ্যা কথা বলে। সুসময়ে তারা উপস্থিত, কিন্তু যদি জটিল
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েই যায় তবে তারা হয়ত লুকিয়ে থাকে নয়তো পালায়।
তাদের কেউ বলে—

“আমাকে (যুদ্ধ থেকে) অব্যাহতি দিন এবং আমাকে মুসিবতে ফেলবেন
না।” (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৪৯)

কর্তব্য থেকে পালানোর জন্য তারা আহ্বাবের যুদ্ধের আগে বলেছিল :
“(শত্রুদের নিকট) আমাদের ঘর-বাড়ি সত্যিই উন্মুক্ত (অরক্ষিত) পড়ে
আছে। অথচ সেগুলো খোলা (অরক্ষিত) ছিল না।”

(৩৩-সূরা আহ্বাব : আয়াত- ১৩)

৩৩১. মুমিন ব্যক্তি দৃঢ় ও স্থির সংকল্প

“মুমিন তো তথুমান ডারাই যারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসুলের প্রতি প্রতি
বিশ্বাস (ইমান) রাখে অতঃপর সন্দেহ করে না।”

(৪৯-সূরা জল হুমরাত : আয়াত-১৫)

অন্যদের সম্পর্কে (অর্থাৎ মুনাফিকদের সম্বন্ধে) বলা হয়েছে :

“অতএব তারা তাদের সন্দেহে সোদুল্যমান।” (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৪৫)

একলোক চার বছর যাবৎ সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি যে, সে তার অসন্তোষ ও
অগত্যাটো স্ত্রীকে ভালোবাসে কি না, অবশেষে সে উপদেশ চাওয়ার জন্য
একজন জ্ঞানী লোকের নিকট গেল। জ্ঞানী লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করল যে,
কতদিন যাবৎ সে তাকে (ঐ মহিলাকে) বিয়ে করেছে, আর লোকটি উত্তর
দিল— “চার বছর।” জ্ঞানী লোকটি বিব্রিত হয়ে বলল, “এখন পর্যন্ত চার
বছর যাবৎ তুমি বিব্রাণ করে আসছ!”

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পূর্বোক্ত পঙ্ক্তির সন্ধান অবস্থাতেই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কখন পর্যন্ত (উত্তর) যে অবস্থায় আমরা বলি, ‘যথেষ্ট হয়েছে’ (সে পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হয়)। একজন সচেতন মানুষের ভালো ধারণা আছে যে, এ ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করা ভালো না বন্দ, এবং তখন সে পন্থাচ্যুত হয়।

সন্দেহ ও দ্বিধা-বন্দ মানুষকে বিভিন্ন অবস্থায় আক্রমণ করে। কিন্তু বিশেষ করে নিম্নোক্ত চার অবস্থায়—

১. গুরুত্বপূর্ণ পড়াশুনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে; যে ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিতে দুর্বল কেন্দ্র বিভাগে (তাকে) ভর্তি হতে হবে সে বিষয়ে সে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। কেউ কেউ রেজিস্ট্রেশনের সময় পার হয়ে যাবার পরও সিদ্ধান্তহীন থাকে। আবার কেউ কেউ কোন বিভাগে দু’ এক বছর পড়ার পর অন্য বিভাগে বদলী (ট্রান্সফার) হয়ে যায়; (যেমন) প্রথমে তারা ইসলামিক ষ্টাডিজের দিকে ঝুঁকে পড়বে, তারপর অর্থনীতির দিকে, তার পর চিকিৎসা বিন্যাস দিকে।

এ ঢংয়ে ধীরে ধীরে তারা তাদের জীবনকে শেষ করে দেয়।

একই ব্যক্তি যদি অন্যান্য জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করত এবং আত্মাত্ম নিকট সঠিক পথ প্রার্থনা করত তবে সে তার সমস্যাতে উত্তমরূপে কাজে লাগাতে পারত।

২. যখনই কাজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে। কিছু লোক তাদের খাতের সাথে সর্বাপেক্ষা মানানসই (তাদের মেজাজের সাথে সবচেয়ে বেশি খাপ খায় এমন) কাজকে নির্ধারণ করতে পারে না। তারা এ কাজ ছেড়ে সে কাজ ধরে, সর্বদা আপেলের কাজের প্রতি অতৃপ্ত থাকে। অবশেষে তারা ব্যবসায়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ ধরনের অস্থির সংকল্প প্রায়ই অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যায়।

এমন লোকদেরকে আমি বলি, “আপনি যে কাজ করছেন এতে যদি আপনি স্বস্তির সাথে টাকা রোজগার করতে থাকেন তবে আপনার উচিত এ কাজে পেরে থাকা।”

৩. বিষয় ব্যাপারে : তাদের সঙ্গী নির্বাচন করা কঠিন দেখে অনেক লোকই দ্বিধা-বন্দে জেগে। এ ব্যাপারে কেউ সহজেই অন্যদের স্বতামতে

প্রভাবিত হতে পারে, মাঝে মাঝে পিড়া হয়ত কোন মেয়েকে (ছেলের) বিয়ের যোগ্য মনে করেন অথচ মাতা আপত্তি তোলেন। (স্ত্রী নির্বাচনের দৃশ্য সীমাইন।)

বিশেষ করে বিয়ের ব্যাপারে আমার উপদেশ হলো— হতকণ পর্যন্ত না আপনি মেয়ের ধর্ম, রূপ ও চরিত্র সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হবেন হতকণ পর্যন্ত আপনার অপেক্ষা করা উচিত। কেননা, বিয়ের ব্যাপারে (কথা বলার অর্থ হলো) আমরা একটি মহিলার জীবনের ব্যাপারে কথা বলছি— এমন কোন তুচ্ছ বিষয়ের কথা বলছি না যাকে বিরক্ত হলেই ছুঁতে ফেলা যায়।

৪. বিধা-ধনু ও স্থির সংকল্পের অভাব সাধারণত সেমব লোকের মাঝে দেখা দেয় যারা ভালোকে কথা চিন্তা-জীবনা করছে।

হামী হয়ত একদিন সিদ্ধান্ত নিল যে, বিশ্বেশ্বরই ভালো, আরেক দিন সিদ্ধান্ত নেয় সময়ের সমাধান করা যেতে পারে।

এ ধরনের বিধা-ধনুর ফলে জীবনে যে অশান্তির সৃষ্টি হয় তা স্থির সংকল্পের মাধ্যমে সারাগতে হবে।

জীবন সংক্ষিপ্ত, তাই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সুবী করার জন্য আমাদের ভূমিকা রাখার চেষ্টা করা উচিত। (আমাদের নিজেদের জীবনকে সুবী করার জন্য এবং আমাদের প্রতিবেশীদের জীবনকেও সুবী করার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।)

৩৩২. চটকদার কথার খেসারত

আল্লামার হকুম মানসি কেঁরে আমরা কতটা কর্তব্যপরায়ণ, অতপর তাঁর বান্দাদের সাথে আমরা কীভাবে আচরণ করি তার উপর নির্ভর করে আমাদের সফলতা। প্রোভামগুনীকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা সহজেই বাক্য রচনা করতে পারি এবং আমাদের কথাকে অলংকারে ভূষিত করতে পারি; কিন্তু, কঠিন বিষয় হলো আমাদের কথা অনুযায়ী নেক আমল করা ও মহান চরিত্র গঠন করা।

“তোমরা কি মানুষকে নেক আমল করার আদেশ দিচ্ছ অথচ নিজেদের কথা ভুলে আছ? অথচ তোমরা কিতাব (ভাণ্ডার) তিলাওরাত করছ! তবে কি তোমরা বুঝ না?” (২-সূরা আল বাকার : আয়াত-৪৪)

যে ব্যক্তি নিজে সৎকাজ না করে অন্যদেরকে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অন্যদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে আদেশ করে বা মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে অথচ সে নিজে মন্দ কাজ করে, তার জন্য সাংঘাতিক শাস্তি রয়েছে। খেসব সোয়খবাসীরা তাকে দুনিয়াতে তিনতো তারা তাকে জিজ্ঞেস করবে— কোন তাকে এত বেদনাদায়কভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। সে (নিজেই) উত্তর দিবে, “আমি নিজে নেক আমল না করে তোমাদেরকে ছা করতে আদেশ করেছিলাম এবং তোমাদেরকে মন্দ কাজ করতে নিষেধ করেছিলাম অথচ আমি নিজেই তা করেছিলাম।”

একজন আরব কবি (সহু মুহাজ রাযি) বলেছেন—

أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُعَلِّمُ غَيْرًا * فَلَا لِنَفْسِكَ كَانَ ذَا التَّعْلِيمِ -
 “হে অন্যের শিক্ষক! তুমি যদি প্রথমে তোমার নিজের জন্য শিক্ষা অন্বেষণ করতে (তবে কতই না ভালো হতো) !

(এ কথা বলার পর) বিখ্যাত বক্তা মুয়াজ্জ (রাযি) একটু থেমে নিজে কঁদলেন ও অন্যদেরকে কঁদালেন এবং তারপর বললেন—

وَعَبَّرُ نَفْسِي بِأَمْرِ النَّاسِ بِالنَّفْسِ * طَيْبٌ يَدَاوِي النَّاسَ وَهُوَ عَابِلٌ

ভাবার্থ : “কতইনা অধার্মিক লোক মানুষকে মুস্তাহী (ধার্মিক, আল্লাহভীরু) হওয়ার আদেশ করে! এ যেন সেই চিকিৎসকের মতো যে মানুষের চিকিৎসা করে অথচ সে নিজেই রোগী।”

আমাদের পূর্বসূরী কিছু ধার্মিক লোক যখন মানুষকে দাস-সদকা করার পরামর্শ দেয়ার ইচ্ছা করতেন তখন তারা নিজেরা প্রথমে দান করতেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন যে, তখন লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের আহ্বানে সাড়া দিত। ইসলামে প্রাথমিক যুগের একজন বক্তা সহস্কে আমি পড়েছি যে, তিনি অন্যদেরকে তাদের দাস-দাসী মুক্ত করে দেয়ার জন্য বুঝিয়ে রাজি করতে চাইতেন। কিছুকাল তিনি টাকা জমা করেন এবং যথেষ্ট টাকা জমা করার পর তিনি একজন দাস কিনে সাথে সাথে তাকে মুক্ত করে দিলেন। তারপর তিনি এক মর্মস্পর্শী স্বকৃত্যর অন্যদেরকে একাজ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালাগেন। ফলে বহু দাস-দাসী মুক্ত হয়ে গেল।

৩৩৩. পরম সুখ-শান্তি জান্নাতেই

“আমি অবশ্যই মানুষ সৃষ্টি করেছি কষ্টে থাকার জন্য (তার যাতে কষ্ট সহ্য করে পরিশ্রম ও নেক আমল করে)।” (৯০-সূরা আল বালাদ : অয়াত-৪)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “কখন বিশ্রাম পাওয়া যাবে?” তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, “তুমি যখন জান্নাতে পা যাবে তখন তুমি বিশ্রাম পাবে।”

জান্নাতে প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত স্মারী ধকৃতির কোন বিশ্রামও নেই, কোন শান্তিও (বসতিও) নেই। এ জীবন সমস্যা, ফেতনা-ফাসাদ, রোগ-শোক ও দুঃস্বপ্নের ভরা।

আমার এক নাইজেরিয়ার সহকর্মী (সহপাঠি) আমাকে বলেছেন যে, সে যখন শিশু ছিল তখন তার মা তাকে রাতের শেষ তুতীয়াংশে সালাত পড়ার জন্য জাগিয়ে দিত। তখন সে বলত, “মা, আমি আরেকটু বিশ্রাম করতে চাই।” তার মা তখন বলত, “তুমি তোমার আরামের খাতিরেই আমি তোমাকে জাগাচ্ছি, বাবা, তুমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তুমি পরম শান্তি পাবে।”

মাসরুক নামে ইসলামের প্রাথমিক জাতির একজন আলেম সেজন্য গিয়ে এত সময় থাকতেন যে তার ঘুম এসে পড়ত। একবার এমন ঘটনার সময় তার এক সঙ্গী তাকে বললেন, “খানিক বিশ্রাম করুন।” তিনি উত্তর দিলেন, “আমি তো বিশ্রামই খুঁজছি।”

বাধ্যতামূলক (ফরজ, ওয়াজিব) সালাত বাদ দিয়ে যারা এ দুনিয়ায় শান্তি তলাশ করে তারা শুধুমাত্র ব্যস্ত শক্তির ব্যবস্থা করছে। অবিশ্বাসী (কাফের) এখানে (এ দুনিয়াতে) তার পূর্ণ শান্তি চায়, একারণেই সে বলে-

رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا فِطْنًا قَبْلَ مَرِّ الْحَبَابِ .

“হে আমাদের প্রতিপালক! বিচার দিবসের পূর্বেই আমাদেরকে আমাদের প্রাণ দিয়ে দিন।” (৩৬-সূরা জেরাদ : অয়াত-১৬)

আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ ফিতানা (فِتْنَةٌ) অর্থ হলো আমাদের ভালো-মন্দ বাজের নথিপত্র অর্থাৎ আমাদেরকে বিচার দিবসের আগেই আমাদের

ভালো-মন্দ কাজের নথিপত্র নিয়ে দিন যাতে আমরা তা দেখতে পারি। কোন কোন আলোম কিস্তিনার ব্যাখ্যা করেছেন, “আমাদের ভালো অংশ এবং আমাদের রিযিকের অংশ বিচার দিব্বনের পূর্বেই আমাদেরকে দিবে দিন।”

“নিশ্চয় এরা (এই কফেররা) এ দুনিয়ার জীবনকে ভালোবাসে এবং তাদের পিছনে রেখে দেয় এক চমক্কার দিনকে।” (৭৬-সূরা নাজ্ব বা ইক্বাম : আয়াত-২৭)

তারা আপামীকান বা ভবিষ্যতের কথা ভাবে না। আর এ কারণেই তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টাই হারায়। এ জীবন সমা পরিবর্তনশীল তরল পদার্থের মতো (আসলে দ্রুত বিলীনমান তরল পদার্থের মতো); এ জীবন একদিন শান্তির ও বড়লোকিবি (খনাচাতার) আরেক দিন কষ্টের ও অজ্ঞানের (দরিদ্রতার)। এটাই এ দুনিয়ার সার কথা।

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَرْثِلُهُمُ الْحَقِّ. أَلَا لَهُ الْحُكْمُ. وَهُوَ أَسْرَعُ
الْحُسْبَانِ.

“অতঃপর তাদেরকে তাদের সত্যিকার প্রভুর নিকট ফিরিয়ে আনা হবে। জেনে রাখ! বিচার করার অধিকার তারই। আর তিনি সর্বশেষা দ্বারিত হিসাব গ্রহণকারী।” (৬-সূরা আল আন’আম : আয়াত-৬২)

৩৩৪. বিনয় ও নম্রতা লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে

আগের অধ্যায়সমূহে আমি বিনয়, নম্রতা ও ভদ্রতার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছি। এখানে আমি কিছু উদাহরণ পেশ করার মাধ্যমে একই বিষয়কে কিছুটা বাড়ানি।

মনে করুন, উভয় পাশে দেয়াল দিয়ে ঘেরা অতি সংকীর্ণ এক রাস্তা নিয়ে আপনি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। অত্যন্ত যত্ন, শক্তভাব ও সতর্কতা ছাড়া সেখানে দিয়ে গাড়ি পাঠ হয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। বাহ্যিক যদি কোন ভ্রাইতার এ রাস্তা দিয়ে খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে যেতে চায় তবে সে অবশরত একবার ভান পাশের দেয়ালে আরেকবার বাম পাশের দেয়ালে খসকা খাবে। অবশেষে তার গাড়িকে ভেঙ্গে ফেলবে। সতর্কতার সাথে গাড়ি চালানো এবং খুব জোরে বেশরোয়াকাবে গাড়ি চালানো এই উভয় ক্ষেত্রেই রাস্তা একটাই এবং গাড়িও একটাই, কিন্তু গাড়ি চালানোর পদ্ধতি ভিন্ন।

এবান আছে যে, “চতুই পাখি মৌমাছির মতো উদার ও অমায়িক নয়।”
হাদীস নবী করীম ﷺ বলেছেন—

الْمُؤْمِنُ كَالنَّحْلَةِ، تَأْكُلُ طَيْبًا وَتَضَعُ طَيْبًا، وَإِذَا وَقَعَتْ
عَلَى عُرْدٍ لَمْ تَغْسِرْ.

“মুমিন সৃষ্টি মৌমাছির মতো, যা পবিত্র তা সে খায়। সে পবিত্র জিনিস
ভিৎপন্ন করে এবং যে ছোঁত ডালখানিতে সে বসে ওটাকে সে নষ্ট করে না।”

ফুলের উপর বসে যখন মৌমাছি মধু খায় ফুল তখন মৌমাছির উপস্থিতি টের
পায় না। এভাবে শত্রুতাবের মাধ্যমে সে তার লক্ষ্য অর্জন করে। পক্ষান্তরে,
চতুই পাখি যখন কোন কিছুর উপর বসে তখন এটা (কিচির-মিচির ও
লাফলাফি করে) মানুষের নিকট এর উপস্থিতির সোষণা দেয়।

আমাদের একজন ধর্মিক পূর্বসূরী বলেছেন—

“ধর্মসম্বন্ধে কালো জ্ঞান উপলব্ধির প্রমাণ হলো— যদি সে বিনয়ের সাথে
প্রবেশ করে, বিনয়ের সাথে বাহির হয়। বিনয়ের সাথে পোশাক পরিধান করে
ও জুতা খোলে এবং বাহনে চড়ে।”

আপনি যখন বাস্তব ও বোঝা হবেন তখন সাধারণত আপনি ক্ষতিই করবেন;
কেমনা, ধীরস্থিতি ও অমায়িকতার মাঝেই কল্যাণ নিহিত।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَا كَانَ الرَّفِيقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا نُزِعَ الرَّفِيقُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

আবার্শ ; “যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুতে বিনয়, নম্রতা, কোমলতা, ধীরতা,
উদারতা, অমায়িকতা ও ভদ্রতা থাকে ততক্ষণ সেটা সুন্দর আর যখন
ওসবগুলি তা থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় তখন তা দোষী।”

যার বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, কোমলতা, উদারতা ইত্যাদি গুণ আছে তার প্রতি
মানুষের অন্তর আকৃষ্ট থাকে।

“কেমনা, আপনি আল্লাহর রহমতে তাদের প্রতি সদয় আচরণ করেছিলেন,
আর যদি আপনি কর্কশ ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতেন তবে তারা
আপনার চারপাশ থেকে সরে পড়ত।” (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৫৯)

৩৩৫. দুশ্চিন্তা করে কোন লাভ নেই

নিম্নোক্ত গল্পটির বিষয়কল্প বা লক্ষ্য হলো একথা বুঝানো যে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করা উচিত নয়; বরং তার পরিবর্তে সামান্যতম অনুশোচনা ছাড়াই আত্মাহর বিধানের (ডাক্তারীর) কাছে নিজের ইচ্ছাকে সঁপে দেয়া উচিত।

আমি যখন ছুঁলে বা মাদ্রাসায় হিলাম তখন সহপাঠীদের মাঝে প্রথম (ফার্স্ট) হওয়ার জন্য অধ্যবসায়ের সাথে পড়া-শুনা করতাম।

আমি আমার পরীক্ষার কাগজ জমা দেয়ার পর দুশ্চিন্তা, ভয় ও উদ্বেগের খাবতাম। আমি বাড়ি গিয়ে বই থেকে উত্তরগুলো যাচাই করে নিজেকে (ফার্স্ট সেকেন্ড ইত্যাদি) একটা মান দিতাম; আর বরাবর এমনটাই করতাম। অজীনের বিষয়ে কলচি, এখন এটা স্পষ্ট যে, আমার স্বাধুনিকতা বা দুশ্চিন্তা আমার প্রেত (মন) শক্তকরা একভাণ্ড বাড়াইনি।

৩৩৬. জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিস থাকার মাঝেই মনের শান্তি

রিয়াদ শহরে পড়া-শুনা করার জন্য আমি তরুণ বয়সেই আমার পরিবার ছেড়ে গিয়েছিলাম। আমি আমার কোন এক চাকার সাথে অত্যন্ত কঠোর পরিবেশে জিলাম।

প্রতিদিন সকালে মাদ্রাসায় যাওয়ার জন্য আমাকে ত্রিশ মিনিট হাঁটতে হতো এবং বাসায় ফিরে আসার জন্য দুপুরে প্রথম অর্ধে তিরিশ মিনিট হাঁটতে হতো। সকালের নাস্তা, দুপুরে খাবার এবং রাতের খাবার তৈরিতে আমি অংশ গ্রহণ করতাম। আমার কাজ ছিল ক্রীলার নিয়ে ঘর-দোর পরিষ্কার করা, রান্না ঘর পরিষ্কার করা এবং ঘর-দোর সাজানো। তা ছাড়া আমি পড়াশুনার ব্যাপারে কঠিন পরিশ্রম করতাম এবং মাদ্রাসার ক্রিয়া-কলাপে অংশগ্রহণ করার জন্যও সময় দিতাম। আমি সব সময়ই ভাল মান (গ্রেড) অর্জন করতাম বা আমাকে আরো কঠিন পরিশ্রম করতে তাড়া করত।

আমার একটাই মাত্র জামা ছিল যেটাকে সবসময় আমার নিজ হাতে পরিষ্কার করে ইস্তিবা করতে হতো। আমি বাসায়, মাদ্রাসায় এবং বিশেষ অনুষ্ঠানেও

এই একই জামা পরিধান করতাম। কেননা, মামুলি প্রয়োজন্যের জন্যেই যেমন খাবার টাকা, ভাড়া টাকা আদিকার জন্যেই আমার অধিকাংশ টাকা (যে সামান্য টাকা আমি বৃত্তি হিসেবে পেতাম) তা শেষ হয়ে যেত (তাঁহি আমি ঘন ঘন নতুন পোশাক কিনতে বা কিনতে পারতাম না)। আমরা সব সময় একই অবস্থায় ছিলাম, অতএব আমরা আদৌ কখনো মাংস খেয়েছি কিনা তা ছিল বিরল এবং আমরা আদৌ কখনো ফল খেয়েছি কিনা তা ছিল (এমন কি) আরো বেশি বিরল।

আমরা সবাই পড়াশুনার ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম করতাম। কেননা মাসে মাত্র একবারই আমি বিশ্রাম করার সুযোগ পেতাম বা একটু মজা করতে বের হওয়ার সুযোগ পেতাম। আমাদের ধর্মীয় ও আরবী ভাষাতত্ত্ব গবেষণার মতো কঠিন বিষয়ের সাথে বীজগণিত, পাটীগণিত, ইংলিশ ও পদার্থ বিদ্যাসহ প্রায় সত্তেরোটি বিষয় আমরা মাস্তুর পড়াশুনা করতাম। আমি মাঝে মাঝে মনোহর থেকে আরবী কবিতার বই ধার করতাম এবং একটানা ছুটির পর ছুটি কবিতা পাঠে আচ্ছন্ন বা মগ্ন হয়ে থাকতাম।

এখন যখন আমার অতীতের সেলফ দিনের কথা মনে পড়ে তখন আমার মনে পড়ে যায় যে, আমার সে সব কষ্ট সত্ত্বেও আমি সুখী ছিলাম এবং প্রতিরাতে শান্তিপূর্ণ ও শান্ত মনে ঘুমাতাম। পরবর্তীতে আমি আদ্যাহর রহমতে একটি সুন্দর বাড়ি কিনলাম, আমি ভালো ভালো খেতাম, বিভিন্ন রকমের পোশাক পরতাম এবং সাধারণভাবে জীবন এক সুখ অবস্থার দিকে মোড় নিল।

কিন্তু, এসব সত্ত্বেও আমি সেতুপ শান্তি অনুভব করিনি যেমনটি আমি তখন অনুভব করতাম। বর্তমানে জটিল জীবনের সাথে জটিল সমস্যা যুক্ত রয়েছে। সুতরাং একথা মনে করবেন না যে অল্প সম্পদ থাকাই আপনার দুঃখ ও নৃচ্ছিত্যের কারণ, কেননা, একথা সত্য নয়। যেসব লোকের তথুমায়ে জীবনের মামুলি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে তাদের অধিকাংশেরই অধিকাংশ ধর্মীদের তুলনায় অধিকতর সুস্থ বিবেক ও অধিকতর শান্তিপূর্ণ অস্তিত্ব আছে।

৩৩৭. সর্বাপেক্ষা খারাপ ঘটনার দৃশ্য অবলোকনের জন্য প্রস্তুত থাকুন

আলিয়া মাদরাসায় (উচ্চতর বিদ্যালয়ে) আমি টপ প্রেডস (উচ্চতর মানসমূহ) পাওয়ার জন্য অত্যধিক প্রতিক্ষণী হয়ে গেলাম, একটি বিশেষ সাময়িক পরীক্ষায় আমি এতটা পরিশ্রম করেছিলাম যে, আমি ক্রমশে লেকেও (বিত্তীয়) হওয়ার নিচে অন্য কোন কিছু হওয়ার আশা করিনি। কিন্তু তা ঘটেছিল বলে আপনি মনে করেন? আমি ইংরেজিতে ফেল করেছিলাম—যেটাকে আমি ভয় করতাম। আমি এর কারণ একেবারেই বুঝতে পারলাম না।

আমার মাথার উপর হতাশার কালো মেঘ জমে গেল আর এরপর কয়েক রাত আমার ঘুমতে কষ্ট হলো। আমার কয়েকজন সহপাঠী আমার ব্যর্থতার খুশিও হলো বটে। যা ঘটেছিল তা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। পরবর্তী কয়েক দিনের মত আমি বিষণ্ণ ও দুঃখ অগ্রাক্রম্য হয়ে পড়লাম। একজন শিক্ষক আমার অবস্থা লক্ষ্য করেছিলেন এবং আমাকে উৎসাহিত করার জন্য ও আমাকে সাহুনা দেয়ার জন্য তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন।

জীবনের এ সময়ের কথা যখনই আমার মনে পড়ে তখনই একথা ভেবে আমি বিম্বিত হয়ে যাই যে, কত গুরুতরভাবে এ ঘটনা আমাকে আক্রান্ত করেছিল। যে হতাশায় আমি ভুগছিলাম তা আমাকে একটুও সাহায্য করেনি এবং তা আমার সেই 'ফেল' কে 'পাশ' বানিয়ে দিতে পারেনি।

আমি আপনাকে যা বলতে চাই তা হলো : ব্যর্থতার কারণে যদি আপনি হতাশ ও ভগ্ন হনর হয়ে যান তবে এ কথা মনে করবেন না যে, হতাশ করে আপনি সফলতা অর্জন করতে পারবেন। এমনটা কখনও ঘটবে না। আপনার উপর এ ধরনের ব্যর্থতার একমাত্র প্রভাব হলো যে, এটা আপনাকে আরো বেশি ব্যর্থ করে দিবে।

আমি যখন মাস্টার্স কোর্সের খিসিস পুরো করলাম তখন 'A' গ্রেড পাওয়ার আশা করছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আমার সম্পাদনা 'A' গ্রেড পাওয়ার যোগ্য; কিন্তু, অবশেষে আমি শুধুমাত্র 'B' গ্রেড পেয়েছিলাম। এ ঘটনা যখন ঘটল তখন আমি বাতাবাড়ি করলাম এবং আমার গ্রেড নিয়ে অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে পড়লাম।

আমার এক বুদ্ধিমান বন্ধু আমাকে বললেন, “ধর, কোন কারণবশত তুমি তোমার হ্যান্ডার ডিগ্রি কখনও শেষ করতে পারলে না। তখন তুমি কী করবে? তাহাজ্জ, তুমি যদি হ্যান্ডার ডিগ্রিই সমাপ্ত কর তবে ‘A’ অথবা ‘B’ গ্রেডে সত্যিকার তেমন কি-ই-খা পার্থক্য আছে?” সে যা বলেছিল তা ছিল জাজুল্যমান সত্য আর এতে আমার বোধোদয় হয়েছিল। এখন আমি বুঝি যে, একরূপ অবস্থার মোকাবেলার উত্তম পন্থা হলো— সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা খারাপ ফলাফলের জন্য অংশ থেকেই গ্রহণ করা।

এ অভিজ্ঞতা থেকে আমি একটি উত্তম শিক্ষা গ্রহণ করলাম। যখন আমার ডক্টর বেসার্সের খিসিস জমা দেয়ার সময় হলো তখন সংশ্লিষ্ট বিভাগ খিসিস জমা দেয়ার তারিখকে অনেক পিছিয়ে দিল। আমার খিসিস ইতোমধ্যে উত্তমরূপে সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু আমি সব কিছুই জ্ঞাত ছিলাম তাই তাদের কিলব আমার উপর বড় ধরনের কোন প্রভাব ফেলেনি।

যে ব্যক্তি তার ব্যবসায় দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে গ্রহণ্য আছে সে ব্যক্তি আর্থিক লোকসানের কারণে দুশ্চিন্তামগ্ন হবে না।

৩৩৮. আপনি যদি সুস্থ থাকেন এবং আপনার যথেষ্ট খাবার থাকে তবে আপনি ভালোই আছেন

১৪০০ হিজরীতে ইয়েমেনের শীমান্তের নিকটে ইসলাম প্রচারের জন্য আমি একটি প্রচারাভিযানে যোগ দিলাম। আমার একজন অধ্যাপকের সাথে আবহাতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা যে আবুতে ছিলাম তা সাময়িকভাবে ছেড়ে বের হয়ে পড়লাম। কিয়ার পথে আমি মানসিকভাবে বিচলিত ছিলাম, কারণ, তিনি তাঁর পাড়িকে অতি দ্রুত গতিতে চালাচ্ছিলেন। গতি কমানোর জন্য আমি তাঁকে সর্নির্বন্ধ অনুরোধ করলাম, কিন্তু মনে হলো এটা যেন তাঁকে আরো দ্রুত গতিতে চালাতে জড়না দিল। সে রাতে বৃষ্টি হচ্ছিল, তবুও তিনি অনবরত বেগরোয়াভাবে পাড়ি চালাচ্ছিলেন। পানিতে ডরে হাম্বিল এমন এক উপত্যকায় এসে আমরা পৌঁছলাম।

প্রথমে পানি আমাদের পাড়ির চাকার কিছুটা উপরে পৌঁছল। যখন আমরা উপত্যকার মাঝামাঝি পৌঁছলাম তখন অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল, কেননা

আমাদের বাড়ির ভিতরে প্রবাহিত হয়ে পানি প্রবেশ করতে লাগল। আমরা গাড়ি ছেড়ে অতি কটে উপত্যকার কিনারে যেতে গেললাম। আমরা সেখানে মারাত্মক খান্য-পানীয় এবং সবচেয়ে বড় কথা কফল ছাড়া (কেননা আমরা ভিজে গিয়ে শীতে কাঁপছিলাম, তাই কফলের দরকার ছিল) অটক পড়ে ছিলাম। তবুও আমরা সবুজ ও কৃতজ্ঞ ছিলাম। কেননা, বন্যা যখন আমাদেরকে পরাক্রান্ত করে ফেলেছিল তখন আমরা মৃত্যুর আশংকা করেছিলাম আর তাই শুধুমাত্র জীবিত থাকার কারণেই আমরা কৃতজ্ঞ ছিলাম।

খুব সকালে এক লোক এসে আমাদেরকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেল। এ ঘটনার দ্বারা আমার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সংঘটিত এক গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। একটি ফ্রেঞ্চ একটি আমেরিকান জাহাজকে আঘাত হানল তাই এটি ডুবে যেতে লাগল। ক্যাপ্টেন তের দিন শুধুমাত্র রপট ও পানি খেয়ে অসহায় অবস্থায় ছিলেন। পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তিনি তার এই অভিজ্ঞতা থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছিলেন, “এ অভিজ্ঞতা থেকে আমি গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষা গ্রহণ করেছি তা হলো যদি কোন লোক মুহূর্ত থেকে এবং তার খাদ্য ও পানীয় থাকে তবে সেটা দুনিয়াটাই তার।”

মুহূর্ত শরীর, মনের শক্তি, খাদ্য ও পানীয় এবং পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া দুনিয়াটা আর কি-ই-বা? আমরা কেন হিসেব করে দেখি না যে, আমাদের কি আছে আর কী নেই? আমি মনে করি যে, (হিসেব করলে) আমরা দেখতে পাব যে, জীবনের শক্তিদায়ক জিনিসের শতকরা আশি ভাগেরও বেশি জিনিস আমাদের আছে। একথা বলা নিশ্চয়োজন যে, গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেই এমন ব্যতীক্রমধর্মী লোকের ঘটনাও আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা সেসব শক্তির জন্য কাঁদি না না থাকার কারণ হলো আমাদের না হাঙ্গা (গোমড়ামুখী হয়ে থাকা) এবং আমাদের যা আছে তার অন্য কৃতজ্ঞ না হওয়া (অকৃতজ্ঞ হওয়া)। (অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের অশান্তির মূল কারণ হলো আমাদের অকৃতজ্ঞতা ও আমাদের বেকারতাব, অর্থাৎ আমাদের এ অশান্তি প্রকৃত অশান্তি নয়, কৃত্রিম; যার কারণ হলো অকৃতজ্ঞতা ও গোমড়ামুখী হয়ে থাকা- অনুবাদক।) যখন আমরা বিপদগ্রস্ত থাকি তখন আমরা দুঃখিত থাকি আর যখন সব কিছু ভালো থাকে তখন আমরা অকৃতজ্ঞ থাকি।

৩৩৯. শত্রুর আঁতন ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা নিভিয়ে ফেলুন

আমার জীবন ভর আমি দেখেছি যে, যখনই আমি আমার বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্যের বিরোধিতা করেছি তখনই এর প্রধান ফল হয়েছে ক্ষতি ও অনুশোচনা। প্রথমে আমি মনে করতাম যে, যখন কেউ আমার সমালোচনা করল তখন আমার উচিত সব কিছু ঠিক ঠাক করা; হোক সে সমালোচনা মৌখিক বা লিখিত। বাহোক, অবশেষে আমি দেখতে পেলাম যে, বিপরীতটাই সত্য। নিজেকে বাঁচাতে যাওয়ার ফলে আরো শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে এবং আমার সমালোচক ও আমার মাঝে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করার পরিবর্তে তিনি বরং আমাকে আরো বেশি সোধী করার চেষ্টা করেছেন। অবশেষে আমি এই কামনা করতাম যে, আমি যদি প্রথমে কখনও তার বিরোধিতা না করতাম (তবে কতইনা ভালো হতো)। ক্ষমা করা, সহ্য করা, ধৈর্য দেখানো এবং তার মানহানিকর মন্তব্যকে অগ্রাহ্য করাই ভালো হতো। সর্বোপরি কুরআন আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দেয়।

“ক্ষমা প্রদর্শন করো, সব কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের (ভুলত্রুটি) থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।” (৭-সূরা আল-আন : আয়াত-১৯৯)

(মূর্খদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অর্থ হলো তাদের ভুল-ত্রুটিকে উপেক্ষা করা, গুসবের দিকে ফ্রকশন না করা এবং এলাবের জন্য তাদেরকে শাস্তি না দেয়া।)

“তারা কেন (তাদেরকে) ক্ষমা করে এবং (গুসবের ভুল-ত্রুটিকে) উপেক্ষা করে।” (২৪-সূরা আল-নূর : আয়াত-২২)

“তারাই (মুত্তাকী) যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে।”

(৩-সূরা আল-ইমরান : আয়াত-১৩৪)

“আর যখন তারা রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়।”

(৪২-সূরা আশ-শূর : আয়াত-৩৭)

“মূর্খরা যখন তাদেরকে মন্দ ভাষায় ডাকে বা মন্দ ভাষায় তাদের সাথে কথা বলে তখন তারা তাদের সাথে শান্তিদায়কভাবে (তথা বিনয়-নম্রতা ও শুভ্রতার সাথে) কথা বলে বা তাদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়।”

(২৫-সূরা আল-ফুরকান : আয়াত-৬৩)

“উত্তম জিনিসের মাধ্যমে যুদ্ধকে দূর কর; তখন দেখবে যে, তোমার মাঝে ও তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে তার মাঝে অর্থাৎ তোমার মাঝে ও তোমার শত্রুর মাঝে এমন মধুর সম্পর্ক হয়ে যাবে যে, যেন সে (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু।” (৪১-সূরা হা-হীম-আস সাজ্জাহ : আয়াত-৩৪)

(অর্থাৎ আল্লাহ মুমিনদেরকে আদেশ দিয়েছেন রাগের সময়ে ধৈর্য ধরতে এবং তাদের সাথে যারা খারাপ আচরণ করে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে।)

তাই, যদি আপনি কারো কাছ থেকে বিদ্বেষমূলক কথা শুনেন তবে প্রত্যুত্তর করবেন না; যদি অর্থাৎ যেন তবে এক কথায় বিপরীতে দশ কথা চলতে হবে।

৩৪০. অন্যের প্রচেষ্টাকে খর্ব করবেন না

জীবন আমাকে এমন কিছু অভ্যাস করার শিক্ষা দিয়েছে যা আমাকে কখনও ব্যর্থ করেনি (আর তা হলো) : অন্যের সম্বন্ধে আমার অনুমোদন সংযতভাবে প্রকাশ করা। সব ধরনের লোকের ঊপরই এই পদ্ধতির ইতিবাচক প্রভাব আছে। কোমল, নরম ও হৃদয় কথা মানুষের অন্তরে বিশ্বয়কর ক্রিয়া করে। চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও লেন-দেনে উদার ও সদয় হতে আমাদের ধর্ম (দীন) আমাদেরকে শিখা দেয়।

“আল্লাহর রহমতে আপনি কোমল ছিলেন বিধায় (তারাই বিশদের সম্বয় আপনায় পাশে ছিল)। আর যদি আপনি কর্কশ ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতেন তবে তারা অবশ্যই আপনার চারপাশ থেকে সরে পড়ত।”

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫৯)

“How to Win Friends বা বন্ধুদের হৃদয় জয় করার পদ্ধতি” নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার বর্ণনা করেন যে, জনগণকে আপনার নিকট আকর্ষণ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ (বা উপায়) হলো তাদের ব্যাপারে অব্যমণে ও অধিক পরিমাণে প্রশংসা করা। (এ ব্যাপারে) আমি একমত হলাম না; (কেননা) সংবহ বা মধ্যস্থলছা এবং ন্যায় বিচার প্রয়োজন।

فَذَعِمْنَا لِمَا يَكْفُرُونَ قَدْرًا .

“আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য অবশ্যই মাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।”

(৬৫-সূরা আত তালাহ ৩)

তাই কারো উচিত নয় কৃত্রিমভাবে অন্যদের ভোমামোদন করা এবং তাদের ব্যাপারে শুক থাকা (অর্থাৎ একেবারেই তাদের প্রশংসা না করা) ও তাদের থেকে দূরে থাকা (অর্থাৎ তাদের সাথে মধুর সম্পর্ক না রাখা)।

অবশ্যই পবিত্র ও উল্লাসিক মনোভাবের মাধ্যমে আমরা মানুষকে অবজ্ঞা করার পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারতাম; কিন্তু ফলে আমরাই আমাদের বন্ধুদেরকে হারাতাম— তারা আমাদেরকে হারাত না। আপনি যদি বন্ধুসুলভ না হন তবে সেরেকরা শীঘ্রই বন্ধুত্ব স্থাপন করার জন্য অন্য কাউকে খুঁজে নিবে।

“আব যে সব মুমিন আপনাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি আপনি আপনার দয়ার হাতকে বাড়িয়ে দিন (অর্থাৎ তাদের প্রতি সদয় হোন)।”

(২৬-সূরা আশ শোয়ারা : আয়াত-২১৫)

অন্যদের প্রজ্ঞা অর্জন করাও আপনাকে সুখ বয়ে এনে দিতে অবলম্বন রাখে; মুসলমানগণ পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী এবং তার একে অপরের জন্য অম্মা প্রার্থনা করে।

“এবং মানুষের সাথে ভালো কথা বল।” (২-সূরা বাকার : আয়াত-৮৩)

যারা অনন্য সাধারণ প্রতিভাধর, অন্যদেরকে প্রভাবিত করার গুণসম্পন্ন এবং অন্যদের ভক্তি আকর্ষণ ও উৎসাহ সঞ্চার করার গুণ আছে এমন লোকদের দ্বারা জীবনে আমি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছি। মনে হয় যেন তারা তাদের উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে অন্যদেরকে চুপকৈর মতো আকর্ষণ করে। তাদের মুখে অন্যদের জন্যে সদা হাসি ফুটে থাকে, তারা সত্য কথা বলে এবং তাদের অন্তর হিংসা-বিষেব থেকে মুক্ত।

আল্লাহর ইচ্ছায় পৃথিবীর লোকদের মাঝে সমর্থন অর্জন করা আমাদের সকলের সাধার মধ্যে। এই সমর্থন ধন-সম্পদের মাধ্যমে ক্রয় করা যায় না, বরং আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা, সত্যবাদিতা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভক্তসেবাসা, অন্যদের নিকট কল্যাণ বিস্তারের জন্য ভালোবাসা এবং নিজেকে ছোট মনে করার মাধ্যমেই এটা অর্জন করা যায়।

এসব এবং অন্যান্য উত্তম গুণাবলি অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, কেননা, এগুলো অর্জন করতে হলে উপরের দিকে উঠতে হয়। যে ব্যক্তি মন্দ চরিত্র অর্জন করতে চায় সে

সহজেই তা অর্জন করতে পারে, কারণ, মন্দ চরিত্র অর্জনের জন্য তখুমার নিচের নিকে নামার প্রয়োজন হয়।

একজন আববী কবি বলেছেন—

“মন্দ চরিত্রের অধিকারী শীঘ্রই এমন হয়ে যায় যে, সে তার শয়ভানী আর অনুভব করতে পারে না, যেমন নাকি মৃত ব্যক্তির দেহে আঘাত কোন ব্যথা সৃষ্টি করতে পারে না।”

যে ব্যক্তি হার্ষ চিন্তায় নিজের মনে মনে নিজেকে তার হীন ও বিষণ্ণ ভাবার কথা। কিছু লোক আছে যারা যতটা ভাবা উচিত নয় নিজেকে ততটা বড় ভাবে বা নিজেকে ততটা (বড় ভাবা) উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি বড় মনে করে। এ ধরনের কিছু লোকের কথা মনে পড়ে, এরা এমন লোক যারা সমাজে কিছু অবদান রাখার চেষ্টা করেছিল পরে তারা ভাবতে শুরু করল যে, তাদের কাজ তাদের জীবনের মহৎ কীর্তির গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য ছিল।

আমি একটি ছাত্রের কথা জানি, যে নাকি তরুণ মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে ছোট ছোট কয়েকটি পুস্তিকা লিখেছিল।

আমি তাকে উৎসাহিত করতে চাইলাম, তাই তার প্রচেষ্টার জন্য আমি তার প্রশংসা করলাম। তখন সে তার পুস্তিকাগুলো সম্বন্ধে, সেগুলো কত ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে এবং সেগুলো কত বেশি প্রশংসা কুড়িয়েছে সে সম্বন্ধে সীমাহীনভাবে কথা বলতে শুরু করল। নিজের সম্বন্ধে এ লোকের ধারণা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে পেলাম, কিন্তু তার নিকট থেকে আমি এটাও জানলাম যে, মানুষ অবজ্ঞা ও হেয়প্রতিপন্ন হতে কতটা যুগ্ম করে।

আবেকবার আমি এক ছাত্রের বক্তৃতার টেপ রেকর্ড তুললাম। ইসলামের জ্ঞান অবশেষে তার প্রচেষ্টাকে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে তাকে উৎসাহিত করার জন্য আমি তাকে আমার বাড়িতে আমন্ত্রণ করলাম। আমি যখন টেপ রেকর্ডের কথা উল্লেখ করলাম তখন সে আরো সুযোগ পেতে পেল, সমগ্র মুসলিম জাতির কল্যাণের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার মাধ্যমে সে তার বক্তৃতা শুরু করল। এরপর সে অনবরত ব্যাখ্যা করতে লাগল কীভাবে সে বিষয়টির উপর গবেষণা করেছে। তাকে আহ্বান করার আগে আমি কখনও তাকে এতটা স্বার্থপর ভাবতে পারিনি। তার সাথে কথা বলে আমি

এটাও বুঝতে পেরেছি যে, মিথ্যের যোগ্যতার চেয়ে নিজেকে অনেক বেশি মূল্যায়ন করা মানুষের স্বভাব।

অতএব, অন্যকে অবজ্ঞা করা থেকে সতর্ক থাকুন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُفِّرُوا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا يَسَاءَ مِمَّن تَسَاءَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُمْ.

“কোন পুরুষ (জাতি) যেন অন্য কোন পুরুষকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা না করে এবং কোন স্ত্রী (জাতি)ও যেন অন্য কোন স্ত্রীকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা না করে। কেননা, এমনও হতে পারে যে, যাদেরকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করা হয় তারা যারা ঘৃণা বা অবজ্ঞা করে তাদের চেয়েও ভালো।” (৪৯-সূরা আল হুজরাত : আয়াত-১১)

যদি আপনি মানুষের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং তাদের প্রতি মনোযোগ দেন তবে তারা আপনাকে ভালোবাসবে।

“যারা তাদের প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় ডাকে আপনি তাদেরকে তড়িৎ দিবেন না।” (৬-সূরা আল আনআম : আয়াত-৫২)

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدْوَةِ وَالْعَصِيِّ.

“যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাদের সাথে আপনি ধৈর্য ধরে থাকুন।” (১৮-সূরা আল কাহাফ : আয়াত-২৮)

(অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ ﷺ!) আপনার যে সব সাহাবীগণ সালাতে ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজে সকাল-সন্ধ্যায় আক্বাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে ও তাঁর প্রশংসা করে আপনি ধৈর্য সহকারে তাদের সাথে থাকুন।)

“তিনি ক্রকুটি করলেন ও উপেক্ষা করলেন, কারণ, তার নিকট একজন অন্ধ লোক এসেছিল। আপনি কীভাবে জানাবেন সে হয়তো (পাপ হতে) পবিত্র হতো।” (৮০-সূরা আল আবালা : আয়াত-১-৩)

[নবী করীম ﷺ কোন এক লোকের নিকট ইসলাম প্রচার করছিলেন তখন উম্মে হাক্কুম নামে একজন অন্ধ লোক। পরে তিনি ইমান এনে নবী করীম ﷺ-এর সাহাবী (রা) হয়েছিলেন। নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসেছিল

আর তখন নবী করীম ﷺ তার প্রতি মনোযোগ দেননি। এ কারণে এ আয়াত ক'খটি নাখিল করা হয়।]

আমার আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ার বছরগুলোতে আমি শুধুমাত্র কবিতা পড়াতলাই করতাম না অধিকতর কবিতা রচনাও করতাম। একবার অন্য মাদ্রাসার ছাত্ররা আমাদেরকে দেখতে আসল। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমাকে আমার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে বলা হলো— (আর এটা বলা হলো) আমার দাবি করার মতো কোন দক্ষতার কারণে নয় বরং এ কারণে যে, আমাদের মাদ্রাসায় একমাত্র আমারই কবিতার প্রতি বৌক ছিল।

আমি আমার স্বরচিত কিছু কবিতা উচ্চররে আবৃত্তি করলাম আর সাহিত্যের শিক্ষক আমার ধরন ও শব্দের ব্যবহার উভয়েরই প্রশংসা করলেন আর আমি তাকে (আমার সত্যি সত্যি প্রশংসা করেছেন বলে) আসলেই বিশ্বাস করলাম। আমি মনে করেছিলাম যে, আমি প্রতিভামণ্ডিত কোন কিছু লিখেছি; কিন্তু, আমি যখন বয়স্ক হওয়ার পর সেগুলোর দিকে চোখ বুলালাম তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, সেগুলো সত্যি সত্যি কতইনা ছাত্রসুলভ (কাঁচা হাড়ের) ছিল।

অন্যদেরকে অবজ্ঞা করে আমরা একমাত্র যা অর্জন করি তা হলো একজন অভিরিক্ত শত্রু। তাই, অন্যের চোটা অনুধাবন করতে মধ্যমশরী হোন এবং তাদের তপের কারণে তাদের প্রশংসা করুন।

৩৪১. অন্যদের থেকে আগনি যেকুণ আচরণ কামনা করেন

অন্যদের সাথে আগনি সেকুণ আচরণই করুন

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন যে, যে লোক অন্যের সোখ খুঁজে বের করে সে মাহির মতো— যা নাকি পঁচা-দুর্গন্ধ জিনিসের উপর বসে। কিন্তু লোক ‘কিন্তু’ শব্দ দ্বারা আক্রান্ত। যখনই আপনি তাদের নিকট কারো কথা বলবেন তখন তারা “তার মধ্যে কিছু ভালো তপ আছে, কিন্তু” এ ব্যক্তির সাথে তার সম্বন্ধে কিছু বলবে। এই ‘কিন্তু’ এরপর যা বলবে তা সর্বদাই সমালোচনা, সোমারোপ ও ভিন্নদার।

وَلِكُلِّ عَمَةٍ مُّزَّةٌ -

“সমসে ও পিছনে নিস্কারবী প্রত্যেক লোকের জন্য রয়েছে দুর্জোগ, ধ্বংস ও জাহান্নামের শাস্তি।” (১০৪-সূরা আল হুমাহ : আয়াত-১)

“সে তো গীবতকারী ও ঘুরে ঘুরে জোপলগোঁড়ী করে।”

(৬৮-সূরা আল ক্বালাম : আয়াত-১১)

“তোমাদের একে যেন অপরদের গীবত না করে।”

(৪৯-সূরা আল হুজরাত : আয়াত-১২)

অন্যের প্রতি আমরা যতটা ষড়যন্ত্র করি হবো আমাদের প্রতি তাদের ততটা ততো বেশি হবে, বিপরীতটাও সত্য (অর্থাৎ অন্যের প্রতি আমরা যত অন্যায় করব অন্যেরা আমাদেরকে তত অভক্তি করবে)। কোন বুদ্ধিমান লোক একথা ভাবতে পারে না যে, সে মানুষকে খর্ব করে, হেয় করে বা অবজ্ঞা করে তাদের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করতে পারবে।

“মুতাক্কিফিসের জন্য ধ্বংস, দুর্জোগ ও জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।”

(৮৩-সূরা মুতাক্কিফীন : আয়াত-১)

(মুতাক্কিফি হলো সে, যে নাকি পরিমাণে কম দেয়, ওজনে কম দেয় তথা অন্যের অধিকার খর্ব করে।)

৩৪২. শিষ্টাচারী, মার্জিত, জদ্র ও সৌজন্যশীল হোন

আপনার বন্ধুদের সাথে জদ্র ব্যবহার করুন এবং তারা যে নাম সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তাদেরকে সে নামে ডাকুন; তারা যে নাম গ্রহণ করে তাদেরকে সে নাম ধরে ডাকবেন না। অন্যেরা যদি আপনাকে মন্দ নামে ডাকিত তবে আপনি কি তা পছন্দ করতেন?

আপনার প্রীতি সাথে মার্জিত আচরণ করুন। প্রীতিলোকের পক্ষে কতইনা এমন দুঃসাপেক্ষক ঘটনা ঘটে যে, সে সারানিন রান্না-বাছা, কাঁড়া-পোছা আর ধোয়া-মোছা করার পর তার স্বামী ঘরে ফিরে এসে তার প্রীতি কোন কাজকর্ম চোখে দেখতে পার না। স্বামী যদি প্রীতি এমন কোন কথা বলত যাতে প্রীতি তার কাজকে অপরাধ ও অবজ্ঞাত ভাবত, তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করে স্বামীর এই বিরূপ।

সুভরাহ, অন্যদের প্রতি মনোযোগী হোন এবং তারা যে ভালো কাজ করে তার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ দিন। আপনার স্ত্রী যদি আপনার নিকট সুন্দর দেখানোর জন্য সাজসোজ করতে সময় নেয় তবে তার ক্রপের প্রশংসা করুন এবং আপনার প্রতি তার দৈনন্দিন তত্বির জন্য তাকে ধন্যবাদ দিন।

৩৪৩. কৃত্রিমতা পরিহার করুন

একবার আমি আবু রীশাহ'র একটি কবিতা পড়লাম আর সাথে সাথে তার কথার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলাম। আমি কবিতাটি মুখস্থ করলাম এবং আবুরীশাহ'র ৩২ মিলে গবেষণা করলাম। এর অল্প কিছু দিন পরেই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবৃত্তি অনুষ্ঠানে আমাকে কবিতা উপস্থাপন করতে হয়েছিল।

তখন আমি আবু রীশাহ'র ঠাইলকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করলাম— কিন্তু একমাত্র সমস্যা ছিল যে, আমি আবু রীশাহ নই। একারণেই যেসব কথা বেরিয়ে এলো তা ছিল অসংলগ্ন এবং ব্যাপক অর্থে কবিতা ছিল বাসি, নীরস ও হানহীন।

সেনিনের পর থেকে আমি অন্য লোকের ঠাইলকে অনুকরণ করা বন্ধ করে দিলাম। আমি বা ভাবতাম সে অনুসারেই আমি লিখতে শুরু করলাম আর এভাবেই আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমার কাব্যে আমার ব্যক্তিত্বকে সঞ্চারিত করতে পারলাম। একবার আমি জেদ্দাতে এক ইমামের লিখনে সালাত পড়লাম। তিনিও অনুন্নতভাবে এক বিখ্যাত আবৃত্তি কারকের অনুকরণ করতে চেষ্টা করছিলেন, তবুও তিনি কালিকৃত কল লাভ করার ধারে কাছেও ছিলেন না।

তার কণ্ঠস্বর বিখ্যাত আবৃত্তিকারের কণ্ঠস্বরের চেয়ে খুবই ভিন্ন স্বরূপের ছিল এবং তার অনুকরণের চেষ্টাকে দৃষ্টিকটুভাবে বা নিলম্বভাবে কৃত্রিম মনে হয়েছিল। তার চেষ্টাকে সহ্য করা আমার পক্ষে সহজ ছিল না; কারণ, বরাবরই আমি অনুত্তর করছিলাম যে, সাপূশো শৌখর জন্য সে কত কঠোর প্রচেষ্টা করছিল (অর্থাৎ সেই বিখ্যাত আবৃত্তিকারের মত (সদৃশ) করে আবৃত্তি করার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল তা আমি বুঝতে পারছিলাম এবং আমার কাছে তা হাস্যকর ও বিরক্তিকর লাগছিল।) আমি বুঝতে পারলাম

যে, আল্লাহ প্রত্যেক লোককে বিশেষ কণাবলি, বৈশিষ্ট্য ও মেধা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

“তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি বিধান ও স্পষ্ট (বা সরল) পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি।” (৫-সূরা মায়িদা : আয়াত-৪৮)

আপনি যদি কোন কিছুতে চমৎকার হতে চান তবে এমন এক পদ্ধতির অনুসরণ করুন যা আপনার প্রকৃতি ও ক্ষমতা (বা দক্ষতা) উভয়ের সাথে খাপ খায়।

لَا تَعْمَلْ عَلَى شَاكِلِهِ .

“(হে মুহাম্মাদ ﷺ!) আপনি বলে দিন, ‘প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে কাজ করে।’ (১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৮৪)

৩৪৪. আপনি যদি সত্যিই কোন কিছু করতে না পারেন তবে তা করা বাদ দিন

আবহা নিম্নে আমি হুত্ব আর খুত্বা নিতাম। আমার অধিকাংশ খুত্বাই ছিল নবী করীম ﷺ-এর জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। আর এটা কিছুটা আমার বৈশিষ্ট্যও হয়ে গিয়েছিল এবং এ কাজে আমি হুতি (বা আরাম) বোধ করতাম।

ক্রমবর্ধমান সীমাহীন যৌতুক প্রবণতা সত্ত্বে খুত্বা দেয়ার জন্য একজন আমাকে অনুরোধ জানালেন। এই অনুরোধ অনুসারে কাজ করতে আমার মন টানছিল না। কারণ, নবী করীম ﷺ-এর জীবনী সত্ত্বে কথা বলতে আমি বেশি আরাম (বা হুতি) বোধ করতাম। তবুও অনুরোধকৃত বিষয়ের উপর আমি উপস্থিত বক্তৃতা দিলাম। আমি কুরআনের আয়াত ও নবী করীম ﷺ-এর হাদীসের উদ্ধৃতি দিলাম। আমি এলোমেলোভাবে, জোড়াভালি দিয়ে কোন রকমে বিষয়টি পূর্ণ করছিলাম; আর যখন আমি বক্তৃতা দিছিলাম তখন আমার কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছিল। আমার খুত্বা শেষ হওয়ার পর আমার মনে হয়েছিল যে, বিষয়টি সত্ত্বে কথা বলে আমি এক যেনতেন কাজ

করলাম এবং সেকারণেই আমি যে বিষয়ে চমৎকরিত্ব অর্জন করেছি সে বিষয়েই লেগে থাকার লুপ্ত সংকল্প করলাম।

“আর আমি তানকারীসের অন্তর্ভুক্ত নই।”

আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত যে ক্ষেত্রে সে দক্ষ সে ক্ষেত্রে কাজ করা। নবী করীম ﷺ বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثِقَنَهُ .

“তোমানের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাবে কোন কাজ করে নিজের আত্মা তাকে ভালোবাসেন।” (আসে' হাদীস, বর্ষসং-১৯১১, কবুল উল, হাদীস সং-১১৬)

৩৪৫. জীবনে বিশৃঙ্খল হবেন না

একদিন আমি ফুরআনের ব্যাংকটি তফসীর গ্রন্থ জমা করলাম। আর তা ছিল : ১. তাবারী, ২. ইবনে কাসীর, ৩. বাগবী, ৪. যামাখশারী, ৫. কুতুবী, ৬. আবুফিলাল, ৭. আশু শিনকীতি, ৮. আরবাবী, ৯. কতছল ক্বাদীর, ১০. তফসীরে খাদেম, ১১. আবু হাসউদ ও ১২. কাসেমী। (এ তালিকার মধ্যে কিছু আছে লেখকের নামে আর কিছু আছে প্রকৃত কিতাবের নামে।)

আমি প্রতিদিন ফুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা (তফসীর) এসব গ্রন্থ (কিতাব) থেকে পড়তে ইচ্ছা করেছিলাম। আমি প্রতিদিনকার আয়াতটি প্রথম কিতাব, দ্বিতীয় কিতাব একাধারে সব ক'টি কিতাব থেকে পড়ার পরিকল্পনা করলাম। একাধারে আমি কিছুকাল চেষ্টা করলাম, কিন্তু শীঘ্রই আমি ক্লান্ত ও বিরক্ত বোধ করলাম। একথা সত্য যে আমি উন্মাদী ছিলাম; কিন্তু, পরিকল্পনা করতে এবং পড়াশুনার সঠিক পদ্ধতি বাছাই করতে আমি খুব বেশি আড়াহুড়া করে ফেলেছিলাম।

ইসলামি বিজ্ঞানের ছাত্রদেরকে আমি এই উপদেশ সেই যে, অনেক কিতাব দিয়ে নিজেকে তাবাক্কাত কবুল না। উত্তমপন্থা হলো আগনি যা পড়েন, তাকে সতর্কতার সাথে বিন্যাস ও বাছাই করা। সর্বশেষে গুরুত্বপূর্ণ হল তা মিলবিশিষ্ট হতে হবে, যদিও আপনি কেবলমাত্র সামান্য কিছু করেন। নবী করীম ﷺ-এর সবচেয়ে সির কাজ তা ছিল যা নিয়মিত চর্চা বা আমল করা হতো। যদিও সে কাজ ছোট কিছু ছিল।

৩৪৬. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহান্ত করে রেখেছে

إِنَّكُمْ التَّكَاثُرُ.

“প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহান্ত করে রেখেছে।”

(১০২-সূরা আত তাক্বুর : আয়াত-১)

একবার মোটা অংকের টাকা পাওয়ার পর, যতদূর সম্ভব সব কিতাবের এক কপি করে ত্রয় করার আশায় বইয়ের দোকানে (শাইত্রেরিতে) ছুটলাম, মুহূর্তের উদ্দীপনা আমাকে পরাকৃত করে ফেলেছিল। বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই দিয়ে আমি আমার ঘরের দেয়ালের ডাকগুলো ভরে ফেললাম। ইসলামী আইনশাস্ত্র, সমাজ বিজ্ঞান ও সাধারণজ্ঞান বিষয়ক বই-পুস্তক ছিল। আমি পড়া শুরু করতে চাইলাম, কিন্তু, আমি বুঝতে পারলাম না যে, কোথা থেকে শুরু করব। আমি দেখলাম যে, একই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন পুস্তক একে অন্যকে ছানিয়ে যেতে চায়। কিছু পুস্তক পেলাম যেগুলোর শুরুত্ব কম।

কতিপয় বিখ্যাত আলোচকের সাথে আমি পরামর্শ করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম কীভাবে আমার পড়াশুনা করা উচিত। তারা আমাকে এমন পথ বাতালিয়ে দিলেন যা সফল প্রমাণিত হয়েছিল। তারা আমাকে পরামর্শ দিলেন যাতে আমি ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার প্রধান প্রধান রেফারেন্স কিতাবগুলোই গভীরভাবে অধ্যয়ন করি। তারা বললেন, অন্যান্য কিতাবগুলোকে আলোচনাভাবে রেখে দিতে। তবে যখন কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে পরামর্শের জন্য অনেক কিতাবের দরকার হয় তখন সেগুলো পড়তে হবে। এর ফলাফল দেখে আমি জরি পুঁজি হয়ে গেলাম। আমি তাদের সরল অর্থচ যুক্তিযুক্ত উপদেশ অনুসরণ করতে অধিকতর গোছালো ও বিন্তি অনুভব করলাম।

إِنَّكُمْ التَّكَاثُرُ- حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ.

“প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহান্ত করে রেখেছে, এমনকি তোমরা (এ অবস্থায়) কবর পরিদর্শন করছ।”

(১০২-সূরা আত তাক্বুর : আয়াত-১-২)

(অর্থাৎ জেদমরা আমৃত্যু বা মরণ পর্যন্ত পার্থিব সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আছ ও পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে আছ বা পরকালকে ভুলে আছ।)

কিছু ছাত্র আছে যারা বিরল পাণ্ডুলিপির জন্য ভীষণ খোঁজা-খুঁজি করে, তারা সর্বদাই বিরল পুস্তকাদি সংগ্রহ করে, তবুও আপনি তাদের অধিকাংশকেই দেখতে পাবেন যে, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স বইসমূহও তারা পুরাপুরিভাবে পড়েনি। আমি এক লোককে চিনি যিনি সুক্বাতিল ইবনে সুলাইমানের তফসীর সংগ্রহ করতে পারেননি বিধায় অসন্তুষ্ট, অথচ তিনি ইবনে কাসীরের তফসীর পুরাপুরি পড়েননি।

“আর তাদের মাঝে (ইহুদীদের মাঝে) এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে কিতাব সংগ্ৰহে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু মিথ্যা আশা করে ও ধারণা করে।” (২-সূরা বাক্বরা : আয়াত-৭৮)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন প্রথমে বিবেচনা করা উচিত তখন কখনও ছোটখাট বিষয়ের পিছনে লাগবেন না। যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য জানে না তাকে দীর্ঘ ও ক্রান্তিকর সফর করতে হবে-যা কোথাও শেষ হবে না।

৩৪৭. সমাপনী অধ্যায়

আসুন, আমরা সবাই সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক- আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করি। আসুন, তাঁর সাথে কোন শরীক লাভ্যত না করে আমরা তাঁর সামনে (সালাতের) দাঁড়াই। আসুন, আমরা তাঁর নিকট অতিশয় আকুলভাবে প্রার্থনা করি এবং উত্তরের জন্য ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করি। কেননা, সত্যিই তিনি আমাদের জন্য-যথেষ্ট। তিনিই আরোগ্য করেন। তিনি দ্বন্দ্বা ও বিবিকলভা। তিনি একাই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَافِیَةَ فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَسِيبُكَ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَادَمْتَهُ عَبْدُكَ نَسِيبًا۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْرِ وَالْكَسَلِ
وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ۔

“হে আমাদের প্রতিশালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।”

(২-সূরা বাক্বার : আয়াত-২০১)

“হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়া আখেরাতে সর্বদা সুস্থতা ও কল্যাণ দান করুন।” (তামযুল উয়ল, হাদীস নং-৪৯৫৭)

“হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট সেই সর্বোত্তম জিনিস প্রার্থনা করি যা আপনার রাসূল মুহাম্মদ ﷺ কামনা করেছেন। আর আমরা আপনার নিকট সেই মন্দ জিনিস থেকে আশ্রয় চাই যার থেকে আপনার রাসূল মুহাম্মদ ﷺ আশ্রয় বা পানাহ চেয়েছেন। (তুলাতুল মাযাম : হাদীস নং-১৬০৯)

“হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তা, বিষণ্ণতা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে পানাহ চাই; আমরা আপনার নিকট অক্ষমতা ও অলসতা থেকে মুক্তি চাই; আমরা আপনার নিকট কুপণতা ও কাপুরুষতা বা ভীতুতা থেকে আশ্রয় চাই আর আমরা আপনার নিকট ঋণের বোঝা ও মানুষের কর্তৃত্ব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (জামে' হাদীস, হাদীস নং ১৫৫৩)

نَسْتُ بِالْخَيْرِ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى۔

মহান আল্লাহর রহমতে সুসমাপ্ত

শিশু পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত বইসমূহ

ক্র.সং.	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবী, ফার্সী, ইংরেজী)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিস্ময়কর অর্থহীন -মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৪.	বিশ্বভিত্তিক-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন -ডাঃ হাকিমুল ইসলাম	৩৫০
৫.	বিশ্বভিত্তিক-৩ মুকতল মরাম বা বাহাইকৃত ১৫০০ হাদীস	৪০০
৬.	আবুল্লাহ ২২২ এর হাদীস-কল্ল ও মিসবুর -ডাঃ : মুকল ইসলাম মণি	২১০
৭.	নব্বায়ের ৫০০ হাদীস -ইকবাল কিলানী	১৫০
৮.	আবুল্লাহ ২২২ এর দীক্ষা যেমন ছিলেন -মুহাম্মদ মোহাম্মদ বেগম	১৫০
৯.	বিস্ময়কর বা-পিহিন -আবুল্লাহ ইয়াহইয়া	৬০০
১০.	কোরেশতার কবিরের জন্য সোয়া কবির -ড. ফাতেমা ইলহী (মকী)	৭০
১১.	আবুল ২২২ এর ২৪ কবির -মুহাম্মদ আবুল কাসেম খালী	২২৫
১২.	আবুল্লাহী ২০ (বিশ) কবির -মুহাম্মদ মোহাম্মদ বেগম	২০০
১৩.	আবুল্লাহী ২০ (বিশ) কবির -ডাঃ : মুকল ইসলাম মণি	২০০
১৪.	আবুল ২২২ এর ১০০০ গ্রন্থ -আবুল্লাহ আব্দুল হানাদ	১৫০
১৫.	দুই পরিবার ও পরিবারিক কবির -মুহাম্মদ মোহাম্মদ বেগম	২২০
১৬.	আবুল ২২২ এর ১০০০ গ্রন্থ -ডাঃ : মুকল ইসলাম মণি	২২৫
১৭.	আবুল ২২২ এর ১০০০ গ্রন্থ -ইকবাল কিলানী	১৫০
১৮.	আবুল ২২২ এর ১০০০ গ্রন্থ -ইকবাল কিলানী	২২৫
১৯.	দুই পরিবার ও পরিবারিক কবির -ইকবাল কিলানী	২২৫
২০.	কবিরের কবির (আবুল্লাহ কবির) -ইকবাল কিলানী	১৫০
২১.	বাহাইকৃত ১০০ হাদীসে কবির -আবুল্লাহ আব্দুল হানাদ	১৫০
২২.	সোয়া কবির: দুর্ভাগ্য -ডাঃ মোহাম্মদ হক	১০০
২৩.	ড. কবির মিসবুর সমগ্র	৩৫০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ ১ থেকে ৩৩

বের হচ্ছে

ক. কবির ওনাহ, খ. আমলে নাহাফ, গ. বাহাইকৃত ও আবুল টোনা, ঘ. শেখ আহমদ সিদ্দিক লেকচার সমগ্র, ঙ. বিশ্বভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র

১.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০
২.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র- ২	৪০০
৩.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০
৪.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০
৫.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
৬.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	২৫০
৭.	বাহাইকৃত জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	৭৫০



পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ফোন : ০১৭৫৭১৮২০৯, ০১৮১১০০২৭৯২

ওয়েবসাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacepub@yahoo.com

